কুরআন ও জীবন

সংকলন
খন্দকার আজমল হক

কুরআন
ও
জীবন

সংকলন ঃ
খন্দকার আজমল হক

কুরআন ও জীবন

সংকলন ঃ খন্দকার আজমল হক

প্রকাশনায় ঃ রওশন আরা বেগম
কাটনারপাড়া, হট্ট মিয়া লেন
বগুড়া।

প্রকাশকাল ঃ ২৩ যিলহাজ্জ, ১৪২৪ হিঃ
৩ ফাল্গুন, ১৪১০ সাল
১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ খৃঃ

মুদ্রণে ঃ **বিকাশ মুদ্রণ**
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

দু'টি কথা

আল্লাহ্তাআলা তাঁর পাক কালামে বলেছেন – এ বিশ্ব-জগতের শাসন-ক্ষমতা তাঁর (৩:১৯০)। অতএব তিনি এই বিশ্ব-জগতের শাসক ও বাদশাহ্। আর শাসক বা বাদশাহ্র রাজ্য পরিচালনার জন্য চাই বিধি-বিধান বা আইন-কানুন, যা মেনে চলা রাজ্যে বসবাসকারী সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। অন্যথায় বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অশান্তি রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনে। এই দুনিয়াতেও প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য থাকে সংবিধান বা Constitution। এরূপ কোন সংগঠন বা দলের জন্য থাকে স্ব স্ব নীতিমালা। রাজ্যের বা দলের প্রত্যেককে এসব আইন-কানুন বা নীতিমালা মেনে চলতে হয়। এ জন্যে সকলেরই এসব আইন কানুন বা নীতিমালা জানা অবশ্য প্রয়োজন। অন্যথায় নিয়ম ভঙ্গের কারণে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হয়।

আল্লাহ্পাক তাঁর রাজ্য পরিচালনার জন্যে যে সংবিধান প্রেরণ করেছেন তাকে তিনি শরীয়ত বা কার্যপদ্ধতি নাম দিয়েছেন (৫:৪৯)। শরীয়ত বিশেষ করে মানুষের জন্য এবং মিনহাজ বা কার্যপদ্ধতি মানুষসহ সকল সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত। সকল সৃষ্ট-বস্তু বা প্রাণীকেই এ সকল বিধান মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (৪৫:১৯)। মানুষ ব্যতীত অন্য সকল সৃষ্ট-বস্তু বা প্রাণী আল্লাহ্র নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে না বিধায় তাদের মাঝে কোন বিশৃঙ্খলা নেই (৬৭:৪-৫)। কিন্তু মানুষ স্রষ্টার নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করার কারণে জগতে অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। এ জন্য আল্লাহ্র আযাব তাদের গ্রাস করে ফেলে (৩৩:৭৩-৭৪)।

আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের মাঝে মানুষই একমাত্র বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী যাকে বিবেকের স্বাধীনতা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তারা যাতে সঠিক পথে পরিচালিত হয় সেজন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলা যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে শরীয়ত ও কার্যপদ্ধতি পাঠিয়ে তাদের পরিচালনা করে আসছেন।

মানব জীবনকে একটি মানব-শিশুর সাথে তুলনা করা যায়। মানব-শিশুর জীবনে এমন এক সময় থাকে, যখন তার কোন বিবেক-বুদ্ধি থাকে না, চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে না। যার ফলে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-দ্রব্য, চলা-ফেরা কোন বাধ্য-বাধকতার ধার ধারে না। এ সময় তার কোন অপরাধ শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হয় না। ধীরে ধীরে তার জীবনে এমন এক সময় আসে যখন তার বুদ্ধি-বিবেকের বিকাশ ঘটতে থাকে, ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করে, এরূপ অবস্থায় তার পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্য-দ্রব্যে, চাল-চলনে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তখন সে কোন অন্যায় করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হয় এবং তার উপর আইনের প্রয়োগও কঠোর হয়। মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানব শিশুর এই অবস্থা মানব জীবনেও এসেছিল। মানব জীবনে এমন এক সময় ছিল যখন তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটে নি, মানুষ তখন উলঙ্গ থাকতো, কাঁচা মাংস ভক্ষণ করতো, যেখানে যেভাবে খুশি জীবন যাপন করতো। বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে সংগ্রাম করে চলতে হতো। এজন্যে তাদের স্বভাবও ছিল উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল, যে কারণে তাদের অগ্নি স্বভাব বিশিষ্ট বা আগুনের তৈরী জিন্ন নামে অভিহিত করা হতো। এ সময় তারা বনে জঙ্গলে, গিরি গুহায় বাস করতো। প্রাথমিক যুগের মানুষদের জিন্ন বলার এ-ও একটি কারণ। এরপর তার জীবনে এমন এক সময় আসল যখন তার ভিতর বিবেক ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটতে শুরু হলো। তখন তার উপর কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রয়োজন দেখা দিল। তৎকালীন মানুষের বা শিশু-মানুষের প্রয়োজনানুযায়ী বিধি-বিধানসহ আল্লাহ্পাক তাদের মাঝে তাঁর প্রতিনিধিরূপে হযরত আদম (আঃ)-কে প্রথম নবী করে পাঠালেন (২:৩১)। তিনি মানব জাতিকে বাল্যাবস্থানুযায়ী জ্ঞান শিক্ষা দেন এবং তারা স্রষ্টার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। মানব জীবনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিবেক-বুদ্ধিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং পরবর্তী নবীদের মাধ্যমে তার জীবন পরিচালনার বিধানও বর্ধিতাকারে প্রেরিত হতে থাকে।

এভাবে মানব জীবন যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে শ্রেষ্ঠ রসূল হিসেবে সমগ্র মানব জাতির পরিচালনার জন্য পূর্ণ বিধান কুরআনসহ প্রেরণ করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেমন বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নবী বা বিশ্বনবী, সেরূপে তাঁর আনিত পূর্ণ বিধান 'আল্ কুরআন'-ও সকল মানুষের জন্য পূর্ণ শরীয়ত বা বিধান। আল্লাহ্‌র রাজত্বে বাস করতে হলে তার রাষ্ট্রের প্রজা হিসেবে তা মেনে চলা প্রত্যেক মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। এ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর আমরা তোমাকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক মহান শরীয়তের (বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করেছি; সুতরাং তুমি এর অনুসরণ কর এবং সেসব লোকের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যাদের কোন জ্ঞান নেই" (৪৫:১৯)। যারা এর শিক্ষাকে অস্বীকার করে তারা কাফির–শাস্তিযোগ্য (৪১:২৭-২৮)। এবং যারা একে স্বীকার করেও এর অনুসরণ করে না তারা ভারবাহী গাধার ন্যায় (৬২:৬)। তারা চিনির বোঝাই বহন করে, কিন্তু তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। তারা পথভ্রষ্ট ও শাস্তিযোগ্য।

অতএব কুরআনের শিক্ষানুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করা সকল মানুষের জন্য বিশেষ করে যারা এর ধারক-বাহক প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। যারা এর অনুসরণ করবে না তারা স্রষ্টার আইন ভঙ্গকারী। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

কিন্তু এই জীবন-বিধান অনুযায়ী চলতে হলে আমাদের এ সম্পর্কে জানতে হবে। এর জন্য কুরআন পাঠ করতে হবে এবং বার বার পাঠ করতে হবে। অথচ মুসলমানের মাঝে অনেকেই কুরআন পড়েন না। যারা পড়েন তাদের অধিকাংশই কুরআনের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন না। যারা বোঝেন তারা আল্লাহ্‌র বিধানানুযায়ী অন্যান্যদের চালাবার ক্ষমতা রাখেন না। এদের সংখ্যাও নগণ্য। এছাড়া কুরআনের আদেশসমূহ বিভিন্ন স্থানে থাকায় অনেকের পক্ষেই এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। যার দরুন শরীয়তের কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করে তারা তাঁর নির্দেশ পালনে বিরত থাকেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তকে বলেছেন, ***"আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের একটি ছোট আদেশও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হাতে মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"*** হুযুরের এই বাণী আমাকে কুরআনের আদেশাবলী পৃথক পৃথকভাবে বিষয়-ভিত্তিক সাজিয়ে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সাধারণ পাঠক কেন, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও কুরআন পাকের সাত শত আদেশের সকল আদেশ কুরআন পড়ে জানা অতি কষ্টকর। তাই আমার অবসর জীবনে কুরআন শরীফের আদেশসমূহ পৃথকভাবে বিষয়-ভিত্তিক সংকলন করে মানব জাতির নিকট উপস্থাপন করার তাগিদ নিজের মাঝে অনুভব করি। রিয়াযুস্ সালেহীন পুস্তকটি এ বিষয়ে আমার পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাপারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের প্রাক্তন আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব ও বন্ধুবর মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেবের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমি এ কাজে ব্রতী হবার প্রয়াস পাই।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন বইটির নাম 'কুরআন ও জীবন' কেন রাখা হল? তার জবাবে বলা যেতে পারে যেহেতু কুরআন একটি পূর্ণ জীবন বিধান যা মানব জীবনকে পরিচালনার জন্য প্রেরিত হয়েছে এবং যেহেতু আলোচ্য পুস্তকে কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়াবলী, সংশ্লিষ্ট হাদীস ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর রচনার উদ্ধৃতি এমনভাবে সংযোজিত হয়েছে যা পাঠ করলে নিজ জীবনকে পরিচালনার দিক নির্দেশনা লাভ করে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

মহান কিতাব কুরআন যাঁর মাধ্যমে নাযেল হয়েছিল, তিনি ছিলেন অতি মহান ব্যক্তিত্ব। যিনি ছিলেন বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর নাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (সঃ)। কুরআন মজীদে যাঁকে আল্লাহ্‌পাক 'খাতামান্ নাবীঈন' বলে সম্বোধন করেছেন। এ সম্বোধন দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে মর্যাদার যে উচ্চতম আসনে সমাসীন করেছেন, কোন নবী সে আসন লাভে সক্ষম হন নি। 'খাতামান্ নাবীঈন' সম্বলিত আয়াত পর্যালোচনা করলে এ যে কত মর্যাদাসম্পন্ন শব্দ তা উপলব্ধি করা যাবে।

এরশাদ হয়েছে, "মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামান্ নাবীঈন এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ" (৩৩:৪১)।

আয়াতটি ও এর পূর্বাপর আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যাবে।

উদ্ধৃত সূরার ৩৮ নং আয়াতে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর পালিত পুত্র হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে প্রকৃত পুত্র না বলায় এবং হুযূর (সঃ)-এর কোন পুরুষ সন্তান জীবিত না থাকায় বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে 'আবতার' বা অপুত্রক বলে টিটকারী দিত। এর জবাবে আল্লাহ্পাক এ আয়াত নাযেল করে জানিয়ে দেন যে, রসূলে পাক (সঃ) কোন পুরুষের পিতা না হলেও রসূল ও নবী হবার কারণে তিনি উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। (৩৩:৭)

লক্ষণীয়, আয়াতটিতে আল্লাহ্র রসূল বলার পরই 'ওয়া খাতামান্ নাবীঈন' শব্দটি এসেছে। ভাষা সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান আছে তারা জানেন যে, কোন এক গুণবাচক শব্দের পর আর একটি গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হলে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথমটির চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেহেতু রসূল ও খাতামান্ নাবীঈন উভয়ই গুণবাচক শব্দ এবং খাতামান্ নাবীঈন এসেছে রসূলুল্লাহ্-এর পরে। অতএব এখানে খাতামান্ নাবীঈন যে রসূলুল্লাহ্র চেয়ে অধিক মর্যাদা বহনকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খাতামান্ নাবীঈন-এর অর্থ পর্যালোচনা করলে এর প্রমাণ মিলবে।

আরবী ভাষা ও অভিধান হতে জানা যায় যে, খাতাম এর 'তা' অক্ষরে যখন যবর আসে এবং এ কোন বহুবচন বাচক বিশেষ্যের পূর্বে বসলে তার অর্থ সব সময়ই শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। যেমন খাতামুল আউলিয়া – শ্রেষ্ঠ অলী, খাতামুল মোহাজেরীন – শ্রেষ্ঠ মোহাজের, খাতামুশ্ শোয়ারা – শ্রেষ্ঠ কবি ইত্যাদি। একই কারণে 'খাতামান্ নাবীঈন'-এর অর্থ শ্রেষ্ঠ নবী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। খাতাম শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করলেও একই ফল পাওয়া যাবে।

আরবী অভিধানে খাতাম শব্দের ৪টি অর্থ দেখা যায়। যথা– (১) মোহর, (২) আংটি, (৩) মুকুট এবং (৪) শেষ। এর যে অর্থই ধরা হোক না কেন, প্রতি ক্ষেত্রেই এ শ্রেষ্ঠ অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে শেষ অর্থ তখনই হয়ে থাকে যখন তার চেয়ে বড় আর কেউ হতে পারে না। পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা আশরাফ আলী থানভি সাহেব এ অর্থেই হুযূর পাক (সাঃ)-কে শেষ নবী বলেছেন। (তৎপ্রণীত তফসীরে কুরআনের তফসীরে খাতামান্ নাবীঈন আয়াত দ্রষ্টব্য) এবং একমাত্র এ অর্থই হুযূর পাক (সঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকে যে কারণে আয়াতটি নাযেল হয়।

কিন্তু 'খাতামান্ নাবীঈন'-এর বর্তমান প্রচলিত অর্থ শেষ নবী ধরলে এ নবী করীম (সঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি তো করেই না বরং তা হুযূর পাক (সঃ)-এর মর্যাদা হানিকর। কেননা শেষ কোন কিছুর চরম দুঃখজনক পরিণতির কথাই ঘোষণা করে থাকে। মানব ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কোন বংশ, জাতি বা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস তখনই ঘটে থাকে যখন এর শেষ নেতা দুর্বল, অকর্মণ্য বা অযোগ্য হয়। তাই, নেতৃত্বের সমাপ্তির সাথে সাথে সেই বংশ, জাতি বা প্রতিষ্ঠানেরও সমাপ্তি ঘটে। যেমন ভারতের ঐতিহ্যবাহী মোগল সাম্রাজ্য এর শেষ দুর্বল বাদশাহ বাহাদুর শাহ-এর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু হুযূর পাক (সঃ) দুর্বল বা অযোগ্য ছিলেন – এ অপবাদ তাঁর বিরুদ্ধবাদীগণও দিতে পারে নি। বরং পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত হতে জানা যায় যে, তাঁর অনুবর্তিতায় উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে নবীর আগমন ঘটবে (৪:৭০; ১১:১৮) হাদীস শরীফেও এর উদাহরণের অভাব নেই।

অবশ্য যদি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অবনতি না ঘটত, তাদের ভিতর যদি নবীর আগমনের প্রয়োজনীয়তা না থাকত, তবে হুযূর (সঃ)-এর পর নবী না আসার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যেত। কিন্তু যে সকল কারণে নবীর আগমন হয়ে থাকে, যেমন মানুষের খোদার শিক্ষা ভুলে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া, খোদার কালামের শিক্ষা মানুষের ভিতর হতে উঠে যাওয়া। নৈতিক অবক্ষয়ের চরম পর্যায়ে পৌঁছান প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে তবে নবী না আসার যৌক্তিকতা কোথায়? কুরআন হাদীস হতে জানা যায় যে, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানগণের মাঝে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে (কুরআন ১৭:৮৭; ৮১:২-১৫; হাদীস বুখারী মুসলিম বায়হাকী)। কুরআন হাদীস হতে এ-ও জানা যায় যে, এসকল ঘটনা আখেরী জামানায় ঘটবে। এরূপ অবস্থায় নবী ছাড়া আর কে মুসলমান তথা মানুষদের পথ প্রদর্শন করবে? কারণ হাদীস হতে জানা যায় যে, যারা মানুষের হেদায়াতের দাবী করে থাকে সেই আলেমদেরই আখেরী জামানায় চরম অবনতি ঘটবে। হাদীস শরীফে তাদের নিকৃষ্ট জীব বলা হয়েছে (বায়হাকী)।

হাদীস শরীফ হতে জানা যায় যে মুসলমানদের এরূপ চরম অবনতির সময় তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্তাআলা ঈসা (আঃ)-কে ইমাম মাহদী (আঃ)রূপে আবির্ভূত করবেন। এজন্যই হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "মাহদী ঈসা (আঃ) ব্যতীত আর কেউ নন" (ইবনে মাজাহ)। তাঁর নামের শেষে (আঃ) ব্যবহার হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাঁকে নবীর মর্যাদা দিয়ে পাঠাবেন। তাঁর আগমনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে হিজরীর চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ। তাঁর আগমনের প্রধান লক্ষণ হলো একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের ১ম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে (দারকুৎনী)। হাদীস শরীফে তাকে হাকামান আদালান-ন্যায়বিচারক মীমাংসাকারী বলা হয়েছে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর বধ করবেন ইত্যাদি (বুখারী)।

হাদীস শরীফের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথাসময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তিনি প্রথম বয়াত গ্রহণ শুরু করেন। তাঁর আগমনের প্রধান লক্ষণ একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ১৮৯৪ সালে পূর্বগোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে সংঘটিত হয়ে তাঁর সত্যতার প্রমাণ দিয়েছে। তিনি আল্লাহ্র তরফ হতে জ্ঞানলাভ করে 'হাকামান আদালান' হিসাবে কুরআনের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে মুসলমানদের অনেক বিভ্রান্তি হতে রক্ষা করেছেন। যেমন বর্তমান জামানার তথাকথিত আলেমগণ খাতামান্ নাবীঈন ও তৎসংক্রান্ত হাদীসের ভুল অর্থ করে নবুওয়তের সকল দরজা বন্ধের দ্বারা মুসলমানদের আল্লাহ্র দেয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হতে বঞ্চিত রেখেছিল। অথচ আল্লাহ্ তাদের সকল নিয়ামতের অধিকারী করেছেন বলে কুরআন পাকে ঘোষণা দিয়েছেন (৫:৪)। অন্য এক স্থানে আল্লাহ্পাক মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে জানিয়েছেন (৩:১১)। নবুওয়তরূপ শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হতে বঞ্চিত থাকলে শ্রেষ্ঠ উম্মতের বৈশিষ্ট্য রইল কোথায়? অথচ নিম্ন স্তরের উম্মত হয়েও বনী ইস্রাঈলগণ এর অধিকারী ছিলেন।

আলেম নামধারী মুসলিম ধর্মীয় নেতাগণ বোঝেন না যে নবুওয়তের দরজা বন্ধ করে তারা নিজেদেরকে অন্যান্য জাতির নিকট হেয় প্রতিপন্ন করছেন। অথচ মুসলমানদের নিকট আল্লাহ্র অলী বলে পরিচিত বুযুর্গগণ উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে হুযূর পাক (সঃ)-এর পায়রবি করে নবীর আগমনের কথা স্বীকার করে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের মতের সমর্থনে কোন সংগঠন না থাকার কারণে তা তাদের কেতাবেই রয়ে গেছে। এজন্য বর্তমান আলেম সমাজ তা উপেক্ষা করার সুযোগ পায়।

কিন্তু এ যামানার ইমাম হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জোরালোভাবে 'উম্মতি নবীর' দরজা খোলা থাকার ঘোষণা দেন। তিনি মুসলমানদের আরো একটি ভুল বিশ্বাসের অবসান ঘটান।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা দেন যে, বনী ইস্রাঈলের ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করছেন এবং শেষ জামানায় যার আসার কথা সেই ব্যক্তি তিনি নিজে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর গুণে গুণান্বিত হয়ে আসার জন্যে তিনি মসীহ মাওউদ নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, তাঁর কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরের খান ইয়ার স্ট্রীটে বিদ্যমান। তিনি জানান যে, কুরআন পাকের অন্তত ত্রিশটি আয়াতে তাঁর মৃত্যুর প্রমাণ নিহিত আছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণের দ্বারা খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করে তিনি যেমন ক্রুশ ধ্বংস করেছেন তদ্রূপ মুসলমানদের হযরত ঈসা (আঃ)-এর চৌথা আসমানে উঠার ভুল ধারণার মূলেও কুঠারাঘাত করেছেন।

কুরআন পাকের যে সকল আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয় তা নিম্নে দেয়া গেল।

২:৩৭; ৩:৫৬, ১৪৫; ৪:৭৯, ১৫৯-১৬০; ৫:৭৬, ১১৭-১১৮; ১০:২৫; ১২:৯৪; ১৭:৯৪: ১৯:৩২, ৩৪; ২১:৯, ৩৫; ১০২-১০৩; ২২:৬; ২৩:১৬; ২৫:২১; ২৭:২১-২২, ৪৪; ৩১:৪১, ৫৫; ৩৩:৪১; ৩৬:৬৯; ৩৯:২২; ৫৪:৫৫-৫৬; ৫৫:২৭-২৮, ৬১:৭;

এর ভিতর যে কোন একটি আয়াতই হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। ৩:৫৬ আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। আয়াতটিতে আল্লাহ্ বলেছেন, "হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি

তোমায় মৃত্যু (ওফাৎ) দিব এবং নিজের দিকে তোমাকে উন্নীত করব।" এখানে প্রথমে মৃত্যু দিব এবং এরপর নিজের দিকে উন্নীত করব বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক মৃত্যুর মধ্য দিয়েই হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাঁর দিকে আত্মিক উন্নতি দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানে যেমন আসমান বা চতুর্থ আসমানের কোন উল্লেখ নেই তদ্রূপ কুরআন পাকের কোন আয়াত দ্বারাই তাঁর আসমানে উঠিয়ে নেবার কোন প্রমাণ মিলবে না।

তাঁর আগমনের দ্বারা আরো একটি বড় কাজ সাধিত হয়েছে। মুসলমানগণ খলীফা বা নেতাহীন অবস্থায় হিমসিম খাচ্ছিল। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর মাধ্যমে খিলাফত আলা মিনহাজেন নবুওয়ত প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছেন।

উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ই আলোচ্য পুস্তকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মানব জীবনের সকল আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয় সংযুক্ত হওয়ায় পুস্তকটির নাম 'কুরআন ও জীবন' রাখা হয়েছে।

প্রথমে আমার ইচ্ছা ছিল শুধু বিষয়-ভিত্তিক কুরআনের আয়াতসমূহ সংকলন করবো। কিন্তু সদর মুরব্বী মোহতারম সালেহ আহমদ সাহেব কুরআনের সাথে হাদীস ও মলফূযাত [হযরত মসীহ্ মাওউদ মাহদী (আঃ)-এর অমৃত বাণী] সন্নিবেশিত করার পরামর্শ দেন। হাদীস ও মলফূযাত সংযোজনের ফলে পুস্তকটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে।

বিষয়-ভিত্তিক হাদীস ও মলফূযাত সংগ্রহ একটি দুরূহ কাজ। মোহতারম ইয়ামিন সাহেবের সহযোগিতায় প্রাপ্ত সহী বুখারী শরীফ ও মেশকাত শরীফ ও বিভিন্ন গ্রন্থ হতে হাদীসসমূহ সংগ্রহ করি। বর্তমানে বাংলায় অনূদিত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাবলী, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা হতে মলফূযাত সংগ্রহ করে পুস্তকটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মহামান্য খলীফাগণের লিখা হতেও কোন কোন বাণী মলফূযাত হিসেবে সংকলিত করা হয়েছে।

পুস্তকটি লিখার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। দু' একটি মন্তব্য ব্যতীত সংকলকের নিজস্ব কোন বক্তব্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নি। এক একটি বিষয়কে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। পুস্তকের কলেবর যাতে বৃদ্ধি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রথমে অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের এক বা একাধিক আয়াত সূরা ও আয়াতের নম্বর সহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। পরে কুরআনের অন্যান্য স্থানে সংশ্লিষ্ট আরও যে সকল আয়াত আছে তা রেফারেন্স হিসাবে ক, খ, গ ইত্যাদি সূচক দ্বারা চিহ্নিত করে সূরা ও আয়াতের নম্বরসহ নীচে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা পাঠক ও গবেষকদের বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে সাহায্য করবে। রেফারেন্স হিসেবে দেয়া আয়াতসমূহে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যে সকল কথা আছে তা অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়কে আরও পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য সহায়ক। একই বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আছে। সব আয়াত দেয়া হয় নি। একই বিষয়ের কিছু কিছু আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব কুরআনের সকল আদেশ নিষেধ ও কুরআনের অন্যান্য বিষয় পুস্তকটিতে সংযোজন করার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু যদি কোন বিষয় বা আদেশ নিষেধ বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তবে সহৃদয় পাঠকবর্গ সে সম্পর্কে অবহিত করলে তা পরে সন্নিবেশিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্‌র কালাম অতি উচ্চমার্গের ভাবধারায় উপস্থাপিত বিধায় এ অত্যন্ত তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ। এজন্য এর তফসীর বা ব্যাখ্যা না দিলে সাধারণ পাঠকদের পক্ষে আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনবোধে তারকা চিহ্ন দ্বারা 'কুরআন মজীদ' হতে আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সম্বলিত টীকাও সন্নিবেশিত করা হয়েছে যেন পাঠকগণের আয়াতের অর্থ বুঝতে সুবিধা হয়।

কুরআনের আয়াত সূত্র ও তফসীরের পর প্রয়োজনীয় হাদীস ও মলফূযাত সংকলিত করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বিধানাবলী সংকলনের কাজ মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ কাজে হাত দেয়ার পূর্বে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করেছিলাম যে.

তিনি যেন আমাকে কাজটি তাঁর মর্জিমত সম্পাদন করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন, জ্ঞানের প্রসারতা দান করেন এবং আমার এ কাজকে কবুল করেন। এ কাজ শুরু করার পূর্বে আমি একাধিক বার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-কে স্বপ্নে দেখি যাতে আমার প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির চিহ্ন প্রকাশ পায়। আল্লাহ্‌র হাজার শোকর, তিনি আমাকে সংকলন কাজটি শেষ করার তৌফীক দিয়েছেন।

আমার এই কাজে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন, তাঁদের নিকট আমি গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। পুস্তকটি প্রণয়নে আমার স্ত্রী মোছাঃ রওশনারা বেগম ও সন্তানগণ যথাক্রমে কে এম মাহ্‌মুদুল হাসান, ফাহ্‌মিদা ইয়াসমিন, তাহ্‌মিদা ইয়াসমিন ও কে এম তাহ্‌মিদ হাসান যথেষ্ট সহযোগিতা দান করেছেন। আল্লাহ্ তাদের জাযা-এ-খায়ের দান করুন।

পরিশেষে বিশ্ব-জগতের মালিক পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, তাঁর রাজ্যে বসবাসকারী মানবকূল যেন তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করে তাঁর প্রকৃত বান্দা হিসেবে তাঁর দরবারে হাযির হতে পারে। নিয়ম ভঙ্গকারী, ফাসাদ সৃষ্টিকারী অপরাধী হিসেবে তারা চিহ্নিত না হয়। এ পুস্তকটি যেন তাদের হেদায়াতের পথ সুগম করে, আমীন।

তারিখ ঃ বগুড়া
১০ জানুয়ারী, ২০০৪ইং

খন্দকার আজমল হক
সংকলক

সূচীপত্র

১। নিয়াত বা সংকল্প

১। কর্মের ফলাফল নিয়্যত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। ৩৩

২। আল্লাহ্

২। আল্লাহ্ একমাত্র স্রষ্টা – সকলের অভিভাবক, জীবন মৃত্যুর মালিক। ৩৪

৩। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সবাই স্বীকার করে যে স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। ৩৫

৪। আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় – তিনি স্বনির্ভর, স্ত্রী সন্তানাদির উর্ধ্বে। ৩৬

৫। আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ৩৭

৬। বিশ্বজগতের শাসনকর্তা আল্লাহ্, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক–সর্বশক্তিমান। ৩৭

৭। বিশ্বজগতের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি সকল কার্যের কারণীক। তিনি সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন। ৩৯

৮। আল্লাহ্ পালনকর্তা ঃ সারা বিশ্বের প্রতিপালক। ৪০

৯। আল্লাহ্ রিযিকদাতা – সকল প্রাণীর রিযকের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্ পরিমিতভাবে রিযক প্রদান করেন – তার কারণ। ৪১

১০। আল্লাহ্ 'অতীব' উচ্চ – সকল ইজ্জতের অধিকারী। ইজ্জত দেবার মালিক আল্লাহ্। ৪২

১১। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ – গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। ৪৩

১২। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৪৪

১৩। আল্লাহ্র পরিকল্পনা – আল্লাহ্র পরিকল্পনা কেউ ব্যর্থ করতে পারে না। ৪৫

১৪। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক। তিনি বান্দাদের প্রতি যালেম নন। ৪৬

১৫। আল্লাহ্র ওয়াদা–আল্লাহ্ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না তবে যালেমগণ ব্যতিরেকে। ৪৭

১৬। আল্লাহ্র দেয় সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ। সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম। ৪৮

১৭। আল্লাহ্র শাস্তি – আল্লাহ্র শাস্তি অতীব কঠোর , আল্লাহ্র আদেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়। ৪৯

১৮। আল্লাহ্র বিধান (নিয়ম) ঃ আল্লাহ্র বিধানের কোন পরিবর্তন নেই। ৫০

১৯। আল্লাহ্র আনুগত্য ঃ একমাত্র আল্লাহ্ই আনুগত্যের পাত্র। আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহ্র আনুগত্য (সেজদা) করছে। ফেরেশতাগণ ও অন্য গ্রহের প্রাণীকুল আল্লাহ্র প্রতি সেজদাবনত (অনুগত)। ৫১

২০। আল্লাহ্র প্রতি ভয় – ভয়ের পাত্র একমাত্র আল্লাহ্। প্রকৃত মো'মেনগণ আল্লাহ্র ভয়ে কম্পমান থাকে। যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের পুরস্কার। ৫২

২১। আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ঃ দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মো'মেনের আল্লাহ্র প্রতি অধিক ভালবাসা থাকতে হবে। ৫৩

২২। সকল প্রশংসা ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্র, তিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর নূর। ৫৪

২৩। আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ। ৫৬

২৪। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি – আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন মো'মেনদের চরম প্রাপ্তি। আল্লাহ্র ক্রোধভাজনদের পরিণাম। ৫৭

২৫। আল্লাহ্‌র নৈকট্য (উসিলা) লাভের উপায় অন্বেষণের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়। ৫৮
২৬। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কাল (নির্ভরশীলতা)। আল্লাহ্‌র উপর মো'মেনদের নির্ভর করার নির্দেশ। মো'মেনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র উপর মো'মেনদের নির্ভরশীলতার যৌক্তিকতা। ৫৯
২৭। আল্লাহ্‌র নেয়ামত ঃ আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনাতীত। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের অপব্যবহার নিষিদ্ধ। শ্রেষ্ট নেয়ামত কী ? ৬০
২৮। আল্লাহ্‌ অযাচিত অসীমদাতা – পরম দয়াময়। তাঁর দান সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর ভান্ডার অফুরন্ত, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। ৬১
২৯। আল্লাহ্‌ই একমাত্র আশ্রয়স্থল। দুনিয়ার খারাপি হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ। বিপদে-আপদে তিনিই একমাত্র রক্ষাকারী। তিনি প্রত্যেক বস্তুর হেফাজতকারী। ৬৩
৩০। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হলে কোন কিছুই কার্যকর হয় না। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ৬৪
৩১। আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) ঃ আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র স্মরণ হৃদয়ে প্রশান্তি আনে, আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে কারা বিমুখ হয়। কোন কিছু ভুলে গেলে আল্লাহ্‌কে স্মরণের নির্দেশ। ৬৫
৩২। আল্লাহ্‌কে স্মরণের পদ্ধতি। ৬৬
৩৩। আল্লাহ্‌র যিকরকারীদের পুরস্কার। আল্লাহ্‌র স্মরণ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। ৬৭
৩৪। আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে বিমুখ থাকার পরিণাম। ৬৮
৩৫। মানুষের সাথে আল্লাহর বাক্যালাপ – মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র বাক্যালাপ আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি – তাঁর পদ্ধতি। ৬৯
৩৬। নবী ও আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের সাথে আল্লাহ্‌ কথা বলেন, যারা কথা বলতে পারে না বা কারো কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না তারা উপাস্য হতে পারে না। কথা বলা জীবন্ত উপাস্যের প্রমাণ। ৭০
৩৭। আল্লাহ্‌র দীদার ঃ মানুষ ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌কে দর্শন করবে। আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শনের শর্ত। জাগতিক চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্‌কে দেখা যায় না। আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে অস্বীকারকারীদের পরিণাম। অস্বীকারকারীরা আল্লাহ্‌র দর্শন হতে বঞ্চিত থাকবে। ৭১

৩। সৃষ্টিতত্ত্ব

৩৮। কোন সৃষ্টিকেই বৃথা সৃষ্টি করা হয় নি। ৭৩
৩৯। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি। আরশ কী ? আল্লাহ্‌র বাদশাহাত অসীম। তাঁর সৃষ্টির সীমা মানুষের কল্পনাতীত। ৭৪
৪০। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি থেমে নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নূতন নূতন সৃষ্টি করে থাকেন। ৭৬
৪১। আল্লাহ্‌ সবকিছুই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্‌র কোন জোড়া নেই। পুনরাবর্তনের দ্বারা সৃষ্টি চালু রাখার অপূর্ব পদ্ধতি। ৭৭
৪২। দিন-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ৭৮
৪৩। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিনের পার্থক্য। ৭৯
৪৪। পৃথিবীসহ সকল জ্যোতিষ্ক গতিশীল। ৮০
৪৫। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ত্রুটিমুক্ত ও সৌন্দর্যমন্ডিত। ৮১
৪৬। আকাশ (গ্রহ-নক্ষত্র) ও পৃথিবী সৃষ্টির গোড়ার কথা। ৮২
৪৭। পৃথিবীর গোলত্ব, তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি, শূন্যে অবস্থানের রহস্য। ৮৩
৪৮। আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি মানুষের জন্য। সবাই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। মানব সৃষ্টির পূর্বেই তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা, বাসস্থান ও খাদ্যদ্রব্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ৮৪
৪৯। আল্লাহ্‌র বৈচিত্রময় সৃষ্টির মধ্যে মো'মেনদের জন্য বহু নিদর্শন আছে। নিদর্শনাবলীর উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বৈচিত্রের মাঝে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য চিন্তা ও গবেষণার বিষয় আছে। ৮৫

৫০। আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার না করার নির্দেশ। কা'রা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। অস্বীকারকারীদের পরিণাম। নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনয়নকারীদের পুরস্কার। ৮৬

৪। মানব সৃষ্টি

৫১। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর। ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে মানব সৃষ্টি। ৮৭
৫২। মানব সৃষ্টির উপাদান। মাটি, পানি ও শুক্র হতে মানব সৃষ্টির তত্ত্ব কথা। ৮৮
৫৩। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সে সকল সৃষ্টির নিকট আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তার আকৃতি সর্বোৎকৃষ্ট। ৮৯
৫৪। মানব জীবনের দৈহিক ক্রমোন্নতির ধাপ। ৯০
৫৫। মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। ৯০
৫৬। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, কেননা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৯১
৫৭। পুত্র কন্যার সৃষ্টি ও বন্ধ্যাত্ব আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীনে হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে বন্ধ্যা নারীও সন্তান প্রসব করে থাকে। ৯২
৫৮। কুরআনে জিন্ন ও ইনসান বলতে কাদের বুঝান হয়েছে। একজাতীয় প্রাণীর আদর্শ সেই জাতি হতেই হয়ে থাকে। ৯৩
৫৯। জিন্ন অগ্নি হতে সৃষ্ট বলার তাৎপর্য। ৯৪
৬০। মানুষকে ভালমন্দ দু'টি পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। সঠিক পথ বেছে নেবার জন্য তাকে বিবেকের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যারা বুদ্ধি বিবেচনা করে সঠিক পথে চলে না তারা নিকৃষ্ট জীব। ৯৫
৬১। মানুষের ইহজীবনের কর্ম সংরক্ষিত। কিয়ামতের দিন মানুষের সংরক্ষিত আমলনামা প্রদর্শিত হবে। ৯৬
৬২। মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যেক কর্মের হিসেব দিতে হবে। ৯৭
৬৩। মানুষের মধ্যে কাফেরদের শাস্তি দেয়ার ও মো'মেনদের পুরস্কৃত করার জন্য তাদের নিজ নিজ কাজকে সুন্দর করে দেখান হয়। ৯৮
৬৪। মানুষ অত্যাধিক দীর্ঘজীবি নয়। দীর্ঘ জীবন লাভকারীদের দৈহিক অবস্থা। ৯৯
৬৫। মানুষের আবাসস্থল ঃ পৃথিবীই মানুষের একমাত্র আবাসস্থল এবং জীবন ধারণের উপকরণও এই পৃথিবীতেই আছে। ১০০

৫। রূহ বা মানবাত্মা

৬৬। রূহ বা মানবাত্মা কী ? তার সৃষ্টি তত্ত্ব। ১০১
৬৭। আত্মার শ্রেণীবিভাগ ও এদের পরিচয়। ১০২
৬৮। আত্মা অমর। মানবাত্মার দু'টি জীবন। দ্বিতীয় জীবনে মানবাত্মার দৈহিক অবস্থা। দ্বিতীয় জীবন চিরস্থায়ী। ১০৩
৬৯। পরকালে বিভিন্ন প্রকার আত্মার অবস্থান। ১০৪
৭০। পরকালে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি। ১০৫

৬। মৃত্যু

৭১। জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান, মানব জীবনের তিনটি স্তর। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর হাত থেকে লুকাবার কোন পথ নেই। নিদ্রাও এক প্রকার মৃত্যু। ১০৬
৭২। একমাত্র আল্লাহ্‌ই অবিনশ্বর। অন্য সকল সৃষ্ট বস্তুই ধ্বংসশীল। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (তকদীর) নির্ধারিত আছে। ১০৭
৭৩। কুরআনে বর্ণিত মৃতকে জীবিত বলার তাৎপর্য। আধ্যাত্মিক মৃত জাতি ঐশীবাণীরূপ পানি দ্বারা জীবিত হয়। ১০৮
৭৪। জন্মান্তরবাদ ঃ ইসলাম জন্মান্তরবাদ সমর্থন করে না। মৃত্যুর পর মানবাত্মা 'আলমে বরযখে' অবস্থান করে। ১০৯
৭৫। মৃত্যুর পর সকল মানবাত্মাকেই আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ১১০

৭৬। কবর ঃ মৃতদেহকে মাটিতে কবর দেয়া আল্লাহ্‌র বিধান। মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থানস্থলই প্রকৃত কবর। ১১১

৭৭। মৃত্যুর পর বেহেশ্‌তীগণ বেহেশ্‌তে ও দোযখীগণ দোযখে অবস্থান করে। ১১২

৭। ফিরিশ্‌তা

৭৮। ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র আরশ বহনকারী (বিভিন্ন কার্য পরিচালনাকারী) বাণীবাহক, মানুষের ভালমন্দ কর্ম সংরক্ষক ও বেহেশ্‌ত দোযখের প্রহরী। ১১৪

৭৯। ফিরিশ্‌তাদের কোন কাজ করার নিজস্ব স্বাধীনতা নেই। তাঁদের যা আদেশ করা হয় তাই তাঁরা করেন। ১১৬

৮০। ফিরিশ্‌তাগণ মৃত্যুদূত। তাঁরা কাফের ও দুষ্কৃতকারীদের নিকট শাস্তির দূত হিসেবে আগমন করেন। ১১৭

৮১। যারা ফিরিশ্‌তাদের শত্রু, আল্লাহ্‌ তাদের শত্রু। ১১৮

৮। নবী বা রসূল

৮২। নবী বা রসূলগণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত। তাঁদের উপর ঈমান আনার নির্দেশ ও ঈমান আনয়নকারীদের পুরস্কার। নবীর আগমনের সময় উর্ধ্বতন মজলিসে আলোচনা ও উল্কাপাতের ন্যায় প্রাকৃতিক অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায়। ১১৯

৮৩। প্রত্যেক রসূলই নবী ও প্রত্যেক নবীই রসূল। ১২১

৮৪। ফিরিশ্‌তা ও মানুষের মধ্য হতে রসূল নির্বাচিত হয়ে থাকে, মানুষের মধ্যে শুধু পুরুষগণই রসূলরূপে প্রেরিত হন। ১২২

৮৫। মানবজীবনের কীরূপ অবস্থায় নবীর আবির্ভাব হয়ে থাকে। শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় মানবজীবন আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হয়ে পড়লে নবীর আগমনে তা আবার নবজীবন লাভ করে। ১২৩

৮৬। নবুয়ত আল্লাহ্‌তাআলার অন্যতম নেয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। নবীদের সাথে অসদাচারণের কারণে নবুয়তের ধারা পরিবর্তিত হয়। ১২৪

৮৭। নবী-রসূলদের আগমনের উদ্দেশ্য, তাদের কাজ। ১২৫

৮৮। নবী-রসূলগণ মানবিক চাহিদাসম্পন্ন মানুষ। ১২৬

৮৯। নবীগণ নিষ্পাপ। নবীগণের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়। ১২৭

৯০। নবী-রসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ গায়েবের খবর বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন। ১২৮

৯১। পদ-মর্যাদার দিক দিয়ে কোন কোন নবী কোন কোন নবী হতে শ্রেষ্ঠ। ১২৯

৯২। নবী হিসাবে কোন নবীর মধ্যে পার্থক্য নিষিদ্ধ। ১৩০

৯৩। প্রত্যেক জাতিতে নবী প্রেরিত হয়েছে। নবীগণের নিকট স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় ওহী করা হয়েছে। ১৩১

৯৪। পূর্ববর্তী নবীগণ জাতীয় নবী ছিলেন। তাঁরা স্ব স্ব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। ১৩২

৯৫। প্রত্যেক নবীই নিজ জাতির জন্য ইমাম। ১৩৩

৯৬। নবীগণ আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত। তাঁরা সর্বদা সফলকাম হন। কাফেরদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে দোয়ার মাধ্যমে তাদের শাস্তি কামনা বৈধ। ১৩৪

৯৭। সমকালীন নবীর উপর ঈমান আনার ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ। নবীর আদেশ অমান্যকারীদের পরিণাম। নবীর অস্বীকারকারীদের জবাবদিহী করতে হবে। ১৩৫

৯৮। সত্য নবী চেনার উপায়। সত্য নবী আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী হন। তাঁদের চরিত্র ছোট থেকেই নির্মল হয়। নবীর দাবীকারকদের দাবী বাস্তবতার নিরিখে বিচার করার নির্দেশ। ১৩৬

৯৯। পরবর্তী নবীকে গ্রহণ না করার কারণে বা নবীর মৃত্যুর পর নিজেদের ভিতর মতভেদের কারণে বিভিন্ন ধর্ম ও ফেরকা বা দল উপদলের সৃষ্টি হয়। নবীর মৃত্যুর পর আর নবী না আসার ধারণা মানুষকে সমাগত নবীকে গ্রহণ করতে বাধা দেয়। ১৩৮

১০০। সাধারণ ও গরীব লোকেরাই নবীর অনুসারী হয়। ১৩৯

১০১। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ সর্বদা নবীগণের অস্বীকারকারী হয়। নবীগণ সর্বদা ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র ও বিরোধিতার সম্মুখীন হন। নবীর বিরোধিতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিণাম। নবীগণের বিরুদ্ধে শয়তানের কোন কার্যক্রম সফল হয় না। ১৪০

১০২। নবীদের মাধ্যমে নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী সৃষ্টির তাৎপর্য। ১৪১

১০৩। নবী, রসূল – তাদের সাক্ষাৎ অনুসারী ও ধর্মসংস্কারকগণ গ্রহ-নক্ষত্রস্বরূপ। তারা শয়তান হতে সুরক্ষিত এবং শয়তানদের প্রতিহত করার জন্য তাদের আগমন। ১৪২

১০৪। বিচারের দিন নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের কর্ম সম্পর্কে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ উম্মতসহ অন্যান্য সকল উম্মতের এবং মুসলমানগণ সকল মানবের জন্য সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবে। ১৪৩

১০৫। মিথ্যা নবী দাবীকারকের শাস্তি। ১৪৪

১০৬। মুবাহেলা ঃ সত্য নবী নির্ধারণের সর্বশেষ পন্থা। ১৪৫

১০৭। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য নবুওয়ত। উম্মতি নবীতে অস্বীকারকারীদের শাস্তি। ১৪৬

৯। আল্লাহ্‌র কিতাব

১০৮। আল্লাহ্‌র সকল কিতাবই সত্যসহ প্রেরিত। আল্লাহ্‌র কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত সত্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। কিতাবধারীদের তাদের নিকটে আগত সমকালীন কিতাব নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ। ১৪৮

১০৯। আল্লাহ্‌র কিতাব তাঁর অন্যতম নেয়ামত। মনগড়াভাবে তার পরিবর্তন নিষিদ্ধ। ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ও আল্লাহ্‌র কিতাব পরিবর্তন করার কারণে অভিশপ্ত। যারা অভিশপ্ত তারা মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট। কিতাব পরিবর্তন করলে উল্কারূপ সংস্কারক বা নবীগণের মাধ্যমে তা সংশোধন করা হয়। ১৪৯

১০। কুরআন

১১০। কুরআন রূহুল কুদুস [হযরত জিবরাঈল (আঃ)]-এর মাধ্যমে সত্যসহ নাযেলকৃত আল্লাহ্‌র কালাম ও কিতাব। এর উপর ঈমান আনার নির্দেশ। ইহা মানব জাতির জন্য সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী, হেদায়াত ও উপদেশ স্বরূপ। কুরআন মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করে। ১৫১

১১১। কুরআনের মর্যাদা – ইহা আল্লাহ্‌র রচিত কিতাব, এর অনুরূপ একটি সূরাও মানুষের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। কুরআন সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত। ১৫২

১১২। কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র শরীয়ত – চিরস্থায়ী বিধান ও কার্য্য-পদ্ধতি। সকল মানবকে এর অনুসরণের নির্দেশ। পূর্বের সকল বিধান এর ভিতর সন্নিবেশিত। কুরআন সকল মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত। যারা এর অনুসরণ করে না এবং যারা একে অস্বীকার করে তাদের পরিণাম। ১৫৩

১১৩। কুরআন সর্বপ্রকার জ্ঞানের ভাণ্ডার – আল্লাহ্ নিজ জ্ঞানে তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য তাকওয়া পূর্বশর্ত। ১৫৫

১১৪। কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী ও তত্ত্বাবধায়নকারী কিতাব। কিতাবধারীদের এর উপর ঈমান আনার নির্দেশ। ১৫৭

১১৫। কুরআনের কিছু আয়াত মোহকামাত ও কিছু আয়াত মোতাশাবেহাত। ১৫৮

১১৬। কুরআনে উপমার (রূপকের) ব্যবহার ঃ আল্লাহ্‌তায়ালা উপমার সাহায্যে শিক্ষা দেন। উপমা ব্যবহারের তাৎপর্য। ১৫৯

১১৭। নিয়মিত ও শুদ্ধরূপে কুরআন পাঠের নির্দেশ। কুরআন বারবার পঠনীয় কিতাব। কুরআন পাঠকারীদের পুরস্কার। ১৬০

১১৮। কুরআন মানুষকে মর্যাদাশালী করে। কুরআনের মূল শিক্ষা কী ? ১৬১

১১৯। কুরআন পাঠকালে কি করণীয়। কুরআন আবৃত্তির উপেক্ষাকারীদের পরিণাম। ১৬২
১২০। নিঃস্বার্থভাবে কুরআনের শিক্ষা প্রচারের নির্দেশ। কুরআন দ্বারা ব্যবসা নিষিদ্ধ – তার পরিণাম। আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা গোপন করা নিষিদ্ধ। ১৬৩
১২১। কুরআন দ্বারা বিচার সম্পর্কিত বিধান। আহলে কিতাবদের তাদের কিতাব দ্বারা ফয়সালা করার নির্দেশ। ১৬৪
১২২। কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিলের কারণ। ইহা মো'মেনদের শেফা (রোগ মুক্তি) দান করে। ১৬৫
১২৩। কুরআনের হিফাযত – কুরআনের সংকলন ও হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ্‌, হিফাযত পদ্ধতি কুরআন হিফাযত বা স্মরণ রাখার নির্দেশ। ১৬৬
১২৪। নামাযে কুরআন পাঠের নির্দেশ। ১৬৮
১২৫। সূরা ফাতেহার মর্যাদা। বার বার পঠিত সপ্ত আয়াত। ১৭০
১২৬। সূরা নূরের মর্যাদা। ইহাতে বর্ণিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব। ১৭১
১২৭। কুরআন (সেজদার স্থান) পাঠকালে সেজদার নির্দেশ। সেজদাবস্থায় মো'মেনগণ বিনয়াবনত হয়ে ক্রন্দনরত থাকে। সেজদাবস্থায় তসবীহ্‌ করার নির্দেশ। ১৭২
১২৮। কুরআনে বর্ণিত আয়াত মনসুখের তাৎপর্য। ১৭৩
১২৯। কুরআনে বর্ণিত কাহিনীসমূহে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। অস্বীকারকারীদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ। ১৭৪
১৩০। আল্লাহ্‌র শেষ বিধান আরবী ভাষায় নাযেলের কারণ। ১৭৫
১৩১। কুরআনের প্রকৃতজ্ঞান মানুষের মধ্য হতে চলে যাওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। ১৭৬

১১। সুন্নাহ ও হাদীস

১৩২। সুন্নাহ (হযরত রসূলে করীম সাঃ-এর কার্যাবলী) অনুসরণ ও হাদীস (তাঁর কথামৃত) পালনের গুরুত্ব। ১৭৬

১২। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

১৩৩। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল। তাঁর উপর ঈমান আনার ও আনুগত্যের নির্দেশ। যে তাঁর আনুগত্য করে প্রকারান্তরে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে। ১৭৮
১৩৪। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরোধিতা ও অবাধ্যতার পরিণাম। ১৭৯
১৩৫। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খাতামান নবীঈন (শ্রেষ্ঠ নবী)। তাঁর মকাম মর্যাদা। তিনি সকল নবীর সত্যায়নকারী। তিনি আল্লাহ্‌ হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৮০
১৩৬। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফল। ১৮২
১৩৭। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বের সকলের জন্য রসূল। ১৮৩
১৩৮। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উম্মতের সকলের পিতা। ১৮৪
১৩৯। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যায়নকারী মূসা সদৃশ নবী। সকল নবীর গুণাবলী তাঁর ভিতর প্রতিফলিত। ১৮৫
১৪০। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আদর্শ মানব – তাঁর চরিত্র। ১৮৬
১৪১। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি মুমেনগণের দুরূদ পাঠের নির্দেশ। ১৮৭
১৪২। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর ইসরা ও মেরাজ। ইসরা ও মেরাজ কী ? ১৮৮
১৪৩। আহলে বায়ত (নবী পরিবার)-দের মর্যাদা। আহলে বায়ত বলতে কাদের বুঝায়। ১৯০
১৪৪। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবাদের মর্যাদা। ১৯১
১৪৫। মোহাজের সাহাবীদের প্রতি আনসার সাহাবায়ে কেরামদের মমত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ। পূর্ববর্তী মোহাজেরদের প্রতি পরবর্তীদের শ্রদ্ধা। ১৯২

১৪৬। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বিতীয় আগমন তথা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব। ১৯৪

১৩। হযরত ঈসা (আঃ)

১৪৭। হযরত ঈসা (আঃ) তওরাতের সত্যায়নকারী বনীইসরাঈলের নবী। তিনি খোদাও নন বা খেদার পুত্রও নন। ১৯৫

১৪৮। হযরত ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৯৬

১৪৯। হযরত ঈসা (আঃ) বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭

১৪। হযরত আদম (আঃ)

১৫০। নবীগণ আল্লাহ্‌র খলীফা। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রথম খলীফা বা প্রথম নবী – প্রথম মানুষ নন। সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রথম তাঁর মাধ্যমেই শুরু হয়। ১৯৮

১৫১। হযরত আদম (আঃ) কে যে জান্নাতে বসবাসের কথা বলা হয়েছিল তা পৃথিবীরই কোন জান্নাত বা বাগান। ১৯৯

১৫২। মানুষ আদি পিতা আদম হতে সৃষ্ট। আদম সৃষ্টি রহস্য। মানব জাতি তার প্রাথমিক জীবনে মানব শিশুর ন্যায় অনুল্লেখযোগ্য প্রাণী ছিল। ২০০

১৫। মো'জেযা

১৫৩। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন বা মো'জেযা প্রকাশ পায় না। ২০১

১৫৪। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মো'জেযা। কুরআন আল্লাহ্‌র একটি মো'জেযা বা নিদর্শন যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। ২০১

১৫৫। হযরত মূসা (সাঃ)-এর মো'জেযা। ২০৩

১৫৬। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মো'জেযা। ২০৩

১৬। ধর্ম-ইসলাম

১৫৭। ধর্ম কী ? ইসলামই আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত চিরস্থায়ী সত্য ধর্ম। ইসলাম গ্রহণকারীদের মর্যাদা। ২০৫

১৫৮। আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণই প্রকৃত ইসলাম। ইসলামের অনুশাসন পূর্ণরূপে জীবনে প্রতি- ফলনের নির্দেশ। একনিষ্ঠভাবে ধর্ম পালনের নির্দেশ। ২০৬

১৫৯। সকল নবী একই ধর্মের অনুসারী। ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণের নির্দেশ। ইবরাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসারীরা মুসলমান। ২০৭

১৬০। সমস্ত পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তার লাভ করবে এবং সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে। কাফেরদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। উম্মতে ওয়াহেদা কায়েম হবে। ২০৮

১৬১। ইসলামী ঐক্য ঃ মুসলমানদের জামাতবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ। ২০৯

১৬২। ইসলাম প্রচার ঃ অন্যের নিকট ইসলামের বাণী প্রচারের নির্দেশ। প্রথমে নিকটাত্মীয়দের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের তাগিদ। ২১০

১৬৩। ইসলাম প্রচার পদ্ধতি ঃ সদুপদেশ, দলিল-প্রমাণ, নম্রতা ও ধৈর্য ইসলাম প্রচারের মূলনীতি। ২১১

১৬৪। বল প্রয়োগ করে ইসলাম প্রচার নিষিদ্ধ। ২১২

১৬৫। আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দানের নির্দেশ। ২১৩

১৬৬। হেদায়াত প্রদান আল্লাহ্‌র বিধান তবে তা তাঁর ইচ্ছাধীন। কে হেদায়াত পাবার যোগ্য ও কে নয়। হেদায়াত প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের অবস্থা। ২১৪

১৬৭। ইসলামের বিরোধিতার ও আল্লাহ্‌র পথে আগমনকারীদের বাধাদানের পরিণাম। ২১৫

১৬৮। ইসলামে খিলাফত ঃ সৎকর্মশীল মো'মেনদের সাথে আল্লাহ্‌র খিলাফতের অঙ্গীকার। ২১৬

১৭। এস্তেকামাত

১৬৯। আল্লাহ্‌র পথে অটল থাকার নির্দেশ। যারা অটল থাকে তাদের পুরস্কার। ২১৭

১৭০। সিরাতুল মুস্তাকিমের পরিচয় ও সে পথে চলার নির্দেশ। ২১৮

১৮। ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)

১৭১। ইয়াকীনের শ্রেণী বিভাগ। ২১৯

১৯। ঈমান

১৭২। ঈমানের বিষয়সমূহ। সকলকে ঈমানের বিষয়সমূহের উপর ঈমান আনার নির্দেশ। ২২০

১৭৩। শাস্তি আগমনের পর ঈমান আনয়ন ফলপ্রসূ নয়। ২২২

২০। তকদীর

১৭৪। প্রত্যেক বস্তুর তকদীর নির্ধারিত। প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা আছে। ২২৩

২১। বায়'আত

১৭৫। দীক্ষা গ্রহণের সময় বায়'আত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার করার বিধান। বায়'আতের শর্ত। নবী বা তার খলীফার হাতে বায়'আতের অর্থ আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ নিষিদ্ধ। অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের পরিণাম। ২২৪

২২। মু'মেন

১৭৬। প্রকৃত মু'মেনের পরিচয়। তাদের করণীয় কাজ ও তার পুরস্কার। ২২৫

১৭৭। ঈমানের সাথে আমলে সালেহা সম্পর্কযুক্ত। আমলে সালেহাযুক্ত ঈমানই মু'মেনদের চিরস্থায়ী জান্নাত দান করে। সৎকর্মশীল মু'মেনের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেন। ২২৭

১৭৮। সৎকর্মশীল মু'মেনগণ তাদের সৎকর্মপরায়ণ পূর্ব পুরুষ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে। ২২৮

১৭৯। কর্ম অনুযায়ী মু'মেন ইহকালে ও পরকালে মর্যাদা লাভ করে থাকে। ২২৯

১৮০। মু'মেনদের সর্বদা কথা ও কার্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। ২৩০

১৮১। মু'মেনদের মধ্য পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। ২৩১

১৮২। আল্লাহ্ মু'মেনদের হেফাযতকারী। তিনি মু'মেনদের সাহায্য করে থাকেন। ঈমান আনয়নে বাধা দান নিষিদ্ধ। বাধাদানকারীদের পরিণাম। ২৩২

১৮৩। মু'মেনদের আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হবার নির্দেশ। যারা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে আল্লাহ্‌ও তাদের সাহায্য করে থাকেন। ২৩৩

১৮৪। মো'মেনদের ভ্রাতৃত্ব। নিজেদের বিবাদ মিমাংসা সম্পর্কিত বিধান। মু'মেনগণ পরস্পরের প্রতি মমত্বশীল। ২৩৪

১৮৫। মু'মেনদের বন্ধুত্ব – মু'মেনদের বন্ধু কারা। আল্লাহ্‌র দল ও তাদের পুরস্কার। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কিত বিধান – রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত। ২৩৫

১৮৬। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারীদের অবস্থা। ২৩৭

১৮৭। মিথ্যারোপকারী কাফেরদের আনুগত্য (অনুকরণ ও অনুসরণ) মু'মেনদের জন্য নিষিদ্ধ। কাফেরদের আনুগত্যের কুফল। ২৩৮

১৮৮। মু'মেনদের অবশ্যই ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার উদ্দ্যেশ্য। আল্লাহ্ মু'মেনদের কীভাবে পরীক্ষা করেন। বিপদে ধৈর্য ধারণ ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ। ২৩৯

১৮৯। বিপদে মু'মেনদের ঈমান দৃঢ় হয়। মু'মেনগণ সাহসী হয়। ২৪০

১৯০। প্রকৃত মু'মেন হতে হলে সাধনার প্রয়োজন। ২৪১
১৯১। মু'মেনদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সব দিকেই নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ২৪২
১৯২। মু'মেনদের অমঙ্গল কামনা নিষিদ্ধ। ২৪৩
১৯৩। মু'মেনদের আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন বা গুণে গুণান্বিত হবার নির্দেশ। ২৪৪
১৯৪। আল্লাহ্ মু'মেনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান। ২৪৫
১৯৫। উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে মু'মেনদের শিক্ষাদানের নির্দেশ। একমাত্র খোদাভীরু মু'মেনগণই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। যারা উপদেশ গ্রহণ করে না তাদের পরিণাম। উপদেশ গ্রহণকারীদের পুরস্কার। উপদেশ প্রদানকালে সাধারণ লোকদের উপেক্ষা না করার নির্দেশ। ২৪৬
১৯৬। মু'মেনদেন পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ। কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। পবিত্র ব্যক্তিদের পুরস্কার। ২৪৭
১৯৭। মু'মেনগণ ইহকালে ও পরকালে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক (জীবন ধারণের) কল্যাণসমূহ লাভ করবে। ২৪৮

২৩। মুসলমান

১৯৮। প্রকৃত মুসলমান কে? ২৪৯
১৯৯। উম্মতে মোহাম্মদীয়া শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের বৈশিষ্ট্য। ২৫০
২০০। মুসলমানদের ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ন্যায় আল্লাহ্‌র কোপগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট হবার ভবিষ্যদ্বাণী – তাদের অবনতির মেয়াদ এক হাজার বছর। ২৫১
২০১। মুসলমানদের অবনতির পর তাদের পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ২৫২

২৪। তাকওয়া

২০২। মু'মেনদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ। এক আল্লাহ্‌র ইবাদতই তাকওয়া অবলম্বনের একমাত্র পন্থা। তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পুরস্কার। ২৫৩

২৫। মুত্তাকী

২০৩। মুত্তাকীদের পরিচয়। ২৫৪
২০৪। মুত্তাকীদের পুরস্কার। ২৫৫
২০৫। মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী; যে সৎকর্মশীল, মুত্তাকী। ২৫৬

২৬। মোনাফেক

২০৬। মোনাফেকের পরিচয়। ২৫৭
২০৭। মোনাফেকদের চরিত্র। তারা ধোকাবাজ, মিথ্যাবাদী। ২৫৮
২০৮। মোনাফেকদের শাস্তি – তাদের ক্ষমা নেই। ২৫৯
২০৯। মোনাফেকদের জানাযা পড়া নিষিদ্ধ। ২৬০
২১০। ঈশ্বর নিন্দা ও রসূল নিন্দাকারীদের সম্পর্কিত বিধান। ঈশ্বর নিন্দা ও রসূল নিন্দাকারীগণ মুনাফাফেক ও কাফের। ২৬১

২৭। মুরতাদ

২১১। মুরতাদের পরিচয় ও তাদের শাস্তি। বাধ্য হয়ে ঈমান গোপন রাখা বৈধ। ২৬২

২৮। কাফের

২১২। কাফেরদের পরিচয়। কেন কাফেরগণ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে তার যৌক্তিকতা। কাফেরগণ অকৃতজ্ঞ, তারা মিথ্যার অনুসরণ করে। প্রকৃত কাফেরগণ কখনও ঈমান আনবে না। ২৬৩

২১৩। কাফেরদের পরিণাম। ইহকালে ও পরকালে তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করবে। তাদের উপর আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হয়। ২৬৫

২১৪। কাফেরদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না। তাদের মুক্তিপণ হিসেবে পৃথিবী ভরা স্বর্ণ দিতে চাইলেও তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের সকল কর্ম বৃথা যাবে। ২৬৬

২১৫। কাফেরদের শাস্তি বিলম্বিত হবার কারণ। ২৬৭

২৯। শিরক

২১৬। প্রকৃত শির্‌ক কী ? মূর্তিপূজাসহ সর্ব প্রকার শির্‌ক নিষিদ্ধ। ২৬৮

২১৭। মূর্তিপূজার অসারতা। আল্লাহ্‌ই সত্য আর সবই মিথ্যা। পিতৃপুরুষদের ধর্মের অনুসরণের যুক্তির অসারতা। কিয়ামতের দিন এ সকল পিতৃপুরুষগণ তাদের ও তাদের পরিবারের ক্ষতির কারণ হবে। ২৬৯

২১৮। মোশরেক – মোশরেকরা কল্পনার অনুসারী – আল্লাহ্‌র শরীক করার ফলে তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ হবে। ২৭১

২১৯। মোশরেকদের শাস্তি – আল্লাহ্‌র শরীককারীদের ক্ষমা নেই। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ। ২৭২

২২০। কিয়ামতের দিন মোশরেকদের মা'বূদগণ তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। তারা বিপদে মোশরেকদের কোন কাজে আসবে না। তাদের সুপারিশ করারও কোন ক্ষমতা থাকবে না। ২৭৩

২২১। খ্রীষ্টানগণ কাফের-মোশরেক। তাদের পরিণাম। ২৭৪

২২২। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত বর্তমান থাকবে। খ্রীষ্টানগণ ইহুদীদের চেয়ে প্রবল থাকবে। ২৭৩

৩০। ইবলীস

২২৩। ইবলীসের পরিচয়। ২৭৫

২২৪। প্রকৃত মু'মেনের উপর ইবলীসের কোন প্রভাব খাটে না। ইবলীসের অনুসরণকারীদের পরিণাম। ২৭৭

৩১। শয়তান

২২৫। শয়তানের পরিচয়। শয়তান প্রতারক। ২৭৮

২২৬। কারা শয়তানের দল। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তার অনুসরণ নিষিদ্ধ। শয়তান মানুষকে বিপথগামী করে। ২৭৯

২২৭। শয়তান কাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও কাদের উপর পারে না। ২৮০

২২৮। শয়তানের হাত হতে রক্ষা পাবার উপায়। ২৮১

৩২। হিজরত

২২৯। হিজরতের প্রয়োজনীয়তা কখন। ২৮২

২৩০। হিজরতকারীদের পুরস্কার। প্রকৃত হিজরত কী ? ২৮৩

৩৩। যুলুম

২৩১। যুলুম কি ? যালেম কে ? যালেমদের পরিণাম। মযলুমদের কী করণীয়। ২৮৪

৩৪। আযাব

২৩২। যুলুম ও নবীদের বিরোধিতা করার কারণে এবং অস্বীকারকারীদের সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য আযাব এসে থাকে। ২৮৬

২৩৩। আযাব কখন ও কীভাবে আসে। ২৮৭

২৩৪। আযাবের নির্ধারিত মিয়াদ আছে। আযাব নির্ধারিত হয়ে গেলে তা রদ হয় না। জাতীয় পতনের মিয়াদ নির্ধারিত। আযাব বিলম্বিত হবার কারণ। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত আযাব আসে না। ২৮৮

২৩৫। আল্লাহ্‌র আযাব হতে কারা নিরাপদ। ২৮৯

২৩৬। এমন কোন জনপদ নেই যা কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা আযাবে ধৃত হবে না। আযাব আসার পূর্বে রসূল পাঠিয়ে সতর্ক করা হয়। দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতি ব্যতীত কাকেও ধ্বংস করা হয় না। ২৯০

২৩৭। কিয়ামতের দিন আযাব প্রত্যক্ষ করলে অন্যায় কার্যে প্ররোচনাদানকারী ও তাদের অনুসরণকারী কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, আল্লাহ্‌র ইবাদতের বিরুদ্ধে আদেশ দানকারীদের যারা অনুসরণ করে তারা অনুসৃতদের ইবাদত করে। ২৯১

২৩৮। মানুষ নিজ কর্মফলের কারণেই ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তিতে নিপতিত হয়। জাতির পতন তাদের নিজ কর্মফলের কারণেই হয়ে থাকে। ২৯২

২৩৯। ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা আযাব দূর হয়। ২৯৩

৩৫। পূণ্য কাজ বা সৎকর্ম

২৪০। পূণ্য কাজ বা সৎকর্মের নির্দেশ। পূণ্যবানদের পরিচয়। পুণ্যকাজে প্রতিযোগিতার নির্দেশ। ২৯৪

২৪১। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ মানুষকে দেয়া হয় না। ২৯৫

২৪২। পুণ্যবান বা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। পুণ্যবানদের আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়ী হবার নির্দেশ। ২৯৬

২৪৩। মানুষ যেরূপ কর্ম করবে সেরূপ প্রতিফল পাবে। পুণ্য কার্যে সহযোগিতা করার ও পাপ কার্যে সহযোগিতা না করার নির্দেশ। ২৯৮

৩৬। মন্দ কাজ (পাপ)

২৪৪। যারা মন্দ কাজ করে তারা পাপী। তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী তারা শাস্তি পাবে। তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। পাপীরা একে অপরের বন্ধু। পাপীদের অনুসরণ নিষিদ্ধ। ২৯৯

২৪৫। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পাপ বা মন্দ কাজ বর্জনীয়। পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী হতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। মহাপাপ কী ? মহাপাপের শাস্তি। ৩০১

২৪৬। মন্দকাজ কীভাবে প্রতিহত করা যায়। ৩০২

২৪৭। একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না। অন্যায় করে তা অন্যের উপর চাপানো অপরাধ। কোন জাতির অপরাধের জন্য সেই জাতিই দায়ী। ৩০৩

২৪৮। পাপীদের পাপের বোঝা তাদের উপরও পরবে যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে। ৩০৪

২৪৯। কিয়ামতের দিন পাপীদের বিরুদ্ধে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কুধারণা পাপীদের পাপ কার্য করায় প্ররোচিত করে। তাদের ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা তাদের আগুন হতে রক্ষা করতে পারবে না। ৩০৫

৩৭। প্রবৃত্তি

২৫০। কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষিদ্ধ। যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত। কু-প্রবৃত্তি দমনকারীদের পুরস্কার। ৩০৬

৩৮। তওবা

২৫১। আল্লাহ্‌ তওবা কবুলকারী। খাঁটি তওবা কর্মের অনিষ্টসমূহ দূর করে। খাঁটি তওবা কী ? কাদের তওবা কবুল হয়। ৩০৭

২৫২। কাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। ৩০৮

৩৯। ক্ষমা প্রার্থনা (ইসতিগফার)

২৫৩। আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ। তিনি অতি ক্ষমাশীল। ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে পাপ দূর হয়। আল্লাহ্‌র দয়া হতে নিরাশ না হবার আহ্বান। আল্লাহ্‌র দয়া লাভের জন্য কী করণীয়। কারা ক্ষমা পাবার যোগ্য। ৩০৯

২৫৪। অন্যের অপরাধ ক্ষমা সম্পর্কিত বিধান। যারা অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে আল্লাহ্ও তাদের ক্ষমা করেন। ৩১১

৪০। ইবাদত

২৫৫। ইবাদতের পাত্র একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই সত্য। আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যই মানবজাতির সৃষ্টি। পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ। আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন। আল্লাহ্র ইবাদতে ঘৃণাবোধকারীদের পরিণাম। আল্লাহ্র ইবাদতকারীদের পুরস্কার। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র হক আদায়ের নির্দেশ। ৩১২

২৫৬। আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্য। কেন আল্লাহ্ ইবাদতের একমাত্র পাত্র তার যৌক্তিকতা। ৩১৪

২৫৭। একাধিক মা'বুদের কুফল। একাধিক মা'বূদ গ্রহণকারীদের অন্য মা'বূদ গ্রহণের যুক্তির অসারতা। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক গ্রহণের শাস্তি। ৩১৬

২৫৮। মা'বূদ দাবীকারকের শাস্তি। ৩১৭

২৫৯। পর ধর্মের প্রতি সহনশীলতা। অন্যের উপাস্যদের গালি দেয়া নিষিদ্ধ। ৩১৭

৪১। দোয়া

২৬০। দোয়া বা প্রার্থনার একমাত্র পাত্র আল্লাহ্। ৩১৮

২৬১। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে দোয়া কবুল করার ক্ষমতা নেই। ৩১৯

২৬২। বিপদকালে মানুষ একমাত্র আল্লাহ্কেই ডাকে। ৩২০

২৬৩। দোয়া শীঘ্র কবুল হবার পদ্ধতি। কাদের দোয়া কবুল হয়। ৩২১

২৬৪। আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনার সময় নিজের সাথে অন্যান্য মু'মিনদেরকেও শামিল করার নির্দেশ। ৪২৩

৪২। নামায

২৬৫। নামায কায়েম করার নির্দেশ। নামায মানুষকে পবিত্র করে। নামাযে আল্লাহ্র যিকর করা হয়। বেনামাযীদের শাস্তি। ৩২৪

২৬৬। ফরয নামায পাঁচ ওয়াক্ত। ৩২৫

২৬৭। পরিবারের সদস্যদের নামাযের জন্য তাগিদ দানের নির্দেশ। ৩২৬

২৬৮। যথাসময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে ও বিনয়ের সাথে নামায পাঠের মাধ্যমে নামাযের হেফাযতের নির্দেশ। লোক দেখানোর জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ। ৩২৭

২৬৯। নামাযে আল্লাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ। ৩২৯

২৭০। জামাতে নামায পাঠ সম্পর্কিত বিধান। মেয়েদের জামাতে নামায পড়া বৈধ। ৩৩০

২৭১। জুমুআর নামায ফরয। নামাযের জন্য আহ্বানের বিধান। (আযান)। ৩৩১

২৭২। কছর নামায কখন ও কীভাবে আদায় করতে হয়। ৩৩২

২৭৩। ভয়ের সময় নামায। যে কোন অবস্থায় যথাসময়ে নামায বাধ্যতামূলক। যুদ্ধাবস্থায় নামায পদ্ধতি। ৩৩৩

২৭৪। তাহাজ্জুদ বা গভীর রাত্রের নামায ও তার ফযিলত। ৩৩৪

২৭৫। মকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার নির্দেশ। ৩৩৫

২৭৬। নামাযে কেরায়াত পদ্ধতি। কষ্ট-ক্লেশের ইবাদত আল্লাহ্ চান না। ৩৩৬

২৭৭। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নামায বিধিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেকের নামাযের পদ্ধতি ভিন্ন। ৩৩৭

২৭৮। অচেতন ও অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ। গোসল ফরয কখন। ৩৩৮

২৭৯। নফল এবাদত সম্পর্কিত বিধান। ৩৪০

২৮০। ওযূ কখন ও তার পদ্ধতি। ৩৪১
২৮১। তায়াম্মম কখন ও তার পদ্ধতি। ৩৪২

৪৩। কিবলাহ্

২৮২। বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রথম কিবলাহ্ নির্ধারণের কারণ। ৩৪৩
২৮৩। কা'বা মুসলমানদের কিবলাহ্। তার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ। ৩৪৪
২৮৪। কা'বা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ। তার মর্যাদা। কা'বা মুসলমানদের হজ্জের স্থান। ৩৪৫
২৮৫। কা'বা পবিত্র ও নিরাপদ স্থান। এখানে অপবিত্র মোশরেকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ৩৪৭

৪৪। মসজিদ

২৮৬। মসজিদ আল্লাহ্র ইবাদতের স্থান। তার আদব। ৩৪৮
২৮৭। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী কীরূপ লোক হবে। মসজিদুল হারামে যেতে বাধাদানকারীদের পরিণাম। ৩৪৯
২৮৮। আল্লাহ্র নির্দেশিত পবিত্র জিনিস ও নিদর্শন সমূহের (মসজিদ, সাফা মারওয়া ইত্যাদি) সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ। ৩৫০
২৮৯। যে কোন ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা উচিত নয়। তার হেফাযতের দায়িত্ব মুসলিম সরকারের। ৩৫১
২৯০। মসজিদ ধ্বংসকারী ও মসজিদে আল্লাহ্র ইবাদতে বাধাদানের পরিণাম। ৩৫২
২৯১। মসজিদে যিরার কি ? এরূপ মসজিদে নামায পড়া নিষিদ্ধ। ৩৫৩

৪৫। নূতন চাঁদ

২৯২। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সময় নির্ধারণ নূতন চাঁদ দেখে করতে হবে। ৩৫৪

৪৬। রোযা

২৯৩। মু'মেনদের জন্য রমযান মাসের রোজা ফরয। ৩৫৫
২৯৪। রোযা রাখার পদ্ধতি। রোযার মধ্যে বৈধ অবৈধ কার্যাবলী। মসজিদে ই'তিকাফ ও তার বিধি নিষেধ। ৩৫৬
২৯৫। রমযান মাসের রোযা শর্ত সাপেক্ষে কাদের জন্য মাফ। দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য ফিদিয়া। ৩৫৮
২৯৬। কদরের রাত্রি ও এর ফযিলত। ৩৫৯

৪৭। হজ্জ

২৯৭। হজ্জ ফরয – কাদের জন্য ফরয। হজ্জের করণীয় কাজ। ৩৬০
২৯৮। হজ্জের অনুমোদিত বিষয়। ৩৬২
২৯৯। হজ্জের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। ৩৬৪
৩০০। ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফ্ফারা। ৩৬৫
৩০১। হজ্জ-উমরাহ, কুরবানী ও হজ্জ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান। ৩৬৬
৩০২। হজ্জ-এর কুরবানীর পর করণীয় বিষয়। ৩৬৮
৩০৩। পশু কুরবানী কেন ও তার ঐতিহাসিক পটভূমি। ৩৬৮
৩০৪। ঈদুল আজহার কুরবাণীর নিয়ম ও কুরবাণীর পশুর বিবরণ। কুরবানীর বিধিনিষেধ। ৩৬৯
৩০৫। কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ৩৭০

৪৮। যাকাত

৩০৬। যাকাত প্রদান ধনী মুসলমানদের জন্য ফরয। ৩৭২
৩০৭। কারা যাকাত পাবার যোগ্য। ৩৭৩
৩০৮। দান বা যাকাত কেন এবং তার উদ্দেশ্য। ৩৭৪

৪৯। জিহাদ

৩০৯। জিহাদ কখন ও কেন ? ৩৭৫

৩১০। জিহাদকারী ও শহীদদের মর্যাদা। ৩৭৬

৩১১। পবিত্র মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। কিন্তু আক্রান্ত হলে প্রতি আক্রমণ বৈধ। ৩৭৮

৩১২। জিহাদে অংশগ্রহণ কাদের জন্য শিথিলযোগ্য। ৩৭৯

৩১৩। জিহাদের (ধর্ম যুদ্ধের) আহ্বান এলে সারা দানের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র পথে ও তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ। কারা শয়তানের বন্ধু। ৩৮০

৩১৪। যুদ্ধবন্দী কখন এবং তাদের মুক্তিপণ। ৩৮১

৩১৫। যুদ্ধনীতি ঃ সীমান্ত রক্ষা ও যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী। শত্রু অবস্থানের খোঁজখবর নেয়া অনুমোদিত। যুদ্ধে অর্থ-খরচের নির্দেশ। ৩৮২

৩১৬। যুদ্ধনীতি ঃ সাহসিকতা – যুদ্ধকালে অবিচল থাকার নির্দেশ। কৌশলগত কারণ ব্যতীত পশ্চাদপসরণ নিষিদ্ধ। সেনাপতির ন্যায্য আদেশ অমান্য নিষিদ্ধ। আদেশ অমান্যের ফল। ৩৮৪

৩১৭। সন্ধি ঃ সন্ধি কখন, কখন প্রত্যাহার যোগ্য। সন্ধির চুক্তিভঙ্গ নিষিদ্ধ। ৩৮৬

৩১৮। মালে গনিমত (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) ঃ মালে গনিমত হালাল, তার বন্টন পদ্ধতি। ৩৮৭

৩১৯। জিযিয়া কী এবং কেন ? ৩৮৮

৩২০। জিহাদে আকবর বা বড় জিহাদ নাফসের জিহাদ ও এরূপ জিহাদকারীদের পুরস্কার। ৩৮৯

৫০। পার্থিব জীবন

৩২১। পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, এর ছলনায় না ভোলার নির্দেশ। পারলৌকিক জীবন উত্তম ও অবিনশ্বর। পার্থিব সম্পদ কী ? ৩৯১

৩২২। পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তির পরিণাম। পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তদের পারলৌকিক জীবন শূন্য। তাদের পার্থিব জীবনের কার্য নিষ্ফল হবে। ৩৯২

৩২৩। পার্থিব সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ নয় – তার প্রতি আসক্তি নিষিদ্ধ। পার্থিব জীবনের মোহ যেন মানুষকে প্রতারিত না করে। পার্থিব সম্পদ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কার্যে ব্যয়ের নির্দেশ। ৩৯৩

৩২৪। সন্ন্যাসবাদ – ইসলাম সন্ন্যাসবাদ সমর্থন করে না। ৩৯৫

৫১। ইসলামে অর্থনীতি

৩২৫। ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। ব্যক্তিগত সম্পদ কুক্ষিগত না করে সুষম বন্টনের মাধ্যমে বান্দার হক আদায়ের নির্দেশ। ৩৯৬

৩২৬। একজন মুসলিমের অর্থে কার কার অধিকার। প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের নির্দেশ। ৩৯৭

৩২৭। অর্থ ও সম্পদ মজুদ করা নিষিদ্ধ। মজুদদারদের শাস্তি। ৩৯৮

৩২৮। কৃপণতা নিষিদ্ধ – কৃপণদের পরিণাম। আল্লাহ্‌র পথে খরচে নিজের আয় গোপন করা নিষিদ্ধ। ৩৯৯

৩২৯। কৃপণতা কাদের স্পর্শ করে না। ৪০০

৫২। সুদ

৩৩০। সুদ খাওয়া হারাম। সুদ গ্রহণকারীদের পরিণাম। ৪০১

৩৩১। সুদের বকেয়া মাফ করার নির্দেশ। ৪০২

৫৩। ঋণ

৩৩২। ঋণ অনুমোদিত। ঋণের লেনদেন লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বন্ধকী ঋণ অনুমোদিত। ৪০৩

৩৩৩। ঋণ অবশ্য পরিশোধযোগ্য। দুর্দশাগ্রস্তের ঋণ পরিশোধের সময় প্রদান বা মাফ করে দেয়া বিধেয়। ৪০৪

৫৪। আমানত

৩৩৪। আমানতের খেয়ানত নিষিদ্ধ। ৪০৫

৫৫। রিযক

৩৩৫। নিজ হাতে কাজ করে রুজির ব্যবস্থা করার নির্দেশ। ৪০৬

৩৩৬। ব্যবসার মাধ্যমে রোজগার বৈধ। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় লিখিত রশিদ বা ক্যাশমেমো রাখা বাঞ্ছনীয়। ৪০৭

৫৬। ওজন

৩৩৭। সঠিক ওজন প্রদানের নির্দেশ। ওজন কম প্রদানকারীদের পরিণাম। ৪০৮

৫৭। ভিক্ষাবৃত্তি

৩৩৮। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি সমর্থন করে না। কিন্তু কেউ চাইলে তাকে ফিরান উচিৎ নয়। ৪০৯

৩৩৯। ভিক্ষুকদের সাথে ব্যবহার। ৪১০

৫৮। অপব্যয়

৩৪০। ইসলামে অপব্যয় নিষিদ্ধ। ৪১১

৫৯। মালী কুরবানী

৩৪১। আল্লাহ্‌র পথে খরচের নির্দেশ। সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায় দানকারীদের পুরস্কার। আল্লাহ্‌র পথে খরচ আল্লাহ্‌কে ঋণ প্রদান তুল্য যা বৃথা যায় না, আল্লাহ্ তা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন। দান করলে লোকে দরিদ্র হয় না। প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্‌র পথে দানকারীদের মর্যাদা অন্য সময় দান কারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। ৪১২

৩৪২। দান কেন ও এর পুরস্কার। দানে মধ্যপথ অবলম্বনের নির্দেশ। বিনিময়ের আশায় দান নিষিদ্ধ। ৪১৩

৩৪৩। গোপন ও প্রকাশ্যে দান। ইহকালই দান খয়রাত ও অন্যান্য পুণ্য কর্মের সময়। ৪১৪

৩৪৪। পবিত্র ও উত্তম বস্তু হতে দান করার নির্দেশ। ৪১৬

৩৪৫। দানকারীদের উপহাস ও বিদ্রূপ করা নিষিদ্ধ। ৪১৭

৩৪৬। দান করে খোঁটা দেয়া নিষিদ্ধ। দান করে যারা খোঁটা দেয় না তাদের পুরস্কার। লোক দেখানোর জন্য দান নিষিদ্ধ। ৪১৮

৩৪৭। সদকা কাদের জন্য এবং সদকার উপকারিতা। ৪১৯

৬০। ফাই

৩৪৮। ফাই বা বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ। রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাদের প্রাপ্য। ৪২০

৬১। ওসীয়্যত

৩৪৯। ওসীয়্যত সম্পর্কিত বিধান। ওসীয়্যতকালে সাক্ষী রাখা বিধেয়। ৪২১

৩৫০। ধনীদের জন্য ওসীয়্যত করা ফরয। ৪২২

৬২। জ্ঞান

৩৫১। আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরয। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে অন্যদের তা শিক্ষা দানের নির্দেশ। ৪২৪

৩৫২। প্রকৃত জ্ঞানীব্যক্তি কারা, তাদের মর্যাদা। ৪২৫

৩৫৩। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে বাদানুবাদ নিষিদ্ধ। আনুমানিক কথা বলা নিষিদ্ধ। ৪২৬

৬৩। ভ্রমণ (সফর)

৩৫৪। ভ্রমণের উপকারিতা – ভ্রমণের মাধ্যমে রিযক ও জ্ঞান আহরণের নির্দেশ। ভ্রমণের সময় আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করে ভ্রমণ শুরু করার নির্দেশ। ৪২৭

৬৪। প্রতিবন্ধি

৩৫৫। কুরআনে মানুষকে অন্ধ, বধির ও বোবা বলার তাৎপর্য। অন্ধ, বধির ও বোবাগণ কখনও ঈমান আনবে না। ৪২৯

৬৫। স্বপ্ন

৩৫৬। স্বপ্ন রূপক – ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষকে ভবিষ্যতের কার্যাবলী সম্পর্কে জানান। ৪৩০

৬৬। ঔষধ

৩৫৭। কুরআনে বর্ণিত ঔষধ। রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ঔষধ সেবন বৈধ। ৪৩১

৬৭। সমাজ

৩৫৮। পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাসের নির্দেশ। ৪৩২

৩৫৯। সমাজের এতীম ও দুস্থদের সেবার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে আরোহণ করা যায়। এ সম্পর্কে অন্যদের আদেশ উপদেশ দানের নির্দেশ। ৪৩৩

৬৮। প্রতিবেশী

৩৬০। প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ। ৪৩৪

৬৯। আত্মীয়-স্বজন

৩৬১। আত্মীয়-স্বজনদের পরিচয় ও তাদের সাথে ব্যবহার। ৪৩৫

৭০। সালাম বা সম্ভাষণ

৩৬২। কোন মুসলমানের সাথে দেখা হলে সালাম বা সম্ভাষণ জানানোর পদ্ধতি। ৪৩৬

৩৬৩। নিজ গৃহে প্রবেশের পূর্বে সালাম প্রদানের নির্দেশ। ৪৩৭

৩৬৪। অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতির প্রয়োজন; তার পদ্ধতি। ৪৩৮

৭১। বিবাহ

৩৬৫। বিবাহ বৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পন্থা। বিবাহের উদ্দেশ্য। উত্তম সন্তান লাভ মু'মেন বান্দাদের কাম্য। ৪৩৯

৩৬৬। অনুবর্তীদের বিবাহ করানো সম্পর্কিত বিধান। ৪৪১

৩৬৭। সতী-সাধ্বী স্ত্রী নির্বাচনের নির্দেশ। ৪৪২

৩৬৮। মুসলিমদের মধ্যে কাদের সাথে বিবাহ হারাম ও কাদের সাথে বিবাহ হালাল। ৪৪২

৩৬৯। বিবাহে মহরানা ধার্য প্রসঙ্গ। ৪৪৪

৩৭০। মোশরেক পুরুষ ও নারীদের সাথে বিবাহ হারাম। ৪৪৫

৩৭১। এক সঙ্গে কতজন স্ত্রী রাখা যায়। একাধিক স্ত্রীর সাথে আচরণ। ৪৪৫

৩৭২। হিযরতকারী মু'মেন মহিলা ও কাফের স্ত্রী সম্পর্কিত বিধান। ৪৪৭

৩৭৩। মুসলিম স্ত্রী কাফেরদের নিকট এবং কাফের স্ত্রী মুসলিমদের নিকট আসলে কী করণীয়। ৪৪৮

৩৭৪। এতীম নারীদের বিবাহ সম্পর্কিত বিধান। ৪৪৮

৩৭৫। দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তদের সাথে বিবাহ। ৪৪৯

৩৭৬। ঋতুবস্থা ও অন্যান্য সময়ে স্বামী স্ত্রীর মিলন। ৪৫০

৩৭৭। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক। একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করার নির্দেশ। ৪৫১

৩৭৮। স্ত্রীগণকে স্বামীর আনুগত্যের নির্দেশ। অবাধ্য স্ত্রী সম্পর্কিত বিধান। ৪৫২

৭২। জন্মনিয়ন্ত্রণ

৩৭৯। প্রয়োজনে ইসলাম জন্ম নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে। তবে তকদীরের লিখন কেউ খন্ডাতে পারে না। ৪৫৩

৭৩। তালাক

৩৮০। তালাক অনুমোদিত – তিন ঋতুর (ইদ্দতের) মধ্যবর্তী কালে তিনবার তিন তালাক প্রদান সম্পর্কিত বিধান। প্রথম তালাক প্রদান প্রসঙ্গ। গর্ভবতী স্ত্রীদের তালাক প্রদান নিষিদ্ধ। ৪৫৪

৩৮১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক। ৪৫৫

৩৮২। তালাকের পূর্বে আপোষ মিমাংসার নির্দেশ। ৪৫৬

৩৮৩। খোলা তালাক। ৪৫৭

৩৮৪। মহরানা ধার্যের পূর্বে বা পরে স্ত্রীকে স্পর্শ না করে তালাক প্রদান সম্পর্কিত বিধান। ৪৫৮

৭৪। ইদ্দত

৩৮৫। ঋতুবতী, ঋতুবন্ধ বা ঋতু হয় নি ও গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতকাল (অপেক্ষা কাল)। ৪৫৯

৩৮৬। ইদ্দতকালে পরিত্যাক্তা স্ত্রীদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত বিধান। ৪৬০

৩৮৭। বিধবা স্ত্রীদের ইদ্দতকাল (অপেক্ষাকাল)। ৪৬১

৩৮৮। ইদ্দতকালে বিধবাদের বিবাহ বা তাদের নিকট সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেয়া সম্পর্কিত বিধান। ৪৬২

৭৫। ইলা

৩৮৯। ইলা (স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত না হবার সপথ) সম্পর্কিত বিধান। ৪৬৩

৭৬। নারীর অধিকার

৩৯০। পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক অধিকার। ৪৬৪

৩৯১। সম্পদে নারীর অধিকার। জোর করে নারীর অধিকার হরণ নিষিদ্ধ। ৪৬৫

৩৯২। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের হক। ৪৬৬

৩৯৩। বিধবা ও খোলা তালাক গ্রহণকারী স্ত্রীদের হক। ৪৬৭

৩৯৪। বিধবাদের সাথে আচরণ। ৪৬৮

৩৯৫। কন্যা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ। ৪৬৯

৭৭। পর্দা

৩৯৬। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত গৃহের বাইরে যাওয়া মুসলিম নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। গৃহের বাইরে মুসলিম মহিলাদের পর্দা। ৪৭০

৩৯৭। নামাহরাম লোক ব্যতীত অন্যান্যদের নিকট পর্দা শিথিলযোগ্য। গৃহাভ্যন্তরে পর্দা। ৪৭২

৩৯৮। মু'মিন নারীদের অন্য পুরুষদের সাথে বাক্যালাপ পদ্ধতি। নামাহরাম পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ। ৪৭৩

৩৯৯। গৃহাভ্যন্তরে অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি ও দাসদাসীদের নিকট পর্দা। কখন তাদের অনুমতির প্রয়োজন ? বৃদ্ধাদের পর্দা। ৪৭৪

৭৮। পোশাক

৪০০। পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য। ৪৭৫

৭৯। সতীত্ব

৪০১। মু'মেন পুরুষ ও মু'মেন মহিলাদের সতীত্ব রক্ষা সম্পর্কিত বিধান। ৪৭৬

৪০২। যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই তারা কীভাবে সতীত্ব রক্ষা করবে। ৪৭৭

৮০। ব্যভিচার

৪০৩। ব্যভিচার নিকৃষ্ট কাজ – তা হারাম। ৪৭৮

৪০৪। ব্যভিচারের শাস্তি – স্বাধীনা নারী-দাসী ও পুরুষদের। ৪৭৯

৪০৫। সাক্ষ্য প্রমান ছাড়া ব্যভিচারের অপবাদ আনয়নকারীদের শাস্তি। ৪৮০

৪০৬। লিয়ান। স্ত্রীর ব্যভিচারে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী না থাকলে কী করণীয়। ৪৮১

৮১। অশ্লীলতা

৪০৭। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা নিষিদ্ধ। অশ্লীল কার্য থেকে রক্ষা পাবার উপায়। অশ্লীলতা কামনাকারীদের শাস্তি। ৪৮২

৪০৮। অশ্লীল আচরণকারীণী নারীদের সম্পর্কিত বিধান। ৪৮৩

৪০৯। পুরুষে পুরুষে অশ্লীল আচরণকারীদের সম্পর্কিত বিধান। ৪৮৪

৮২। যিহার

৪১০। যিহার কী ও তার কাফফরা। ৪৮৫

৮৩। ইসলামে উত্তরাধীকার

৪১১। পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধীকারের হক আদায়ের নির্দেশ। ৪৮৬

৪১২। সম্পদে সন্তান সন্ততি ও পিতা মাতার অংশ। ৪৮৭

৪১৩। স্ত্রী বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন পদ্ধতি। ৪৮৮

৪১৪। কালালাহ্ (একই পিতার ঔরষজাত কিন্তু বিভিন্ন মাতার গর্ভজাত) দের জন্য সম্পদ বন্টন সম্পর্কিত বিধান। ৪৮৯

৪১৫। কালালাহ্ (একই মাতার গর্ভজাত কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরষজাত) দের জন্য সম্পদ বন্টন সম্পর্কিত বিধান। ৪৯০

৪১৬। অন্য লোকের ওয়ারিশী সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ। ৪৯১

৮৪। অভিভাবকের দায়িত্ব

৪১৭। স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামী, পিতা ও ওয়ারিশগণের। আল্লাহ্‌র নামের সাথে সম্পর্ক রেখে সন্তান সন্ততির নাম রাখা বিধেয় কেননা উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌র। ৪৯২

৪১৮। তরবিয়তে আওলাদ – পরিবার পরিজনদের মুত্তাকী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবকের। ধর্মের জন্য জন্মের পূর্বেই পিতা-মাতাকে সন্তানদের যিন্দেগী ওয়াকফ করণ প্রসঙ্গ। ছোট থেকে সন্তানদের তরবিয়ত দিতে হবে। পরিবারের সদস্যদের তাকওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনার নির্দেশ। অসৎ কর্মপরায়ণ সন্তান পরিবারভুক্ত নয়। ৪৯৩

৪১৯। শিশু পালনে মাতা-পিতার দায়িত্ব। শিশুদের স্তন্যদান কাল। ৪৯৫

৮৫। পিতা-মাতার প্রতি ব্যবহার

৪২০। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ । তাঁদের মঙ্গলের জন্য দোয়ার নির্দেশ। ৪৯৬

৪২১। কুরআনের শিক্ষার বিরোধী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্যের নির্দেশ। ৪৯৭

৪২২। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের যৌক্তিকতা । সন্তানের কর্তব্য ও তার প্রতিফল। ৪৯৮

৮৬। পোষ্যপুত্র

৪২৩। পোষ্যপুত্রের সাথে পালনকারী পিতার সম্পর্ক। ৪৯৯

৪২৪। পোষ্যপুত্রদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ। ৪৯৯

৮৭। এতীম

৪২৫। এতীমদের সাথে আচরণ। ৫০০

৪২৬। এতীমের ধন-সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রত্যার্পণের নির্দেশ। ৫০১

৪২৭। এতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের পরিণাম। ৫০২

৮৮। সত্যবাদিতা (সততা)

৪২৮। সত্যবাদী পুরুষ ও নারীদের মর্যাদা ও পুরস্কার। ৫০৩

৪২৯। সত্যবাদীদের সঙ্গী হবার নির্দেশ। উত্তম সঙ্গী কারা, শয়তান মন্দ সঙ্গী। ৫০৪

৮৯। মিথ্যাবাদিতা

৪৩০। মিথ্যা বলা প্রতিমাপূজার ন্যায়ই নিষিদ্ধ। ঈমানের অভাবই মানুষকে মিথ্যাবাদী বানায়। ৫০৫

৯০। ন্যায়বিচার

৪৩১। বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ন্যায় বিচারের নির্দেশ। ৫০৬

৪৩২। সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা কোন কিছুর সত্যতা নিরূপণের বিধান। সাক্ষ্য গোপন নিষিদ্ধ। ৫০৭

৪৩৩। সাক্ষ্য প্রদানকালে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের নির্দেশ। মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান নিষিদ্ধ। ৫০৮

৯১। সদাচার

৪৩৪। মানুষের সাথে আচরণ সম্পর্কিত বিধান। ৫০৯

৪৩৫। কথায় ও আচরণে নম্রতা ও বিনয় অবলম্বনের নির্দেশ। ৫১০

৪৩৬। নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও অনুগামীদের সাথে আচরণ। দাসদাসীদের সাথে আচরণ। ৫১১

৪৩৭। শালীনতা-কাউকে হাসি বিদ্রূপ করা বা অবজ্ঞামূলক উপাধি দ্বারা ডাকা (গালি দেয়া) নিষিদ্ধ। ৫১২

৯২। আদব

৪৩৮। নবী বা ধর্মীয় নেতাদের সাথে কথা বলার আদব। ৫১৩

৪৩৯। ছোটখাটো বিষয়ে নবী বা ধর্মীয় নেতার নিকট অধিক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। ৫১৪

৯৩। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

৪৪০। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। গোসল, অজু ও তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্র হবার নির্দেশ। ৫১৫

৯৪। আত্ম-সচেতনতা

৪৪১। আল্লাহ্ মানুষের সকল কাজ প্রত্যক্ষ করেন সেজন্য মানুষকে সর্বদা আত্মসচেতন থাকতে হবে। ৫১৭

৯৫। ইহসান

৪৪২। সৃষ্ট জীবের উপকার করার নির্দেশ। মানব প্রেম। ৫১৮

৯৬। অঙ্গীকার

৪৪৩। কারো সঙ্গে অঙ্গীকার করলে তা পালন করার নির্দেশ। ৫২০

৪৪৪। অঙ্গীকার কৃত কোন চুক্তিপত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ। ৫২১

৪৪৫। আল্লাহ্‌র সাথে বনী ইসরাঈলদের কৃত অঙ্গীকারসমূহ। অঙ্গীকার পালনের জন্য তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তাদের অঙ্গীকার পালন না করার পরিণাম। ৫২২

৯৭। শপথ

৪৪৬। বিশেষ কারণ ব্যতীত আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিষিদ্ধ। বৃথা বা নিরর্থক শপথ ব্যতীত আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে তা পালন বাধ্যতামুলক। ভালকাজ না করার শপথ নিষিদ্ধ। ৫২৩

৪৪৭। আল্লাহ্‌র নামে উচ্চারিত শপথ ভঙ্গ ও মিথ্যা শপথ নিষিদ্ধ। ৫২৪

৪৪৮। প্রত্যাহার যোগ্য শপথ, আন্তরিকভাবে কৃত গুরুত্বপূর্ণ শপথ ভঙ্গের কাফফারা। ৫২৫

৪৪৯। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র কসমের তাৎপর্য। ৫২৬

৪৫০। মানত (শর্তযুক্ত শপথ) সম্পর্কিত বিধান। ৫২৭

৯৮। নিঃস্বার্থতা

৪৫১। প্রকৃত মু'মেন শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই সৎকাজ করে। কোন স্বার্থের বিনিময়ে নয়। ৫২৮

৯৯। শান্তিপ্রিয়তা

৪৫২। ঝগড়া-ফাসাদ না করে শান্তিতে বসবাস করার নির্দেশ। ৫২৯

১০০। দয়া

৪৫৩। সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন ইসলামী বিধান। ৫৩০

১০১। ধৈর্য

৪৫৪। ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ। আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী। বিপদে হতাশ না হবার নির্দেশ। ধৈর্যশীলদের পুরস্কার। আল্লাহ্‌ অতি ধৈর্যশীল। ৫৩১

১০২। উচ্চাকাঙ্খা

৪৫৫। উত্তম জিনিসের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা উচিত। ৫৩৩

১০৩। কৃতজ্ঞতা

৪৫৬। আল্লাহ্‌ ও অন্যান্য উপকারকারীদের উপকার স্মরণ করে কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের পুরস্কার। ৫৩৪

১০৪। অকৃতজ্ঞতা

৪৫৭। আল্লাহ অকৃতজ্ঞতা পসন্দ করেন না। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা সত্ত্বেও মানুষ অকৃতজ্ঞতা করে। অকৃতজ্ঞতা কাফেরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাদের পরিণাম। ৫৩৫

১০৫। অহংকার

৪৫৮। অহংকারীদের পরিচয়। অহংকার মানুষকে কুফরীর মধ্যে ঠেলে দেয়। অহংকারীদের পরিণাম। ৫৩৭

৪৫৯। আত্মঅহংকার (রিয়া) ঃ আত্মঅহংকারীদের পরিচয়, তাদের পরিণাম। ৫৩৮

১০৬। লোভ

৪৬০। লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের ধন-সম্পদ গ্রাস বা তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ। কাফেরদের ধন-সম্পদ দেখে প্রতারিত না হবার নির্দেশ। ৫৩৯

১০৭। ঘুষ

৪৬১। ঘুষ দেয়া বা নেয়া উভয়ই নিষিদ্ধ। ৫৪০

১০৮। চুরি

৪৬২। চোরের শাস্তি। হাত কাটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। ৫৪১

১০৯। ক্রোধ

৪৬৩। ক্রোধ সংবরণের নির্দেশ। ৫৪২

১১০। হিংসা

৪৬৪। হিংসা অনিষ্টকর, তা পরিত্যাজ্য। ৫৪৩

১১১। বিশ্বাসঘাতকতা

৪৬৫। ইসলামে বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই, বিশ্বাসঘাতকরা মহাপাপী। ৫৪৪

১১২। কুসংস্কার (বেদাত)

৪৬৬। ইসলাম কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেয় না। কুসংস্কার কি ? ৫৪৫

৪৬৭। ধর্মীয় কুসংস্কারবসত সন্তান হত্যা প্রকৃত ধর্ম নয়। ধর্মকে খেল-তামাশার বস্তু বানান নিষিদ্ধ। ৫৪৬

১১৩। অপবাদ ও গীবত

৪৬৮। অপবাদ ও গীবত উভয়ই নিষিদ্ধ। ৫৪৭

১১৪। ভন্ডামী বা প্রতারণা

৪৬৯। ইসলাম ভন্ডামী বা প্রতারণা সমর্থন করে না। ৫৪৮

১১৫। সন্দেহ

৪৭০। অযথা সন্দেহ নিষিদ্ধ। ৫৪৯

১১৬। গুজব

৪৭১। কোন খবর শোনার পর ভালরূপে তদন্ত করে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ। গুজব ছড়ান নিষিদ্ধ। গুজব ছড়ানকারীদের শাস্তি। ৫৫০

১১৭। বাজে কাজ ও বাজে কথা

৪৭২। বাজে কাজ ও বাজে কথা বলা হতে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ। ৫৫১

১১৮। কথা বলার পদ্ধতি

৪৭৩। কোন কোন কথা মানুষকে জান্নাতি করে আবার কোন কোন কথা তাকে করে দোযখী। ৫৫২

১১৯। যাদু

৪৭৪। যাদু ধোকাবাজি। তা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না। ৫৫৩

১২০। গণক

৪৭৫। গণকদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ৫৫৪

১২১। কবি

৪৭৬। কবিগণ কল্পনাবিলাসী, কথা ও কাজের সাথে তাদের মিল নেই। ঈমান আনয়নকারীগণ ব্যতিরেকে অন্যদের অনুসরণ নিষিদ্ধ। ৫৫৫

১২২। ক্রীতদাস

৪৭৭। ইসলামে দাস প্রথা নিষিদ্ধ। ৫৫৬

১২৩। ইনশাআল্লাহ্

৪৭৮। কোন কাজ করার সংকল্প প্রকাশ করার পূর্বে ইনশাআল্লাহ্ বলতে হয়। ইনশাআল্লাহ্ না বলার ফল। ৫৫৭

১২৪। ইন্নালিল্লাহ্

৪৭৯। কখন 'ইন্নালিল্লাহ্' বলতে হয়। ৫৫৮

১২৫। বিসমিল্লাহ্

৪৮০। কখন বিসমিল্লাহ্ ব্যবহার করতে হয়। ৫৫৯

১২৬। হাতের ব্যবহার

৪৮১। ডান বা বাম হাত ব্যবহার সম্পর্কিত বিধান। ৫৬০

১২৭। আহার

৪৮২। পরিমিত পরিমাণে আহারের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য গরীব দুঃখীদের আহার করানোর নির্দেশ। সমাজের গরীব-মিসকীনদের আহার্য্য দান মু'মেনদেরকে আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে পৌছায়। ৫৬১

৪৮৩। মাদক দ্রব্য সেবন, জুয়াখেলা ও ভাগ্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ এর কারণ। ৫৬৩

৪৮৪। আতিথেয়তা ঃ অতিথি সম্মানের পাত্র – তাদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন বিধেয়। ৫৬৪

১২৮। খাদ্য বস্তু

৪৮৫। হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাবার নির্দেশ। হালাল খাদ্যের পরিচয়। ৫৬৫

৪৮৬। জীব-জন্তুর মধ্যে হারাম খাদ্যের পরিচয়। মনগড়াভাবে কোন বস্তু হারাম বা হালাল করা বৈধ নয়। ৫৬৬

৪৮৭। নিতান্ত বাধ্য না হলে হারাম খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। ৫৬৭

৪৮৮। কৃষিজাত দ্রব্যের হক আদায়ের নির্দেশ। ৫৬৮

১২৯। নরহত্যা

৪৮৯। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত নরহত্যা নিষিদ্ধ। ৫৬৯

৪৯০। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মেনকে হত্যা করলে এর পরিণাম। ৫৭০

৪৯১। ভুলবশত হত্যার কাফ্‌ফারা। ৫৭১

৪৯২। সন্তান হত্যা – দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ। ৫৭১

৪৯৩। আত্মহত্যা – আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। ৫৭২

১৩০। কিসাস

৪৯৪। কিসাস (হত্যার সমান সমান প্রতিশোধ) ও রক্তপণ সম্পর্কিত বিধান। ৫৭৩

৪৯৫। হত্যা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান। ৫৭৪

১৩১। রাষ্ট্রনায়ক

৪৯৬। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের বিধান। একজন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের কী কী গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। ৫৭৫

৪৯৭। পার্থিব জ্ঞানী রাষ্ট্রনায়ক কলহপরায়ণ ও অত্যাচারী হয়। ৫৭৭

৪৯৮। ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ। মু'মেনগণ শোনে ও মান্য করে, কাফেরগণ শোনে ও অমান্য করে। ৫৭৮

৪৯৯। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ নিষিদ্ধ। বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করার নির্দেশ। রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি। ৫৮০

৫০০। পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ। ইসলামী রাষ্ট্র নায়ক বা খলীফা ভাল মনে করলে পরামর্শ সভার পরামর্শ গ্রহণ না-ও করতে পারেন। ৫৮২

৫০১। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান বা ধর্মীয় নেতার সাথে পরামর্শের পূর্বে সদকা প্রদানের বিধান। অসৎ কার্যের জন্য গোপন পরামর্শ নিষিদ্ধ। পরামর্শ সৎ কার্যের জন্য হতে হবে। ৫৮৩

১৩২। মজলিস

৫০২। মজলিসের আদব – মজলিসে উঠা বসা সম্পর্কিত বিধান। ৫৮৪

৫০৩। ইসলাম বিরোধী আলোচনা সভায় বসা নিষিদ্ধ। ৫৮৫

১৩৩। সুপারিশ

৫০৪। মানুষের মঙ্গলের জন্য কারও নিকট সুপারিশ বৈধ। তার ভালর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে সুপারিশের নির্দেশ। ৫৮৬

১৩৪। শাফায়াত

৫০৫। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন শাফায়াতকারী নেই। মিথ্যা মা'বূদগণ শাফায়াত করার কোন ক্ষমতা রাখে না। কিয়ামতের দিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও নবীগণই কেবলমাত্র শাফায়াতকারী হবেন । কাদের জন্য শাফ ..ত করা হবে? ৫৮৭

৫০৬। কাদের জন্য শাফায়াতকারীর শ্যাফায়াত কোন উপকারে আসবে না। ৫৮৮

১৩৫। আখেরী জমানা

৫০৭। আখেরী জমানা বা কিয়ামতের পূর্বের লক্ষণাবলী। ৫৮৯

৫০৮। আখেরী জমানার লক্ষণাবলী প্রকাশ পাবার সময়। ৫৯২

১৩৬। দাজ্জাল

৫০৯। যারা বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন – তারা মিথ্যাবাদী, কায্‌যাব বা দাজ্জাল। ৫৯৩

১৩৭। ইয়া'জূজ মা'জূজ

৫১০। ইয়া'জূজ মা'জূজের পরিচয়। তাদের অভ্যুত্থান ও পতন। ৫৯৪

১৩৮। কিয়ামত

৫১১। কিয়ামত ও পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। পুনরুত্থানের কারণ। ৫৯৬

৫১২। কিয়ামতের দিন ইহকালের কৃতকর্মের বিচারের জন্য সকলকে সমবেত করা হবে। সেদিন সকল কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র হবে এবং ন্যায়বিচারের মানদন্ড সংস্থাপিত হবে। সেদিন কে পাপী কে পূণ্যবান, তাদের চেহারা দ্বারা চেনা যাবে। ৫৯৭

৫১৩। কিয়ামত কখন হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। কিয়ামত অকস্মাৎ সংঘটিত হবে। কিয়ামত কিভাবে হবে। ৫৯৮

৫১৪। কিয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণাম। ঈমানদারগণ কিয়ামতের শাস্তির ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। ৫৯৯

৫১৫। কিয়ামতের দিন ধন-সম্পদ, পিতা-পুত্র কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। ৬০০

১৩৯। পরকাল

৫১৬। পরকালের জীবন উত্তম ও চিরস্থায়ী। পরকালের জীবনের উপর ঈমান আনার নির্দেশ। যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাদের পরিণাম। ঈমান আনয়নকারীদের পুরস্কার। ৬০১

১৪০। জান্নাত

৫১৭। জান্নাত কী ও তার পরিচয়। জান্নাতের বর্ণিত উপমাসমূহের বিবরণ ও তাৎপর্য। জান্নাত অমূল্য স্থান। ৬০৩

৫১৮। জান্নাত অনাবিল শান্তির স্থান, চিরস্থায়ী বাসস্থান। জান্নাতে প্রবেশকারী কখনও বহিষ্কৃত হবে না। ৬০৫
৫১৯। মু'মেন বান্দাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে দু' জান্নাতের সুসংবাদ। ৬০৬

১৪১। দোযখ

৫২০। দোযখের পরিচয়। দোযখ কয়েদখানা, দোযখের শাস্তি চিরস্থায়ী নয়। দোযখের শাস্তি কীরূপ হবে ? কারা দোযখী। ৬০৭
৫২১। দোযখের শাস্তির বিবরণ ও বর্ণিত উপমাসমুহের তাৎপর্য। ৬০৮
৫২২। পাপীগণের জন্য ইহকালে ও পরকালে দু'দোযখ রয়েছে। ৬১০

১৪২। ভবিষ্যদ্বাণী

৫২৩। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার এক নির্ধারিত মিয়াদ আছে। ৬১১
৫২৪। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও খনিজ সম্পদ আবিষ্কার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। ৬১২
৫২৫। বিভিন্ন যানবাহন আবিষ্কার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। ৬১৩
৫২৬। মানুষ বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যেতে সক্ষম হবে কিন্তু আল্লাহ্র অসীম সৃষ্টির সীমা ভেদ করতে সক্ষম হবে না। এমন এক সময় আসবে যখন অন্য গ্রহের প্রাণীর সাথে মানুষের যোগাযোগ হবে। ৬১৪
৫২৭। পানির উৎস ও এর সংরক্ষণ। বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ। বর্তমান সেচ প্রকল্প আবিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী। ৬১৫
৫২৮। প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। পরিশেষে প্যালেস্টাইন মুসলিম অধিকারে আসবে। ৬১৬
৫২৯। দাব্বাতুল আরয (মাটির কীট) বের হওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। ৬১৭
৫৩০। মানুষ কিভাবে আগুন আবিষ্কার করল। ৬১৮
৫৩১। দু'সমুদ্র একত্রিকরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। ৬১৮
৫৩২। বিশ্ব যুদ্ধ ও পাশ্চাত্য জাতির পতন। ৬১৯

১। নিয়্যত বা সংকল্প

১। কর্মের ফলাফল নিয়্যত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল।

কুরআন

১। তাদের মাংস ও তাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকট তোমাদের তরফ হতে তাকওয়া পৌঁছে। (২২ঃ৩৮)

২। এবং যে কেউ ইহকালের পুরস্কার কামনা করবে, আমরা তাকে তা হতে দান করব, এবং যে কেউ পরকালের পুরস্কার কামনা করবে আমরা তাকে তা হতে দান করব ; এবং অচিরেই আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিদান দিব। 'ক'*(৩ঃ১৪৬)

'ক' ২ঃ২০১-২০২ ; ১৪ঃ১৯-২০ ; ৪২ঃ২১

---

* টীকা ঃ প্রথম সংখ্যা দ্বারা সূরার নম্বর ও কোলন চিহ্নের পরের সংখ্যা দ্বারা আয়াত নম্বর বুঝাবে–সংকলক

হাদীস

১। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, নিয়্যতই কর্মের মূল্য নির্ধারণ করে, এবং এই লোক যা পেতে চায় তা সে পায়। এবং যদি কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য হিজরত করে তবে তা–ই তার হিজরতের উদ্দেশ্য, এবং যদি কেউ দুনিয়ার সম্পদের জন্য হিজরত করে সে তা পায়। এবং যদি কেউ স্ত্রীলোকদের জন্য হিজরত করে এবং স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করে, এটাই হিজরতের জন্য তার মনের উদ্দেশ্য" (বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুস্ সালেহীন হতে সংগৃহীত)।

২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেন না। পরন্তু তিনি তোমাদের অন্তঃকরণ ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য করেন" (মুসলিম, রিয়াযুস্ সালেহীন হতে)।

মলফূযাত

১। "আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের হৃদয় দেখেন এবং মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও গোপনতম ধ্যান-ধারণা জানেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বচ্ছ অন্তঃকরণের সাথে আল্লাহ্‌র দিকে না আসে, লোক দেখানো ভাব এবং বাহ্যিকতা দ্বারা ফলোদয় হয় না। আল্লাহ্‌তাআলা সত্যিকার পরিবর্তন চান। ... কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা তাকে ভালরূপেই জানেন যে, সে কি ধরনের মানুষ এবং সে কি কার্য-কলাপে লিপ্ত। সুতরাং প্রকৃত ও সঠিক চিকিৎসা এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ্‌র সমীপে তার সকল গুণাহ হতে তওবা করে এবং তার নির্ধারিত সীমাসমূহ ভঙ্গ বা লঙ্ঘন না করে। এবং তাঁর মখলুক ও সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। কারো সাথে অসৎ ও দুর্ব্যবহার না করে এবং এসব কাজ নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে সম্পাদন করে, লোক দেখানোর নিয়্যত যেন না করে" (মলফূযাত, ৭ম খণ্ড)।

২। আল্লাহ্

২। আল্লাহ্ একমাত্র স্রষ্টা, সকলের অভিভাবক ও জীবন মৃত্যুর মালিক।

কুরআন

৩। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে আমরা যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছি,

৪। নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী। 'ক' (১৫ঃ৮৬-৮৭)

৫। এবং তিনিই তো তাদের নিরাশ হয়ে যাবার পর বারি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমতকে বিস্তৃত করে দেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, সকল প্রশংসার অধিকারী। 'খ' (৪২ঃ২৯)

৬। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী! 'গ' (২২ঃ৭৯)

৭। এবং তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, আবার তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। 'ঘ' (২২ঃ৬৭)

৮। নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজনকার্য মানুষের সৃজন কার্য হতে বৃহত্তর। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) অবগত নয়। 'ঙ' (৪০ঃ৫৮)

'ক' ২ঃ৩০, ১১৮; ৩ঃ৭, ৪৮ ; ৬ঃ২, ১৫, ৭৪, ৮০, ১০২, ১০৩ ; ৭ঃ৫৫ ; ১০ঃ৪ ; ১৩ঃ১৭ ; ১৪ঃ১১ ; ১৬ঃ৪ ; ২০ঃ৫ ; ২১ঃ১৭ ; ২৫ঃ৩, ২৭ঃ৬১-৬২ ; ২৮ঃ৬৯ ; ৩৬ঃ৮২-৮৩ ; ৩৯ঃ৬, ৪৭ ; ৪০ঃ৬৩ ; ৪১ঃ১০-১৩; ৪৪ঃ৩৯-৪০, ৫৫ঃ৪; ৫৬ঃ৫৮, ৬০, ৬৪-৬৫ ; ৫৯ঃ২৫ ; ৬৪ঃ৩৪ ; ৬৫ঃ১৩ ; ৬৭ঃ৪ ; ৭১ঃ১৬-১৭।

'খ' ২ঃ২৫৮, ২৮৭ ; ৩ঃ৬৯ ; ৬ঃ১৫, ৬৩ ; ৪২ঃ১০; ৪৭ঃ১২; ৭৩ঃ১০;

'গ' ৩৯ঃ৬৩।

'ঘ' ২ঃ২৯ ; ৩ঃ১৫৭ ; ৬ঃ৯৬ ; ৭ঃ১৫৯ ; ৯ঃ১১৬, ১০ঃ৩২, ৫৭, ১৫ঃ২৪; ১৬ঃ৭৯ ; ১৯ঃ৩৪ ; ২৩ঃ৮১ ; ২৯ঃ৫৪ ৩০ঃ৪১, ৪০ঃ৬৯ ; ৪২ঃ১০ ; ৪৫ঃ২৭ ; ৫০ঃ৪৪ ; ৫৬ঃ৬১-৭৩, ৫৭ঃ৪ ; ৬৭ঃ৩ ; ৭৩ঃ১০ ; ৭৫ঃ৪১।

'ঙ) ৩১ঃ২৯; ৩৭ঃ৫৮; ৭৯ঃ২৮

হাদীস

৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল এবং (নামাযের পর) বলছিল, 'হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট যাচ্ঞা করি এবং জানি যে, তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি বড় দয়ালু, বড় দাতা, আকাশ ও পৃথিবী বিনা নমুনায় স্রষ্টা। হে মহত্ত ও সম্মানের অধিকারী ! হে চিরঞ্জীব ! হে প্রতিষ্ঠাতা ! আমি তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।' তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, 'এ আল্লাহ্কে তাঁর ইসমে আযমের (মহান নামের) সাথে ডাকল, যদ্বারা তাঁকে যখন ডাকা হয় – তাতে তিনি সাড়া দেন, এবং যখন তাঁর নিকট যাচ্ঞা করা হয় তখন তিনি তা দান করেন" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নেসাঈ ও ইবনে মাজা)।

৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রে এই বলে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্, সব প্রশংসা তোমারই। তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সব কিছুর ব্যবস্থাপক। সব প্রশংসা তোমারই ; তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নূর, তোমার বাণী সত্য" (বুখারী)।

মলফূযাত

২। "কুরআন শরীফ বিনা কারণে মহান আল্লাহ্কে সকল আত্মা ও দেহের প্রভু বলে বর্ণনা করে না, যেমন বেদ তাঁকে তাঁর শক্তির কারণ মনে করে। কুরআন শরীফের এই আয়াত একটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, 'তিনিই সেই সত্তা যাঁর জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য ... এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন অনন্তর তার সঠিক পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন' (২৫ঃ৩)। এর অর্থ এই যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে বা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ্, যেহেতু তিনি তাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন" (চশমায়ে মা'রেফাত)।

৩। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সবাই স্বীকার করে যে, স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্।

কুরআন

৯। এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমালা এবং পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন ? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। তুমি বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। 'ক'*(৩১ঃ২৬)

১০। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানগণের নিকট হতে তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধর গ্রহণ করলেন এবং তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করালেন (এই বলে যে), 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই ?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (তিনি এটা এজন্য করেছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে না বল, 'আমরা এ সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম'।** (৭ঃ১৭৩)

'ক' ৩ঃ৮৪, ২৩ঃ৮৫-৯১ ; ২৯ঃ৬২, ৩৯ঃ৩৯ ; ৪৩ঃ৮৮।

---

* বিশ্ব জগতের সৃষ্টি পরিকল্পনার মধ্যে যে পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতা দৃষ্ট হয় এবং এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিচালনার যে অনবদ্য শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় তা যদি বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার সাথে অনুধাবন করা যায়, তবে যে কোন ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবীরূপে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, এই বিশ্ব-জগতের নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। বাচনভঙ্গি 'লাইয়া কুলুন্নার' তাৎপর্য এটাই যে, অবিশ্বাসীদের একথা স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে, আল্লাহ্তাআলাই এই বিশ্ব-জগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন, (কুরআন মজীদ, টীকা ২৩১৪)

**এই আয়াতে আল্লাহ্তাআলা যিনি এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে মানব প্রকৃতিতে নিহিত প্রমাণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে (৩০ঃ৩১)। অথবা এ-ও হতে পারে যে, এই ইংগিত আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত মহান নবী-রসূলগণের আবির্ভাব সম্পর্কে, যাঁরা আল্লাহ্তাআলার দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন। 'আদম-সন্তান' বলতে প্রত্যেক যুগের মানুষকে বুঝান হয়েছে যাদের নিকট আল্লাহ্র নবীগণ আবির্ভূত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রত্যেক নূতন নবীর আগমনই এই ঐশী জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' এ প্রশ্নই প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্ যখন মানবের দৈহিক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং একইরূপে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশেরও উপায় সৃষ্টি করেছেন, তখন সে কীরূপে আল্লাহ্র প্রভুত্বকে অস্বীকার করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষই তাদের নবীকে প্রত্যাখান করে নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে। কারণ এমতাবস্থায় তারা এই বলে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, তারা আল্লাহ্তাআলাকে বা তার বিধানকে অথবা বিচার-দিবস সম্বন্ধে জানত না (কুরআন মজীদ, টীকা ১০৭০)।

হাদীস

৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন, 'আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম এবং রাজ্য সন্ধ্যায় উপনীত হল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে।' আর যখন সকালে উপনীত হতেন তখন বলতেন, 'আমরা সকালে উপনীত হলাম এবং রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে" (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

৬। হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) আল্লাহ্তাআলার এই আয়াত, 'যখন তোমার পরওয়ারদেগার আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করলেন' এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ্তাআলা তাদের (উপাদানসমূহ) একত্র করলেন এবং তাদের বিভিন্ন রকম করে গড়তে ইচ্ছা করলেন, অতপর তাদের সেভাবে পূর্ণ আকৃতি দান করলেন এবং তাদের কথা বলার শক্তি দিলেন, সুতরাং তারা কথা বলতে পারল, অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তাদের নিকট হতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী করলেন, (তাদের জিজ্ঞাসা করলেন) 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই ?' তারা বলল, 'হ্যাঁ'। অতঃপর আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাদের একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী করছি, যেন তোমরা কাল কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার, 'এটি আমরা জানতাম না।' তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং আমি ব্যতীত তোমাদের কোন প্রতিপালক পরওয়ারদেগার নেই। সুতরাং তোমরা আমার সাথে কাকেও শরীক করো না। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি আমার রসূলগণকে পাঠাব, তারা তোমাদেরকে আমার এই অঙ্গীকার ও ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দেবে। এতদ্ব্যতীত আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করব।' তখন তারা বলল, 'আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয় তুমিই আমাদের রব ও মা'বূদ। তুমি ব্যতীত আমাদের রব নেই এবং তুমি ব্যতীত আমাদের কোন মা'বূদ নেই।" হযরত উবাই বলেন, "তারা তা স্বীকার করল" (মেশকাত-মূল আহমদ)।

মলফূযাত

৩। "তারপর তিনি নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ কুরআন শরীফে পেশ করেছেন, 'আলাসতু বিরাব্বিকুম, ক্বালু বালা' অর্থাৎ (আমি আত্মাদের বললাম), 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই ?' তারা বলল, 'হাঁ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এই আয়াতে আল্লাহ্তাআলা সংলাপের মাধ্যমে রূহের প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। তিনি আত্মার প্রকৃতিতে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, কোন আত্মা প্রকৃতির দিক হতে আল্লাহ্তাআলাকে অস্বীকার করতে পারে না। অস্বীকারকারীরা শুধু তাদের চিন্তার প্রমাণ না পাওয়ায় অস্বীকার করে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪। আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, তিনি স্বনির্ভর, স্ত্রী-সন্তানাদির উর্ধ্বে।

কুরআন

১১। তুমি বল, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়,

১২। আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্বনির্ভরস্থল।

১৩। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি,

১৪। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। 'ক' (১১২ঃ২-৫)

১৫। তারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন।' পবিত্র তিনি। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। যা কিছু আকাশমন্ডলে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা তাঁরই। তোমাদের নিকট-এর কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কোন কথা বলছ যার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? 'খ' (১০ঃ৬৯)

১৬। তিনিই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। কীরূপে তাঁর পুত্র হতে পারে যখন তাঁর কোন স্ত্রী-ই নেই, এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ ? (৬ঃ১০২)

'ক' ৬ঃ৪; ১৩ঃ১৭; ১৪ঃ৪৯; ৩৫ঃ১৬; ৩৮ঃ৬৬; ৩৯ঃ৫;

'খ' ৬ঃ১০১; ১০ঃ৭০; ১৭ঃ৪১, ১১২; ১৮ঃ৫-৬; ১৯ঃ৩৬; ২১ঃ২৭; ২৫ঃ৩; ৩১ঃ১৩, ২৭ ; ৩৭ঃ১৫০-১৬০ ; ৩৯ঃ৫; ৪৩ঃ২০, ৮২-৮৩; ৭২ঃ৪-৫ ;

হাদীস

৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ তার জন্য এটা উচিত ছিল না এবং সে আমাকে মন্দ বলেছে অথচ এটাও তার জন্য উচিত ছিল না। আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হ'ল এই বলে ঃ আল্লাহ্ কখনও আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না যেভাবে আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অথচ আমার পক্ষে প্রথম বারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা (কোন অংশেই) সহজ ছিল না (অর্থাৎ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা কঠিন)। আর আমাকে মন্দ বলা হ'ল এই যে, তারা বলে আল্লাহ্ সন্তান পরিগ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক-অদ্বিতীয়, সকলের আশ্রয়স্থল, সকলেই আমার মুখাপেক্ষী। আমি কোন সন্তান জন্ম দেই নি, আমি কারো দ্বারা জাত নই এবং কেউ আমার সমকক্ষ নয়।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে আছে, 'আমাকে আদম সন্তানদের মন্দ বলা হ'ল এই যে, তারা বলে আমার সন্তান আছে, অথচ আমি স্ত্রী বা পুত্র হতে পবিত্র" (বুখারী)।

মলফূযাত

৪। "স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ্তাআলার তৌহীদ (একত্ব) সম্বন্ধে সঠিক বিশ্বাস রাখা এবং এতে কমবেশী না-করা এ সেই বিচার যা মানুষ তার মালিকের সম্বন্ধে পালন করে থাকে। এ সকল শিক্ষা নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত, যা কুরআন শরীফের শিক্ষায় সন্নিবেশিত হয়েছে" (ইসলামী নীতি-দর্শন)।

৫। "তিনি (আল্লাহ্) কারও পুত্র নন এবং কেউ তাঁর পুত্র নয়। তিনি স্বনির্ভর। তাঁর কোন পিতা বা পুত্রের প্রয়োজন নেই।' এটাই তৌহীদ যা কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় এবং যা আমাদের বিশ্বাসের মূল" (লেকচার সিয়ালকোট)।

৬। "তিনি সেই ওয়াহেদ লা-শরীক খোদা, যাঁর কোন পুত্র বা স্ত্রী নেই। তিনি সেই অনুপম খোদা যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই" (আল্ওসীয়্যত, পৃঃ ১৫)।

৫। আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

কুরআন

১৭। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই–এবং ফিরিশ্‌তাগণ ও জ্ঞানীগণও ন্যায়ের উপর কায়েম হয়ে (এই সাক্ষ্য দেয়), তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, যিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। 'ক'*(৩ঃ১৯)

১৮। তুমি বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাগণকে উত্তমরূপে জানেন ও দেখেন'। 'খ' (১৭ঃ৯৭)

'ক' ১১ঃ১৫ ;

'খ' ৪ঃ৩৪, ১৬৭; ৬ঃ২০; ১৩ঃ৪৪; ২৯; ৪৬ঃ৯; ৮ঃ২৯; ৫৩; ৫৮ঃ৭; ৮৫ঃ১০;

---

* প্রকৃতির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ও তর্কাতীত বিষয়, যা প্রতিটি সত্যধর্মেরও মৌলিক নীতি, তা হ'ল আল্লাহ্‌র একত্ব। সমস্ত সৃষ্টি ও তার মাঝে বিরাজমান পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা-সঙ্গতি এই মৌলিক সত্যকেই আমাদের নিকট তুলে ধরে। ফিরিশ্‌তাগণ, যাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী বহন করে নবীগণের নিকট পৌঁছে দেন, (যারা বহু অত্যাচার-অনাচার সহ্য করেও নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বের মাঝে সেই আল্লাহ্‌র বাণী ছড়িয়ে দেন) এবং সব সৎলোক যারা নবীর কাছ হতে আল্লাহ্‌র বাণী পেয়ে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে চতুর্দিকে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, তারা সকলেই আল্লাহ প্রদত্ত সাক্ষ্যের সাথে নিজেদের সাক্ষ্য মিলিয়ে একবাক্যে বলে ওঠেন, "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।ঃ তেমনিভাবে সকলেই একযোগে আল্লাহ্‌র অংশীদারীত্ব ও সমকক্ষতাকে মিথ্যা সাবস্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ঘোষণা করেন যে, বহুত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও দ্বিত্ববাদ সর্বৈব মিথ্যা (কুরআন মজীদ টীকা–৩৮২)।

হাদীস

৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে সকালে উঠে বলবে, 'হে আল্লাহ্‌,! আমি সকালে সাক্ষী করি তোমাকে এবং তোমার আরশের সাথীদেরকে, তোমার অপর ফিরিশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে ; তুমিই আল্লাহ্‌ তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই ; তুমি এক-অদ্বিতীয়, তোমার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার বান্দা ও রসূল।' নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মাফ করে দেবেন তার ঐ দিনে যে গোনাহ্‌ হবে। আর যদি সন্ধ্যায় বলে, তবে আল্লাহ্‌ মাফ করে দেবেন তার ঐ রাত্রে যে গোনাহ্‌ সংঘটিত হবে" (তিরমিযী, আবূদাউদ)।

মলফূযাত

৭। 'পবিত্র কুরআন হতে জানা যায় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং সকল ত্রুটিমুক্ত। তিনি সকল পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী এবং সকল শক্তির বিকাশ তাঁর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং সকল বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তিনি সকল আশীষের উৎস এবং জাযা ও সাজার বিচারকও তিনি" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

৬। বিশ্বজগতের শাসনকর্তা আল্লাহ্‌, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র তাঁরই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক – সর্বশক্তিমান।

কুরআন

১৯। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। 'ক' (৩ঃ১৯০)

২০। তুমি কি অবগত নও যে, নিশ্চয় আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই। এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী। 'খ' (২ঃ১০৮)

২১। আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং ভূগর্ভস্থ ভেজা মাটির নীচে যা কিছু আছে সবই তাঁর। 'গ' (২০ঃ৭)

২২। এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশে জড়িয়ে ফেলেন তবে তিনি ছাড়া কেউই তা দূর করতে পারে না, এবং যদি তিনি তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন তবে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। 'ঘ'

২৩। বস্তুতঃ তিনি তাঁর বান্দাগণের উপর প্রবল এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত। 'ঙ'(৬ঃ১৮-১৯)

২৪। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদলসমূহ আল্লাহ্রই, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়। 'চ' (৪৮ঃ৮)

'ক' ২ঃ১০৭; ৩ঃ২৭-২৮; ৭ঃ১২৯; ১১ঃ৫; ২২ঃ৭; ৫৩ঃ৬-৭; ৫৭ঃ৩,৬,৭; ৫৯ঃ৭; ৬৫ঃ১৩; ৬৭ঃ২;

'খ' ৫ঃ১৮, ১৯, ৪১, ১২১; ৭ঃ১৫৯; ৯ঃ১১৬; ২০ঃ১০৫; ২৩ঃ৮৯-৯০; ২৪ঃ৪৩; ২৫ঃ৩; ২৮ঃ৭১; ৩৫ঃ১৪; ৩৬ঃ৮৪; ৩৮ঃ১১; ৪৫ঃ২৮; ৪৮ঃ১৫; ৯২ঃ১৪;

'গ' ৩ঃ১১০, ১৩০, ১৮১; ৪ঃ২৭, ১৩২, ১৩৩; ৬ঃ১৩,১৪; ১০ঃ৫৬, ৬৭, ৬৯; ১১ঃ১২৪; ১৪ঃ৩; ২২ঃ৬৫; ২৩ঃ৮৫-৮৬; ৩১ঃ২৭; ৩৪ঃ২; ৪২ঃ৫, ৫৪; ৫৩ঃ৩২;

'ঘ' ১০ঃ১০৮; ৩৫ঃ৩; ৩৯ঃ৩৯; ৪৮ঃ১২;

'ঙ' ৬ঃ৬২, ১৩ঃ১৭; ৫৩ঃ৭;

'চ' ৩৩ঃ১০-১১; ৪৮ঃ৫; ৬৭ঃ১১; ৬৮ঃ৫; ৭৪ঃ৩২;

হাদীস

৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার এ দোয়া পড়লো (যার অর্থ) 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'

তবে তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব হবে। একশতটি সওয়াব তার নামে লেখা হবে এবং তার একশতটি গুণাহ্ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে সুরক্ষিত থাকবে। কোন ব্যক্তি তার থেকে উত্তম সওয়াবের কাজ উপস্থিত করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি পারবে, যে এর চেয়ে বেশী আমল করল (অধিকবার এ দোয়া পড়ল)" (বুখারী-কিতাবু বাদউল খালক)।

১০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে তাঁর মুষ্টিতে ধারণ করবেন এবং আসমানকে ডান হাতে জড়াবেন এবং বলতে থাকবেন 'আমিই একমাত্র বাদশাহ'" (বুখারী)।

মলফূযাত

৮। "সৃষ্টির সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ এবং তিনি তাদের সঙ্গে যেরূপ চান ব্যবহার করেন। তিনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন এবং তিনি যাকে চান ফকির করেন। তিনি যাকে চান অল্প বয়সে মৃত্যু দেন এবং যাকে চান দীর্ঘজীবন দান করেন" (চশমায়ে মা'রেফাত)।

৯। "এই পৃথিবীতে প্রত্যহ আল্লাহ্তাআলার আদেশে এক এক মুহূর্তে কোটি কোটি লোক প্রাণত্যাগ করে, কোটি কোটি শিশু তাঁর ইচ্ছায় জন্ম গ্রহণ করে। কোটি কোটি লোক তাঁর ইচ্ছায় নির্ধন হতে ধনী আবার ধনী হতে নির্ধন হচ্ছে। তবে কেমন করে বলা যেতে পারে যে, এখনও মর্ত্যে আল্লাহ্র বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত হয় নি"? (কিশতিয়ে নূহ)

১০। "আল্লাহ্র শক্তি অনন্ত, কিন্তু মানুষের বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে সে শক্তির বিকাশ হয়। যাঁরা দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রেম লাভ করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হয়ে গিয়েছেন এবং স্বার্থপরতার গণ্ডি ও প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করেছেন, তাদের জন্য আল্লাহ্তাআলা তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন" (কিশতিয়ে নূহ)।

৭। বিশ্বজগতের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি সকল কার্যের কারণিক। তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

কুরআন

২৫। নিশ্চয় সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেয়ার স্বত্বাধিকার তাঁরই। আল্লাহ্ অতীব বরকতময়, সমগ্র জগতের প্রতিপালক। 'ক'* (৭ঃ৫৫)

২৬। তিনি প্রত্যেক বিষয় পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ। 'খ' (১৩ঃ৩)

২৭। এবং এই যে, নিশ্চয় (সকল বিষয়ের) পরিসমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘটে। 'গ'** (৫৩ঃ৪৩)

২৮। শোন ! তারা নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহে নিপতিত ; আবার শোন ! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। 'ঘ' (৪১ঃ৫৫)

'ক' ১৮ঃ২৭; ১৩ঃ৪২, ৪০ঃ১৩; ৫৪ঃ৫১; ৬৪ঃ১২; ৬৫ঃ১৩;

'খ' ১০ঃ৪, ৩২;

'গ' ৩১ঃ২৩; ৪২ঃ৫৪; ৫৩ঃ৪৪-৪৯; ৯২ঃ১৪;

'ঘ' ২ঃ২০; ৩ঃ১২১; ৪ঃ১০৯, ১২৭; ৬ঃ৮১; ১১ঃ৯৩; ১৭ঃ৬১; ১৮ঃ৯৫;

---

*'খালক' (সৃষ্টি) এবং আম্‌র (আদেশ বা হুকুম) এই দু'এর মধ্যে পার্থক্য হ'ল, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ পূর্ব হতেই অস্তিত্ববান রয়েছে এমন বস্তু বা পদার্থকে প্রকাশ বা ব্যক্ত করা অথবা পরিমিত করা ও কার্য প্রণালীভুক্ত করা বুঝায়, এবং শেষোক্ত শব্দ দ্বারা অস্তিত্বহীন অবস্থা হতে কোন কিছুর সত্তা শুধু 'হও' আদেশের বলে সৃজন করা বুঝায়। "সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেয়ার স্বত্তাধিকার তাঁরই।ঃ এই বাক্যাংশের অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ কেবল এই বিশ্বই সৃষ্টি করেন নি, পরন্তু তিনি এর উপর কর্তৃত্ব এবং হুকুমত প্রয়োগ করেন। 'আমর' এর অর্থ নিয়ম বা বিধান প্রণয়ন করাও হয় (কুরআন মজীদ টীকা-৯৮৭)।

** কার্যকারণের সম্পূর্ণ শৃংখল আল্লাহতে গিয়ে শেষ হয়। তিনিই কারণ পরম্পরার আদি কারণ। কর্ম ও ফল এবং কারণ ও প্রতিফলের ধারাবাহিকতা একটি প্রাকৃতিক বিধান হিসেবে সারা বিশ্বজগতকে ছেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি কারণ, যা প্রাথমিক নয়, তা অন্য কারণ হতে উৎপন্ন এবং এই অন্য কারণটিও অপর আর একটি কারণ হতে উদ্ভুত। এরূপভাবে সীমাহীন কারণের এক অসীম শৃংখলে সব কিছুই চলছে (কুরআন মজীদ টীকা-২৮৮৯)।

হাদীস

১১। হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে খন্দক যুদ্ধে আমাদের সাথে মাটি বহন করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন না করলে আমরা সুপথ পেতাম না আমরা রোযা রাখতাম না ও নামাযও আদায় করতাম না" (বুখারী)।

১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন হযরত নবী করীম (সাঃ) রাতের বেলা এই বলে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ সব প্রশংসা তোমারই, তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক-রব। সব প্রশংসা তোমারই, তুমি আসমান সমূহ ও যমীন ও এর মধ্যকার সব কিছুর ব্যবস্থাপক। সব প্রশংসা তোমারই, তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের নূর। তোমার বাণী সত্য" (বুখারী)।

মলফূযাত

১১। "দ্বিতীয় প্রমাণ, আল্লাহ্তাআলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুরআন শরীফ আল্লাহ্তাআলাকে সব কারণের আদি কারণ নির্দিষ্ট করেছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'নিমিত্ত ও কারণের সমগ্র শৃংখল তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট পৌঁছে শেষ হয়।' এ যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানতে হলে গভীর চিন্তার আবশ্যক। যত কিছু আছে সবই নিমিত্ত ও কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এজন্য পৃথিবীতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির কোন অংশ শৃঙ্খলার বর্হিভূত নয়। কোনটা কোনটার জন্য সূত্র এবং কোনটা শাখা বা প্রশাখা। এটা সুস্পষ্ট যে নিমিত্ত হয় স্বীয় সত্তায় কায়েম হবে অথবা তার অস্তিত্ব অন্য কোন নিমিত্ত হতে উদ্ভূত। তারপর দ্বিতীয় কারণ অন্য কারণের উপর নির্ভরশীল এবং এ প্রকারেই সমগ্র শৃঙ্খল নির্মিত। এটা হতে পারে না যে, এই সসীম জগতে নিমিত্ত ও কারণের শৃঙ্খল কোথাও যেয়ে শেষ হবে না। আর অসীম হলেও প্রয়োজনের খাতিরে মানতে হয় যে, এই শৃঙ্খল নিশ্চয় কোন না কোন শেষ নিমিত্তে পৌঁছে শেষ হয়েছে। অতএব এ সকল শৃঙ্খল যার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে তিনিই আল্লাহ" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৮। আল্লাহ্ পালনকর্তা ঃ সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

কুরআন

২৯। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর প্রতিপালক, যিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল। 'ক' (৩৮ঃ৬৭)

৩০। তাঁর জ্ঞান ও শাসনক্ষমতা আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না ; বস্তুত তিনি অতীব উচ্চ মহিমান্বিত। 'খ' ২ঃ২৫৬)

'ক' ১ঃ২; ২ঃ২২; ৪ঃ২; ৫ঃ৭৩; ৬ঃ২, ১৬৫; ৭ঃ৫৫; ১০ঃ১১, ৩৩; ১১ঃ৩৫, ৫৭; ১৩ঃ১৭, ১৬ঃ৭৪; ১৯ঃ৬৬; ২০ঃ৫০-৫১; ২৬ঃ১৭, ২৯,৭৮-৮৪; ২৮ঃ৮৭; ৩৫ঃ১৪; ৩৮ঃ৬৭; ৩৯ঃ৭; ৪০ঃ৬৩, ৬৫; ৪২ঃ১১, ১৬; ৪৩ঃ৮৩, ৮৬; ৪৪ঃ৮, ৯; ৪৫ঃ৩৭; ৫৭ঃ৯; ৭৮ঃ৩৮; ৯৬ঃ৪;

'খ' ৭২ঃ২৯;

হাদীস

১৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার আম্মা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আনাস আপনার খাদেম। আপনি তার জন্য দোয়া করুন।' হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ্ ! তাকে ধনে জনে বাড়িয়ে দাও। আর যা কিছু তাকে দান করবে, তাতে বরকত দান কর' (বুখারী – কিতাবুদ দাওয়াত)।

১৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) বিপদের সময় এই দোয়া করতেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আযীমুল হালিম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতে ওয়াল আরযে রাব্বুল আরশিল আযীম' 'আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি আসমান যমীনের প্রতিপালক। মহান আরশের মালিক" (বুখারী–কিতাবুদ দাওয়াত)।

মলফুযাত

১২। "এতে কোন যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না যে, সত্যিকার ও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি সৃষ্ট জীবের কর্তব্য। যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক, তাঁর দৃষ্টি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠির বা একটি নির্দিষ্ট কাল বা দেশের উপরই নিবদ্ধ নয়, তিনি সকল যুগের সকল দেশের সকল মানবের প্রতিপালক। তিনি সকল কল্যাণের উৎস এবং সকল জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি তিনিই দান করেন এবং সমস্ত বিশ্বজগতের তিনিই প্রতিপালক এবং সব কিছুই তাঁর উপরই নির্ভরশীল" (পয়গামে সুলেহ)।

৯। আল্লাহ্ রিযকদাতা–সকল প্রাণীর রিযক-এর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্ পরিমিতভাবে রিযক প্রদান করেন। তার কারণ।

কুরআন

৩১। এবং তাতে (পৃথিবীতে) আমরা নানা প্রকার উপজীবিকা সৃষ্টি করেছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদের রিযকদাতা নও তাদের জন্যও। 'ক' (১৫ঃ২১)

৩২। এবং যদি আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণের জন্য রিযককে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করে দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহ করত, কিন্তু তিনি যা কিছু চান পরিমাণ অনুযায়ী নাযেল করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত পর্যবেক্ষক। 'খ' (৪২ঃ২৮)

৩৩। অথবা সে এমন কে যে তোমাদের রিযক দেবে যদি তিনি তার রিযক বন্ধ করে দেন ? 'গ' (৬৭ঃ২২)

৩৪। এবং তিনি তাকে এমন দিক হতে রিযক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। (৬৫ঃ৪)

৩৫। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই নিকট। তিনি যার জন্য চান রিযক সম্প্রসারিত করেন এবং যার জন্য চান সংকীর্ণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। 'ঘ' (৪২ঃ১৩)

'ক' ৬ঃ১৫; ৭ঃ১১; ১৬ঃ৭৩; ২৩ঃ৭৩; ২৯ঃ৬১, ৬৩; ৪০ঃ১৪; ৫১:৫৮-৫৯; ৬২ঃ১২; ১০৬ঃ৫;

'খ' ১৫ঃ২২; ৪১ঃ১১, ৪৩ঃ৩৩-৩৬; ৬৩ঃ৮;

'গ' ১২ঃ১১১; ১০ঃ৩২; ১৬ঃ৭৪; ২৭ঃ৬৫; ৩৪ঃ২৫; ৩৫ঃ৪;

'ঘ' ১১ঃ৪; ১৬ঃ৭২; ১৭ঃ২২, ৩১; ২৪ঃ৩৯; ২৯ঃ৬৩; ৩০ঃ৩৮; ৩৪ঃ৩৭, ৪০; ৩৯ঃ৫৩, ৬৪; ৪২ঃ২০;

হাদীস

১৫। হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, তবে তিনি তোমাদের সেরূপ আহার্য প্রদান করবেন যেমন তিনি পক্ষীকূলকে আহার্য দান করেন। তারা ক্ষুধার্ত হয়ে সকালে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্তি করে ফিরে আসে"(তিরমিযী)।

মলফুযাত

১৩। "আল্লাহ্ প্রাপ্তির সাথে দুনিয়া প্রাপ্তি বিজড়িত। আল্লাহ্তাআলা বারবার বলেন যে, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে, সে সকল প্রকার বিপদ ও বাধা বিঘ্ন হতে মুক্তি লাভ করবে এবং এমনভাবে তাকে রিযক দেয়া হবে যে তা তার কল্পনাতীত হবে" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড)।

১৪। "পক্ষান্তরে আমাদের মহিমান্বিত আল্লাহ সূরা ফাতেহাতে না আকাশের নাম করেছেন না পৃথিবীর। বরং একথাই বলেছেন যে, তিনি রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত কোন প্রকার সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে তা দেহ সম্বলিতই হোক আর আত্মা সম্বলিতই হোক এ সকলের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ই বটেন, যিনি সর্বদা তাদের প্রতিপালন করছেন এবং অবস্থানুযায়ী তাদের ব্যবস্থা করছেন" (কিশতিয়ে নূহ)।

১০। আল্লাহ্ অতীব উচ্চ–সকল ইজ্জতের অধিকারী। ইজ্জত দেবার মালিক আল্লাহ্।

কুরআন

৩৬। অতএব আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ, তিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি। 'ক' (২০ঃ১১৫)

৩৭। তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল সম্মান ও শক্তির অধিকারী, তা হতে পবিত্র-মহান যা তারা বর্ণনা করছে। 'খ' (৩৭ঃ১৮১)

৩৮। তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্। তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট হতে চাও রাজত্ব কেড়ে নাও। এবং যাকে চাও ইজ্জত দান কর এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হস্তে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। 'গ' (৩ঃ২৭)

'ক' ২ঃ২৫৬; ১৩ঃ১০; ২২ঃ৬৩; ২৩ঃ১১৭; ৩০ঃ২৮; ৩১ঃ৩১; ৩৪ঃ২৪; ৩৯ঃ৬৮; ৪০ঃ১৩, ১৬; ৪২ঃ৫; ৫৬ঃ৭৫; ৬৯ঃ৫৩; ৮৭ঃ২;

'খ' ১০ঃ৬৬; ৬৩ঃ৯

'গ' ৪ঃ১৪০; ৬ঃ৮৪; ২২ঃ১৯; ৩৫ঃ১১;

হাদীস

১৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "(ইন্তেকালের সময়) নবী (সাঃ)-এর সম্মুখে চামড়ার অথবা কাঠের (রাবী ওমরের সন্দেহ) একটি পান পাত্রে পানি রাখা ছিল। নবী (সাঃ) উভয় হস্ত পানির ভিতর প্রবেশ করাতেন এবং দু'হাতে চেহারা মোবারক মুছতেন। আর বলতেন, স্ক্রআল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। নিশ্চয় মৃত্যুতে বড় যাতনা রয়েছে।' অতঃপর হাত তুলে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহুম্মার্ রাফিকুল আলা'। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্ তুমিই সব চেয়ে বড় বন্ধু।' এমতাবস্থায় তাঁর রূহ কবজ করা হয়। আর তাঁর হস্তদ্বয় এলিয়ে পড়ে।ঃ(বুখারী)

১৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করার সময় বলতেন "(হে আল্লাহ্ !) আমি তোমার ইজ্জতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তোমার ইজ্জত এমনই যে) তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। (তুমি এমন ইলাহ যে) তোমার মৃত্যু নেই। অথচ জিন্ন ও ইনসান সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়" (বুখারী – কিতাবুত তাওহীদ)।

মলফূযাত

১৫। 'দেখ, আমি আনন্দের সাথে তোমাদেরকে এই সংবাদ দিচ্ছি যে বাস্তবিকই তোমাদের খোদা মজুদ আছেন। যদিও সকলেই তাঁর সৃষ্ট তবুও তিনি সেই ব্যক্তিকেই মনোনীত করে থাকেন যে তাঁকে মনোনীত করে। যে তাঁকে অন্বেষণ করে তিনি তাঁর নিকট যান। যে তাঁকে সম্মান দেয় তিনিও তাকে সম্মান দান করেন" (কিশতিয়ে নূহ)।

১১। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ–গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন।

কুরআন

৩৯। তিনি আদি ও অন্ত এবং ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। 'ক' (৫৭ঃ৪)

৪০। নিশ্চয় আল্লাহ্ (সেই সত্তা) যাঁর নিকট হতে কোন বস্তুই গোপন নয়, না পৃথিবীতে এবং না আসমানে। 'খ' (৩ঃ৬)

৪১। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। এবং তিনি তাও জানেন যা তোমরা অর্জন কর। 'গ' (৬ঃ৪)

৪২। চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং বক্ষস্থল যা গোপন করে রাখে তা তিনি জানেন। 'ঘ' (৪০ঃ২০)

৪৩। এবং অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁরই নিকট; তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না। এবং জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন। এবং একটি পাতাও পড়েনা যা তিনি জানেন না, এবং ভু-গর্ভের অন্ধকাররাশির মধ্যে এমন কোন শস্যবীজ নেই এবং এমন কোন রসাল বস্তু নেই এবং এমন কোন শুষ্ক বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) নেই। 'ঙ' (৬ঃ৬০)

৪৪। এবং জরায়ুতে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। এবং কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না যে, সে কোন স্থানে মরবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাতা। 'চ' (৩১ঃ৩৫)

'ক' ৬ঃ৭৪; ৭ঃ৯০; ৩২ঃ৭; ৩৯ঃ৪৭; ৬৪ঃ১৯;

'খ' ৯ঃ৭৮, ৯৪; ১০ঃ৬২; ১১ঃ১২৪; ১৩ঃ১০-১১; ১৬ঃ৭৮; ২২ঃ৭১; ২৫ঃ৭; ২৭ঃ৬৬, ৭৬; ২৯ঃ৫৩; ৩৪ঃ৩-৪; ৩৫ঃ৩৯; ৪৬ঃ২৪; ৪৯ঃ১৭, ১৯; ৫৭ঃ৫; ৫৮ঃ৮; ৬৪ঃ৫;

'গ' ২ঃ৭৮, ২৫৬, ২৮৫; ৩ঃ৩০; ৪ঃ২, ৪৩, ১০৯; ৭ঃ৬; ১৪ঃ৩৯, ৪৩; ১৬ঃ২০, ২৪; ২১ঃ১১১; ২২ঃ৭৭; ২৪ঃ৬৫; ২৭ঃ২৬, ৭৫; ২৮ঃ৭০; ৩১ঃ৩০; ৩৫ঃ৩২; ৩৬ঃ৭৭; ৪২ঃ২৬; ৬৪ঃ৫; ৬৭ঃ১৪

'ঘ' ৫ঃ৮; ১১ঃ৬; ১৭ঃ২৬; ২০ঃ৮; ৩১ঃ২৪; ৩৯ঃ৮; ৫০ঃ১৭; ৫৭ঃ৭;

'ঙ' ১০ঃ২১; ১৮ঃ২৭; ৭২ঃ২৭;

'চ' ১৩ঃ৯; ৩৬ঃ৮০; ৪১ঃ৪৮; ৫৩ঃ৩৩;

হাদীস

১৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "পাঁচটি বিষয় গায়েবী ইলমের অন্তর্ভুক্ত, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কোন ইলম নেই। গর্ভস্থ ভ্রূণ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আগামীকাল (তথা ভবিষ্যতে) কি হতে যাচ্ছে তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। বৃষ্টি কবে হবে তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না যে কে কোন মাটিতে মৃত্যু বরণ করবে। আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না যে কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে" (বুখারী)।

১৯। হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "কেউ যদি বলে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রবকে দেখেছেন তবে সে মিথ্যা বলল। কেননা আল্লাহ্ বলেন 'কোন চোখ তাঁকে দেখতে পায় না।' আবার কেউ যদি বলে যে, তিনি গায়েবের বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী তবে সে মিথ্যা বলল। কারণ আল্লাহ্তাআলা বলেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব সম্পর্কে অবহিত নন" (বুখারী)।

মলফূযাত

১৬। "আল্লাহর শক্তি ও গুণের দ্বারা অদৃশ্যের বিষয় জ্ঞাত হওয়া একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্রই বৈশিষ্ট্য। আদিকাল হতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সকলেই বিশ্বাস করে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ই অদৃশ্য সম্পর্কে জানার প্রকৃত সত্তা। এটা তাঁর ব্যক্তিগত বিশেষত্ব" (তাসদিকুন্ নবী)।

১২। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী সর্বদ্রষ্টা, সর্বস্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

কুরআন

৪৫। "হে আমার প্রিয় পুত্র! স্মরণ রেখ, যদি কোন কর্ম এক সরিষা দানার পরিমাণও হয় এবং তা কোন প্রান্তরে অথবা আকাশ মন্ডলে অথবা ভূগর্ভে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ্ তা হাযির করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। 'ক' (৩১ঃ১৭)

৪৬। এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যে কোন উত্তম কাজ অগ্রে প্রেরণ করবে তা তোমরা আল্লাহ্র নিকট পাবে, তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সর্বদ্রষ্টা। 'খ' (২ঃ১১১)

৪৭। সে (রসূল) বলল, আমার প্রভু সকল কথাই জানেন তা আকাশে (বলা) হোক বা পৃথিবীতে। এবং তিনিই সর্বস্রোতা, সর্বজ্ঞ; 'গ' (২১ঃ৫)

'ক' ৬ঃ১০৪; ১১ঃ৬; ১৮ঃ২৭; ৩৩ঃ৩৫; ৫৬ঃ৮৬; ৬৭ঃ১৫;

'খ' ২ঃ৯৭, ২৩৮, ২৬৬; ৩ঃ১৬, ১৫৭, ১৬৪; ৪ঃ৫৯, ১৩৫; ৫ঃ৭২; ৮ঃ৭৩; ১১ঃ৯৩, ১১২-১১৩; ১৭ঃ২; ২০ঃ৮; ২২:৬২, ৭৬; ২৫ঃ২১; ৩১ঃ২৯; ৩৪ঃ১২; ৪০ঃ২১, ৬০ঃ৪; ৬৪ঃ৩; ৯৬ঃ১৫;

'গ' ২ঃ১২৮; ৩ঃ৩৫, ৩৬, ৩৯, ১২২; ৪ঃ১৪৯; ৫ঃ৭৭; ৬ঃ১৪, ১১৬; ৮:১৮; ৪৩, ৫৪, ৬২; ২৪ঃ২২, ৩০, ৫৯, ৬১, ৬৫; ২৬ঃ২২১;২৭; ১০; ২৯ঃ৬১, ৬৩; ৩০ঃ২৮, ৫৫; ৩১ঃ৩৫; ৩৩ঃ৫২; ৩৪ঃ২; ৪৫ঃ৩৮;

হাদীস

২০। হযরত মাশরূক বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আম্মাজান! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কি তাঁর রবকে (মিরাজের সময়) দেখেছিলেন?" জবাবে তিনি বললেন, তোমার কথা শুনে আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। যদি কোন লোক তোমার নিকট বলে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন তবে সে মিথ্যা বলেছে।' অতঃপর এ কথার সমর্থনে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন; 'দৃষ্টি শক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, বরং তিনিই সব দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। তিনি অতি সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ' (বুখারী- কিতাবুত তফসীর)।

২১। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "কোন এক সময়ে আমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম আমরা যখনই কোন উচ্চস্থানে উঠতাম তখন উচ্চস্বরে তকবীর বলতাম। এ দেখে হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'তোমরা নিজেদের উপর সদয় হও। তোমরা তো কোন কালা, বোবা বা দূরের কাউকে ডাকছ না। বরং যাকে ডাকছ তিনি সর্বশ্রোতা- সর্বদ্রষ্টা ও অতি নিকটে" (বুখারী-কিতাবুত তওহীদ)'।

মলফূযাত

১৭। "খোদার মারেফাতের (প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানের) কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। এক লক্ষণ এই যে, এতদ্দ্বারা তাঁর শক্তি, একত্ব, জ্ঞান, সৌন্দর্য ও গুণে কোনরূপ অপূর্ণতার কালিমা বা কলঙ্ক থাকা সম্ভবপর বলে কোনরূপ সন্দেহ জন্মিবে না। নিখিল বিশ্বের সকল পরমাণু যার আদেশে পরিচালিত, জগতের যাবতীয় আত্মা, স্বর্গমর্ত্যের যাবতীয় দেহমন্ডলী যাঁর অধীনে, যদি তাঁর শক্তি, জ্ঞান ও ক্ষমতা অপূর্ণ হয় তবে তাঁর পক্ষে এই আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক জগৎসমূহের শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। ... খোদাকে পরমাণু ও আত্মাগণের সৃজনকারী স্বীকার করলে তিনি তাদের নিগুঢ় শক্তি ও ক্ষমতাসমূহ সম্পূর্ণ অবগত একথাও স্বতঃসিদ্ধ হয়, কারণ তিনিই স্বয়ং উক্ত ক্ষমতা ও শক্তিসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারেন না" (চশমায়ে মসীহী)।

১৩। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা – আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা কেউ ব্যর্থ করতে পারে না।

কুরআন

৪৮। তারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে) কখনও ব্যর্থ করতে পারে না এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন বন্ধু নেই। 'ক' তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। (১১ঃ২১)

৪৯। এবং তারা (ঈসার শত্রুগণ-) পরিকল্পনা করল এবং আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করলেন এবং আল্লাহ্‌ পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। 'খ' (৩;৫৫)

৫০। তারাও ষড়যন্ত্র করেছিল যারা তাদের পূর্বে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের (ষড়যন্ত্রের) প্রাসাদের ভিত্তি মূলে এসেছিলেন, অতঃপর তাদের উর্ধদেশ হতে ছাদগুলি তাদের উপর ধ্বসে পড়েছিল; এবং আযাব এমন পথ দিয়ে তাদের উপর এসেছিল যে তারা তার ধারণাও করে নাই । 'গ' (১৬ঃ২৭)

'ক' ৭; ১০০; ১০:৫৪; ১১:৩৪; ২৪:৫৮; ২৯:২৩; ৪২:৩২; ৭২;১৩;

'খ' ৭:১৮৪; ৮:১৯, ৩১;১০ঃ২২,৭২; ১৩:৪৩; ১৪:৪৭; ২৭:৫১; ৩৭:৯৯; ৪৩:৮০; ৬৮:৪৬; ৮৬:১৬-১৭;

'গ' ১৪:৯; ১৬:৪৬-৪৮; ৩৫:৪৪; ৫৯:৩;১০৫:২-৬;

হাদীস

২২। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কোন কন্যা হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁকে শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, "তুমি যখন ভোরে উঠবে তখন বলবে, 'আল্লাহ্‌র পবিত্রতা তাঁর প্রশংসার সাথে; কারো কোন শক্তি নেই আল্লাহ্‌র শক্তি ছাড়া। যা আল্লাহ্‌ চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না। আমি জানি আল্লাহ্‌ সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আর আল্লাহ্‌ সমস্ত জিনিসকে ঘিরে রেখেছেন।' যে ইহা বলবে, যখন সকালে উঠবে, সে হেফাযতে থাকবে যাবৎ না সন্ধ্যা উপনীত হয় । আর যে ইহা বলবে যখন সন্ধ্যা উপনীত হয়, সে হেফাযতে থাকবে যাবৎ না সকালে উঠে" (মেশকাত- মুল আবুদাউদ)।

মলফূযাত

১৮। "ইচ্ছে করলে তোমরা আমার কথা লিখে রাখ যে, এখন হতে মৃতের উপাসনা ক্রমশই স্তিমিত ও হ্রাস প্রাপ্ত হতে থাকবে, এমন কি তা নাস্তানাবুদ হবে, চিরতরে লোপ পাবে। মানুস কি আল্লাহ্‌তাআলার মোকাবেলা করতে পারবে? তুচ্ছ বিন্দু কি আল্লাহ্‌তাআলার ইরাদা ও সংকল্পসমূহকে রদ করতে পারবে? নশ্বর মানব সন্তানের পরিকল্পনা সমূহ কি এলাহী হুকুমসমূহকে ব্যর্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে" (তবলীগে রেসালত ৬ষ্ঠ খন্ড)?

১৯। "আল্লাহ্‌ যা চান তাই করে থাকেন। সে ব্যক্তি বড়ই মূর্খ যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্বাচারণ করে এবং সে বড়ই নির্বোধ যে তাঁর কার্য সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যে এমন নহে বরং তেমন হওয়া উচিৎ ছিল।..... তোমাদের জন্য ঔষধ বা উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, কিন্ত তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ পরিশেষে তাই ঘটবে যা তিনি ইচ্ছে করেন" (কিশতিয়ে নূহ-)।

১৪। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক। তিনি বান্দাদের প্রতি যালেম নন।

কুরআন

৫১। এবং আল্লাহ্ই ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিচার করেন এবং যাদেরকে তারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকে তারা কোন বিষয়েই বিচার করতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। 'ক'(৪০ঃ২১)

৫২। ইহা তার কারণে যা তোমাদের হাত অগ্রে প্রেরণ করেছে। বস্তুত আল্লাহ্ আদৌ যালেম নন। 'খ' (৩ঃ১৮৩)

'ক' ১০; ১১০; ৪০; ৪৯; ৯৫; ৮-৯;

'খ' ৮; ৫২; ১১; ৪৬; ২২; ১১; ৪১; ৪৭; ৪৫; ২৩; ৪৬; ২০; ৫০; ৩০;

হাদীস

২৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আউফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আহযাব যুদ্ধের সময় হযরত রসূলে করীম (সাঃ) (এই বলে) দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত বিচার সম্পাদনকারী। তুমি সেনা দলগুলোকে পরাস্ত কর এবং তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করে দাও' " (বুখারী -কিতাবুত তাওহীদ)।

২৪। হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "হে লোক সকল! দুনিয়া একটি অস্থায়ী সম্পদ। তাহতে পুণ্যবান ও পাপী উভয়েই ভোগ করে থাকে। আর আখেরাত একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। সেখানে বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ সর্বময় শক্তির অধিকারী বাদশাহ। তিনি (নিজ ফয়সালায়) সত্যকে বহাল রাখবেন এবং বাতিলকে মুছে ফেলবেন। সুতরাং তোমরা আখেরাতের সন্তান হও দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা প্রত্যেক মায়ের সন্তান তার অনুগামী হয়ে থাকে" (মেশকাত)।

মলফূযাত

২০। "বস্তুত আল্লাহ্তাআলার বাদশাহী এ প্রকারের নয়। তিনি মুহূর্তে সব দেশ লয় করে অন্য সৃষ্টি পয়দা করতে পারেন। যদি তিনি এরূপ স্রষ্টা ও শক্তিমান না হতেন তবে তাঁর বাদশাহত যুলুম ছাড়া চলতে পারত না। কারণ তিনি একবার বিশ্ববাসীকে ক্ষমা ও মুক্তিদান করে অন্য জগত কোথা হতে আনতেন? মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পৃথিবীতে পুনঃ প্রেরণের জন্য আবার ধর-পাকড় ও যুলুমের পথে কি প্রদত্ত ক্ষমা ও মুক্তি প্রত্যাহার করতে হতো না? তদবস্থায় তাঁর ঈশ্বরত্বে পার্থক্য ঘটত এবং তিনি পৃথিবীর বাদশাহগণের ন্যায় এক কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত বাদশাহ হয়ে পরতেন, যারা দেশের জন্য কানুন তৈরী করে কথায় কথায় বিগড়িয়ে যায় এবং নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন দেখতে পায় যে, যুলুম ছাড়া গতি নেই তখন তারা যুলুমকে মাতৃস্তনের দুগ্ধের ন্যায় মনে করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজকীয় আইনে একটি জাহাজকে বাঁচাতে একটি নৌকার সকল আরোহীকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করাকে ও সত্য সত্যই বিনষ্ট করাকে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু খোদার পক্ষে এ প্রকার অনাচার হওয়া অনুচিত। সুতরাং যদি খোদা সর্বশক্তিমান ও অনস্তিত্ব হতে সৃষ্টিকারী না হতেন তবে তিনি দুর্বল রাজাদের ন্যায় মহিমার পরিবর্তে অত্যাচারের দ্বারা কাজ নিতেন। অথবা বিচারক হয়ে ঈশ্বরত্বকেই বিদায় দিতেন। পরন্তু খোদার জাহাজ সকল মহিমার সাথে সাচ্চা ইনসাফের উপর চলছে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১৫। আল্লাহ্‌র ওয়াদা – আল্লাহ্ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না তবে যালেমগণ ব্যতিরেকে।

কুরআন

৫৩। এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ্ নিজের ওয়াদাকে ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না। 'ক" (৩০ঃ৭)

৫৪। স্মরণ রাখ, নিশ্চয় আকাশ মন্ডলে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌র। শুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না। 'খ' (১০ঃ৫৬)

৫৫। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে তার প্রভু কতিপয় আদেশবাণী দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে ঐগুলি পূর্ণ করেছিল; তিনি বললেল, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করতে চলেছি।' সে বলল, 'আমার বংশধরদের মধ্য হ তেও?' তিনি বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বর্তিবে না।' (২ঃ১২৫)

খ' ২ঃ৮১; ৩ঃ১৯৫; ৯ঃ১১১; ১৩ঃ৩২; ১৪ঃ৪৮; ১৯ঃ৬২; ২২ঃ৪৮; ৩৯ঃ২১;

'খ' ১০ঃ৫; ৩০ঃ৬১; ৩১ঃ১০, ৩৪; ৩৫ঃ৬;

হাদীস

২৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের দিন একটি শিবিরে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি এই দোয়া করলেন,"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মিনতি জানাচ্ছি। হে আল্লাহ্! যদি তুমি চাও যে আজকের পর আর কখনও তোমার ইবাদত না হোক... ।" ঠিক এ সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরতের হস্ত ধারণপূর্বক বললেন, 'হয়েছে, ইয়া রসূলাল্লাহ!' এ সময় নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধের বর্ম পরিহিত ছিলেন। তখন তিনি শিবির হতে এ আয়াত পড়তে পড়তে বেরিয়ে এলেন, 'অতিশীঘ্র ঐ দল পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। বরং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং সে সময় অতি কঠোর এবং তিক্তকর" (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)।

মলফূযাত

২১। "একটি কথা বলতে বাকী রয়ে গিয়েছে। উল্লেখিত ইলহামে যে 'আল্লাহ্‌র ওয়াদা টলে না' কথাগুলি সন্নিবেশিত আছে, তা এটাই ইঙ্গিত করেছে যে, পাঁচটি ভূমিকম্প ঘটান আল্লাহ্‌র একটি প্রতিজ্ঞা যা সংঘটিত হবেই হবে। যে ব্যক্তি অনুতাপ করবে এবং এখন হতে আল্লাহ্‌র সাথে সন্ধি করবে এবং যার অন্তর হতে অহঙ্কারের শেষ স্ফুলিঙ্গ নিভে যাবে আল্লাহ্ তার উপর দয়া প্রদর্শন করবেন। কিন্তু দয়া প্রদর্শনের অর্থ এ নয় যে, পাঁচটি ভূমিকম্পের আগমন রহিত হয়ে যাবে। তা কখনও হবে না। ভূমিকম্প হবেই। তবে উক্ত ব্যক্তিগণ তার আঘাত হতে রক্ষা প্রাপ্ত হবে কারণ আল্লাহ্‌র এরূপ প্রতিশ্রুতি আছে। তিনি কখনও আপন প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন না। তাঁর ওঈদ (শাস্তি) রহিত হতে পারে কিন্তু ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) রহিত হয় না" (তাজাল্লাতে ইলাহিয়া বা ঐশী বিকাশ)।

১৬। আল্লাহ্‌র দেয় সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ। সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম।

কুরআন

৫৬। সুতরাং তুমি এবং ঐ সকল লোক, যারা তোমার সাথে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করেছে, যে ভাবে তোমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে সেভাবে সরল সুদৃঢ় পথে অটল থাক এবং (হে মোমেনগণ!) তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু দেখেন যা তোমরা কর। 'ক' (১১ঃ১১৩)

৫৭। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর (নির্ধারিত) সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে, তিনি তাকে অগ্নিতে প্রবিষ্ট করাবেন, সেখানে সে দীর্ঘকাল বাস করতে থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক আযাব। 'খ' (৪ঃ১৫)

'ক' ২ঃ২৩০; ৩ঃ১৪৮; ৫ঃ৩; ৭ঃ৫৬; ৯ঃ১০; ২০ঃ২৫; ৯৬ঃ৭-৮;

'খ' ২ঃ৬২, ৬৬; ৩ঃ১১৩; ৪ঃ৩০-৩১, ১৫৫; ৬ঃ১৬১; ৭ঃ১৬৪; ১০ঃ১৩; ১৬ঃ১২৫; ২০ঃ১২৮; ২১ঃ১০; ২৩ঃ৬-৮; ৪০ঃ২৯, ৩৫, ৪৪; ৬৫ঃ২; ৭০ঃ৩০-৩২;

হাদীস

২৬। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং কখনও সীমালঙ্ঘন করতেন না এবং সীমালঙ্ঘন করা কখনও পছন্দ করতেন না (বুখারী, কিতাবুল আদব)।

২৭। হযরত আবুল বখতারী হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর এক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয় না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই (পাপাচারে লিপ্ত হয়ে) ওজর-আপত্তির সীমালঙ্ঘন করে বসে" (আবু দাউদ)।

২৮। হযরত আবিসালা বাতাল খোশ নিয়ে জুরসুম ইবনে নাসেরীন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা কতকগুলি বিধি-বিধান নির্ধারিত করেছেন, তাদের অসম্মান করো না। তিনি যে সীমাসমূহ নির্ধারণ করেছেন, ঐগুলিকে লঙ্ঘন করো না। তিনি কতকগুলি জিনিসকে হারাম করেছেন, তাদের নিকটেও যেও না। তিনি কোন কোন ব্যাপারে নীরব রয়েছেন, তা ভুলে যাবার জন্য নয়, বরং তোমাদের প্রতি দয়ার কারণে" (দারে কুতনী)।

মলফূযাত

২২। "স্মরণ রাখবে, বিশ্বাস বা আকিদাগত ভ্রান্তির শাস্তি তো মৃত্যুর পরপারে নির্ধারিত। এবং হিন্দু বা খ্রীষ্টান বা মুসলমান হবার ফয়সালা কিয়ামতের দিনই হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি যুলুম, অধিকারলঙ্ঘন, পাপাচার অবাধ্যতা ও অনাচারের সীমা অতিক্রম করে যায় তাকে ইহকালেই শাস্তি দেয়া হয়। তখন সে আল্লাহ্‌তাআলার শাস্তি হতে পলায়ন করতে পারে না" (লেকচার লাহোর)।

১৭। আল্লাহ্‌র শাস্তি – আল্লাহ্‌র শাস্তি অতীব কঠোর। আল্লাহ্‌র আদেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়।

কুরআন

৫৮। জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। 'ক' (৫ঃ৯৯)

৫৯। এবং আমরা তাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যারা পাকড়াও করার শক্তিতে এদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল ছিল। (যখন আযাব আসল) তখন তারা (রক্ষা পাবার জন্য) সারা দেশ চষে বেড়াল। কিন্তু (তাদের জন্য) কোথাও কি বাঁচবার স্থান ছিল? 'খ' (৫০ঃ৩৭)

৬০। এবং আমাদের আদেশ একবার ব্যতীত নয়, যা চক্ষুর পলকের ন্যায় (বাস্তবায়িত হয়)। 'গ' (৫৪ঃ৫১)

'ক' ২ঃ১৬৬; ৬ঃ১৬৬; ৮ঃ১৪; ১১ঃ১০৩; ১৩ঃ৭, ১৪, ৩৩; ১৫ঃ ৫১; ১৭ঃ৫৮-৫৯; ২২ঃ৩; ৪০ঃ৪; ৫৪ঃ৪৩; ৬৭ঃ১৭-১৯; ৮৫ঃ১৩;

'খ' ৬ঃ৭, ১৪৮; ১৬ঃ৮৬; ১৯ঃ৭৫, ৯৯; ২৫ঃ১২-১৬; ২৮ঃ৭৯; ৩৬ঃ৩২; ৪০ঃ২২-২৩; ৪১ঃ১৬-১৮;

'গ' ১৬ঃ৭৮;

হাদীস

২৯। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ যালিমদেরকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না"। একথা বলে তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, 'এবং এরূপেই তোমার প্রভু.....কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ' (বুখারী-কিতাবুত তফসীর)।

৩০। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রসূলল্লাহ (সাঃ) বলেছেন "মহাপরক্রমশালী আল্লাহ্‌তাআলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন 'অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসী সমেত উল্টিয়ে দাও'। তিনি বললেন, 'হে রব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে, যে মুহূর্তের জন্যও তোমার নাফরমানী করেনি।' হুযূর (সাঃ) বলেন, "তখন আল্লাহ্‌তাআলা বললেন, তার ও তাদের সকলের উপরই শহরটি উল্টিয়ে দাও। কারণ তার সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যও তার চেহারা মলিন হয় নি" (বায়হাকী-শোয়াবুল ঈমান)।

মলফূযাত

২৩। "প্রকৃত কথা এই যে, তাঁর বাদশাহাত তো আছে এবং প্রত্যেক দুর্বৃত্তের হস্তেই হাতকড়া এবং পদে শৃঙ্খল রয়েছে, তবে আল্লাহ্‌র হিকমত ঐশী বিধানকে এতটুকু শিথিল করে দিয়েছে যে হাতকরা বা শৃঙ্খল তৎক্ষণাৎই তাদের ক্রিয়া প্রদর্শন করে না। কিন্তু দুষ্কৃতি হতে বিরত না হলে অবশেষে দুর্বৃত্তকে চির নরকে পৌঁছিয়ে দেয় এবং এরূপ আযাবে নিক্ষেপ করে যাতে পাপীগণ মরেও না বাঁচেও না, এরূপ অবস্থায় পতিত হয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৮। আল্লাহ্‌র বিধান (নিয়ম) ঃ আল্লাহ্‌র বিধানের কোন পরিবর্তন নেই।

কুরআন

৬১। আল্লাহ্‌র এই বিধান (গ্রহণ কর), যা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল যারা পূর্বে অতীত হয়েছে; এবং তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। 'ক; (৩৩ ঃ ৬৩)

৬২। এবং তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হয়েছে, সত্যতার দিক দিয়েও এবং ন্যায়বিচারের দিক দিয়েও। (কারণ) তাঁর কথার কেহ পরিবর্তনকারী নেই; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। 'খ'* (৬ ঃ১১৬)

'ক' ৬ ঃ ৯৭; ১৩ঃ৪০; ১৭ঃ৭৮; ৩৫ঃ৪৪; ৩৬ঃ৩৯-৪০; ৪৮ঃ২৪; ৫৫ঃ৬;

'খ' ৬ঃ৩৫; ১০ঃ৬৫; ১৮ঃ২৮; ৫০ঃ৩০;

---

* ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বা পন্থা এবং পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কানুন বা বিধান তাঁর প্রেরিত নবীগণের সাহায্যার্থে কাজ করে থাকে (কুরআন মজীদ টীকা-৯০২)।

হাদীস

৩১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলছেন, "এমন কোন শিশু নেই যে ইসলামী স্বভাবের উপর জন্ম গ্রহণ করে না। কিন্ত তার পিতা মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অগ্নি উপাসক করে গড়ে তুলে (অর্থাৎ পিতা-মাতা যে ধর্মবিশ্বাস বা মতামত পোষণ করে, সন্তানকেও ঠিক সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করেই গড়ে তুলে)। যেরূপ চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটি চতুষ্পদ জন্তু রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়, তোমরা তার নাক বা অন্য কোন অংশ কাটা দেখতে পাও কি ?" অতঃপর হযরত আবূহুরায়রা (রাঃ) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, "এটিই আল্লাহ্‌র নিয়ম বা প্রকৃতি যার উপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র নিয়ম বা প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সরল সঠিক দীন" (বুখারী-কিতাবুল জানায়েয)।

মলফূযাত

২৪। "যেমন কৃষক বীজ বপনের চেষ্টা চরিত ছেড়ে দিলে শস্যের আশা কিরূপে করতে পারে? এটা আল্লাহ্‌তাআলার বিধান– সুন্নতুল্লাহ্‌। যদি বীজ বপনকারী শুধু দোয়া করে তবে নিশ্চয় সে বঞ্চিত থাকবে" (মলফূযাত-৭ম খন্ড)।

২৫। "ইত্যাবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলার বিধান, 'একীন বা স্থির নিশ্চিত জ্ঞানের দাবী করার পর তোমরা কেমন করে নিজেদের ভীষণ অবস্থায় রেখেছ? সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করে আল্লাহ্‌তাআলার সেই নিয়ম অবলোকন কর যা সমস্ত দুনিয়ায় পরিলক্ষিত হয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৯। আল্লাহ্‌র আনুগত্য — একমাত্র আল্লাহ্‌ই আনুগত্যের পাত্র। আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ্‌র আনুগত্য (সেজদা) করছে। ফেরেশতাগণ ও অন্য গ্রহের প্রাণীকূল আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদাবনত (অনুগত)।

কুরআন

৬৩। এবং যা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সবকিছু তাঁরই; সুতরাং চিরস্থায়ী আনুগত্য তাঁরই জন্য। তবু কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যদেরকে নিজেদের রক্ষার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করবে? 'ক' (১৬ঃ৫৩)

৬৪। এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই তাঁর। তারা সকলেই তাঁর অনুগত। 'খ'* (৩০ঃ২৭)

৬৫। তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদা করছে তারাও যারা আকাশসমূহে আছে, এবং তারাও যারা পৃথিবীতে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজী, পর্বতমালা, বৃক্ষপুঞ্জ এবং মানবকূল হতে অনেকে? 'গ' (২২ঃ১৯)

৬৬। এবং জীবজন্তু হতে যা কিছু আকাশসমূহে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র জন্য সেজদাবনত আছে এবং ফিরিশতাগণও,এবং তারা অহংকার করে না। 'ঘ' (১৬ঃ৫০)

'ক' ৬ঃ১৬; ৩৯ঃ৩, ৪, ১২; ৪০ঃ৬৬; ৬৪ ঃ১৭; ৭৩ঃ৯; ৯৮ ঃ৬;

'খ' ২ঃ১১৭; ৩৯ঃ৫৫;

'গ' ১৩ঃ১৬; ১৫ঃ৯৯; ১৬ঃ৪৯; ৪১ঃ১২, ৩৮; ৫৫ঃ৬-৭; 'ঘ' ৪২ঃ৩০;

---

* এটা মানুষের ধারণার বাইরে যে কোন সুদূর অতীতে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছিল সেই অজানা অজ্ঞেয় অতীত কাল হতে এই সূর্য তার গ্রহগুলিকে সাথে নিয়ে নিজ গতিপথে একই ভাবে চলছে। কোথাও কোন যতি নেই, নিয়মভঙ্গ নেই, ত্রুটি নেই, বিচ্যুতি নেই। কি অনুপম! এরূপ লাখ লাখ সৌরজগত মহাশূন্যে ভাসছে। কোথাও সংঘর্ষ নেই, দ্বন্দ্ব নেই। নিয়ম শৃঙ্খলার কি অপূর্ব সমাবেশ! পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতার কি অচিন্তনীয় রূপায়ন! 'তারা সকলেই তাঁর অনুগত' বাক্যটির অর্থ এটাই (কুরআন মজীদ টীকা-২২৮২)।

হাদীস

৩২। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবুমীরা (রাঃ), যিনি রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাহাবী ছিলেন, বলেছেন, "যে বান্দা জন্মদিন হতে আল্লাহ্‌র অনুগত্যে ও বন্দেগীতে নতশির থেকে বার্ধক্যে মৃত্যু বরণ করে, সে কিয়ামতের দিন তার কৃত এবাদত বন্দেগীকে খুবই, নগণ্য মনে করবে এবং এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে, যদি তাকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরত পাঠান হয়, তবে সে নেক আমল করে আরও অধিক সওয়াব হাসিল করতে সক্ষম হত" (আহমদ)।

৩৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মহাপরাক্রমশালী পরওয়ারদিগার বলেন, 'যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করে, তবে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি বর্ষণ করব এবং দিনের বেলায় সূর্য কিরণ ছড়িয়ে দিব, আর মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের শব্দ তাদের কে শুনাব না" (আহমদ)।

মলফূযাত

২৬। "আল্লাহ্‌তাআলার কিতাবে ফিরিশতাদের সম্বন্ধে যেমন বর্ণিত হয়েছে যে তারা আল্লাহ্‌তাআলার একান্ত অনুগত, ঠিক তদ্রূপ জগতের সামান্য সামান্য অণুপরমাণু সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্‌তাআলার আজ্ঞানুবর্তিতা করছে। তাঁর আদেশ ব্যতীত একটি বৃক্ষপত্রও পতিত হতে পারে না, কোন ঔষধ রোগ হতে অব্যহতি দিতে পারে না এবং কোন খাদ্যও উপযোগী হতে পারে না; ফলত: প্রত্যেক বস্তুই একান্ত বিনয় ও আনুগত্য সহকারে আল্লাহ্‌তাআলার দরগাহে প্রণত আছে এবং তাঁর আজ্ঞাণুবর্তিতায় রত আছে। পাহাড়, পর্বত ও সমতল ভূমির প্রতি অণুপরমাণু, নদী ও সাগরের প্রতি জলবিন্দু, বৃক্ষ ও উদ্ভিদের প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশ এবং মানব ও জন্তুর প্রতি পরমাণু আল্লাহ্‌তাআলাকে চিনে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছে" (কিশতিয়ে নূহ পৃঃ ৬২)।

২০। আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় — ভয়ের পাত্র একমাত্র আল্লাহ্‌। প্রকৃত মোমেনগণ আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পমান থাকে। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদের পুরস্কার।

কুরআন

৬৭। ইহা একমাত্র শয়তানই যে তার বন্ধুগণকে ভয় দেখায়, সুতরাং যদি তোমরা মোমেন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। 'ক' (৩ ঃ১৭৬)

৬৮। তারা (বিনয়ী মুসলমানগণ) এমন লোক যে যখন তাদের নিকট আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে কেঁপে উঠে। 'খ' (২২ঃ৩৬)

৬৯। নিশ্চয় যারা সংগোপনেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বৃহত্তর পুরস্কার। 'গ' (৬৭ঃ১৩)

৭০। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সমীপে দন্ডায়মান হতে ভয় পায় তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। 'ঘ' (৫৫ঃ৪৭)

'ক' ৪ঃ৭৮; ৫ঃ৪, ৪৫; ৯ঃ ১৩; ১৩ঃ২২; ১৪ঃ১৫; ১৬ঃ৫২; ২১ঃ৫০; ৩৩ঃ৩৮, ৪০; ৩৫ঃ২৯; ৩৯ঃ২৪; ৫৯ঃ২২; ৭৪ঃ৫৭;

'খ' ৮ঃ৩; ২১ঃ২৯; ২৩ঃ৫৮, ৬১; ৫৭ঃ১৭;

'গ' ২৪ঃ৫৩; ৩৬ঃ১২; ৫০ঃ ৩৪; ৯৮ঃ৯; 'ঘ' ৭৯ঃ৪১-৪২;

হাদীস

৩৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিলেন, "তাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশি ভয় করে" (বুখারী)।

৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলেকরীম (সাঃ) বলেছেন, "যে আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে সে ততক্ষণ পর্যন্ত আগুনে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মাতৃস্তন হতে নির্গত দুগ্ধ স্তনে পুনঃ প্রবেশ করে" তিরমিযী)।

৩৬। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে শিখির (রাঃ) বলেছেন, "আমি এক সময় হযরত রসূলেপাক (সাঃ)-এর নিকট আসলাম যখন তিনি নামাযে ছিলেন। তিনি এমন ভাবে ফোঁপাচ্ছিলেন যেন কেটলিতে পানি ফুটছিল" (আবুদাউদ)।

৩৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দু' প্রকারের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এক প্রকারের চক্ষু যা আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে রোদন করেছে এবং আর এক প্রকারের চক্ষু যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জাগ্রত থেকে পাহারা দিয়েছে।"

৩৮। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করমী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের কোন এক ব্যক্তি স্বীয় আমল সম্পর্কে শঙ্কিত ছিল। (মৃত্যুকালে) সে তার পরিবারের লোকদের বলল,'মৃত্যুর পর আমাকে চূর্ণ করে গরমের দিনে নদীতে ফেলে দিবে।' সুতরাং লোকেরা তা-ই করল। আল্লাহ্‌তা'লা তার দেহচূর্ণ (একত্র করে) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে একাজ করতে কিসে উৎসাহিত করেছে।' সে বলল,'আমি একমাত্র তোমার ভয়ে এ কাজ করেছি।' অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করে দিলেন" (বুখারী-কিতাবুর রিকাক)।

মলফূযাত

২৭। "নিশ্চিত ভাবে স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র ভয়ে বিগলিত হয়ে যায় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গেই থাকেন এবং তিনি তাদের দুশমনদের দুশমন হয়ে যান" (বারাহীনে আহমদীয়া)।

২৮। "একজন তখনই পাপ হতে রক্ষা পেতে পারে যখন সে বৃহত্তম সত্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে আল্লাহ্‌তাআলা দ্রুত শাস্তি প্রদান করেন এবং তাঁর শাস্তি অতীব কঠোর এবং যখন এ-ও অনুধাবন করে যে, তিনি বিচারকালের মালিক তখন সে ভীত হয় এবং এরূপ ভীতি তাকে পাপ হতে দূরে রাখে" (মলফূযাত ৩য় খন্ড)।

২৯। "হে ভ্রাতৃবৃন্দ! শ্রবণ কর; নেক আমল ও আল্লাহ্‌র ভয় ব্যতীত সত্যিকার ঈমান অনুধাবন করা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং যে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অহংকার ভরে এ সকল পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে অবিশ্বাসী থাকে। হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হও এবং মৃত্যু আগমনের পূর্বেই অসৎকার্য হতে বিরত থাক" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা পৃ: ১৭৭)।

২১। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা ঃ দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে মোমেনের আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক ভালাবাসা থাকতে হবে।

কুরআন

৭১। তুমি বল, 'তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে মাল তোমরা অর্জন করেছ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য, যার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ মীমাংসা প্রকাশ করেন; এবং আল্লাহ্ অবাধ্য জাতিকে হেদায়াত দান করেন না ।' 'ক' (৯ঃ২৪)

৭২। এবং তারা তাঁরই প্রেমে মিসকীন, এতীম এাবং বন্দীকে আহার করায়; * (৭৬ঃ৯)

"ক" ২;১৬৬; ৩ঃ৩২; ৫ঃ৫৫;

---

* আয়াতটির অর্থ হতে পারেঃ (১) যেহেতু মোমেনগণ আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, সেহেতু আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের জন্য তারা দরিদ্রকে, এতীমকে এবং বন্দীদেরকে খাদ্য সরবরাহ করে, প্রতিদানে তারা কিছুই চায় না, এমনকি প্রশংসাও চায় না; (কুরআন মজীদ টীকা ৩১৯৪)

হাদীস

৩৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "তিনটি এমন গুণ আছে, যদি কোন ব্যক্তি এদের অধিকারী হয় তবে সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ উপলব্ধি করবে। (আর সেই গুণগুলো হল) অন্যান্য সকল বস্তু হতে তার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক প্রিয় হওয়া। শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা এবং যে অবিশ্বাস হতে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে রক্ষা করবেন পুনঃ তাতে ফিরে যাওয়া তার নিকট সেভাবে অপছন্দনীয় যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে" (বুখারী)।

৪০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। যখন আমার কোন বান্দা আমি যা নির্ধারণ করেছি তদ্বারা আমার নৈকট্য কামনা করে, আমি তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করি। এবং যখন আমি তাকে ভালবাসি, আমি তার কান হয়ে যাই যদ্বারা সে শুনে, এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই যদ্বারা যে দেখে এবং আমি তার হাত হয়ে যাই যদ্বারা সে ধরে, এবং আমি তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলে। এবং যখন সে আমার নিকট কোন কিছু চায় আমি তাকে তা দেই এাবং যখন সে আমার আশ্রয় চায় আমি তাকে আশ্রয় দেই' (বুখারী)।

৪১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, এ জন্য তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈল (আঃ)-ও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) (ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্

অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, এ জন্য তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর অন্তরেও তাকে বরণীয় করে রাখা হয়' (বুখারী-কিতাবুল আদব)।

মলফূযাত

৩০। "পাপ বিদূরিত করবার এক মাত্র উপায় আল্লাহ্'তালার সাথে প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি। সৎকর্ম প্রেম ও ভালবাসা হতে উৎপন্ন হয়। তা পাপের আগুনে পানি নিক্ষেপ করে। কেননা মানুষ আল্লাহ্তাআলার জন্য সৎকর্ম করে তার প্রেমের প্রমাণ দেয়। আল্লাহ্তাআলাকে এরূপভাবে মান্য কর, যেন তাঁকে প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এমনকি স্বীয় প্রাণের উপরও প্রাধান্য দেয়া হয়। এটাই প্রেমের প্রথম শোপান" (খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দিনের চারটি প্রশ্নের জবাব)।

২২। সকল প্রশংসা ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্র। তিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর নূর।

কুরআন

৭৩। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।* 'ক' (১ঃ২)

৭৪। বস্তুত তিনিই সৃষ্টিকে প্রথমবার উদ্ভব করেন অতঃপর তিনিই তার পুনরাবর্তন করেন, এবং এটা তাঁর জন্য অতি সহজ বিষয় এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান-মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। 'খ; (৩০ঃ২৮)

৭৫। আল্লাহ্ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নূর, তাঁর নূরের উপমা হ'ল একটি তাক সদৃশ, যার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে। সেই প্রদীপটি একটি গোলাকার কাঁচের চিমনির মধ্যে আছে, সেই কাঁচের চিমনিটি এমনই দীপ্তিমান, যেন তা একটি উজ্জ্বল তারকা তা (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয় (বরং তা সারা বিশ্বের জন্য)। তার তৈল এমন যেন এক্ষণই তা (স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে) জ্বলে উঠবে যদিও অগ্নি একে স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর। আল্লাহ্ যাকে চান নিজের নূরের দিকে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ্ মানবমন্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। 'গ'** (২৪ঃ৩৬

'ক' ৬ঃ২, ৪৬; ১০ঃ১১; ১৮ঃ২; ২৯ঃ৬৪; ৩০ঃ১৯; ৩১ঃ১৩, ২৬-২৭; ৩৪ঃ২; ৩৫ঃ২; ৩৭ঃ১৮৩; ৩৯ঃ৭৬; ৪৫ঃ৩৭; ৬৪ঃ২;

'খ' ১১ঃ৭৪; ৩০ঃ২৮; ৪০ঃ১৬; ৭৪ঃ৪; ৮৫ঃ১৬; ৯৬ঃ৪;

'গ' ২৪ঃ৩৭;

---

* 'সকল প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ্র' এই বাক্যটি, 'আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি' বাক্য হতে অনেক গুণ বেশি ব্যাপক ও গভীর। কারণ মানুষ তার সীমিত জ্ঞানানুযায়ী আল্লাহ্র প্রশংসা করতে পারে। কিন্তু 'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র' বলতে এ বাক্যের মধ্যে মানুষের জ্ঞাত প্রশংসা তো থাকেই, তার অজ্ঞাত অজানা প্রশংসাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ সব সময় ও সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য, মানুষের অপূর্ণ জ্ঞান বা চেতনায় তা বুঝা যাক বা না যাক, মানুষের উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ুক বা না পড়ুক। সর্বোপরি ব্যকারণগতভাবে হাম্দ শব্দটি অসমাপিকা ক্রীয়া বিশেষ। অতএব আল্লাহ্ সেই ক্রিয়ার কর্তা বা কর্ম উভয়ই হতে পারেন। কর্তা হলে অর্থ হবে 'আল্লাহ্ই সত্যিকার প্রশংসা করবার এক মাত্র অধিকারী ।' আর কর্ম কারক হলে অর্থ হবে, ' সকল প্রকারের সত্য ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত প্রশংসা এক মাত্র আল্লাহ্তাআলারই প্রাপ্য।' (কুরআন মজীদ টীকা -৬)

** (কুরআন মজীদ টীকা ২০৪৭ দেখুন)

হাদীস

৪২। হযরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সামনে এক লোকের কথা তুললো এবং তার প্রশংসা করলো। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন. "তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় ভেঙ্গে দিলে।" কয়েকবার তিনি একথা বললেন। (তারপর বললেন) "যদি তোমাদের কারও প্রশংসা করতেই হয় তবে এটুকু বলবে, 'আমি এমন এমন ধারণা করি যদি তার ধারণা এমন হয়। আর আল্লাহ্ তার হিসেব নিবেন, আল্লাহ্র উপর আর কারও পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত নয়" (বুখারী- কিতাবুল আদব)।

৪৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন আল্লাহ্র কোন বান্দা পানাহারের সময় আল্লাহ্র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তাতে খুব সন্তুষ্ট হন" (মুসলিম)।

৪৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সঃ) তাহাজ্জদ নামায পড়তে উঠে এ দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্ সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই। তুমি আসমান যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে সব কিছুর নূর। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যকার সব কিছুকে সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত রাখার মালিক তুমি। সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তুমিই একমাত্র সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার কথা সত্য, (আখেরাতে) তোমার সাক্ষাৎ লাভ হওয়া সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ (সঃ) সত্য" (বুখারী-কিতাবুদ দাওয়াত)।

মলফূযাত

৩১। "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র"। সকল প্রশংসা সেই সত্যিকারের স্রষ্টার যাঁর নাম আল্লাহ্। আল্লাহ্ পূর্ণ সত্তার নাম যিনি উপাসনার একমাত্র পাত্র এবং পূর্ণাঙ্গ গুণসমূহের অধিকারী ও সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত। যাঁর কোন শরীক নেই এবং তিনি সকল কল্যাণের উৎস। আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কণ্ঠে নিজেকে আল্লাহ্ বলে প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে সকল নাম ও পদমর্যাদার গুণাবালী একত্রিভূত রয়েছে। অন্য কোন নামকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয় নি। এভাবে আল্লাহ্ই সকল পূর্ণাঙ্গ গুণের অধিকারী। অতএত সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই এর অর্থ সকল দৈহিক পূর্ণতা ও প্রাকৃতিক আশ্চর্য বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কযুক্ত ও গোপনীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ্র বৈকি। এ সকল গুণাবলীতে কেউ তাঁর অংশীদার নেই।" (ইসেন্স অফ ইসলাম, মূল বারাহীনে আহমদীয়া)

৩২। "আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর আলো। অর্থাৎ উর্ধে ও অধঃ দিকে যত আলোক দেখা যায় তা আত্মার মধ্যে হোক, দেহসমূহে হোক, মৌলিক গুণস্বরূপ হোক, অলৌকিক গুণস্বরূপ হোক বাহ্যিক হোক, আভ্যন্তরীণ হোক, মানসিক হোক, কিম্বা জড় বিষয়ক হোক, তাঁরই কৃপার দান। ইহা একথার প্রতি সংকেত করছে যে, মহামান্য বিশ্ব প্রতিপালকের সাধারণ দান প্রতি বস্তুতে বিরাজমান। কিছুই তাঁর দান হতে বঞ্চিত নয়। তিনিই যাবতীয় আশীষের প্রস্রবণ। যাবতীয় আলোর মৌলিক কারণ এবং যাবতীয় মূল কৃপার উৎস তিনি। তাঁর সত্তা প্রকৃত। সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিদাতা, অধঃ উর্ধ সকলেরই আশ্রয় তিনি। তিনি প্রত্যেক জিনিসকে অনস্তিত্ব আলয়ের আঁধার হতে বাইরে এনেছেন এবং অস্তিত্বের মহাবস্ত্র দান করেছেন। তিনি ছাড়া এমন কোন অস্তিত্ব নেই যা স্বীয় সত্তায় স্বয়ং বিদ্যমান, অনাদি অনন্ত ও চিরস্থায়ী, কিংবা তাঁর নিকট হতে কল্যাণ প্রাপ্ত নয়। বরং মৃত্তিকা, গগণরাজী, প্রাণী, প্রস্তর, বৃক্ষ, আত্মা ও দেহ সবই তাঁর কল্যাণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এইতো সাধারণ দান। এটাই (আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতে ওয়াল আরয) আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে। এই দানই বৃত্তস্বরূপ প্রতি বস্তুকে আবৃত করে রয়েছে" (বারাহীনে আহমদীয়া)।

২৩। আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ।

কুরআন

৭৬। অতএব তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। 'ক' (১৫ঃ৯৯)

৭৭। সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যারা আছে তারা সকলেই তাঁর তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করছে, এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে না। কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ অনুধাবন করতে পারছ না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল। * 'খ; (১৭ঃ৪৫)

'ক' ২০ঃ১৩১; ২১ঃ২১; ২৫ঃ৫৯; ৩০ঃ১৮-১৯; ৪০ঃ৫৬; ৪১ঃ৩৯; ৪৮ঃ১০; ৫০ঃ৪০-৪১; ৫২ঃ৪৯-৫০; ৫৩ঃ৬৩; ৫৬ঃ৯৭; ৬৯ঃ৫৩; ৭৬ঃ২৭; ৮৭ঃ২; ৯৬ঃ২০; ১১০ঃ৪;

'খ' ৭ঃ২০৭; ১৩ঃ১৪; ২১ঃ২০-২১; ২৪ঃ৪২; ৩২ঃ১৬; ৪০ঃ৮; ৪২ঃ৬; ৫৭ঃ২; ৫৯ঃ২; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২; ৬৪ঃ২;

---

* বাক্যংশটির 'সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যারা আছে সকলেই তাঁর তসবীহ করছে' শব্দগুলি সমষ্টিগতভাবে প্রমাণ নির্দেশ করে যে সারা বিশ্ব আল্লাহ্‌তালার একত্ব প্রকাশ করে চলেছে। 'এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে না' বাক্যটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সকল বস্তুই স্বতন্ত্রভাবে এবং পৃথকভাবে পবিত্র ঐশীসত্তার একত্বের প্রকাশক। প্রথমোক্ত বাক্যাংশের মর্ম হল, বিশ্বজগতে বিদ্যমান শৃঙ্খলা ও চমৎকার ব্যবস্থা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয়। শেষোক্ত বাক্যটির মমার্থ হচ্ছে এই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে অনুপমভাবে আল্লাহ্‌তাআলার বিভিন্ন প্রকার গুণাবলীর কার্যকারিতা প্রদর্শন করছে। (কুরআন মজীদ টীকা - ১৬২২)

হাদীস

৪৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ্‌র প্রশংসাসহ (বিসমিল্লাহ্ ...বলে। আরম্ভ না হলে তা ত্রুটিপূর্ণ থাকে"। (আবু দাউদ)

৪৬। হযরত আবুযার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাকে বলব কোন্ কথা আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়? আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কথা হল 'আল্লাহ্ পবিত্র এবং তিনি সকল প্রশংসার যোগ্য।' (মুসলিম)

৪৭। হযরত আবু মালিক আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র; কথাটি অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্ পবিত্র ও সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র কথাটি আকাশ ও পৃথিবীর সকল শূন্যস্থান পূর্ণ করে।' (মুসলিম)

৪৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার সুবহানাল্লাহ ওয়া বেহামদিহি- অর্থাৎ 'আল্লাহ্ পবিত্র তাঁর প্রশংসার সাথে' বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় বেশি হয়।" (বুখারী মুসলিম)

৪৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার সুবহান-আল্লাহ্ আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহু আকবর বলা সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়তম।" (মুসলিম)

মলফূযাত

৩৩। "যেমন তা' (কুরআন) বলে, 'এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে না' (১৭ঃ৪৫)। অর্থাৎ যা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছে। এর অর্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থ আল্লাহ্‌র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে এবং তাদের ভিতর সবকিছুই তাঁর মহিমা ও প্রশংসায় পূর্ণ" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৪। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি – আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন মোমেনদের চরম প্রাপ্তি। আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজনদের পরিণাম।

কুরআন

৭৮। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করে দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এরূপ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। ক (২ঃ২০৮)

৭৯। আল্লাহ্‌ বলবেন, 'এই দিনটি এমন যে, সত্যবাদীদের উপকারে আসবে তাদের সত্যবাদিতাই। তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ রয়েছে, যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত; তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এটাই মহান সফলতা।' 'খ' (৫ঃ১২০)

৮০। অতএব যে কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হয়েছে এবং যার আবাসস্থল জাহান্নাম? এবং তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল! 'গ' (৩ঃ১৬৩)

'ক' ২ঃ২৬৬, ২৭৩; ৩ঃ১৭৫; ৫ঃ৩; ১৭; ৬ঃ ৫৩; ৯ঃ৬২; ১৩ঃ২৩; ২৪; ১৮ঃ২৯; ২১ঃ২৯; ৪৮ঃ৩০; ৫৭ঃ২১; ৫৯ঃ৯;

'খ' ৩ঃ১৬; ৪ঃ১১৫; ৯ঃ২১,৭২,১০০; ৫৮ঃ২৩; ৮৯ঃ২৮-৩১; ৯২ঃ২১-২২; ৯৮ঃ৯'

'গ' ৯ঃ৯৬; ৪৭ঃ২৯;

হাদীস

৫০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতবাসীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌তাআলা বলবেন, 'হে জান্নাতবাসীগণ!' তারা বলবে, 'লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সা'দাইকা'। আল্লাহ্‌ বলবেন 'তোমরা কি সন্তুষ্ট?' তারা উত্তর দিবে, 'কেন সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আমাদের এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্ট জগতের আর কাউকে দান করেন নাই।'। তিনি বলবেন, ' আমি এর চেয়েও উত্তম জিনিস তোমাদের দান করব।' তারা বলবে, 'হে রব! এর চেয়ে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে?' অতঃপর আল্লাহ্‌ বলবেন, 'আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি দান করব। এর পর তোমাদের উপর আর কখনও আমি অসন্তুষ্ট হব না।' (বুখারী -কিতাবুর রিকাক)

৫১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারও অভাব পূরণ করবে, তাতে তার উদ্দেশ্য হ'ল সে ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন" (বায়হাকী-শোয়াবুল ঈমান।)।

৫২। হযরত ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একদিন ভোরে আমার কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়বে অবশ্য অবশ্যই তার জন্য জাহান্নামের আগুন আল্লাহ্‌তাআলা মাফ্‌ করে দিবেন" (বুখারী)।

মলফূযাত

৩৪। "কিন্তু যারা একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার উদ্দেশ্যে কদম বাড়ায় তাঁরাই আল্লাহ্‌তাআলার সন্তোষকে অগ্রগণ্য করে। এবং তদনুযায়ী তারা যেটুকু দীনের খেদমত পালন করে তার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং তাদেরকে সামর্থ্য দান করেন এবং ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য যে অর্থ ও সম্পদ তারা ব্যয় করে তাতে বরকত রেখে দেন। এটা আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা" (মলফূযাত-৮ম খন্ড)।

৩৫। "মোট কথা, আমাদের এই কর্তব্য হওয়া উচিত আমরা যেন আল্লাহ্‌তাআলার রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশী ও অন্বেষী হই এবং তাকে স্বীয় জীবনের প্রকৃত ও প্রধান কার্য বলে নির্ধারণ করে নেই। আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও সাধনা আল্লাহ্‌র প্রীতি ও সন্তোষ লাভে নিয়োজিত হওয়া উচিত। যদিও তা কঠিন যাতনা ও বিপদাবলীর মধ্য দিয়ে লাভ করতে হোক না কেন। এই রেজা-এ-এলাহী বা ঐশী-প্রীতি ও সন্তোষ বস্তুত দুনিয়া ও এর সর্বপ্রকার ভোগ ও আস্বাদ হতে শ্রেয়" (মলফূযাত-৬ষ্ঠ খন্ড)।

২৫। আল্লাহ্‌র নৈকট্য (উসিলা) লাভের উপায় অন্বেষণের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়।

কুরআন

৮১। হে যারা ঈমান এনেছে ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। 'ক' * (৫ঃ ৩৬)

'ক' ১৭ ঃ৫৮; ২৯ঃ৭০;

---

* উসিলার অর্থ, কোন কিছুতে পৌঁছাবার উপায়, বাদশাহ এর নিকট মর্যাদাসম্পন্ন পদ, উপাধি, একাত্মতা, নৈকট্য, সংযোগ বা বন্ধন। (লেইন)। শব্দটির অর্থ আল্লাহ্‌ ও মানবের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নয়। কারণ আরবী ভাষা ব্যবহারিক দিক হতে এই অর্থ মোটেই সমর্থন করে না। তাছাড়া 'আল্লাহ্‌ ও মানবের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী' এই ধারণাটি কুরআনের শিক্ষার বিপরীত। এটা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসেরও পরিপন্থী। আযান দিবার পর যে দোয়া পাঠ করা হয় তাতে আছে, 'হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সাঃ) কে উসিলা দান কর।' এর অর্থ আল্লাহ্‌তাআলা যেন হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে অধিক হতে অধিকতর নৈকট্য ক্রমাগতভাবে দান করতে থাকেন। এর অর্থ কখনও অন্যরূপ হতে পারে না যে আল্লাহ্‌ যেন তাঁর ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী দান করেন। (কুরআন মজীদ টীকা ৮৭-৭৪৬)

হাদীস

৫৩। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দোয়া পড়বে, "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়েমাতহ্‌ আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব আছাব মাকামাম-মাহমুদানিল্‌লাযী ওয়াদতাহু' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্‌! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও নামাযের তুমিই প্রভু, তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দান কর তোমার নৈকট্য ও সুমহান মর্যাদা এবং তাকে অধিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ'- কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফায়াত লাভের অধিকারী হবে।' (বুখারী, কিতাবুল আযান।)

মলফূযাত

৩৬। "আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁর তৌহীদ কেবলমাত্র মুখেই স্বীকার করবে না বরং কার্যত ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করবে, যেন আল্লাহ্‌ও ব্যবহারিক উপায়ে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণতা হতে বিরত থাকবে এবং বিশ্ব মানবের সঙ্গে সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যবহার করবে। পুণ্যের প্রত্যেক পথ অবলম্বন কর। বলা যায় না, কোন্‌ পথে তোমরা তাঁর অনুগ্রহভাজন হবে। তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাঠ জনশূন্য। সকল জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। যদ্বারা আল্লাহ্‌তাআলা সন্তুষ্ট হন, তৎপ্রতি জগদ্বাসীর কোন লক্ষ্য নেই।' (আল্‌ ওসীয়্যত)

২৬। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কাল (নির্ভরশীলতা)। আল্লাহ্‌র উপর মোমেনদের নির্ভর করার নির্দেশ। মোমেনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার যৌক্তিকতা।

কুরআন

৮২। তুমি বল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌ যা নির্ধারিত করেছেন তা ব্যতিরেকে কিছুই আপতিত হয় না। তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। এবং মোমেনদের কর্তব্য যেন তারা আল্লাহর উপরই নির্ভর করে। 'ক' (৯ঃ৫১)

৮৩। হে নবী! আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট তোমার জন্য এবং মোমেনদের মধ্য হতে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্যও। 'খ' (৮ ঃ৬৫)

৮৪। যদি আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদেরকে বিপদে নিঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করেন তবে তিনি ব্যতীত কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং আল্লাহ্‌র উপরই মোমেনদেরকে নির্ভর করা উচিত। 'গ' (৩ ঃ ১৬১)

'ক' ৩ ঃ১৬০; ৫ঃ২৪; ৮ঃ৩, ৬২; ১১ঃ৫৩; ১২ঃ৬৮; ১৩ঃ৩১; ১৪ঃ১২-১৩; ২৫ঃ৫৯; ২৬ঃ২১৮; ২৭ঃ৮০; ৪২ঃ১১; ৬০ ঃ ৫; ৬৪ঃ১৪;

'খ' ৩ঃ১৭৪; ৪ঃ৮২; ৮ঃ৬৩; ৯ঃ১২৯; ১১ঃ১২৪; ৩৩ ঃ৪,২৬; ৩৯ঃ৩৭,৩৯; ৬৫ঃ৪;

'গ' ৩ঃ১৭৫; ৮ঃ৫০; ১৬ঃ১০০; ১৭ঃ৬৯-৭০, ৭৬-৭৭; ১৮ঃ২৮, ৪৪-৪৫; ৩৩ ঃ১৮; ৩৫ঃ৩; ৩৬ঃ২৪; ৬৭ঃ ২১-৩১;

হাদীস

৫৪। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি তুমি আল্লাহর্‌ উপর পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করতে পারতে, তবে তিনি সে ভাবে দান করবেন, যেমন তিনি পক্ষীকূলকে দান করেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে বাসায় আসে" তিরমিযী)।

৫৫। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঘর হতে বের হবার সময় দোয়া করে, "আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে বের হচ্ছি, তিনি ব্যতীত অন্যায় কার্যের প্রতিরোধ ও ভাল কাজ করবার শক্তি কারও নেই,' তখন সে সম্ভাষিত হয়, সে পথ প্রাপ্ত হয় এবং শয়তান তার উপর হতে হাত গুটিয়ে নেয়" (আবুদাউদ, তিরমিযী, নেসাঈ)।

৫৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। তারা ঐ সকল লোক যারা (গায়রুল্লাহর নাম নিয়ে) ঝাড় ফূক করে না, ফাল গ্রহণ করে না এবং (সব ব্যাপারেই) আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে" (বুখারী)।

৫৭। হযরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, " হিজরতের সময় যখন আমরা গুহায় অবস্থান করছিলাম তখন আমি নবী (সাঃ)-কে বললাম, 'যদি কাফের দলে কেউ তাদের পায়ের নিচে তাকায় তবে অবশ্যই আমাদের দেখে ফেলবে।' নবী (সাঃ) বললেন,'হে আবুবকর! এ দু'জন লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের সাথে তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌। "অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী তাদের ব্যাপারে তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই" (বুখারী)।

মলফূযাত

৩৭। "জীবন এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে কারণ বিপদের পূর্বে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, বিপদের সময় আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করেন। যে ঘুমিয়ে থাকে সে বিপদের সময় ধ্বংস হয়। যারা উচ্ছৃঙ্খল, যারা অবাধ্যতার জীবন যাপন করে, আল্লাহ্‌তালা তাদের দিকে তাকান না" (আলহাকাম-২৪-৮-১৯০২)।

৩৮। "এটা স্মারণ রেখ যে দুঃখ কষ্ট রূপ আঘাত বা ক্ষতের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার উপর নির্ভরশীলতার ন্যায় স্বস্তিকর ও আরামদায়ক অন্য কিছুই নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, সে কঠোর হতে কঠোরতর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর মধ্যে স্বস্তি ও শান্তি বোধ করে" (মলফূযাত-৬ষ্ঠ খণ্ড)।

২৭। আল্লাহ্‌র নেয়ামত ঃ আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনাতীত। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের অপব্যবহার নিষিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কী?

কুরআন

৮৫। এবং যা কিছু তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ, তিনি তোমাদের সব দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তবে তোমরা তাদের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই যালেম, অকৃতজ্ঞ। 'ক' (১৪ঃ ৩৫)

৮৬। অতঃপর সে দিন তোমরা তোমাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। 'খ' (১০২ঃ৯)

৮৭। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর। যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করেছিলেন ও তোমাদেরকে বাদশাহ করেছিলেন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু দান করেছিলেন যা তিনি (তদানিন্তন) জগতের অন্য কোন জাতিকে দেন নি। 'গ' (৫ঃ২১)

'ক' ২ঃ২৩২; ৫ঃ৪, ১২; ১৬ঃ১৯,,৫৪, ৮২; ৩১ঃ২১; ৩৫ঃ৪; ৪৩ ঃ১৪; ৫৫ঃ১১-১৪, ১৭, ১৫ঃ২২-১৯(এবং এই সূরার আরও ২৮ আয়াত–টীকা ২৯৫৪ দেখুন); ৯৩ঃ১২; ১০৮ ঃ২;

'খ' ২ ঃ২১২; ৮ ঃ৫৪; ১৪ঃ২৯-৩০; ১৬ঃ১১৩; 'গ' ১ঃ৭; ৪ঃ৭০; ১৬ ঃ৮৪; ১৯ঃ৫৯;

হাদীস

৫৮। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, '(হে আমার বান্দা!) তুমি আমাকে দাও তাহলে আমি তোমাকে দিব' কেননা আল্লাহ্‌র ভান্ডার পরিপূর্ণ ও অফুরন্ত। দিনরাত্রি একাধারে খরচ করলেও খালি হবার নয়। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, আল্লাহ্‌ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কী পরিমাণ ব্যয় করেছেন? কিন্তু এত খরচ করেও তাঁর ভান্ডারে কোন নেয়ামতেরই সামান্যতম কমতিও আসে নি" (বুখারী)।

মলফূযাত

৩৯। "কারণ, সুস্পষ্টত পূর্ণ অনুগ্রহ এতেই নিহিত যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বান্দাগণকে একেবারে অনস্তিত্ব হতে সৃষ্টি করেন। অতঃপর সদা তাদেরকে প্রতিপালন করে যান এবং তিনি স্বয়ং প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়। তারপর তাঁর অনুগ্রহ সীমাহীন ও অগণিত। এই প্রকার অনুগ্রহের কথা আল্লাহ্‌তাআলা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন আরও একস্থানে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌তালার নেয়ামতসমূহ গণনা করতে গেলে কখনও তা পারবে না" (ইস-লামী নীতি দর্শন)।

২৮। আল্লাহ্ অযাচিত অসীমদাতা আল্লাহ্তাআলা – পরম দয়াময়। তাঁর দান সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর ভান্ডার অফুরন্ত, তিনি যাকে ইচ্ছে তা দান করেন। তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

কুরআন

৮৮। আল্লাহ্র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়।'ক' *(১ঃ১)

৮৯। আমরা সকলকেই সাহায্য করে থাকি-তাদেরকেও এবং এদেরকেও–তোমার প্রতিপালকের দানসমূহ হতে। এবং তোমার প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নয়। 'খ' ** (১৭ঃ২১)

৯০। তোমাদের নিকট যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্ত আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা চিরকাল অবশিষ্ট থাকবে। 'গ' (১৬ঃ৯৭)

৯১। আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে কোন রহমতের দ্বার উম্মুক্ত করলে তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই; এবং তিনি (তাকে) প্রতিরোধ করলে তাঁর পরে তার উম্মুক্তকারী কেউ নেই; বস্তুত তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। 'ঘ' (৩৫ঃ৩)

'ক' ১ঃ৩; ২ঃ৩৮, ১৪৪, ১৬৪, ২০০, ২১৯; ৩ ঃ১৩৩; ৪ঃ৯৭; ৫ঃ৯৯; ৬ঃ১৩, ৫৫; ১০ঃ৫৯; ১১ঃ৭৪, ৯১; ১২ঃ৯৩; ১৯ঃ১৮, ৮৬, ৮৮; ২৩ঃ১১০, ১১৯; ২৬ঃ৬, ১০, ২১৮; ২৭ঃ৩১; ৩৩ঃ৪৪; ৩৬ঃ৪৬, ৫৯; ৪০ঃ৪; ৪১ঃ৩; ৫৫ঃ২; ৫৯ঃ২৩; ৬৭ঃ৩০;৫৯ঃ২৩; ৯নং সূরা ব্যতীত সকল সূরার প্রারম্ভে।

'খ' ২ঃ১০৬; ৩ঃ৭৪-৭৫; ৫ঃ৬৫; ৪২ঃ ২৯; ৪৮ঃ২৬; ৫৭ঃ৩০; ৭৬ ঃ৩২;

'গ' ৬ঃ১৩৪; ১৫ঃ২২; ১৭ঃ১০১; ৩৮ঃ১০; ৫২ঃ৩৮; ৬৭ঃ২;

'ঘ' ৩৯ঃ৩৯; ৬৭ঃ২৯;

---

* 'আর রহমান' দ্বারা সারা বিশ্ব পরিবেষ্টনকারী দয়া বুঝায়, এবং 'আর রহীম' দ্বারা এই দয়াকে বুঝায় যা সীমিত হলেও বার বার প্রদর্শন বুঝায়। উপরোক্ত অর্থের আলোকে 'আর রহমান' ঐ সত্তাকে বুঝায় যিনি অযাচিতভাবে ও ব্যাপকভাবে, কারও সাধনা বা কর্মের সাথে সম্পর্কশূন্য রূপে সকল সৃষ্টির প্রতিই সমভাবে কৃপাবর্ষণ করে থাকেন এবং আর রহীম দ্বারা ঐ সত্তাকে বুঝায় যিনি মানুষের কাজের বিনিময়ে, সৎকাজের পুরস্কার স্বরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে থাকেন এবং তা বদান্যতার সাথে বার বার দেখান। 'আর রহমান' শব্দটি কেবল মাত্র আল্লাহ্র জন্য প্রযোজ্য, কিন্ত 'রহীম' শব্দটি দয়ালু মানুষের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। পূর্ববর্তী শব্দটি অবিশ্বাসী-বিশ্বাসী নির্বিশেষে সর্ব মানবকেই শুধু নয় বরং সারা বিশ্বের সব সৃষ্টিকেই স্বীয় আওতার মধ্যে ধারণ করে। কিন্তু পরবর্তী (অর্থাৎ 'রহীম) শব্দটি প্রধানত বিশ্বাসীগণকে আওতাভুক্ত করে।.....(কুরআন মজীদ টীকা-৪)

** এই সাহায্য দু'প্রকার হয়ে থাকে (১) সাধারণ সাহায্য যার ফলে মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী ও হিন্দু ইত্যাদি সকল মানুষের সর্বপ্রকার সৎকর্মের প্রচেষ্টা নিজ নিজ কর্মের পরিধি ও প্রসার অনুযায়ী ফললাভ করবে, (২) আল্লাহ্তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং সাহায্য যা আধ্যাত্মিক অবস্থার সঙ্গে সীমাবদ্ধ এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্র বান্দাকেই তা দান করা হয়ে থাকে, অবিশ্বাসীদের নয়। (কুরআন মজীদ টীকা ১৬০৫)

হাদীস

৫৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, "আল্লাহ্ যে দিন রহমত সৃষ্টি করেছেন, সেদিন রহমতকে একশত ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সমস্ত সৃষ্টিকে দিয়েছেন, আর বাকী নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন যদি কোন কাফের আল্লাহ্র নিকট যে রহমত আছে তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো তবে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হত না। (অপর পক্ষে) কোন মোমেন যদি আল্লাহ্র কাছে যে শাস্তি আছে তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো, তবে (দোযখের) আগুন থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করত না।" (বুখারী-কিতাবুর রিকাক)

৬০। হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) একবার হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) প্রত্যেক নামাযের পর যখন সালাম ফিরাতেন তখন পড়তেন "এক আল্লাহ ভিন্ন

কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসা কেবল মাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্! আপনি দান করলে বাধা দিবার ক্ষমতা কারও নেই। আপনি বাধা দিলে দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই। আপনার রহমত না হলে কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যই কোন উপকারে আসে না" (বুখারী–কিতাবুদ্ দাওয়াত)।

মলফূযাত

৪০। "তিনি আবার বলেছেন, 'হুয়ার রহমান' অর্থাৎ তিনি প্রাণী সকলের অস্তিত্ব ও কর্মের পূর্বে শুধু আপন দয়ায়, কোন স্বার্থের জন্য নয় বা কারও কর্মফলেও নয়, তাদের জন্য আরামের সামগ্রী যুগিয়ে থাকেন। যেমন সূর্য, পৃথিবী ও অন্য সব জিনিস আমাদের অস্তিত্বের পূর্বে, আমাদের কর্মের অস্তিত্বের পূর্বে, আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই দানের নাম আল্লাহ্র কিতাবে 'রহমানিয়ত' এবং এই কার্যের দিক হতে আল্লাহ্র নাম রহমান। তিনি পুনরায় বলেছেন, 'আর রাহীম' অর্থাৎ সেই খোদা শুধু কর্মের উত্তম হতে উত্তম ফল দেন এবং কারও শ্রম নষ্ট করেন না। এই কাজের দিক থেকে তিনি রহীম এবং এই গুণের নাম রহীমীয়ত" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

২৯। আল্লাহ্ই একমাত্র আশ্রয়স্থল। দুনিয়ার খারাপি হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ। বিপদে আপদে তিনিই একমাত্র রক্ষাকারী। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর হেফাযতকারী।

কুরআন

৯২। তুমি বল, 'আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই,
৯৩। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে,
৯৪। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট হতে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে,
৯৫। এবং সম্পর্ক বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে,
৯৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে। 'ক' (১১৩ঃ২-৬)
৯৭। তুমি বল, 'কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকাররাশি (বিপদাবলী) হতে রক্ষা করেন যখন তোমরা তাঁকে সকাতরে এবং সংগোপনে (এই বলে) ডাক যে, যদি তিনি আমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেন তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব।
৯৮। তুমি বল, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা হতে এবং সকল প্রকার দুঃখ -কষ্ট হতে রক্ষা করেন। তথাপি তোমরা (তাঁর সাথে) শরীক কর!' 'খ' (৬ঃ৬৪-৬৫)
৯৯। তুমি বল,' আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁর আযাব) হতে আমাকে আদৌ কেউই রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাব না । 'গ' (৭২ঃ২৩)
১০০। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর উপর হিফাযতকারী। 'ঘ' (৩৪ঃ২২)

'ক' ৭ঃ২০১; ১৬ঃ৯৯; ২৩ঃ৯৮-৯৯; ৪০ঃ৫৭; ৪১ঃ৩৭; ১১৪ঃ২-৭; 'খ' ৬ঃ১৮; ৮ঃ৪১; ১০ঃ১৩,২৩,১০৮; ১৭ঃ৬৮; ২১ঃ৪৩,৪৪; ২৯ঃ৬৬; ৩১ঃ৩৩; ৩৩ঃ১৮; ৩৯ঃ৩৯; ৫০ঃ৩৭,৩৮; ৫৯ঃ৩; ৬৭ঃ২৯,৩১; 'গ' ৬ঃ৪১-৪২; ৭ঃ১৯৭; ১৬ঃ৫৩; ১৭ঃ৬৮; ১৮ঃ২৮; 'ঘ' ৬ঃ৬২; ১২ঃ৬৫; ১৩ঃ১২; ৮২ঃ১১; ৮৬ঃ৫;

হাদীস

৬১। হযরত আবুহুরায়া (রাঃ) বর্ণনা কারেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা নানা প্রকার দুঃখ-ক্লেশ, দুনিয়ার খারাপ পরিণতি, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের ঘোর বিদ্বেষাত্মক আনন্দ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর" (বুখারী -কিতাবুল কদর, মুসলিম)।

৬২। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলতেন, "আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হতে" (বুখারী, মুসলিম)।

৬৩। হযরত আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ঘুমের ভিতর ভয় পায়, তখন সে যেন বলে, 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহ্র রোষ ও তাঁর শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে এবং শয়তানের খটকা হতে, আর তারা যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না পারে।' এতে খটকা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (আবুদাউদ, তিরমিযী)।

মলফূযাত

৪১। "জগৎ বহু বিপদের স্থান। প্লেগ তন্মধ্যে অন্যতম। অতএব তোমরা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র দিকে ধাবমান হও যেন এই বিপদাবলী হতে তোমাদেরকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না যে পর্যন্ত এ বিষয়ে আদেশ না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হতে দূর হয় না যে পর্যন্ত আকাশ হতে তাঁর দয়া বর্ষিত না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করে মূলকে অবলম্বন কর" (কিশতিয়ে নূহ)।

৪২। "সেই খোদা অতি বিশ্বস্ত খোদা। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকেন। দুনিয়া তাদেরকে ধ্বংস করতে চায় এবং শত্রুগণ দন্ত পেষণ করে। কিন্তু খোদাতাআলা যিনি তাদের বন্ধু, তাদেরকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে জয়যুক্ত করেন। কতই সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না" (কিশতিয়ে নূহ)।

৩০। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হলে কোন কিছুই কার্যকর হয় না। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

কুরআন

১০১। বস্তুত তোমরা কিছুই চাইতে পার না, যদি না সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ (তা) চান। 'ক' (৮১ঃ৩০)

১০২। শুন! সিদ্ধান্ত তাঁরই আয়ত্তে। (৬ঃ৬৩)

১০৩। মানুষ যা কামনা করে তা-ই কি সে পায় ?

১০৪। বস্তুত পরকাল ও ইহকাল আল্লাহ্‌রই জন্য। 'খ' (৫৩ঃ২৫-২৬)

১০৫। তিনি যা চান তা-ই করেন । 'গ' (৮৫ঃ১৭)

'ক' ৪ঃ৫০,৫৩; ৮ঃ৬৪; ১৮ঃ২৫,৪০; ৬৮ঃ৩৮-৪১; ৭৪ঃ৫৭; ৭৬ঃ৩১;

'খ' ৯২ঃ১৪; 'গ' ২ঃ২৫৪; ৩ঃ১২৯,১৫৫; ৭ঃ১৮৯; ৬৫ঃ৪;

হাদীস

৬৪। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ সুলামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে যেভাবে কুরআন মজীদের সূরাসমূহ শিখাতেন, ঠিক সেভাবে সব কাজেই 'ইস্তেখারা' করা শিখাতেন। তিনি বলতেন, "তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করবে, সে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। তারপর এই বলে দোয়া করবে, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার করুণা দ্বারা কল্যাণ প্রার্থনা করছি। তোমার শক্তি দ্বারা শক্তি প্রার্থনা করছি । আর তোমার করুণা প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমিই সর্বশক্তিমান। আমার কোন শক্তি নেই। তুমিই সব ইল্‌মের অধিকারী আমার কোন ইল্‌ম নেই। তুমিই বিষয়সমূহ জান। আমি জানি না। আর তুমিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। হে আল্লাহ্! তুমি যদি জানো যে, এই কাজ প্রার্থনাকারী এখানে হুবহু তার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করবে- "আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য ভাল" বর্ণনাকারী বলেন, অথবা (সন্দেহ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ স্থানে বলেছিলেন, "আমার দীন ও দুনিয়ার জীবনের জন্য কল্যাণকর তবে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও, তা সম্পাদন করা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জন্য তাতে বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আর যদি তুমি জানো যে, তা আমার জন্য আমার দীন, দুনিয়াবী জীবন ও পরিণামের জন্য অথবা বলেছিলেন, "আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর, তবে তা হতে আমাকে দূরে রাখ। আর এর পরিবর্তে যা ভাল তা যেখানেই হোক আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও এবং তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও" (বুখারী কিতাবুত্ তাওহীদ)।

মলফূযাত

৪৩। "ইহার উত্তর এই যে, ঈমান আনা এবং সৎকাজ সম্পাদন করা সত্ত্বেও ঐ সকল লোক পরিপূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও পরিপূর্ণ উন্নতির জন্য মুখাপেক্ষী, যার পথ নির্দেশনা কেবল মাত্র খোদাই করে থাকেন। এতে মানুষের চেষ্টা প্রচেষ্টার কোন সুযোগ নেই। মোট কথা, দৃঢ় চিত্ততার ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিৎ যা মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারা সৃষ্টি করতে পারে না, যেমন একদিক হতে আত্মায় খোদা আশীষ বর্ষণ করেন তেমনি অন্য দিকে খোদার তরফ হতে দৃঢ়চিত্ততাও সৃষ্টি হয়ে যায়" (হকীকাতুল ওহী)।

৩১। **আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) ঃ** আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র স্মরণ হৃদয়ে প্রশান্তি আনে, আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে কারা বিমুখ হয়। কোন কিছু ভুলে গেলে আল্লাহ্‌কে স্মরণের নির্দেশ।

কুরআন

১০৬। হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। 'ক'

১০৭। এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) কর। (৩৩ঃ৪২-৪৩)

১০৮। যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে; * (১৩ঃ২৯)

১০৯। এবং যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়, তখন যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাদের অন্তরসমূহ ঘৃণায় সংকুচিত হয় এবং যখন তিনি ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হয় অমনি তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়। 'খ' (৩৯ঃ ৪৬)

১১০। এবং যখন তুমি ভুলে যাও তখন তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর (১৮ঃ২৫)

'ক' ২ঃ১৫৩, ২০৪; ৩ঃ৪২, ১৯১-১৯২; ৪ঃ১০৪; ৮ঃ৪৬; ২৪ ঃ৩৮-৩৯; ২৬ঃ২২৮; ২৯ঃ৪৬; ৩৩ঃ২২; ৩৯ঃ ১০; ৪৮ঃ১০; ৫৭ঃ১৭; ৬২ঃ১১; ৭৩ঃ৯; ৭৬ঃ২৬; ৮৭ঃ১৫-১৬;

'খ' ১৭ঃ৮৭; ২২ঃ৭৩; ৩৯ঃ২৩-২৪;৪০ঃ১৩; ৫৩ঃ৩০; ৬৩ঃ১০'

---

* সৃষ্টিকর্তার সন্ধান করা মানবাত্মার এক চিরন্তন প্রবল ইচ্ছা এবং এটা মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য যখন অর্জিত হয় তখনই মানুষের মনে চরম শান্তি বিরাজ করে। কারণ সে তখন নিজে আল্লাহ্‌তাআলার ক্রোড়ে বা তাঁর আশ্রয়ে আছে এই প্রত্যয়ের সাথে জীবন যাপন করতে থাকে। (কুরআন মজীদ টীকা ১৪৪০)

হাদীস

৬৫। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমার কোন বান্দা আমাকে যে ভাবে কল্পনা করে, আমি তার নিকট তেমনই; যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার নিকটে থাকি। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে সাথীদের মাঝে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে তদপেক্ষা উত্তম সাথীদের মাঝে স্মরণ করি" (বুখারী)।

৬৬। হযরত যাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম যিকর, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই" (তিরমিযী)।

৬৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসেছে আর তথায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে নি, আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী সে বৈঠক তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়েছে। এভাবে যে ব্যক্তি কোন শয়ন স্থলে শুয়েছে অথচ তথায় আল্লাহ্‌র স্মরণ করে নি, আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে" (আবু দাউদ)।

৬৮। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র যিকর ছাড়া বেশি কথা বলো না । কেননা আল্লাহ্‌র যিকর ছাড়া বেশি কথা অন্তর শক্ত হবার কারণ, আর শক্ত ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ্ হতে সর্বাপেক্ষা দূরে" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

৬৯। "আলা বে যিকরেল্লাহে তাত্ মাইন্‌নুল কুলুব,"উক্ত আয়াতের সাধারণ অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌তালার স্মরণে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু এর তত্ত্ব ও দার্শনিক অর্থ এই যে, যখন মানুষ আন্তরিকতা এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্‌তালাকে স্মরণ করে এবং সকল সময় নিজেকে তাঁর সম্মুখবর্তী বলে মনে করে তখন তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্‌তালার মহিমার এক ভীতি জন্মে। সেই ভীতি তাকে সকল প্রকার গর্হিত ও নিষিদ্ধ বিষয় হতে রক্ষা করে, এবং সে সাধুতায় ও পবিত্রতায় উন্নতি লাভ করতে থাকে" (মলফূযাত -৮ম খন্ড)।

৩২। আল্লাহ্‌কে স্মরণের পদ্ধতি।

কুরআন

১১১। এবং তুমি স্মরণ কর তোমার প্রভুকে মনে মনে কাকুতি মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 'ক' (৭ঃ২০৬)

১১২। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করে তাঁরই প্রতি অনুরক্তির সাথে অনুরক্ত হও। (৭৩ঃ৯)

'ক' ২ঃ২০১; ৬ঃ৬৪;

হাদীস

৬৯। হযরত মুয়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে তাগিদ করছি যে, কোন নামাযের পর যেন এই যিকর বাদ না যায়, 'আল্লাহুম্মা আয়েন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরেকা ওয়া হুসনে আলা ইবাদাতেকা,' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য কর তোমাকে স্মরণ করতে, তোমার শোকর করতে এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করতে।' (আবুদাউদ)

৭০। হযরত আবু মূসা(রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা আমরা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে ভ্রমণ করছিলাম। এমন সময় লোকেরা উচ্চস্বরে 'আল্লাহ্ আকবর' (অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতে লাগল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'হে লোক সকল! তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। তোমরা তো এমন কাউকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। তোমরা তো তাঁকেই ডাকছ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, নিকটতম এবং তোমাদের সাথে সদা বর্তমান" (মুসলিম)।

৭১। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তাআলা রহমতের ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র কথা (এমন ভাবে) স্মরণ করে যে তার চোখ দু'টি অশ্রু বর্ষণ করে" (বুখারী)।

মলফূযাত

৪৫। "একস্থানে আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের স্মরণ করার ন্যায় বরং তদপেক্ষা অধিকতর' এতে দু'টি ইংগিত আছে। একতো যিকরুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌তাআলাকে স্মরণ যা পূর্ব-পুরুষদের স্মরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এতে এই নিগুঢ়তত্ত্ব নিহিত যে, পূর্ব-পুরুষদের প্রতি প্রীতি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। দেখ, সন্তানকে মা যখন মারেন, সে তখনও মা মা বলে চিৎকার করে। অন্য কথায় এ আয়াতে আল্লাহ্ মানুষকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, সে যেন আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রেম সম্বন্ধ পয়দা করে এবং এই প্রেম আপনা-আপনি উদ্ভূত হয়। এটাই সেই মারেফাত তথা তত্ত্ব জ্ঞানের মোকাম যেখানে মানুষের পৌছা চাই অর্থাৎ তার মধ্যে যেন আল্লাহ্‌র প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রেম পয়দা হয়" (মলফূযাত ৮ম খন্ড)।

৩৩। আল্লাহ্‌র যিকরকারীদের পুরস্কার। আল্লাহ্‌র স্মরণ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

কুরআন

১১৩। এবং যারা যখন কোন অশ্লীল কার্য করে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে, তারা স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য–এবং কে অপরাধ ক্ষমা করতে পারে আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে–এবং তারা যা করে, জেনে-শুনে তাতে (কায়েম থাকতে) জিদ ধরে না।

১১৪। এরাই এমন যাদের পুরস্কার তাদের প্রভুর পক্ষ হতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতসমূহ যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা বাস করতে থাকবে, এবং কত উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের জন্য! 'ক' (৩ঃ১৩৬-১৩৭)

'ক' ৭ঃ২০২; ২৪ঃ৩৮-৩৯;

হাদীস

৭২। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন জাতির লোক আল্লাহ্‌তালাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে পরস্পর মিলিত হয়ে বসে তখন ফিরিশতাগণ আসমান হতে তাদেরকে ঘিরে ফেলে, আল্লাহ্‌র রহমত তাদের উপর অবতীর্ণ হয়, প্রশান্তি তাদের উপর বিস্তার লাভ করে এবং আল্লাহ্‌তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিশতাগণের মধ্যে তাদের কথা উল্লেখ করনে।' (মুসলিম)

৭৩। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌ বলেন, 'যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে এবং তার অধর আমার স্মরণে নড়তে থাকে, আমি তার সঙ্গে থাকি" (বুখারী)।

মলফূযাত

৪৬। "খাদ্য যেমন শরীরে সতেজতা সৃষ্টি করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অনুরূপ অবস্থায় ভালবাসা ও ভক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ আল্লাহ্‌র স্মরণ একজন মোমেনের আধ্যাত্মিক গুণাবলীর শক্তি বৃদ্ধি করে। যার অর্থ তার চক্ষু দিব্য দৃষ্টি লাভ করে এবং তার কর্ণ আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায় এবং তার জিহ্বা সেই বাণীসমূহ পরিষ্কার উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করে থাকে" (যমিমা বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড)।

৩৪। আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে বিমুখ থাকার পরিণাম।

কুরআন

১১৫। এবং যে কেহ আমার স্মরণ হতে বিমুখ হবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন অতি কষ্টের হবে এবং কেয়ামত দিবসে আমরা তাকে অন্ধরূপে উঠাব। 'ক' (২০ঃ ১২৫।

১১৬। এবং যে ব্যক্তি রহমান আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে যায় আমরা শয়তানকে তার উপর নিযুক্ত করে দেই, অতঃপর সে তার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে যায়। 'খ' (৪৩ঃ৩৭)

১১৭। তোমরা সেই সকল লোকের ন্যায় হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনি ও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই দুষ্কৃতকারী। গ

১১৮। জাহান্নামবাসীগণ ও জান্নাতবাসীগণ সমান নয়। জান্নাতবাসীগণই সফলকাম।(৫৯ঃ২০-২১)

'ক' ১৮ঃ১০১,১০২; ২০ঃ১২৬-১২৮; ২১ঃ৪৩; ৬৩ঃ১০; ৭২ঃ১৮; 'খ' ৩৯ঃ২৩; ৫৩ঃ৩০,৩১; 'গ' ৯ঃ৬৭;

হাদীস

৭৪। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে তার প্রভু (আল্লাহ)-কে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না, তাদের দৃষ্টান্ত যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তি। যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিকর করা হয় সে ঘর জীবিতের ন্যায় এবং যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিকর করা হয় না সে ঘর মৃতের ন্যায়। (বুখারী- মুসলিম)

৭৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, শয়তান দূরে সরে যায় এবং যখন সে আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে গাফেল হয়, তখন শয়তান তার কর্ণে কুমন্ত্রণা দেয়" (বুখারী)।

৭৬। হযরত মুয়াজ ইবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মানবের নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌র গুণ কীর্তন অপেক্ষা অধিকতর উত্তম আমল আর নেই" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা)।

৭৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিসেরই একটি মাজন রয়েছে, আর অন্তরের মাজন হ'ল আল্লাহ্‌র যিকর। আল্লাহ্‌র যিকর অপেক্ষা আল্লাহ্‌র আযাব হতে অধিক ত্রাণদাতা আর কোন জিনিসই নেই।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করাও কি নয়?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় তরবারী মারলেও নয়। এমনকি তা টুটে যায়" (বায়হাকী- দাওয়াত কবীর)।

মলফূযাত

৪৭। "কারণ আভিশাপ এমন এক বিষয় যা অভিশপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং কোন ব্যক্তিকে তখনই অভিশপ্ত বলা যায়, যখন তার অন্তকরণ খোদা হতে একেবারে বিমুখ হয়ে তাঁর শত্রু হয়ে যায়। এজন্যই শয়তানকে 'লায়ীন' বা অভিশপ্ত বলা হয়। একথা কারও অজানা নেই যে, নৈকট্য হতে দূরে সরে যাওয়াকে লা'নত বলে। এই বাক্য সেই ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যার অন্তঃকরণ খোদাতালার প্রেম এবং এতায়াত (আনুগত্য) হতে দূরে সরে গিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সে খোদাতাআলার শত্রু হয়ে গিয়েছে" (খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

৪৮। কুরআন পাকে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "ফাযকুরুনী আযকুরুকুম ওয়াশ্‌ কুরুলী ওয়া লা তাকফুরুন।" অর্থাৎ "হে আমার বান্দাগণ! আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব, এবং তোমরা আমার দেয় অনুগ্রহরাশির জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে এবং নিজেদেরকে আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ প্রমাণ করবে না।" এই আয়াত হতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খোদার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকা কুফরীর নামান্তর। মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যই আল্লাহ্‌ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করেছেন, মানুষের হাঁটা, বসা, দাঁড়ান এক কথায় প্রতি অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিত। আল্লাহ্‌র প্রতি এই স্মরণই অন্যান্য জীবের সাথে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং তাকে প্রকৃত এবং সত্য মানবে পরিণত করে। এরূপ স্মরণই তার মধ্যে খোদা প্রাপ্তির আশা এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে " (ফতওয়াএ আহমদীয়া পৃ ১১)

৩৫। মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র বাক্যালাপ ঃ মানুষের সাথে বাক্যালাপ আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি – তাঁর পদ্ধতি।

কুরআন

১১৯। এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে আল্লাহ্‌ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন- কিন্তু কেবল ওহী যোগে অথবা পর্দার অন্তরাল হতে অথবা এমন দূত প্রেরণ করেন যে তাঁর আদেশানুযায়ী তা ওহী করেন যা তিনি চান, নিশ্চয় তিনি অতীব মর্যাদাবান, পরম প্রজ্ঞাময়। 'ক' (৪২ঃ৫২)

'ক' ৪১ঃ৩১;

হাদীস

৭৮। হযরত মাসরুক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আম্মাজান! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কি তাঁর রবকে (মি'রাজের সময়) দেখেছিলেন'। জবাবে তিনি বললেন, 'তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও? সেই তিনটি কথার কোন একটি কথা কেউ তোমাকে বললে সে মিথ্যাবাদী হবে, (সে তিনটি কথা হ'ল) যদি কোন লোক তোমার নিকট বলে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন তবে সে মিথ্যা বলেছে।' এ কথার সমর্থনে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, 'দৃষ্টি শক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, বরং তিনিই সব দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। এবং তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সব অবহিত।' আর একটি আয়াত হল, 'কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে ওহী অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলে।'

আর যে লোক তোমাকে বলে যে আগামীকাল কি হবে না হবে সে তা জানে তবে সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর (এই দাবীর সমর্থনে) তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'কোন লোকই জানে না যে সে আগামীকাল কী করবে।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪৯।"আল্লাহ্‌র বাণী যা, কিছু নির্ধারিত মানুষ এবং আল্লাহ্‌র নবীদের নিকট প্রত্যাদেশ হয়, সন্দেহাতীতভাবে একটি বিরাট অলৌকিক বিষয় এবং অন্য কেউ নিজে বা অন্যের সহযোগিতায় তা করতে পারে না" (মলফূযাত ৩য় খন্ড)।

৫০। "অন্য এক প্রকার ঐশীবাণী আছে যেমন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে কোন ঘটনা প্রকাশ করে দেন, অথবা কোন ফিরিশ্‌তা মানুষের আকৃতিতে কোন গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেন, কোন কাগজ, পাথর, ইত্যাদির উপর কোন লেখা ভেসে উঠে, যা গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেয়" (বারাহীনে আহমদীয়া)।

৩৬। নবী ও আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেন। যারা কথা বলতে পারে না বা কারো কোন উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না, তারা উপাস্য হতে পারে না। কথা বলা জীবন্ত উপাস্যের প্রমাণ।

কুরআন

১২০। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি যেরূপে আমরা নূহ এবং তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করেছিলাম, এরূপে আমরা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরগণ এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের উপর ওহী করেছিলাম, এবং দাউদকে আমরা যবুর দিয়েছিলাম। 'ক' (৪ঃ১৬৪)

১২১। যখন আমরা তোমার মাতার প্রতি ওহী করেছিলাম ঐ সময় ওহী করা জরুরী ছিল। 'খ' (২০ঃ৩৯)

১২২। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল) 'আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সারা দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।' 'গ' (২ঃ১৮৭)

১২৩। এবং মূসার জাতি তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা তৈরী করল একটি গো-বৎস, একটি (প্রাণহীন) দেহ যার মধ্য হতে হাম্বা রব বের হত। তারা কি এটা দেখে নাই যে, তা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে কোন পথেও পরিচালিত করে না? তারা তাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিল এবং তারা ছিল যালেম। 'ঘ'* (৭ঃ১৪৯)

'ক' ২ঃ২৫৪; ৪ঃ১৬৫; ৭ঃ১১৮, ১৪৪; ১৭ঃ৪০; ১৮ঃ১১১; ২০ঃ১২-১৪; ২১ঃ৭৪, ১০৯; ২৭ঃ৯-১০; ২৮ঃ৩১, ৪৭, ৫২; ৪১ঃ৭; ৪২ঃ৪, ৫৩; ৫৩ঃ৫; 'খ' ৩ঃ৪৩, ৪৬; ৫ঃ১১২; ১৬ঃ৬৯; ১৯ঃ১৮-২০; ২৮ঃ৮; 'গ' ৭ঃ৫৬-৫৭; ২১ঃ৮৯; ২৭ঃ৬৩; 'ঘ' ২০ঃ৮৯-৯০; ২১ঃ৬৩-৬৮; ২৬ঃ৭১-৭৮; ২৯ঃ১৮; ৩৭ঃ৯৬;

---

* আল্লাহ্ কেবল তখনই এক জীবন্ত খোদা প্রমাণিত হন, যদি তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে কথা বলেন। এটা কোন যুক্তিতে টেকে না যে অতীতে আল্লাহ্ তাঁর অনুগৃহীত বান্দাদের সাথে কথা বলতেন এবং এখন তিনি মূক হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ্‌তালার সম্যক গুণাবলীর কোন একটিও বাতিল হয়ে যেতে পারে এমন ধারণাও করা যায় না। অতীতে যেমন ঐশী বাণী লাভ সম্ভব হ'ত, এখনও আল্লাহ্‌র ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির অনুগ্রহ অর্জন তেমনই সম্ভব। ঐশী বাণী শুধু নতুন বিধানই বহন করে এমন নয়,এটা আধ্যাত্মিক জীবনে সজীবতা সঞ্চারিত করে এবং মানবকে তার প্রভু ও প্রতিপালকের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। (কুরআন মজীদ টীকা ১০৫৩)

হাদীস

৭৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলদের সঙ্গে কতিপয় লোক এমন ছিলেন যারা নবী না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে (আল্লাহ্‌র তরফ হতে) কিছু কথাবার্তা বলা হত। তাদের মত এমন কেউ যদি আমার উম্মতের মধ্যে থাকে তবে সে উমরই বটে" (বুখারী -কিতাবুল মানাকিব)।

৮০। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "নবী (সাঃ) (গারে হেরা) থেকে খদীজা (রাঃ)-এর কাছে ফিরে আসলেন, তাঁর হৃদকম্পন হচ্ছিল। তখন খদীজা (রাঃ) তাঁকে নিয়ে ওরাকা ইবনে নাওফেলের নিকট গেলেন। ওরাকা খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন এবং আরবী ভাষায় ইঞ্জিল পাঠ করতেন। তখন ওরাকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি দেখেছেন?' নবী (সাঃ) তাঁকে সব জানালেন। তখন ওরাকা বললেন, 'এতো সেই 'নামুস' (ফিরিশ্‌তা) যাকে মহান আল্লাহ্ মূসার উপর নাযেল করেছিলেন। আমি যদি আপনার যমানা পাই তবে সর্বশক্তি দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব" (বুখারী- কিতাবুল আম্বিয়া)।

মলফূযাত

৫১। "এটা কখনও সত্য নয় যে আল্লাহ্‌র কথা বলা সম্মুখে নয়, পশ্চাতে রয়ে গেছে। আমরা তাঁর বাক্যালাপ ও সম্বোধনের উপর কোন যামানা বা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে মোহর লাগাতে পারি না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্বের ন্যায় এখনও অন্বেষণকারীদের ইলহামের প্রস্রবণ দ্বারা সমৃদ্ধ করতে প্রস্তুত। এখনও তাঁর আশীষসমূহের দরজা তেমনই খোলা আছে যেমন পূর্বেও খোলা ছিল" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫২। "সূর্যের আলো যেমন আকাশ হতে এসে থাকে আমাদের চক্ষুর ভিতর হতে নয়, তদ্রুপ ঐশী শব্দাবলীও খোদার নিকট হতে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অবতীর্ণ হয়ে থাকে – মানুষের হৃদয় হতে উৎসরিত হয় না। যেহেতু খোদাতাআলার অস্তিত্ব সত্য এবং তিনি সমস্ত কিছু দেখেন, শোনেন, জানেন এবং কথাও বলেন, কাজেই তাঁর বাণী তাঁর নিকট হতেই এসে থাকে, মানুষের চিন্তাধারা কখনই ঐশীবাণী নয়। মানুষের অন্তরে যেভাবে কল্পনা উদয় হয়, তা তার অন্তরে প্রকৃতিগত পরিসরেই সীমাবদ্ধ" (বারাহীনে আহমদীয়া)।

৩৭। আল্লাহ্‌র দীদার ঃ মানুষ ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌কে দর্শন করবে। আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শনের শর্ত। জাগতিক চক্ষুদ্বারা আল্লাহ্‌কে দেখা যায় না। আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে অস্বীকারকারীদের পরিণাম। অস্বীকারকারীরা আল্লাহ্‌র দর্শন হতে বঞ্চিত থাকবে।

কুরআন

১২৪। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবার আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে যেন কাকেও শরীক না করে। 'ক' (১৮ঃ১১১)

১২৫। দৃষ্টি তাঁর নাগাল পেতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগাল পেয়ে থাকেন। বস্তুত তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সম্যক অবহিত। 'খ' * (৬ঃ১০৪)

১২৬। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে, সে পরজগতেও অন্ধ হবে এবং সে চরম বিপথগামী হবে। 'গ' ** (১৭ঃ৭৩)

১২৭। এবং যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে এবং তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। 'ঘ' (২৯ঃ২৪)

১২৮। যখন তার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে বলে, 'প্রাচীন লোকদের কিস্‌সা কাহিনী।'

১২৯। কখনও নয় বরং তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে।

১৩০। কখনও নয়, বস্তুত সেদিন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দর্শন হতে অবশ্যই আড়ালে রাখা হবে। 'ঙ' (৮৩ঃ১৪-১৬)

ক' ২ঃ৪৭, ২২৪, ২৫০; ১১ঃ৩০; ২৯ঃ৬; ৪১ঃ৫৫; ৮৪ঃ৭; 'খ' ৭ঃ১৪৪; 'গ' ২০ঃ১২৫-১২৭; ৮৩ঃ১৫-১৬; 'ঘ' ৪ঃ১৫৪; ৬ঃ৩২; ৭ঃ১৪৮; ১০ঃ৮-৯, ৪৬; ১৮ঃ১০৬; ৩০ঃ৯, ১৭; ৩২ঃ১১; 'ঙ' ২ঃ১৭৫; ৩ঃ৭৮;

---

* বাসারুন বহুবচনে আবসারুন অর্থ দৃষ্টি অথবা বুদ্ধি বা মেধা এবং লতীফ অর্থ ধারণাতীত বা উপলব্ধির অসাধ্য , অতি সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, ধরা ছোঁয়ার বহির্ভূত (লেইন-তাজ)। এই আয়াতের মর্মার্থ হল যে, পবিত্র ঐশী বাণীর সহায়তা ছাড়া শুধু মানবীয় বিচার বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ্তালাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মানুষের চর্মচক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু তিনি মানুষের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন তাঁর প্রত্যাদিষ্ট নবীগণের মাধ্যমে অথবা তাঁর সিফত বা গুণাবলীর কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক চক্ষু দ্বারাই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। (কুরআন মজীদ টীকা-৮৮৭)

** যারা ইহজীবনে আধ্যাত্মিক চোখের সঠিক ব্যবহার করে না, তারাই পরকালে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকবে। পবিত্র কুরআন ব্যক্ত করে যে, যারা আল্লাহ্তালার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না এবং তা হতে অন্ধের ন্যায় কোন উপকার লাভ করে না, তারা পরজীবনে আধ্যাত্মিক ভাবে অন্ধই থাকবে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৬৩৭)

হাদীস

৮১। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ ভালবাসে আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" হযরত আয়শা (রাঃ) বা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কোন এক স্ত্রী বললেন, "আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি।" হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, "কথাটা এমন নয়। বস্তুত মু'মেনের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর মর্যাদার সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে পছন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না। তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পছন্দ করে, এবং আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। কিন্তু কোন কাফেরের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে আল্লাহ্র শাস্তি ও আযাবের সুসংবাদ (?) প্রদান করা হয়, তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে অপছন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না। তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন" (বুখারী-কিতাবুর রিকাক)।

৮২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "লোকেরা বলল,'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দর্শন লাভ করব?' তিনি বললেন, 'মেঘ মুক্ত অবস্থায় সূর্যের দিকে (তাকাতে) তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়?' তারা বললেন, 'না, হে রসূলাল্লাহ্!' তিনি বললেন, 'মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে (তাকাতে) তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়?' তাঁরা বললেন, 'না-ইয়া রসূলাল্লাহ্!' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা এমনিভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্কে দেখতে পাবে" (বুখারী-কিতাবুর রিকাক)।

মলফূযাত

৫৩। "তারপর এই অবস্থাকেই আরও অধিক স্পষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ রয়েছে, সে পরলোকেও অন্ধ থাকবে। বরং অন্ধ হতেও মন্দ হবে।' এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, নেক বান্দাগণ আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) ইহলোকেই পেয়ে থাকেন। তাঁরা এই জগতেই সেই প্রিয়ের দর্শন লাভ করেন, যাঁর জন্য তাঁরা সর্বস্ব বিসর্জন দেন। বস্তুত এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই যে, বেহেশতী জিন্দেগীর বুনিয়াদ এই জগতেই স্থাপিত হয় এবং জাহান্নামের অন্ধত্বের মূলও এই জগতেরই পচা ও অন্ধ জীবন" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫৪। দীদারে ইলাহী (আল্লাহ্তাআলার দর্শন) লাভের জন্য জরুরী ইহজগতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং তাঁর দর্শন লাভের জন্য এখান হতেই মানুষ যেন দৃষ্টি লাভ করে যায়। যে ব্যক্তি এখান হতে প্রস্তুত হয়ে যাবে না, সে ওখানে বঞ্চিত থাকবে। সুতরাং আল্লাহ্ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে সে পরকালেও অন্ধ থাকবে।' এর অর্থ এ নয় যে, যারা চর্ম চক্ষুর দিক দিয়ে অন্ধ থাকবে তারা সেখানে অন্ধ থাকবে। বরং এর অর্থ এই যে দীদারে ইলাহীর জন্য চক্ষু ও ইন্দ্রিয়সমূহ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে এবং সে চক্ষু লাভের জন্য 'তাবাত্তুল' তথা সব কিছুর মায়া কাটিয়ে আল্লাহ্র দিকে কেটে পরার ও আত্মশুদ্ধি লাভের প্রয়োজন" (মলফূযাত-৮ম খন্ড)।

৩। সৃষ্টিতত্ত্ব

৩৮। কোন সৃষ্টিকেই বৃথা সৃষ্টি করা হয় নি।

কুরআন

১৩১। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন বস্তুকেই ক্রীড়া-কৌতুকস্বরূপ সৃষ্টি করি নি। 'ক'*

১৩২। আমরা উভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্য ব্যতিরকে সৃষ্টি করি নি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। 'খ' (৪৪ ঃ ৩৯-৪০)

'ক' ২১ঃ১৭; ৭৫ঃ৩৭; 'খ' ৩ঃ১৯২; ২৩ঃ১১৬; ৩৮ঃ২৮; ৪৬ঃ৪;

---

* মানব জীবন অতীব অর্থপূর্ণ, গুরুত্বময় ও দায়িত্ব ভারাক্রান্ত। এর বিরাট উদ্দেশ্য ও নিগুঢ় লক্ষ্য রয়েছে। মানুষের চেতনা চৈতন্য, মননশীলতা ও চিন্তা-শক্তি ইত্যাদি যে সকল সহজাত গুণাবলী তাকে একান্তভাবে দেয়া হয়েছে, তা একথার সুষ্ঠু সাক্ষ্য বহন করে যে মানব-জীবন নিশ্চয় অর্থময় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ। আকাশমালা ও পৃথিবীর সৃষ্টি এই মহান সত্যের প্রতি প্রবলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৭০১)

হাদীস

৮৩। হযরত আবু সুফিয়ান দারামী (রহঃ) বলেছেন, "আমি যখন ঘর থেকে বের হই তখন যে বস্তুর উপরই আমার দৃষ্টি পড়ে, আমি তাতে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি যে, তাতে আমার জন্য আল্লাহ্তাআলার এক বিরাট নেয়ামত বিদ্যমান রয়েছে। আর তার মধ্যে আমার শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ বিদ্যমান" (তফসীরে মা'রেফুল কুরআন, ২য় খন্ড)।

মলফূযাত

৫৫। "খোদার কালাম খোদার শক্তি দ্বারা নির্ণীত হয়, যেমন তাঁর সৃষ্টি কৌশল প্রাকৃতিক বিস্ময়কর লীলা দ্বারা প্রমাণিত হয়। যথা– আকাশে সহস্র তারকা ও নক্ষত্র বিরাজমান। যদি কোন নির্বোধ কতকগুলি তারকার প্রতি সংকেত করে বলে যে, এগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই এরা খোদাতাআলার তরফ হতে নয়। কিংবা কতিপয় বৃক্ষ, লতা, পাথর বা জন্তুর নাম নিয়ে বলে যে, এদের অস্তিত্ব বাদেও অন্য বৃক্ষ লতাদি দ্বারা কাজ-চলতে পারে, এজন্য এগুলি খোদাতাআলার তরফ হতে নয়, তবে তাকে পাগল ও বোকা ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে?" (খ্রীস্টান সিরাজউদ্দিনের চারটি প্রশ্নের জওয়াব)

৩৯। ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি। আরশ কী? আল্লাহ্‌র বাদশাহাত অসীম। তাঁর সৃষ্টির সীমা মানুষের কল্পনাতীত।

কুরআন

১৩৩। তুমি বল, 'তোমরা কি বাস্তবিক তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি পৃথিবীকে দু' দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তার সমকক্ষ সৃষ্টি করছ? * ইনিই তো সকল জগতের প্রতিপালক।

১৩৪। এবং তিনি পৃথিবীতে তার উপরিভাগে পর্বতশ্রেণী সংস্থাপন করেছেন এবং তাতে বহু বরকত রেখেছেন এবং তাতে চার দিনে পরিমিত পরিমাণে তার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেছেন, যা সকল অন্বেষণকারীদের জন্য সমান। **(৪১ঃ১০-১১)

১৩৫। অতঃপর তিনি তাদেরকে সাত আকাশে সম্পূর্ণ করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আকাশকে এর কার্য সম্বন্ধে ওহী করলেন এবং আমরা নিম্নতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করলাম এবং হিফাযতের কারণ করলাম। এটা হ'ল পরম পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। 'ক' ***(৪১ঃ১৩)

১৩৬। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ্‌ যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। 'খ' ****(৭ ঃ৫৫)

১৩৭। হে জিন্ন ও ইনসানের দল! যদি তোমরা আকাশ এবং পৃথিবীর প্রান্তসমূহ ভেদ করে যেতে পার, তবে ভেদ করে যাও। তোমরা (সর্বাধিপতির) কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে আদৌ ভেদ করে যেতে পারবে না। 'গ' *****(৫৫ঃ৩৪)

'ক' ২ ঃ৩০; ২১ঃ৩১; ৬৫ঃ১৩; ৬৭ঃ৪; ৭১ঃ১৬; ৬৫ঃ১৩; ৭৮ঃ১৩; 'খ' ১০ঃ৪; ১১ঃ৮; ২৫ঃ৬০; ৩২ঃ৫; ৫০ঃ৩৯; ৫৭ঃ৫; 'গ' ৫১ঃ৪৮; ৭৯ঃ২৯;

---

* এখানে যে দু'দিনের উল্লেখ আছে তার দৈর্ঘ- নিরূপণ করার ক্ষমতা কারো নেই। এর পরিমাণ হাজার হাজার বছর হতে পারে। কুরআন শরীফেই একদিনকে এক হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে (২২ : ৪৮), এমন কি এক দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমানও বলা হয়েছে (৭০ ঃ ৫) 'দু' দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করার অর্থ পৃথিবীর প্রাথমিক দু'টি অবস্থাকেও বুঝাতে পারে যেমন প্রথমাবস্থায় তা উত্তপ্ত আকৃতিহীন বায়বীয় (গ্যাস) অবস্থায় ছিল এবং ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে হতে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে দ্বিতীয়াবস্থার আকৃতি ধারণ করে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৬২২)

** উপরের আয়াতে যে দু'টি দিন বা দু'টি অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবী একটি ঘনীভূত আকৃতি ধারণ করল, সে দু'দিন এই আয়াতে উল্লেখিত চারদিনের অন্তর্গত। দু'দিনে পৃথিবী আকৃতি ধারণের পর অতিরিক্ত দু' দিনে আরো দু'টি বিবর্তন বুঝাচ্ছে। যথা পৃথিবীর বুকে পাহাড়-পর্বত নদী নালা স্থাপন এবং গাছপালা, শস্য, সবজী ও জীবজন্তু সৃষ্টি । (কুরআন মজীদ টীকা ২৬২৩)

*** ১০ও ১১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এবং তার উপর পর্বত নদী প্রভৃতি ও এবং শস্যাদিসহ প্রাণী জগৎ স্থাপিত হয়েছে আরো দু'দিনে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে পৃথিবী সৃষ্টিতে যেমন দু'দিন লেগেছে, সৌরজগত ও এর গ্রহ উপগ্রহ দু'দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরূপে এই বিশ্বজগৎ ছ' দিনে সৃষ্টি হয়েছে। এই হিসাব ৭ঃ৫৫ এবং ৫০ঃ৩৯ আয়াত গুলির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইয়াওম শব্দটিকে পর্যায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মনে করলে ১০, ১১ও ১৩ আয়াত তিনটি দ্বারা এটাই বুঝায় যে, এই বিশ্বজগৎকে ছ'টি পর্যায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি সম্পন্ন হবার পর পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হয় এবং এই মানব সৃষ্টিও ৬টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় (২৩ঃ১৩-১৫)। (কুরআন মজীদ টীকা ২৬২৭)

**** আরশে "সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন" শব্দগুলির মর্মার্থ হচ্ছে যে জড়জগৎ সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌তাআলা সর্বোত্তম অলৌকিক সীফতসমূহ এবং তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ গুণসমূহ কার্যকর হ'ল, এবং বিশ্বের সকল বিষয় নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মাধীন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে আরম্ভ করল এবং সম্পূর্ণভাবে নিপুণ ও নির্ভুলরূপে ক্রিয়াশীল হয়ে গেল। আরও দেখুন The larger edition & the commentary pp ৯৭৩-৯৭৬. (কুরআন মজীদ টীকা ৯৮৬) এ ছাড়াও দেখুন কুরআন মজীদ টীকা-১৩০০।

***** এই আয়াতটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা এই যে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যারা বস্তু বিজ্ঞানের উন্নতিতে চরমত্ব লাভ করেছেন বলে গর্ববোধ করেন, তাদেরকে এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে,জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা যত উন্নতিই করুক না কেন, যে সব

প্রাকৃতিক আইন-কানুন বিশ্বজগতের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, সেসব আইন-কানুন তারা কখনও সম্পূর্ণ মাত্রায় আয়ত্ত করতে পারবে না। যত চেষ্টাই তারা করুক না কেন, সর্বাধিপতি আল্লাহ্‌র কতৃত্ব ব্যতিরেকে তারা সফলকাম হবে না। এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে , 'তোমরা আকাশ ভেদ করে যেখানেই যাওনা কেন, তোমরা দেখতে পাবে যে, সেখানেও আল্লাহ্‌র বাদশাহাত বিরাজ করছে। অন্য একটি ব্যাখ্যা হল ঃ- এই আয়াত পাপীদেরকে সাবধান করে বলছে যে, তোমরা দুঃসাহসীকতার সাথে পৃথিবীতে ও আকাশের সীমাভেদ করে যেতে চাও কিন্তু ঐশী বিধানকে অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে কখনও বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণ পাবে না। এই আয়াতে বর্তমান যামানার রকেট স্পুটনিক ইত্যাদি মহাকাশ পাড়ি দিবার খেয়াযানগুলির প্রতিও ইঙ্গিত থাকতে পারে, যা দ্বারা আমেরিকা ও রাশিয়া গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাবার চিন্তা ভাবনা করছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, বড়জোর তারা কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিশ্ব-মহাবিশ্ব তো অসীম ধারণাতীত। (কুরআন মজীদ টীকা ২৯৩৪)।

হাদীস

৮৪। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন আল্লাহ্‌তাআলা জমিন সৃষ্টি করলেন, জমিন কাঁপতে লাগলো অতঃপর আল্লাহ্‌ পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং তার উপর শলাকা স্বরূপ মারলেন। জমিন স্থির হল" (তিরমিযী –মেশকাত হতে, দানের মাহাত্ম্য)।

মলফূযাত

৫৬। "বস্তুত তারা (ফিরিশ্‌তারা) তাদের স্বভাব অনুযায়ী বিচরণ করে তবুও তারা নিজেদের নির্ধারিত স্থানে ঠিক থাকে যেমন সারা জাহানের বাদশাহ্‌ আরশে অবস্থান করেন (২০ঃ৬)। তোমরা জান যে, মহান আল্লাহ্‌ রাত্রের শেষ প্রহরে আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। কিন্তু এটা বলা যায় না যে, তিনি তাঁর আরশ ত্যাগ করেন এবং পুনরায় সেখানে আরোহণ করেন। ফিরিশ্‌তাদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা যারা তাদের প্রভুর গুণাবলী প্রতিফলিত করে যেমন ছায়া তার কায়াকে প্রতিফলিত করে। আমরা তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারি না কিন্তু আমরা তাতে বিশ্বাস করি" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম)।

৫৭। "এটা মুসলমানদের বিশ্বাস নয় যে, 'আরশ' একটি ভৌতিক বা জড় পদার্থ দ্বারা তৈরী বস্তু যার উপর আল্লাহ্‌ সমাসীন। তুমি কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে পার কিন্তু তুমি তার কোথাও পাবে না যেখানে 'আরশ' একটি সীমাবদ্ধ সৃষ্টবস্তু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বার বার বলেছেন যে, তিনি অস্তিত্বশীল সকল বস্তুর স্রষ্টা। তিনি আকাশ, পৃথিবী, আত্মাসমূহ এবং তাদের সকল কর্মক্ষমতাসমূহেরও স্রষ্টা। তিনি স্ববিদ্যমান এবং সকল বস্তুই তাঁর কারণেই বিদ্যমান। অস্তিত্বশীল সকল বস্তুই তাঁর সৃষ্টি। তিনি একথা কোথাও বলেন নি যে, 'আরশ' এমন কোন ভৌতিক জিনিস যার স্রষ্টা তিনি। পবিত্র কুরআনের যেখানেই 'আরশ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, সেখানেই আল্লাহ্‌তালার মহিমা, মহত্ব ও প্রাধান্য অর্থে-ব্যবহৃত হয়েছে। যার জন্য তা সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র মহিমা ও মহত্ত্বের প্রকাশ চারটি। বেদ তাদেরকে চারটি দেবতা বলে উল্লেখ করেছে। কিন্ত কুরআনের বাকধারানুযায়ী তারা ফিরিশ্‌তা" (নাসীমে-দাওয়াত)।

৪০। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি থেমে নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নতুন নতুন সৃষ্টি করে থাকেন।

কুরআন

১৩৮। তবে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ? না, বরং নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে তারা সন্দেহে নিপতিত। 'ক' * (৫০ঃ১৬)

১৩৯। তাঁর কর্মধারাতো এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন তখন তাকে শুধু বলেন 'হও' তখন তা হয়ে যায়। 'খ'(৩৬ঃ৮৩)

১৪০। এবং তিনি আরও যা সৃষ্টি করবেন তোমরা (এখন তা) জান না। 'গ' (১৬ঃ৯)

'ক' ১৭ঃ১০০; ৩৫ঃ২; ৩৬ঃ৮২; ৪৬ঃ৩৪; ৫০ঃ৩৯; ৫১ঃ৪৮; ৫৩ঃ৭; 'খ' ২ঃ১১৮; ৩ ঃ৪৮; ৫ঃ১৮; ৬ঃ৭৪; ১৪ঃ২০; ১৬ঃ৪১; ৩৫ঃ১৭; ৪০ঃ৬৯; ৫৪ঃ৫১; ৬৫ঃ১৩; 'গ' ৩৬ঃ৪৩; ৫৪ঃ৩০

---

* এসব গুলিতেই 'সৃষ্টি' বলতে কেবল সাধারণ অর্থ 'অস্তিত্বে আনাই' বুঝাচ্ছে না, 'অস্তিত্ব দান' ছাড়াও আর একটি অর্থও বুঝাচ্ছে। তা হল, কোন জাতির মধ্যে নবী আগমনের ফলশ্রুতিতে সেই জাতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক নব জাগরণ ও বিপ্লব সাধিত হয়, তা-ও সৃষ্টির অপর রূপ। (কুরআন মজীদ টীকা ২৮০৫)

হাদীস

৮৫। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবু আওফা (রাঃ) বলেন, "হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন সকালে উপনীত হতেন বলতেন, 'আমরা সকালে উপনীত হলাম, আর সকালে উপনীত হ'ল রাজ্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা। আল্লাহ্‌র জন্য বড়াই এর অধিকার ও সম্মান। আল্লাহ্‌র জন্য সৃষ্টি ও (এর) পরিচালন, রাত্রি ও দিন এবং এতে যা বসতি করে। আল্লাহ্‌! তুমি এই দিনের প্রথমাংশকে কর কল্যাণযুক্ত ও মধ্যাংশকে কর কামিয়াবির কারণ এবং শেষাংশকে কর সাফল্যময়। ইয়া-আর-হামুর রহেমীন" (মেশকাত, নববী আযকারে)।

মলফূযাত

৫৮। "মানুষের সত্তা সীমাবদ্ধ কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তা অসীম। আল্লাহ্‌ তাঁর স্বকীয় সত্তার দ্বারা যা কিছু ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করতে পারেন। এটাই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য। কোন গুণাবলী কার্যকরী করতে তাঁর কোন মাধ্যম বা সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কিছুই তাঁকে বাধা-দিতে পারে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাৎক্ষণিকভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারেন" (লেকচার সিয়ালকোট)।

৪১। আল্লাহ্ সব কিছুই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্র কোন জোড়া নেই। পুনরাবর্তনের দ্বারা সৃষ্টি চালু রাখার অপূর্ব পদ্ধতি।

কুরআন

১৪১। তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হতে (তাদের জন্য) জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এর মধ্যে তোমাদেরকে বিস্তৃত করেছেন। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। 'ক'* (৪২ঃ১২)

১৪২। পবিত্র তিনি যিনি সকল বস্তুকে যা যমীন উৎপন্ন করে এবং স্বয়ং তাদেরকে এবং তাদেরকেও যা তারা জানে না জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। 'খ' (৩৬ঃ৩৭)

১৪৩। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকগণ (উপাস্য) হতে কি কেউ, এমন আছে যে সৃষ্টিকে উদ্ভব করে এবং এর পুনরাবর্তন ঘটায়? তুমি বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টির উদ্ভব করেন এবং এর পুনরাবর্তন ঘটান।' সুতরাং তোমাদেরকে কোন দিকে ফিরান হচ্ছে? 'গ' ** (১০ঃ৩৫)

'ক' ৪ঃ২; ৭ঃ১৯০; ১৬ঃ৭৩; ৩০ঃ২২; ৩৫ঃ১২; ৩৯ঃ৭; ৫৩ঃ৪৬, ৪৭; ৭৫ঃ৪০; ৭৮ঃ৯; ৯২ঃ৪; 'খ' ১৩ঃ৪; ২০ঃ৫৪; ২৬ঃ৮; ৩১ঃ১১; ৪৩ঃ১৩; ৫০ঃ৮; ৫১ঃ৫০; 'গ' ১০ঃ২৭, ৬৫; ২৯ঃ২০; ৩০ঃ১২, ২৮; ৮৫ঃ১৪;

---

* পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনিই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হতে জোড়া সৃষ্টি করেছেন।' অন্যত্র এই ইরশাদ হয়েছে, 'এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি (৫১ঃ৫০)। এতে মানুষ ভুল বশতঃ মনে করতে পারে যে, আল্লাহ্তালারও জোড়া আছে। এই সম্ভাব্য ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য এখানে বলে দেয়া হল, 'কোন কিছুই তাঁর মত নয়।' এই বাক্যটি পরিষ্কারভাবে বলছে, আল্লাহ্ এমনই এক-অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় যে তাঁর মত কোন কিছু কল্পনায়ও আসে না। মানুষের বুদ্ধি ও ধারণার বহু উর্ধ্বে তিনি । যদিও মানুষ ও আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে একটা দূরতম, অপরিপক্ক ও অপূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হতে পারে, তথাপি এই দু'য়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও সমতার চিন্তা করা একেবারে বাতুলতা মাত্র। (কুরআন মজীদ টীকা ২৬৪৭)

** স্রষ্টার প্রকৃত প্রমাণ হ'ল তাঁর পূর্ব সৃষ্টিকে পুনরায় অবিকলরূপে সৃষ্টি করার শক্তি, নচেৎ এ দাবী অর্থাৎ সৃষ্টির দাবী সম্পূর্ণ ভূয়া প্রমাণিত হবে অথবা এতে মারাত্মক আপত্তি থেকে যাবে; অন্যথায় এরূপ দাবী মিথ্যাবাদী বা ভন্ডও করতে পারে। ঐশী সত্যতার এই প্রমাণ উপস্থাপন করে এই আয়াত প্রতিমা পুজারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা রেখেছে যে, তাদের তথাকথিত দেবদেবীদের মধ্যে কে এরূপ সৃষ্টি পদ্ধতির এবং পুনঃ সৃষ্টির হোতা, যে পৃথিবীর জন্মলগ্ন হতে অবিরাম কাজ করে আসছে? (কুরআন মজীদ টীকা-১২৫৯)

হাদীস

৮৬। হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্র সব সৃষ্টিই শাকউন বা জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং আসমানও জোড়া বাঁধা। একমাত্র মহান আল্লাহ্তালাই বেজোড়া" (বুখারী)।

মলফূযাত

৫৯। "তাঁরই আদেশে সহস্র সহস্র লোক প্রাণ ত্যাগ করে, আবার সহস্র সহস্র লোক জন্ম গ্রহণ করে, আমাদের প্রার্থনা গৃহীত হয়, নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং পৃথিবী সহস্র প্রকারের উদ্ভিদ, ফল ও ফুল উৎপন্ন করে। এ সব কি খোদাতালার ক্ষমতা ছাড়াই হচ্ছে? বরং আকাশের গ্রহ উপগ্রহাদি একই অবস্থায় ও নিয়মে চলে আসছে। তাদের মধ্যে এরূপ কোন আবর্তন বিবর্তন ও পরিবর্তনের লীলাভূমিতে পরিণত হচ্ছে। প্রত্যহ কোটি কোটি লোকে জগৎ হতে পরে যাচ্ছে, আবার কোটি কোটি শিশু জন্মগ্রহণ করছে এবং প্রত্যেক দিক দিয়ে ও প্রত্যেকভাবে এক শক্তিশালী নিপুন কারিগরের আধিপত্য অনুভূত হচ্ছে" (কিশতিয়ে নূহ)।

৪২। দিন-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

কুরআন

১৪৪। এবং আমরা রাত্রি ও দিবসকে দু'টি নিদর্শন করেছি, এরূপে যে, রাত্রের নিদর্শনকে আমরা (এর আলো) মুছে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আমরা করেছি দৃষ্টিশক্তি দানকারী যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অন্বেষণ কর এবং যেন তোমরা বছরগুলির গণনা ও হিসেব অবগত হতে পার এবং প্রত্যেক বিষয়কে আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। 'ক' (১৭ঃ১৩)

১৪৫। তিনিই উষার উন্মেষকারী এবং রাত্রিকে আরামের জন্য এবং চন্দ্র ও সূর্যকে (সময়) গণনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ-এর অমোঘ পরিমাপ। 'খ'

১৪৬। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের সাহায্যে তোমরা স্থলের ও জলের অন্ধকার রাশির মধ্যে পথ নির্ণয় করতে পার। আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। 'গ' (৬ঃ৯৭-৯৮)

'ক' ১০ঃ৬৮; ১৪ঃ৩৪; ২৫ঃ৬৩; ২৭ঃ৮৭; ২৮ঃ৭৪; ৩০ঃ২৪; ৩৬ঃ৩৮; ৪১ঃ৩৮; ৭৮ঃ১১, ১২; 'খ' ৭ঃ৫৫; ১০ঃ৬, ৬৮; ১৬ঃ৩; ২৫ঃ৪৮, ৬২, ৬৩; ২৭ঃ৮৭; ২৮ঃ৭৩-৭৪; ৩০ঃ২৪; ৩১ঃ৩০; ৪০ঃ৬২; ৭৮ঃ১০-১২,১৪; ৭৯ঃ৩০; ৯১ঃ২-৫; 'গ' ১৬ঃ১৩, ১৭;

হাদীস

৮৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা বলেন, 'বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয় কারণ সে কাল বা যুগকে গালি দেয়। অথচ আমিই কাল বা যুগ সৃষ্টি করি। আমরাই রাত আর দিনকে চক্রাকারে ঘুরাই" (বুখারী-কিতাবুত তাওহীদ)।

মলফূযাত

৬০। "তারা বলে রহমান আবার কে? এর উত্তর হচ্ছে রহমান সেই সত্তা যিনি সকল মঙ্গলের স্থায়ী উৎস এবং যিনি আকাশে কক্ষসমূহের স্রষ্টা এবং এই কক্ষসমূহে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন যা পক্ষপাতহীনভাবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী এবং অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবের উপর আলো দান করে থাকে। সেই একই রহমান সকল মানবজাতির জন্য দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করেছেন যা একে অপরের অনুসরণ করে যেন বুদ্ধিমানগণ এই জ্ঞানপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হয় এবং মুর্খতা ও ঔদাসীন্যের আবরণ হতে মুক্তি পায়" (ইসেন্স অফ ইসলাম, মূল বারাহীনে আহমদীয়া-ফুট নোট ১১)।

৪৩। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিনের পার্থক্য।

কুরআন

১৪৭। এবং নিশ্চয় কোন কোন দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার বৎসরের সমান যা তোমরা গণনা কর। 'ক' (২২ঃ৪৮)

১৪৮। ফিরিশ্‌তাগণ এবং মানবাত্মা তাঁর দিকে আরোহণ করে একদিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। * (৭০ঃ৫)

'ক' ৩২ঃ৬

---

* 'আর রূহ' অর্থ মানবাত্মা। আয়াতটির তাৎপর্য হ'ল, আত্মার উন্নতি ও উর্ধগতির সীমা পরিসীমা নেই। আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে। ঐশী দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাজার বছরে বাস্তবায়িত হয়। আয়াতটি এ কথাও বুঝাতে পারে যে, কোন বিশেষ ও বড় ধরনের পরিবর্তন সাধনের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদের কালচক্রও অবধারিত থাকে। কারণ ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়, যুগ, যুগান্ত ও কালচক্রের প্রয়োজন। (কুরআন মজীদ টীকা ৩১১৯) (আরও দেখুন ঐ টীকা ৯৮৪)

হাদীস

৮৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "গরীবেরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর তা হবে কিয়ামতের অর্ধ দিন" (মেশকাত-মূল তিরমিযী)।

মলফূযাত

৬১। উপরে বর্ণিত লক্ষণাবলী ছাড়াও পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় অন্য আর এক প্রকারে বর্ণনা করেছেন। আমাদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট একদিন এক হাজার বছরের সমান। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে, "ওয়া ইন্না ইয়াওমান এনদারাব্বেকা কা আল্‌ফে সানাতেম মেম্মা তাউদ্দুন।' অর্থাৎ 'এবং নিশ্চয় তোমার প্রভুর নিকট একদিন এক হাজার বছরের সমান'" (ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের সাথে ইহার তুলনা পৃঃ ১৩৪)।

৪৪। পৃথিবীসহ সকল জ্যোতিষ্ক গতিশীল।

কুরআন

১৪৯। এবং তুমি পর্বতমালাকে দেখছ, সেগুলিকে তুমি অচল মনে করছ, অথচ তা মেঘমালার গতির ন্যায় অতিক্রম করছে, এটা সেই আল্লাহ্‌র শিল্প নৈপুন্য, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরম নৈপুন্যের সাথে মজবুত করেছেন। (২৭ঃ৮৯)

১৫০। তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সুর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ) কক্ষ পথে সন্তরণ করছে। 'ক' (২১ঃ৩৪)

১৫১। কসম বহু পথ (কক্ষ) বিশিষ্ট আকাশের। 'খ' * (৫১ঃ৮)

'ক' ১০ঃ৬; ১৩ঃ৩; ৩১ঃ৩০; ৩৬ঃ৩৯-৪১; ৫৫ঃ৬; 'খ' ১৫ঃ১৭; ২৫ঃ৬২; ৮৫ঃ২;

---

* "পথ বিশিষ্ট আকাশ" বলতে গ্রহের, ধুমকেতুর ও তারকারাজির কক্ষপথগুলিকে বুঝাচ্ছে। মহাকাশের নীচে এই গ্রহ তারকাগুলি তাদের নিজ কক্ষপথে ভাসমান থেকে তাদের নির্ধারিত কাজ নিয়মিত, সময়মত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করে চলেছে। পরস্পরের কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আছে বটে, কিন্ত একের কর্মক্ষেত্রে অপরে প্রবেশ করে না। সব কিছু মিলিয়ে গতি ও গঠন কাঠামোর এক সামঞ্জস্যময় অপরূপ সমন্বয়। মহাকাশের মধ্যে যে গ্রহ তারকার এত সব কক্ষপথ রয়েছে তা কুরআনই প্রথম আবিষ্কার করে পৃথিবীকে ঐ সময় জানিয়েছে যখন মানুষ মনে করত যে, আকাশস্থ সব কিছুই ঘনত্বসম্পন্ন ধাতব-গঠন বিশেষ। (কুরআন মজীদ টীকা-২৮২৫)

হাদীস

৮৯। হযরত জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের জন্য তিন জিনিসের আশংকা করি। (তার দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় নাকি?) (ক) চাঁদের বা তারকার কক্ষপথ অতিক্রম করার হিসেব অনুযায়ী বৃষ্টির কামনা করা, (খ) বাদশাহ বা শাসকের যুলুম ও অত্যাচার এবং (গ) তকদীর (ভাগ্য) লিপিকে অস্বীকার করা" (আহমদ)।

মলফূযাত

৬২। "তারপর আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি আরও একটি যুক্তি দিয়েছেন যেমন বলেছেন, সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না এবং চন্দ্রের প্রকাশকারী রাত্রি সূর্যের প্রকাশকারী দিনের কিছু মাত্র আচ্ছন্ন করতে পারে না।' অর্থাৎ এদের কেউই আপন আপন নির্দিষ্ট সীমালঙঘন করে না। যদি পর্দার অন্তরালে এদের কোন পরিচালক না থাকত তবে এই সমগ্র শৃঙ্খল ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যেত। জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে গবেষণাকারীরা এই যুক্তি দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারে। কারণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে এত বিশাল বিশাল ও অগণিত গোলক পিন্ড আছে যে, তাদের সামান্য বিচ্যুতির ফলে সমগ্র জগত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বিশ্বপ্রকৃতির কি অপূর্ব মহিমা! এরা পরস্পর ধাক্কা খায় না, কেশাগ্র পরিমাণ গতি পরিবর্তন করে না" (ইসলামী নীতিদর্শন, পৃঃ ৮৮)।

৪৫। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ত্রুটিমুক্ত ও সৌন্দর্যমন্ডিত।

কুরআন

১৫২। যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। অতঃপর পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাও?

১৫৩। অতঃপর পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে তোমার নিকট ফিরে আসবে এমতাবস্থায় যে, তা অতি শ্রান্ত-ক্লান্ত হবে (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না)।'ক' * (৬৭ঃ৪-৫)

১৫৪। সে বলল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ আকৃতি দিয়েছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। 'খ' (২০ঃ৫১)

১৫৫। যা কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, তা আমরা নিশ্চয় তার সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি যে, কে তাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট। 'গ' ** (১৮ঃ৮)

'ক' ৬ঃ৭৪; ১০ঃ৬; ১৪ঃ২০; ১৫ঃ৮৬; ১৬ঃ৪; ২৫ঃ৩; ২৯ঃ৪৫; ৩০ঃ৯; ৩৯ঃ৬; ৭১ঃ১৬; 'খ' ৩ঃ৭; ৭ঃ১২; ৪০ঃ৬৫; ৫০ঃ৭; ৫৪ঃ৫০; ৬৪ঃ৪; ৭৬ঃ২৯; ৭৯ঃ২৯; ৮২ঃ৭; ৮৭ঃ৩-৪; ৮৮ঃ১৮-২১; ৯১ঃ৬-৮; 'গ' ১৫ঃ১৭; ৩৭ঃ৭; ৪১ঃ ১৩; ৫০ঃ৭; ৬৭ঃ৬; ৭১ঃ১৭;

---

* আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সত্যই বিস্ময়কর। এই যে সৌরমন্ডল, যার এক কোণে আমাদের পৃথিবী পড়ে আছে, তা কতইনা বিশাল, কতইনা বৈচিত্রময় ও শৃঙ্খলাপূর্ণ! এরূপ কোটি কোটি সৌরমন্ডল মহা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, যার এক একটি আমাদের সৌর জগৎ হতে বহুগুণ বড়। এরূপ অগণিত সূর্য, গ্রহ, তারকা পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় এমন শ্রেণীবদ্ধ ও সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে যে, এত মিল ঐক্য ও সৌন্দর্যানুভূতি মানুষের মনকে একেবারে বিমোহিত করে ফেলে। যে সারিবদ্ধতা ও শৃঙ্খলা খালি চোখেই মানুষ দেখতে পায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা দেখলে তা যখন শত শত গুণে বর্ধিত আকারে দৃষ্টিগোচর হয় ও ধরা পড়ে, তখন অবাক বিস্ময়ে মানুষের মন অভিভূত হয়ে পড়ে। (কুরআন মজীদ টীকা-৩০৮০)

** আল্লাহ্‌তালার সৃষ্ট অগণিত বস্তুসমূহের মধ্যে একটি এমন নেই যার বিশেষ ব্যবহার বা কার্যকারিতা নেই অথবা যার কোন উপকারিতাই নেই। সকল সৃষ্ট বস্তুই মানব জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সর্বদাই তারা যেন এই আয়াতের সরল শব্দগুলির অন্তর্নিহিত মহান সত্যকে মনে রাখে এবং প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত মহান তত্ত্ব আবিষ্কারের গভীর গবেষণায় তাদের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করে এবং এর (প্রকৃতির) উপাদান ও উৎসের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুঙ্খণুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৬৬৫)

হাদীস

৯০। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, "এসব তারকারাজি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনটি। আসমান সুসজ্জিত করা, শয়তানদের বিতাড়িত করা এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন হিসেবে বানানো হয়েছে। যে এই তিন এর অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যাখ্যা দিল সে ভুল করল, নিজের প্রাপ্য হারালো এবং এমন ব্যাপারে মাথা খাটালো, যে ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই" (বুখারী -কিতাবু বাদউল খালক)।

৯১। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন; 'তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় যে জিনিসের ভয় করি তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের জন্য পৃথিবীর বরকতসমূহ বের করে দিবেন।' বলা হল, 'পৃথিবীর বরকতসমূহ কি ?' তিনি বললে,'দুনিয়ার সৌন্দর্য'" (বুখারী –কিতাবুর্ রিকাক)

মলফূযাত

৬৩। "এখন দেখ, যুক্তি-ভিত্তিক উপায়ে কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কত উত্তম ও অতুলনীয় প্রমাণ পেশ করেছে। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের সেই প্রভু যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উপযোগী অবস্থা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সেই বস্তুকে তার অভিষ্ট উন্নতি লাভের পথ প্রদর্শন করেছেন।' (তাহা-৫১)। এখন এই আয়াতের অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষ হতে আরম্ভ করে সব জল স্থল প্রাণী ও পাখির গড়নের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র শক্তি ও তাঁর কুদরত স্মরণে আসে। প্রত্যেক জিনিসের গড়ন তার অবস্থার উপযোগী প্রতীত হয়" (ইসলামী নীতি দর্শন পৃষ্ঠা-৭৩)।

৪৬। আকাশ (গ্রহ-নক্ষত্র) ও পৃথিবী সৃষ্টির গোড়ার কথা।

কুরআন

১৫৬। যারা অস্বীকার করেছে তারা কি এটা দেখে নি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী উভয়ই সংবদ্ধ (পিন্ডাকারে) ছিল; অতঃপর আমরা উভয়কে চিরে ফেড়ে পৃথক করে দিলাম ? এবং পানি হতে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করলাম। * (২১ঃ৩১)

১৫৭। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, তখন তা ছিল এক প্রকার ধূম্র, (৪১ঃ১২)

---

* এই আয়াতে এক গুরত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মনে হয় এতে বিশ্বের ভৌতপূর্ব অবস্থার প্রতি ইংগিত করতঃ বলা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব, বিশেষতঃ সৌরজগৎ এক অসংবদ্ধ অবয়বহীন অবস্থা বা নীহারিকাবৎ পদার্থ- পিন্ড হতে বিবর্তন লাভ করেছে। আল্লাহ্তাআলা তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করেছিলেন তদনুযায়ী বস্তু পিন্ডকে বিযুক্ত করেছিলেন এবং তার বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলো সৌর জগতের রূপ নিল। (The Universe Surveyed by Harold Richar & The Nature of the Universe by Fred Hoyle)। অতঃপর পানি হতে আল্লাহ্তাআলা সকল জীবনের সৃষ্টি করলেন। (কুরআন মজীদ টীকা-১৮৮৪)

হাদীস

৯২। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আদিতে একমাত্র আল্লাহ্ই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতঃপর পানির উপর তাঁর আরশ স্থাপিত হ'ল। পরে আল্লাহ্ যিকরের আঁধারে (লাওহে মাহফুযে) প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন ও আসমান জমিন সৃষ্টি করলেন।' (বুখারী-কিতাবু বাদউল খালক)

মলফূযাত

৬৪। "তৃতীয়ত, সৃষ্টির আদি (সূচনা ও ক্রম বিবর্তন) ও অন্ত (আখেরাত ও পরকাল) ও অন্যান্য উলুমে গায়েব (অজ্ঞাত বিষয়াবলীর জ্ঞান) যা আলেমুল গায়েব আল্লাহ্র কালামের এক অপরিহার্য বিশেষ স্বরূপ; যদ্বারা মানব হৃদয় স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ করে এবং যদ্বারা গায়েব বা অজ্ঞেয় সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তাআলার সম্যক জ্ঞান বাস্তব ও সাক্ষাৎ রূপে সপ্রমাণিত হয়। সেই জ্ঞান এত প্রচুর ও বিস্তারিত রূপে কুরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে যে জগতে অন্য কোন কিতাব বা গ্রন্থ এর মোকাবেলা করতে পারে না" (সূরমা চশমায়ে আরিয়া, টীকা)।

৪৭। পৃথিবীর গোলত্ব, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, শূন্যে অবস্থানের রহস্য।

কুরআন

১৫৮। তিনি দুই পূর্বেরও প্রতিপালক এবং দুই পশ্চিমেরও প্রতিপালক। 'ক'* (৫৫ঃ১৮)

১৫৯। আমরা কি পৃথিবীকে ধারণকারী করে সৃষ্টি করি নি –

১৬০। জীবিতগণের ও মৃতগণের জন্য? ** (৭৭ঃ২৬, ২৭)

১৬১। আল্লাহ্ তিনি যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশসমূহকে শূন্যে উন্নিত করেছেন যা তোমরা দেখছ। 'খ' *** (১৩ঃ৩)

'ক' ৭০ঃ৪১; 'খ' ২১ঃ৩৩; ২২ঃ৬৬; ৩০ঃ২৬; ৩১ঃ১১; ৩৫ঃ৪২; ৪১ঃ১৩;

---

* পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থান অপর স্থানের পূর্ব বা পশ্চিম হবে, প্রত্যেক স্থান অপর স্থানগুলির তুলনায় পূর্ব ও পশ্চিম। এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়টিকে দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম বলা হয়েছে। তদুপরি পৃথিবীর আকৃতি গোল হবার কারণে, পূর্ব গোলার্ধের পূর্বদিক পশ্চিম গোলার্ধের পশ্চিম, এবং পশ্চিম গোলার্ধের পশ্চিম পূর্ব গোলার্ধের পূর্ব দিক হয়ে যায়। এ ভাবেও দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম আছে। আধুনিক কালের রাজনৈতিক ভাষাতেও দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম সুবিদিত, মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য এবং পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা। (কুরআন মজীদ টীকা ২৯২৬)

** সকল মরণশীল পৃথিবীর অধিবাসী। যখন তারা মরে যায়, তাদের মৃতদেহের সর্বাংশই কোননা কোন অবস্থায় পৃথিবীতেই থেকে যায়। এখানে মাধ্যাকর্ষণ বিধি, বা পৃথিবীর স্বীয় অক্ষের উপর ঘুর্ণন (আহ্নিক গতি), বা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনের (বার্ষিক গতির) কথাও বলা হয়ে থাকতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা-৩২১৪)

*** এই আয়াতের দুই অর্থ হতে পারে (১) তোমরা দেখতে পাও আকাশসমূহ স্তম্ভ ব্যতিরেকে দাঁড়িয়ে আছে; (২) আকাশ এমন স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান নয় যা তোমরা দেখতে পার। অর্থাৎ তাদের অবলম্বন রয়েছে কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না । শাব্দিক অর্থে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় আকাশমন্ডল বিনা স্তম্ভেই দন্ডায়মান রয়েছে। আলংকারিক বা রূপক অর্থে নভোমন্ডলে যা কিছু যথা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাজি অবলম্বনের উপর দন্ডায়মান, কিন্ত পার্থিব মানব চক্ষে তা দৃষ্টি গোচর হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা চুম্বক শক্তি বা গ্রহ নক্ষত্ররাজির বিশেষ গতি বিধি বা অন্যান্য উপাদান বা উপকরণ যা বিজ্ঞান অদ্যাবধি আবিষ্কার করেছে বা ভবিষ্যতে যা আবিষ্কৃত হবে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৪২০)

হাদীস

৯৩। হযরত হাসান (হাসান বস্‌রী) (রাঃ) বলেছেন, "ফি ফালাকিন' প্রত্যেকটি তারা এক একটি আকাশে 'ইয়াস বাহুনা' ঘুরছে ঠিক যেন চরকার মত' (বুখারী – কিতাবুত্ তফসীর, সূরা আল্ আম্বিয়া)।

মলফূযাত

৬৫। "এ জন্যই সেই সকল মৌলবীদের আমি বিভ্রান্ত বলে মনে করি যারা আধুনিক বিজ্ঞান অর্জনের বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ভ্রান্তি ও দুর্বলতাকেই গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এরূপ বলে থাকে। তাদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধ মূল হয়েছে যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাদি ইসলাম সম্বন্ধে মানুষকে কুভাবাপন্ন ও বিভ্রান্ত করে। এবং তারা এটা স্বীকার করে বসে আছে যে, মেধা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। যেহেতু তারা নিজেরা অধুনা বিজ্ঞান ও দর্শনের দুর্বলতাসমূহ উদঘাটন করে দেখতে অক্ষম, সেহেতু নিজেদের দুর্বলতা গোপন করার উদ্দেশ্যে তারা এই মনগড়া কথা রচনা করেছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা নাজায়েয। প্রকৃত পক্ষে তাদের আত্মা দর্শন শাস্ত্রের মোকাবেলায় কম্পমান এবং নিত্য নূতন অধুনা গবেষণার সামনে সেজদাবনত। কিন্তু সেই সত্যিকার দর্শন তারা লাভ করে নি যা এলহামে ইলাহি দ্বারা সৃষ্টি হয়" (মলফূযাত ১ম খন্ড)।

৬৬। "বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী তো আমাদের পায়ের নিচে একটা গোলক এবং এতে নিয়মিত এরূপ সহস্র সহস্র ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে যাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত পরিবর্তন, বিবর্তন, সৃষ্টি ও ধ্বংস কোন এক বিশেষ মালিকের আদেশে সংঘটিত হচ্ছে" (কিশতিয়ে নূহ)।

৪৮। আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি মানুষের জন্য। সবাই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। মানব সৃষ্টির পূর্বেই তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা, বাসস্থান ও খাদ্য দ্রব্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

কুরআন

১৬২। তিনিই তো পৃথিবীতে যা কিছু আছে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 'ক' (২ঃ৩০)

১৬৩। তোমরা কি দেখ না যে, যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলকেই আল্লাহ্‌ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তিনি তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করেছেন? 'খ' (৩১ঃ২১)

১৬৪। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ করেছেন এবং মেঘমালা হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তদ্বারা তিনি তোমাদের জন্য রিয্‌কস্বরূপ নানাবিধ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন, অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করো না, এমতাবস্থায় যে, তোমরা জ্ঞাত আছ। 'গ' * (২ঃ২৩)

১৬৫। এবং ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করেছি এবং তাতে মজবুত পর্বতমালা সংস্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। 'ঘ' (১৫ঃ২০)

১৬৬। এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলিতেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তাদের উদরে যা আছে তা হতে আমরা তোমাদিগকে পান করাই এবং ঐগুলির মধ্যে তোমাদের জন্য আরও অনেক ফায়দা আছে এবং তাদের মধ্যে হতে কতক (পশুর মাংস) তোমরা ভক্ষণ কর, 'ঙ' (২৩ঃ২২)

১৬৭। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন যেন তোমরা তা হতে তাজা গোশ্‌ত খাও এবং তা হতে সংগ্রহ করে আন অলংকার যা তোমরা পরিধান করে থাক এবং তুমি তার মধ্যে জাহাজগুলিকে (পানি) চিরে চলতে দেখছ, যেন তোমরা (তাতে আরোহণ করে) তাঁর আরও অন্যান্য অনুগ্রহের সন্ধান লাভ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 'চ' (১৬ঃ১৫)

'ক' ১৬ঃ১৪; ২২ঃ ৬৬; ২৬ঃ১৩৩-১৩৫; ৪৫ঃ১৪;

'খ' ৬ঃ৯৭-৯৮; ৭ঃ৫৫; ১৩ঃ৩; ১৪ঃ৩৪; ১৬ঃ১৩, ১৭; ৩১ঃ৩০; ৩৫ঃ১৪; ৩৯ঃ৬;

'গ' ৬ঃ১০০; ১৪ঃ৩৩; ১৬ঃ১১-১২; ২০ঃ৫৪-৫৫; ২১ঃ৩৩; ৪০ঃ৬৫; ৪১ঃ১৩; ৪৩ঃ১১; ৪৮ঃ৭; ৮০ঃ২৫-৩৩; 'ঘ'১৩ঃ৪; ১৬ঃ১৬; ২১ঃ৩২; ৩১ঃ১১; ৪১ঃ১১; ৭৭ঃ২৮; ৭৮ঃ৮; ৭৯ঃ৩১-৩৪; ৮৮ঃ২১; ৯১ঃ৭;

'ঙ' ৬ঃ১৪৩-১৪৫; ১৬ঃ৬-৯, ৬৭, ৮১; ২৩ঃ২৩; ৩৬ঃ৭২-৭৪; ৩৯ঃ৭; ৪০ঃ৮০-৮১; ৪৩ঃ১৩-১৪;

'চ' ১৪ঃ৩৩; ১৭ঃ৬৭; ৪৩ঃ১৩-১৪।

---

* কুরআন মজীদের টীকা ৪৩ দেখুন।

হাদীস

৯৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিম্বরে পরিণত করো না কেননা আল্লাহ্‌তাআলা এ সকল পশুগুলি এ জন্যই তোমাদের অধিনস্থ করে দিয়েছেন যেন তারা তোমাদেরকে সেই শহরে পৌঁছে দেয় যেখানে তোমরা কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছাতে পারতে না। আর আল্লাহ্‌তাআলা জমীনকে তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। অতএব এতে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা কর।" (আবু দাউদ)

৯৫। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা এই সকল নক্ষত্র তিন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, (১) আকাশের শোভা বৃদ্ধির জন্য (২) জ্বিন ও শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য এবং (৩) পথ ভোলা পথিকের দিক নির্ণয়ের জন্য। আর যে কেহ এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সে মারাত্মক ভুল করল এবং নিজের ভাগ্য বরবাদ করল। আর এমন অসাধ্য সাধনের পিছনে পড়ল যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই" (বুখারী)।

মলফূযাত

৬৭। "একটি সৃষ্টি মানব সৃষ্টির পূর্ব হতে বিদ্যমান আছে যার উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী, পানি, বাতাস, আগুন ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন এবং কোন সন্দেহ নেই যে এ সবই মানবীয় কার্য শুরু হবার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। এবং মানুষ এ সকল সৃষ্টির পর এসেছে। কুরআন শরীফে এ সকল দানকে বলা হয় রহমানীয়ত" (চশমায়ে মসীহী)।

৪৯। আল্লাহ্‌র বৈচিত্রময় সৃষ্টির মধ্যে মোমেনদের জন্য বহু নিদর্শন আছে। নিদর্শনাবলীর উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বৈচিত্রের মাঝে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য চিন্তা ও গবেষণার বিষয় আছে।

কুরআন

১৬৮। নিশ্চয় আকশসমূহে এবং পৃথিবীতে মোমেনগণের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে। 'ক'

১৬৯। এরূপে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে এবং পৃথিবীতে তিনি যে সকল জীবজন্তু বিস্তার করেন তাদের মধ্যেও ঐ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস করে। 'খ' (৪৫ঃ৪-৫)

১৭০। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছি, অথচ আমরা নিদর্শনসমূহকে পুনঃ পুনঃ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলাম যাতে তারা (হঠকারিতা হতে) ফিরে আসে। 'গ' (৪৬ঃ২৮)

১৭১। বস্তুত আমরা সতর্ক করার জন্যই নিদর্শন প্রদর্শন করি। (১৭ঃ৬০)

১৭২। নিশ্চয় আকাশসমূহে ও পৃথিবী সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে – 'ঘ'

১৭৩। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে), 'হে আমাদের প্রভু! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর। 'ঙ' (৩ঃ১৯১-১৯২)

'ক' ৬ঃ১০০, ১০৬; ৭ঃ ১৭৫; ১৩ঃ৪; ১৬ঃ১৪, ৬৮; ১৮ঃ১০-১১; ৩০ঃ৪৭; ৩৫ঃ২৮-২৯; ৩৬ঃ৩৪-৩৬, ৪২; ৩৯ঃ২২; ৪০ঃ৮২; ৪২ঃ৩৩-৩৪; ৪৫ঃ১৪; ৫১ঃ২১-২২; ৮০ঃ২৫-৩৩; ৮৮ঃ১৮-২১;

'খ' ৬ঃ৯৯; ১৬ঃ৬৭ ৭০, ৮০; ৩০ঃ২২; ৪২ঃ৩০; ৫১ঃ২২; 'গ' ২৬ঃ১৯০-১৯১; ২৯ঃ৩৫-৩৬; ৩২ঃ২৭;

'ঘ' ২ঃ১৬৫; ৬ঃ৯৮; ১০ঃ৭; ১৩ঃ৫; ২৩ঃ৮১; ২৪ঃ৪৫; ৩০ঃ২১-২৬; ৩৬ঃ৩৮; ৪৫ঃ৬-৭; ৫০ঃ৩৮; 'ঙ' ৩২ঃ১৬;

হাদীস

৯৬। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সাথে কারো বাঁচা মরার কোন সম্বন্ধ নেই। এগুলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব যখনই তোমরা সূর্য গ্রহণ হতে দেখবে তখনই নামায পড়বে" (বুখারী)।

৯৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা মায়মুনা (রাঃ)-এর গৃহে এক রাত যাপন করি। ঐ রাতে নবী করমি (সাঃ)ও তাঁর কাছে ছিলেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ (কিংবা কোন এক অংশ) বাকি রইল, তখন হুযূর (সাঃ) উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকালেন। অতঃপর এ আয়াত পড়লেন, 'নিশ্চয় আসমান জমীনের সৃজনের এবং দিন রাত্রির আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন" (বুখারী)।

মলফুযাত

৬৮। "যমীন অন্ধকার সৃষ্টি করে এবং আসমান অন্ধকারকে বিদূরিত করে। সুতরাং যে পর্যন্ত না আসমানী নূর (ঐশী জ্যোতি) ঐশী নিদর্শনাবলীর আকারে এসে কোন ব্যক্তির অন্তরকে অন্ধকারমুক্ত করে সে পর্যন্ত তার মধ্যে সত্যিকারের পবিত্রতা সাধিত হওয়া মিথ্যা ও ভূয়া কথা এবং অলীক ধারণা মাত্র । সুতরাং পাপ হ'তে মুক্তি পাবার জন্য সেই আলোকের সন্ধানে তৎপর হওয়া উচিত যা একীনের দুর্বার সেনাবাহিনীসহ আসমান হ'তে অবতীর্ণ হয়ে সাহস, উদ্যম এবং শক্তি প্রদান করে সমস্ত সন্দেহের ফানুস নির্বাপিত করে হৃদয়কে পবিত্র ও উজ্জ্বল করে এবং আল্লাহ্‌র সন্নিধানে মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেয়।" (কিতাবুল বাড়ীয়া)

৫০। আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার না করার নির্দেশ। কা'রা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। অস্বীকারকারীদের পরিণাম। নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনয়নকারীদের পুরস্কার।

কুরআন

১৭৪। এবং তুমি কখনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তবে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। 'ক' (১০ঃ৯৬)

১৭৫। আমরা অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা নি[illegible]য় তোমাকে দুঃখ দেয়, কারণ তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে না বরং যালেমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। 'খ' (৬ঃ৩৪)

১৭৬। যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে। এবং আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'গ' (৩ঃ৫)

১৭৭। এবং (স্বরণ কর) সেই দিনকে যখন আমরা এমন প্রত্যেক জাতি হতে, যারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করত, এক একটি দল সমবেত করব এবং তাদেরকে (জওয়াবদিহির জন্য) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হবে। (২৭ঃ৮৪)

১৭৮। এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে, যারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে তখন তুমি বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু নিজের উপর রহমতকে নির্ধারিত করে নিয়েছেন যে তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশত মন্দ কাজ করে এবং তারপর সে তওবা করে এবং নিজের সংশোধন করে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ঘ' (৬ঃ৫৫)

'ক' ৪০ঃ৮২;
'খ' ২ঃ১০০; ৩ঃ৭১; ৯৯;৬ঃ৫, ২২, ২৬, ৪০; ৭ঃ১৪৭; ১৭ঃ৬০; ২৭ঃ১৪-১৫; ২৯ঃ৪৮-৫২; ৩৬ঃ৪৭; ৪০ঃ৫;
'গ' ২ঃ৪০, ২১০; ৩ঃ১২, ২০; ৫ঃ১১, ৮৭; ৬ঃ৫০, ৫৬; ৭ঃ৩৭, ৪১, ৪২, ৬৫, ১৪৮, ১৮৩; ৮ঃ৫৩; ১০ঃ৮-৯; ১৮ঃঃ১০৬-১০৭; ২২ঃ৫৮; ২৯ঃ২৪; ৩০ঃ১৭; ৩২ঃ২৩; ৩৪ঃ৬; ৪১ঃ৪১; ৪২ঃ৩৬; ৪৩ঃ৪৭-৪৯; ৪৬ঃ২৭-২৮; ৫৪ঃ৪২-৪৩; ৬৯ঃ৫০-৫১; ৯০ঃ২০-২১;
'ঘ' ২৬ঃ৫; ২৭ঃ৮২;

হাদীস

৯৮। হযরত মুহাম্মদ ইবনে যাফর ইবনে যুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "ইন্নাল্লাযীনা কাফারু বে আয়াতিল্লাহে লাহোম আযাবোন শাদিদোন, ওয়াল্লাহো আযিযুন যুনাতিকা[illegible]"র অর্থ হ'ল আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পর এবং তাঁর সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পর যারা এতদ্‌ সম্পর্কিত তাঁর আয়াত ও নির্দশনসমূহ অস্বীকার করে আল্লাহ্‌ তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম" (তফসীরে তাবারী)।

মলফূযাত

৬৯। "সত্যিকার আলো কী ? তা হল ঐ সকল ঐশী নিদর্শনাবলী যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং অন্তরকে পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত করে। প্রত্যেক মুক্তিকামী ব্যক্তির জন্য এই আলোকের প্রয়োজন। কেননা যে ব্যক্তি সন্দেহাবলী হতে নিস্তার লাভ করে না, সে শান্তি হতেও অব্যহতি পাবে না। যে ব্যক্তি ইহকালে খোদার দর্শনলাভে বঞ্চিত সে পরকালেও অন্ধকারে পতিত হবে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'যে ইহকালে অন্ধ থাকবে সে পরকালেও অন্ধকারে পতিত হবে।' আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর কিতাবে বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি অন্বেষণকারীদের অন্তর ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা আলোকিত করবেন, এমন কি তারা আল্লাহ্‌কে দেখবে" (কিতাবুল বারিয়া)।

৪। মানব সৃষ্টি

৫১। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর। ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে মানব সৃষ্টি ।

কুরআন

১৭৯। এবং আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস হতে সৃষ্টি করেছি;

১৮০। অতঃপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে রেখে দেই;

১৮১। অতঃপর আমরা সেই শুক্রবিন্দুকে এক আঁঠাল জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করলাম, তৎপর সেই আঁঠাল জমাট রক্তপিন্ডকে (আকৃতিবিহীন) মাংসপিন্ডে পরিণত করলাম, অতঃপর সেই মাংসপিন্ডকে অস্থিপুঞ্জে পরিণত করলাম। এরপর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করলাম, তারপর একে আমরা অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করলাম। সুতরাং অতি বরকতময় সেই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। 'ক' *(২৩ ঃ১৩-১৫)

১৮২। এবং আমরা তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি, এবং আমরা আমাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নই। 'খ' ** (২৩ ঃ১৮)

১৮৩। অথচ তিনি তোমাদেরকে (ক্রম বিকাশের ধারায়) বিভিন্ন আকার এবং অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। (৭১ঃ১৫)

'ক' ৩ঃ৭; ১৮ ঃ৩৮; ১৯ ঃ১০, ৬৮; ২২ঃ৬; ৩২ঃ৮–১০; ৩৫ঃ১২; ৪০ঃ৬৮; ৭৫ঃ৩৮-৪০; 'খ' ৩৯ঃ৭

---

* 'তারপর তাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করলাম' এই উক্তি হতে সুস্পষ্ট যে, মানব দেহে আত্মা বাইরে থেকে আসে না, বরঞ্চ মাতৃগর্ভে ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় দেহের অভ্যন্তরেই আত্মা জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমে দেহ হতে আত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু মাতৃগর্ভে দেহ ক্রমবর্ধন ও পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেহ হতে যে সূক্ষ্ম উপাদান নির্যাসিত করে, তাকেই আত্মা বলে। যখনই আত্মা এবং দেহের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে সুসমন্বিত হয়ে যায় তখন হৃৎপিন্ড কাজ করতে আরম্ভ করে। অতঃপর আত্মা আল্লাহ্‌র আদেশে আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে এবং তখন আত্মার আবরণরূপে দেহ কাজ করতে থাকে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৯৮৫)

** এই সূরার প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতির ছ'টি স্তর সাতটিতে পরিণত হয় যদি 'ফিরদৌস' (আয়াত ১২) অর্থাৎ জান্নাতকে আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ স্তর রূপে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে শুক্রাণু (আয়াত ১৩) স্থাপনের পূর্ববর্তী প্রারম্ভিক স্তরকে ভ্রূণ সংক্রান্ত ক্রমবিবর্তনের ছয়টি স্তরের সাথে যদি যোগ করা হয় এই সংখ্যাটিও সাত হয়। আয়াতের মধ্যে এরূপে 'সাতটি পথ' এর উল্লেখ ১৩-১৫ আয়াতে বর্ণিত মানবের দৈহিক ক্রমোন্নতির সাতটি স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (কুরআন মজীদ টীকা ১৯৮৮)

হাদীস

৯৯। "হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই মাতৃগর্ভ হতে জন্মলাভের প্রস্তুতির জন্য ৪০ দিন বীর্যরূপে, ৪০দিন রক্ত দলা রূপে ৪০দিন গোশ্‌তের দলা রূপে অবস্থান কর। অতঃপর একজন ফিরিশ্‌তা তার ভিতরে আত্মা ফুঁকে দেয়। এবং তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়, তার আহার্য, তার আয়ুর সীমা, তার আমল এবং তার অবস্থা অর্থাৎ সে ভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৭০। "মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, দেহই আত্মার জননী। অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকের গর্ভে আত্মা উপর হতে নিপতিত হয় না বরং তা এক আলো স্বরূপ, যা বীর্যে নিভৃতভাবে গুপ্ত থাকে এবং দৈহিক পুষ্টি সাধনের সাথে সাথে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র কালাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, আত্মা এই দেহের মধ্যেই প্রকাশিত হয় যা বীর্য হতে মাতৃগর্ভে তৈরী হয়। যেমন আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলেছেন, 'এই দেহকে যা মাতৃগর্ভে তৈরি হয়েছিল, আর এক জন্মের রঙ্গে আনয়ন করি এবং তার মধ্যে আরও একটি সৃষ্টি প্রকাশ করি" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫২। মানব সৃষ্টির উপাদান। মাটি, পানি ও শুক্র হতে মানব সৃষ্টির তত্ত্ব কথা।

কুরআন

১৮৪। নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করেছি। (৯৫:৫)

১৮৫। এবং আমরা মানুষকে কাদা মাটির নির্যাস হতে সৃষ্টি করেছি। 'ক'

১৮৬। অতঃপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে রেখে দিলাম। 'খ' * (২৩ঃ১৩-১৪)

১৮৭। হে মানবমন্ডলী! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তবে (চিন্তা কর) আমরা তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শুক্রবীর্য হতে, অতঃপর আঁঠাল জমাট রক্তপিন্ড হতে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিন্ড বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিন্ড হতে, যেন আমরা তোমাদের নিকট (আমাদের ক্ষমতার বিষয়) সবিস্তারে বর্ণনা করে দেই। 'গ' (২২ঃ৬)

১৮৮। তিনি মানুষকে খন্‌খনে পাত্রের ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। 'ঘ' ** (৫৫ঃ১৫)

১৮৯। আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা পেটের উপর ভর দিয়ে চলে এবং তাদের কতক এমন আছে যারা দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে এবং তাদের কতক এমনও আছে যারা চার পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। 'ঙ' (২৪ঃ৪৬)

'ক' ৩ : ৬০; ৬ : ৩; ৭ : ১৩; ১৭ : ৬২; ৩২ : ৮; ৩৭ :১২; ৩৮ : ৭২, ৭৭; ৫৩ : ৩৩; ৭১ : ১৮; 'খ' ১৬ : ৫; ৩২ : ৯; ৩৬ : ৭৮; ৫৩ : ৩৩; ৫৬ : ৫৯-৬০; ৭৭ : ২১-২২; ৮০ : ১৯-২০; ৮৬ : ৬-৮;

'গ' ১৮ : ৩৮; ২৩ : ১৫; ৩০ : ২১; ৩৫ : ১২; ৪০ : ৬৮; ৭৫ : ৩৮-৩৯; ৯৬ : ৩; 'ঘ' ১৫ : ২৭, ৩৪; 'ঙ' ২৫ : ৫৫; ৩২ : ৯; ৭৭ : ২১;

---

* 'আমরা মানুষকে কাদা মাটির নির্যাস হতে সৃষ্টি করেছি' বাক্য দ্বারা প্রাথমিক স্তর হতে মানব সৃষ্টির প্রণালী বা প্রক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মানুষ মৃত্তিকাকারে গুপ্ত থকে এবং পৃথিবীর অজৈব বা অসংগঠিত মৌলিক অংশ পর্যায়ক্রমে অতি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যের ভিতর দিয়ে জৈব প্রাণ শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। (কুরআন মজীদ টীকা ১৯৮৪)

** 'তিনি মানুষকে খন্‌খনে পাত্রের ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন' বাক্যটির অর্থ এ হতে পারে যে মানুষকে এমন বস্তু উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে কথা বলার গুণ ও শক্তি নিহিত রয়েছে। 'সালসাল' তখনই শব্দ করে যখন বাইরের কোন বস্তুদ্বারা তাকে আঘাত করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে যা তার প্রতিধ্বনি বা প্রত্যুত্তর দানের ক্ষমতা, বাণী গ্রহণের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষের সৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বুঝাবার জন্য কুরআনে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম স্তরটি বুঝাতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌তাআলা তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন' (৩ ঃ ৬০)। দ্বিতীয় ধাপটি বুঝাতে বলা হয়েছে, 'তিনিই তোমাদের কাদা হতে সৃষ্টি করেছেন।'(৬ ঃ ৩)। এতে বুঝা যায় যে , ঐশী বাণীরূপ পানি ছিটা পেয়ে মানুষ ভাল মন্দ বিচার করবার শক্তি অর্জন করে। মানুষের তৃতীয় স্তরকে বলা হচ্ছে, 'খন্‌খনে পাত্রের ন্যায়; এই ধাপে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি দ্বারা অগ্নি পরীক্ষা করিয়ে নেয়া হয়। যখন এই অগ্নি পরীক্ষার সব বিষয়ে সে কৃতকার্যতার সাথে পাশ করে এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তার ভাগ্যে খোদা মিলন ঘটে। (কুরআন মজীদ টীকা ২৯২৪) [এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন কুরআন মজীদ টীকা ১৪৯৩]

হাদীস

১০০। "হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম উত্তম স্বপ্নের আকারে (ওহী) শুরু হয়েছিল তারপর তাঁর কাছে ফিরিশ্‌তা এসে বলল, 'তোমার রবের নামে পড় যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড হতে, পড়, আর তোমার রব মহা সম্মানিত ও দাতা" (বুখারী – কিতাবুত্ তফসীর)।

মলফূযাত

৭১। "এটা একান্ত সঠিক ও সত্য যে, আত্মা এক সূক্ষ্ম জ্যোতি ঃ যা এই দেহাভ্যন্তরেই জন্মে এবং মাতৃগর্ভে প্রতিপালিত হয়। জন্মিবার অর্থ এই যে, প্রথম গুপ্ত থাকে এবং অনুভূত হয় না। পরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। গোড়া হতে এর উপাদান বীর্যের মধ্যে বিদ্যামান থাকে। নিঃসন্দেহে এটা আসমানী খোদার অভিপ্রায়ে তাঁর অনুমতিতে ও তাঁর ইচ্ছায় এক অজ্ঞাত এলাকাসহ- বীর্যের সাথে সম্পর্ক শুরু হয়। ইহা বীর্যের এক উজ্জ্বল আলোকময় সত্তা। আমি বলতে পারি না, এটা বীর্যের সেরূপ অংশ, যেরূপ দেহ দেহের অংশ। কিন্তু এটাও আমি বলতে পারি না যে, ইহা বাহির হতে আসে বা ভূমিতে পতিত হয়ে বীর্যের মূল ধাতুর সাথে মিশ্রিত হয়। বরং ইহা বীর্যে প্রচ্ছন্ন থাকে যেমন পাথরে আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫৩। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সে সকল সৃষ্টির নিকট আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তার আকৃতি সর্বোৎকৃষ্ট।

কুরআন

১৯০। এবং অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি এবং আমরা তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে আরোহণ করিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র রিয্‌কদান করেছি এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্য হতে অনেকের উপর তাদেরকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি। 'ক' * (১৭ঃ৭১)

১৯১। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন, অতএব যে অস্বীকার করবে তার অস্বীকারের শাস্তি তারই উপর বর্তিবে। (৩৫ঃ৪০)

১৯২। এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র রিয্‌ক দান করেছেন। 'খ' (৪০ঃ৬৫)

'ক' ৩৩ ঃ৭৩; ৫৯ঃ২২; ৯৫ঃ৫;

'খ' ৩ ঃ৭; ৭ঃ১২; ২৩ঃ১৫; ৬৪ঃ৪; ৭৬ঃ২৯; ৮২ঃ৮-৯; ৮৭ঃ৩-৪; ৯১ঃ৮;

---

* সকল আদম সন্তানকে আল্লাহ্‌তাআলা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেন নি। এই আয়াত বর্ণ, ধর্ম, বংশ ও জাতিভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মুর্খ ও বিচার বুদ্ধিহীন সকল ধারণা ক ভেঙ্গে দিয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের সকল উপায় বা পথ সকল মানুষের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত এবং এই সমস্ত পথ বা উপায় তার জন্য জলে ও স্থলে সমভাবে প্রযোজ্য।

পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিনিধিত্বকারী মর্যাদার অধিকারী মানুষ অন্য সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (কুরআন মজীদ টীকা-(১৬৩৫, ১৬৩৫.খ)

হাদীস

১০১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলতেন, "হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছ, অতএব আমার স্বভাব-চরিত্রকেও উত্তম কর।" (মেশকাত – মূল আহমদ)

১০২। হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দুনিয়া মিষ্টি ও সুস্বাদু। আল্লাহ্‌তাআলা এই পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাকিয়ে আছেন, তোমরা কি কাজ করছ " (তিরমিযী)।

মলফূযাত

৭২। "যেহেতু মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যে সে উন্নতশীল প্রাণী, সে জন্য সে সত্য ধর্মের অনুসরণে সাধু সঙ্গ ও সৎশিক্ষার ফলে সকল প্রকার স্বভাবজাত আবেগ উত্তেজনাকে নৈতিকতায় রূপায়িত করতে পারে। এই সৌভাগ্য অন্য কোন প্রাণীর ভাগ্যে জুটবে না" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৭৩। "এটা জানা কথা মানুষের সাধ্য নেই যে, সে তার জীবনের উদ্দেশ্য নিজের ক্ষমতায় স্থির করে নেয়। কারণ মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসে নাই এবং যাবেও না। বরং সে এক সৃষ্ট জীব। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সব প্রাণী অপেক্ষা উত্তম ও উৎকৃষ্ট শক্তি তাকে দিয়েছেন, তিনি তার জীবনের এক উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (ইসলামী নীতি দর্শন)

৫৪। মানব জীবনের দৈহিক ক্রমোন্নতির ধাপ।

কুরআন

১৯৩। এবং যাকে আমরা চাই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে রাখি, অতঃপর আমরা তোমাদেরকে শিশুর আকারে বের করি এবং (ক্রমান্নয়ে পরিবর্ধিত করতে থাকি) যেন তোমরা তোমাদের বলিষ্ঠ দেহে উপনীত হতে পার। এবং তোমাদের মধ্য হতে কোন কোন ব্যক্তিকে (স্বাভাবিক বয়সে) মৃত্যু দান করা হয় এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যে উপনীত করা হয়। ফলে সে জ্ঞানার্জনের পর সম্পুর্ণ জ্ঞানহারা হয়ে পরে। 'ক' (২২ঃ৬)

'ক' ৪০ঃ৬৮

হাদীস

১০৩। হযরত কাব ইবনে মোররাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে, তার এই বার্ধক্য কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে" (তিরমিযী, নেসাঈ)।

মলফূযাত

৭৪। "মানবের উপর একদিন যেমন ভগ্ন স্বাস্থ্যের যুগ আসে যাকে বৃদ্ধাবস্থা কহে, যখন তার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি কমে আসে এবং বস্তুতঃ তার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল ও এক প্রকার অকেজো হয়ে পড়ে। তেমনই স্মরণ রেখ বার্দ্ধক্য দু'প্রকারের হয়ে থাকে। যথা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থার কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অস্বাভাবিক অবস্থার দৃষ্টান্ত যেমন কেহ তার চিররোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে রোগে ভুগে দুর্বল হয়ে অকাল বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হবে" (পাক্ষিক আহমদী ১৫ই জুলাই ১৯৬৫ হতে)।

৭৫। "নিশ্চিত যেন, আমরা যেমন চক্ষু ছাড়া দেখি না, কান ছাড়া শুনি না, জিহ্বা ছাড়া কথা বলতে পারি না, তেমনি এটাও সম্ভব নয় যে, আমরা কুরআন ব্যতিরেকে সেই প্রিয়ের মুখ দর্শন করতে পারি। আমি যুবক ছিলাম এখন বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমি এমন কাকেও পাই নি যে এই পবিত্র প্রস্রবণ ব্যতীত এই অনাবৃত মারেফাতের পেয়ালা পান করেছে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫৫। মানুষকে তারাহুরার স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কুরআন

১৯৪। মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি নিশ্চয় তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, অতএব তোমরা আমার নিকট তাড়াহুড়া করো না । 'ক'* (২১ঃ৩৮)

'ক' ১০ঃ১২; ১৭ঃ১২; ৭০ঃ২০-২২;

* 'খুলিকাল ইনসানু মিন আজাল,' অর্থ, 'মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে' উক্তির মর্ম এই যে, চঞ্চলতা মানব সত্তার এক অংশ এবং তা তার চরিত্রের এত লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য যে, বলা যায় তাকে যেন অস্থিরতা হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ সে প্রকৃতিগত ভাবেই তাড়াহুড়া প্রিয়। কারও চরিত্রের স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশার্থে আরববাসীরা বলে থাকে 'খুলিকা মিনহু' অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে তা (সেই প্রকৃতির) দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। একইরূপ প্রকাশভঙ্গি কুরআন শরীফের অন্যত্র ব্যবহার হয়েছে। (৭ঃ১৩; ৩০ঃ৫৫) । (কুরআন মজীদ টীকা ১৮৮৮)

হাদীস

১০৪। হযরত মুসআব ইবনে সাদ তার পিতা হতে বর্ণনাকারী আমা'শ বলেন,"আমার ধারণা তিনি নবী (সাঃ) হতেই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক কাজই ধীরে সুস্থে করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তবে আখেরাতের আমল এর ব্যতিক্রম" (আবুদাউদ)।

১০৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাম (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "উত্তম চালচলন, ধীরস্থিরতা এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন নবুওয়তের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

৭৬। "মানুষ বড়ই অস্থির চিত্ত। সামান্য কষ্টেই সে হতাশ হয়ে পড়ে। যার ফলে সে দুনিয়া ও দীন উভয়ই হারায়। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে তারা আল্লাহ্‌কে তাদের সঙ্গে দেখতে পায় এবং তিনি তাদের বহুলভাবে পুরস্কৃত করে থাকেন এবং তাদের সম্মানিত করেন" (মলফূযাত)।

৫৬। মানুষের প্রতি আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, কেননা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কুরআন

১৯৫। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিশদ ভাবে বর্ণনা করে দিতে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথসমূহ দেখিয়ে দিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করতে চান। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। 'ক'

১৯৬। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করতে চান, কিন্তু যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন তোমরা (গর্হিত কাজের দিকে) একান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়। 'খ'

১৯৭। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। * (৪ঃ ২৭-২৯)

'ক' ৪ঃ১৭৭; 'খ' ৯ঃ১০৪; ৩৩ ঃ৭৪;

---

* আল্লাহ্ এই কারণে শরীয়ত পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে। মানুষ দুর্বল। সে নিজে নিজে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান পেতে পারে না বলে আল্লাহ্ দয়া পরবশ হয়ে স্বয়ং এ ব্যবস্থা করেছেন, এবং তার দায়িত্ব লাঘব করেছেন। এই আয়াত খ্রীষ্টান ধর্মের প্রায়শ্চিত্তবাদের অযৌক্তিকতা সাব্যস্ত করে। খ্রীষ্টানরা বলে যে, মানুষ দুর্বল, অতএব শরীয়ত বা ধর্মীয় আইন পালন তদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই তারা শরীয়ত বাতিল করে প্রায়শ্চিত্তকেই মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করেছে। অপর দিকে ইসলাম বলে মানুষের এই দুর্বলতা আল্লাহ্র করুণা আকর্ষণ করেছে এবং আল্লাহ্তাআলা দুর্বল মানুষের উদ্ধারের উপায় হিসাবে শরীয়ত দান করেছেন যাতে শরীয়তের সিঁড়ি বেয়ে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে করতে স্বীয় অভিষ্ট গন্তব্যে পৌছে যায়। অতএব শরীয়ত অভিশাপ তো নয়ই, বরং মানুষের জন্য পরম সাহায্য ও আর্শিবাদস্বরূপ। (কুরআন মজীদ টীকা -৫৯৩)

হাদীস

১০৬। হযরত হানজালা বিন রুবাই উছাইদী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমার সাথে হযরত আবূ বকরের সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, "কেমন আছ হানজালা?' আমি বললাম, 'হানজালা মুনাফেক হয়ে গিয়েছে।' তিনি বললেন, 'সুব্হান আল্লাহ্! এ কি বলছ হানজালা?' আমি বললাম, 'আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট থাকি, তিনি আমাদের বেহেশত দোযখ স্মরণ করিয়ে দেন যেন আমরা এদের চোখে দেখি, কিন্তু আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হতে বের হয়ে আসি এবং বিবি বাচ্চা ও ক্ষেত খামারে লিপ্ত হই, তার অনেকটা ভুলে যাই।' তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'আমরাও তো এরূপ অনুভব করি।" অতঃপর আমি ও আবুবকর উভয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! হানজালা মুনাফেক হয়ে গিয়েছে।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'সে কেমন কথা?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা যখন আপনার নিকট থাকি আর আপনি আমাদেরকে বেহেশ্ত দোযখের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যেন তা আমাদের চোখের দেখা। কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট হতে বের হই এবং বিবি বাচ্চা ও ক্ষেত খামারের কাজে লিপ্ত হই তখন তার অনেকটা ভুলে যাই। তখন রসুলূল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'তাঁর কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি ঐ রূপ থাকতে যেরূপ আমার নিকট থাক এবং সর্বদা যিকির ফিকিরে থাকতে নিশ্চয়ই ফিরিশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করতেন, কিন্ত কখনও এইরূপ আর কখনও ঐরূপ হবেই হানজালা' তিনি তা তিনবার বললেন" (মিশকাত-মূল মুসলিম)।

মলফূযাত

৭৭। "তোমরা মানবজাতির প্রতি মর্মবেদনা প্রদর্শন কর। যেখানে তোমরা তাদের বেহেশ্তে যাবার উপদেশ দান করে থাক, সেখানে তোমাদের উপদেশ কীভাবে সঠিক বলে বিবেচিত হবে যদি তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাদের অমঙ্গল কামনা কর। আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আন্তরিক ভাবে পালন কর। তোমাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। নামাযে দোয়া কর যেন খোদা তোমাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের অন্তরসমূহ পরিবর্তন কর। মানুষ দুর্বল, যে পাপই দূর হয় তা খোদার শক্তির সাহায্যে দূর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ খোদা থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের পাপ ও মন্দ কর্ম হতে মুক্ত হবার সামর্থ্য রাখে না" (পাক্ষীক আহমদী, ১৫ই জুলাই, জানুয়ারী '৯০)।

৫৭। পুত্র কন্যার সৃষ্টি ও বন্ধ্যাত্ব আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীনে হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে বন্ধ্যা নারীও সন্তান প্রসব করে থাকে।

কুরআন

১৯৮। এবং তাঁর জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। 'ক' (৩৫ঃ১২)

১৯৯। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌র। তিনি যা' চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে চান কন্যা দান করেন এবং যাকে চান পুত্র দান করেন।

২০০। অথবা তিনি তাদেরকে পুত্র ও কন্যা মিলিয়ে দান করেন, এবং যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৪২ঃ৫০-৫১)

২০১। সে বলল, 'হে আমার প্রভু ! কীরূপে আমার পুত্র হবে, যেহেতু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছি?' 'খ'

২০২। সে (ফিরিশতা) বলল, "এ ভাবেই হবে। তোমার প্রভু বললেন, 'এটা আমার জন্য সহজ, আমি তোমাকে ইতোপূর্বে সৃষ্টি করেছি তখন তুমি কিছুই ছিলে না।" 'গ' (১৯ঃ৯-১০)

'ক' ১৩ ঃ৯; ৩১ঃ৩৫; ৪১ঃ৪৮; 'খ' ৩ঃ৪১; ১১ঃ৭৩; ৫১ঃ৩০; 'গ' ১১ঃ৭৪; ২১ঃ ৯১; ৫১ঃ৩১;

হাদীস

১০৭। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "গায়েবের চাবিকাঠি (অর্থাৎ পাঁচটি এমন গোপন বিষয় আছে) যা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউই জানে না। (তা হলো) আগামীকাল কি হবে না হবে তা আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানে না; নারীর গর্ভে কী আছে (ছেলে না মেয়ে না অন্য কিছু) তা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানে না; বৃষ্টি কখন আসবে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ অবগত নয়; কেউ বলতে পারে না, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং কিয়ামত কবে ঘটবে, তা কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন" (বুখারী-কিতাবুত তফসীর)।

মলফূযাত

৭৮। "আমি তাকে [হযরত আব্দুল করীম (রাঃ)-কে] বলতাম যে, আমার কথা হ'ল আমি বিশ্বাস করি যে, 'হযরত ঈসা (আঃ) বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেন' এর সন্দেহাতীত প্রমাণ এই যে, হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) (যোহন) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথা একসাথে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর কথা বলা হয়েছে, যিনি একজন বন্ধ্যা মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথা এসেছে, যা তার [হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)] চেয়ে কিছুটা অসাধারণ হওয়া উচিত ছিল। তাই হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণের কথা এসেছে যা একটি অতি প্রাকৃতিক বিষয়। কোন বন্ধ্যা নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণকারীর কথা বলার পর যদি কোন পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারীর কথা বলা হয় তাতে কোন অসাধারণত্ব থাকে না" (মলফূযাত, ৮ম খণ্ড)।

৫৮। কুরআনে জিন্ন ও ইনসান বলতে কাদের বুঝান হয়েছে। একজাতীয় প্রাণীর আদর্শ সেই জাতি হতেই হয়ে থাকে।

কুরআন

২০৩। এবং (স্মরণ কর) যে দিন তিনি তাদের সকলকে সমবেত করবেন; (এবং বলবেন) 'হে জিন্নদের দল! তোমরা ইনসানের অধিকাংশকে নিজেদের (সাথী) করে নিয়েছিলে। এবং ইনসানের মধ্য হতে তাদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা কতক অন্য কতকের দ্বারা উপকৃত হয়েছি এবং আমরা আমাদের সীমায় পৌঁছেছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলে।'. 'ক' * (৬ঃ১২৯)

২০৪। 'হে জিন্ন ও ইনসানের দল! তোমাদের মধ্য হতে রসূলগণ কি তোমাদের নিকট আসে নাই যারা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাত এবং তোমাদেরকে তোমাদের আজকের দিবসের এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিত? 'খ' (৬ঃ১৩১)

২০৫। তুমি বল 'যদি ভূপৃষ্ঠে ফিরিশ্‌তাগণ প্রশান্ত মনে চলাফেরা করত তবে অবশ্যই আমরা আকাশ হতে তাদের নিকট কোন ফিরিশ্‌তাকেই রসূল করে পাঠাতাম 'গ'** (১৭ঃ৯৬)

২০৬। আল্লাহ্ মনোনীত করে থাকেন রসূলগণকে ফিরিশ্‌তাগণের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতেও। (২২ঃ৭৬)

২০৭। এবং একথাও সত্য যে মানুষের মধ্য হতে কতক পুরুষ জিন্নদের মধ্য হতে কতক পুরুষের শরণাপন্ন হয় এবং এভাবে তারা তাদেরকে আত্মম্ভরিতায় বাড়িয়ে দিয়েছে। *** (৭২ঃ৭)

'ক' ৭ঃ৩৯; ১৪ঃ২২; ৩৩ঃ৬৮-৬৯; ৩৪ঃ৩২-৩৩,৪১-৪২; ৪০ঃ৪৮-৪৯; ৪১ঃ৩০; ৫৫ঃ৩২-৩৪; 'খ' ৩৭ঃ১৫৯; ৩৯ঃ৭২; ৪০ঃ৫০-৫১; ৪৬ঃ৩০-৩৩; ৭২ঃ২-৬; 'গ' ৪৩ ঃ৬১;

---

* 'মা' শার' শব্দের অর্থ মানুষের দল যারা সবাই একই কাজে জড়িত (লেইন)। এই আয়াতে 'আল জিন্ন' দ্ব্যর্থহীন ভাবে মানুষের মধ্যেই ক্ষমতাবান ও মর্যাদাপূর্ণ মানব গোষ্ঠীকে বুঝাচ্ছে, যা 'আল্ ইন্‌সের' বিপরীতার্থক, অর্থাৎ দুর্বল ও দরিদ্র মানব সম্প্রদায় বা শ্রেণী হল ইন্‌স'।

এই আরবী শব্দগুলির অর্থ ঃ (১) তুমি তোমার পক্ষে জনসাধারণ হতে অনেক লোকের সমর্থন লাভ করেছ এবং তোমার অনুগামী করেছ; (২) জনগণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছ, অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা পাছে তোমার সমর্থন বা অনুগমন হতে বিরত থাকে সে ভয়ে তুমি সত্য গ্রহণ কর নি। ঠিক যেমন দুর্বল মানুষ শক্তিশালী লোকদের ভয়ে সত্য গ্রহণ করে না। একইরূপে ক্ষমতাবান লোকেরাও কোন কোন সময় তাদের অনুসারীদের ভয়ে ভীত হয় এবং এই ভয়ে সত্য গ্রহণ করে না, পাছে তারা (অনুসারীগণ) তাদেরকে পরিত্যাগ করে।
আয়াতটি এই তথ্য সমর্থনে আরও একটি প্রমাণ রেখেছে যে, 'জিন্ন' শব্দ দ্বারা এখানে কেবল মানব জাতির এক শ্রেণীর বা দল বুঝায় অর্থাৎ মর্যাদাপূর্ণ এবং ক্ষমতাবান শুধু মানুষেরই মধ্যে একদল রয়েছে, যারা এক শ্রেণীকে শোষণ করে। মানুষ হতে ভিন্ন কোন প্রজাতি জিন্ন মানবকূলকে শোষণ করেছে বলে জানা যায় না। তা ছাড়া ঐশী-বার্তা-বাহক বা আল্লাহ্‌তাআলার নবীগণ তাদের মধ্যে কখনও আবির্ভূত হয় বলেও জানা যায় না। (কুরআন মজীদ টীকা ৯০৮-৯১০)

** এই আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে (ক) ফিরিশ্‌তা কেবল ফিরিশ্‌তা প্রকৃতির মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হতে পারে, বিপরীত চরিত্রের মানুষের উপর নয়। তবে কাফেরগণও যদি তাদের জীবনে ফিরিশ্‌তাবৎ চারিত্রিক পরিবর্তন আনতে পারে তবে তাদের প্রতিও ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হবে। (খ) এক জাতীয় বস্তু বা সত্তাই শুধু একে অন্যের নমুনা বা আদর্শ হতে পারে, কারণ একমাত্র মানুষই অন্য মানুষের জন্য আদর্শ হতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৬৫৩)

*** যেহেতু আরবীতে 'রিজাল' শব্দটি মানবজাতি ছাড়া অন্য কারও জন্য ব্যবহৃত হয় না সেহেতু এই সূরাতে ও সূরা 'আহকাফে' বর্ণিত জিন্নদের একটি দল বলতে মানুষেরই একটি দলকে বুঝিয়েছে, মানব বহির্ভূত কোন সৃষ্টজীবকে বুঝায় নি। আরবী 'জিন্ন' শব্দটি এখানে প্রভাবশালী বড়লোকদের জন্য এবং ইন্‌স শব্দটি বিত্তহীন সাধারণ লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বড়লোকদের অনুসরণ করে থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা (ইন্‌স) প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের আশ্রয় নেয় ও অনুগামী হয় বলে প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের অহংকার ও ঔদ্ধত্বকে বাড়িয়ে দেয়। (কুরআন মজীদ টীকা-৩১৩৯)

হাদীস

১০৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "গতরাতে একটি অবাধ্য জিন্ন আমার নিকট আসে।" অথবা এরূপ কোন বাক্য তিনি বলেছেন। "উদ্দেশ্য ছিল আমার নামায নষ্ট করা। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তার উপর জয়ী করেছেন। আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে গেলাম। যাতে তোমরা সকালে তাকে দেখতে পাও। কিন্ত আমার ভাই সুলায়মানের কথা মনে পড়ল, 'হে প্রভু! আমাকে এমন রাজত্ব দাও আমার পর আর কেউ যার অধিকারী হবে না।" বর্ণনাকারী রাওহা বলেন, "তারপর তিনি তাকে অপমানিত করে ছেড়ে দেন" (বুখারী)।

মলফূযাত

৭৯। "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন, 'ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লে ইয়াবুদুন'। 'আমি জিন্ন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করি নি। যেহেতু মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হ'ল যা কেবল মাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করবে, ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, আল্লাহ্ তাঁর ইবাদতকে একটি সন্তুষ্টিদায়ক কাজ হিসাবে তৈরী করেন এবং তা হ'ল সর্বোত্তম সন্তুষ্টিদায়ক কাজ" (মলফূযাত - তাহরীকই জাদীদ, মার্চ, ১৯৮৩ হতে অর্জিত)।

৮০। "পবিত্র কুরআন হতে জানা যায় যে, হযরত আদম (আঃ) এ পূর্বেও মানব জাতি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তখন তারা ঐশী বিধান-এর দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করে নি। তারা তখন গুহা ও পাহাড় পর্বতে অবস্থান করত। এ কারণেই কুরআন তাদেরকে জিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে। সাহিত্যিক পরিভাষায় যার অর্থ ঐ সকল প্রাণী যারা অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। কেউ কেউ এই শব্দটিকে কিচ্ছা কাহিনীর জিন্নদের প্রতি আরোপ করে থাকেন। কিন্তু কুরআন এই অর্থ অনুমোদন করে না" [ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অব হোলি কুরআন, মোসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

৫৯। জিন্ন অগ্নি হতে সৃষ্ট বলার তাৎপর্য।

কুরআন

২০৮। এবং ইতোপূর্বে আমরা জিন্নকে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ুর আগুন হতে সৃষ্টি করেছি। * (১৫ঃ২৮)

২০৯। এবং জিন্নকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা হতে। (৫৫ঃ১৬)

২১০। সে বলল, 'আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কাদা হতে সৃষ্টি করেছ'। 'ক' ** (৭ ঃ১৩)

'ক' ১৭ঃ৬২; ৩৮ঃ৭৭;

---

* কুরআনের রূপক উক্তি 'মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে (২১ঃ৩৮) এ থেকে বুঝা যায় যে, তফসীরাধীন আয়াতের অর্থ জিন্ন অগ্নিময়-বা উত্তেজনা প্রবণ স্বভাবের ধারক। এর অর্থ এ নয় যে জিন্ন প্রকৃত পক্ষে আগুনের তৈরী। এজন্য 'কাদা মাটি দ্বারা বা অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট' রূপক বা আলংকারিক অর্থে প্রযোজ্য, যার অর্থ হচ্ছে বিনয়ী এবং নমনীয় স্বভাব অথবা অগ্নিময় (দাহ্য) এবং প্রজ্জ্বলনীয় প্রকৃতির অধিকারী। (কুরআন মজীদ টীকা- ১৪৯৪)

** তীন অর্থ কাদা মাটি, মাটি, নরম মাটি ইত্যাদি। রূপকভাবে আত্তীন অর্থ এমন মানুষ যার মধ্যে এত নমনীয়তার গুণ রয়েছে যে তাকে যে কোন প্রকৃতিতে গড়ে তোলা যায়। আমরা এরূপ স্বভাবের মানুষকে সাধারণতঃ বাংলায় 'মাটির মানুষ' বলে থাকি। (কুরআন মজীদ টীকা-৪২০)

৬০। মানুষকে ভালমন্দ দু'টি পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। সঠিক পথ বেছে নিবার জন্য তাকে বিবেকের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যারা বুদ্ধি বিবেচনা করে সঠিক পথে চলে না তারা নিকৃষ্ট জীব ।

কুরআন

২১১। এবং আমরা তাদেরকে (ভাল ও মন্দ) দু'টি পথ দেখিয়ে দিয়েছি। *

২১২। তথাপি সে উচ্চ শিখরে আরোহণ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে নি। 'ক' (৯০ঃ১১-১২)

২১৩। নিশ্চয় আমরা তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি, হয়ত সে কৃতজ্ঞ হবে, নয় তো সে অকৃতজ্ঞ হবে। (৭৬ঃ৪)

২১৪। এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক'। 'খ' (১৮ ঃ৩০)

২১৫। তুমি বল 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে। অতএব তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি অবগত আছেন যে, কে সর্বাপেক্ষা সঠিক পথে পরিচালিত আছে'। 'গ' (১৭ঃ৮৫)

২১৬। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে বধির ও বোবাগণ যারা কোন বুদ্ধি বিবেচনা করে না। 'খ' (৮ঃ২৩)

'ক' ১৬ঃ১০; ৯১ঃ৯-১১; ৯২ঃ-৫-১১; 'খ' ২ঃ২৫৭; ৪ঃ১২৪-১২৫; ৬ঃ১০৫-১০৮; ১০ঃ১০৯; ১৭ঃ ৮, ১৬; ২৫ঃ৫৮; ২৭ ঃ৯৩; ৩৯ঃ৪২; ৪১ঃ৪৭; ৬৪ঃ৩, ১২; ৭৩ঃ২০; ৭৪ ঃ৩৮-৩৯; ৭৬ ঃ৩০; ৮০ঃ১২-১৩; 'গ' ২৮ঃ৮৬; 'ঘ' ৮ঃ৫৬; ১০ ঃ ৪৩, ১০১; ৪০ঃ ৬৮; ৫১ঃ১০-১২ ;

---

* নাজদায়েন অর্থ দু'টি সদর রাস্তা – একটি সত্যের, অপরটি মিথ্যার, একটি কল্যাণের, অপরটি অকল্যাণের, একটি আধ্যাত্মিক উন্নতির, অপরটি জাগতিক উন্নতির। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে এসব প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ পুরাপুরিভাবেই দিয়েছেন যদ্বারা সে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে, ভাল মন্দ বুঝতে পারে এবং মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তাকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনের চক্ষু দেয়া হয়েছে যদ্বারা সে মন্দ পরিত্যাগ করে ভালকে বেছে নিতে পারে। তাকে জিহ্বা ও ঠোঁট দেয়া হয়েছে যদ্বারা জিজ্ঞাসা করে সে সঠিক পথ যাচাই করতে পারে। অতএব তার জীবনের সঠিক উদ্দেশ্যকে জেনে নিয়ে তা হাসিল করবার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা তাকে বহু গুণাবলী ও শক্তিনিচয় দ্বারা ভূষিত করেছেন। (কুরআন মজীদ টীকা ৩৩৪৯)

হাদীস

১০৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "যারা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা চলে না, নিশ্চিতভাবে এরূপ বধির ও বোবা লোকগুলোই আল্লাহ্‌তালার নিকট জঘন্যতম জীব।' এ আয়াতটি বনী আব্দুদদার গোত্রের কিছু লোকের জন্য নাযেল হয়েছিল" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

১১০। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, 'আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেরূপ ধারণা করে আমি আমার বান্দার জন্য তা-ই" (বুখারী-কিতাবুত তাওহীদ)।

মলফূযাত

৮১। "তিনি আপন ঐশী রাজত্বে ফিরিশ্‌তাগণকে কোনরূপ আধিপত্য দান করেন নি, বরং তিনি তাদেরকে আজ্ঞানুবর্তিতার প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তারা বিরুদ্ধাচরণ করতেই পারে না এবং ভুল-ত্রুটি হতে তারা মুক্ত। পক্ষান্তরে মানুষকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেয়া হয়েছে। যেহেতু এই অধিকার আকাশ হতে দেয়া হয়েছে, সুতরাং দুষ্ট লোকের বিদ্যমানতায় একথা বলা চলে না যে, জগতে মানুষের উপর হতে খোদাতাআলার আধিপত্য লোপ পাচ্ছে। বরং সর্বাবস্থায় খোদাতাআলারই আধিপত্য বিদ্যমান ও কার্যকরী আছে" (কিশতিয়ে নূহ)।

৬১। মানুষের ইহজীবনের কর্ম সংরক্ষিত। কিয়ামতের দিন মানুষের সংরক্ষিত আমলনামা প্রদর্শিত হবে।

কুরআন

২১৭। এবং নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা তাকে যা কিছু প্ররোচনা দেয় তা-ও আমরা অবগত আছি এবং আমরা (তার) জীবন শিরা অপেক্ষাও তার অধিকতর নিকটে আছি। 'ক'

২১৮। যখন (তার) ডানদিকে এবং বামদিকে উপবিষ্ট দু'জন লিপিকার লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছে; *

২১৯। সে কোন কথা বলে না কিন্তু তার নিকটেই (সংরক্ষণের নিমিত্তে) একজন অতন্দ্র প্রহরী (ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত) রয়েছে, 'খ' (৫০ ঃ ১৭-১৯)

২২০। এবং আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার স্কন্ধে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তার (কর্মফলের) কিতাবকে বের করে তার সম্মুখে রেখে দিব, যা সে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত আকারে পাবে। 'গ'

২২১। (এবং তাকে বলা হবে) 'তুমি তোমার কিতাব পড়ে দেখ অদ্য তোমার আত্মাই তোমার হিসেব নিবার জন্য যথেষ্ট। 'ক' (১৭ঃ১৪-১৫)

২২২। অতঃপর, যাকে তার ডান হাতে তার কিতাব দেয়া হবে তারা (আগ্রহ ভরে) নিজেদের কিতাব পাঠ করবে এবং তাদের উপর কিঞ্চিন্মাত্রও যুলুম করা হবে না। 'ঘ' (১৭ঃ৭২)

২২৩। কিন্তু যাকে তার আমলনামা বাম হস্তে দেয়া হবে সে বলবে; 'হায়! যদি আমাকে আমলনামা নাই-ই দেয়া হত !' 'ঙ' (৬৯ঃ২৬)

'ক' ৭ঃ৮; ২৭ঃ৯৪; ৪৩ঃ৮১; ৬৯ঃ ১৯;

'খ' ১৯ঃ৮০-৮১; ৪২ঃ৭; ৮২ঃ১১-১৩; ৯৯ ঃ ৮-৯; 'গ' ১৮ঃ ৫০; ৩১ঃ১৭; ৩৬ঃ১৩; ৩৯ ঃ৭০; ৪৫ঃ ২৯-৩০; ৫০ঃ ৫; ৫৪ঃ৫৩-৫৪; ৫৮ঃ৭; ৭৫ঃ১৪ -১৬; ৭৮ঃ৩০; ৭৯ঃ৩৫-৩৬; ৮৩ ঃ ৮-১০, ১৯-২২; 'ঘ' ৬৯ঃ২০-২৫; ৮৪ঃ৮-১০; 'ঙ' ৫৬ ঃ৪২-৪৫; ৬৯ঃ২৭-৩৩; ৮৪ঃ১১-১৩;

---

* তফসীর কারকগণের কারও কারও অভিমতে মানুষের ডান দিকের ফিরিশ্‌তা তার সৎকর্মাবলী লিপিবদ্ধ করেন আর বাম দিকের ফিরিশ্‌তা তার দুষ্কর্মগুলি লিপিবদ্ধ করেন। ডান দিক ভাল কাজের জন্য এবং বাম দিক মন্দ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি কথা ও কাজ বায়ুমন্ডলে ও পারিপার্শিকতায় প্রভাব ও দাগ রেখে যায় যা সুরক্ষিত থাকে। কুরআনের অন্যত্র (২৪ঃ২৫; ৩৬ঃ৬৬) বলা হয়েছে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার হাত পা, জিহ্বা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এ হিসাবে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও রেকর্ডার বা সংরক্ষণকারী বলা যেতে পারে। এই আয়াতের সংরক্ষণকারী ফিরিশ্‌তা বলতে সাক্ষ্য দাতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বুঝাতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা ২৮০৬)

হাদীস

১১১। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সেই পবিত্র সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন, কিয়ামতের দিন নেকী ও বদী উভয়টাকে বিশেষ আকৃতিতে মানুষের সম্মুখে স্থাপন করা হবে। অতঃপর নেকী তার আমলকারীকে সুসংবাদ প্রদান করবে এবং কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিবে। আর বদি তার আমলকারীকে বলবে,'দূর হও, দূর হও'। অথচ তারা দূরে সরে যাবার শক্তি পাবে না; বরং তারা তার সাথে জড়িয়ে যাবে" (আহমদ-বায়হাকী-শোয়াবুল ঈমানে)।

মলফূযাত

৮২। এটা কুরআনের মূলনীতি যে, প্রত্যেক কর্মের চিত্র সংগোপনে স্তুপীকৃত হতে থাকে। মানুষের কর্ম যে প্রকারের, তার অনুরূপ এক ক্রিয়া আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ হতে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ঐ ক্রিয়া এই পাপ বা পুণ্যকে নষ্ট হতে দেয় না। বরং তার ছাপ হৃদয়ে, মুখে, চোখে, কানে হাতে, পায়ে অঙ্কিত হতে থাকে এবং এটাই গুপ্ত আমলনামা, যা পারত্রিক জীবনে খোলাখুলিভাবে পরিদৃষ্ট হবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৬২। মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যেক কর্মের হিসেব দিতে হবে।

কুরআন

২২৪। যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু ভুমন্ডলে আছে সবই আল্লাহ্‌র। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা তোমারা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ্‌ তোমাদের নিকট হতে তার হিসেব গ্রহণ করবেন; অতঃপর তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন এবং যাকে চাইবেন শাস্তি দিবেন, এবং আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। 'ক' (২ঃ২৮৫)

২২৫। এবং আল্লাহ্‌ যে সম্পর্ককে সংযুক্ত রাখতে আদেশ করেছেন তা যারা সংযুক্ত রাখে এবং যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে এবং মন্দ হিসেবের ভয় করে, (১৩ ঃ২২)

'ক' ৩ঃ২০; ৪ঃ৭, ৮৭; ১৩ঃ ৪২; ১৪ঃ ৪২, ৫২; ২১ঃ ২, ৪৮; ৩১ ঃ১৭; ৩৩ ঃ৪০; ৮৮ঃ২৭;

হাদীস

১১২। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে আর আখেরাত সম্মুখে আসছে আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসেব নেই, আর আগামীকাল হিসেব-নিকেশ হবে, সেখানে কোন আমল নেই।' (বুখারী)

১১৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন যে ব্যক্তির হিসেব যাচাই করা হবে তার পতন অনিবার্য।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি প্রশ্ন করলামঃ আল্লাহ্‌তাআলা কি এ কথা বলেন নি যে, অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে তার হিসেব হবে সহজতর।' (উত্তরে) রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, 'সেটা তো হিসেবের নামে দৃশ্যত পেশ করা মাত্র (যথার্থ হিসেব নয়)। কেয়ামতের দিন যে ব্যক্তির হিসেব যাচাই করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।' (বুখারী -কিতাবুর রিকাক)

১১৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। তারা হবে ঐ সকল লোক যারা (গয়রুল্লাহ্‌র নাম নিয়ে) ঝাড় ফুক করে না ও ফাল গ্রহণ করে না (এবং) সব ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে।' (বুখারী-কিতাবুর রিকাক)

১১৫। হযরত সাফওয়ান ইবনে মুহরাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলো, '(কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও ঈমানদার বান্দার মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সাঃ) কে আপনি কী ভাবে বলতে শুনেছেন?' তিনি বললেন যে, হুযূর (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার রবের নিকটবর্তী হবে। এমন কি রব তাঁর কুদরতী হাত সেই বান্দার উপর রেখে দু'বার বলবেন, তুমি (দুনিয়ায়) অমুক অমুক কাজ করেছিলে।' সে বলবেঃ 'জি হাঁ।' 'তিনি আবার জিজ্ঞাসা করবেন-'তুমি কি এমন এমন কাজ করেছিলে?' সে বলবে 'জি হাঁ।' এভাবে তার নিকট হতে এর স্বীকৃতি আদায় করা হবে তারপর বলবেন , 'আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ গোপন করে রেখেছি। আজ আমি তা মাফ করে দিচ্ছি।' (বুখারী-কিতাবুল আযাব)

মলফূযাত

৮৩। "পক্ষান্তরে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, কবরসমূহ হতে মৃতগণ পুনরুজ্জীবিত হবে এবং প্রত্যেকেই আদেশ শোনার জন্য খোদাতালার হুযূরে দাঁড়াবে। প্রত্যেক ব্যক্তির আমল (কর্ম) এবং ঈমানের (ধর্ম আস্থার) ওজন ঐশী তুলা দন্ডে তার নিকট প্রকাশ করা হবে। তখন যারা বেহেশ্‌তের যোগ্য বেহেশ্‌তে যাবে এবং যারা দোযখে জ্বলার উপযুক্ত তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে" (এজালায়ে আওহাম)।

৬৩। মানুষের মধ্যে কাফেরদের শাস্তি দেয়ার ও মোমেনদের পুরস্কৃত করার জন্য তাদের নিজ নিজ কাজকে সুন্দর করে দেখান হয়।

কুরআন

২২৬। নিশ্চয় যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমরা তাদের কার্যকলাপকে তাদের জন্য সুন্দর করে দেখাই, সুতরাং তারা অন্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়। 'ক'

২২৭। এ সকল লোকের জন্য নিকৃষ্ট শাস্তি আছে এবং তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৭ঃ৫-৬)

২২৮। এবং তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রয়েছে; যদি অনেক বিষয়ে সে তোমাদের কথা মেনে চলে তবে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন, এবং তোমাদের অন্তরে ইহাকে মনোরম করে দিয়েছেন, এবং কুফরী, দুষ্কৃতি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করে দেখিয়েছেন। এরাই সৎপথে কায়েম আছে।

২২৯। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও নেয়ামতস্বরূপ। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। (৪৯ঃ৮-৯)

২৩০। এরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কৃতকর্ম মনোরম করে দেখিয়েছি। অতঃপর, তাদের প্রভুর পানে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, তখন তিনি তাদেরকে তারা যে কাজকর্ম করত তৎসম্বন্ধে অবহিত করবেন। (৬ ঃ১০৯)

'ক' ৬ঃ৪৪, ১১৪, ১২৩; ৮ঃ ৪৯; ৯ঃ৩৭; ১০ঃ১৩; ১৬ঃ৬৪; ২৭ঃ২৫; ২৯ঃ৩৯; ৩৫ঃ৯; ৪০ঃ৩৮;

হাদীস

১১৬। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) কোন এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তিনি কিছু একটা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, 'তোমাদের একজন লোকও এমন নেই, যার স্থান হয় জান্নাতে, নয় জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে রাখা হয় নি।' একথা শুনে সবাই বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তা হলে কি আমরা আমল করা ছেড়ে দিয়ে আমাদের (জন্য যা লেখা হয়েছে সেই) লেখার উপর ভরসা করবো না?" তিনি বললেন, 'বরং আমল করতে থাক, কেননা প্রতিটি ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটাই তার জন্য মহৎ। যে ব্যক্তি সৎ ও সৌভাগ্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য সৎ ও সৌভাগ্যের কাজ সহজ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি অসৎ ও দুর্ভাগ্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য অসৎ ও দুর্ভাগ্যের অনুরূপ কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন, 'যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পথে) ধন সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহ্‌র নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্যবলে মানলো, আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ করে দেব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো, বেপরোয়া জীবন কাটালো এবং (সবরকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমরা তাকে কঠিন ও কষ্টকর পন্থার সুযোগ দান করব" (বুখারী-কিতাবুত্ তাফসীর)।

১১৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রোগ শয্যায় শায়িত এক গেঁয়ো আরবকে দেখতে গেলেন। তিনি (নবী সাঃ) বললেন, 'তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ্, তুমি রোগ মুক্ত হবে ও গোনাহ থেকে পবিত্র হবে।' গেঁয়ো লোকটা বলল, 'পবিত্র হব? না, বরং এ বুড়োকে প্রচন্ড জ্বরে আক্রমণ করেছে তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে।' তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'হাঁ, তাহলে তাই" (বুখারী কিতাবুত্ তাওহীদ)।

মলফূযাত

৮৪। "যদি কোন ব্যক্তি খোদাতাআলার ধর্ম বিধানের অবাধ্যচারণকারী হয় তবে তার কাযা ও কদরের (নিয়তির) কোন না কোন ঐশী শাসনের জোয়াল তার স্কন্ধে ন্যস্ত আছে । অবশ্য মানব হৃদয়ের সততা ও অসততা অনুসারে গাফিলতি ও যিকরে ইলাহী (ঐশীচর্চা) জগতে পর্যায়ক্রমে আপন প্রভাব বিস্তার করে থাকে কিন্তু খোদাতাআলার হিকমত ও মস্‌লেহাত (প্রজ্ঞা ও প্রয়োজন) ব্যতিরেকে এই জোয়ার ভাটা আপনা আপনি সংঘটিত হয় না। খোদাতাআলা ইচ্ছা করলেন যে জগতে ইহা হোক, তাই তা সংঘটিত হল। অতএব ধর্মপরায়ণতা ও পথভ্রষ্টতার ধারাও দিবা রাত্রির আবর্তনের ন্যায় খোদাতা'লার নিয়ম ও নির্দেশ অনুসারেই চলমান রয়েছে" (মলফুযাত)।

৬৪। মানুষ অত্যাধিক দীর্ঘজীবী নয়। দীর্ঘ জীবন লাভকারীদের দৈহিক অবস্থা।

কুরআন

২৩১। এরূপে কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘও করা হয় না এবং তার আয়ু কমও করা হয় না কিন্তু সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। 'ক' (৩৫ঃ১২)

২৩২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন এবং দুর্বলতার পর তোমাদের শক্তি দান করেন, এবং সেই শক্তির পর পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন, তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। 'খ' (৩০ঃ৫৫)

'ক' ২১ঃ৯, ৩৫; 'খ' ১৬ঃ৭১; ২২ঃ৬; ৩৬ঃ৬৯; ৪০ঃ৬৮;

হাদীস

১১৮। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করতেন, "(হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, কৃপণতা, আলস্য, বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিৎনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা হতে" (বুখারী) ।

১১৯। হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন. "তোমাদের মধ্যে কেহ (পুণ্যবান বা পাপী) মৃত্যু কামনা করো না। কারণ আয়ু বৃদ্ধিতে পুণ্যাত্মার পুণ্য বৃদ্ধি এবং অনুতাপের দ্বারা পাপীর পাপ ক্ষয় হতে থাকে" (বুখারী)।

১২০। হযরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল,"হে আল্লাহ্‌র রসূল! মানুষের মধ্যে উত্তম কে?" তিনি বললেন, "যার হায়াত দীর্ঘ করা হয় এবং আমল ভাল থাকে।" সে আবার বলল, "মন্দ ব্যক্তি কে ?" তিনি বললেন, "যার হায়াত দীর্ঘ হয়, কিন্তু আমল খারাপ থাকে" (আহমদ, তিরমিযী, দারমী)।

মলফূযাত

৮৫। "মানবের উপর একদিকে যেমন ভগ্ন স্বাস্থ্যের যুগ আসে যাকে বৃদ্ধাবস্থা বলে, যখন তার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি কমে আসে এবং বস্তুত তার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল ও একপ্রকার অকেজো হয়ে পড়ে" (পাক্ষিক আহমদী ১৫ই জুলাই, ১৯৬৫)।

৮৬। "প্রত্যেক লোকই ইচ্ছা করে যে সে দীর্ঘজীবী হোক, কিন্ত খুব কম লোকই আছে যে দীর্ঘ জীবনের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করে। পবিত্র কুরআন মজীদে একটি তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের জন্য যা মঙ্গলজনক তা পৃথিবীতে রক্ষিত হয় (দীর্ঘ সময়ের জন্য)। আল্লাহ্ তাদের জন্যই দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাদের অন্যের জন্য উপকারী ও প্রয়োজনীয় মনে করা হয়" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড)।

৬৫। মানুষের আবাসস্থল ঃ পৃথিবীই মানুষের একমাত্র আবাসস্থল এবং জীবন ধারণের উপকরণও এই পৃথিবীতেই আছে।

কুরআন

২৩৩। তিনি বললেন, 'তোমরা সকলে এখান হতে চলে যাও তোমাদের কতক কতকের দুশমন হবে এবং তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) রয়েছে। 'ক'

২৩৪। তিনি (পুনরায়) বললেন, 'তোমরা এখানে জীবন ধারণ করবে এবং এখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং এখান হতে তোমাদেরকে বের করা হবে। 'খ' * (৭ঃ২৫-২৬)

'ক' ২ঃ২৩; ৭ ঃ১১, ১২৯; ১০ঃ৭১; ২০ঃ১১৮-১২০; ২৩ঃ৮০; ২৭ঃ৬২; ৪০ঃ৬৫; ৪৩ ঃ১১; ৫১ঃ৪৯; ৫৫ঃ১১-১৩; ৬৭ ঃ১৬, ২৫; ৭১ঃ২০-২১; ৭৮ঃ৭; 'খ' ২০ঃ৫৬; ৭১ঃ১৯-২০;

* সাধারণ অর্থে এই আয়াতের ইঙ্গিত হচ্ছে যে, কোন মানুষ এই জড়দেহে আকাশে উঠতে পারে না। মানবকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে বাঁচতে হবে এবং এই পৃথিবীতেই তাকে মরতে হবে। (কুরআন মজীদ টীকা-৯৬২)

হাদীস

১২১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছ যে তাঁরা 'আল্লাযী জাআলা লাকোমোল্ আরযা ফেরাশান (২ ঃ ২৩) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'তা হল এমন শয্যা যার উপর তারা বিচরণ করে আর তা হল শয্যা ও অবস্থান ক্ষেত্র।' (তাফসীরে তাবারী, ১ম খন্ড)

১২২। "আর এখানে আল্লাহ্তাআলা তাদের উপর কৃত অনুগ্রহরাজির বিবরণ দান উপলক্ষ্যে আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ এজন্য করেছেন যেহেতু এতদুভয়ের মধ্য হতেই তাদের খাদ্য, জীবিকা ও জীবন ধারণের উপকরণ অর্জিত হয় এবং এতদুভয়ের মধ্যেই তাদের পার্থিব জীবনের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি" (তাফসীরে তাবারী, ১ম খন্ড)।

মলফূযাত

৮৭। "অতএব তিনি [হযরত ঈসা (আঃ)] যদি ভৌতিক দেহে আকাশে থাকেন এবং এই আয়াতে স্পষ্ট অর্থ অনুযায়ী কিয়ামতের দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে অবতরণ না করেন, তবে কি তিনি আকাশেই মরবেন এবং আকাশেই তাঁর কবর হবে? কিন্ত আকাশে মৃত্যু লাভ করা 'ফিহা তামুতুনা' মানুষ পৃথিবীতে বাস করবে এবং পৃথিবীতেই মরবে আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী" (আল্-ওসীয়্যত)।

৫। রূহ বা মানবাত্মা।

৬৬। রূহ বা মানবাত্মা কী ? তার সৃষ্টি তত্ত্ব।

কুরআন

২৩৫। এবং তারা তোমাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি) হয়েছে এবং (তাঁর সম্বন্ধে) তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে। * 'ক' (১৭ঃ৮৬)

২৩৬। তারপর তাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করলাম। 'খ'** (২৩ঃ১৫)

'ক' ৪ : ১৭২; ৬৬ :১৩;

'খ'১৫ঃ৩০; ৩২ ঃ ১০; ৩৮ঃ৭৩;

---

* আল্লাহ্‌তাআলার সরাসরি হুকুমে আত্মার সৃষ্টি বলে এখানে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মজীদ অনুযায়ী সকল সৃষ্টি দুই শ্রেণীভুক্ত, (১) আদি সৃষ্টি যা পূর্ব হতে সৃষ্ট কোন বস্তু যা জড় পদার্থের অবলম্বন ব্যতিরেকে সৃজন করা হয়েছে (২) পরবর্তী সৃষ্টি যা পূর্বে সৃজিত উপায় উপকরণ এবং বস্তুর সাহায্য অবলম্বনে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমোক্ত সৃষ্টি 'আমর' অর্থাৎ হুকুমের পর্যায়ভুক্ত (২ঃ১১৮ দ্রষ্টব্য) এবং পরবর্তী সৃষ্টিকে বলা হয় খালক (সৃজন করতে থাকা)। মানবাত্মা প্রথমোক্ত সৃষ্টির শ্রেণীভুক্ত। রূহ শব্দের অর্থ ইলহাম বা ঐশী বাণীও হয় (লেইন)। (কুরআন মজীদ টীকা ১৬৪৭ আংশিক)

** মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অধ্যায়ের প্রথম টীকা দেখুন।

হাদীস

১২৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মদীনার একটি কৃষিক্ষেত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তিনি একটি খেজুর শাখার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তিনি একদল ইহুদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে তারা একে অপরকে বলল, 'তাকে রূহ বা প্রাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।' আবার কেউ কেউ বললো, 'তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেই বসল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) খেজুর শাখার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তখন তাঁর পিছনে ছিলাম। আমার মনে হলো তাঁর কাছে ওহী নাযেল হচ্ছে। পরে তিনি এ আয়াত শুনালেন, 'তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি বল, রূহ তো আল্লাহ্‌র হুকুম মাত্র। আর তোমাদের যা জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা খুবই কম।' তখন তারা একজন অন্যজনকে বলল, 'আমরা তো তোমাদেরকে বললাম, 'তাকে কোন প্রশ্ন করো না" (বুখারী-কিতাবুত তাওহীদ)।

মলফূযাত

৮৮। "এগুলি হতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা ও দেহের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান যে, এ রহস্যভেদ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। এ সম্পর্কে এর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দলিল এই যে, মনযোগসহকারে চিন্তা করলে বুঝা যায়, দেহই আত্মার জননী। অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকের গর্ভে আত্মা উপর হতে নিপতিত হয় না। বরং তা এক আলোকরূপ যা বীর্যে নিভৃতভাবে গুপ্ত থাকে এবং দৈহিক পুষ্টি সাধনের সাথে সাথে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র কালাম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আত্মা এই দেহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়, যা বীর্য হতে মাতৃগর্ভে তৈরী হয়। যেমন তিনি কুরআন পাকে বলেছেন- 'অতঃপর আমরা এই দেহকে যা মাতৃগর্ভে তৈরী হয়েছিল, আর এক জন্মের রঙে আনয়ন করি এবং এর মধ্যে আরও এক সৃষ্টির প্রকাশ করি যা আত্মা (রূহ) নামে অভিহিত হয়। আল্লাহ্ বহু বরকতওয়ালা এবং এমন স্রষ্টা যে তাঁর কেহ সমকক্ষ নেই' (২৩:১৫)

'এই দেহের মধ্যে আমরা আর এক সৃষ্টির প্রকাশ করি' কথাগুলির মধ্যে এক গভীর রহস্য রয়েছে, যা আত্মার প্রকৃত তত্ত্বকে প্রকাশ করে এবং ঐ সকল একান্ত নিবিড় সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে যা আত্মা ও দেহের মধ্যে বিদ্যমান। (ইসলামী নীতি দর্শন, পৃঃ ১৪,১৫)

৬৭। আত্মার শ্রেণী বিভাগ ও এদের পরিচয়।

কুরআন

২৩৭। এবং আমি আমার সত্তাকে ত্রুটিমুক্ত মনে করি না– নিশ্চয় আত্মা মন্দকাজের আদেশ প্রদানে তৎপর– কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যার উপর আমার প্রভু রহম করেন। (১২ ঃ ৫৪)

২৩৮। পুনরায় (বলছি) না, আমি পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মার কসম খাচ্ছি (যে, কিয়ামত দিবস অবশ্যম্ভাবী)। (৭৫ঃ৩)

২৩৯। হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা!

২৪০। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও (তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট। 'ক' * (৮৯ ঃ ২৮-২৯)

'ক' ৩৫ : ৩৩;

* মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি বড় বড় স্তর রয়েছে বলে কুরআনে উল্লেখ আছে। প্রথম স্তরটিকে বলা হয়েছে, 'নফসে আম্মারা' বা মন্দ কাজের আদেশ প্রদানের তৎপর আত্মার স্তর। এই স্তরে মানুষের পাশবিক, বা জৈবিক শক্তির প্রাধান্য থাকে। দ্বিতীয় স্তরটি হ'ল 'নফসে লাউয়ামা'র স্তর বা ভর্ৎসনাকারী আত্মার স্তর। এই স্তরে মানুষের জাগ্রত বিবেক মন্দকাজের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করে এবং তার পাশবিক ইন্দ্রিয়সমূহ সহ মানসিক ক্ষুধাগুলিকে পরাভূত করে। এটাই তার নৈতিক পুরুত্থানের ধারা আর সেজন্যই এই পুনরুদ্ধার বা পুনরুত্থানকে কিয়ামতের বা সর্বশেষ পুনরুত্থানের সাক্ষীরূপে এখানে পেশ করা হয়েছে। যদি কোন দায়িত্বই না থাকে এবং পরবর্তী জীবনে যদি তার কার্যাবলীর হিসাব দিতে না হয় তবে মন্দ কাজ করে সে বিবেকের তাড়না খায় কেন? আধ্যাত্মিক তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তর হ'ল 'নফসে মুৎমায়িন্নাহ্' (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা)। এই স্তরে পৌঁছে আত্মা সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে। ভুল ভ্রান্তি ও পাপাসক্তি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সাথে তার ইচ্ছা একাকার হয়ে যায়। (কুরআন মজীদ টীকা ৩১৭৭)

হাদীস

১২৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তিন শ্রেণীর লোকের ঘোড়া থাকে। এক শ্রেণীর লোকের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, এক শ্রেণীর লোকের জন্য তা দোযখের আযাব থেকে বাঁচার পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা হয় এবং একশ্রেণীর জন্য তা গোনাহর কারণ হয়" (বুখারী-কিতাবুত তফসীর)।

মলফূযাত

৮৯। "মানুষের অবস্থাসমূহের মূল উৎস তিনটি। অর্থাৎ 'নাফসে আম্মারাহ্' (অবাধ্য আত্মা), 'নাফসে লাওয়ামা' (তিরস্কারকারী আত্মা) এবং 'নাফসে মুৎমাইন্নাহ্' (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা)। এবং ইসলাহ ও শুদ্ধির পথও তিনটি।

নাফসে আম্মারার বৈশিষ্ট্য এই যে, তা মানুষকে অন্যায়ের দিকে টেনে নামায়। যা তার পূর্ণতার পরিপন্থী ও তার নৈতিক অবস্থার বিপরীত। তা তাকে অন্যায় ও অপছন্দনীয় পথে পরিবর্তন করে।

'নাফসে লাউয়ামাহ' মানুষের অবস্থাসমূহের দ্বিতীয় উৎস যা হতে নৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয়। এ পর্যায়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর সাদৃশ্য হতে মুক্তি লাভ করে। এই উন্নতির ফলে আল্লাহ্তাআলার নিকট মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য হয়।

অতঃপর তৃতীয় উৎস যাকে রূহানী অবস্থার মূল উৎস বলা যেতে পারে, সেই উৎসের নাম কুরআন শরীফে 'নাফসে মুৎমাইন্নাহ্' রাখা হয়েছে - - - এটা এমন একটি মর্যাদা যাতে আত্মা যাবতীয় দুর্বলতা হতে মুক্তি লাভ করে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয় এবং আল্লাহ্র সাথে নিজেকে এরূপ বাঁধনে বেঁধে ফেলে যে, তাঁকে ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারে না" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৬৮। আত্মা অমর। মানবাত্মার দু'টি জীবন। দ্বিতীয় জীবনে মানবাত্মার দৈহিক অবস্থা। দ্বিতীয় জীবন চিরস্থায়ী।

কুরআন

২৪১। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও এক স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। 'ক' * (৬ঃ৯৯)

২৪২। ইহা হতে (এই পৃথিবী) আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং এর মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং এর মধ্য হতেই আমরা তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার বের করব। 'খ' (২০ঃ৫৬)

২৪৩। এবং আমরা তোমাদের এমন আকারে সৃষ্টি করি যা তোমরা অবগত নও। **

২৪৪। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথমসৃষ্টি সম্বন্ধে অবহিত আছ। তথাপি তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না? 'গ' (৫৬ ঃ ৬২-৬৩)

'ক' ১১ : ৭; ৪৪ : ৫৭ ; ৮৭ : ১৭-১২;
'খ' ৭ : ২৬; ১৯ : ১৬, ৩৪; ২২ : ৬৭; ৩০ : ৪১; ৭১ : ১৮-১৯;
'গ' ৭ : ৩০, ১৭ : ৫০-৫২, ৯৯-১০০; ১৮ : ৪৯ ; ৩৬ : ৭৯-৮০; ৩৭ : ১৭-১৯; ৫৬ : ৪৮-৫১, ৬৩;

---

* 'মুসতাকাররুন' অর্থ অস্থায়ী আবাস এবং 'মুসতাওদাউন' অর্থ স্থায়ী বাসস্থান, অথবা প্রথমোক্ত শব্দদ্বারা মৃত্যু ও পুনরুত্থান দিবসের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দ শেষ বিচারের দিন বা পুনরুত্থানের পরের জীবন বুঝায়। আয়াতের মর্মার্থ হ'ল, আল্লাহ্‌তাআলা মানব জাতিকে 'এক আত্মা' হতে সৃষ্টি করে বহু সংখ্যায় বর্ধিত করেছেন, ইহা উদ্দেশ্য বিহীন হতে পারে না। যে উদ্দেশ্যে তিনি মানব সৃষ্টি করে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন তা হলঃ তিনি কেবল এই পৃথিবীতেই তাদের আবাস কাল নির্ধারিত করেন নি, বরং মৃত্যুর পর এক চিরস্থায়ী জীবনেরও ব্যবস্থা করেছেন যেখানে ধার্মিক লোকেরা তাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। (কুরআন মজীদ টীকা-৮৮৩)

** এই সযত্নে লালিত মানুষের দেহ মন্দির অবশ্য পচে গলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাতেই জীবনের অবসান হয়ে যায় না। যাকে আমরা মৃত্যু বলি তা জীবনের শুধু অবস্থা বা রূপ পরিবর্তনের অপর এক নাম। মানুষের আত্মা তার দেহ নামক বাসস্থান হতে উড়ে গেলে তাকে নূতন দেহ পরান হয়। যে সর্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রূপও ধারণ করে তবে ঐ রূপের পরিচয় লাভ কিংবা তার সম্বন্ধে ধারণা করা মানুষের পক্ষে ইহজীবনে সম্ভব নয়। (কুরআন মজীদ টীকা- ২৯৭২)

হাদীস

১২৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদেরকে হাশর ময়দানে নগ্ন বা উলঙ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় হাজির করা হবে। অতঃপর তিনি (এ কথার প্রমাণ হিসাবে) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, 'আমি প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার অটল ওয়াদা (এর বাস্তবায়ন) আমার উপর অপরিহার্য্য। আমি তা পূরণ করবই। আর কিয়ামতের দিন প্রথম যাকে কাপড় পরান হবে তিনি হবেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)" (বুখারী-কিতাবুল আম্বিয়া)।

মলফূযাত

৯০। "সুতরাং এ সকল যুক্তি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মার কামেল ক্রিয়া প্রকাশের জন্য ইসলামী মূলনীতির দিক হতে দেখা যায় আত্মার সাথে দেহের সাহচার্য চির অনিবার্য। যদিও মৃত্যুর পর এই নশ্বরদেহ আত্মা হতে পৃথক হয়ে পড়ে তথাপি বরযখলোকে প্রত্যেক আত্মা এক সীমা পর্যন্ত তার কর্মের স্বাদ গ্রহণের জন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেহ এই দেহের মত নয়। বরং আমল অনুযায়ী তা এক প্রকার আলোক বা আঁধার হতে তৈরি হয়।

তারপর বরযখের পরবর্তী যুগের নাম আলমে বা'স বা পুনরুত্থান লোক। এই সময়ে প্রত্যেক আত্মা ভাল হোক বা দুষ্ট, সাধু হোক বা অসাধু, খোলাখুলিভাবে এক দেহ লাভ করবে। ঐদিন আল্লাহ্‌র সেই সার্বিক জ্যোতির্বিকাশের জন্য নির্ধারিত, যখন প্রত্যেক মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান লাভ করবে এবং প্রত্যেকেই তার কর্মস্থলের শেষ সীমানায় পৌঁছাবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, আল্লাহ্ তা কি প্রকারে করবেন। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৬৯। পরকালে বিভিন্ন প্রকার আত্মার অবস্থান।

কুরআন

২৪৫। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে;

২৪৬। সুতরাং (এক শ্রেণী হবে) ডান হাতের সহচর– কেমন (সৌভাগ্যশালী) হবে ডান হাতের সহচরবৃন্দ! 'ক'

২৪৭। এবং (২য় শ্রেণী হবে) বাম হাতের সহচর– কেমন (হতভাগ্য) হবে বাম হাতের সহচরবৃন্দ। 'খ'

১৪৮। এবং (৩য় শ্রেণী হবে) অগ্রগামী, তারা প্রকৃতই অগ্রগামী হবে;

২৪৯। এরাই (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য প্রাপ্ত হবে,

২৫০। নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে 'গ' (৫৬; ৮-১৩)

'ক' ৫৬ঃ ২৮-৪১, ৮৯-৯২; ৬৯ঃ ২০-২৫, ৯০ঃ১৩-১৯;
'খ' ৫৬ঃ৪২-৫৭; ৯৩-৯৫; ৬৯ঃ ২৬-৩৮;৯০:২০-২১;
'গ' ৫৬ঃ ১৪-২৭, ৮৯-৯০; ৫৮ঃ২৩;

হাদীস

১২৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ' কেয়ামতের দিন লোকদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে একত্র করা হবে। প্রথম দল (আল্লাহ্‌র রহমতের) আশাবাদী এবং (আযাবের ভয়ে) ভীত লোকদের দল। দ্বিতীয় দলে সে সব লোক যাদের দু'জন থাকবে এক উটের উপর, কোন উটের উপর তিনজন, কোনটির উপর চারজন আর কোন উটের উপর সওয়ার হবে দশজন। অবশিষ্টরা (তৃতীয় দল) হবে সে সমস্তলোক আগুন যাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে শয়ন করবে, আগুনও তাদের সাথে থাকবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুন তাদের সাথে রাত কাটাবে। যেখানে তাদের সকাল হবে, আগুন তাদের সাথে থাকবে। আর যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে একই সাথে আগুনও তাদের সাথে অবস্থান করবে" (বুখারী)।

মলফূযাত

৯১। "মৃত্যুর পর আত্মার সাথে কবরের সম্পর্ক থাকে যা ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে দেখান হয়ে থাকে। তাঁরা কবরবাসীদেরকে কবরে উপবিষ্ট দেখে থাকেন এবং তাঁদের সাথে কথাও বলে থাকেন। সত্য হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। একটি বহুল প্রচলিত হাদীসে কবরে নামায পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে এ-ও বর্ণিত আছে যে মৃতরা মানুষের পদধ্বনি শুনতে পায় এবং সালামের জওয়াব প্রদান করে। আকাশের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকে। তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন স্তর আছে। কেউ প্রথম আকাশে, কেউ দ্বিতীয় আকাশে, আবার কেউ তৃতীয় আকাশে উন্নিত হন। বিশ্বস্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সকল সৎকর্মশীল আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে থাকেন। এবং এই আয়াতদ্বয়ে এ-ও প্রতিপন্ন হয় যে, 'যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার ভরে তা স্বীকার করতে অস্বীকার করে, তাদের জন্য বেহেশ্‌তের দ্বার খোলা হবে না' " (আল হক্, দিল্লী ডিবেট পৃঃ ৮৫ ইসেন্স অফ ইসলাম, ২য় খন্ড হতে)।

৭০। পরকালে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি।

কুরআন

২৫১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সমীপে তওবা কর – খাঁটি তওবা। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহ তোমাদের কাছ থেকে দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, সেদিন আল্লাহ্ এই নবীকে এবং তাদেরকে যারা তার সাথে ঈমান এনেছে অপমানিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডান দিকে ছুটতে থাকবে, তারা বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।' ক * (৬৬ঃ৯)

'ক' ৫৭ : ১৩, ১৪ ; ৭০ ; ৪, ৫ : ৭৬ ৭;

---

* পরিপূর্ণতা লাভের অদম্য বাসনা বেহেশতে মোমেনগণের মনকে উদ্বেল করে রাখবে। "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর' বেহেশতে মোমেনগণের এই প্রার্থনার মধ্যে এই তথ্যই প্রকাশ পায়। আরও প্রকাশ পায় যে বেহেশতের জীবন কর্মহীন হবে না, বরং বেহেশতের জীবন উদ্যম ও কর্মময় হবে। কেননা, বেহেশতে আধ্যাত্মিক উন্নতির এক অন্তহীন পথ খুলে যাবে। অগ্রগতির উর্ধ্বতন এক স্তরে উপস্থিত হয়ে তারা দেখবে এটাই শেষ স্তর নয়। উর্ধ্বে আরও স্তর রয়েছে। তখন তারা ঐ স্তরে পৌঁছাবার জন্য আগে বাড়বে। এমনকি উচ্চ হতে উচ্চতর স্তর অতিক্রম করতে করতে মোমেন অগ্রসর হতে থাকবে– এই প্রক্রিয়া অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকবে, কখনও থামবে না। (কুরআন মজীদ টীকা ৩০৭৫)

মলফূযাত

৯২। "এই আয়াতে (৬৬ঃ৯) বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা এটাই বলতে থাকবে, আমাদের আলোকে পূর্ণ করে দাও, এটা অসীম উন্নতির দিকে ইংগিত করছে। অর্থাৎ নূরানীয়তের এক কামাল হাসিল করবার পর আর এক কামাল তাদের দৃষ্টি গোচর হবে। এটা দেখে পূর্ব-কামাল অপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। তখন তারা দ্বিতীয় কামালের জন্য প্রার্থনা করবে এবং তা প্রাপ্ত হবার পর এক তৃতীয় কামাল তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। তখন তা দেখে তারা পূর্বের কামালগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং পুনরায় তারা আরও কামালের আকাঙ্ক্ষা করবে। এটাই সেই উন্নতির আগ্রহ যা (আতমেম অর্থাৎ পূর্ণ কর) শব্দ হতে প্রতিভাত হয়" (ইসলামী নীতি দর্শন পৃঃ ১৫২-১৫৩)।

৬। মৃত্যু

৭১। জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান, মানব জীবনের তিনটি স্তর। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর হাত থেকে লুকোবার কোন পথ নেই। নিদ্রাও এক প্রকার মৃত্যু।

কুরআন

২৫২। তোমরা কীরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করলেন, আবার তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। 'ক' (২ ঃ ২৯)

২৫৩। প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করব এবং পরিশেষে আমাদের দিকেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। 'খ' (২১ ঃ ৩৬)

২৫৪। কেহ জানে না যে, আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেহ জানে না যে, সে কোথায় মরবে। (৩১ঃ৩৫)

২৫৫। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর না কেন। 'গ' (৪ঃ৭৯)

২৫৬। এবং তিনিই রাত্রিকালে নিদ্রায় তোমাদেরকে মৃত্যু দেন এবং দিবসে তোমরা যা কিছু অর্জন কর তা তিনি জানেন, অতঃপর তিনিই তাতে (নিদ্রার পর) তোমাদেরকে উত্থিত করেন যেন নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর, তিনি তোমাদেরকে তোমরা যে কাজকর্ম করতে সে সম্বন্ধে অবহিত করবেন। 'ঘ' (৬ঃ৬১)

'ক' ৭ : ২৬; ১৯ : ১৬, ৩৪; ২০ : ২৬; ২২ : ৬, ৬৭; ২৩ : ১৫-১৭; ৩০ : ৪১; ৪০ : ৬৯; ৪৫ : ২৭; ৭১ : ১৮-১৯;

'খ' ৩ : ১৮৬; ২১ :৩৫; ২৩ : ১৬; ২৯ : ৫৮; ৩৯ : ৩১; ৫০ : ২০; ৫৬ : ৬১, ৮৪-৮৮;

'গ' ২ : ৯৭ ;৩; ১৫৫; ৩৩ : ১৭; ৬২ : ৯;

'ঘ' ৬ : ৬২; ৩৯ : ৪৩;

হাদীস

১২৭। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'দুনিয়ায় তুমি এমন ভাবে থাকবে যেন তুমি একজন আগন্তুক বা মুসাফির।' (বুখারী)

১২৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সব সময় আনন্দ হরণকারী মৃত্যুকে স্মরণ করবে" (তিরমিযী)।

১২৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অনেকগুলি রেখা টানতেন এবং তাদের একটিকে মানুষের প্রতিরূপ ও অন্য একটিকে মৃত্যুর প্রতিরূপ বলে নির্দেশ করে বলতেন, "সে (মানুষ) এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিকটবর্তী রেখা (মৃত্যু) তাকে অতিক্রম করে" (বুখারী)।

১৩০। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি কোন লোক মারা যায় এবং যদি অন্তত একশত মুসলিম তার জানাযায় শরীক হয় এবং তাদের সকলেই তার আত্মার মাগফেরাতের সুপারিশ করে তবে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে" (মুসলিম)।

১৩১। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাদের লোকদের ফজরের নামাযের সময় যাওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এ বিষয়ে বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা যখন চেয়েছেন তোমাদের রূহকে কবয করে নিয়েছিলেন, আবার যখন চেয়েছেন ফেরত দিয়েছেন" (বুখারী-কিতাবুত-তাওহীদ)।

মলফূযাত

৯৩। "মৃত্যু না আসুক এরূপ কেহ ধারণা করলে তা হবে অসারত্ব অলীক কেননা এই জগতকে আল্লাহ্‌তাআলা অস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেই নিরূপিত করেছেন। এরূপ ব্যক্তির জন্য পরজগতে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, এর জন্য তাকে প্রস্তুত থাকা উচিত। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তা হতে কারও রেহাই নেই" (মলফূযাত ৩য় খন্ড)।

৭২। একমাত্র আল্লাহ্‌ই অবিনশ্বর। অন্য সকল সৃষ্ট বস্তুই ধ্বংসশীল। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (তকদীর) নির্ধারিত আছে।

কুরআন

২৫৭। এর (ভূপৃষ্ঠের) উপর যা কিছু আছে সবই নশ্বর, 'ক'

২৫৮। এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি। 'খ' (৫৫ ঃ ২৭-২৮)

২৫৯। তিনিই তোমাদেরকে কাদা হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারিত করেছেন। এবং তাঁর নিকট অপর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। 'গ' (৬ঃ৩)

২৬০। তারা কি নিজেদের অন্তরে কখনও চিন্তা করে নি যে, আল্লাহ্‌ আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই যথাযথভাবে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ ব্যতীত সৃষ্টি করেন নি? কিন্তু লোকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। 'ঘ' (৩০ঃ৯)

'ক' ২৮ঃ ৮৯; ৮৯ঃ ২২-২৩;
'খ' ২ঃ২৫৬; ৩ঃ ৩; ২০ঃ ১১২ ; ২২ ঃ ৭; ২৫ঃ৫৯; ৪০ঃ ৬৬; ৫৭ঃ৪ ;
'গ' ৩ ঃ ১৪৬; ৬ ঃ ৬১; ৭ঃ ৩৫; ১০ঃ৫০; ১৫ঃ৫-৬; ৩০ঃ১৩, ১৫; ৬৩ঃ ১২; ৭১ঃ ৫;
'ঘ' ১৩ঃ ৩; ১৬ঃ৬২; ৩১ঃ ৩০; ৩৫ঃ১৪, ৪৬; ৩৯ঃ৬ ; ৪৬ঃ ৪ ; ৫৪ঃ৪

হাদীস

১৩২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) দোয়া করার সময় বলতেন, "(হে আল্লাহ্‌) আমি তোমার ইজ্জতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তোমার ইজ্জত এমন যে) তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (তুমি এমন ইলাহ যে,) তোমার মৃত্যু নেই। অথচ জিন্ন ও ইনসান সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়" (বুখারী)।

১৩৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) কয়েকটি রেখা আঁকলেন, তারপর বললেন, 'এটা মানুষের আকাঙ্ক্ষা, এবং এটা মানুষের জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ। সে যখন এ অবস্থায়, তখন নিকটতম রেখাটি (অর্থাৎ মৃত্যু) তার দিকে এগিয়ে আসে" (বুখারী)।

মলফূযাত

৯৪। "আমি জানি এটা এজন্যই যে, যেন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বস্থানে আখেরাতের সফরের প্রস্তুতি রাখে। যেভাবে আমি এখন বলছি যে, আমাকে কারও নাম জানান হয় নি, কিন্তু আমি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সংবাদ হতে ভালভাবে অবগত আছি যে, মৃত্যুর একটি সময় নির্ধারিত আছে। এক সময় নিশ্চয়ই এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে" (মলফূযাত, ১ম খন্ড)।

৭৩। কুরআনে বর্ণিত মৃতকে জীবিত বলার তাৎপর্য। আধ্যাত্মিক মৃত জাতি ঐশীবাণীরূপ পানি দ্বারা জীবিত হয়।

কুরআন

২৬১। অতঃপর আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে উত্থিত করলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। 'ক' * (২ঃ৫৭)

২৬২। এবং আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন যা মেঘমালাকে বহন করে; অতঃপর আমরা তা দ্বারা যমীনকে এর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে তুলি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান ঘটবে। 'খ'** (৩৫ঃ১০)

'ক' ২ : ৭৪, ২৬০, ২৬১; ৬ : ৩৭, ১২৩; ৮ : ২৫ ; ২৭ : ৮১; ৩০ : ৫৩; ৩৫ : ২৩; ৩৬ : ১৩, ৭১; ৪২ : ১০, ৪৬ : ৩৪;
'খ' ৭ : ৫৮-৫৯; ২২ : ৬-৭; ২৪ : ৪৪ ; ৩০ : ২০,২৫ ৫১, ৫৭; ৪১ : ৪০; ৪২ : ১০; ৪৩ : ১২; ৫০ : ১০-১২; ৮৬ : ১৫-১৬;

---

* এই আয়াত এটা বুঝাতে পারে যে, বনী ইসরাঈল জাতি অত্যন্ত বেয়াদবি পূর্ণ ভাষায় যে উদ্ধত ও যুক্তিহীন দাবী উত্থাপন করেছিল, এর কারণে তাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটেছিল, অবশ্যই তাদের শারীরিক মৃত্যু ঘটে নি। এই অর্থ ও তাৎপর্য আয়াতে বর্ণিত এ কথা দ্বারা সাব্যাস্ত হয়, 'অতঃপর আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে উত্থিত করলাম।' অর্থাৎ তোমরা হারানো ঈমান ও মর্যাদা ফিরে পেলে। 'মউত' শব্দের অর্থ বর্ধনশীলতা ও উন্নতি তিরোহিত হয়ে যাওয়া (৫৭ঃ১৮), অনুভূতিশক্তি লোপ (১৯ঃ২৪) যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার বিলুপ্তি (৬ঃ ১২৩), এমন তীব্রশোক যা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে (১৪ঃ১৮) শারীরিক মৃত্যু (লেইন) (কুরআন মজীদ টীকা ৯৬)

** 'নুশুর' (পুনরুত্থান) বলতে এখানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অধঃপতিত, মৃতবৎ একটি জাতির আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানকে বুঝিয়েছে। আয়াতটির তাৎপর্য হ'ল, বৃষ্টির পানি পাবার সাথে সাথে যেমন শুষ্ক-মৃত পৃথিবী ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে, তেমনি ঐশীবাণী রূপ জীবন প্রদায়ী পানি পেয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শুষ্ক মৃতবৎ মানবজাতি, নূতন জীবনের স্পন্দন লাভ করে জেগে উঠবে। (কুরআন মজীদ টীকা -২৪১০)

হাদীস

১৩৪। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশ দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত মাটির উপর বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মত। যে মাটি পরিষ্কার ও উর্ব্বর তা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শক্ত তা ঐ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ্ তার সাহায্যে মানব জাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজেরা পান করে, পশুদের পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। আর কিছু অনুর্বর মাটি থাকে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে না এবং ঘাসও উৎপন্ন করে না। এটাই হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহ্র দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয় এবং আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর এটা সেই লোকেরই দৃষ্টান্ত যে, তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহ্ যে পথ-নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন তা-ও গ্রহণ করে না" (বুখারী-মুসলিম)।

মলফূযাত

৯৫। "এখানে আল্লাহ্তাআলা কুরআন শরীফের সত্যতা প্রমাণার্থে, যা তাঁর ওহী, একটি খোলা প্রাকৃতিক বিধানের কসমের রঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিধানে সর্বদা দেখা যায় যে, প্রয়োজনের সময় আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হয় এবং ভূমির শস্য-শ্যামলতা আকাশের বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যদি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত না হয় তবে ক্রমে ক্রমে কূপও শুষ্ক হয়ে যায়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যমিনের পানির সত্তা আকাশের পানির উপর নির্ভর করে। এই কারণে যখনই বৃষ্টিপাত হয়, তখনই কূপের পানিও উপরে উঠে। কেন উঠে? এর এটাই কারণ যে, আকাশের পানি যমিনের পানিকে উপরের দিকে টানে। এই সম্পর্কই আল্লাহ্র ওহী ও মানুষের বুদ্ধির মধ্যে বিদ্যমান, আল্লাহ্র ওহী অর্থাৎ ইলহামে ইলাহী আসমানের পানিস্বরূপ এবং মানুষের বুদ্ধি হচ্ছে যমিনের পানিস্বরূপ এবং এই পানি সর্বদা আকাশের পানি অর্থাৎ ইলহামে ইলাহী দ্বারা প্রতিপালিত হয়। যদি আকাশের বৃষ্টি অর্থাৎ ওহীর দ্বারা বন্ধ হয়ে যায় তবে যমিনের পানিও (অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিও) ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়ে পড়ে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৭৪। জন্মান্তরবাদ : ইসলাম জন্মান্তরবাদ সমর্থন করে না। মৃত্যুর পর মানবাত্মা আলমে বরযখে অবস্থান করে।

কুরআন

২৬৩। এমনকি যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ফেরত পাঠাও',

২৬৪। যেন আমি সেই সব পুণ্য কর্ম করতে পারি যা আমি (পার্থিব জীবনে) ছেড়ে এসেছি। কখনও নয়। এটা কেবল মুখের কথা যা সে বলছে, এবং তাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত একটি পর্দা রয়েছে যখন তারা পুনরুত্থিত হবে। 'ক' * (২৩ : ১০০-১০১)

'ক'৪ : ৮৮, ৬ : ১৩, ৯৯; ১৯ : ৯৯; ২১: ৯৬; ৩২ : ১৩, ১৪, ৩৬ : ৩২-৩৩; ৩৯ : ৫৯-৬০; ৪০ : ৪৭; ৪৫ : ২৭

---

* বরযখ অর্থ পর্দা, প্রতিবন্ধক অথবা এমন এক জিনিস যা কোন বস্তুর মধ্যবর্তী বাধা ; মৃত্যুর দিন হতে বিচার দিন পর্যন্ত সময় বা অবস্থা বুঝাতে এই শব্দের প্রয়োজন (লেইন)। এটা বেহেশত এবং দোযখের পুরস্কার ও শাস্তির অস্পষ্ট উপলব্ধির মধ্যবর্তী অবস্থা। কুরআন মজীদ একে প্রাথমিক ও অবিকশিত অবস্থার সাথে তুলনা করেছে এবং বিচার দিবসকে পূর্ণ বিকশিত আত্মার জন্মের সাথে তুলনা করেছে। (কুরআন মজীদ, টীকা-২০১৭)

হাদীস

১৩৫। "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন- "তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকাল সন্ধ্যায় জান্নাত কিংবা জাহান্নামস্থ ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। আর তাকে বলা হয় এটাই তোমার বাসস্থান। কিয়ামতে পুনরুত্থান পর্যন্ত এ অবস্থায় চলতে থাকবে।" (বুখারী-কিতাবুর রিকাক)

মলফূযাত

৯৬। "দ্বিতীয় জগতের নাম বরযখ। মূলতঃ বরযখ আরবী ভাষায় দু'জিনিসের অন্তর্বর্তী জিনিসকে বুঝায়। সুতরাং যেহেতু তা আলমে বা'স বা পুনরুত্থান জগত এবং 'আলমে নাশ্আতে উলা' বা প্রথম সৃষ্টি এই দুয়ের মধ্যে অবস্থান করে, সে জন্য এর নাম বরযখ। কিন্তু এই শব্দ আদিকাল হতে এবং পৃথিবীর ভিত্তিপত্তনের যুগ হতে অন্তর্বর্তী জগতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এজন্যই এই শব্দে অন্তর্বর্তী জগতের অস্তিত্বের এক আজিমুশ্শান সাক্ষ্য নিহিত আছে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৯৭। "জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে, তা সত্যিকার পবিত্রতার পরিপন্থী। যদি আজ কারো মাতা, ভগ্নী বা কন্যা মারা যায়, সে পুনরায় আগামীকাল জন্মলাভ করতে পারে এবং কয়েক বছরের মধ্যে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী হতে পারে যা বৈবাহিক চুক্তি হিসেবে গণ্য এবং এটা বেদে নিষিদ্ধ" (ইসলাম এবং অন্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

৭৫। মৃত্যুর পর সকল মানবাত্মাকেই আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কুরআন

২৬৫। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর সত্তা (শাস্তি) সম্পর্কে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই (সকলকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 'ক' (৩ : ২৯)

২৬৬। 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের দিকে ফিরে আসবে না?' * (২৩ :১১৬)

২৬৭। এবং সে যা বলছে আমরা তার উত্তরাধিকারী হব এবং সে আমাদের নিকট একাকীই আসবে। 'খ' (১৯ : ৮১)

'ক' ২ : ২৯, ৪৭, ১৫৭, ২৮৬; ১৫৯; ৬ : ১৬৫; ৭ : ৩০; ১০ : ৫; ১১ : ৫; ১৯ : ৯৪; ২৩ : ৮০; ২৪ : ৬৫; ৩০ : ১২, ৩১ : ২৪; ৩৬ : ৮৪; ৩৯ : ৮;
'খ' ৬ : ৯৫; ১৮ : ৪৯; ১৯ : ৯৬;

---

* এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে– তার সত্তায় আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলী বিকশিত ও প্রতিফলিত করবার জন্য। মানবের ব্যক্তি সত্তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে এবং সন্দেহাতীতভাবে সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বা মধ্যমণিরূপে গণ্য করা হয়েছে, অন্তত সৃষ্টির সেই অংশের জন্য যা আমাদের এই বিশ্বচরাচরের সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু এক মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে সেজন্য ইহজগত হতে এবং জড় আবাস হতে চলে গেলেও মানুষের জীবনের অবসান হবে না। তার আত্মা নতুন আকৃতিতে এবং নতুন দেহে এক নতুন জগতে অন্তহীনভাবে চলতে থাকবে। 'দেহ হতে আত্মার বিচ্ছেদই মানবাত্মার মৃত্যু' এই ধারণা আল্লাহ্‌তাআলার জ্ঞানের বিরোধী, তাঁর নিখিল-বিশ্ব-সৃষ্টির সমস্ত পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের বিরোধী। (কুরআন মজীদ, টীকা–১০২২)

হাদীস

১৩৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি হাশরের দিন সমস্ত মানব জাতির নেতা হব। তোমরা কি জান, কীভাবে আল্লাহ্ (হাশরের দিন) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ) সমস্ত মানুষকে এক বিশাল সমতল ময়দানে জমায়েত করবেন। (এমনভাবে সমতল করবেন) যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং আহ্বানকারীর ডাক সকলের কাছে পৌঁছায়" (বুখারী-কিতাবুল আম্বিয়া)।

মলফূযাত

৯৮। "আমি জানি, এটা এজন্যই যেন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বস্থানে আখেরাতের সফরের প্রস্তুতি রাখে। যেভাবে আমি এখন বলছি যে, আমাকে কারও নাম জানান হয় নি, কিন্তু আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবাদ হতে ভালভাবে অবগত আছি যে, মৃত্যুর একটি নির্ধারিত সময় আছে। এক সময় নিশ্চয় এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)।

৭৬। কবর : মৃতদেহকে মাটিতে কবর দেয়া আল্লাহ্‌র বিধান। মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থানস্থলই প্রকৃত কবর।

কুরআন

২৬৮। অতঃপর তার (দুষ্ট) চিত্ত তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত করল, অতএব সে তার ভাইকে হত্যা করল এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

২৬৯। তখন আল্লাহ্‌ এক কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল যাতে সে তাকে দেখায় যে, কীভাবে তার ভ্রাতার লাশকে ঢেকে দেবে। সে বলল, 'হায় পরিতাপ আমার জন্য। আমি কি এই কাকের মতও হতে পারি নি যে, আমি আমার ভ্রাতার লাশকে ঢেকে দেই?' অতঃপর সে অনুতাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। (৫ : ৩১-৩২)

২৭০। অতঃপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তাকে কবর দেন, 'ক'*

২৭১। অতঃপর যখন তিনি চাইবেন, তাকে পুনরুত্থিত করবেন। (৮০ : ২২-২৩)

'ক' ২২ : ৮; ৩৬ : ৫২; ৫৪ : ৮-৯; ৭০ : ৪৪; ১০২ : ৩;

---

* মানুষের আত্মা তার দেহ হতে বিদায় নিবার পর একটি নতুন দেহ ও নতুন আবাস বরণ করে নেয়। এই নবদেহ মানুষের ইহলৌকিক কার্যাবলীর গুণাগুণ ও প্রকৃতির অনুরূপ ও অনুযায়ী হয়ে থাকে। এটাই তার প্রকৃত কবর। এটা ঐ গর্ত নয় যা তার আত্মীয়-স্বজনরা তার মৃতদেহকে স্থাপন করে ঢেকে দেয়। বরং এটা তার আধ্যাত্মিক অবস্থানুযায়ী সুখ বা দুঃখের আধার হয়ে থাকে। (কুরআন মজীদ, টীকা ৩২৫৯)

হাদীস

১৩৭। হযরত হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন শুতে ইচ্ছা করতেন ডান হাত গালের নীচে রাখতেন, অতঃপর তিনবার বলতেন, "হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে তোমার কবর আযাব হতে রক্ষা কর যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবে" (বুখারী)।

১৩৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "কাফেরদের জন্য তাদের প্রত্যেকের কবরে নিরানব্বইটা সাপ নির্ধারণ করা হয়, যারা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। যদি সে সকল সাপের একটা সাপ জমীনে নিঃশ্বাস ফেলে তবে জমীনে কখনও তৃণ জন্মাবে না।' (দারেমী)

১৩৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "(একবার) আমার নিকট মদীনার দু'জন ইহুদী বৃদ্ধা আসল। তারা আমাকে বলল, 'কবরবাসীদেরকে তাদের কবরে আযাব দেয়া হয়ে থাকে।' আমি তাদের কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম এবং তা সত্য বলে মেনে নিতে মন চাইল না। সুতরাং তারা চলে গেল। তারপর আমার নিকট নবী করীম (সাঃ) আসলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! দু'টি বৃদ্ধা এসেছিল', অতঃপর আমি হুযূর (সাঃ)-এর নিকট পুরো ব্যাপারটা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, 'তারা দু'জন ঠিকই বলেছে। অবশ্যই মানুষকে কবরে আযাব দেয়া হয়ে থাকে, সকল চতুষ্পদ জন্তুই তা শুনে থাকে।' এর পর থেকে আমি নবী করীম (সাঃ)-কে প্রত্যেক নামাযে কবর আযাব থেকে পানাহ চাইতে দেখেছি" (আবু দাউদ)।

১৪০। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কবর বেহেশতের একটি বাগিচা বা দোযখের একটি গর্ত" (তিরিমিযী)।

মলফূযাত

৯৯। কুরআন শরীফে এবং আহাদীসে পবিত্রাত্মাগণের মৃত্যুর পরই বেহেশ্‌তে প্রবেশ স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রকাশ্যতঃ প্রমাণিত হয়। অবশ্য পক্ষান্তরে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, কবরসমূহ হতে মৃতগণ পুনর্জ্জীবিত হবে এবং প্রত্যেকেই আদেশ শোনার জন্য খোদাতাআলার হুযূরে দাঁড়াবে" (এজালায়ে আওহাম)।

৭৭। মৃত্যুর পর বেহেশতীগণ বেহেশ্‌তে ও দোযখীগণ দোযখে অবস্থান করে।

কুরআন

২৭২। যাদেরকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যে, তারা পবিত্র, (তাদেরকে) তারা বলে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যে কর্ম করতে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।" 'ক' (১৬ : ৩৩)

২৭৩। এরাই এমন লোক, যাদেরকে তাদের সৎকাজের উপর ধৈর্য সহকারে কায়েম থাকার কারণে প্রতিদানস্বরূপ (সুরম্য)– বালাখানা দেয়া হবে এবং তথায় তাদেরকে শুভাশীষ ও শান্তির বাণীদ্বারা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে,

২৭৪। তথায় তারা চিরকাল বাস করবে। তা অতি উত্তম হবে – অস্থায়ী বিশ্রামাগার হিসেবে এবং স্থায়ী বাসস্থান হিসেবেও। 'খ' (২৫ : ৭৬-৭৭)

২৭৫। এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত, (এবং) তাদেরকে রিযক দেয়া হচ্ছে। 'গ' (৩ : ১৭০)

২৭৬। যাদেরকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যখন তারা নিজেদের প্রাণের উপর জুলুম করতে থাকে, তখন তারা (এই বলে) আত্মসমর্পণ করবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করতাম না।' (তখন তাদেরকে বলা হবে) 'এরূপ নয়, বরং তোমরা যে কর্ম করতে আল্লাহ্‌ তা ভালভাবে অবহিত আছেন',

২৭৭। 'সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর–দীর্ঘকাল বসবাস করার জন্যে। কেননা অহংকারীদের বাসস্থান অবশ্যই নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। 'ঘ' (১৬ : ২৯-৩০)

২৭৮। এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর হতে দোযখের আযাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় এর আযাব সর্বনাশা,

২৭৯। 'নিশ্চয় তা অতি মন্দ–অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবেও এবং দীর্ঘস্থায়ী আবাসস্থল হিসেবেও।' (২৫ : ৬৬-৬৭)

'ক' ৩৬ : ২৭-২৮; ৮৯ : ৩০-৩১
'খ' ৪ : ৫৮; ১৩ : ৩০; ৩৪ : ৩৮; ৩৬ : ৫৯;
'গ' ২ : ১৫৫; ২২ : ৫১; ৩৪ : ৫;
'ঘ' ৩ : ১৮২-১৮৩; ৪ : ৯৮; ৮: ৫০-৫১; ২৫ : ৭৮; ৩৯ : ৭২-৭৩;
৪৭ : ২৮; ৭১ : ২৬; ১১১ : ২-৬;

হাদীস

১৪১। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত কিংবা জাহান্নামস্থ ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। আর তাকে বলা হয়, 'এটাই তোমার বাসস্থান। কিয়ামতে পুনরুত্থান পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে" (বুখারী-কিতাবুর রিকাক)।

১৪২। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই দরিদ্র শ্রেণীর লোক। আর জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই নারীজাতি" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক)।

১৪৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং তথায় কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম, তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ব্যক্তি কে?'

(ফিরিশ্‌তাগণ) বললেন, হারেসা ইবনে নোমান (রাঃ)। তোমাদের পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণ করত" (শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী)। অপর এক বর্ণনা 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম'-এর স্থলে 'আমি ঘুমিয়েছিলাম এবং নিজকে বেহেশতে দেখলাম' আছে। (মেশকাত)

১৪৪। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মে'রাজের রাত্রে অথবা স্বপ্নে আমার সম্মুখে দোযখকে উপস্থিত করা হয়। তাতে আমি বনী ইসরাঈলের এমন একজন মহিলাকে দেখতে পাই যাকে একটি বিড়ালের ব্যাপারে আযাব দেয়া হচ্ছিল। আমি আরও আমর ইবনে আযের খুযায়ীকে দেখতে পাই যে, সে দোযখের আগুনে আপন নাড়িভূঁড়িকে টানছে। এই ব্যক্তিই (দেবতার নামে) ষাঁড় ছাড়ার কুপ্রথা সর্বপ্রথম প্রচলন করেছিল" (মুসলিম)।

মলফূযাত

১০০। "আধ্যাত্মিকভাবে বেহেশ্‌তীগণের মৃত্যুর পরক্ষণেই বেহেশ্‌তে দাখিল হওয়া এবং দোযখীগণের দোযখে দাখিল হওয়া ধারাবাহিকভাবে কুরআন শরীফ এবং বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়।"...

"এবং এ-ও প্রকাশ থাকে মোমেন মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ বেহেশ্‌তে স্থান পায় যেমন এ আয়াতগুলোতে প্রকাশ করছে :-

"তাকে বলা হল, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলল, 'হায়! আমার জাতি যদি (আমার পরিণাম) জানতে পারত– যে কীরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন" (৩৬ : ২৮-২৯) (এজালায়ে আওহাম)।

৭। ফিরিশ্‌তা।

৭৮। ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র আরশ বহনকারী (বিভিন্ন কার্য পরিচালনাকারী) বাণীবাহক, মানুষের ভালমন্দ কর্ম সংরক্ষক ও বেহেশ্‌ত দোযখের প্রহরী।

কুরআন

২৮০। অতঃপর তারা উত্তমরূপে কার্য পরিচালনা করে। (৭৯ : ৬)

২৮১। যারা আরশকে বহন করে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্বে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁর উপর ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে 'ক' * (৪০ : ৮)

২৮২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা এবং ফিরিশ্‌তাগণকে বার্তা বাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দু' দু', তিন তিন এবং চার চার ডানা বিশিষ্ট। 'খ'** (৩৫ : ২)

২৮৩। যখন (তার) ডান দিকে ও বাম দিকে উপবিষ্ট দু'জন লিপিকার (ফিরিশ্‌তা) লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছে। 'গ' (৫০ : ১৮)

২৮৪। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, এমনকি যখন তারা এর নিকট উপস্থিত হবে এবং এর দ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে এবং এর প্রহরীগণ তাদেরকে বলবে 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা সুখি হও, অতএব তোমরা এতে চিরকাল অবস্থান করবার জন্য প্রবেশ কর।' (৩৯:৭৪)

২৮৫। যার উপর ঊনিশজন (প্রহরী) আছে।

২৮৬। এবং ফিরিশ্‌তা ব্যতীত আমরা অন্য কাকেও (জাহান্নামের) আগুনের প্রহরী নিযুক্ত করি নি'। 'ঘ' (৭৪ : ৩১-৩২)

'ক' ১৩ : ১৪; ৩৭ : ১৬৫-১৬৬; ৩৯ : ৭৬; ৬৯ : ১৮;
'খ' ১৬ : ৩; ৪০ : ১৬; ৪১ : ৩১-৩২;
'গ' ৫০ : ১৯; ৮২ : ১১-১৩;
'ঘ' ৩৯ : ৭২; ৪৩ : ৭৮; ৪৪ : ৪৮; ৫০ : ২২-২৫; ৫২ : ১৪-১৫; ৬৬ : ৭; ৬৯ : ৩১-৩২;

---

* 'আরশ' শব্দদ্বারা আল্লাহ্‌র ঐসব গুণাবলীকে বুঝায়, যা একান্তভাবেই তাঁর, যা অন্য কোন প্রাণী বা মানুষের মধ্যে সামান্য পরিমাণেও পাওয়া যায় না (৯৮৬, ১২৩৩ টীকা দ্বয় দ্রষ্টব্য)। 'যারা আরশকে বহন করে' এই কথাগুলোর অর্থ দাঁড়াচ্ছে : ঐ সকল সত্তা বা ব্যক্তিবর্গ যাঁদের মাধ্যমে ঐ সকল গুণাবলী প্রকাশিত হয়। যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন ফিরিশ্‌তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যেহেতু নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে থাকে, অতএব 'আল্লাহ্‌তাআলার আরশ বহনকারী' বলতে ফিরিশতা এবং নবীগণকে বুঝাতে পারে এবং 'যারা এর চতুষ্পার্শ্বে আছে' ঐসব অধীনস্ত ফিরিশ্‌তা যারা বড় বড় ফিরিশ্‌তাগণের কাজে সাহায্য করেন তাদেরকে বুঝাতে পারে অথবা নবীগণের সত্যিকারের অনুসারীগণ, যাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী ও নবীগণের শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করে থাকেন তাদেরকে বুঝাতে পারে। (কুরআন মজীদ, টীকা ২৫৯৫)

** প্রকৃতির সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ও তদারকির ভার ফিরিশ্‌তাগণের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে (৭৯ : ৬)। ফিরিশ্‌তাগণের কর্তব্যের মধ্যে ইহাও একটি। তাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে, নবীগণের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী ও ইচ্ছা বহন করে এনে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া। বাণীবাহী ফিরিশতাগণ একই সাথে দু'তিন বা চারটি গুণ প্রকাশ করে থাকেন। অন্যান্য ফিরিশতাগণের আরও বেশি বেশি সংখ্যক গুণাবলী রয়েছে। 'আজনেহা' অর্থ শক্তি ও সামর্থের প্রতীক। (লেইন)

অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়–ফিরিশতাগণ বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পরিমাণের শক্তি ও গুণ রাখেন। যে কার্য তাঁদেরকে করতে দেয়া হয় সেই কার্যোপযোগী শক্তি ও গুণ সঠিক পরিমাণে তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন ফিরিশ্‌তাকে অন্যান্য ফিরিশ্‌তা হতে অধিকতর শক্তি, সামর্থ্য ও গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে সকলের প্রধান হলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। তাই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র বাণী নবীগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাঁকেই অর্পণ করা হয়েছে। এই গুরুদায়িত্ব তাঁরই তদারকী ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে। (কুরআন মজীদ, টীকা–২৪০৭)

হাদীস

১৪৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হারিস ইবনে হিশাম নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার নিকট ওহী কীভাবে আসে?' তিনি বলেন, 'প্রতিটি ওহীর সময় ফিরিশ্‌তাই আসে কখনও ঘণ্টার অনুরূপ শব্দ করে আসে। যখন ওহী শেষ হয়, তখন ফিরিশ্‌তা যা বলল, আমি তা সবই হিফয (মুখস্ত) করে নেই। এ (ঘন্টার আওয়াযের অনুরূপ) ওহীটাই আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। আর কখনও কখনও ফিরিশ্‌তা মানুষের আকৃতিতে আসে, আমার সাথে কথা বলে। সে যা বলে আমি তা হিফয করে নেই" (বুখারী)।

১৪৬। হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বিচার দিবসে দোযখকে উপস্থাপন করা হবে যার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রতিটি লাগাম টানার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিয়োজিত থাকবে" (মুসলিম)।

১৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন জুমার দিন হয় তখন মসজিদগুলোর প্রতিটি দরজায় ফিরিশ্‌তাগণ এসে (দাঁড়িয়ে) যায় এবং (যে লোক প্রথমে মসজিদে ঢোকে) সেই প্রথম ব্যক্তির নাম লিখে নেয়। তারপর পরবর্তীগণের নাম। (এভাবে পর্যায়ক্রমে আগত লোকদের নাম লেখা হয়)। আর যখন ইমাম (মিম্বরে উঠে) বসেন তখন তারা এসব লিখিত পুস্তিকা আবদ্ধ করে নেয় এবং (ইমামের) খুতবা শুনতে থাকে" (বুখারী)।

মুলফূযাত

১০১। "কুরআন শরীফের ভিত্তিতে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যায় যে, মানবজাতি বরং পৃথিবীর সকল বস্তুর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্যে কতিপয় মাধ্যম হওয়া আবশ্যক। কুরআন শরীফের কতিপয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কিছুসংখ্যক ঐ সকল পবিত্র আত্মা যারা ফিরিশ্‌তা নামে অভিহিত, তাদের আকাশের বিভিন্ন স্তরের সাথে পৃথক পৃথক সম্পর্ক রয়েছে কেউ নিজ বিশেষ প্রভাবের দ্বারা বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন, কেউ বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং কেউ এই দুনিয়াতে আরও ভিন্ন ধরনের প্রভাব আকর্ষণকারী রয়েছেন" (রূহানী খাযায়েন–৩য় খণ্ড)।

১০২। "হযরত মুয়ায ইবনে জবল ও কাসীরের বয়ান দিয়ে ফাতহুল বয়ান-এ দু'টি মতবাদই বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর হযরত হাসান (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় কার্যক্রম ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এবং তিনি আরও বলেছেন যে, এটা একটি সর্বসম্মত অভিমত" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম)।

৭৯। ফিরিশ্‌তাদের কোন কাজ করার নিজস্ব স্বাধীনতা নেই। তাঁদের যা আদেশ করা হয় তাই তারা করেন।

কুরআন

২৮৭। তার উপর নির্মম ও কঠোর ফিরিশ্‌তাগণ নিয়োজিত থাকবে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে যে আদেশ দেন, তাতে তারা তাঁর অমান্য করে না এবং তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। 'ক' (৬৬ : ৭)

২৮৮। আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে অবতীর্ণ করি না, যথার্থ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং (যখন তাদেরকে অবতীর্ণ করি) তখন তাদেরকে (কাফেরদেরকে) অবকাশ দেয়া হয় না। 'খ' (১৫ : ৯)

'ক' ৪ : ১৭৩; ৭ : ২০৭; ১৬ : ৫০, ৫১; ২১ : ২০-২১; ৪১ : ৩৯;
'খ' ৬ : ৯; ১৯ : ৬৫; ৯৭ : ৫;

হাদীস

১৪৮। হযরত আবু জার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না। আকাশ কড় কড় শব্দ করছে এবং এরূপ করা যথার্থ। তাতে এক হাত পরিমাণ জায়গাও খালি নেই কিন্তু যেখানে একজন ফিরিশ্‌তা নেই, যাদের কপাল আল্লাহ্‌র সিজদায় পড়ে আছে" (তিরমিযী)।

১৪৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বললেন, 'তুমি আমার নিকট যতবার আস তার চেয়ে বেশি আসতে তোমাকে কিসে বাধা দেয়।' তখন এই আয়াত নাযল হল, "ওয়ামা নাতানাযযালু ইল্লা বিআম্‌রি রব্বিকা, লাহু মা বাইনা আইদীনা ওয়ামা খালফানা" "আমি তোমার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না, আমাদের সামনে-পিছনে যা কিছু আছে সব তাঁর" (বুখারী)।

মলফূযাত

১০৩। "সংক্ষেপে আইনের দু'টি ধারা আছে, একটি ফিরিশ্‌তা সম্পর্কিত। তা এই যে, তা'রা আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের আনুগত্য তাদের উজ্জ্বল স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য। তারা কোন পাপ করে না। কিন্তু এটাও যে, তারা সাধুতার অগ্রগতি সাধনও করতে পারে না" (রূহানী খাযায়েন- ৩য় খণ্ড)।

৮০। ফিরিশ্‌তাগণ মৃত্যুদূত। তাঁরা কাফের ও দুষ্কৃতকারীদের নিকট শাস্তির দূত হিসেবে আগমন করেন।

কুরআন

২৮৯। এবং তিনিই তাঁর বান্দাগণের উপর প্রবল এবং তিনি তোমাদের উপর হেফাযতকারী প্রেরণ করেন এমনকি যখন তোমাদের কারও উপর মৃত্যু আসে তখন আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্‌তাগণ) তাকে মৃত্যু দেয় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না। 'ক' (৬ : ৬২)

২৯০। তারা কি কেবল তারই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্‌ মেঘের আবরণে তাদের নিকট আগমন করুন এবং ফিরিশ্‌তাগণও, এবং সকল বিষয়ের ফয়সালা করে দেয়া হোক? এবং নিশ্চয় সকল বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। খ' (২ : ২১১)

'ক' ৪ : ৯৮; ৮ : ৫১; ১৬ : ২৯, ৩৩; ৩২ : ১২; ৪৭ : ২৮;
'খ' ৬ : ৯, ১৫৯; ১৬ : ৩৪; ২৫ : ২২-২৪;

হাদীস

১৫০। ইবনে শিহাব, উরওয়া ও নবীপত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে পরম্পরা সূত্রে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (একদা) হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন, "ওহুদের দিনের চেয়েও কি কোন কঠিন দিন আপনার উপর দিয়ে গিয়েছে?" তিনি জবাব দিলেন, "তোমার জাতির পক্ষ থেকে যে সকল সংকটের সম্মুখীন আমি হয়েছি তা তো হয়েছিই। আর যেদিন আমি সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হই সে ছিল আকাবার দিন (কঠিনতম দিন অর্থাৎ তায়েফের নির্যাতনের দিন – প্রকাশক)। সেদিন আমি স্বয়ং যখন ইবনে আব্‌দে ইয়ালীন ইবনে আব্‌দে কুলালের সামনে হাজির হই, তখন আমি যা চেয়েছিলাম, তার সদুত্তর সে দেয় নি। অতএব আমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে আসলাম। তখনও আমার হুশ ফিরে আসে নি, এমনই অবস্থায় আমি 'কারনেসসা আলেব' এ এসে পৌঁছালাম। অতঃপর মাথা উঠালাম, হঠাৎ দেখলাম এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। যখনই সেদিকে তাকালাম, অভ্যন্তরে জিবরাঈলকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, 'আপনার সাথে আপনার জাতির যে কথাবার্তা এবং তাদের যে প্রতিউত্তর অবশ্যই আল্লাহ্‌ তা সব শুনেছেন। তিনি পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফিরিশ্‌তাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য, এসব লোকের ব্যাপারে আপনি তাকে যেমন ইচ্ছে হুকুম দিতে পারেন।' তখন পাহাড়ের ফিরিশ্‌তা আমাকে ডাকলেন, সালাম করলেন এবং বললেন, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ)! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আপনি যদি চান তবে 'আখন শাবাইন' নামক পাহাড় দুটি তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি।' (একথা শুনে) হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, '(না, তা কখনও হতে পারে না) বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ্‌ তাদের বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করবেন, যারা এক-অদ্বিতীয় মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে, এবং তাঁর সাথে কোনই শিরক করবে না" (বুখারী, কিতাবুল বাদাউল খালক)।

মলফুযাত

১০৪। "আকাশে শুধু ফিরিশ্‌তা অবস্থান করে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ আছে এবং ফিরিশ্‌তাও আছে। ফিরিশতাগণ খোদার কর্মচারী এবং তার রাজ্যের সেবক। তারা মানবের নানাবিধ কার্যের রক্ষীস্বরূপ নিযুক্ত আছে ও সতত খোদাতাআলার আনুগত্য করছে এবং স্ব স্ব কার্যের রিপোর্ট তাঁর কাছে প্রেরণ করছে" (কিশতিয়ে নূহ)।

৮১। যারা ফিরিশতাদের শত্রু, আল্লাহ্ তাদের শত্রু।

কুরআন

২৯১। তুমি বল, 'যে ব্যক্তি এ জন্য জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে যে, সে তোমার হৃদয়ের উপর আল্লাহ্র আদেশে তা (কুরআন) নাযেল করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়নকারী এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়াত (পথ নির্দেশ) ও সুসংবাদস্বরূপ। *

২৯২। যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণের এবং তাঁর রসূলগণের এবং জিবরাঈলের ও মিকাঈলের শত্রু সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ও কাফেরদের শত্রু। (২ : ৯৮-৯৯)

---

* জিবরাঈল একটি মিশ্র শব্দ 'জবর' ও 'ঈল' এ দুটি শব্দ যারা গঠিত। এর অর্থ আল্লাহ্র বান্দা, সাহসী লোক (হিব্রু-ইংলিশ লেক্সিকন প্রণেতা উইলিয়ম জোসনিয়াস, বুখারী-কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়, আকরাব)। ইবনে আব্বাসের মতে জিবরাঈলের অপর নাম আবদুল্লাহ্ (জরীর)। জিবরাঈল ফিরিশ্তাদের সর্দার (মনসূর)। তিনিই কুরআনের বাণীবাহক (বৃহত্তর ইংরাজী তফসীর দেখুন)। কুরআনের তফসীরকারগণের মতে, জিবরাঈলের কাজ হ'ল আল্লাহ্র বাণী বহন করে এনে আল্লাহ্র মনোনীত বান্দার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া (দানিয়েল ৮ : ১৬, ৯ : ২১; লুক ১ : ১৯)। এই আয়াত হতে দেখা যায়, জিবরাঈলের এই একই কর্তব্য কুরআনও স্বীকার করে। কিন্তু ইহুদীদের পরবর্তীকালীন কোন কোন লিখার মধ্যে জিবরাঈলকে অগ্নি ও বজ্রের ফিরিশ্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে (এনসাইক্লোবিব-গেব্রিল)। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সময় ইহুদীরা জিবরাঈলকে তাদের শত্রু মনে করত এবং যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপদাপদ ও দুঃখ-যন্ত্রণার ফিরিশ্তা বলে মনে করত (জরীর, মনসদ)। (কুরআন মজীদ, টীকা-১২৩)

হাদীস

১৫১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট শুনেছেন, "নিশ্চয়ই ফিরিশ্তাকূলের মধ্যে জিবরাঈল ইহুদীদের দুশমন" (বুখারী)।

মলফূযাত

১০৫। "ঐসকল লোক দয়ার পাত্র যারা অজ্ঞতা ও ভুয়া দর্শনের প্রভাবে ফিরিশ্তা ও শয়তানকে অস্বীকার করে এবং কুরআনের বাণী ও প্রমাণকে পরিত্যাগ করে এবং বোকার ন্যায় বিধর্মীদের খপ্পরে পড়ে" (আয়নায় কামালতে ইসলাম)।

৮। নবী বা রসূল।

৮২। নবী বা রসূলগণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত। তাঁদের উপর ঈমান আনার নির্দেশ, ঈমান আনয়নকারীদের পুরস্কার। নবীর আগমনের সময় উর্ধ্বতন মজলিসে আলোচনা হয় ও উল্কাপাতের ন্যায় প্রাকৃতিক অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায়।

কুরআন

২৯৩। এবং তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যেও কোন কালে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তুমি তাদের নিকট আমাদের নিদর্শনসমূহ পাঠ করে শুনাতে; কিন্তু আমরাই রসূল প্রেরণকারী। 'ক' (২৮ : ৪৬)

২৯৪। এবং যারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাদের কারও মধ্যে পার্থক্য করে না, এরাই ঐ সকল লোক যাদেরকে তিনি শীঘ্রই তাদের পুরস্কার দিবেন। 'খ' (৪ : ১৫৩)

২৯৫। (তুমি বল) 'ঊর্ধ্বোন্নত মজলিসের কোন ইলম-জ্ঞান আমার জানা ছিল না, যখন তারা তাদের বিষয় নিয়ে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করছিল,' 'গ'*(৩৮ : ৭০)

২৯৬। এবং আমরা আকাশকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তাকে অতি শক্ত প্রহরী এবং উল্কাসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম, 'ঘ'**(৭২ : ৯)

'ক' ২ : ২১৪; ১২ : ১১০; ১৬ : ৪৪; ২১ : ৮; ২২ : ৭৬;
'খ' ২ : ১৩৭, ২৮৬; ৪ : ১৩৭; ৫ : ১৩;
'গ' ২ : ৩১; ৩৭ : ৯;
'ঘ' ১৫ : ১৮-১৯; ৩৭ : ৮;

---

* কুরআনের সূরা বাকারার ৩১ আয়াত হতে বুঝা যায় এবং হাদীস হতে সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা যখন পৃথিবীতে নবী পাঠাতে চান, তখনই তিনি তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্‌তাদের নিকট তাঁর এই ইচ্ছাটি প্রকাশ করেন। তাঁরা বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ জেনে ও বুঝে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। আলোচনারত ফিরিশ্‌তাদেরকেই মালায়ে আলা বা উচ্চ পর্যায়ের মজলিস বলা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ কথা বলছেন বলে জানা যায় যে, তাঁর ওপর যখন নবুওয়তের ঐশী দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছিল, তখন ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কি কি বিষয় আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তা তিনি জানতে পারেন নি। (কুরআন মজীদ, টীকা–২৫৫২)

** 'আকাশকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা' বাক্যাংশটির অর্থ হল, 'অজানা রহস্যকে উদঘাটিত করার চেষ্টা করা।' যখন আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারক নবী-রসূলের আগমনকাল উপস্থিত হয়, তখন অস্বাভাবিকভাবে তারকা পতন ঘটে থাকে। এই অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণার কথাই এখানে বলা হয়েছে বলে মনে হয়। (কুরআন মজীদ, টিকা–৩১৪১)

হাদীস

১৫২। হযরত মু'আজ ইবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ফজরের নামাযে আমাদের নিকট হতে অনুপস্থিত রইলেন যে পর্যন্ত না আমরা সূর্যের গোলক দেখার কাছাকাছি হয়ে গেলাম। এমন সময় তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসলেন, সাথে সাথে নামাযের একামত বলা হ'ল আর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নামায পড়লেন এবং নামাযকে সংক্ষেপ করলেন। যখন সালাম ফিরালেন সশব্দে আমাদের ডাকলেন এবং বললেন, 'তোমরা ছফে (সারিতে) যেভাবে আছ থাক।' অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, 'শুন। আমি বলছি. আজ ভোরে তোমাদের নিকট আসতে আমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল; আমি রাত্রে উঠলাম এবং ওযূ করলাম অতঃপর আমার পক্ষে যা সম্ভব হ'ল নামায পড়লাম। নামাযে আমার তন্দ্রা এসে গেল এবং আমি অসাড় হয়ে পড়লাম। এ সময় আমি দেখি আমার পরওয়ারদেগার তাবারাকা ওয়াতাআলার নিকট উপস্থিত এবং তিনি অতি উত্তম অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমায় ডাকলেন, 'হে মুহাম্মদ!' আমি উত্তরে বললাম, 'পরওয়ারদেগার, আমি উপস্থিত।' তিনি বললেন, 'মালায়ে আলা' (উচ্চ পরিষদ বা শীর্ষস্থানীয় ফিরিশ্‌তাগণ) কী নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, 'আমি জানি না, হে পরওয়ারদেগার'। তিনি এরূপে তিনবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর দেখি কি তিনি আমার দু'কাঁধের মধ্যখানে আপন কুদরতের হাত রেখে দিয়েছেন যাতে আমি আমার সিনায় তাঁর মোবারক অঙ্গুলীসমূহের শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম তখন সমস্ত জিনিস

আমার নিকট পরিস্ফুট হয়ে উঠল, আর আমি সমস্ত বিষয় অবগত হলাম। ...' " (আহমদ ও তিরমিযি)।

তিরমিযী আরও বলেছেন, এই হাদীস হাসানও সহীহ্ এবং ইমাম বুখারীও এই হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। (মেশকাত কিতাবুস সালাত বাবে মসজিদ ওয়া মাওয়াজেয়েস সালাত)

১৫৩। হযরত আবু যুরআহ (রাঃ) বলেছেন, "আমি আবু হুরায়রাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে যায়, সর্বশক্তিমান ও মহামহিম আল্লাহ্ তার দায়িত্ব এই বলে গ্রহণ করেন, শুধু আমার প্রতি বিশ্বাস অথবা আমার রসূলগণের সত্যতা স্বীকারের দাবীই তাকে এ পথে বের করে। যাতে আমি যেন তাকে তার পুরস্কার অথবা গনিমতের মালসহ (বাড়ীতে) ফিরিয়ে আনি অথবা বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেই' " (বুখারী–কিতাবুল ঈমান)।

মলফূযাত

১০৬। "আপনারা এই যুক্তি বুঝতে পারবেন না যে, যখন পৃথিবী পাপে কলুষিত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র মানদণ্ডে অনাচার, কদাচার ও দুঃসাহসিকতা সদাচার হতে বেড়ে যায়, তখন আল্লাহ্র রহমত আপন কোন বান্দাকে প্রেরণ করে পৃথিবীর দুষ্কৃতি সংশোধন করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। রোগ হলে চিকিৎসকের প্রয়োজন, এটা বুঝবার যোগ্যতা অবশ্য সবচেয়ে বেশি আপনাদের আছে" (পয়গামে সুলেহ)।

৮৩। প্রত্যেক রসূলই নবী ও প্রত্যেক নবীই রসূল।

কুরআন

২৯৭। মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিল; অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করলেন, এবং তাদের সাথে সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করলেন যেন তিনি মানবজাতির মধ্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা করেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে। 'ক' (২ : ২১৪)

২৯৮। "সুতরাং তোমরা উভয়ে তাঁর নিকট যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমারা উভয়ে তোমার প্রভুর রসূল, সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে আর নির্যাতন করো না"। 'খ' (২০ : ৪৮)

২৯৯। এবং এই কিতাবে (যেরূপ বর্ণিত হয়েছে) তুমি মূসার (বৃত্তান্ত)ও উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে মনোনীত (বান্দা) ছিল এবং রসূল ও নবী ছিল। * (১৯ : ৫২)

৩০০। এবং এই কিতাবে (যেরূপ বর্ণিত হয়েছে) ইসমাঈলেরও (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপরায়ণ এবং রসূল ও নবী ছিল। (১৯ : ৫৫)

'ক' ১৯ : ৪২, ৫৯; ৮৭ : ২০;
'খ' ২ : ৮৮; ৩৭ : ১৭২-১৭৩; ৫৮ : ২২;

* 'সে রসূল ও নবী ছিল' শব্দগুলো প্রচলিত এই ভুল ধারণার অপনোদন করে দিয়েছে যে, রসূল যিনি নতুন শরীয়ত বা কিতাব নিয়ে আসেন এবং একজন নবী– যিনি কেবল মানবের সংস্কার সাধনের জন্য আল্লাহ্তাআলার প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন এবং যদিও একজন রসূলের মতই একজন নবীও ওহী ইলহাম পেয়ে থাকেন, তথাপি তিনি নতুন বিধান বা আদেশ সম্বলিত কোন নতুন কিতাব নিয়ে আসেন না। সাধারণ প্রচলিত এই ধারণানুযায়ী প্রত্যেক রসূলই নবী হয়ে থাকেন কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল নন। তফসীরাধীন আয়াত এই ভ্রান্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। কারণ যদি একজন রসূল নতুন শরীয়ত বহন করার কারণে নবীও হন, তবে এখানে অন্যান্য আয়াতসমূহে রসূল শব্দের সাথে নবী শব্দের সংযুক্তি অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক। প্রকৃত ব্যাপার হ'ল এই যে, প্রত্যেক রসূলই নবী ও প্রত্যেক নবীই রসূল। এ দু'টি পদ অভিন্ন এবং একই পদের দু'টি অবস্থা বুঝায় এবং একই ব্যক্তির দু'টি কর্তব্য বুঝায়। একজন ঐশী সংস্কারক যখন আল্লাহ্তাআলার নিকট হতে সংবাদ পেয়ে থাকেন তখন তিনি রসূল (রিসালাত অর্থ সংবাদ) এবং তিনিই নবী এই অর্থে যে, প্রাপ্ত সংবাদসমূহ তিনি জাতির লোকের নিকট প্রচার করেন যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়ে থাকেন (নবুওয়ত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বহন করন)। সুতরাং প্রত্যেক রসূলই নবী কারণ তিনি আল্লাহ্তাআলার নিকট হতে ওহী পেয়ে তা তাঁর জাতির জনগণের নিকট প্রচার করেন এবং প্রত্যেক নবীই রসূল হয়ে থাকেন, কেননা তিনি তার জাতির নিকট সেই সব ওহী বা সংবাদ পৌঁছে দেন, যা তিনি আল্লাহ্র নিকট হতে পেয়ে থাকেন। (কুরআন মজীদ, টীকা–১৭৮০)

(পাঠক! লক্ষ্য করুন ২:২১৪ আয়াতে আল্লাহ্ নবীগণের নিকট কিতাব প্রদান করেন বলেছেন এবং ২০ : ৪৮ আয়াতে হযরত মূসা ও হযরত হারূণ (আঃ) উভয়কেই রসূল বলেছেন, অথচ হযরত হারূণ (আঃ)-কে কোন কিতাব প্রদান করা হয় নি। আবার ১৯ : ৪২ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নবী বলা হয়েছে কিন্তু ৮৭ : ২০ আয়াতে তাঁকেও মূসা (আঃ) উভয়কে কিতাব (সহীফা) প্রদান করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন! এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, যিনিই রসূল তিনিই নবী–সংকলক)

হাদীস

১৫৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, "সম্মানিত ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র, সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র হলেন ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা ইয়াকুব (আঃ), দাদা ইসহাক (আঃ), পরদাদা ইবরাহীম (আঃ)। সবাই নবী ছিলেন" (বুখারী–কিতাবুত্-তফসীর)।

১৫৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী করীম (সাঃ) তাঁর যে রোগ থেকে আর মুক্তিলাভ করেন নি, সেই রোগশয্যায় বলেন, "আল্লাহ্ ইহুদীদের উপর লা'নত বর্ষণ করেন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদাগাহ বানিয়েছে" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

মলফূযাত

১০৭। "স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ হতে জেনে যিনি গায়েবের (অজ্ঞেয়) সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এই অর্থ বুঝাবে সেখানে নবী শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসূল হওয়া শর্ত রয়েছে। কারণ যদি তিনি রসূল না হন, তবে তিনি গায়েবের খবর পেতে পারেন না। আয়াত

'আল্লাহ্তাআলা কাকেও গায়েবের সংবাদের আধিপত্য দান করেন না, পরন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি রসূলস্বরূপ মনোনীত করেন।' এরূপ সংবাদ লাভের পরিপন্থী। যদি আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর আগমন অস্বীকার করা যায় তবে ইহা অবশ্যই মানতে হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। কারণ যাঁর উপর আল্লাহ্র নিকট হতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হবে–'ইয়াযহারো আলা গায়বিহি' আয়াত অনুসারে তাঁর উপর নবী শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হবে। এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআলা দ্বারা প্রেরিত হবেন তাঁকে আমরা রসূল বলব" (এক গলতিকা ইযালা)।

৮৪। ফিরিশ্তা ও মানুষের মধ্য হতে রসূল নির্বাচিত হয়ে থাকে, মানুষের মধ্যে শুধু পুরুষগণই রসূল রূপে প্রেরিত হন।

কুরআন

৩০১। আল্লাহ্ মনোনীত করে থাকেন রসূলগণকে ফিরিশতাগণের মধ্য থেকে এবং মানুষগণের মধ্য থেকেও। 'ক' (২২ : ৭৬)

৩০২। এবং তোমার পূর্বেও বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীগণ হতে কেবলমাত্র পুরুষগণকেই আমরা (রসূলরূপে) প্রেরণ করে আসছি যাদের নিকট আমরা ওহী নাযেল করতাম। 'খ' (১২ : ১১০)

'ক' ১৭ : ৯৫, ৯৬;
'খ' ৬ : ১০; ১৬ : ৪৪; ২১ : ৮;

হাদীস

১৫৬। "ওয়ামা আরসালনা মেন কাবলেকা ইল্লা রেজালান", এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে 'রেজালান' শব্দের ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, পয়গম্বর সব সময় পুরুষই হন, নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না।
ইবনে কাসীর ব্যাপক সংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্তাআলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেন নি" (তফসীর মা'আরেফুল কুরআন)।

মলফূযাত

১০৯। "অতএব প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্তাআলার এই রীতি চিরকাল প্রচলিত আছে যে, যখন কোন রসূল বা নবী বা মোহাদ্দাস মানব জাতির এসলাহ বা সংস্কার সাধনের জন্য আকাশ হতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর সাথে তাঁর সহচররূপে এমন সকল ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন, যাঁরা যোগ্যতাসম্পন্ন হৃদয়সমূহে হেদায়াত বা সত্যের প্রেরণা প্রদান করেন ও পুণ্যের আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং তাঁরা অনবরত অবতীর্ণ হতে থাকেন যে পর্যন্ত না কুফরী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ঈমান এবং বিশ্বাস ও সততার প্রভাত দেখা দেয়" (ফতেহ ইসলাম)।

৮৫। মানবজীবনের কীরূপ অবস্থায় নবীর আগমন হয়ে থাকে। শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় মানবজীবন আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হয়ে পড়লে নবীর আগমনে তা আবার নবজীবন লাভ করে।

কুরআন

৩০৩। মানুষের হস্তসমূহ যা অর্জন করেছে তার ফলে স্থলে ও জলে ফাসাদ ছেয়ে গিয়েছে, পরিণামে আল্লাহ্ তাদেরকে তারা যে কর্ম করেছে তার কতকাংশের শাস্তি ভোগ করাবেন যেন তারা (তাদের অবাধ্যতা হতে) ফিরে আসে। *(৩০ : ৪২)

৩০৪। এবং আল্লাহ্ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তিনি এর দ্বারা যমীনকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন। যে সকল লোক (হক কথা) শ্রবণ করে তাদের জন্য অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে। 'ক' (১৬ : ৬৬)

'ক' ৩০ : ২০, ৫১; ৪৫ : ৬; ৫৭ : ১৮; ৮৬ : ১২-১৩;

---

* এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, যখন মানুষ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে এবং প্রকৃত আল্লাহ্কে ছেড়ে নিজের মনগড়া খোদার পুজায় গা ভাসিয়ে দেয়, তখন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করে বিভ্রান্ত– হারানো মেষগুলোকে পথ দেখিয়ে পুনরায় নিজের খোয়াড়ে নিয়ে আসেন।.... (কুরআন মজীদ, টীকা–২২৯১ আংশিক)

মলফূযাত

১০৯। "স্মরণ রাখতে হবে, কুরআন শরীফ স্বীয় প্রয়োজনীয়তার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ দিয়েছে। কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 'জেনে রাখ যে, পৃথিবী মরে গিয়েছিল, এখন আল্লাহ্ নতুনভাবে একে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।' ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হবার নিকটবর্তী সময়ে সব জাতিরই রীতিনীতি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। 'মিজানুল হক' প্রণেতা পাদ্রি ফন্ডেল, যার শিরায় শিরায় বিদ্বেষ ভরা, তিনিও স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন, 'কুরআন অবতীর্ণ হবার সময় ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ অনাচারী হয়ে পড়েছিল। তাদের অবস্থা শোচনীয় হচ্ছিল। কুরআনের আগমন তাদের জন্য সতর্কবাণী ছিল।'... হে গাফেল অন্ধগণ! কুরআন যেরূপ অধার্মিকতার তুফানের যুগে এসেছিল কোন নবী তদ্রূপ যুগে আসে নি। ইহা পৃথিবীকে অন্ধ পেয়ে আলোক দান করেছিল, পথভ্রষ্ট পেয়ে পথ প্রদর্শন করেছিল এবং মৃত পেয়ে প্রাণ দান করেছিল" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

৮৬। "নবুওয়ত আল্লাহ্তাআলার অন্যতম নেয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। নবীদের সাথে অসদাচরণের কারণে নবুওয়তের ধারা পরিবর্তিত হয়।

কুরআন

৩০৫। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি। তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করেছিলেন এবং তোমাদের বাদশাহ্ করেছিলেন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু দান করেছিলেন যা তিনি (তদানীন্তন জগতে) অন্য কোন জাতিকে দেন নি। 'ক' (৫ : ২১)

৩০৬। তিনি তাঁর বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে চান তার উপর নিজ আদেশ দ্বারা বাণীসহ ফিরিশ্তাগণকে অবতীর্ণ করেন (এই বলে) যে, 'তোমরা (লোকদেরকে) সতর্ক কর যে, আমি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নেই; অতএব তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।' 'খ' (১৬ : ৩)

৩০৭। এরাই হচ্ছে ঐ সকল লোক যাদেরকে আমরা কিতাব এবং শাসনক্ষমতা ও নবুওয়ত দান করেছিলাম। অতএব যদি এই সকল লোক তাকে অস্বীকার করে, তবে নিশ্চয়ই আমরা তা অন্য এক জাতির উপর ন্যস্ত করেছি যারা তার অস্বীকারকারী নয়। 'গ' (৬ : ৯০)

'ক' ৪ : ৭০;
'খ' ৩ : ৭৪-৭৫; ৪০ : ১৬; ৫৭ : ২২, ৩০; ৬২ : ৪-৫;
'গ' ২ : ৮৮-৮৯; ৪ : ১৩৪; ৬ : ১৩৪; ৮ : ৫৪; ১১ : ৫৮;

হাদীস

১৫৭। হযরত আবুল আলিয়া (রাঃ) বলেছেন, "নিয়ামতসমূহ হচ্ছে তাদের (বনী ইসরাঈলদের) মধ্যে বহু নবী-রসূলদের আবির্ভাব ও তাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী।" হযরত ইবনে কাসীর বলেন, "তাঁর এই ব্যখ্যা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিম্ন বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ–'হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের উপর সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করেছিলেন এবং তোমাদের বাদশাহ্ করেছিলেন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু দান করেছিলেন যা তিনি (তদানীন্তন) জগতে অন্য জাতিকে দেন নি" (তফসীর ইবনে কাসীর)।

মলফূযাত

১১০। "অতএব হে দুর্বল বিশ্বাস ও হীন সাহসসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের আল্লাহ্ পার্থিব বিষয়ে তোমাদেরকে বনী ইসরাঈলদের সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাদের অধিকারী করতে পারেন নি? আল্লাহ্তাআলা বরং তোমাদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উত্তরাধিকারী অন্য কেহ হবে না। আল্লাহ্তাআলা তোমাদেরকে ওহী ইলহাম (ঐশীবাণী) মোকালেমা মোখাতাবা (আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপ) হতে কখনও বঞ্চিত করবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল নেয়ামত প্রদান করেছিলেন, তৎসমুদয়ই তোমাদেরকে প্রদান করবেন" (কিশতিয়ে নূহ)।

৮৭। নবী-রসূলদের আগমনের উদ্দেশ্য, তাদের কাজ।

কুরআন

৩০৮। এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল পাঠিয়েছি তাদের প্রত্যেকের প্রতি এই ওহী করেছি, "আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।" 'ক' (২১ : ২৬)

৩০৯। (এবং প্রেরণ করেছি) রসূলগণ, শুভ সংবাদ বহনকারী এবং সতর্ককারীরূপে যেন রসূলগণের (আগমনের) পর মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন ওজর-আপত্তি না থাকে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। 'খ'* (৪ : ১৬৬)

৩১০। নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনগণের উপর অনুগ্রহ করলেন যখন তিনি তাদের মধ্য হতে তাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করলেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করে ও তাদের পবিত্র করে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, এবং নিশ্চয় তারা এর পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিল। 'গ' (৩ : ১৬৫)

'ক' ৭ : ৬০, ৬৬, ৭৪, ৮৬; ১১ : ৮৫; ১৪ : ১১; ১৬ : ৩৭; ২৩ : ৩৩; ৪৩ : ৪৬;
'খ' ২ : ২১৪; ৫ : ২০; ৬ : ২০, ৪৯, ১৩১, ১৩২; ৭ : ৩, ৬৪, ৭০, ১৮৯; ১০ : ৩; ১১ : ২৬; ১৪ : ৫৩; ১৭ : ১০৬; ২৫ : ৫৭; ৩৩ : ৪৬; ৩৫ : ২৪-২৫; ৩৬ : ৭; ৩৯ : ৭২; ৪৮ : ৯;
'গ' ২ : ১৩০, ১৫২; ৭ : ৩৬; ৩৩ : ৪০; ৬২ : ৩;

---

* "সুসংবাদ বাহক ও সতর্ককারী" শব্দ দু'টি নবীগণের দু'টি অপরিহার্য কর্তব্য ব্যক্ত করছে। তাদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরা এই সুসংবাদ দান করেন যে, তারা ইহজগতের উন্নতি লাভ করবে এবং পরকালেও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তিতে থাকবে। যারা নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করে, নবীগণ তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, প্রত্যাখ্যানকারীরা এখন দুঃখ-যন্ত্রণা ও আপদ-বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, যা হতে তারা কোনমতেই রেহাই পাবে না। (কুরআন মজীদ, টীকা–৭০৮)

হাদীস

১৫৮। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার ও যে বিষয় দিয়ে আমাকে পাঠান হয়েছে এর উদাহরণ, এক ব্যক্তি তার কওমের নিকট এসে বলল, 'হে আমার কওম! আমি আমার এই দু'চোখে শত্রু সৈন্য দেখে এসেছি এবং আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য এক 'উত্তম সতর্ককারী।' শীঘ্র কর! শীঘ্র কর! (তাতে মুক্তি পাবে)।' ইহা শুনে তার কওমের একদল তার কথা মানল এবং রাতারাতিই চলে গেল। তাতে তারা ধীরে সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর অপর দল তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করল এবং ভোর পর্যন্ত নিজেদের স্থানেই রয়ে গেল। ভোরে হঠাৎ শত্রুসৈন্য তাদের উপর আপতিত হ'ল এবং তাদেরকে ধ্বংস ও সমূলে বিনষ্ট করে দিল। এটা হ'ল সেই ব্যক্তির উদাহারণ যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে এবং আমি যা এনেছি তার অনুসরণ করেছে এবং সেই ব্যক্তির উদাহারণ যে আমার অবাধ্য হয়েছে ও আমি যে সত্য তার নিকট এনেছি তাকে সে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে" (মেশকাত–মূল-বুখারী ও মুসলিম)।

মলফূযাত

১১১। "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতাআলার সকল কিতাবে যদি গভীর দৃষ্টিপাত করা হয়, তবে জানা যায় যে, সকল নবী এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলাকে 'ওয়াহেদ লা শারীক' বলে মান এবং এরই সাথে আমাদের রেসালাতের প্রতিও ঈমান আন। সেজন্যেই ইসলামী শিক্ষার সারকথা হিসাবে এই দুটি বাক্য সমগ্র উম্মতকে শিখান হয়েছে :– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্–'আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল বা প্রেরিত মহাপুরুষ' " (হকিকাতুল ওহী)।

১১২। "যেহেতু আদিকাল হতেই এবং জগতের সৃষ্টি অবধি আল্লাহ্‌তাআলাকে সনাক্ত করার বিষয় নবীকে সনাক্ত করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু নবীর মাধ্যম ব্যতীত তৌহীদ লাভ করা সততঃ সম্পূর্ণ অসম্ভব। নবী আল্লাহ্‌তাআলার চেহারা দেখার আয়না বা দর্পণস্বরূপ। এই দর্পণেই আল্লাহ্‌কে দেখা যায়। যখন আল্লাহ্‌তাআলা নিজেকে জগতে প্রকাশ করতে চান, তখন তিনি তাঁর কুদরত ও শক্তি নিচয়ের বিকাশস্থল নবীকে জগতে প্রেরণ করেন এবং স্বীয় রবুবিয়ত ও প্রতিপালনের ক্ষমতাবলী তাঁর মাধ্যমে প্রদর্শন করেন। তখনই জগত জানতে পারে যে, আল্লাহ্ সত্যিকারভাবে বিদ্যমান আছেন" (হকিকাতুল ওহী)।

৮৮। নবী-রসূলগণ মানবিক চাহিদাসম্পন্ন মানুষ।

কুরআন

৩১১। এবং আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরক স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করেছিলাম। 'ক' (১৩ : ৩৯)

৩১২। তুমি বল, 'আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, কিন্তু আমার নিকট এই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ।' 'ক' (১৮ : ১১১)

৩১৩। এবং আমরা সেইসব রসূলকে না এমন দেহ দিয়েছিলাম যে, তারা আহার করতো না এবং না তারা চিরকাল বেঁচে থাকবার অধিকারী ছিল। 'খ' * (২১ : ৯)

'ক' ৬ : ৫১; ১৪ : ১২; ১৭ : ৯৪; ৪১ : ৭; ৪৬ : ১০;
'খ' ২৩ : ৫২; ৫২ : ৮, ২১;

---

* যদিও অবিশ্বাসীগণ আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত সকল নবীকেই সাধারণ মরণশীল মানুষ মনে করত, তথাপি তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একই আপত্তি অপরিবর্তনীয়ভাবে বারংবার উত্থাপিত হয়েছিল যে, সাধারণ মরণশীল মানুষের মতই তিনি পানাহার করেন এবং রাস্তায় চলাচল করেন এবং সকল মানবীয় দৈহিক চাহিদা ও প্রয়োজনের অধীন (২৫ : ৮)। আত্মপক্ষ সমর্থনের এই মাপকাঠির উপর ভিত্তি করেই তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখানে কাফেরদের এই স্ববিরোধী মনোভাবের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁরা এই সরল-সহজ বাস্তবকে বুঝতে চায় না। আয়াতটির মর্ম এই যে, নবীগণ আবির্ভূত হয়ে থাকেন মানবের জন্য নমুনাস্বরূপ এবং কীরূপে তাঁরা আদর্শ হিসাবে কাজ করতেন যদি তাঁরা তাঁদের মত মানুষ না হতেন এবং যদি তাঁরা তাঁদের মত বস্তু জগতের দৈহিক প্রয়োজনের অধীন না হতেন? মানব সত্তা হয়ে রক্তমাংসের চাহিদা, ক্ষয় বা মৃত্যু হতে তাঁরা মুক্ত ছিলেন না। (কুরআন মজীদ, টীকা-১৮৭৩)

হাদীস

১৫৯। হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন (হিজরত করে) মদীনায় আসলেন তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে 'তা'বীর (১) করছিল। হুযূর (সাঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এরূপ কেন করছ?' তারা বললেন, 'হুযূর আমরা বরাবরই এরূপ করে আসছি।' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'মনে হয় তোমারা এরূপ না করলেই উত্তম হত।' সুতরাং তারা ইহা ত্যাগ করল। কিন্তু তাতে ফলন খুব কম হল। (রাবী বলেন) লোকেরা ইহা হুযূরের নিকট বলল। তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, 'আমি (তোমাদের ন্যায়) একজন মানুষই। আমি যখন তোমাদের দীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে, আর যখন (তোমাদের দুনিয়া সম্পর্কে) আমার নিজের মত অনুসারে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন (মনে করো যে) আমিও মানুষ। (তাই আমারও ভুল হতে পারে)' " (মেশকাত-মূল-মুসলিম)।
(১) নর গাছের কেশর নিয়ে মাদী গাছে লাগানোকে 'তা'বীর বলে। (মেশকাত)

মলফূযাত

১১৩। "খুব স্মরণ রাখ যে, সকল খারাবী ও পতন যা ইসলামে দেখা দিয়েছে, এমনকি এই ভারতবর্ষেই ২৯ লক্ষ মানুষ ধর্মত্যাগী হয়ে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছে, কারণ এটাই ছিল যে, মুসলমানেরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে অযথা ও মাত্রাতিরিক্ত আশা পোষণ করে এবং তাঁকে প্রত্যেক গুণে বৈশিষ্ট্য দান করে খ্রীষ্টানদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। এমন কি যে সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য তারা হযরত সৈয়্যদনা পয়গাম্বর (সাঃ)-এর প্রতি আরোপ করে, যদি কোন ঐতিহাসিক পুস্তকে ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্য সৈয়্যদনা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে লেখা থাকে তবে তারা তৌবা তৌবা করে ওঠে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা বাহুল্য যে, আঁ হযরত (সাঃ) কোন কোন সময় অসুস্থও হয়ে পড়তেন। এবং তাঁর জ্বরও দেখা দিত এবং তিনি ঔষধও সেবন করতেন এবং কোন কোন সময় সিঙ্গাও লাগাতেন। কিন্তু যদি এরই সাদৃশ্য হযরত মসীহ (আঃ) সম্বন্ধে লেখা হয় যে, তিনি জ্বর বা অন্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁকে উঠিয়ে কোন চিকিৎসকের নিকট নেয়া হয়েছিল, তবে তারা চমকিয়ে উঠবে যে, এটা

মসীহ্ (আঃ)-এর মর্যাদার পরিপন্থী; যদিও তিনি অক্ষম মানুষ ছিলেন এবং–সকল মানবীয় দুর্বলতার অংশীদার ছিলেন" (তাজকেরাতুশ শাহাদাতায়ন)।

১১৪। "তোমরাও তেমনি মানুষ যেমন আমি একজন মানুষ এবং আমার খোদাই তোমাদের খোদা, সুতরাং তোমাদের সৎ প্রবৃত্তিগুলো নষ্ট করো না। যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে খোদার প্রতি আকৃষ্ট হতে তবে দেখ, আমি খোদার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা খোদার একটি মনোনীত জাতিতে পরিণত হবে" (আল্ ওসীয়্যত)।

৮৯। নবীগণ নিষ্পাপ। নবীগণের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হয়।

কুরআন

৩১৪। তারা তাঁর কথা বলার পূর্বে কোন কথা বলে না, তারা (কেবল) তাঁরই হুকুম অনুযায়ী কাজ করে। 'ক'* (২১ : ২৮)

৩১৫। এবং শান্তি রসূলগণের উপর। 'খ' (৩৭ : ১৮২)

'ক' ৬ : ১৬৩; ২০ : ১১৬; ৩৩ : ২২; ৫৩ : ৩-৪; ৬০ : ৫, ৭; ৬৮ : ৫;
'খ' ২৭ : ৬০; ৩৭ : ৮০, ১১০ : ১২১, ১৩১;

---

* আয়াতে 'তারা' সর্বনাম দ্বারা নবীগণকে বুঝায়। আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত পয়গম্বরগণ অবাধ্যতা, নৈতিক অপরাধ এবং পাপ করতে পারেন না। এই আয়াত নবীগণের নিষ্পাপ হবার দলিল। (কুরআন মজীদ টীকা -১৮৮১)

হাদীস

১৬০। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছেন, "একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'হুযূর! বিপদ দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক পরীক্ষা করা হয় কাদের?' হুযূর বললেন, 'নবীদের, অতঃপর তাদের তুলনায় যারা উত্তম তাদের। মানুষ তার দীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দীনের ব্যাপারে পাক্কা হয়, তার বিপদও কঠিন হয়। যদি তার দীনের ব্যাপারে শিথিলতা থাকে তার বিপদও সহজ হয়। তার এরূপ বিপদ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গোনাহ থাকে না।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মেশকাত হতে)

মলফূযাত

১১৫। "তিনি (হযরত ঈসা (আঃ)) খোদার উপর ভরসা রাখতেন। কিন্তু অধিকাংশ ইহুদী আলেম নিজেদের দুনিয়াদারী, চালবাজী এবং খোশামোদের মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরে শেকড় গেড়ে ফেলেছিল। তারা সরকারের প্রকৃত বন্ধু ছিল না কিন্তু মনে হচ্ছিল যে, সরকার নিশ্চয় এই ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিল যে, তারা সরকারের বন্ধু। এজন্য তাদের খাতিরে খোদার এক নিষ্পাপ নবীকে সর্বপ্রকারে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। কিন্তু যিনি আকাশ হতে অবলোকন করছেন এবং যিনি মানব হৃদয়ের মালিক, তাঁর দৃষ্টি হতে এ সকল দুষ্কৃতপরায়ণ গুপ্ত ছিল না" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)।

৯০। নবী-রসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্ গায়েবের খবর বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন।

কুরআন

৩১৬। তিনিই অদৃশ্যের বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কারও নিকট অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না,

৩১৭। কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাকে তিনি মনোনীত করেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি তার সম্মুখে ও পশ্চাতে এক দল প্রহরী (ফিরিশ্‌তা) পরিচালনা করেন। 'ক' (৭২:২৭, ২৮)

'ক' ৩ : ৪৫, ১৮০; ১১ : ৫০; ১২ : ১০৩;

---

* নবীদের নিকট যে সকল অজ্ঞাত বিষয়াবলীর জ্ঞান দেয়া হয়, ঐগুলোর প্রকৃতি ও গুরুত্ব এমনই অতুলনীয় যে, অন্যান্য বিশ্বাসী ধার্মিক সাধু ব্যক্তিগণের নিকট প্রদত্ত গুপ্তজ্ঞান এসবের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। এই আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। নবীগণের নিকট প্রকাশিত গুপ্তজ্ঞানের ব্যাপকতা, গভীরতা, স্পষ্টতা, নিত্য-নতুনতা, জনকল্যাণমুখিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণাবলী ধার্মিক বিশ্বাসী সাধুগণের গুপ্তজ্ঞানের মধ্যে থাকে না। দুই শ্রেণীর ভিতর একটা বিরাট পার্থক্য। তদুপরি, নবীগণের নিকট যে সকল ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হয়, তার সাথে আল্লাহ্‌তাআলার রক্ষা কবচও সংযুক্ত থাকে যাতে শয়তান দ্বারা তা বিকৃত না হয় এবং সঠিকভাবে তা নবীর কাছে পৌঁছে যায়। সাধু ব্যক্তিদের নিকট প্রকটিত গুপ্ত জ্ঞানের ব্যাপারে এই রক্ষাকবচ না থাকায়, সব সময় তা নিশ্চিত ও নিরাপদ নয়। (কুরআন মজীদ, টীকা–৩১৪৮)

হাদীস

১৬১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমন ভাষণ দিলেন, যেমনটি ইতোপূর্বে আর কোনদিন আমি শুনি নি। (এই ভাষণে) তিনি বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে পারতে তবে হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী"। আনাস (রাঃ) বলেন, "একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবাগণ কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। তখন শুধু তাদের সজোরে কাঁদার শব্দ শোনা যাচ্ছিল" (বুখারী–কিতাবুত্ তফসীর)।

মলফূযাত

১১৬। "স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ হতে জেনে যিনি গায়েবের (অজ্ঞেয়) সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এ অর্থ বুঝাবে, সেখানে 'নবী' শব্দের প্রয়োগ করতে হবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসূল হবার শর্ত রয়েছে। কারণ যদি তিনি রসূল না হন তবে নির্মল গায়েবের খবর তিনি পেতে পারেন না। 'আল্লাহ্‌তাআলা কাকেও গায়েবের সংবাদের আধিপত্য দান করেন না, পরন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি রসূলরূপে মনোনীত করেন' আয়াতটি এরূপ সংবাদ লাভের পরিপন্থী" (এক গলতি কা ইযালা, বাংলা অনুবাদ-পৃঃ ৫-৬)।

৯১। পদ-মর্যাদার দিক দিয়ে কোন কোন নবী কোন কোন নবী হতে শ্রেষ্ঠ।

কুরআন

৩১৮। এই রসূলগণ–যাদের মধ্য হতে আমরা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি – তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাদের সাথে আল্লাহ্ বাক্যালাপ করেছেন এবং তাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। 'ক'* (২: ২৫৪)

'ক' ১৭ : ৫৬; ২৭ : ১৬;

---

* এই বাক্য দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে, নবীগণের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন যাদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেন না, কিংবা যারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নন। এই বাক্যটির আসল অর্থ হল নবী দু'প্রকার হয়ে থাকেন: (ক) যারা নূতন শরীয়াত আনয়ন করেন – তা'দেরকে 'মুকাল্লাম' নবী বলা হয়। (খ) অন্যরা আধ্যাত্মিক মর্যাদার অত্যুচ্চ স্তরে থাকা সত্বেও 'গয়ের মুকাল্লাম' নবী। রেওয়ায়াত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) মুকাল্লাম নবী ছিলেন। (মুসনাদ) (কুরআন মজীদ টীকা ৩১৪)

হাদীস

১৬২। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা আমাকে সমস্ত নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, অথবা বলেছেন (সাবেক) উম্মতদের উপর আমার উম্মতের মর্যাদা দান করেছেন। এবং আমাদের জন্য গনিমতের মাল হালাল করেছেন" (মেশকাত – মূল তিরমিযী)।

মলফূযাত

১১৭। "তিনি আমাদের নেতা। যাঁর মধ্য হতে সব নূর। তাঁর নাম মুহাম্মদ (দঃ), তিনিই আমার হৃদয় বিমোহিত করেছেন। সব পয়গম্বরই পবিত্র। একজন হতে অন্যজন উত্তম। কিন্তু মহিমান্বিত সৃষ্টির সেরা তিনিই" (দূররে সমীন)।

৯২। নবী হিসেবে কোন নবীর মধ্যে পার্থক্য নিষিদ্ধ।

কুরআন

৩১৯। এবং যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাদের কারও মধ্যে পার্থক্য করে না, এরাই ঐ সকল লোক যাদেরকে তিনি শীঘ্রই পুরস্কৃত করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ক' (৪:১৫৩)

'ক' ২: ১৩৭, ২৮৬; ৩: ৮৫; ৪: ১৬৪;

হাদীস

১৬৩। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আহলে কিতাবগণ তওরাত কিতাব হিবরু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় এর ব্যাখ্যা করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'আহলে কিতাবদের তোমরা বিশ্বাসও করো না আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না। বরং তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি, আমাদের উপর যে জীবন বিধান নাযেল হয়েছে তার প্রতি এবং – যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি নাযেল হয়েছে। যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাঁদের খোদার তরফ হতে দেয়া হয়েছে তার প্রতিও। আমরা তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না। এবং আমরা একমাত্র আল্লাহ্রই অনুগত" (বুখারী – কিতাবুত্ তাওহীদ)।

মলফূযাত

১১৮। "কোন জাতিবিশেষের প্রতি অযথা দোষারোপ করতে আমি চাই না, এবং কারও মনে কষ্ট দেয়া আমার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু হায়! দুঃখের সাথে আমি এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইসলাম সেই পবিত্র ও শান্তি স্থাপনকারী ধর্ম যা কারো ধর্ম নায়কের উপর আক্রমণ করে না এবং কুরআন শরীফ সেই মহিমান্বিত গ্রন্থ, যা জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ভিত্তি রচনা করেছে এবং প্রত্যেক ধর্মের নবীকে স্বীকার করেছে। এবং জগতের জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি স্থাপনের এই গৌরব শুধু কুরআন শরীফেরই প্রাপ্য। এতে আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, 'লা নুফাররেকুবাইনা আহাদিম মিনহুম ওয়া নাহনুলাহু মুসলেমুন', অর্থাৎ '(হে মুসলমান!) তোমরা বল আমরা পৃথিবীর সকল নবীকেই বিশ্বাস করি এবং তাঁদের মধ্যে প্রভেদ করে কতককে গ্রহণ ও কতককে প্রত্যাখ্যান করি না। এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী' (৩:৮৫)" (পয়গামে সুলেহ)।

৯৩। প্রত্যেক জাতিতে নবী প্রেরিত হয়েছে। নবীগণের নিকট স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় ওহী করা হয়েছে।

কুরআন

৩২০। এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রয়েছে রসূল, সুতরাং যখন তাদের রসূল আসে, তখন তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করে দেয়া হয় এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হয় না। 'ক' (১০ : ৪৮)

৩২১। এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তাঁর জাতির ভাষায় ওহী (করে) পাঠিয়েছি, এজন্য যেন সে তাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে চান পথ ভ্রষ্ট হ'তে দেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। * (১৪ : ৫)

'ক' ; ৩: ১৮৫; ৪: ১৬৫; ৬: ৪৩; ৯: ১২৮; ১৩: ৮; ১৫: ১১; ১৬: ৩৭,৬৪; ৩৫: ২৫; ৪০: ৭৯; ৪৩: ৭;

---

* এই আয়াতের অর্থ এ নয় যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পয়গাম কেবল আরববাসীগণের জন্যই সীমাবদ্ধ। এরূপ ধারণা কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াত দ্বারা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। কুরআন করীমের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁকে সারা বিশ্বের সকল মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র রসূল বলে ঘোষণা করা হয়েছে (৭:১৫৯; ৩৪: ২৯)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মিশনের সার্বজনীনতা একমাত্র কুরআনেরই দাবী নয়, হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে যে রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি লাল কালো অর্থাৎ সকল জাতির মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি। (মজমাউলবিহার)। অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'আমি বিশ্ব মানবের জন্য আবির্ভূত হয়েছি' (বুখারী)। কুরআন নাযেল হয়েছিল আরবী ভাষাতে, কারণ (তাঁর) সম্মুখস্থ আরবী ভাষাভাষী আরব জাতিকেই সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছিল এবং তাঁদের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী এর বাণী (ইসলাম) প্রচার হওয়া নির্ধারিত ছিল এবং এজন্য নয় যে, কুরআনের বাণী শুধু আরববাসীদের জন্য নাযেল হয়েছিল। কুরআন আরবী ভাষায় নাযেল হওয়ার আরো কারণ হ'ল যে, সকল ভাষার মোকাবেলায় তা অধিক ভাব প্রকাশে সক্ষম। এটা প্রাঞ্জল এবং ব্যাপক ভাষা। এর উপযোগিতা কুরআনের বাণী প্রচারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। (কুরআন মজীদ টীকা-১৪৫৩)

হাদীস

১৬৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার সামনে বিভিন্ন উম্মতকে পেশ করা হ'ল। আর নবীগণ গমন করতে লাগলেন। কারো সাথে বিরাট জামাত, কারো সাথে অপেক্ষাকৃত ছোট দল কোন নবীর সাথে দশজন, কারো সাথে পাঁচজন আর কোন নবী চলছেন সঙ্গীহীন একাকী। এর পর তাকাতেই এক বিরাট জামাতের উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম – 'হে জিবরাঈল! এরাই কি আমার উম্মত?' জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দিলেন 'না বরং দিগন্তপানে চেয়ে দেখুন' তাকিয়ে দেখলাম এক বিরাট জামাত। তিনি বললেন 'এরা হ'ল আপনার উম্মত। তাদের অগ্রবর্তী সত্তর হাজারের কোন হিসেব হবে না এবং কোন রকমের আযাবও হবে না" (বুখারী)।

মলফূযাত

১১৯। "আমরা অন্য জাতির নবীগণের সম্বন্ধে কখনও দুর্নাম করি না। বরং এটাই আমাদের ধর্ম বিশ্বাস যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যত নবী এসেছেন এবং কোটি কোটি লোক যাঁদেরকে মেনে নিয়েছেন এবং পৃথিবীর কোন অংশে যাঁদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে সেই প্রেম ও ভক্তি যে মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ প্রমাণই তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে যথেষ্ট। কারণ তাঁরা আল্লাহ্র তরফ হ'তে না হলে কোটি কোটি লোকের হৃদয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রসার লাভ করত না" (পয়গামে সুলেহ)।

৯৪। পূর্ববর্তী নবীগণ জাতীয় নবী ছিলেন। তাঁরা স্ব স্ব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

কুরআন

৩২২। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূলকে তাদের (নিজ নিজ) জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। অতঃপর যারা অপরাধ করেছিল আমরা তাদের নিকট হতে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলাম। 'ক' (৩০:৪৮)

'ক' ৭: ৬০, ৬৬, ৭৪, ৮৬; ৯: ১২৮; ১০: ৪৮, ৭৫; ১১: ২৬, ৫১,৬২, ৮৫; ১৪:৬; ২৩ : ২৪; ২৭: ৪৬; ২৯: ১৭, ৩৭; ৪৬: ২২; ৭১:২;

হাদীস

১৬৫। হযরত আদম ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি ইবনে ওমরকে বলতে শুনেছি; কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক উম্মত তার নিজের নবীর কাছে যাবে। তারা বলবে, 'হে অমুক (নবী)! আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন।' 'হে অমুক (নবী)! আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন।' (কিন্তু তারা কেউ শাফায়াত করতে রাজি হবেন না)। শেষ পর্যন্ত শাফায়াতের দায়িত্ব এসে পড়বে নবী (সাঃ)-এর উপর। আর এই দিনই আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে মকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন" (বুখারী–কিতাবুত্ তবসীর)।

১৬৬। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক নবী প্রেরিত হতেন কেবলমাত্র তার সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য" (বুখারী – কিতাবুস্ সালাত)।

মলফূযাত

১২০। "(পবিত্র কুরআন পাকে) বলা হয়েছে, 'এমন কোন জাতি নেই যাদের নিকট সতর্ককারী আসে নি।' আরও বলা হয়েছে, 'পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের সকল শিক্ষা কুরআনে মজুদ আছে।' এই আয়াতসমূহ হতে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগে মহান আল্লাহ্ পাক বিভিন্ন দেশের প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন, কারণ তখনকার পরিস্থিতিতে এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে আল্লাহ্‌পাক সকলকে এক জাতিভুক্ত করার ইচ্ছা করেছেন, কেননা তিনি এক-অদ্বিতীয়। সকলকে এক ধর্মে একত্র করার জন্য তিনি কুরআন নাযেল করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন তিনি সকল মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করবেন এবং সকল দেশকে এক দেশ ও সকল ভাষাকে এক ভাষায় রূপান্তরিত করবেন" (ইসলাম ইন কমপারিজন উইথ আদার রিলিজিয়নস। মূল-রিভিউ অফ রিলিজিয়নস-ভলিউম ২-১৯০৩)।

৯৫। প্রত্যেক নবীই নিজ জাতির জন্য ইমাম।

কুরআন

৩২৩। এবং (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রভু কতিপয় আদেশ বাণী দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে ঐ গুলি পূর্ণ করেছিল। তিনি বললেন 'আমি নিশ্চয় তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করতে চলেছি।' সে বলল 'আমার বংশধরদের মধ্য হতেও ?' তিনি বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বর্তিবে না।' 'ক' (২:১২৫)

'ক' ১৭: ৭২; ২১: ৭৩-৭৬; ৩২: ২৫;

হাদীস

১৬৭। হযরত সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, "'লাইয়ানালো আহদীয্ যালেমীন' এ উল্লেখিত আহ্দী শব্দের অর্থ 'আমার নবুয়ত।'" অতএব এর প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে নবুয়তের মর্যাদা যালিম ও মুশরিকরা পাবে না। (তফসীরে তাবারী)

মলফূযাত

১২১। "যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমামের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ক্রমেই বিপদ হতে নিরাপদ হওয়া যায় না। ইহার সাক্ষ্য ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে রয়েছে। কেননা-একব্যক্তি যে কুরআন শরীফের কাতেব (লিপিকারী) ছিল, নবুওয়তের আলোকের সান্নিধ্যে অবস্থান হেতু কোন কোন সময় এরূপও ঘটেছে যে, ইমাম অর্থাৎ হযরত নবী করীম (সাঃ) কোন আয়াত লিপিবদ্ধ করাবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির নিকট উচ্চরণ করাবার পূর্বেই তা তারও নিকট নাযেল হয়ে যেত। একদিন সে ভাবল যে, 'আমার ও রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে প্রভেদ কী ? আমার নিকটও প্রত্যাদেশ আসে।' এ ধারণার জন্যই সে ধ্বংস হয়েছিল। লিখিত আছে যে কবরও তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছিল, যেভাবে (হযরত মূসা (আঃ)-কে অস্বীকার করার জন্য– প্রকাশক) বালআম বাওর বিনষ্ট হয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) ও ইলহাম লাভ করতেন। কিন্তু তিনি নিজেকে নগণ্য চাকর ও ভৃত্য বলে মনে করতেন। সেজন্য খোদার অনুগ্রহ তাঁকে প্রকৃত ইমামতের উত্তরাধিকারী করেছিল" (জরুরতুল ইমাম)।

৯৬। নবীগণ আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত। তাঁরা সর্বদা সফলকাম হন। কাফেরদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে দোয়ার মাধ্যমে তাদের শাস্তি কামনা বৈধ।

কুরআন

৩২৪। আল্লাহ্‌ ফয়সালা করে নিয়েছেন; 'নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হব।' 'ক' (৫৮:২২)

৩২৫। এবং নিশ্চয় আমাদের রসূলরূপে প্রেরিত বান্দাগণ সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে–

৩২৬। যে, নিশ্চয় তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, 'খ'

৩২৭। এবং আমাদের যে বাহিনী (মো'মেনদের দল), নিশ্চয় তারাই বিজয়ী হবে। (৩৭: ১৭২-১৭৪)

৩২৮। এবং নূহ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ভূপৃষ্ঠে কাফেরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে ছেড়ে দিও না, 'গ'

৩২৯। কেননা যদি তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও তবে তারা তোমার বান্দাদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে এবং তারা পাপাচারী এবং কাফের ব্যতিরেকে কাকেও জন্ম দিবে না।' (৭১: ২৭-২৮)

'ক' ৫: ৫৭; ১০: ১০৪; ৫৮: ২১,২৩;
'খ' ২: ২১৫; ৬: ৩৫; ১২: ১১১; ১৪: ৪৮; ১৭: ৭৭-৭৮; ৪০: ৫২;
'গ' ২৩: ২৭; ২৬: ১১৮-১১৯; ৪৩: ৮৯-৯০; ৪৪: ১১-১২; ৫৪: ১১-১২; ৭১:২৫;

হাদীস

১৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারাব (রাঃ) তাঁকে বলেছেন যে, হিরাকল (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস) তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর সাথে (রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে) তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কি? তোমার ধারণা যে (তুমি জবাব দিলে): 'যুদ্ধ পানিপাত্রের ন্যায়, কখনও আমাদের অনুকুলে আবার কখনও তাদের অনুকুলে।' হিরাকল বললেন, 'রসূলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু পরিণাম তাদেরই অনুকুলে হয়।' (বুখারী)

১৬৯। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন. "কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নাফরমানী করেছে, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছেন যাতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর আপতিত হয়। অতঃপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হ'ল যে তারা হাড্ডি খাওয়া শুরু করল। আর মানুষ আকাশের দিকে তাকাতে শুরু করে কিন্তু ক্ষুধার কষ্টের জন্য আকাশ ও তাদের মাঝে শুধু ধুঁয়াই দেখতে পেল। অতঃপর আল্লাহ্‌ নাযিল করলেন, 'অপেক্ষা কর ঐ সময়ের যখন আকাশে ধুঁয়া ছেয়ে যাবে এবং মানুষকে তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ইহা বেদনাদায়ক আযাব " (বুখারী)।

মলফূযাত

১২২। "আল্লাহ্‌তাআলার চিরাচরিত প্রথা এই যে, যে অবধি তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন তদবধি সর্বদাই তিনি এই নিয়ম পালন করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলগণকে সাহায্য করে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করে থাকেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'কাতাবাল্লাহু লাআগলে বান্না-আনা ওয়া রসুলি।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা এই বিধান করেছেন যে, তিনি ও তাঁর রসূলগণ বিজয়ী (গালেব) থাকবেন" (আল্‌ ওসীয়্যত-পৃ-৫)।

৯৭। সমকালীন নবীর উপর ঈমান আনার ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ। নবীর আদেশ অমান্যকারীদের পরিণাম। নবীর অস্বীকারকারীদের জবাবদিহী করতে হবে।

কুরআন

৩৩০। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (এই বলে), 'কিতাব ও হিকমত হতে যা কিছু আমি তোমাদেরকে দেই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে সেই বাণীর সত্যায়ন করে যা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তার উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে, এবং এ বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি ন্যস্ত আমার প্রদত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম।' তিনি বললেন 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।' 'ক'*

৩৩১। এরপর যারা ফিরে যাবে, অবশ্য তারাই হবে দুষ্কৃতিপরায়ণ। 'খ' (৩: ৮২-৮৩)

৩৩২। এবং আমরা কোন রসূল প্রেরণ করি নাই এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যে, আল্লাহ্র আদেশে যেন তার আনুগত্য করা হয়। 'গ' (৪: ৬৫)

৩৩৩। এবং কত জনপদই না তাদের প্রতিপালকের এবং তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, ফলে আমরা তাদের হিসেব গ্রহণ করেছিলাম – কঠোর হিসেব এবং তাদেরকে আযাব দিয়েছিলাম-নিকৃষ্টতর আযাব, 'ঘ' (৬৫:৯)

৩৩৪। এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব যাদের নিকট (রসূলগণ) প্রেরিত হয়েছিল এবং আমরা অবশ্যই রসূলগণকেও জিজ্ঞসা করব। 'ঙ' (৭:৭)

'ক' ২: ৩৯; ৫: ১৩,২০ ; ৬: ৪১; ৭: ৩৬; ২০: ১২৪;
'খ' ৬: ৫০; ১৮: ৫৭;
'গ' ২: ৩৫; ৩: ১৯৪; ৭: ১২-১৩; ১৫: ৩০-৩৩; ১৭: ৬২; ১৮: ৫১; ২০: ১১৭; ৩৬: ২১-২২; ৩৮: ৭৩-৭৬;
'ঘ' ২: ৬০,৬২,৬৬; ৩: ১১৩; ৪: ৪৮, ১৫৫; ৭: ১৬৩-১৬৪,১৬৭; ২৯: ৩৫; ৬৫: ১০,১১;
'ঙ' ৫: ১১০; ৬: ১৩১; ২৩: ১০৬-১০৯; ২৭: ৮৪-৮৫; ২৮: ৬৬-৬৭; ৩৯: ৭২; ৪০:৫১; ৪৫: ৩২; ৬৭: ৯-১০; ১০২:৯;

---

* এই আয়াতটি যদিও অন্যান্য নবীগণের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তথাপি ইহা রসূলপাক (সাঃ)-এর উপর বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উভয় প্রয়োগই শুদ্ধ। আয়াতটি একটি সাধারণ নিয়ম বাতলিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক নবীর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী নবী তার শিষ্যগণকে এই শিক্ষা দিয়ে যান যে, পরবর্তী সময়ে যে নবী আসবেন তাকে যেন তারা অবশ্য অবশ্য গ্রহণ করে ও মেনে নেয়। যদি একটি মাত্র জাতির ধর্ম-পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে কোন নবী আসেন, যেমন ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য ইসরাঈলী নবী (আঃ) এসেছিলেন, তবে কেবল মাত্র ঐ জাতির জন্য তাকে মেনে নেয়া ও সাহায্য করা বাধ্যকর। কিন্তু সকল জাতির সকল ধর্মগ্রন্থ যদি একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যেমন মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল, তবে সেই নবীকে গ্রহণ করা ও সাহায্য করা সকল জাতির জন্য বাধ্যকর। আঁ হযরত (সাঃ) কেবলমাত্র ইসরাঈলের নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন (যিশাইয় ২১: ১৩-১৫; দ্বিতীয়-১৮: ১৮; ৩৩: ২; যোহন ১৪: ২৫-২৬; ১৬: ৭-১৩) তাই নয়, বরং আর্য মুনিদের, বৌদ্ধ ও যরথুস্ত্রী ধর্ম নেতাদের বহু ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরই আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে (শাফরাং-দাসাতির পৃ-১৮৮ শিরাজীপ্রেস দিল্লী জামাস্পি, প্রকাশক নিজামুল মুশায়েখ, দিল্লী ১৩৩০ হিজরী)। (কুরআন মজীদ টীকা ৪৩৩ 'খ')।

হাদীস

১৭০। হযরত ইবনে তাউস (রঃ) তার পিতা থেকে আয়াত 'ওয়াইয আখাজাল্লাহো মিসাকান্নাবীইনা লামা আতায়তোকোম মেন কিতাবে ওয়াহিকমাতেন সুম্মাজায়াকোম রসূলোম মোসাদ্দেকোললেমা মাআকোম' এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্তাআলা প্রথম পর্যায়ের নবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার নিলেন (অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে তাদের উম্মতের কাছে থেকে অঙ্গীকার নিলেন– প্রকাশক) যে, তারা যেন পরবর্তীতে আগমনকারী নবীগণ যা কিছু নিয়ে আসবেন, তাকে নিশ্চয় সত্য বলে স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন" (তফসীরে তাবারী)।

মলফুযাত

১২৩। "বলা বাহুল্য, কুরআন শরীফে এ সকল আয়াত বর্ণনা করার অর্থ এই নয় যে, রসূলগণের উপর ঈমান আনা ছাড়াও নাজাত পাওয়া যাবে। বরং অর্থ এই যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনা ছাড়া নাজাত পাওয়া যাবে না। (১) আল্লাহ্‌র উপর কেবল তখনই সম্পূর্ণ ঈমান আনা হয় যখন তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনা হয়। এর কারণ এই যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিকাশমূল এবং কোন বস্তুর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলীর অস্তিত্ব ছাড়া প্রমাণের মার্গে পৌঁছে না। এ জন্য আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর অস্তিত্ব ছাড়া তাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। কেননা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্‌তাআলা কথা বলেন, তিনি গোপন বিষয়সমূহ জানেন, তিনি দয়া বা শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তাঁর এ সকল গুণাবলী তাঁর রসূল ছাড়া জানা যায় না। কীভাবে এগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? যদি এ সকল গুণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত না হয় তবে আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ঈমান আনার অর্থ কী হবে? যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনবে তার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর উপর ঈমান আনাও জরুরী এবং এই ঈমান তাকে নবীগণের উপর ঈমান আনতে বাধ্য করবে" (হাকিকাতুল ওহী)।

৯৮। সত্য নবী চেনার উপায়। সত্য নবী আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হন। তাঁদের চরিত্র ছোট থেকেই নির্মল হয়। নবীর দাবীকারকের দাবী বাস্তবতার নিরিখে বিচার করার নির্দেশ।

কুরআন

৩৩৫। কোন সত্যপরায়ণ মানুষের পক্ষেই এটা সমীচীন নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়ত দান করেন, অতঃপর সে লোকদেরকে বলে, 'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা আমার ইবাদতকারী হও, বরং (সে এটাই বলবে) 'তোমরা রব্বানী (প্রভুর ইবাদতকারী) হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাক এবং এজন্য যে তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাক"। 'ক'

৩৩৬। এবং এটাও (তার জন্য সমীচীন) নয় যে, সে তোমাদেরকে এরূপ আদেশ দিবে যে, তোমরা ফিরিশ্‌তাগণকে এবং নবীগণকে প্রভুরূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হবার পর কি সে তোমাদেরকে কাফের হবার আদেশ দিবে? (৩: ৮০-৮১)

৩৩৭। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে আমি ইহা তোমাদের নিকট পড়ে শুনাতাম না এবং তিনিও সে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞাত করতেন না। নিশ্চয় আমি ইতোপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করেছি। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না? 'খ' *(১০:১৭)

৩৩৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথার উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা দু' দু'জন করে এবং এক একজন করে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা কর (তখন নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারবে) যে, তোমাদের এই সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মত্ততা নেই, সে তোমাদের জন্য আসন্ন কঠোর আযাব সম্বন্ধে একজন সতর্ককারী মাত্র।' **(৩৪:৪৭)

'ক' ৩: ৫২,৮২, ১৯৪; ৫: ৭৩, ১১৭, ১১৮; ১৯: ৩৭, ৪০, ২৯; ৪৩: ৪৫; ৪৬: ৩২-৩৩;
'খ' ৬: ২১; ২৯: ৪৯;

---

* তফসীরাধীন আয়াত নবুওয়তের দাবীকারকের সত্যতা যাচাই করার জন্য বিচারের অভ্রান্ত মাপকাঠি বা নীতি নির্ধারণ করেছে। একজন নবীর নবুওয়তের দাবী করার পূর্বের জীবন যদি সত্যবাদিতায় ও ন্যায়-পরায়ণতায় অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের হয় এবং সেই সময় এবং তার নবুওয়তের দাবীর মধ্যবর্তী সময়কালে তাঁর সেই উচ্চমর্যাদাপূর্ণ নৈতিকমহত্ব বা উৎকর্ষের কোনরূপ অধঃগতির লক্ষণ না থাকে, তবে তাঁর দাবী অতি উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী লোকের দাবী বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে .....(কুরআন মজীদ টীকা ১২৪৫)

** এই আয়াত মহনবী (সাঃ)-এর দাবীকে বাস্তবতার নিরিখে, নিরপেক্ষভাবে, ভাবাবেগ মুক্ত হয়ে পরীক্ষা বা যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছে। বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসীগণ যদি বিদ্বেষ ও কুসংস্কার মুক্তমনে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার প্রভাব মুক্ত হয়ে নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে চিন্তা করে তবে তারা দেখতে পাবে যে তিনি পাগল কিংবা মানসিকব্যাধিগ্রস্ত নন। (কুরআন মজীদ টীকা ২৪০৩)

হাদীস

১৭১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন "হযরত আবু রাফি কুরাজী (রাঃ) বলেছেন, 'যখন নাজরানের ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট একত্র হন, তখন তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। তারা প্রতিউত্তরে বল্‌ল, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার দাসত্ব করব যেমন খ্রীষ্টানগণ ঈসা ইবনে মরিয়মের দাসত্ব করে?' অতঃপর নাজরানের অধিবাসী রঈস নামে একজন খ্রীষ্টান বল্‌ল, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি কি আমাদের নিকট অনুরূপ (দাসত্ব) আশা করেন এবং সে দিকেই আমাদেরকে আহ্বান করছেন?' এবং অনুরূপ আরও কিছু বলল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করতে কিংবা অপরজনকে তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপাসনার নির্দেশ দিতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ঐ কাজের জন্য আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেন নি এবং নির্দেশও দেন নি।' অতঃপর আরও কিছু বললেন। তারপর আল্লাহ্‌তাআলা তাদের ঐ কথার প্রেক্ষিতে আয়াত, 'মা কানালে বাশারেন,' হতে 'বায়াদা এয আনতুম মুসলেমুন' পর্যন্ত নাযেল করলেন" (তফসীরে তাবারী)।

মলফূযাত

১২৪। "আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হতে আগত ব্যক্তির কয়েকটি চিহ্ন থাকে যেগুলি দ্বারা তার সত্যতা নির্ণীত হয়। প্রথমত এই যে তিনি পাক পবিত্র শিক্ষা সহকারে আসেন। যদি তাঁর শিক্ষাই অপবিত্র হয় তবে তাঁকে কে গ্রহণ করবে? দেখুন আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা কত পবিত্র! তাঁর মধ্যে শিরক বা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীবাদিতার সন্দেহ সংশয়ের কোন প্রকার অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত এই যে, তিনি বড় বড় নিদর্শন সহকারে আগমন করেন এবং সে সকল নিদর্শন এরূপ উচ্চ-স্তরের হয়ে থাকে যে সামগ্রিকভাবে দুনিয়াতে কেউ তাঁর মোকাবেলা করতে পারে না। তৃতীয়ত এই যে, বিগত নবীগণের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, সেগুলি তাঁর উপর প্রযোজ্য ও সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, সরলতা, আন্তরিকতা, ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততা এবং তাকওয়া (আল্লাহ্‌ভীরুতা) চূড়ান্ত পর্যায়ে হয়ে থাকে" (আল্‌হাকাম)।

১২৫। "উন্মুক্ত চিত্তে চিন্তা করে দেখ, বিষয়ের সকল দিকে দৃষ্টি রাখ এবং মনোযোগের সাথে সকল কথা শ্রবণ কর। এতদ্ব্যতীত কারও পক্ষে পুরাতন ধারণা বর্জন করা সম্ভব নয়। কোন নতুন কথা শ্রবণ মাত্র তার বিরুদ্ধাচারণের জন্য প্রস্তুত হওয়া অনুচিত। ন্যায়পরায়ণতা, সত্য নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি খোদাতাআলার ভয় সামনে রেখে নিভৃতে-ঐ বিষয়ের সকল দিক গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা একান্ত আবশ্যক" (তবলীগে হক)।

৯৯। পরবর্তী নবীকে গ্রহণ না করার কারণে বা নবীর মৃত্যুর পর নিজেদের ভিতর মতভেদের কারণে বিভিন্ন ধর্ম ও ফেরকা বা দল উপদলের সৃষ্টি হয়। নবীর মৃত্যুর পর আর নবী না আসার ধারণা মানুষকে সমাগত নবীকে গ্রহণ করতে বাধা দেয়।

কুরআন

৩৩৯। এবং মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিল, অতঃপর তারা (পরস্পর) মতভেদ করল, বস্তুত তোমার প্রভুর পক্ষ হতে যে বাক্য পূর্বে সমাগত হয়েছে তা যদি না হত তবে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, অবশ্যই তাদের মধ্যে তার মীমাংসা করে দেয়া হত। 'ক'* (১০ঃ২০)

৩৪০। কিন্তু লোকেরা তাদের (ধর্মীয়) বিষয়কে নিজেদের মধ্যে খন্ডবিখন্ড করে ফেলেছে (অর্থাৎ তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে), যা তাদের নিকট আছে তা নিয়ে প্রত্যেক দল গর্ব করছে। 'খ'** (২৩ঃ৫৪)

৩৪১। এবং ইতোপূর্বে ইউসুফ স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ তোমাদের নিকট এসেছিল, কিন্তু যা কিছু নিয়ে সে তোমাদের নিকট এসেছিল তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহে পড়ে রলে, এমনকি যখন তার মৃত্যু হ'ল, তখন তোমরা (নিরাশ হয়ে) বলতে লাগলে, 'আল্লাহ্ তারপর আর কোন রসূল আবির্ভূত করবেন না, 'এভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমালংঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট হতে দেন- 'গ'***

৩৪২। যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁর তরফ হতে) তাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে। ইহা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয় এবং তাদের দৃষ্টিতেও যারা ঈমান এনেছে। এরূপে আল্লাহ্ সকল অহংকারী স্বৈরাচারীর হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। (৪০:৩৫-৩৬)

'ক' ২ : ২১৪; ৩ :১০৬; ৫ : ৪৯, ১১ : ১১৯-১২০; ৪২ : ১৫; ৪৫ : ১৮; ৯৮ : ৫;
'খ' ৬ : ১৬০; ২১ : ৯৪; ৩০ : ৩৩; ৪০ : ৩৬; ৪২ : ৯
'গ' ৫ : ২০; ৭২ : ৮;

---

* 'তারা পরস্পর মতভেদ করল' উক্তির মর্ম হতে পারেঃ 'ক' আল্লাহ্তাআলা মানবকে সঠিকপথ অবলম্বন করার সামর্থ্য বা যোগ্যতা দ্বারা ভূষিত করেছিলেন এবং ঐশী নির্দেশনা দ্বারা ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেপথ পরিহার করে ভ্রমে পতিত হয়েছিল, 'খ' তাদেরকে আল্লাহ্তাআলার প্রত্যাদিষ্ট নবীর মাধ্যমে সর্বদাই অভ্রান্ত পথ দেখানো হয়েছে, কিন্তু তারা নিজেদের বিভেদ অব্যাহত রেখেছে; আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধাচারণে অবিশ্বাসীরা সকলেই একই পথ অবলম্বন করে চলে এবং এভাবে তারা একই দলভুক্ত হয়ে যায়। সর্বযুগেই তারা আল্লাহ্র প্রেরিত নবীগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তাদের সাথে মতবিরোধ করেছে। (কুরআন মজীদ টীকা-১২৪৮। আরও দেখুন কুরআন মজীদ টীকা-২৫৫)

** নবীর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীগণ সাধারণতঃ নিজেদের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ করে এবং দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দলই মনে করে তারাই নবীর সত্য অনুসারী এবং অন্যান্যরা ভ্রান্ত। (কুরআন মজীদ -টীকা ২০০৩)

*** স্মরণাতীত কাল হতে নবীগণ আসছেন কিন্তু মানুষের চিন্তার বিকার এতই প্রবল যে, যখনই কোন নূতন নবীর আগমন হয়, তখনই মানুষ তাঁকে অগ্রাহ্য করতঃ তাঁর বিরোধিতায় লেগে যায়। আর যখন সেই নবী মারা যান তখন তাঁর অনুসারীরা বলতে আরম্ভ করে দেয় যে, অতঃপর আর কোন নবী আসবেন না। ওহী বা ঐশী বাণীর দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৬০৫)

মলফূযাত

১২৬। "তিনি (হযরত ঈসা-আঃ) এরূপ সময়ে আগমন করেছিলেন যখন ইহুদীরা অনেক ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক ফিরকা অন্য ফিরকার বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাদের মধ্যে কঠোর পারস্পরিক শত্রুতা এবং কলহ বিবাদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মতভেদের আধিক্যের দরুণ তওরাতের অধিকাংশ বিধিনিষেধ সন্দেহজনক হয়ে পড়েছিল, কেবল মাত্র খোদার একত্ব সম্বন্ধে তারা পারস্পরিক ঐক্যমত পোষণ করত। অবশিষ্ট অধিকাংশ ছোট ছোট মসলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের শত্রু ছিল। কোন উপদেষ্টা তাদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করতে পারত না" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)।

১০০। সাধারণ ও গরীব লোকেরাই নবীর অনুসারী হয়।

কুরআন

৩৪৩। তারা বলল, 'আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনব অথচ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে? 'ক' (২৬ঃ১১২)

৩৪৪। এবং তারা (জাহান্নামীরা) বলবে, 'আমাদের কি হয়েছে যে আমরা ঐ সমস্ত লোকদেরকে দেখছি না যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম? 'খ'

৩৪৫। আমরা কি (অযথাই আমাদের খেয়াল অনুযায়ী) তাদেরকে উপহাসের পাত্র মনে করতাম, অথবা তাদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? (৩৮ঃ৬৩-৬৪)

'ক' ৬ : ৫৩; ৫৪; ১১ : ২৮-৩১; ২৩ : ১১১;
'খ' ৭ : ৫০

হাদীস

১৭২। হযরত উসামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম, দেখতে পেলাম-তথায় প্রবেশকারীদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর লোক। আর ধনী ব্যক্তিরা আটক রয়েছে" (বুখারী)।

১৭৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "অনেক লোক এরূপ যে তাদের চুলগুলি এলোমেলো ও ধূলা বালুকাপূর্ণ থাকে, অর্থাৎ বাহ্যিক দিক হতে মামুলি, সাধারণ লোক বলে দেখায়, দরজা হতেই তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার উপর ভরসাপূর্বক যদি তারা কসম খায় যে, এরূপ হওয়া চাই, তবে আল্লাহ্তালা তদ্রূপই করে থাকেন" (বুখারী)।

মলফূযাত

১২৭। "আমাদের জামাতের অধিকাংশ লোক গরীব, কিন্তু আল্লাহ্তাআলার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ যে গরীব ব্যক্তিদের জামাত হওয়া সত্তেও আমি দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে সততা নিষ্ঠা এবং সহানুভূতি রয়েছে। তারা ইসলামের প্রয়োজন ও অভাবকে উপলব্ধি করত: যথাসাধ্য তার জন্য শক্তি সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয়ে কোন ত্রুটি করে না" (মলফূযাত, ৭ম খন্ড)।

১০১। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ সর্বদা নবীগণের অস্বীকারকারী হয়। নবীগণ সর্বদা ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র ও বিরোধিতার সম্মুখীন হন। নবীর বিরোধিতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিণাম। নবীগণের বিরুদ্ধে শয়তানের কোন কার্যক্রম সফল হয় না।

কুরআন

৩৪৬। এবং আমরা এমন কোন জনপদে কোন রসূল পাঠাই নি যার বিত্তশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, 'হে রসূলগণ! তোমাদেরকে যে পয়গাম দিয়ে পাঠান হয়েছে, নিশ্চয় আমরা তা অস্বীকার করছি। 'ক' (৩৪ : ৩৫)

৩৪৭। পরিতাপ! বান্দাদের জন্য, তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নি, যার প্রতি তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে নি। 'খ' (৩৬ : ৩১)

৩৪৮। এ হ'ল তাদের প্রতিফল-জাহান্নাম; এ কারণে যে তারা আস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। 'গ' (১৮ : ১০৭)

৩৪৯। তাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাদের পর অনেক অনেক দল (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং প্রত্যেক জাতিই তাদের রসূলগণকে গ্রেপ্তার করার সংকল্প করেছিল এবং মিথ্যা দলিল-প্রমাণ দ্বারা বাক-বিতন্ডা করেছিল যেন তারা তদ্বারা সত্যকে স্থানচ্যুত করে নিষ্ফল করতে পারে। ফলে আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করলাম, সুতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (ভয়াবহ) হয়েছিল! 'ঘ' (৪০ : ৬)

৩৫০। এবং আমরা তোমার পূর্বে না কোন রসূল এবং না কোন নবী পাঠিয়েছি কিন্তু যখনই সে কোন ইচ্ছা করেছে তখনই শয়তান তার ইচ্ছার পথে বিঘ্ন দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা দূরীভূত করে দেন যা শয়তান দাঁড় করায়। অতঃপর তিনি নিজ নিদর্শনসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। 'ঙ' (২২ : ৫৩)

'ক' ৬:৩৫; ১৪:১০;২২:৪৩-৪৫;২৬:৬;২৯:১৯; ৩৪:৪৬; ৩৫:৫, ২৬;৪১: ৪৪;৪৩: ২৪-২৫;
'খ' ৬:১১; ১৩:৩৩; ১৫:১২; ১৮:৫৭; ৪৩:৮; গ- ৬:১১, ১৩:৩৩, ২১:৪২;
'ঘ' ২:৬২, ৮৮.৯২, ১৩৮; ৫:৭১; ৬ ১১২; ১০:১৪, ৭২-৭৪; ১১:৯০-৯১, ১৩:৩৩; ১৬:৩৭; ২১:৪২; ২২:৪৫; ২৩:৩৪-৪২, ৪৯, ৬৪-৬৬; ২৫:৩৬-৪১; ২৬:৭, ১৪০, ১৯০, ১৯১; ২৯:৩৭-৪০; ৩৫:২৬-২৭; ৩৯: ২৭; ৪০:৮৪-৮৬; ৪৩:২৬;৫০:১৫;৫১:৩৯-৪১; ৫৪:১০-১৩; ৬৫:৯-১১; ৬৭:১৯; ৬৯:৫-১১;৭৩:১৭;
'ঙ' ৬:১১৩;২৫:৩২;

হাদীস

১৭৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী (সাঃ) একদিন সাফা (পর্বতে) আরোহণ করে ডাক দিলেন, 'ইয়াসাবাহা', কুরাইশদের লোকজন জড়ো হয়ে জানতে চায়, 'কী ব্যাপার।' তিনি বললেন, 'হে কুরাইশের লোকেরা! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুদল কাল সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত, তবে কি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে?' তারা বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য এক কঠোর দিনের সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী।' তখন আবুলাহাব বলল, 'তোমার ধ্বংস হোক। এজন্যই কি আমাদেরকে ডেকেছিলে?' তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, 'আবুলাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক...। (বুখারী–কিতাবুত্ তাফসীর)

১৭৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইহুদী সম্প্রদায় আশুরার রোযা রাখতো এবং কারণ এই বর্ণনা করত যে, এটা সেই দিন,

যেদিন মূসা (আঃ) ফিরাউনের উপর বিজয় লাভ করেছিল এবং ফিরাউন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সমুদ্রে ডুবে মরেছিল" (বুখারী-কিতাবুত্ তাফসীর)।

১৭৬। হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুশরিকরা নবী (সাঃ)-এর সাথে সবচেয়ে কঠোর যে আচরণ করেছেন সে সম্পর্কে আপনি আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'একদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাবার আঙ্গিনায় নামায পড়ছিলেন, এ সময় উকবা ইবনে আবু মঈত এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঘাড় ধরে তার কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ সময় হঠাৎ আবু বকর (রাঃ) এসে উপস্থিত হন। তিনি তার ঘাড় ধরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে দূরে সরিয়ে দেন। এবং বলেন, 'আল্লাহ্ আমার রব-একথা বলার জন্যই কি তোমরা একজন লোককে হত্যা করবে?' অথচ তিনি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন'। (বুখারী-কিতাবুত্ তাফসীর)

মলফূযাত

১২৮। "যদি আমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় তবে এই ঠাট্টা-বিদ্রূপে আমার কী ক্ষতি হবে? কেন না এমন কোন নবী নেই যার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয় নি। অতএব এটা জরুরী ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'আক্ষেপ আমার বান্দাদের জন্য। তাদের নিকট এমন কোনো রসূল আসেনি, যার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় নি।' সুতরাং আল্লাহ্র তরফ হতে এটা একটা নিদর্শন যে, প্রত্যেক নবীর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে।" (মলফূযাত)

১০২। নবীদের মাধ্যমে নূতন আকাশ, নূতন পৃথিবী সৃষ্টির তাৎপর্য।

কুরআন

৩৫১। সেই দিন যখন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হবে এবং আকাশসমূহকেও, এবং তারা আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হবে, যিনি এক-অদ্বিতীয় মহা প্রতাপশালী। *(১৪ঃ৪৯)

৩৫২। তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। 'ক'

৩৫৩। এবং এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। **(৩৫:১৭-১৮)

'ক' ৪ঃ১৩৪;৬ঃ ১৩৪;১৪ঃ২০-২১; ২৯ঃ২১; ৭০ঃ৪১-৪২; ৭৬ঃ২৯;

---

* মক্কার পতনের সাথে সাথে আরবে ইসলাম প্রবল শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হল এবং বিশ্ব এক নতুন বিশ্বের রূপ ধারণ করল। তার আকাশ ও যমীন নবরূপে পরিবর্তিত হয়ে উঠল। অর্থাৎ পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ হয়ে গেল এবং তার স্থলে ভিন্ন এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গেল। এক নতুন সভ্যতা জন্মগ্রহণ করল। (কুরআন মজীদ টীকা ১৪৭৫)

** আল্লাহ্তালা সংকল্প গ্রহণ করেছেন যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে এক নব সৃষ্টির পত্তন করবেন, নতুন নিয়ম চালু করবেন। আর এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। (কুরআন মজীদ টীকা-২৪১৪।

মলফূযাত

১২৯। 'তাই আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, 'আমি এখন নতুন জগৎ ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করব।' এর অর্থ এই যে, জগতের এখন মৃত্যু ঘটেছে অর্থাৎ জগৎস্বামীর হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছে, যেন মরে গিয়েছে। কেননা, আল্লাহ্তাআলার চেহারা তাদের চক্ষুর অন্তরাল হয়ে গিয়েছে। এবং অতীতের সমুদয় নিদর্শন পুরানো কাহিনীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাই আল্লাহ্ নতুন জগৎ ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছেন। সেই নতুন আকাশ ও নতুন জগৎ কী? নতুন জগৎ সেই পবিত্র মানব হৃদয় যা আল্লাহ্ স্বহস্তে প্রস্তুত করেছেন, যা আল্লাহ্ হতে প্রকাশিত হচ্ছে এবং যার দ্বারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রকাশিত হবে। নতুন আকাশ সেই সকল নিদর্শন যা তাঁর দাসের হস্তে এবং তাঁরই আদেশে প্রকাশিত হচ্ছে" (কিশতিয়ে নূহ্)।

১০৩। নবী রসূল, তাদের সাক্ষাৎ অনুসারী ও ধর্ম সংস্কারকগণ গ্রহ-নক্ষত্রস্বরূপ। তারা শয়তান হতে সুরক্ষিত এবং শয়তানদের প্রতিহত করার জন্য তাদের আগমন ।

কুরআন

৩৫৪। নিশ্চয় আমরা নিকটবর্তী আকাশকে গ্রহ-নক্ষত্ররাজির সৌন্দর্য দ্বারা সাজিয়েছি। 'ক'*
৩৫৫। এবং (আমরা) তাকে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে সুরক্ষিত করেছি। 'খ' ** (৩৭ঃ৭-৮)

'ক' ১৫ : ১৭;১৬ : ১৭; ৪১ : ১৩;৫৩ : ২; ৬৭ : ৬; ৭৭: ৯;৮১:৩;৮২:৩;৮৫:২; ৮৬:২-৪;৯১:২-৩;
'খ' ১৫:১৮;৯

---

* এই আয়াতে প্রাকৃতিক জগত এবং আধ্যাত্মিক জগতের মাঝে যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নৈসর্গিক আকাশ যেমন গ্রহ তারকা দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগৎ আধ্যাত্মিক গ্রহ তারকা অর্থাৎ নবী রসূল ও ধর্ম সংস্কারকগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে থাকে। তাঁদের প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক জগতের অলঙ্কারস্বরূপ তার সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধন করেন, যেমন নৈসর্গিক আকাশে গ্রহ তারকারাজি উদিত হয়ে তার সোভা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে। (কুরআন মজীদ টীকা ২৪৭১)

** শয়তান দু'প্রকারের (ক) মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ শয়তান যেমন মোনাফেকগণ প্রভৃতি। তাদের বলা হয় অবাধ্য শয়তান যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে (খ) বহিঃ শত্রু বা অবিশ্বাসীগণ যাদের বলা হয় বিতাড়িত শয়তান। (কুরআন মজীদ টীকা ২৪৭২, আরও দেখুন কুরআন মজীদ টীকা ১৪৮৭-১৪৮৮)

হাদীস

১৭৭। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার সাহাবীগণ তারকা সদৃশ্য, তাদের তোমরা অনুসরণ করবে। সৎপথ প্রাপ্ত হবে।' (বায়হাকী)

মলফূযাত

১৩০। "বস্তুত, এটা সুস্পষ্ট যে, সূর্য, চন্দ্র, দিবা, রাত্রি, আকাশ ও পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যার বর্ণনা আমরা করে আসলাম। কিন্তু ঐ সকল বৈশিষ্ট্য যে বিবেকসিদ্ধ মানুষেও প্রচ্ছন্ন আছে সে সম্বন্ধে সকলে অবগত নয়। সুতরাং আল্লাহ্তাআলা তাঁর প্রচ্ছন্ন কার্যাবলীকে বুঝাবার জন্য তাঁর প্রত্যক্ষ কার্যাবলীকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করেছেন। অন্য কথায় তিনি বলেনঃ যদি তাদের ঐ বৈশিষ্টগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, যা বিবেক-সিদ্ধ মানুষে পাওয়া যায়, তবে চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা কর। তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ রূপে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান এবং তোমরা জান যে, মানুষ এক ক্ষুদ্র জগৎ। তার আত্মায় সমগ্র জগতের নক্সা সমষ্টিগতভাবে নিহিত। অতএব, যখন এটা প্রমাণিত হয় যে, মহা জগতের প্রধান প্রধান সত্তাগুলিতে ঐসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে এবং এই প্রকারে সৃষ্টজীবের নিকট কল্যাণ পৌছাচ্ছে, তখন তাদের সকলের চেয়ে বড় বলে কথিত এবং উচ্চ পর্যায়ে সৃষ্ট মানুষ কেন ঐসব বৈশিষ্ট্য হতে রিক্ত ও বঞ্চিত থাকবে। কখনও নয়। বরং তার মধ্যেও সূর্যের ন্যায় জ্ঞান ও যুক্তির আলোক আছে, যদ্বারা সে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে, এবং চন্দ্রের ন্যায় সে পরাৎপর স্রষ্টা হতে কাশ্ফ, ইলহাম ও ওহীর আলোকপ্রাপ্ত হয়ে অন্যদের পর্যন্ত সেই আলোক পৌছাতে পারে, যারা এখন পর্যন্ত মানবীয় কামালাত লাভ করতে পারে নি" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১০৪। বিচারের দিন নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের কর্ম সম্পর্কে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ উম্মতসহ অন্যান্য সকল উম্মতের এবং মুসলমানগণ সকল মানবের জন্য সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবে।

কুরআন

৩৫৬। অতএব তখন (তাদের) কেমন অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও এই সব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।*'ক' (৪ : ৪২)

৩৫৭। সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শকে অবলম্বন কর, তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন, পূর্বেও এবং এই কিতাবেও যেন এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয় এবং তোমরা সমগ্র মানবমন্ডলীর উপর সাক্ষী হও। (২২ : ৭৯)

'ক' ১৬ : ৮৫, ৯০; ২১ : ৫৭; ২৮ : ৭৬; ৩৩ : ৪৬; ৪৮ : ৯; ৮৫ : ৪;

---

* বিচারের দিন প্রত্যেক নবী তাঁর নবুওয়তের আওতার লোকদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করবেন। মোমেন কাফের সকলের সম্বন্ধেই সাক্ষ্য নেয়া হবে, যদিও সাক্ষ্যের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকবে। (কুরআন মজীদ টীকা-৬০৭)

হাদীস

১৭৮। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'একদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেরুলেন, অতঃপর ওহুদ বাসীদের উপর নামায পড়লেন যেমন করে জানাযার নামায পড়তেন। পরে মেম্বরে ফিরে এসে এরশাদ করলেন, 'আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই আগে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব। আর আল্লাহর কসম। আমি আমার হাউজকে এখনই দেখছি, আমাকে তো পৃথিবীর সকল চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে; আর আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি না যে, তোমরা আমার অবর্তমানে শির্‌ক করবে, বরং ভয় করি যে, সব (সম্পদ লাভ করবার জন্য) পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে। (বুখারী – কিতাবুর রিকাক)

১৭৯। হযরত আমর ইবনে মুরবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) আমাকে বললেন, 'আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাও।' আমি বললাম' আমি আপনাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাব? কুরআন তো আপনার উপরই নাযেল হয়েছে।' নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আমি অন্যের নিকট হতে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি।' আমি তখন তাঁকে সুরা নেসা পাঠ করে শুনাতে লাগলাম; 'ফাকাইফা ইযা জি'না মিন কুল্লেলা উম্মাতিন বিশাহীদিন ওয়া জি'না বিকা আলা হাউ'য়ে শাহীদা।' অর্থাৎ 'কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতির মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব। আর তাদের ব্যাপারে আপনাকেও সাক্ষী হিসেবে পেশ করব?' পর্যন্ত পৌঁছিলে তিনি বললেন 'থামো'। আমি দেখলাম তাঁর দু'চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে" (বুখারী)।

১৮০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ)-কে হাযির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছ?' তিনি উত্তরে বলবেন, 'হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক।' তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমাদের কাছে নূহ (আঃ) দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছে কি?' তারা উত্তরে বলবে, 'আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসে নি।' নূহ (আঃ) কে বলা হবে, 'তোমার দাবীর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি?' তিনি বলবেন, 'মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতগণ আমার সাক্ষী।' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন, 'তোমাদেরকে নিয়ে আসা হবে এবং তোমরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।' অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াত পাঠ করলেন, 'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মধ্যম পন্থী জাতি করেছেন।' ওয়াসাৎ অর্থ ভারসাম্যপূর্ণ। 'তোমরা যেন মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পার এবং রসূল (সাঃ) তোমাদের উপর সাক্ষী হবে" (বুখারী-কিতাবুল ই'তিসাম)।

১০৫। মিথ্যা নবী দাবীকারকের শাস্তি।

কুরআন

৩৫৮। এবং সে যদি কোন মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করত,

৩৫৯। তবে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধৃত করতাম,

৩৬০। অতঃপর আমরা তার জীবন শিরা কেটে দিতাম,

৩৬১। তখন তোমাদের মধ্য হতে কেউই তাঁর (আযাব) হতে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। 'ক'* (৬৯ঃ৪৫-৪৮)

৩৬২। অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে জেনে বুঝে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে? প্রকৃত বিষয় এটাই যে, অপরাধীরা কখনও সফলকাম হয় না। 'খ' * * (১০ঃ১৮)

'ক' ৬:৯৪; ১০ : ৭০; ১১ : ৩৬;১৭ : ৭৬; ২০ : ৬২; ৪০ : ২৯;

'খ' ৬ : ২২; ৭ : ৩৮; ১১ : ১৯; ৬১ : ৮;

---

* এই আয়াতে ও পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে এই যুক্তিই পেশা করা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) যদি ওহী ইলহাম প্রাপ্তির মিথ্যাদাবীদার হতেন, তবে স্বয়ং আল্লাহ্‌র কঠিন হস্ত তাঁর গলা টিপে ধরত এবং তিনি নিশ্চিতভাবে ভয়াবহ মৃত্যুর কবলে পড়তেন, এবং তাঁর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কাজ-কর্ম ও উপদেশাবলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। মিথ্যা নবীদের অবস্থা তা-ই হয়। এই দাবী ও যুক্তিমালা বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ ২০ এ বর্ণিত কথাগুলির হুবহু পুনরাবৃত্তি বললেই চলে। (কুরআন মজীদ টীকা- ৩১১৮)

** এই আয়াত দু'টি চিরস্থায়ী সত্য স্পষ্ট করে দিয়েছে। 'ক' যারা আল্লাহ্‌তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করে এবং যারা তাঁর প্রেরিত নবীকে প্রত্যাখ্যান ও বিরুদ্ধাচারণ করে তারা কখনই ঐশী শাস্তি হতে রক্ষা পায় না। 'খ' ভন্ড ও মিথ্যা নবী তার মিশনে বা আরব্ধ কাজে কখনই কৃতকার্য হতে পারে না। (কুরআন মজীদ-টীকা-১২৪৬)

হাদীস

১৮১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) মুসাইলামা কায্‌যাবের নিকট দাঁড়ালেন। সে সময় সে তার সাঙ্গপাঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। নবী (সাঃ) বললেন, 'তুমি যদি আমার কাছে এ সামান্য টুকরোটিও চাও তাহলে আমি তা-ও তোমাকে দিব না। তুমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌তালার ফয়সালার অধিক কিছুই লাভ করবে না। আর তুমি যদি ইসলাম হতে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাও, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন" (বুখারী-কিতাবুত্ তওহীদ)।

মলফূযাত

১৩১।"সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ কি কখনও এই রীতি গ্রহণ করেছেন এবং যখন হতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তখন হতে তিনি কি কখনও এরূপ কাজ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি এরূপ মন্দস্বভাব বিশিষ্ট, ধূর্ত, অশিষ্ট এবং আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা বলে এবং ত্রিশ বৎসর ধরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রে আল্লাহ্‌তাআলার নামে মিথ্যা কথা বলে নিজের মনগড়া এক নূতন ওহী ও ইলহাম বানিয়ে বলে এবং অতঃপর লোকদেরকে বলে যে, আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হতে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা কি এরূপ ব্যক্তিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শক্তিশালী নিদর্শনাবলী দ্বারা সাহায্য করেন" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)?

১০৬। মুবাহালা : সত্য নবী নির্ধারণের সর্বশেষ পন্থা।

কুরআন

৩৬৩। সুতরাং তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি তোমার সাথে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তাকে তুমি বল, 'এস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করে দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত যাচ্‌ঞা কারি। 'ক' (৩ঃ৬২)

'ক' ২ : ৯৫; ৬২ : ৭

* নাজরানের ষাটজন খ্রীষ্টানের একটি দল আব্দুল মসীহ (আল-আকীব নামে পরিচিত)-এর নেতৃত্বে মদীনায় এসে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে মসজিদে সাক্ষাৎ করে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর তথাকথিত ঈশ্বরত্ব নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা চলে। আলোচনা পরিপূর্ণ হবার পরও যখন খৃষ্টানগণ যুক্তির বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করে তাদের মিথ্যা বিশ্বাসে অটলতা প্রকাশ করলেন, তখন আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী রসূলে পাক (সাঃ) শেষ চিকিৎসা হিসাবে তাদেরকে প্রার্থনা প্রতিযোগিতায় আহ্বান জানালেন। যাকে ধর্মীয় পরিভাষায় মুবাহালা বলে। অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস অবলম্বনকারীর উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ চেয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয়েই প্রার্থনা করে তার ফলাফল দ্বারা সত্য নির্ণয় করবে। কিন্তু যেহেতু খ্রীষ্টানেরা তাদের বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে একেবারে সুনিশ্চিত ছিল না, সে কারণে এ মুবাহালাতে তারা সম্মত হ'ল না এবং প্রকারান্তরে তাদের বিশ্বাসে অন্তঃসারশূন্যতাই প্রকাশ পেল। (কুরআন মজীদ, টীকা–৪২৬)

হাদীস

১৮২। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, '(আবদুল মসীহ্ ওরফে) আকিব এবং (আধৃত ওরফে) সাইয়েদ নাজরানের এই প্রধানদ্বয় (সঙ্গীগণসহ) হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হল।
(ঘটনা প্রবাহের মধ্যে তারা মুবাহালার সম্মুখীন হয়ে প্রথম অবস্থায় এরূপ ভাব দেখাল যে,) তারা হযরতের সাথে মুবাহালা করতে প্রস্তুত আছে। অতঃপর তাদের একজন আর একজনকে বলল, 'খবরদার! এই ব্যক্তির সাথে মুবাহালায় অবতীর্ণ হয়ো না। তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন (যেরূপ আমাদের ধারণা) এবং আমরা মুবাহালায় অবতীর্ণ হই তবে (নিশ্চয়ই আমাদের উপর তাঁর অভিশাপ পতিত হবে, ফলে) আমরা রেহাই পাব না, এমনকি আমাদের বংশধর পর্যন্ত রেহাই পাবে না।'
অবশেষে (মুবাহালায় অবতীর্ণ না হওয়া সাব্যস্ত করে) তারা হযরতের নিকট আবেদন জানাল যে, 'আমরা মুবাহালা করব না, আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম। সেমতে (রাষ্ট্রীয় কর হিসেবে) আপনি আমাদের উপর যা ধার্য করবেন আমরা তাই পরিশোধ করব। আর আপনি আমাদের উপর একটি বিশ্বস্ত লোক মনোনীত করে দিন। বিশ্বস্ত নয় এমন লোক পাঠাবেন না।' হযরত বললেন, 'নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত লোকই পাঠাব (পূর্ণ বিশ্বস্ত)।' (বুখারী)।

মলফূযাত

১৩২। "প্রত্যেকেই যে আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং প্রত্যেকেই যে আমাকে ধূর্ত ও প্রতারক মনে করে এবং আমার মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীর ব্যাপারে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে এবং আল্লাহ্‌তাআলার তরফ থেকে আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাকে আমার প্রতারণা মনে করে, সে ব্যক্তি মুসলমান বলে পরিচিত হোক বা হিন্দু অথবা আর্য অথবা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হোক, তার অবশ্যই এই অধিকার থাকবে যে, সে নিজস্ব পন্থায় আমাকে তার প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে লিখিত মুবাহালা প্রকাশ করবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে তার এই স্বীকৃতি কতিপয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করবে যে, 'আমি আল্লাহ্‌তাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এই অন্তর্দৃষ্টি পূর্ণরূপে লাভ করেছি যে এই ব্যক্তি, (এখানে আমার নাম পরিষ্কার করে লিখবে) যে মসীহ্ মাওউদ হবার দাবী করছে, সে আসলে মিথ্যাবাদী এবং এইসব ইলহাম, যার মধ্য থেকে কিছু কিছু সে তার কিতাবে লিখে দিয়েছে তা আল্লাহ্‌র কালাম নয় বরং সবই তার জালিয়াতি এবং আমি সত্য সত্যই নিজের পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তা-ভাবনার পর এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাকে প্রতারক, মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল মনে করি। অতএব হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্! যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়ে থাকে এবং মিথ্যাবাদী, প্রতারক, কাফের ও বেদীন না হয়ে থাকে, তবে তুমি আমার এই মিথ্যা আরোপ ও অবমাননা করার জন্য আমার উপর কোন কঠিন আযাব নাযেল কর। অন্যথায় তাকেই আযাবগ্রস্ত কর। আমীন।' প্রত্যেকের জন্যই কোন তাজা নিদর্শন চাওয়ার দুয়ার খোলা আছে" (হকিকাতুল ওহী)।

১০৭। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য নবুওয়ত। উম্মতি নবীকে অস্বীকারকারীদের শাস্তি।

কুরআন

৩৬৪। এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন–নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহগণের মধ্যে এবং এরাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম। 'ক' * (৪ :৭০)

৩৬৫। হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে রসূলগণ এসে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং সংশোধন করবে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য না কোন ভয় থাকবে এবং না তারা দুঃখিত হবে। 'খ' **

৩৬৬। কিন্তু যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার করে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়–এরাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তারা দীর্ঘকাল থাকবে। 'গ'(৭ : ৩৬-৩৭)

'ক' ৫ : ৪; ১২ : ৭;
'খ' ১৬ : ৩; ৪০ : ১৬; ৬২ : ৫;
'গ' ৫: ১১, ৮৭;

* এই আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ব্যক্ত করছে যে, মুসলমানদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল দরজা খোলা আছে। চারটি আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা যথা নবী, সিদ্দিক শহীদ ও সালেহ-এর সব ক'টিই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণের ফলে লাভ করা যায়। একমাত্র হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যেই এই অনন্য মহা সম্মান সংরক্ষিত রয়েছে। এই সম্মান অন্য কোন নবী লাভ করেন নি। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে এবং তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত অর্থ যে সত্য তা কুরআনের ৫৭ : ২০ আয়াত পাঠেও উপলব্ধি করা যায়, যেখানে সাধারণভাবে নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের কথা বলতে যেয়ে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে তারা তাদের প্রভুর নিকট সিদ্দীক ও শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত।" এ দুটি আয়াতকে (৪ : ৭০ ও ৫৭ : ২০) একত্রে মিলিয়ে পাঠ করলে দেখা যায় যে, অন্যান্য নবীগণের অনুসারীগণ যে স্থানে সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের মর্যাদায় ভূষিত হতে পেরেছেন, তদূর্ধ মর্যাদায় যেতে পারেন নি, সে স্থলে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারীরা নবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন। আল্ বাহরুল মুহীতে (৩য় খণ্ড, ২৮৭ পৃ.) ইমাম রাগেবের একটি উক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে। তা এই, "আল্লাহ্ এই আয়াতে মুসলিম উম্মতকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের জন্য চারটি স্তর নির্ধারণ করেছেন এই স্তরগুলোর কয়েকটি অন্য কয়েকটির নীচে এবং আল্লাহ্ চেয়েছেন, "মু'মিনরা যেন নীচের স্তরে থেকে না যায় বরং উচ্চতম স্তরে পৌঁছার চেষ্টা করে।" উহাতে আরও বলা হয়েছে, 'নবুওয়ত দু' প্রকারের–সাধারণ ও বিশেষ। বিশেষ প্রকারের নবুওয়ত যা শরীয়াতবাহী, তা অপ্রাপ্য অর্থাৎ তা প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ, কিন্তু সাধারণ নবুওয়ত লাভের পথ উন্মুক্ত রয়েছে অর্থাৎ কেবল আঁ হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুকরণ এবং অনুসরণের মাধ্যমে শরীয়তবিহীন উম্মতি নবুওয়তের নিয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।" (কুরআন মজীদ, টীকা–৬২৯)

** ইহা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, পূর্ববর্তী কতক, আয়াতের (যথা ৭ : ২৭-২৮ ও ৩২) ন্যায় এই আয়াতের "হে আদম সন্তানগণ" সম্বোধন আঁ হযরত (সাঃ)-এর যুগের ও পরবর্তী যুগের লোকদের প্রতি প্রযোজ্য যারা তখনও জন্মগ্রহণ করে নি। এই সম্বোধন ঐ সকল লোকদের প্রতি নহে যারা দূর অতীতে বাস করত এবং আদম (আঃ)-এর অব্যবহিত পরে এসেছিল। (কুরআন মজীদ, টীকা–৯৭০)

হাদীস

১৮৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'রিসালাত ও নবুওয়ত শেষ হয়েছে। এখন আমার পর কোন রসূল নেই, কোন নবী নেই,' রিওয়ায়তকারী বলেন, 'এ কথা লোকের নিকট বড়ই মুশকিল বোধ হ'ল যে, এই নিয়ামত ত এখন গেল। এতে হুযূর (সাঃ) বললেন, 'মুবাশশেরাতবাহী নবুওয়ত বাকী আছে। নবুওয়তের শুধু শরীয়াতবাহী দিক শেষ হয়েছে।' লোকে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্র রসূল! মুবাশশেরাত বলতে কী বুঝায়?' তিনি বললেন, 'এরূপ মনে করে নাও যেমন মুসলমানের স্বপ্ন দেখা। কারণ তা-ও নবুওয়তের একাংশ।' (তিরমিযী-কিতাবুর রূইয়া, বাবু যাহাবতেন্নাবুওয়তু ওয়া বাকিয়াতেল মুবাশ্বেরাত)

১৮৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যু হলে হুযূর (সাঃ) বললেন, 'যদি আমার পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকত তবে সিদ্দীক (সত্যবাদী) নবী হ'ত এবং তাঁর মাতামহের জাতি কিবতিগণ কুফরের গোলামী হতে রেহাই পেত।' (ইবনে মাজাহ - কিতাবুল জানায়েয)

১৮৫। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ভবিষ্যতে আগমনকারী নবী ব্যতীত আবুবকর আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।' (জামেউস সগীর, কানযুল উম্মাল)

১৮৫ক। শেখ আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রঃ) বলেছেন, "নবুয়ত সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায় নাই। এই জন্য আমি বলিয়াছি যে তশরিয়ী নবুওয়ত উঠিয়া গিয়াছে এবং ইহাই হাদীসের অর্থ।" (ফতুহাতে মক্কিয়া)

১৮৫খ। ইমাম হযরত আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (রঃ) বলেছেন, "রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীস আমার বাদ নবী বা রসূল নাই দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁর পর শরীয়তদাতা কোন নবী নাই" (আল্ ইউয়াকিতুল জাওয়াহেরা)।

মলফূযাত

১৩৩। "হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে সাথে স্বতন্ত্র নবুওয়তের আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু জিল্লি নবীর ধারাবাহিকতা, যার অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কল্যাণে ঐশীবাণী প্রাপ্তি, কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে যেন মানবতার পূর্ণতা বন্ধ না হয় ও এই নিদর্শন যেন পৃথিবী হতে উঠে না যায় যা হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর মহান আকাঙ্ক্ষা ছিল। যেন আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথনের দ্বার শেষ বিচার দিন পর্যন্ত খোলা থাকে এবং স্বর্গীয় জ্ঞান যা মুক্তির মূল, যেন অদৃশ্য না হয়ে যায়।" (হকিকাতুল ওহী)

১৩৪। "নবুওয়তের সকল পথ রুদ্ধ হয়েছে কিন্তু একটি পথ 'সিরাতে সিদ্দীক' খোলা আছে। যাকে ফানাফির রসূল বলে। সুতরাং এই পথ দিয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হয় তাঁকে প্রতিচ্ছায়া রূপে মুহাম্মদী নবুওয়তের বসনে ভূষিত করা হয় এরূপে যিনি নবী হন, তিনি আক্রোশের পাত্র নন, পরন্তু তিনি তা তাঁর নবীর উৎস হতে গ্রহণ করেন, এবং নিজ গৌরবের জন্য নয়, বরং তাঁর নবীর গৌরব প্রকাশের জন্য। এ কারণে আকাশে তাঁর নাম মুহাম্মদ (সাঃ) ও আহমদ-এর অর্থ এই যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত অবশেষে বুরুযীভাবে হলেও মুহাম্মদ (সাঃ) প্রাপ্ত হলেন, অপরে তা পেল না" (এক গলতি কা ইযালা)।

৯। আল্লাহ্‌র কিতাব

১০৮। আল্লাহ্‌র সকল কিতাবই সত্যসহ প্রেরিত। আল্লাহ্‌র কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রেরিত সত্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। কিতাবধারীদের তাদের নিকট আগত সমকালীন কিতাব নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ।

কুরআন

৩৬৭। মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ্‌ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করলেন, এবং তাদের সাথে সত্য সম্বলিত কিতাব নাযেল করলেন যেন তিনি মানবজাতির মধ্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা করেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে। 'ক' (২ : ২১৪)

৩৬৮। এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং আমরা তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করেছিলাম (এই আদেশ দিয়ে) যে, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাকেও অভিভাবক বানিও না। 'খ' (১৭ : ৩)

৩৬৯। আল্লাহ্‌ নিজ কালামসমুহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন যদিও অপরাধীগণ তাকে অপছন্দ করে। 'গ' (১০ : ৮৩)

৩৭০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তওরাত ও ইনজীল এবং তোমাদের প্রভুর নিকট হতে তোমাদের প্রতি (এখন) যা নাযেল করা হয়েছে তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিষ্ঠিত করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন কিছুর উপর (প্রতিষ্ঠিত) নও। 'ঘ' (৫ : ৬৯)

'ক' ১০ : ৭৭-৭৮, ১০৯; ৪০ : ২৬;
'খ' ২ : ৫৪; ৫ : ৪৫; ৬ : ৯২, ১৫৫; ৭ : ১৫৫; ২১ : ৪৯; ২৩ : ৫০; ৩২ : ২৪; ৩৭ : ১১৮; ৪০ : ৫৪;
'গ' ৮ : ৮-৯; ১৯ : ৪০; ১৭ : ৮২; ২১ : ১৯; ৩৪ : ৫০; ৪২ : ২৫;
'ঘ' ৫ : ৬৭; ৭ : ১৪৬;

হাদীস

১৮৬। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "এই কিতাব দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলা উন্নত করেন এক জাতিকে এবং অবনত করেন অপরদেরকে" (মুসলিম)।

১৮৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আহলে কিতাবগণ (ইহুদী) ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখিত তওরাত গ্রন্থ, আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বুঝাতো। তাই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মুসলমানদের বললেন, 'তোমরা আহ্‌লে কিতাবদের কথাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবে না। বরং বলবে, 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা আমাদের প্রতি এবং ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুবও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে। আর যা কিছু মূসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে তাদের রবের তরফ হতে দেয়া হয়েছে। আমরা এসবের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না বরং আমরা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা মুসলমান" (বুখারী–কিতাবুত্‌ তফসীর)।

মলফূযাত

১৩৫। একজন বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ লোকের জন্য এটা অনুধাবন করা কষ্টকর নয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে পরিচালিত করা, মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত করা ও তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও ভীতি সঞ্চারের দ্বারা পাপ হতে নিবৃত্ত রাখা। সে পুস্তকের কি প্রয়োজন যা অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে না বা এরূপ বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে পারে না, যা পাপকে ঘৃণা করতে তাকে প্রস্তুত করে। (ইসেন্স অফ ইসলাম)

১০৯। আল্লাহ্‌র কিতাব তাঁর অন্যতম নেয়ামত। মনগড়াভাবে তার পরিবর্তন নিষিদ্ধ। ইহুদীও খ্রীষ্টানগণ তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ও আল্লাহ্‌র কিতাব পরিবর্তন করার কারণে অভিশপ্ত। যারা অভিশপ্ত তারা মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট।। কিতাব পরিবর্তন করলে উল্কারূপ সংস্কারক বা নবীগণের মাধ্যমে তা সংশোধন করা হয়।

কুরআন

৩৭১। হে মানবমন্ডলী। তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে নেয়ামত নাযেল হয়েছে তাকে তোমরা স্মরণ কর। 'ক' (৩৫:৪)

৩৭২। কিন্তু যে ব্যক্তি তার নিকট আল্লাহ্‌র নেয়ামত আসার পর তা পরিবর্তন করে তবে (সে যেন জেনে রাখে যে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে কঠোর। 'খ' (২:২১২)

৩৭৩। সুতরাং তাদের (ইহুদীদের) নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাদেরকে অভিসম্পাত করেছিলাম এবং তাদের হৃদয়গুলিকে কঠোর করে দিয়েছিলাম। (ফলে) তারা (কিতাবের) শব্দগুলিকে তাদের আসল স্থান হতে রদ বদল করে এবং যে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার কতক অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। 'গ'

৩৭৪। এবং যারা বলে 'আমরা খ্রীষ্টান,' আমরা তাদের নিকট হতেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার কতক অংশ ভুলে গিয়েছে। 'ঘ' (৫: ১৪-১৫)

৩৭৫। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রতিফলের দিক দিয়ে তা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ দিব?' (শুন) যাকে আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেছেন এবং যার উপর তিনি ক্রোধবর্ষণ করেছেন,এবং যাদের কতককে তিনি বানর ও শূকর করেছেন এবং যারা তাগুতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে – এরাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ হতে সর্বাধিক ভ্রষ্ট। 'ঙ' (৫: ৬১)

৩৭৬। কিন্তু তাদের মধ্যে যে কেউ গোপনে কিছু ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ তার পিছনে এক জলন্ত উল্কা ধাবমান হয়। 'চ'* (৩৭:১১)

'ক' ৬ : ৯৩, ১৫৬; ২১: ৫১; ৩৮:৩০;
'খ' ২ : ৪৩; ৩ : ৭২; ১৪ : ২৯-৩০;
'গ' ১:৭; ২:৪১, ৮৯, ৮৯, ১৬০; ৩ :৭৯; ৪ : ৪৭-৪৮, ৫৩, ১৫৫, ১৫৬; ৫ : ৪২.৬১.৬৫, ৭৯-৮০; ৬ : ৯২; ১৭ : ৬১;
'ঘ' ১ : ৭; ৫ :৭৮;
'ঙ' ২৫:৩৫;
'চ' ৭:১৭০; ১৫:১৯; ৬৭:৬;

---

* যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাক্য আকাশে সংরক্ষিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা অপরের হস্তক্ষেপ হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। কিন্তু নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র এ সব বাণী অবতীর্ণ হবার পর শয়তান অথবা নবীর শত্রুরা এর শব্দাবলী ও অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে নবীর প্রতি আরোপ করে থাকে। অথবা তারা অবতীর্ণ কয়েকটি বাক্যের স্থানচ্যুত অবস্থান উদ্ধৃত করে তার সাথে মিথ্যা মিশিয়ে পরিবেশন করে। এমনকি নবীর শিক্ষাকে তাদের নিজের শিক্ষা বলে চালিয়ে দিবার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মিথ্যা চালাকি ও চতুরতা তখনই ধরা পড়ে যায় যখন সংস্কারকগণ এসে অবতীর্ণ বাক্যাবলী ও তার ব্যাখ্যার সঠিকতা নিজেরা ঐশী আলোকে যাচাই করে দেখান। (কুরআন মজীদ – টীকা ২৪৭৩)

হাদীস

১৮৮। হযরত ওবায়দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যাপার জানার জন্য তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট কেন জিজ্ঞাসা কর? অথচ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর সদ্য নাযেলকৃত কিতাব তোমরা পড়ছ। উহা স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল কিতাব। এ কিতাব তোমাদের বলে দিচ্ছে, কিতাবধারীগণ তাদের কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা নিজেদের হাতে মনগড়া কিতাব রচনা করে তা আল্লাহ্র কিতাব বলে চালিয়ে দিয়েছে, সামান্য ও তুচ্ছ পার্থিব সুবিধা লাভ করার জন্যই যে জ্ঞান ভান্ডার তোমাদের কাছে এসেছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোন সমস্যার সমাধান জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে না? খোদার কসম! তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তাদের কাকেও আমি কখনও তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে দেখি নি" (বুখারী -কিতাবুল ই'তিসাম)।

মলফূযাত

১৩৬। "একটি ঐশী কিতাবকে স্বীকৃতি দানের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত বিবেক যে বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে তা মহান আল্লাহ্র কিতাব কুরআনেই পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে ঐশী পুস্তক চিনবার যে চিহ্নসমূহ পাওয়া উচিত তা অন্য পুস্তকসমূহে অনুপস্থিত। এটা সম্ভব যে অন্য পুস্তকসমূহে পূর্বে ঐ সকল চিহ্ন বর্তমান ছিল, কিন্তু এখন তা আর নেই" (ইসেন্স অফ ইসলাম, মূল চশামায়ে মসীহী এর সংযুক্ত প্রবন্ধ পৃ:৩২)।

১০। কুরআন

১১০। কুরআন রূহুল কুদুস হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে সত্যসহ নাযেলকৃত আল্লাহ্‌র কালাম ও কিতাব। এর উপর ঈমান আনার নির্দেশ। ইহা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী, হেদায়াত ও উপদেশস্বরূপ। কুরআন মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করে।

কুরআন

৩৭৭। তুমি বল, 'রূহুল কুদুস (জিব্‌রাঈল) একে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য সহ নাযেল করেছেন যেন (এতদ্‌দ্বারা) তিনি তাদেরকে (বিশ্বাসে) সুদৃঢ় করেন যারা ঈমান আনে এবং যা আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ। 'ক' (১৬:১০৩)

৩৭৮। এবং যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং যা মুহাম্মদের উপর নাযেল করা হয়েছে তার উপরও ঈমান আনে-বস্তুত: এটা তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে পূর্ণ-সত্য-তিনি তাদের অনিষ্টতাসমূহকে দূরীভূত করে দিবেন এবং তাদের অবস্থার সংশোধন করে দিবেন। 'খ' (৪৭:৩)

৩৭৯। (এটা) এক মহা গ্রন্থ যা তোমার উপর নাযেল করা হয়েছে। অতএব এর কারণে তোমার বক্ষে যেন কোন প্রকার সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয়-যেন তুমি এর দ্বারা (মানবজাতিকে) সতর্ক কর। বস্তুত ইহা মো'মেনগণের জন্য মহা উপদেশস্বরূপ। 'গ' (৭:৩)

৩৮০। এটা (কুরআন) মানবজাতির জন্য জ্যোতির্ময় দলিল-প্রমাণ এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য হেদায়াত ও রহমত। 'ঘ' (৪৫:২১)

৩৮১। (এটা) কামিল কিতাব যা আমরা তোমার উপর এ জন্য নাযেল করেছি যেন তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে অন্ধকাররাশি হতে বের করে আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহাপরাক্রশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে– 'ঙ' (১৪:২)

'ক' ২ : ৯৮, ১৪৫, ১৮৬; ৩ : ২,৬১,১৩৯; ১০ : ৯৫; ১৩ : ২; ১৭ : ১০, ১০৬; ২২ : ৫৫; ২৩ : ৬৩; ২৬ : ১৯৩-১৯৬, ২৭ : ২-৩, ৭; ৩২ : ৩; ৩৯ : ২-৩,৪২; ৪০ : ৩; ৪১ : ৩, ৪৫ : ৩; ৪৬ : ৩; ৫৬, ৮১; ৬৯ : ৪১-৪৪;
'খ' ২ : ৫; ৪ : ১৩৭, ১৬৩; ৬ : ৯৩; ৬৪ : ৯;
'গ' ৬ : ৫২; ১০ : ৫৮; ১৪ : ৫৩; ১৭ : ৪২; ২৫ : ৫১; ৩২ : ৪; ৭৩ : ২০;
'ঘ' ৪ : ১৭৫; ৬ : ১০৫, ১৫৮; ৭ : ২০৪; ১২ : ১০৫, ১১২; ১৬ : ৬৫; ২৭ : ৭৮; ২৯ : ৫২; ৩১ : ৩-৪; ৩৮ : ৮৮; ৮১ : ২৮-২৯; ৯৮ : ২,৫;
'ঙ' ২ : ২৫৮; ৫ : ১৬-১৭; ১৪ : ৬; ৩৪ : ৭; ৫৭ : ১০; ৬৫ : ১২;

হাদীস

১৮৯। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবই সর্বোত্তম কথা, আর মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথই সর্বোত্তম পথ। আর (সে পথ থেকে) নতুন বিষয়সমূহ নিকৃষ্টতম। আর তোমাদের যে বিষয়ের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই আসবে। তাকে তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না" (বুখারী-কিতাবুল ই'তিসাম)।

১৯০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "মুসলমানগণ যেদিন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করে তার পরদিন হযরত উমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। "হযরত আবু বকর (রাঃ) তাশহুদ পাঠ করে বললেন, 'আল্লাহ্‌ তাঁর রসূলের জন্য তোমাদের নিকট যা রয়েছে (অর্থাৎ পৃথিবী) তার তুলনায় সে জিনিসই পছন্দ করেছেন যা তাঁর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে (অর্থাৎ বেহেশত)। আর এ হ'ল সেই কিতাব যার দ্বারা তিনি তোমাদের রসূলকে হেদায়াত দান করেছেন। কাজেই একে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর, তবে তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পারবে" (বুখারী-কিতাবুল ই'তিসাম)।

মলফূযাত

১৩৭। "সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং এর সাথে অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর! এরূপ ভালবাসা যা অন্য কারও সাথে তোমরা কর নি। কেননা যেমন খোদাতাআলা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, 'আল খায়রো কুল্লুহু ফিল কুরআন।' অর্থাৎ সর্ব প্রকার মঙ্গল কুরআনেই নিহিত আছে।' এ কথাই সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য যারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস" (কিশতিয়ে নূহ)।

১১১। কুরআনের মর্যাদা – ইহা আল্লাহ্‌র রচিত কিতাব। এর অনুরূপ একটি সূরাও মানুষের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। কুরআন সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত।

কুরআন

৩৮২। নিশ্চয় যারা এই যিক্‌রকে (কুরআনকে) অস্বীকার করেছে যখন তা তাদের নিকট আসল (তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে)। অথচ এটা নিশ্চয়ই এক মহা সম্মানিত কিতাব, 'ক'

৩৮৩। কোন প্রকার মিথ্যা এর নিকট এর সম্মুখ হতেও আসতে পারে না এবং এর পশ্চাৎ হতেও না। পরম প্রজ্ঞাময়, মহা-প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র নিকট হতে এটা নাযেল হয়েছে। 'খ' (৪১:৪২-৪৩)

৩৮৪। এই কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে অন্য কারও দ্বারা রচিত হতে পারে; বরং তা সত্যায়ন করে তার যা এর পূর্বে আছে এবং এটা একটি পূর্ণ বিধানের বিবরণ; এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটা সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। 'গ'

৩৮৫। তারা কি এ কথা বলে যে, সে এটা রচনা করেছে? তুমি বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা পেশ কর এবং আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে যাদেরকে সম্ভব হয় সাহায্যের জন্য ডাক।' 'ঘ' (১০:৩৮-৩৯)

৩৮৬। এটা এরূপ কিতাব, যার আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করা হয়েছে, অতঃপর তাদেরকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে পরম প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌)-এর তরফ হতে। 'ঙ' (১১:২)

'ক' ১৫:১০; ২০:৪; ২১:১১; ৪৩:৫,৪৫; ৫০:২; ৫৬:৭৮; ৬৯:৪৯; ৭৪:৫৫; ৭৬:৩০; ৮০: ১২-১৭; ৮৫:২২;
'খ' ২:৩; ১৮:২; ২৩:৬৩; ২৬:২১১-২১২; ৩২:৩; ৮৬:১৪-১৫;
'গ' ৪:৮৩; ৪৬:১১;
'ঘ' ২:২৪; ১১:১৪; ১২:১১২; ১৭:৮৯; ৪৬:৯; ৫২:৩৪-৩৫;
'ঙ' ৩:১৩৯; ৫:১৬; ৬:১১৫; ১৫:২; ১৬:৯০; ২৫:৩৪,৩৬,৭০; ৩৯:২৪; ৪১:৪;

হাদীস

১৯১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "তোমরা আহলে কিতাবদের কিতাবসমূহ সম্পর্কে কীরূপে প্রশ্ন কর? অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) বিদ্যমান, যা সমস্ত কিতাবের চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী। তোমরা তা পাঠ করেছ, এবং তা সম্পূর্ণ খাঁটি, যাতে কোন মিশ্রণ নেই" (বুখারী)।

১৯২। তাবেয়ী হযরত হারেস আউয়ার (রঃ) বলেন, "আমি (কুফায়) মসজিদে পৌঁছিলাম, দেখলাম, লোকেরা বাজে কথায় মশগুল। অতঃপর আমি হযরত আলী মর্তুজা (রাঃ)-এর নিকট যেয়ে তাঁকে এই সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, 'তারা এরূপ করছে?' আমি বললাম 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'শুন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'সাবধান! শীঘ্রই দুনিয়াতে ফাসাদ (বিপর্যয়) আরম্ভ হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ হতে বাঁচবার উপায় কী?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কিতাব, তাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের খবর রয়েছে এবং তোমাদের মধ্যকার বিতর্কের মীমাংসা। তা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী এবং নিরর্থক নয়। যে অহংকারী তা ত্যাগ করবে, আল্লাহ্‌ তার অহংকার চূর্ণ করবেন; যে তার বাইরে হেদায়াত তালাশ করবে, আল্লাহ্‌ তাকে গোমরাহ করবেন। তা হ'ল আল্লাহ্‌র মজবুত রজ্জু, প্রজ্ঞাময় যিক্‌র ও সত্য সরল পথ। এর অবলম্বনে বিপথগামী হয় না প্রবৃত্তি, কষ্ট হয় না জবানের, বিতৃষ্ণ হয় না তা হতে জ্ঞানীগণ, পুরাতন হয় না তা বার বার পাঠে। অন্ত নেই তার বিস্ময়কর তথ্যসমূহের' " (মিশকাত - মূল তিরমিযী, দারেমী)।

মলফূযাত

১৩৮। "কিয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্যের মানদন্ড একমাত্র কুরআন শরীফই হবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নিম্নে অন্য কোন গ্রন্থ নেই যা কুরআন শরীফের সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে পারে; আল্লাহ্‌ তোমাদের বহু অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৩৯। "এতদ্ব্যতীত, তৌহীদ মানুষের হৃদয় হতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছিল। কুরআন এই তৌহীদকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং একে চরমে পৌঁছিয়েছে। এ জন্যই কুরআন শরীফের নাম যিক্‌র অর্থাৎ স্মারক" (খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দিনের চারটি প্রশ্নের জবাব)।

১১২। কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র শরীয়াত– চিরস্থায়ী বিধান ও কার্য-পদ্ধতি। সকল মানবকে এর অনুসরণের নির্দেশ। পূর্বের সকল বিধান এর ভিতর সন্নিবেশিত। কুরআন সকল মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত। যারা এর অনুসরণ করে না এবং যারা একে অস্বীকার করে তাদের পরিণাম।

কুরআন

৩৮৭। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়াত (বিধান) এবং (স্পষ্ট) কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত করেছি।* (৫:৪৯)

৩৮৮। অতঃপর আমরা তোমাকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক মহান শরীয়তের (বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করেছি, সুতরাং তুমি এর অনুসরণ কর এবং ঐ সকল লোকের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যাদের কোন জ্ঞান নেই। 'ক' (৪৫:১৯)

৩৮৯। আল্লাহ্‌র তরফ হতে একজন রসূল যে (তাদের নিকট) পবিত্র কিতাবসমূহ আবৃত্তি করে,

৩৯০। যার মধ্যে স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে।'খ' ** (৯৮ : ৩-৪)

৩৯১। নিশ্চয় আমরা মানবমন্ডলীর কল্যাণের জন্য তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ নাযেল করেছি। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, বস্তুত সে নিজেরই কল্যাণ সাধনে এরূপ করে, এবং যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, বস্তুত সে নিজেরই আত্মার ক্ষতি সাধনের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। এবং তুমি তাদের উপর অভিভাবক নও। 'গ' (৩৯:৪২)

৩৯২। যাদের উপর তওরাতের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা বহন করে নি, তাদের উপমা সেই গাধার উপমার ন্যায়, যে কিতাবের বোঝা বহনকরে চলে। (৬২:৬)

৩৯৩। এবং যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শুন না, এবং এর মধ্যে (পাঠকালে) শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয় লাভ করতে পার।'

৩৯৪। সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে আমরা তার জন্য তাদেরকে অবশ্যই কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব এবং তাদেরকে তাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের প্রতিফল দিব। 'ঘ' (৪১:২৭-২৮)

'ক' ২ : ১২২; ৬ : ৫১, ৯১, ১০৭, ১৫৬; ৭ : ৪, ২০৪; ১০ : ১১০; ৩১ : ২২; ৩৩ : ৩, ৭৩; ৩৯ : ৫৬-৬; ৪৬ : ১০; ৫৯ : ২২; ৬৮ : ৫৩;
'খ' ৫ : ৪, ১৬, ৪৯; ২৪ : ১৯;
'গ' ১০ : ১০৯; ১৭ : ১৬; ২০ : ১০০-১০২; ২৭ : ৯৩;
'ঘ' ২২ : ৭৩; ২৩ : ৬৩-৬৯;

---

* শিরয়াহ্ বলতে আল্লাহ্‌তাআলার বিধানের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ধর্ম-কর্ম সম্পর্কিত অধ্যাদেশগুলিকে বুঝাচ্ছে। বিশ্বাস ও আচরণের প্রকাশ্য ও সত্য পথ (লেইন)। মিনহাজ মানে প্রকাশ্য, সহজবোধ পথ ও পন্থা (লেইন)। আল্ মুবাররাদ বলেন, প্রথমোক্ত শব্দটি – রাস্তাটির প্রারম্ভ বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দটি চলন অধ্যুষিত রাস্তাটিকে বুঝায় (কাদীর)। অতএব 'শিরয়াহ্' ঐ সব আইনকে বুঝায় যেগুলি আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত এবং মিনহাজ জাগতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত। (কুরআন মজীদ- টীকা ৭৫৩)

** পূর্বকালের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যা যা ভাল, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী ছিল এবং যে সব শিক্ষা চিরকল্যাণকর ছিল, তার নির্যাস ও সারাংশ কুরআন করীমে এসে গিয়েছে। তদুপরি যে সকল শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও উন্নতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় অথচ পূর্বকার ঐশী কিতাবসমূহে ছিল না, সেগুলিও কুরআনে সংযোজিত হয়েছে। সকল সত্য মতাদর্শ নীতিমালা, অধ্যাদেশ ও নির্দেশাবলী যা মানুষের স্থায়ী কল্যাণে নিশ্চিত অবদান রাখে, তার সাকল্যই কুরআনে স্থান পেয়েছে। কুরআন যেন অপর সকল ধর্মগ্রন্থের উপর অভিভাবকত্ব করছে এবং যে সকল দোষ-ত্রুটি ও মলিনতা ঐ সব গ্রন্থে কালস্রোতে ঢুকে পড়েছে, সেগুলিকে পরিষ্কার করেছে এবং স্বয়ং অবিকল ও অবিকৃত রয়েছে। (কুরআন মজীদ-টীকা-৩৪০০)

হাদীস

১৯৩। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে কুরআন পড়েছে এবং একে মুখস্ত রেখেছে, অতঃপর তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জেনেছে, তাকে আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে

দাখিল করবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত ছিল" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, আহমদ)।

১৯৪। হযরত মুয়াজ জুহানী (রাঃ) বলেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং এতে যা আছে এর ওপরে আমল করেছে, তার মা বাপকে কিয়ামতের দিন এমন এক তাজ পড়ান হবে যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে যদি সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে তোমাদের মধ্যে থাকত। এখন তার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যে তার ওপরেআমল করেছে" (আহমদ ও আবু দাউদ)।

১৯৫। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হুযূর (সাঃ) বলেছেন, "তিন জিনিস কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের নীচে থাকবে, (১) কুরআন, তা বান্দাদের (পক্ষে বা বিপক্ষে) আরজি করবে। তার বাইর ও ভিতর দু'দিক রয়েছে। (২) আমানত। এবং (৩) আত্মীয়তার বন্ধন। এদের প্রত্যেকে ফরিয়াদ করবে। ওহে! যে আমাকে রক্ষা করেছে, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন এবং যে আমাকে ছিন্ন করেছে, আল্লাহ্ তাকে ছিন্ন করুন" (মেশকাত-মূল বাগবী শরহে সুন্নাহ্)।

মলফূযাত

১৪০। "ইহা অকাট্য সত্য যে শরীয়াতের প্রত্যেক আর্ট পূর্ণরূপে শুধু কুরআন শরীফই প্রদর্শন করেছে। শরীয়ত দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। (১) আল্লাহ্‌র হক (২) বান্দার হক্। এই উভয় অংশ কেবল মাত্র কুরআন শরীফই পূর্ণ করেছে। কুরআনের সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্য পশুতুল্য মানুষকে মানুষ করা, মানুষকে নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষ করা এবং নৈতিকগুণ সম্পন্ন মানুষকে খোদাভক্ত মানুষে পরিণত করা। বস্তুত এই মহা দায়িত্ব কুরআন যেভাবে পূর্ণ করেছে তার তুলনায় তওরাত মুকবৎ" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দিনের চারটি প্রশ্নের জবাব)।

১৪১। "ধর্মের যাবতীয় উচ্চাঙ্গীন শিক্ষা তার পূত সত্যসমূহ ইহজগতে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশার্থে প্রয়োজনীয় এলমে ইলাহীর (ঐশী জগতের) যাবতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব ও তথ্য, তেমনি নফসে আম্মারা (মানবাত্মার কুমন্ত্রণা দানের উৎস) সম্পর্কীয় সকল ব্যাধি, উত্তেজনা, দূরত্ব, বঞ্চনা তার সহজাত বিপদাবলী ও যেগুলির যাবতীয় চিকিৎসা ও নিরাময় ব্যবস্থা, তেমনি মানবাত্মার তাযকিয়া, শোধন ও বিকাশ প্রণালী ও উচ্চাঙ্গীন নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রকাশ সম্পর্কিত রূপরেখা, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও আলামতসমূহ পূর্ণ ও পরিণত মাত্রায় কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত আছে। এবং এই কালামে লিপিবদ্ধ নেই এরূপ কোন সত্য বা এলাহী (ঐশী) তত্ত্ব অথবা খোদা মিলনের পন্থা কিংবা আল্লাহ্‌র আরাধনা সম্পর্কিত কোন দুর্লভ ও পবিত্র তপস্যা (মুজাহেদা) উদ্ভাবন করে দেখাবার কারও সাধ্য নেই" (সুরমা চশমায়ে আরিয়া-টীকা)।

১৪২। "পক্ষান্তরে কুরআন শরীফের উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা জগতের সংস্কার সাধন। এবং এর সম্বোধনের লক্ষ্য বিশেষ কোন জাতি নয় এরং এতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, একে অবতীর্ণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং প্রত্যেকের সংশোধনই হচ্ছে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" (কিতাবুল বারিআহ্)।

১১৩। কুরআন সর্বপ্রকার জ্ঞানের ভান্ডার–আল্লাহ্ নিজ জ্ঞানে তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য তাকওয়া পূর্বশর্ত।

কুরআন

৩৯৫। এবং আমরা এই কিতাবে কোন কিছুই বাদ দেই নি। 'ক' (৬:৩৯)

৩৯৬। কিন্তু আল্লাহ্ এর (এই ঐশীবাণী) দ্বারা, যা তিনি তোমার উপর নাযেল করেছেন, সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনি একে নিজ জ্ঞানে পরিপূর্ণ করে নাযেল করেছেন, এবং ফিরিশ্তাগণও সাক্ষ্য দিচ্ছে, বস্তুত সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। 'খ' (৪:১৬৭)

৩৯৭। এবং এই পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে যদি সব কলম হয়, এবং এই যে সমুদ্র আছে, তৎসহ আরও সাত সমুদ্র কালি হয়ে যুক্ত হয়, তথাপি আল্লাহ্র বাণীসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। 'গ' (৩১:২৮)

৩৯৮। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ্ কীভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলে উপমাস্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রথিত এবং তার শাখা-প্রশাখা আকাশে (বিস্তৃত) রয়েছে। 'ঘ'* (১৪:২৫)

৩৯৯। ইহা সেই কামিল (পূর্ণতম) কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা হেদায়াত (পথ নির্দেশ) মুত্তাকীগণের জন্য, 'ঙ' (২:৩)

'ক' ১৬:৯০;
'খ' ৭:৫৩; ১০:২; ১১:১৫; ৩১:৩; ৪২:১৫; ৪৫:১৮;
'গ' ১৮:১১০;
'ঘ' ১৪:২৬,২৭;
'ঙ' ৩:১৩৯; ১৬:৯০; ২৭:৩; ৩১:৪; ৬৯:৪৯;

---

* এই আয়াতে আল্লাহ্তাআলার পবিত্র কালাম 'কুরআনের' সাদৃশ এমন বৃক্ষের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট পূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী রয়েছে, 'ক' তা উত্তম অর্থাৎ তা এমন সব শিক্ষা হতে দোষমুক্ত যা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে পীড়াদায়ক বা অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার বিপরীত নয়, 'খ' যা উৎকৃষ্ট, দৃঢ় ও শক্ত ফলবতী বৃক্ষের ন্যায়। তা মজবুত ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর উৎস হতে উপজীবিকা বা শক্তি রক্ষার উপায় আহরণ করে নতুন ও সবল জীবন ধারণ করে এবং মজবুত বৃক্ষের ন্যায় বিরুদ্ধবাদীদের বিরূপ সমালোচনার সশব্দ বিস্ফোরণের ঝাপটায় মাথা নত করে না। এবং সকল বিরোধিতার ঝড়ের মুখে মাথা উঁচু করে দন্ডায়মান থাকে। এর জীবন ও জীবিকা একই উৎস হতে প্রবাহিত বলে এর মূলনীতি এবং শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ বা গড়মিল নেই, 'গ' এর শাখা প্রশাখাসমূহ বেহেশ্ত পর্যন্ত পৌছায়। এর আজ্ঞানুবর্তিতা করে অর্থাৎ আমল করে মানুষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করতে পারে, 'ঘ' তা স্বীয় প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল ঋতুতে সদা ফল দিচ্ছে অর্থাৎ কুরআন প্রচুর পরিমাণে সুফল প্রদান করে, এর আশিসসমূহের নিদর্শন সকল সময়েই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সর্ব যুগের মানুষ এর শিক্ষার উপর আমল করে আল্লাহ্তাআলার সাথে মিলনের সৌভাগ্য লাভ করছে এবং তাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সত্যতা সমসাময়িক লোকদের উপর উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন মজীদ উপরোল্লিখিত সকল গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে বহন করে। (কুরআন মজীদ-টীকা-১৪৬৫)

হাদীস

১৯৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কুরআন সাত হরফের সাথে নাযেল হয়েছে। তার প্রত্যেক আয়াতের একটি বাইর ও একটি ভিতর দিক রয়েছে এবং প্রত্যেক দিকেরই একটি হদ (সীমা) আছে, আর প্রত্যেক হদেরই একটি অবগতিস্থান রয়েছে" (বাগবী তার শারহে সুন্নায় ইহা বর্ণনা করেছেন)।

১৯৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাবারাকাতাআলা বলেছেন, 'কুরআন যাকে আমার যিকর ও আমার নিকট যাচ্ঞা করা হতে বিরত রেখেছে, আমি তাকে দান করব যাচ্ঞাকারীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান।' হুযূর (সাঃ) বলেন, 'কেন না আল্লাহ্র কালামের শ্রেষ্ঠত্ব অপর সকল কালামের উপর যেমন আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর' " (তিরমিযী, দারেমী ও বায়হাকী)।

১৯৮। তাবেয়ী হযরত তাউস য়্যমানী মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন যে, একবার নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, "হুযূর! কুরআনের স্বর প্রয়োগ ও ভাল তেলাওয়াতের দিক দিয়ে সর্বোত্তমে ব্যক্তি কে?" হুযূর বললেন,"যার কুরআন পাঠ শুনে তোমার কাছে মনে হয় যে, সে আল্লাহ্র প্রতি ভয় পোষণ করছে।" তাউ'স বলেন, '(তাবেয়ী) তাল্ক এরূপই ছিলেন" (মেশকাত-মূল দারেমী)।

মলফূযাত

১৪৩। "যদি এই কিতাবে ঐ সব সরঞ্জাম নিহিত থাকে যা প্রত্যেক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, কুরআন শরীফ অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন প্রতিটি যুগের প্রয়োজন পুরাপুরি সরবরাহ করে থাকে।--- বস্তুত কুরআন শরীফের যে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তথ্য, ঐশীজ্ঞান বৃদ্ধি করে তা সর্বদা প্রয়োজন অনুসারে প্রকাশিত হয় এবং নতুন নতুন জটিলতার সময় তার নতুন মহাজ্ঞান পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।" (ইযালায়ে আওহাম)

১৪৪। "দ্বিতীয়ত, মানবতার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত জ্ঞান ও মনোবিদ্যা অলৌকিক পর্যায়ে বিন্যস্ত এই কালামে এরূপ সামগ্রিকতা ও নৈপুণ্য সহকারে লিপিবদ্ধ দেখা যায় যদ্বারা চিন্তাশিল ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন যে, ইহা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কালাম হতে পারে না। তৃতীয়ত সৃষ্টির আদি (সূচনা ও ক্রমবিবর্তন) ও অন্ত (আখেরাত-পরকাল) এবং অন্যান্য উলুমে গায়েব (অজ্ঞাত বিষয়াবলীর জ্ঞান) যা আলেমুল গায়েব খোদার কালামের এক অপরিহার্য বিশেষত্বস্বরূপ, যদ্বারা মানব হৃদয় স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ করে এবং যদ্বারা গায়েব ও অজ্ঞেয় সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তাআলার সম্যক জ্ঞান বাস্তব ও সাক্ষাৎ রূপে সপ্রমাণিত হয়–সেই জ্ঞান এত প্রচুর ও বিস্তারিতরূপে কুরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে যে, জগতে অন্য কোন কিতাব বা গ্রন্থ এর মোকাবেলা করতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, কুরআন শরীফ দীনের সাহায্যার্থে অন্যান্য সকল বিদ্যার দ্বারাও অলৌকিক পর্যায়ে খেদমত গ্রহণ করেছে, যেগুলিকে দীনের সমর্থনে কাজে লাগিয়েছে। যেমন যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল, ভূবিদ্যা, এলমে ফাসাহাত ও বালাগাত ইত্যাদির মাধ্যমে দীনের জ্ঞানতত্ত্ব মানুষকে বুঝানো এবং মনঃপূত করানো অথবা তাকে পর্যায়ক্রমে সহজলব্ধ করা কিংবা সেগুলির দ্বারা দীনের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রমাণ কায়েম করা অথবা কোন নির্বোধের আপত্তি খন্ডন করার বিষয়কে কার্যত দৃষ্টির সামনে রেখেছে" (সুরমা চশমায়ে আরিয়া-টীকা)।

১৪৫। 'তাকওয়া ব্যতীত কুরআনের জ্ঞান উদ্ঘাটিত হয় না; এবং এর জন্য সরল অন্তঃকরণে তওবা করা জরুরী।

পূর্ণ বিনয়ের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ্তাআলার আদেশ পালন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয় না।

প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের প্রশান্তি ও আনন্দ এবং যদ্বারা আত্মার প্রয়োজন পূরণ হয় তা কুরআনেই নিহিত আছে। সুতরাং আল্লাহ্ বলেছেন, 'লা ইয়া মাসসাহু ইল্লাল মুতাহ্হারুন,' এর অর্থ ঐ সকল ধার্মিক বা মুত্তাকীগণ যা হুদাল্লেল মুত্তাকীন'-এ বর্ণনা করা হয়েছে" (মলফূযাত, ১ম খন্ড)।

১১৪। কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী ও তত্ত্বধায়নকারী কিতাব। কিতাবধারীদের এর উপর ঈমান আনার নির্দেশ।

কুরআন

৪০০। এবং তোমরা তার উপর ঈমান আন যা আমি নাযেল করেছি যা তসদীক করে তার যা তোমাদের নিকট রয়েছে, এবং তোমরা এর সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না, এবং আমার আয়াতসমূহকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না এবং তোমরা আমার তাকওয়া অবলম্বন কর। 'ক'* (২:৪২)

৪০১। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব সত্য সহকারে নাযেল করেছি, যা এর পূর্বে যে কিতাব রয়েছে তার সত্যায়নকারী ও তার উপর তত্ত্বাবধায়নকারীরূপে,'খ'** (৫:৪৯)

'ক' ২ : ৯০-৯২, ৯৮,১০২; ৩ : ৪,৮২; ৪ : ৪৮; ৬ : ৯৩, ১৫৬-১৫৮; ১০ : ৩৮; ১২ : ১১২; ২৬ : ১৯৭-১৯৮; ২৮ : ৫২-৫৫; ৩৫ : ৩২; ৪৬ : ১৩; ৯৮ : ৩; 'খ' ৫ : ১৬; ১৮ : ৩;

---

* কুরআন মজীদ টীকা ৭৭ দেখুন।

** মুহায়মিন মানে সাক্ষী, শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী, মানুষের কার্যাবলীর নিয়ামক ও পর্যবেক্ষক; অভিভাবক ও রক্ষাকারী (লিসান)। এখানে কুরআনকে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলির রক্ষক ও অভিভাবক আখ্যা দেয়া হয়েছে। এই অর্থে ইহার রক্ষক ও অভিভাবক যে, কুরআনপূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অমর ও চিরস্থায়ী শিক্ষাসমূহ ও মূল্যবোধগুলিকে নিজের মধ্যে সংরক্ষণ ও আত্মস্থ করেছে এবং যে শিক্ষা ও মূল্যবোধসমূহ সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে ঐ গ্রন্থগুলিতে সংযোজিত হয়েছিল এখন মানবজাতির প্রয়োজন উপযোগী নয়, সেগুলিকে কুরআন নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নি। কুরআনের অভিভাবকত্ব এই অর্থেও স্বীকার্য যে কুরআন আল্লাহ্‌র হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ মুক্ত রয়েছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ ঐশী হেফাযতের এই মহা আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত। (কুরআন মজীদ –টীকা-৭৫২)

হাদীস

১৯৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) (রোম সম্রাট) কায়সারের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে একথা লিখতে বলেছিলেন, 'যদি আপনি (এই সত্য বিধান থেকে) মুখ, ফিরিয়ে নেন তবে সমগ্র কৃষককুলের পাপের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে" (বুখারী-কিতাবুল জিহাদ)।

২০০। হযরত ওবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যাপার জানার জন্য তোমরা আহলে কিতাবদের কাছে কেমন করে জিজ্ঞাসা কর? অথচ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর সদ্য নাযেলকৃত কিতাব তোমরা পড়ছ। তা স্বচ্ছ নির্ভেজাল কিতাব। এ কিতাব তোমাদের বলে দিচ্ছে, কিতাবধারীগণ তাদের কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা নিজেদের হাতে মনগড়া কিতাব রচনা করে তা আল্লাহ্‌র কিতাবের নামে চালিয়ে দিচ্ছে, সামান্য ও তুচ্ছ পার্থিব সুবিধা লাভ করার জন্য। যে জ্ঞানভান্ডার তোমাদের কাছে এসেছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোন সমস্যার সমাধান জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে না? খোদার কসম! তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তাদের কাকেও আমি কখনও তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে দেখি না" (বুখারী-কিতাবুল ই'তিসাম)।

মলফূযাত

১৪৬। "ইহুদীগণ মৃতের ন্যায় হয়েছিল এবং হৃদয় পাষাণ হয়ে পড়ায় ও নানা প্রকার অবাধ্যতার ফলে তাদের মধ্য হতে সেই জীবিত রূহ বের হয়ে গিয়েছিল। খোদার প্রতি তাদের কোনই আকর্ষণ ছিল না এবং তাদের তাওরাতের অপূর্ণ শিক্ষার জন্য এবং তাতে শাব্দিক ও অর্থগত হস্তক্ষেপের ফলে তা পূর্ণ পথ প্রদর্শনের অযোগ্য ছিল। এ জন্য খোদা নির্মল বারি ধারার ন্যায় জিন্দা কালাম অবতীর্ণ করলেন এবং এই জিন্দা কালামের দিকে তাদেরকে আহ্বান করলেন, যেন তারা নানা প্রকার ধোঁকা ও ভ্রান্তি হতে উদ্ধার পেয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং কুরআন শরীফ নাযিল হবার যে সকল প্রয়োজন ছিল তন্মধ্যে মুর্দা প্রকৃতির ইহুদীদেরকে জিন্দা তৌহীদ শিক্ষা দেয়া একটি; দ্বিতীয়ত তাদের ভ্রান্তি সম্বন্ধে তাদেরকে সতর্ক করা; তৃতীয়ত, তাওরাতে যে সকল বিষয় শুধু সংকেতে বর্ণিত হয়েছিল, যথা পুনরুত্থান, আত্মার অমরত্ব, বেহেশ্‌ত ও দোযখ, তাদের বিস্তৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

১১৫। কুরআনের কিছু আয়াত মোহকামাত ও কিছু আয়াত মোতাশাবেহাত।

কুরআন

৪০২। তিনিই যিনি তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করেছেন, যার কতক আয়াত মোহকামাত (সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন) যেগুলি এই কিতাবের মূল এবং অন্যগুলি মোতাশাবেহাত (পরস্পর সাদৃশ্য পূর্ণ, রূপক এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাহী); কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং এর (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ রূপক; অথচ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্, এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগণ, তারা বলে, 'আমরা-এর উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর তরফ হতে সমাগত।' বস্তুত ধীমান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না। 'ক'* (৩:৮)

'ক' ১১ : ২ ; ৩৯ : ২৪;

* এই আয়াত দ্ব্যর্থবোধক কিংবা বিতর্কমূলক বিষয়ের মীমাংসার জন্য সুবর্ণ-নীতি বর্ণনা করছে। এরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ হ'ল এই যে বিষয়টিকে বা ব্যাখ্যাটিকে, কুরআনের পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত সমূহের আলোকে পরীক্ষা ও বিবেচনা করতে হবে। যদি দেখা যায় বিতর্কমূলক অর্থ বা ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীত বা বিরোধী হয়, তবে বিতর্কমূলক বাক্যের বা বাক্যগুলির গঠন পদ্ধতি সবদিক হতে বিবেচনা করে এমন অর্থ বা ব্যাখ্যায় পৌঁছিতে হবে, যা দ্ব্যর্থহীন আয়াতের সাথে খাপ খায়। এই আয়াত বলছে; কুরআনে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে, কতগুলি রয়েছে 'মুহকাম' (দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট) এবং অন্যগুলি রয়েছে 'মুতাশাবিহা' (যার বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব)। 'মুতাশাবিহ' আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে পাবার একটি সুন্দর পথ এটাই রয়েছে যে, যতগুলি অর্থ হয়, তার মধ্যে যেসব অর্থ 'মুহকাম' আয়াতের সাথে খাপ খায়, সেই অর্থই গ্রহণযোগ্য। ------যে সব আয়াতে আল্লাহ্তাআলার আদেশ নিষেধ ও আইন পূর্ণ আকারে জারি করা হয়, সেগুলিকেও 'মুহকাম' আয়াত বলা যেতে পারে। আর যেগুলিতে আদেশ নিষেধ বা আইন বিধি আংশিক ভাবে দেয়া হয় এবং অন্য আয়াতাদির সাথে না মিলিয়ে ঐ আদেশ নিষেধের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেগুলিকে বলা হয় 'মুতাশাবিহ'। 'মুহকামাত' সাধারণত আইনের ও বিশ্বাসের বিধিমালা দান করে। 'মুতাশাবিহাত' সাধারণত; দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়াদি যথা: নবীগণের জীবন কাহিনী, জাতিগণের জীবন কথা ইত্যাদি বর্ণনা করে। এবং ঐসব বর্ণনায় এমন বাকধারা ও প্রকাশভঙ্গী ব্যবহৃত হয় যার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা ৩৭৩)

হাদীস

২০১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, "'তিনিই' আপনাদের প্রতি কিতাব নাযেল করেছেন যার কতক আয়াত মোহকাম' –হতে 'কিন্তু জ্ঞানীগণ ব্যতীত কেউই তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না পর্যন্ত।' অতঃপর তিনি (হুযূর-সাঃ) বললেন, 'যখন তুমি দেখবে' মুসলিমের বর্ণনায় – 'তোমরা দেখবে সেই সকল লোককে যারা কুরআনের মোতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করছে (তখন মনে করবে) এরাই সেই সকল লোক (টেরা অন্ত:করণ বিশিষ্ট বলে) আল্লাহ্ যাদের নাম করেছেন, সুতরাং তাদের হতে সতর্ক থাকবে' " (বুখারী–মুসলিম)।

২০২। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বলেছেন, "একদিন দুপুর বেলায় আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে পৌঁছিলাম, তখন হুযূর (সাঃ) দু'জন লোকের স্বর শুনলেন, তারা একটি আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ করছে। তা শুনে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন তখন তার চেহারায় ছিল ক্রোধের ভাব, তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যে সকল লোক ধ্বংস হয়েছে তারা আল্লাহ্র কিতাবে এরূপ বাদানুবাদ করার দরুনই ধ্বংস হয়েছে' " (মুসলিম)।

মলফূযাত

১৪৭। "অতঃপর ইহাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন শরীফে দু'প্রকার আয়াত আছে। একটি হল অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট যেমন এই আয়াতঃ- "যে সকল লোক এরূপ ঈমান আনতে চায় না যে, আল্লাহ্র উপরও ঈমান আনবে এবং রসূলগণের উপরও ঈমান আনবে এবং যে আল্লাহ্কে তাঁর রসূলগণের নিকট হতে পৃথক করতে চায় এবং বলে যে কারো কারো উপর আমরা ঈমান আনি এবং কারো কারো উপর ঈমান আনি না এবং মাঝামাঝির পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা রাখে, এ সকল লোক প্রকৃত পক্ষে কাফের এবং পাক্কা কাফের। আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।" এটা হল অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াত। আমি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখেছি।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াত হল দ্ব্যর্থবোধক। এদের অর্থ সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীদেরকে এ সকল আয়াতের জ্ঞান দেয়া হয়ে থাকে, কিন্তু যে সকল লোকের হৃদয়ে মোনাফেকির ব্যাধি আছে তারা অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াতের কোন পরওয়া না করে দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের অনুসরণ করে" (হকিকাতুল ওহী)।

১১৬। কুরআনে উপমার (রূপকের) ব্যবহার : আল্লাহ্‌তাআলা উপমার সাহায্যে শিক্ষা দেন। উপমা ব্যবহারের তাৎপর্য।

কুরআন

৪০৩। আল্লাহ্ কখনও মশা অথবা তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (বস্তুরও) উপমা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, অতএব যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, তা তাদের প্রভুর নিকট হতে সত্য, কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ কী বুঝাতে চেয়েছেন?' এর দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে তিনি এর দ্বারা হেদায়াত দান করেন, বস্তুত: তিনি এর দ্বারা দুষ্কৃতিপরায়ণদের ব্যতিরেকে অন্য কাকেও পথভ্রষ্ট করেন না; 'ক'* (২: ২৭)

৪০৪। এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানবমন্ডলীর জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 'খ' (৩৯:২৮)

'ক' ১৩: ১৮; ১৪:২৫-২৭; ২৪: ৩৬-৩৭, ৪০-৪১; ৭৪: ৩২;
'খ' ১৭:৯০; ১৮: ৫৫; ২৭: ৪৫; ৩০: ৫৯; ৪৭:৪;

---

* আল্লাহতাআলা কুরআনে বেহেশত ও দোযখের রূপক ও আলঙ্কারিক উপমাসূচক বর্ণনা দিয়েছেন। রূপক বর্ণনা ও আলঙ্কারিক উপমা গভীর অর্থবোধক হয়ে থাকে। বিশেষত: আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীতে শাব্দিক ও আক্ষরিকভাবে যে সব গভীর তত্ত্ব প্রকাশে সীমাবদ্ধতা থাকে, সেসব ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের জন্য রূপক, উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহারই বোধ হয় একমাত্র পন্থা। শব্দের মাধ্যমে বেহেশ্‌তের বর্ণনা দেয়া আর একটি মশা মাছির দ্বারা হাতীর বর্ণনা দেয়া সমান কথা। তবুও তুচ্ছ প্রাণীটির তুলনা দ্বারা মনের মধ্যে আমরা একটি চিত্র লাভ করে থাকি। মো'মেনগণ ভাল ভাবেই জানেন যে, এই শব্দগুলি আলঙ্কারিক ও রূপক এবং এদের মধ্যে তারা অর্থের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা এদের (শব্দগুলির) মধ্যে কেবল দোষ ত্রুটির সন্ধান করে, আর এই ছিদ্রান্বেষণের নেশায় তারা হেদায়াত প্রাপ্তি হতে দূরে সরে যায়। (কুরআন মজীদ টীকা ৪৮)

হাদীস

২০৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়তে থাক। কুরআনের উপমা এরূপ যে, যে তা শিক্ষা করে, তা পড়ে এবং তা নিয়ে রাত্রে নামাযে দাঁড়ায় তার উপমা মেশ্‌কতে –পূর্ণ থলির ন্যায় যা চারদিকে সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে তা শিক্ষা করে এবং পেটে তা নিয়ে রাত্রে ঘুমায়, তার উপমা ঐ মেশ্‌কতে পূর্ণ থলির – যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে ঢাকনী দ্বারা" (তিরমিযী, নেসাঈ, ইবনে মাজাহ-মেশ্‌কাত হতে)।

মলফূযাত

১৪৮। "আল্লাহ্‌তাআলা সর্বদাই রূপক ভাষা ব্যবহার করে থাকেন এবং স্বভাব, চরিত্র ও গুণাবলীর দিক দিয়ে সাদৃশ্য হেতু এক ব্যক্তির নাম অপর ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে থাকেন। যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর ন্যায় অন্ত:করণ রাখেন, তিনি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট ইবরাহীম এবং যিনি উমর ফারুক (রাঃ)-এর ন্যায় অন্ত:করণ রাখেন তিনি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট উমর ফারুক। তোমরা কি এ হাদীস পড় নি যে, "এই উম্মতে যদি মোহাদ্দাস থেকে থাকেন, যাঁর সাথে আল্লাহ্‌তাআলা কথা বলেন, তবে তিনি উমর।" এখন এই হাদীসের অর্থ কি এই যে, মোহাদ্দাসের মর্যাদা হযরত উমর (রাঃ)-এর মধ্যে নিঃশেষ হয়েছে" (ফতেহ ইসলাম–ফুটনোট পৃ. ১৫-১৬)?

১১৭। নিয়মিত ও শুদ্ধরূপে কুরআন পাঠের নির্দেশ। কুরআন বারবার পঠনীয় কিতাব। কুরআন পাঠকারীদের পুরস্কার।

কুরআন

৪০৫। তুমি পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। 'ক' (৯৬:২)

৪০৬। এবং অতি স্পষ্ট ও সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ কর। 'খ' (৭৩:৫)

৪০৭। এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয়) গ্রহণীয়। (১৭:৭৯)

৪০৮। আল্লাহ্ কিতাবরূপে সর্বোত্তম বাণী নাযেল করেছেন, যা পরস্পর সাদৃশ্য পূর্ণ, পুন: পুন: পঠনীয়। 'গ' (৩৯:২৪)

৪০৯। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং নামায কায়েম করে, এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তারা এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যা কখনও বিফল হবে না,

৪১০। যেন তিনি তাদেরকে তাদের (আমলের) পূর্ণ প্রতিদান দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ হতে তাদেরকে আরও অধিক দান করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী। (৩৫ : ৩০-৩১)

'ক' ২: ১২২; ১৮: ২৮; ২৪: ৩৭; ২৭: ৯৩; ২৯:৪৬; ৩৩: ৩৫; ৩৭: ৪; ৩৮: ৩০; ৭৩: ২১; ৯৬:৪;
'খ' ১৭: ১০৭; ২০: ১১৫;
'গ' ১৫: ৮৮; ৩৮: ৩০; ৪১: ৪;

হাদীস

২০৪। হযরত আবু উম্মাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কুরআন পাঠ কর কেননা বিচার দিবসে এতার (পাঠকের) শাফায়াতকারী হবে" (মুসলিম)।

২০৫। হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়" (বুখারী)।

২০৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সুষ্ঠু ও শুদ্ধ করে কুরআন পাঠ কর এবং অনুসরণ কর তার গারাএব এবং গারাএব হল ফারাএজ ও হুদূদ। (বায়হাকী)।

২০৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে পেটে কুরআনের কিছুই নেই তা খালি ঘর তুল্য" (তিরমিযী, দারেমী)।

২০৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সে আমাদের দলে নয় যে সুর করে কুরআন পড়ে না (অথবা কুরআন পেয়ে অপর সব হতে বিমুখ হয় না)" (বুখারী)।

মলফূযাত

১৪৯। "সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং এর সাথে এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর যা অন্য কারও সাথে করো না। কারণ আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'আল্ খায়রোকুল্লুহু ফিল কুরআন।' 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে।' এ কথাই সত্য। ধিক্ ঐ সকল ব্যক্তিকে যারা কুরআন শরীফের উপর অন্যকোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে। তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নেই; যা কুরআন শরীফে নেই। (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

১৫০। এখন সকল পুস্তক বাদ দিয়ে শুধু কিতাবুল্লাহ্ (কুরআন পাক) পাঠ কর। বড়ই বেঈমান সেই ব্যক্তি যে কুরআন করীমের দিকে মনোনিবেশ করে না এবং শুধু অপরাপর গ্রন্থ ও পুস্তকাবলীর উপরই রাত দিন ঝুঁকে থাকে। (আল্ হাকাম, ৪র্থ খণ্ড ১৭ই অক্টোবর, ১৯০০ সাল)

১১৮। কুরআন মানুষকে মর্যাদাশালী করে। কুরআনের মূল শিক্ষা কী ?

কুরআন

৪১১। আমরা তোমার নিকট এমন এক কিতাব নাযেল করেছি যাতে তোমাদের জন্য উচ্চ মর্যাদার উপকরণ আছে, অতএব তোমরা কি বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না? 'ক' (২১:১১)

৪১২। ইহা (এই শিক্ষা দেয় যে) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তাঁর নিকট হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। 'খ'

৪১৩। এবং ইহাও (শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অত:পর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করবেন। এবং প্রত্যেক অনুগ্রহের যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। এবং যদি তোমরা ফিরে যাও তবে আমি তোমাদের উপর নিশ্চয় এক মহা (ভীতিপূর্ণ) দিবসের শাস্তির আশংকা করছি। (১১:৩-৪)

'ক' ২১:২৫; ৩৮:৩০; ৩৯:২৪; ৪৩:৪৫; ৫০:২; ৫৬:৭৮;
'খ' ১৭:১০; ২১: ১০৭;

হাদীস

২০৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, "কুরআন পাঠকারী হাফেযের দৃষ্টান্ত হলো সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফিরিশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হিফয করা তার জন্য কষ্টকর হলেও তা হিফয করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।" (বুখারী -কিতাবুত্ তফসীর)

২১০। হযরত আবিদা মুনাইকী (রাঃ) বলেন, আর তিনি ছিলেন হুযূরের সহচর, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "হে কুরআনধারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানাবে না বরং তেলাওয়াত করার মত তা তেলাওয়াত করবে - রাত্রে ও দিনে এবং তাকে প্রকাশ করবে ও সুর করে পড়বে; অধিকন্তু তাতে যা আছে সেই মর্ম (বিষয়বস্তু) সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং শীঘ্র শীঘ্র (দুনিয়ায়) এর প্রতিফল পাবার জন্য ব্যস্ত হবে না, কেননা (আখেরাতে) তার (উত্তম) প্রতিফল রয়েছে।" (মেশকাত -মূল বায়হাকী)

মলফূযাত

১৫১। "কুরআনের অনুসারীদের যে সকল কল্যাণ দান করা হয় এবং যে সকল বিশেষ অনুগ্রহ তাঁরা লাভ করে থাকেন তা ভাষায় বর্ণনাতীত। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু উচ্চমার্গের বিষয় আছে যা সত্যানুসন্ধানীদের পথ নির্দেশের জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এদের মধ্যে জ্ঞান ও অর্ন্তদৃষ্টি উল্লেখযোগ্য যা কুরআনের সত্যিকার অনুসারীদের দান করা হয়। যখন কেউ কুরআনের প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য রাখেন, এর আদেশ-নিষেধের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন, গভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে এর পথ-নির্দেশ নিজের ভিতর প্রতিফলিত করেন এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে পিছপা হন না, তখন তার পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাধারা আলোক প্রাপ্ত হয়। যে আলো আল্লাহ্‌র কালামে প্রকাশিত থাকে তা উজ্জ্বল ও অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করে প্রবল বারিধারার ন্যায় তার উপর পতিত হয়" (ইসেন্স অফ ইসলাম পৃ: ২৬৮)।

১১৯। কুরআন পাঠ কালে কি করণীয়। কুরআন আবৃত্তির উপেক্ষাকারীদের পরিণাম।

কুরআন

৪১৪। পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ ইহা স্পর্শ করবে না।* (৫৬:৮০)

৪১৫। সুতরাং যখন তোমরা কুরআন পাঠ কর তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। (১৬:৯৯)

৪১৬। এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা কান পেতে শুন এবং নীরব থাক যেন তোমাদের উপর রহম করা হয়। 'ক' (৭:২০৫)

৪১৭। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা অজ্ঞতাবশতঃ (জনগণকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য (আল্লাহ্‌র কথার পরিবর্তে) ক্রীড়া-কৌতুকের কথাবার্তা ক্রয় করে এবং তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বানিয়ে নেয়। এ সকল লোকের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি (অবধারিত) আছে।

৪১৮। এবং যখন তার (উল্লেখিত ব্যক্তির) সম্মুখে আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে অহঙ্কার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায় নি, যেন তার কর্ণদ্বয়ে বধিরতা রয়েছে। অতএব তুমি তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দাও। 'খ' (৩১:৭-৮)

'ক' ২৭:৯৩; ৪৬:৩০;
'খ' ২৬: ২১৩; ৪৫: ৮-১১;

---

* কেবলমাত্র ঐ সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যারা ধার্মিক জীবন যাপনের মাধ্যমে হৃদয়ে পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা আনয়ন করেছেন, তারাই কুরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং রহস্যাবৃত ঐশী জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ লাভ করেন। অপবিত্র হৃদয় সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। বলা প্রয়োজন, শরীর পাক সাফ না হলে, বাহ্যিক ভাবেও কুরআন স্পর্শ করা বা পাঠ করা উচিত নয়। (কুরআন মজীদ টীকা-২৯৭৯)

হাদীস

২১১। হযরত মা'কেল (মা'কাল নহে) বিন ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে সকালে উঠে তিনবার বলবে– আউজুবিল্লাহিস-সামীয়িল আলীম মিনাশ শায়তানির রাজীম - অতঃপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ্‌তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন -যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন, আর যদি মারা যায়-মারা যাবে শহীদরূপে এবং যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে; সে-ও হবে অনুরূপ মর্তবার অধিকারী" (তিরমিযী-দারেমী)।

মলফূযাত

১৫২। সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং আল্লাহ্‌র শিক্ষা এবং কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হয়ো না।

আমি সত্য সত্যই বলছি, যে কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত ও পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করেছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই তার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ" (কিশতিয়ে নূহ)।

১২০। নিঃস্বার্থভাবে কুরআনের শিক্ষা প্রচারের নির্দেশ। কুরআন দ্বারা ব্যবসায় নিষিদ্ধ–এর পরিণাম। আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা গোপন করা নিষিদ্ধ।

কুরআন

৪১৯। এবং আমরা তোমার নিকট এই 'যিকর' নাযেল করেছি যেন তুমি লোকদেরকে সেই ঐশী আদেশ, যা তাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে, সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং যেন তারা চিন্তা করে।'ক' (১৬:৪৫)

৪২০। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না কেবল এ ছাড়া যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তবে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাবার) পথ অবলম্বন করুক।' 'খ' (২৫:৫৮)

৪২১। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট (সত্য প্রচারের বিনিময়ে) যা কিছু পারিশ্রমিক চেয়ে থাকি তা তোমাদেরই জন্য। আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আছে, বস্তুত তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক। (৩৪:৪৮)

৪২২। নিশ্চয় আল্লাহ্ কিতাব হতে যা নাযেল করেছেন, তা যারা গোপন করে, এবং এর বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, এরাই নিজেদের উদরে শুধু অগ্নিই ভক্ষণ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। 'গ'

৪২৩। এরাই ঐসকল লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে এবং ক্ষমার বিনিময়ে আযাবকে ক্রয় করেছে, দেখ! অগ্নির উপর তারা কতই না ধৈর্যশীল! (২:১৭৫-১৭৬)

'ক' ৫:১৬;
'খ' ৬:৯১; ১০:৭৩; ১১:৩০, ৫২; ১২:১০৫; ২৩:৭৩; ২৬:১১০, ১২৮; ৩৬:২২; ৩৮:৮৭; ৪২:২৪; ৫১:৫৮-৫৯; ৫২:৪২; ৬৮:৪৭;
'গ' ২:৪২, ৪৩, ৮০, ১৪৭, ১৬০; ৩:৭২ ৭৮, ১৮৮, ২০০; ৫:১৬, ৪৫; ৬:৯২; ৯:৯; ১৬:৯৬; ২৭:৯৩; ৫৬:৮৩;

হাদীস

২১২। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে জ্ঞান আহরণ করে তা গোপন করে, তাকে আগুনের ভিতর বদ্ধ রাখা হবে" (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

২১৩। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "যে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জ্ঞান শুধু এজন্যই অর্জন করে যার দ্বারা সে জাগতিক সম্পদ লাভ করতে পারে, সে বিচার দিনে বেহেশ্‌তের খুসবুও অনুধাবন করতে পারবে না" (আবু দাউদ-তিরমিযী)।

২১৪। হযরত বুরাইদা আসলামী (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে কুরআন পড়ে মানুষের নিকট খাবার চাইবে, কেয়ামতের দিন সে এমনভাবে উঠবে যে, তার চেহারায় শুধু হাড় থাকবে, তার উপর গোশ্‌ত থাকবে না" (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে)।

মলফূযাত

১৫৩। "তদুপরি, এই জীবনে শরীয়তের বিধান কার্যত প্রতিপালনের একটি ক্রিয়া এই যে, প্রকৃত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার উপর কায়েম হলে, এহেন মানুষের প্রভাবে গোটা বিশ্বের মানবজাতি ক্রমে ক্রমে তাদের অধিকারসমূহ বুঝতে পারে এবং ন্যায়পরায়ণতা, দয়া এবং সহানুভূতির বৃত্তিগুলোকে স্ব স্ব স্থানে সঠিক ব্যবহারে তৎপর হয়। খোদা তাকে জ্ঞান, তাত্ত্বিকজ্ঞান, ধন সম্পদ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হতে যে অংশ দিয়েছেন, তিনি সব মানুষকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী ঐসকল নেয়ামতের শরীক করেন" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১২১। কুরআন দ্বারা বিচার সম্পর্কিত বিধান। আহলে কিতাবদের তাদের কিতাব দ্বারা ফয়সালা করার নির্দেশ।

কুরআন

৪২৪। নিশ্চয় আমরা সত্য সহ এই পূর্ণ কিতাব তোমার প্রতি একজন্য নাযেল করেছি যেন আল্লাহ্ তোমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্বারা তুমি লোকদের মধ্যে বিচার কর। 'ক' (৪:১০৬)

৪২৫। এবং ইনজীলের অনুসরণকারীদের উচিত, তাতে আল্লাহ্ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী যেন তারা ফয়সালা করে, এবং আল্লাহ্ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, প্রকৃতপক্ষে তারাই দুষ্কৃতিপরায়ণ। 'খ' (৫:৪৮)

'ক' ৫:৪৯-৫০; ৭:১৮২;
'খ' ৫:৪৪-৪৬; ৭:১৬০;

হাদীস

২১৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "শুধু দু'টি ব্যাপারে হিংসা করা যায়, এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন, আর তাকে বৈধ পথে সে অর্থ ব্যয় করার তৌফীক দিয়েছেন আর এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ্ (দীনি) এল্‌ম (কুরআনের এল্‌ম) দান করেছেন, আর সে তার মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনা করে এবং তা অপরকেও শিক্ষাদেয়" (বুখারী-কিতাবুল ই'তিসাম)।

২১৬। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "কোন বিচারক ইজতেহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তারজন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। পক্ষান্তরে কোন বিচারক গবেষণা করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছিলে তার জন্য একটি পুরস্কার" (বুখারী-কিতাবুল ই'তিসাম)।

২১৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন "আমরা একবার হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী বিচার করব" (বুখারী-কিতাবুল ই'তিসাম)।

মলফূযাত

১৫৪। "কুরআনের মহিমা সকল মহিমার উর্ধ্বে, এ বিচারক ও সকল হেদায়াতের সমষ্টি। এ সকল প্রমাণকে একত্র করে দিয়েছে, এবং শত্রুর দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এই পুস্তকে সকল বিষয়ের বিবরণ আছে এবং পূর্বের ও ভবিষ্যতের সংবাদও রয়েছে। মিথ্যা নাতো এর সম্মুখ হতে আসতে পারে আর না পশ্চাৎ হতে। বরং এ তো আমার প্রভুর জ্যোতি" (রূহানী খাযায়েন, ১৬শ খন্ড)।

১৫৫। "কুরআন শরীফ মধ্য পন্থা শিক্ষা দেয়, ক্ষেত্র ও ঘটনা দেখে বিচার করতে বলে। তিন কিতাবেই শিক্ষার বিষয়বস্তু এক হওয়া সত্ত্বেও কোনটি এক বিষয়ের দিকে বিশেষ জোর দিয়েছে এবং কোনটি বিষয়টির অপর দিকে জোর দিয়েছে। কিন্তু কুরআন শরীফ মানুষের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছে। বিচার বিষয়ের ক্ষেত্র ও অবস্থার প্রতি নজর রাখাই জ্ঞানের কাজ। এই জ্ঞানের শিক্ষা শুধু কুরআন শরীফই দিয়েছে" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর পৃ: ৫০-৫১)।

১২২। কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিলের কারণ। ইহা মোমেনদের শেফা (আরোগ্য) দান করে।

কুরআন

৪২৬। এবং কাফেরগণ বলল, 'কুরআনকে তার উপর কেন একই সময় নাযেল করা হ'ল না?' এভাবে (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূরায়) এজন্য (নাযেল করেছি) যেন আমরা এতদ্দ্বারা তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এবং আমরা একে উত্তম আকারে সুবিন্যস্ত করেছি। 'ক'* (২৫:৩৩)

৪২৭। এবং এই কুরআনের যা কিছু আমরা ধীরে ধীরে নাযেল করি তা মোমেনগণের জন্য আরোগ্য এবং রহমত বিশেষ, কিন্তু তা যালেমদের কেবল ক্ষতিতেই বৃদ্ধি করে। 'খ' (১৭:৮৩)

'ক' ১১:১২১; ১৭:১০৭;
'খ' ১০:৫৮; ৪১:৪৫; ৭৬:২৪;

* কুরআন খন্ড খন্ড ভাবে ক্রমে ক্রমে নাযেল হয়েছিল। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য মিটাবার জন্যই এরূপ করা হয়েছিল। যেমন : (১) কুরআনের বিভিন্ন অংশ কিছুদিন অন্তর অন্তর নাযেল হয়ে তাদের মধ্যে নিহিত কোন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করার জন্য মোমেনদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিল, ফলে তাদের ঈমান শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়েছিল। অধিকন্তু এই বিরাম কালে অবিশ্বাসীদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দানের জন্য ইহা অভিপ্রেত ছিল। (২) যখন মুসলমানদের বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ প্রয়োজনে পথ নির্দেশের আবশ্যক হত তখনই প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হত। ২৩ বৎসরকাল ব্যাপী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গীগণ একে স্মরণ রাখতে, শিক্ষা করতে এবং আয়ত্ত করতে যেন সক্ষম হতে পারে। যদি তা সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থাকারে একই সাথে নাযেল করা হত, তবে অবিশ্বাসীরা বলতে পারত যে, নবী করীম (সাঃ) কোন লোক দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিয়েছিলেন। অতঃপর এহেন সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর নিহিত ছিল এর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে এবং বহুরকম অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে নাযেল হওয়ার মধ্যে। কুরআন খন্ডে খন্ডে নাযেল হয়েছিল যাতে তা মুখস্ত করে রাখা যায়। টুকরা টুকরাভাবে কুরআন নাযেল হয়ে বাইবেলের নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছিল: 'সে কাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে? কাকে বার্তা বুঝিয়ে দিবে? কি, তাদেরকে যারা দুধ ছেড়েছে ও স্তন্য পানে নিবৃত্ত হয়েছে? কেননা বিধির উপর বিধি, বিধির উপর বিধি, পাঁতির উপর পাঁতি পাঁতির উপর পাঁতি এখানে একটুকু সেখানে একটুকু। শোন! তিনি অস্পষ্টবাক ওষ্ঠ ও পরভাষা দ্বারা এই লোকদের সাথে কথা বার্তা বলবেন।" (যিশাইয় ২৮:৯-১২) (কুরআন মজীদ টীকা ২০৭৬)

হাদীস

২১৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর, শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে করতে। তোমার স্থান শেষ আয়াতের নিকট, যা তুমি পাঠ করবে" (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ,)।

২১৯। হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর অবস্থা এই ছিল যে, দীর্ঘ দিন এমনি অতিবাহিত হত (তার উপর কিছু নাযিল হত না) আবার কখনও কখনও তাঁর উপর বিভিন্ন সূরা নাযিল হত। যখন তাঁর উপর কুরআনের কোন কিছু নাযিল হ'ত তখন তিনি কোন লেখক সাহাবীকে ডেকে বলতেন 'এ সকল আয়াতকে অমুক অমুক সূরায় রাখ যাতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে', অতঃপর যখন অপর কোন আয়াত নাযেল হত বলতেন, "আয়াতকে অমুক সূরায় রাখ যাতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে" (মেশকাত–মূল আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

২২০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বলেছিলেন, 'এই অন্তর সমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে যখন তাতে পানি লাগে। তঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'হে আল্লাহ্র রসূল! তার পরিষ্কার করণের উপায় কী?' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন তেলাওয়াত।' (মেশকাত–মূল বায়হাকী)

মলফূযাত

১৫৬। "আসমানী কিতাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, তা যেন স্বীয় শিক্ষার তা'সির, আধ্যাত্মিক প্রভাব ও সংস্কারমূলক শক্তি এবং রূহানী গুণের দ্বারা স্বীয় অনুগামীদেরকে সকল প্রকারের পাপ ও কলুষিত জীবন হতে মুক্ত করে পবিত্র জীবনে অভিষিক্ত করে এবং সার্বিক আনন্দের উৎস অতুল্য পরম সত্তা আল্লাহ্তাআলার সাথে তাদের এশক ও প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম করে, কেননা এই এশক ও মহব্বতই হ'ল নাজাত বা পরিত্রাণের মূল, এবং এটাই সেই স্বর্গ যাতে প্রবেশ করার পর সকল প্রকার অবসাদ, তিক্ততা ও দুঃখ-বেদনার অবসান ঘটিয়ে থাকে। নিসন্দেহে এরূপ কিতাবই জীবিত ও কামিল কিতাব যা খোদান্বেষী ব্যক্তিকে তার মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছায় এবং তাকে হীন পার্থিব জীবনের কবল হতে উদ্ধার করে ঐ প্রকৃত প্রেমাস্পদের সাথে তার মিলন ঘটায় যাঁর মিলনই হ'ল মানবের প্রকৃত নাজাত। তেমনি ধারায় তা সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় হতে মুক্ত করে তাকে এমন পূর্ণ ও পরিণত মা'রেফাত (বা তত্বজ্ঞান) দান করে যেন সে খোদাতালাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

সুতরাং প্রত্যেকের নিকট সুস্পষ্টরূপে আমি এটা প্রকাশ করছি যে সেই কিতাব যা উক্ত প্রয়োজনগুলিকে পূর্ণ করে তা হল কুরআন শরীফ" (চশমায়ে মা'রেফাত পৃ: ২৯১)।

১২৩। কুরআনের হিফাযত : কুরআনের সংকলনও হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ্– হিফাযত পদ্ধতি, কুরআন হেফয বা স্মরণ রাখার নির্দেশ।

কুরআন

৪২৮। (হে নবী!) তুমি এর (কুরআনের) সম্বন্ধে (আয়ত্বে আনবার জন্য) তোমার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালিত করো না।

৪২৯। নিশ্চয় ইহা সংকলন করবার ও পাঠ করে শুনাবার দায়িত্ব আমাদের উপর। 'ক'* (৭৫:১৭-১৮)

৪৩০। নিশ্চয় আমরাই এই যিকর (কুরআন) নাযেল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হিফাযতকারী। 'খ'** (১৫:১০)

৪৩১। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? 'গ' (৫৪:১৮)

৪৩২। এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহ ও হিকমত হতে যা কিছু তোমাদের গৃহসমূহে আবৃত্তি করা হয় তা তোমরা স্মরণ রেখ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে অবহিত। (৩৩:৩৫)

৪৩৩। নিশ্চয় আমরা তওরাত নাযেল করেছিলাম তাতে হেদায়াত ও নূর ছিল, এর দ্বারা নবীগণ, যারা আত্মসমর্পণকারী ছিল, এবং তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষগণ এবং ইহুদী পন্ডিতগণ ইহুদীদের জন্য ফয়সালা করত, যেহেতু তাদের উপর আল্লাহ্র কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর তত্বাবধায়ক ছিল। (৫:৪৫)

'ক' ১৫ : ১৮-১৯; ৩৭:১১; ৭৫:১৯-২০, ৮৭:৭-৯;
'খ' ৫৬:৭৮-৭৯; ৮৫:২২-২৩;
'গ' ৩৫:৩; ৫৪:২৩, ৩,;৪১;

---

* কুরআন মজীদ টীকা ৩১৮১ দেখুন।

** এই আয়াতে কুরআন করীমকে অক্ষতরূপে সংরক্ষণ করার যে প্রতিশ্রুতি আছে তা এমন সুস্পষ্টরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যে, অন্য কোন প্রমাণ যদি না-ও থাকত, তবু এই সত্যই-এর (কুরআনের) ইলাহী কিতাব প্রমানের জন্য যথেষ্ট হ'ত। এই সূরা মক্কাতে নাযেল হয়েছিল (Noldeke) এমন একসময়ে, যখন আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণের (রাঃ) জীবন চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং শত্রুপক্ষ নতুন ধর্মমতকে সহজেই নিষ্পেষণ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারত। এরূপ এক অবস্থার মধ্যে

কাফেরদেরকে তাদের চরম অপচেষ্টা দ্বারা একে ধ্বংস করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানান হয়েছিল এবং এই সাথে তাদেরকে সাবধানও করে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহ্তাআলা ব্যর্থ করে দিবেন, কারণ তিনি স্বয়ং এর হেফাযতকারী। এই দাবি ছিল দ্ব্যর্থহীন ও খোলাখুলি এবং শত্রুপক্ষ ছিল শক্তিশালী ও নির্মম, তথাপি কুরআন যাবতীয় বিকৃত প্রক্ষেপণ ও হস্তক্ষেপণের বিরুদ্ধে নিরাপদ থেকে অব্যহত ভাবে স্বীয় নিরাপত্তার বিজয় ঘোষণা করে চলেছে। (কুরআন মজীদ কীকা - ১৪৮২)

হাদীস

২২১। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের স্মরণের মাধ্যমে কুরআনের হেফাযত কর, কেননা তাঁর নামে বলছি যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন যে, উট তাঁর রশি থেকে ছুটে যাবার চেয়েও শীঘ্র তা স্মরণ থেকে হারিয়ে যায়" (বুখারী-মুসলিম)।

২২২। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক কুরআনের হাফেয শহীদ হওয়ায় আবুবকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। উমর (রাঃ) ও তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) তখন বললেন, উমর (রাঃ) আমার নিকট এসে বলছেন বহু সংখ্যক কুরআনের হাফেয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছে; আর আমার ভয় হচ্ছে, সমস্ত জায়গার বহু সংখ্যক কুরআনের হাফেয শহীদ হয়ে কুরআনের বহুলাংশ নষ্ট হয়ে না যায়, এজন্য আমি মনে করছি, আপনি কুরআন সংকলন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। আমি উমর (রাঃ)-কে বললাম 'আমি কেমন করে এমন কর্ম করি যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) করেন নি।' উমর (রাঃ) তখন বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! এটাতো সর্বোত্তম কাজ।' অতঃপর উমর (রাঃ) এব্যাপারে আমাকে বার বার বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ এ বিষয়ে আমার বক্ষ খুলে দিলেন, যে বিষয়ে আল্লাহ্ উমরের (রাঃ) বক্ষ খুলে দিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে উমর (রাঃ) যা (কল্যাণ) দেখতে পেয়েছে আমিও তাই দেখতে পেলাম।'" যায়েদ বর্ণনা করেন, "আবুবকর (রাঃ) তখন আমাকে বললেন, 'তুমি একজন বুদ্ধিমান ও যুবক এতে তোমার সম্পর্কে আমাদের এতটুকু সন্দেহ নেই। কেননা তুমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য ওহী লিখতে সুতরাং তুমি (বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ) হতে কুরআন অনুসন্ধান কর এবং তা (একটি পুস্তকাকারে) একত্র কর।' যায়েদ বলেন আল্লাহ্র কসম! যদি আবুবকর (রাঃ) আমাকে কোন একটি পাহাড়কে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ প্রদান করতেন, তবে তা কুরআন সংগ্রহ করার চেয়ে আমার নিকট বেশী ভারী হত না। আমি (বর্ণনাকারী) বললাম, 'আপনারা উভয়ই এমন কাজ কীভাবে করবেন, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) করেন নি?' আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! এতো এক বিরাট কল্যাণকর কাজ।' যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'সুতরাং আবুবকর (রাঃ) বার বার আমাকে উৎসাহীত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমার বক্ষ খুলে দিলেন, যে বিষয়ে আল্লাহ্ আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর বক্ষ খুলে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যে কল্যাণ দেখতে পেলেন, আমিও তা দেখতে পেলাম। তারপর আমি কুরআন অনুসন্ধান করতে লাগলাম এবং খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়া, শ্বেত পাথর ও মানুষের বক্ষ থেকে (অর্থাৎ কুরআনের হাফেয এর নিকট থেকে) (একটি পুস্তক আকারে) একত্র করতে লাগলাম। অত:পর সূরা তওবার শেষ আয়াত 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য হতেই একজন রসূল এসেছেন ...।" শেষ পর্যন্ত খুযায়মা কিংবা আবু খুযায়মার নিকট প্রাপ্ত হলাম এবং তা সূরা তওবার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিলাম। কুরআনের এ পান্ডুলিপিটি আবু বকর (রাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তার নিকট ছিল। অত:পর উমর (রাঃ)-এর নিকট তার মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। অত:পর হাফসা বিনতে উমর (রাঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল" (বুখারী কিতাবুল আহকাম)।

২২৩। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্ত করে তার অবস্থা সেই উটের ন্যায় যাকে রশিতে বেঁধে রাখা হয়। যদি সে তার প্রতি লক্ষ্য রাখে তবে সে তাকে রক্ষা করতে পারে এবং যদি সে তার প্রতি উদাসিন হয় তবে তা চলে যায়" (বুখারী, মুসলিম)।

২২৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "কুরআন পাঠকারী হাফেযের দৃষ্টান্ত হলো সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফিরিশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে আর তা হিফয করা তার জন্য কষ্টকর হলেও তা হিফয করতে চেষ্টা করে।, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে" (বুখারী-কিতাবুত তফসীর)।

২২৫। হযরত আবূহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হতে একথা জানি তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্তাআলা এই উম্মতের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক শতাব্দির শিরভাগে এমন ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দীনকে তাজদীদ করবেন'" (আবু দাউদ)।

মলফূযাত

১৫৭। "যেমন আল্লাহ্তাআলা তওরাতে, ইহুদীদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে 'তোমরা তওরাতকে বিকৃত করোনা'। পক্ষান্তরে এই আদেশের ফলে এই দাঁড়ায় যে কোন কোন ইহুদী তওরাতকে বিকৃত করল। কিন্তু কুরআন শরীফে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে কোথাও এ আদেশ দেন নাই, 'তোমরা কুরআন শরীফকে বিকৃত করোনা,' বরং এই কথাই বলেছেন, 'ইন্না নাহ্নু নায্যালনায্যিকরা ওয়া ইন্নালাহু লা হাফেযূন'। অর্থাৎ আমরাই কুরআন শরীফ নাযেল করেছি এবং আমরাই তার হেফাযত করব।' এ কারণেই কুরআন শরীফ বিকৃতির হাত হতে রক্ষা পেয়েছে" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন)।

১৫৮। "পবিত্র কুরআনের শিক্ষার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, কেননা আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলেছেন, 'নিশ্চয় আমরাই এই যিকর (কুরআন) নাযেল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হিফাযতকারী," দীর্ঘ তের শত বছর ধরে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। এতদিন পর্যন্ত কোন বিকৃত শিক্ষা পবিত্র কুরআনে প্রবেশ করতে পারে নি যেমন অন্য গ্রন্থসমূহে অনুপ্রবেশ করেছে। না এমন কোন আকস্মিক ঘটনা কল্পনায় আসতে পারে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান কুরআন হেফয করেন এবং হাজার হাজার তফসীরকারগণ এর অর্থ সংরক্ষণ করে থাকেন। এর আয়াতসমূহ প্রতিদিন পাঁচ বার নামাযে তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রতিদিন এ পাঠ করে থাকে। এর লক্ষ লক্ষ কপি বিভিন্নদেশে প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর শিক্ষা সকল মানুষের জানা। এ সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে পবিত্র কুরআনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অসম্ভব" (ইসেন্স অফ ইসলাম পৃ: ৩২৪-মূল বারাহীনে আহমদীয়া ফুট নোট -৯)।

১২৪। নামাযে কুরআন পাঠের নির্দেশ।

কুরআন

৪৩৪। তুমি সূর্য হেলে যাবার পর হতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্র নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়।

৪৩৫। এবং তুমি নিশীথে উঠে এর দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, 'ক' (১৭ : ৭৯-৮০)

'ক' ৭৩:২-৫, ২১;

হাদীস

২২৬। হযরত আতা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবুহুরায়রা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "সকল নামাযেই কুরআন শরীফ পড়া হয়। যে সব নামায হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের শুনিয়ে কেরায়াত করেছেন, সে সব নামাযে আমরাও তোমাদের শুনিয়ে কেরায়াত করে থাকি আর যে সব তিনি নীচু আওয়াজে (মনে মনে) পড়েছেন আমরাও নীচু আওয়াজে পড়ে থাকি। আর যদি সূরা ফাতেহার অতিরিক্ত না পড় (ফাতেহার পর অন্য কোন সূরা না পড়) তবুও কোন দোষ হবে না (নামায আদায় হয়ে যাবে)। কিন্তু যদি পড় তবে সেটাই উত্তম" (বুখারী)।

২২৭। হযরত ইবরাহীম ইবনে মুসা হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি মদীনার রাস্তায় বের হয়ে ঘোষণা দাও যে, কুরআন পাঠ ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। অন্তত সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সংক্ষিপ্ত কোন সূরা বা আয়াত অবশ্যই মিলাতে হবে" (আবু দাউদ)।

২২৮। হযরত সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে সুবরুমা (রাঃ) বলেছেন, "আমি দেখতে চাইলাম (নামাযের মধ্যে) কী পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত যথেষ্ট এবং আমি তিন আয়াত বিশিষ্ট সূরার চেয়ে (কম) কোন সূরাই পেলাম না, সুতরাং আমি বললাম, 'কারো জন্য (কুরআনের) তিন আয়াতের কম (নামাযের) মধ্যে তিলাওয়াত করা উচিত নয়।' আবু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত রাতে তেলাওয়াত করে তবে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট'" (বুখারী-কিতাবু ফাজায়েলে কুরআন)।

২২৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) যোহরের নামাযের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্তত আরো দু'টি সূরা পড়তেন এবং প্রথম রাকাত দীর্ঘ করে (অর্থাৎ সূরা ফাতেহার পর একটি বড় সূরা) পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সংক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি ছোট্ট সূরা) পড়তেন এবং কোন কোন সময় শ্রবণোপযোগী করে আয়াত পড়তেন। আর তিনি আসরের নামাযের (প্রথম দু'রাকাতে) সূরা ফাতেহা এবং অন্য দু'টি সূরা পড়তেন। আর ফজর নামাযের প্রথম রাকাত দীর্ঘ করে (অর্থাৎ সূরা ফাতেহার পর দীর্ঘ সূরা) পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাত সংক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ সূরা ফাতেহার পর ছোট্ট একটি সূরা) পড়তেন" (বুখারী-কিতাবুল আযান)

মলফূযাত

১৫৯। "লক্ষ লক্ষ মুসলমান কুরআন হেফয করেন এবং হাজার হাজার তফসীরকারকগণ এর অর্থ সংরক্ষণ করে থাকেন। এর আয়াতসমূহ প্রতিদিন পাঁচবার নামাযে তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রতি দিন ইহা পাঠ করে থাকে" (ইসেন্স অফ ইসলাম- মূল বারাহীনে আহমদীয় ফুট নোট-৯)।

১২৫। সূরা ফাতেহার মর্যাদা-বার বার পঠিত সপ্ত আয়াত।

কুরআন

৪৩৬। এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পঠিত সপ্ত আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করেছি। 'ক'* (১৫:৮৮)

'ক' ৩৯:২৪

---

* সাবআম মিনাল মাসাসী অর্থ পুনঃ পুনঃ পঠিত সপ্ত আয়াত। হযরত উমর, আলী, ইবনে আব্বাস এবং ইবনে মাসুদ (রাঃ)-এর মত বিখ্যাত বুযুর্গানের মতে উক্ত শব্দাবলী (বাক্যাংশ) কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা আল্ ফাতেহার প্রতি নির্দেশ করে, কারণ ইহা বার বার প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকায়াতে আবৃত্তি করা হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাবআমমিনাল মাসানী" কুরআন করীমের প্রথম পরিচ্ছেদ' (বুখারী)। এই সুরাকে কুরআনের জননী (উম্মুল কুরআন) এবং কুরআনের প্রথম অধ্যায় ফাতেহাতুল কিতাবও বলা হয়। হযরত যাজ্জাজ ও হযরত হাইয়ানের মতে এর এই নাম দেয়া হয়েছে এই কারণে যে, এ আল্লাহ্তাআলার গুণ ও প্রশংসা কীর্তন করে। (কুরআন মজীদ টীকা ১৫২২)

হাদীস

২৩০। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ) 'আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন' বলে অর্থাৎ সূরা ফাতেহা দ্বারা নামায শুরু করতেন।' (বুখারী)

২৩১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) যুহরের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতেহা এবং (প্রতি রাকআতে একটি করে) আরও দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাকাআতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তেন। কোন কোন সময় আমরা তাঁর আয়াত পাঠ শুনতে পেতাম। আর প্রথম রাকআতটি তিনি যেমন দীর্ঘ করতেন দ্বিতীয় রাকআতে তেমন করতেন না। আসর ও ফজর উভয় ওয়াক্তেই এরূপ করতেন। (বুখারী)

২৩২। হযরত আল্কানাবী হযরত আবূহুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করে না তার নামায ত্রুটি পূর্ণ, তার নামায ত্রুটি পূর্ণ, তার নামায ত্রুটি পূর্ণ।"

রাবি বলেন, "পরবর্তী কালে আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন সূরা ফাতেহা পাঠ করব কি?" তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বললেন, 'হে ফারসী, তখন তুমি তোমার মনে মনে তা পাঠ করবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি নামাযকে (অর্থাৎ সূরা ফাতেহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত করেছি। এর অর্ধেক আমার জন্য এবং বাকী অর্ধেক আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা কামনা করে তাই তাকে দেয়া হবে।' (আবুদাউদ, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নেসাঈ)

২৩৩। হযরত আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "(একদিন) আমি মসজিদে নববীতে নামায পড়ছিলাম। ঠিক এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে ডাকলেন। কিন্তু আমি তাঁকে কোন জবাব দিলাম না। পরে গিয়ে আমি তাঁকে বললাম : 'হে আল্লাহ্র রসূল! (আপনি যে সময় আমাকে ডেকেছিলেন) আমি তখন নামায পড়ছিলাম।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা শুনে আমাকে বললেন : 'আল্লাহ্তা'লা কি বলেন নি 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও।' তারপর আমাকে বললেন, 'তুমি এ মসজিদ থেকে বের হবার আগে আমি তোমাকে কুরআনের এমন একটি সূরা শিখিয়ে দিব যা গুরুত্বের দিক থেকে সব চেয়ে বড়।' তারপর তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। যখন আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি কি বলেন নি যে, কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা আমাকে শিখিয়ে দিবেন?' তিনি বললেন, 'সেই সূরাটি হ'ল আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আমাকে সাবউল মাসানী বা বার বার পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন দান করা হয়েছে।' (বুখারী-কিতাবুত্ তফসীর)

২৩৪। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেছেন "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদা হযরত উবাই ইবনে কাবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কীরূপে নামাযে কুরআন পড়?" তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করে শুনালেন। তখন রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'কসম সেই খোদার যাঁর হাতে আমার জীবন-এর ন্যায় কোন সূরা না তওরাতে নাযিল হয়েছে, না ইঞ্জিলে, না যবুরে আর না এই কুরআনে। এটা হল পুনরাবৃত্ত সপ্ত আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

১৬০। "সূরা ফাতেহায় এত সত্য, সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞান নিহিত রয়েছে যা লিখতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থেও তার সংকুলান হবে না। এই প্রজ্ঞা ও হিক্‌মতপূর্ণ দোয়াটির প্রতি লক্ষ্য করুন যা সূরা ফাতেহায় শিক্ষা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ 'ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিমা' এই দোয়ায় এমন এক পূর্ণ তত্ত্ব রয়েছে যা দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র চাবিস্বরূপ" (কিশতিয়ে নূহ পৃ: ৭৩)।

১২৬। সূরা নূরের মর্যাদা– এতে বর্ণিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব।

কুরআন

৪৩৭। ইহা সেই সূরা যা আমরা নাযেল করেছি এবং যাকে আমরা ফরয করেছি এবং এতে আমরা সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নাযেল করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।* (২৪:২)

---

* কুরআনের সকল সূরার মধ্যে এই সূরাটিকে বিশেষভাবে 'সূরাতুন' অর্থাৎ একটি সূরা বলে অভিহিত করা হয়েছে এই মর্মে যে, সূরা শব্দের অর্থ যেহেতু পদ বা মর্যাদা এজন্য মুসলমানগণ এই সূরার অন্তর্ভুক্ত বিধান বা অধ্যাদেশ পালন করে উচ্চ মর্যাদা এবং মহত্বে উন্নীত হতে পারে।

'যা আমরা নাযেল করেছি এবং যাকে আমরা ফরয করেছি' এই উক্তিটির অন্তর্নিহিত ভাব এই সূরাতে সন্নিবিষ্ট আদেশগুলির বিশেষ গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ করে, যদিও কুরআনের অন্যান্য সূরাও আল্লাহ্‌তাআলাই অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐগুলির মধ্যকার আদেশসমূহও ফরজ বা অবশ্য পালনীয়। (কুরআন মজীদ টীকা- ২০২৩, ২০২৪)

মলফূযাত

১৬১। "এভাবে হাদীসের ভুল বুঝাবুঝি অনেককে ধ্বংস করেছে। শিয়াগণও এভাবেই ধ্বংস হয়েছে। যদি কুরআনকে বিচারক মনে করত, তবে সূরা নূরই তাদেরকে নূর প্রদান করতে পারত, কিন্তু হাদীস তাদেরকে ধ্বংস করেছে" (কিশতিয়ে নূহ)।

১২৭। কুরআন (এর সেজদার স্থান) পাঠ কালে সেজদার নির্দেশ। সেজদাবস্থায় মোমেনগণ বিনয়াবনত হয়ে ক্রন্দনরত থাকে। সেজদাবস্থায় তসবীহ্ করার নির্দেশ।

কুরআন

৪৩৮। সুতরাং তাদের কি হয়েছে যে তারা ঈমান আনছে না?

৪৩৯। এবং যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সেজদা করে না। (৮৪:২১-২২)

৪৪০। এবং তারা ঐ সকল লোকের মধ্য হতে, যাদেরকে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম; যখন তাদের নিকট রহমান আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হ'ত তখন তারা সেজদা করতে করতে এবং কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ত। 'ক' (১৯:৫৯)

৪৪১। এবং রাত্রেও তাঁর তসবীহ কর এবং সেজদাসমূহের শেষেও (এরূপ করে থাক)। (৫০:৪১)

'ক' ১৭:১০৮-১১০;

হাদীস

২৩৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) একবার আমাদের সামনে এমন একটি সূরা পড়লেন যাতে সেজদা রয়েছে। তাই তিনি সেজদা দিলেন এবং আমরাও সেজদা দিলাম। তখন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, (ভীড়ের কারণে) আমাদের কেউ কপাল রাখবার জায়গা পাচ্ছিল না" (বুখারী, তেলাওয়াতে সেজদা)।

২৩৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একবার হযরত নবী করীম (সাঃ) সূরা আন্ নজম পড়লেন এবং সেজদা দিলেন। আর কওমেরও এমন কেউ ছিল না যে, তাঁর সাথে সেজদা করে নি। কিন্তু এক ব্যাক্তি এক মুঠো কংকর বা ধূলো মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে বলল, 'এই আমার জন্য যথেষ্ট।'" হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, "পরে আমি এই ব্যক্তিকে দেখেছি যে, সে কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে" (বুখারী)।

১২৮। কুরআনে বর্ণিত আয়াত মনসুখের তাৎপর্য।

কুরআন

৪৪২। আমরা যে কোন আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই, আমরা তা হতে উৎকৃষ্টতর অথবা এর সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি। 'ক'* (২:১০৭)

'ক' ১৬:১০২;

---

* ভ্রম বশতঃ এই আয়াত হতে এরূপ ধারণা উদ্ভব হয়েছে যে, কুরআনের কিছু আয়াত বাতিল করা হয়েছে। এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছা খুবই মারাত্মক ও ভ্রমাত্মক। এই আয়াতে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে, আয়াত বলতে কুরআনের আয়াতকে বুঝিয়েছে। পূর্বাপর বাক্যগুলি পাঠ করলে এটাই দেখা যায় যে, এখানে পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইহুদীদের কথাই বলা হচ্ছে এবং নূতনভাবে অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি তাদের হিংসা বিদ্বেষের কথা বলা হচ্ছে। এ হতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়, বতিলকৃত আয়াত বলতে পূর্ববর্তী কিতাবের আয়াত বুঝাচ্ছে। কুরআন পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থকে বাতিল করে তাদের সকলের স্থান গ্রহণ করেছে। কেননা, মানবের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কুরআন নূতন বিধান নিয়ে এসেছে, যা পূর্ববর্তী বিধানসমূহ হতে কেবল যে উন্নত পর্যায়ের তা-ই নয়, বরং সর্বকালের সর্বমানবের জন্য এর কার্যকারিতা রয়েছে। অপূর্ণ ও অপোক্ত সাময়িক শিক্ষা, যা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা বিশ্বজনীন সর্বকালোপযোগী শিক্ষার কাছে হার মানবে, এটাই স্বাভাবিক। এই আয়াতে 'নানসাখ' (আমরা বাতিল করি) শব্দটির সরাসরি সম্পর্ক 'বিখায়রিন' (আরও উত্তম একটি) শব্দটির সাথে এবং 'নুনসিহা' (আমরা ভুলিয়ে দেই) শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'বিমিসলিহা' (তদনুরূপ) শব্দটির সাথে। অতএব অর্থ দাঁড়ায় এরূপ : যখন আল্লাহ্ কোন কিছু বাতিল করেন তখন তদস্থলে তা হতে উত্তম কিছু প্রবর্তন করেন। আর যখন তিনি কিছু ভুলিয়ে দেন, তখন তা পুনর্জীবিত করেন বা তদনুরূপ কিছু প্রবর্তন করেন। ইহুদী ওলামাগণ নিজেরাই স্বীকার করেন যে, নবুখদ্ নিৎসর যখন ইসরাঈলীদের বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন সমস্ত গ্রন্থই হারিয়ে গিয়েছিল (এনসাই বিব)। (কুরআন মজীদ টীকা ১৩২)

হাদীস

২৩৭। হযরত আমর বিন শো'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) একদল লোককে (মোনাফেককে) কুরআনের বিষয় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের এক অংশকে অপর অংশের দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল (এবং বলেছিল এর এক অংশ অপর অংশের বিরোধী) অথচ কিতাবুল্লাহ্ নাযিল হয়েছে তার এক অংশ অপর অংশের সমর্থক হিসেবে। সুতরাং তোমরা তার এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না। বরং যা তোমরা অবগত আছ শুধু তা-ই বলবে, আর যা তোমরা অবগত নও তা যে অবগত আছে তার প্রতি সোপর্দ করবে" (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)।

২৩৮। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার কালাম আল্লাহ্‌র কালামকে মনসুখ করে না বরং আল্লাহ্‌র কালাম আমার কালামকে মনসুখ করে। এছাড়া আল্লাহর এক কালাম অপর কালামকে মনসুখ করে।' (মেশকাত-মূল দারেকুতনী)

মলফূযাত

১৬২। "উলামাগণ কুরআনের কোন কোন আয়াত রহিতকরণের দলিলস্বরূপ কিছু হাদীস পেশ করে থাকেন। হানাফি সম্প্রদায়ের মতে একটি মশহুর হাদীস কুরআনের কোন আয়াতকে রহিত করতে পারে। হযরত ইমাম শাফী (রঃ)-এর মতে কোন হাদীসই কুরআনের কোন আয়াতকে রহিত করতে পারে না। এমন কি যদি তা বহুবারও বর্ণিত হয়ে থাকে। অবশ্য যারা হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করার কথা বলে, বাস্তবিকপক্ষে তারা কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ উপলব্ধি করতে পারে নি। অন্যথায় সত্য কথা বলতে গেলে কুরআনের কোন আয়াত রহিত বা মূল কুরআন পাকে কোন সংযোজনের প্রশ্নই উঠে না" (ফতওয়া-এ-আহমদীয়া পৃ: ৭)।

১২৯। কুরআনে বর্ণিত কাহিনীসমূহে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। অস্বীকারকারীদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ।

কুরআন

৪৪৩। নিশ্চয় তাদের কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। 'ক' (১২ঃ১১২)

৪৪৪। এবং যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'যখন আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হয়ে যাব তখন কি (পুনারায়) আমাদেরকে (জীবিত করে ভূমি হতে) অবশ্যই বের করে আনা হবে? 'খ'

৪৪৫। নিশ্চয় আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ইতোপূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু ইহা শুধু পূর্ববর্তীদের কেচ্ছা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। 'গ'

৪৪৬। তুমি বল, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ যে অপরাধীদের পরিণাম কীরূপ (মন্দ) হয়েছিল? 'ঘ' (২৭ঃ৬৮-৭০)'

'ক' ১১ঃ৫০, ১২১; ১২ঃ৪; ২৮ঃ৪; ১০৩ঃ২-৩; 'খ' ১৩ঃ৬; ১৭ঃ৫০,৯৯; ২৩ঃ৩৬-৩৭; ৮২-৮৩; ৩৬ঃ৭৯; ৩৭ঃ১৭; 'গ' ৬ঃ২৬; ৮ঃ৩২; ১৬ঃ২৫; ২৩ঃ৮৪; ৪৬ঃ১৮; ৬৮ঃ১৬; ৮৩ঃ১৪; 'ঘ' ৩ঃ১৩৮; ৬ঃ৭,১২; ১২ঃ১১০; ১৫ঃ১৪; ১৬ঃ২৫, ৩৭; ২০ঃ১০০; ১২ঃ৪৭; ২৭ঃ৭০; ২৯ঃ২১; ৩০ঃ১০, ৪৩; ৩২ঃ২৭; ৩৫ঃ৪৫; ৪০ঃ২২-২৩, ৩১. ৮৩,৮৪; ৪৫ঃ৯, ৪৬ঃ২৬-২৮; ৪৭ঃ১১; ৫০ঃ৩৭-৩৮;

হাদীস

২৩৯। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, 'সাবধান! শীঘ্রই দুনিয়াতে ফাসাদ (বিপর্যয়) আরম্ভ হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা হ'তে রক্ষার উপায় কি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাব, তাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের খবর রয়েছে এবং তোমাদের মধ্যকার বিতর্কের মীমাংশা। তা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী এবং নিরর্থক নয়। যে অহঙ্কারী সে ইহাকে ত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তার অহঙ্কার চূর্ণ করবেন। যে তার বাইরে হেদায়াত তালাশ করবে, আল্লাহ্ তাকে গোমরাহ করবেন" (তিরমিযি, দারেমী)।

মলফূযাত

১৬৩। "এটা ভুললে চলবে না যে কুরআন শরীফ, যা সকল ধর্ম পুস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (এবং সর্বশেষ শরীয়তধারী পুস্তক), শুধুমাত্র কাহিনী দ্বারা সমৃদ্ধ নয়। ভুল বুঝা এবং সত্য গোপনের কারণে যারা এই মহা গ্রন্থকে গল্প সমৃদ্ধ বলে, তারা প্রকৃত সত্য অনুধাবন না করার কারণেই এরূপ বলে থাকে। এরূপ লোকেরা যা মনে করে, প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। তা এই যে কুরআন মজীদে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এতে বহু দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এটা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, যার জন্য পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থ ও নবীদের সম্পর্কে আসা জরুরী; পবিত্র কুরআনে যদি তাদের কথা বর্ণিত না হ'ত তবে বর্তমান যুগে তাদের কাহিনী হাস্য কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়" (মলফূযাত ৩য় খন্ড)।

১৩০। আল্লাহ্‌র শেষ বিধান আরবী ভাষায় নাযেলের কারণ।

কুরআন

৪৪৭। নিশ্চয় আমরা একে কুরআনরূপে (পুনঃপুনঃ পঠনীয় কিতাবরূপে) প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় নাযেল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার। 'ক' ৪৩ঃ৪)

৪৪৮। কুরআনকে আরবী-ভাষায় বক্রতামুক্ত করে (আমরা নাযেল করেছি) যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে। (৩৯ঃ২৯)

৪৪৯। এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকে তার জাতির ভাষায় ওহী করে পাঠিয়েছি এ জন্য যেন সে তাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে। 'খ' * (১৪ঃ৫)

'ক' ১২ঃ৩; ১৯:৯; ৪১ঃ৪; ৪২ঃ৮; ৪৪ঃ৫৯; ৪৬ঃ১৩; 'খ' ৪১ঃ৪৫;

---

* এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পয়গাম কেবল আরববাসীগণের জন্যই সীমাবদ্ধ। এরূপ ধারণা কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াত দ্বারা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। কুরআন করীমের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনরূপে তাঁকে 'সারা বিশ্বের সকল মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র রসূল বলে' ঘোষণা করা হয়েছে। (৭ঃ১৫৯; ৩৪ঃ২৯)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মিশনের সার্বজনীনতা একমাত্র কুরআনেরই দাবী নয়, হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছেনঃ- 'আমি লাল কালো অর্থাৎ সকল জাতির মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি (মাজমাউল বিহার)। এক হাদীসে তিনি বলেছেনঃ 'আমি বিশ্ব মানবের জন্য আবির্ভূত হয়েছি' (বুখারী)। কুরআন-নাযেল হয়েছিল আরবী ভাষাতে, কারণ তার সম্মুখস্থ আরবী ভাষা-ভাষী আরব জাতিকেই সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছিল, এবং তাদের মাধ্যমেই বিশ্ব ব্যাপী তার বাণী (ইসলাম) প্রচার হওয়া নির্ধারিত ছিল এবং এজন্য নহে যে, কুরআনের বাণী শুধু আরববাসীদের জন্যই নাযেল হয়েছিল। কুরআন আরবী ভাষায় নাযেল হওয়ার আরও কারণ হল যে, সকল ভাষার মোকাবেলায় তা অধিক ভাব প্রকাশে সক্ষম। ইহা প্রাঞ্জল ও ব্যাপক ভাষা। এর উপযোগিতা কুরআনের বাণী প্রচারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। (কুরআন মজীদ টীকা -১৪৫৩)

হাদীস

২৪০। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "(তৃতীয় খলীফা) হযরত উসমান (রাঃ) যায়েদ বিন সাবেত,সাইদ ইবনুল আস, আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর এবং আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিসাম (রাঃ)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, 'যায়েদ ইবনে সাবেতের সাথে কুরআনের আরবী ও তার আরবীর ক্ষেত্রে মত পার্থক্য দেখা দিলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কুরআন তাদের ভাষায় নাযেল হয়েছে।' অতএব তারা তা-ই করলেন" (বুখারী–কিতাবুল্ ফাজায়েলে কুরআন)।

মলফূযাত

১৬৪। "এর ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, একমাত্র আরবী ভাষাই পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি ঐশী বাণীর উপযুক্ত, যেমন ইহা প্রয়োজন যে সমগ্র মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যে ঐশী পুস্তক নাযেল হয়েছে তা এমন ভাষায় বর্ণিত হবে যা হবে সকল ভাষার উৎস, যেন সকল ভাষার সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে এবং বিভিন্ন ভাষায় যারা কথা বলে এবং যারা ঐশী বাণী নাযেলের ভাষায় কথা বলে সকলেই সেই কল্যাণ সকল লাভ করে যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তরফ হতে আসে" (মিযানুর রহমান)।

১৩১। কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান মানুষের মধ্য হতে চলে যাওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

কুরআন

৪৫০। এবং যদি আমরা চাই তবে নিশ্চয় আমরা যা তোমাদের প্রতি ওহী করেছি তা অবশ্যই উঠিয়ে নিতে পারি, তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য এ বিষয়ে কোন অভিভাবক পাবে না। * 'ক'

৪৫১। তা ব্যতিরেকে যে তোমার প্রতিপালকের (বিশেষ) রহমত (যুক্ত) হয়। নিশ্চয় তোমার উপর তাঁর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (১৭ঃ৮৭-৮৮)

'ক' ৩২ঃ৬;

* মনে হয় এই আয়াত এক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইংগিত করছে যে একসময় আসবে যখন কুরআনের জ্ঞান পৃথিবী হতে উঠে যাবে। অনুরূপ একটি অভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী রসূলে করীম (সাঃ) হতে (মারদাওয়াই, বায়হাকী এবং ইবনে মাজাহ হাদীস গ্রন্থে) বর্ণিত হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন কুরআনের মর্মবাণী এবং মারেফাত এবং প্রকৃত অর্থ পৃথিবী হতে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সেই যুগের তথাকথিত সুফীগণ ও অতীন্দ্রিয়বাদীগণ তাদের আদিরূপি ইহুদীদের মত অতি-প্রাকৃত শক্তির দাবিদারগণ সকলে মিলে তাদের পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত পূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারাও তা' অর্থাৎ কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। (কুরআন মজীদ টীকা-১৬৪৮)

হাদীস

২৪১। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'শীঘ্র এরূপ যামানা উপস্থিত হবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না। অক্ষর বা শব্দ ভিন্ন কুরআনের আর কিছুই বাকী থাকবে না। অর্থাৎ আমল শেষ হয়ে যাবে। ঐ সময়ের মসজিদগুলি তো আবাদ বলে দেখাবে কিন্তু হেদায়াতশূন্য হয়ে যাবে।তাদের আলেমগণ আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা উঠবে এবং তাদের মধ্যেই তা প্রত্যাবর্তন করবে, অর্থাৎ সকল মন্দের উৎস তারাই হবে।' (মিশকাত-কিতাবুল ইলম)

মলফূযাত

১৬৫। "ইসলামের অভ্যন্তরে এক ভয়াবহ বিষ ফোঁড়ের উদ্ভব ঘটেছে এবং বাইরের দিকে হতে এক কুষ্ঠ বিস্তার লাভ করে চলেছে। অভ্যন্তরীণ ফোঁড়ার কারণ ঘটিয়েছে স্বয়ং মুসলমানগণ, যারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র শিক্ষা ও উৎকৃষ্ট আদর্শকে পরিত্যাগ করে নিজেদের রায় ও কল্পনা অনুযায়ী তাদের সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে তৎপর হয়েছে। যে সকল কথা আঁ হযরত (সাঃ)-এর ধ্যান-ধারণা ও কল্পনাতেও ছিল না সেগুলি আজ ইবাদত বলে সাব্যস্ত হয়েছে এবং পরহেযগারী ও তপস্যা সাধনাকে প্রধানত সেগুলির ওপরই নির্ভরশীল করা হয়েছে" (আল্ হাকাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৮ম সংখ্যা, ২৪শে মে, ১৯০৫)।

১১। সুন্নাহ্ ও হাদীস

১৩২। সুন্নাহ্ [হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কার্যাবলী]-এর অনুসরণ ও হাদীস (তাঁর কথামৃত) পালনের গুরুত্ব।

কুরআন

৪৫২। তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।* (৩ঃ৩২)

৪৫৩। তোমাদরে সাথী পথভ্রষ্ট হয় নি এবং বিভ্রান্তও হয় নি;

৪৫৪। এবং সে নিজ প্রবৃত্তির বসেও কথা বলে না। 'ক' ** (৫৩ঃ৩-৪)

'ক' ৫ঃ৬৮; ৯৩ঃ১২;

* এই আয়াত দৃঢ়তার সাথে বলে দিচ্ছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর অনুগমন ও আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রাপ্তির অন্য সকল পথ এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ২ঃ৬৩ আয়াতে শুধু আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখলে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হবার আশংকা হতে পারত, এই আয়াত তা সুস্পষ্টভাবে অপনোদন করে দিয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা–৩৯৮)

** এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর ওহী ইলহামকে আল্লাহ্‌তাআলার অবতীর্ণ বাণী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৮৭০)

হাদীস

২৪২। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম (সাঃ) কিছু (দীন বিষয়ক) কাজ করলেন এবং (লোকদেরকেও) এ ব্যাপারে অনুমতি দিলেন, কিন্তু কতক লোক তা থেকে বিরত থাকল। যখন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছিল, তিনি আল্লাহ্‌র হামদ করে ইরশাদ করলেন, "এ লোকদের কি হয়েছে যে, আমি যে কাজ করি সে কাজ থেকে তারা বিরত থাকে? আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আমি তাদের থেকে আল্লাহ সম্বন্ধে অধিক জানি এবং খোদাভীরুতায়ও তাদের থেকে কঠোর।" (বুখারী–কিতাবুল ইতিসাম)

২৪৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন যে (জন্মগত ভাবে) মানুষের অন্তরমূলে আসমান থেকে আমানত নাযেল করা হয়েছে। অতঃপর কুরআন নাযেল করা হয়। আর তারা কুরআন অধ্যয়ন করে এবং সুন্নত থেকে জ্ঞান অর্জন করে" (বুখারী-কিতাবুল ইতিসাম)।

২৪৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম, (সাঃ) বলেছেন, "আমার নিদর্শনাবলীর একটি বাক্য হলেও তা জনগণের নিকট পৌঁছে দাও" (বুখারী)।

২৪৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যে ভাবে শুনেছে সে ভাবেই তা অপরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছান হয় সে ব্যক্তি বর্ণনাকারী অপেক্ষা অধিক রক্ষাকারী বা জ্ঞানী হয়" (তিরমিযী)।

২৪৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক হবে যে পর্যন্ত না তোমরা আমার বলে জানবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করেছে, সে যেন তার বাসস্থান দোযখেই তৈয়ার করে নেয়" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

১৬৬। হেদায়াত লাভের দ্বিতীয় উপায় যা মুসলমাদের দেয়া হয়েছে তা সুন্নত অর্থাৎ আঁ হযরত (সাঃ)-এর ব্যবহারিক জীবনপদ্ধতি, যা তিনি কুরআন শরীফের আদেশাবলীর ব্যাখ্যাস্বরূপ কার্যতঃ প্রদর্শন করেছেন যথাঃ- কুরআন শরীফ হতে প্রকাশ্য ভাবে দৈনিক পাঁচবার নামাযের রাকা'আত সম্বন্ধে জানা যায় না যে প্রাতঃ কালে এবং অন্যান্য সময়ের নামাযে তার সংখ্যা কত। কিন্তু সুন্নত সকল বিষয়ে বিস্তারিত ব্যক্ত করে দিয়েছে যাতে সুন্নত ও হাদীস একই জিনিস বলে ভ্রম না হয়, কারণ হাদীস তো একশত বা দেড়শত বছর পর সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু 'সুন্নত' কুরআন শরীফের পাশাপাশিই বিদ্যমান ছিল। কুরআন শরীফের পর সুন্নতই মুসলমানদের প্রতি প্রধান অনুগ্রহ" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৬৭। "অবশ্য হেদায়াত লাভের তৃতীয় উপায় হাদীস। কারণ হাদীস ইসলামের ঐতিহাসিক, নৈতিক এবং ফেকাহ (ব্যাবহারকি জীবনের বিধি-বিধান) সম্বন্ধীয় বহু বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে। অধিকন্তু, হাদীসের বড় উপকারিতা এই যে, তা কুরআন ও সুন্নতের সেবক। যারা কুরআনের মর্যাদা বুঝে না, তারা এই বিষয়ে হাদীসকে কুরআন শরীফের কাযী (বিচারক) বলে, যেমন ইহুদীগণ তাদের হাদীস সম্বন্ধে বলেছে।...

যা হোক, হাদীসের সম্মান কর এবং তদ্বারা উপকৃত হও, কেননা তা আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করো না। বরং নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস এরূপভাবে পালন করবে যাতে তোমাদের গতি বা স্থিতি এবং কর্ম চাঞ্চল্য বা কর্ম বিরতি হাদীসের সমর্থন ব্যতিরেকে না হয়। কিন্তু কোন হাদীস যদি কুরআন শরীফের বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্ট বিরোধী হয় তবে তার সামঞ্জস্য বিধানের চিন্তা কর। হয়ত এরূপ অসংগতি বোধ তোমাদেরই ভ্রমবশতঃ হয়েছে। যদি কোন রূপেই এই অসংগতি' দূরীভূত না হয় তবে এরূপ হাদীস বর্জন কর, কারণ তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ হতে নয়। পক্ষান্তরে যদি কোন হাদীস 'যয়ীফ' (দুর্বল) হয় অথচ কুরআনের সাথে তার সামঞ্জস্য থাকে, তবে এরূপ হাদীসকে গ্রহণ কর, কারণ কুরআন তার সত্যতা প্রমাণ করে" (কিশতিয়ে নূহ)।

১২। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

১৩৩। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল। তাঁর উপর ঈমান আনার ও আনুগত্যের নির্দেশ। যে তাঁর আনুগত্য করে প্রকারান্তরে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে।

কুরআন

৪৫৫। হিকমত পূর্ণ কুরআনের শপথ,

৪৫৬। নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্তর্ভূক্ত, 'ক'

৪৫৭। সরল সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত। (৩৬ঃ৩-৫)

৪৫৮। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, 'খ'

৪৫৯। যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং তাকে সাহায্য কর এবং তাকে সম্মান কর এবং প্রভাতে ও সন্ধায় তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর। 'গ' (৪৮ঃ৯-১০)

৪৬০। এবং তোমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়। 'খ' (৩ঃ১৩৩)

৪৬১। যে কেহ এই রসূলের আনুগত্য করে বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, এবং যে কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এমতাবস্থায় আমরা তোমাকে তাদের উপর রক্ষক করে পাঠাই নি। (৪ঃ৮১)

'ক' ২ঃ২৫৩; ৩ঃ১৪৫; ১৩ঃ৪৪; ৩৩ঃ৪১; ৪৭ঃ৩; ৪৮ঃ৩০; 'খ' ২ঃ১২০; ৫ঃ২০; ৭ঃ১৮৯; ১১ঃ৩; ১৭ঃ১০৬; ২৫ঃ৫৭; ২৮ঃ৪৭; ৩২ঃ৪; ৩৩ঃ৪৬; ৩৪ঃ২৯; ৩৫ঃ২৫; ৩৬ঃ৭; ৫৩ঃ৫৭; 'গ' ৪ঃ১৭১; ৭ঃ১৫৯; ৫৭ঃ৮-৯; ৬১ঃ১২; 'ঘ' ২ঃ১০৫; ৩ঃ৩২-৩৩; ৪ঃ১৪, ৬০, ৬৬, ৭০; ৫ঃ৯৩; ৬ঃ৩৯; ৭ঃ ১৫৮-১৫৯; ৮ঃ২, ২১,২৫, ৪৭; ২৪ঃ৫৩-৫৫, ৫৭; ৩৩ঃ৩২, ৭২; ৪৭ঃ৩৪; ৫৮ঃ১৪; ৬৪ঃ১৩;

হাদীস

২৪৭। হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সেই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মদকে রসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে " (মুসলিম)।

২৪৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের সকলেই বেহেশ্‌তে যাবে কেবল আমার অস্বীকারকারী ব্যতীত"। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, "অস্বীকারকারী কারা হবে হে আল্লাহ্‌র রসূল?" তিনি উত্তরে বললেন, "সেই ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাবে যে আমার আদেশ পালন করে এবং যে আমার আদেশ পালন করে না, সেই আমাকে অস্বীকার করে" (বুখারী)।

২৪৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল বস্তুত সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করল সে যেন আমারই নাফরমানী করল" (বুখারী-মুসলিম)।

মলফূযাত

১৬৮। "আঁ হযরত (সাঃ)-এর অন্যতম উচ্চ মোকাম ও মর্যাদা তো এই ছিল যে, তিনি মাহবুবে ইলাহী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা অন্যান্য সকলকেও ঐ মোকামে পৌছার পথের নির্দেশ ও সন্ধান দান করেছেন। যেমন তিঁনি বলেছেন, 'তাদেরকে বলে দাও যে,যদি তোমরা মাহবুবে ইলাহী হতে চাও তবে আমার অনুবর্তিতা কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর প্রিয় বানাবেন।' এখন চিন্তা করে দেখ, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুবর্তিতা মানুষকে মাহবুবে ইলাহীতে পরিণত করে। তারপর আর কিসের প্রয়োজন?" (মলফূযাত , ৮ম খন্ড)

১৬৯। "অতঃপর এই যুলুমটির প্রতি লক্ষ্য কর যে, কুরআন শরীফের শত শত আয়াত উচ্চস্বরে বলছে, কেবল তৌহীদ নাজাতের কারণ হতে পারে না, বরং এতদ্‌সঙ্গে রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনার শর্ত আছে।"

"এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলার কালাম এবং তাঁর রসূলগণের আদি হতে এই নিয়ম যে, প্রত্যেক উদ্ধত ও কঠোর অস্বীকারকারীকে এই ভঙ্গিতেও হেদায়াত করা হয় যে, তোমরা সঠিক ভাবে ও নিষ্ঠার সাথে খোদার উপর ঈমান আন,

তাঁকে ভালবাস এবং তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান কর, তবে তোমরা নাজাত পাবে। এই কালামের (কথার) অর্থ এই যে, যদি তারা পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে তবে আল্লাহ্ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফীক দান করবেন। এই সকল লোক কুরআন শরীফ পড়ে না। এতে সুস্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে আল্লাহর উপর খাঁটি ঈমান আনা তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনার জন্য কারণ হয়ে যায় এবং এরূপ লোকদের বক্ষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য খুলে দেয়া হয়" (হাকীকাতুল ওহী)।

১৩৪। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরোধিতা ও অবাধ্যতার পরিণাম।

কুরআন

৪৬২। এবং যে কেহ তার নিকট হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশ হবার পর এই রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে যাবে এবং মো'মেনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করবে, আমারা তাকে সেই পথেই ফিরিয়ে দিব যে পথে সে ফিরে গিয়েছে এবং আমরা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, বস্তুত তা বড়ই মন্দ বাসস্থান। 'ক' (৪ঃ১১৬)

৪৬৩। যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেন তখন কোন মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীর পক্ষে তাদের নিজেদের বিষয়ে অধিকার খাটান সমীচীন নয়। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। 'খ' (৩৩ঃ৩৭)

৪৬৪। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, তারা তথায় দীর্ঘকাল বসবাস করবে। (৭২ঃ২৪)

'ক' ৪ঃ১৫; ৮ঃ১৪-১৫; ৯ঃ৬৩; ২৯ঃ৩৫; ৩৮ঃ৫৬-৫৯; ৪৭ঃ৩৩; ৫৮ঃ ৬, ২১; ৫৯ঃ৩-৫; ১১১ঃ২-৬; 'খ' ৪ঃ৬৬; ৬৬ঃ৫;

হাদীস

২৫০। হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'আমি এবং আমাকে যা দিয়ে পাঠান হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে নিজ জাতির নিকট এসে বলল যে, আমি স্বচক্ষে শত্রু সেনাদল প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমি (তোমাদের) সুস্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী। সুতরাং তোমারা আত্মরক্ষা কর। একদল তার কথা মেনে নিল এবং রাত্রের আঁধারে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিল ও বিপদমুক্ত হল। আর অপর দল তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল, (যার ফলে) সকাল বেলা (শত্রু) সেনাদল তাদের উপর এসে পড়ল এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিল" (বুখারী -কিতাবুর রিকাক)।

২৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালালো। আর আগুন যখন তার চার পাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ এবং যে সমস্ত প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি সেগুলোকে (আগুন থেকে) ফিরাবার চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে পুড়ে মরল। (তদ্রূপ) আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও" (বুখারী–কিতাবুর রিকাক)।

মলফূযাত

১৭০। "যে ব্যক্তি রসূলেপাক (সাঃ)-এর পায়রবী ও অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে তৌহীদের দাবিদার, তার নিকট তা নিছক এক কাষ্ঠ বিশেষ যার মধ্যে কোন শাস নেই। তার হাতে শুধু- একটি প্রদীপ যার মধ্যে কোন আলো নেই। যে ব্যক্তি মনে করে যে যদি কেহ আল্লাহ্‌কে ওয়াহেদ লা শারীক (এক-অদ্বিতীয়) বলে জ্ঞান করে, কিন্তু সে রসূলে করীম (সাঃ)-কে না মানে এরূপ ব্যক্তি নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। নিশ্চয় জেন, তার হৃদয় কুষ্ঠ জরা-গ্রস্থ, সে অন্ধ। সে তৌহীদ সম্পর্কে কোনই খবর রাখে না যে তার স্বরূপ কী" (হকিকাতুল ওহী)।

১৩৫। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খাতামান নবীঈন (শ্রেষ্ঠ নবী)। তাঁর মকাম-মর্যাদা। তিনি সকল নবীর সত্যায়নকারী। তিনি আল্লাহ্ হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

কুরাআন

৪৬৫। মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যকার কারও পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রসূল ও নবীদের মোহর এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। * (৩৩ঃ৪১)

৪৬৬। অতঃপর সে (আল্লাহ্র) নিকটবর্তী হ'ল, তখন তিনিও (মুহম্মদের প্রতি) নীচে নামলেন।

৪৬৭। অতঃপর সে দু'ধনুকের একতন্ত্রী হয়ে গেল অথবা তা হতেও নিকটতর হয়ে গেল। ** (৫৩ঃ৯-১০)

৪৬৮। হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে, 'ক'

৪৬৯। এবং আল্লাহ্র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপ রূপে। 'খ' (৩৩ঃ৪৬-৪৭)

৪৭০। বরং সে সত্য নিয়ে এসছে এবং পূর্ববর্তী সকল রসূলগণকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছে। (৩৭ঃ৩৮)

৪৭১। এবং আল্লাহ্ তোমার উপর কামিল কিতাব এবং হিকমত নাযেল করেছেন এবং যা তুমি জানতে না তা তোমাকে শিখিয়েছেন এবং তোমার উপর আল্লাহ্র মহা ফযল রয়েছে। 'গ' (৪ঃ১১৪)

'ক' ৬ঃ৫২, ৯৩; ২২ঃ৫০; ২৬ঃ১১৬; ২৯ঃ৫১; ৩৫ঃ২৫; ৪২ঃ৮; ৪৮ঃ৯, ৫১ঃ৫১; ৬৭ঃ২৭; 'খ' ৯৪ঃ৫; 'গ'২৯ঃ৪৯-৫০; ৪২ঃ৫৩; ৯৬ঃ৬;

---

* খাতাম শব্দটি খাতামা হতে উৎপন্ন হয়েছে। খাতামা অর্থ সে মোহর মারল, সে মোহরাঙ্কিত করল, বস্তুটির ছবি বা ছাপ মারল। এগুলি হল 'খাতামা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ। এর গৌণ অর্থ হয়ঃ সে বিষয় বা বস্তুটির শেষ প্রান্তে পৌঁছাল, বস্তুটি ঢেকে দিল, লিখিত বস্তুকে সংরক্ষণের জন্য লিখনের উপর কাদা বা আঠা লেপে দিল বা মোহর মেরে রাখল। খাতাম মানে মোহর মারার আংটি, অফিস সীল বা ষ্ট্যাম্প, চিহ্ন দিবার যন্ত্র, শেষ প্রান্ত, কোন বস্তুর অন্তিম ফল। 'খাতাম' শব্দ দ্বারা অলঙ্কার, সাজ- সজ্জা, সর্বতোভাবে পূর্ণ বুঝায়। খাতেম, খতম এবং খাতাম প্রায় সমার্থক (লেইন, মুফরদাত ফাতহ এবং যুরকানী)। অতএব 'খাতামান নাবীঈনের অর্থ হবে নবীগণের মোহর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ নবী, নবীগণের সৌন্দর্য অলঙ্কার। গৌণ অর্থে নবীগণের শেষ অর্থাৎ নবুওয়তের ও শরীয়াতের কামালিয়াত ও পূর্ণতার দিক দিয়ে সর্বশেষ নবী। তবে আরবী ব্যাকরণে 'খাতাম' শব্দটি যা 'ইসমে আলার (যন্ত্রবোধক বিশেষ্য) পদে ব্যবহৃত, যখন বহুবচনের দিক দিয়ে 'মুযায়াফ' হয়। তখন তা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-কে নবী (সাঃ) খাতামুন আউলিয়া (তফসীর সাফী আয়াত খাতামান নবীঈন প্রসঙ্গে। এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে খাতামুল মুহাজেরীন বলেছেন। কোনযুল উম্মাল পৃঃ ৬)। ... (কুরআন মজীদ টীকা ২৩৫৯)।

**...এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চতম গন্তব্যের দিকে উর্ধ্বস্তর হতে উর্ধ্বতর স্তর ক্রমাগত অতিক্রম করতে করতে আল্লাহ্তাআলার এতই নিকটে পৌছে গেলেন যে উভয়ের মধ্যে আর কোন দূরত্ব বাকী রলো না, মহানবী (সাঃ) যেন দু'টি ধনুকের একই তন্ত্রী বা রজ্জুতে পরিণত হলেন। 'দু' ধনুকের একরশি' একটি আরবী বাকধারা (প্রবাদ), যা আরবদের পুরাতন রীতি হতে উদ্ভুত হয়েছে। দু'ব্যক্তি যখন প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হত, তখন পুরাতন আরব রীতি অনুযায়ী তাদের দু' জনের ধনুককে একত্রে এমনভাবে বাঁধত যে, দু'টি ধনুক মিলে একটির মতই দেখা যেত। অতঃপর এই সম্মিলিত ধনুক হতে একটি মাত্র তীরকে সম্মিলিত হস্তে ছুঁড়ত। এর দ্বারা তারা বুঝাত যে, ঐ মুহূর্ত হতে তারা (যেন) একীভূত হয়ে গিয়েছে, তাদের একের উপর আক্রমণকে অন্য জনের উপর আক্রমণ বলে গণ্য হবে। যদি 'তাদাল্লা' ক্রীয়া শব্দটি আল্লাহ্তাআলার দিকে আরোপ করা হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্তাআলার দিকে উর্ধ্বে গেলেন এবং আল্লাহ্তাআলাও মহানবী (সাঃ)-এর দিকে নিম্নে অগ্রসর হলেন, এভাবে অগ্রসর হয়ে তারা উভয়ে মিলে যেন এক হয়ে গেলেন। এতদ্ব্যতীত এই আয়াতের মধ্যে অন্য একটি সুন্দর সূক্ষ্ম কথাও রয়েছে। তা এই যে, মহানবী(সাঃ)আল্লাহ্তাআলার মধ্যে নিজেকে এমনভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং যেন তাঁরই প্রতিচ্ছবি হয়ে গিয়েছিলেন; অপর দিকে তিনি মানবের কাছে প্রেমপূর্ণ হৃদয়াবেগ ও সহানুভূতিপূর্ণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে মানবের কাছে এমনভাবে অবতরণ করলেন যে, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে, 'স্রষ্টা' ও 'মানবতা' ধনুকের মাঝে একমাত্র সংযোগ রশিতে পরিণত হলেন। স্বর্গ ও মর্ত্য মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যে একীভূত হল। 'আও আদনা' 'আরও অধিক নিকটবর্তী শব্দগুলি দ্বারা এটাই বুঝায় যে, আল্লাহ্তাআলা ও মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতা ও অন্তরঙ্গতা মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অতীত। (কুরআন মজীদ টীকা-২৮৭৬)

হাদীস

২৫১। হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মিম্বরে উঠলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে?" তারা বললেন "আপনি আল্লাহ্‌র রসূল।" তিনি বললেন, "আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠতম হিসেবে মনোনীত করেছেন। অতঃপর সৃষ্টিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তম শ্রেণীতে মনোনীত করেছেন। অতঃপর তিনি গোত্র সৃষ্টি করলেন এবং আমাকে উত্তম গোত্রে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি পরিবারসমূহ সৃষ্টি করলেন এবং আমাকে উত্তম পরিবারের মধ্যে প্রেরণ করলেন। আমি তাদের মধ্যে উত্তম সদস্য" (তিরমিযী)।

২৫১ক। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি তখনও আল্লাহ্‌র নিকট খাতামান্ নবীঈন হিসেবে লিখিত ছিলাম যখন আদম কাদামাটিতে মিশে ছিলেন" (কানযুল উম্মাল)।

২৫১খ। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন, "তোমরা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে খাতামান নবীঈন বল, তাঁর পর কোন নবী নেই বলো না" (তাকমেলা মাজমাউল বাহার)।

২৫১গ। সূফিকুল শিরোমণি হযরত শেখ আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রঃ) বলেছেন, "আরম্ভ ও শেষ করিবার বিষয়াবলীর মধ্যে শরীয়তের অবতরণ অন্যতম। আল্লাহ্‌তাআলা শরীয়ত অবতরণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়ত দ্বারা শেষ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি খাতামান নবীঈন" (ফাতুহাতে মাক্কিয়া)।

২৫১ঘ। হযরত ঈমাম আবদুল ওয়াহাব শারানী (রঃ) লিখেছেন, "সুতরাং কোন সন্দেহ নাই যে, শুধু সাধারণ নবুওয়ত (মুৎলাকা নবুওয়ত) উঠিয়া যায় নাই, কেবলমাত্র শরীয়তবাহী তশরীরী নবুওয়াত বন্ধ হইয়াছে" (আল ইউওয়াকিতুল-জাওয়াহের)

২৫১ঙ। আরেফে রব্বানী হযরত সৈয়দ আব্দুল করীম জিলানী (রঃ) বলেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরপর শরীয়তবাহী (তশরীরী) নবুওয়তের আদেশ বন্ধ হইয়াছে, এবং এই হিসেবে তিনি খাতামান্ নবীঈন" (ইনসানুল কামেল)।

মলফূযাত

১৭১। "আমি সদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি, এই আরবী নবী যাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ (হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম তাঁর উপর), তিনি কি উচ্চ মর্যাদার নবী! তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয় এবং তাঁর পবিত্র প্রভাব ক্রীয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের কাজ নয়।"

"পরিতাপের বিষয়, সনাক্ত করার যে যথাযথ কর্তব্য ছিল, সেরূপে তাঁর মর্যাদা ও মর্তবাকে সনাক্ত করা হয় নি। যে তৌহীদ জগৎ থেকে লোপ পেয়েছিল, একমাত্র সেই শক্তিধর মহাবীরই তা পুনরায় জগতে আনয়ন করেন। তিনি আল্লাহ্‌তাআলাার সাথে চরম ও পরম পর্যায়ের মহব্বত করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানব জাতির সহানুভূতিতে তাঁর আত্মা বিগলিত হয়। সে জন্য আল্লাহ্‌তাআলা যিনি তাঁর অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন এবং তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্ক্ষায় তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে সফলতা প্রদান করেছেন" (হকীকাতুল ওহী)।

১৭২। "পবিত্র কুরআনের অন্য এক আয়াতে এরূপ সাদৃশ্যের কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, 'নিশ্চয় যারা তোমার বয়াত করে তারা আল্লাহ্‌র বয়াত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর আছে। (৪৮ঃ১১)। জনগণ যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বয়াত করেছিলেন, তাঁরা তাঁর হাতে হাত রেখে বয়াত করেছিলেন। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা রূপক ভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তিনি স্বয়ং বলে উল্লেখ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতকে নিজের হাত বলেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে একথা আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর চরম নৈকট্যের কারণে ব্যবহার করা হয়েছে। নীচের আয়াতও একই বিষয় প্রকাশ করে, 'এবং যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নি বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন" (৮ঃ১৮) (সুরমা চশমায়ে আরিয়া)।

১৭২ক। "ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতাআলা তোমাদের নিকট এটাই চান যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবী এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীদের মোহর)। তিনি সকল নবী হতে শ্রেষ্ঠ। তাঁর পর তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে তাঁর প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হতে কখনও পৃথক নয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৩৬। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়ার ফলশ্রুতি।

কুরআন

৪৭২। 'হে আমাদের প্রভু। তুমি তাদের মধ্য হতে তাদের জন্য এক রসূল আবির্ভূত কর যে তাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবে এবং তাদের পূর্ণ কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে; নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়। 'ক'*(২ঃ১৩০)

'ক' ২ঃ১৫২; ৩ঃ১৬৫; ৬২ঃ৩

* এই আয়াতটি সমস্ত সূরাটির বিষয়বস্তুর সারাংশ। অত্র আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলি ক্রমানুসারে এই দীর্ঘ সূরাটিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে এসেছে নিদর্শনাবলী, তৎপর গ্রন্থ, তৎপর শরীয়তের হিকমত, তৎপর জাতীয় উন্নতির পন্থাসমূহ।

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, কুরআনে ইবরাহীম (আঃ)-এর দুটি প্রার্থনায় উল্লেখ আছে। একটি হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরদের জন্য প্রার্থনা,অপরটি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরদের জন্য প্রার্থনা। প্রথম প্রার্থনাটি বর্ণিত হয়েছে ২ঃ১২৫ আয়াতে এবং দ্বিতীয় প্রার্থনাটি বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরদের জন্য প্রার্থনা কালে তিনি ঐ বংশে ইমাম ..... পাঠাবার কথা বলেছেন, কিন্তু তাদের কাজ-কর্ম বা মর্যাদা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি। তাতে বুঝা যায় ইসহাক বংশে সাধারণভাবে ধর্ম সংস্কারকগণ আগমন করবেন। কিন্তু এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর বংশধরদের মধ্যে এক মহানবী প্রেরণের জন্য। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর গৃহ হতে উদ্ভূত দু'টি শাখার এই চমৎকার সত্যচিত্র এই পার্থক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ১২৫ নং ও ১৩০ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'টি পৃথক প্রার্থনার উল্লেখ করে সূরাটি ইশারায় জানিয়ে দিতে চায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেবল ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরদের উন্নতির জন্যই প্রার্থনা করেন নি বরং তার প্রথমপুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরদের উন্নতির জন্যও দোয়া করেছিলেন। হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরেরা তাদের অসৎ কর্মের পরিণতিতে নবুওয়ত প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়ে গেল। অতএব এই আয়াতে প্রার্থিত ও প্রতিশ্রুত নবীর উত্থান হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অপর শাখা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হতে হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। এই প্রতিশ্রুত নবী যে ইসমাঈলীয় হবেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কুরআন অতিশয় যুক্তিযুক্তভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কাবাগৃহ নির্মাণ ও হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশাবলীর উন্নতির জন্য প্রার্থনা, এদু'টি বিষয় সাথে সাথেই উল্লেখ করেছে। (কুরআন মজীদ টীকা ১৪৭,আংশিক)

হাদীস

২৫৩। হযরত খালিদ ইবনে মিদাদ আল কালাই (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কয়েকজন সাহাবা তাঁকে বললেন,"ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ আমি আমার পিতামহ ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া ও ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ।"

হযরত ইব্রাহীম ইবনে মারিরাহ আস্ সালমী (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতেও হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। (তফসীরে তাবারী)

মলফূযাত

১৭৩। "উক্ত আয়াতসমূহের উপর গভীর মনোনিবেশে জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে অপূর্ব ভঙ্গীতে 'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না' বলেছেন, তারমধ্যে তাঁর অস্তিত্বের সকল সততা ও নিষ্ঠা মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, এক অণু পরিমাণ আমিত্বও তিনি অবশিষ্ট থাকতে দেন নি। এত পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে চরম ও পরম প্রীতিভরে নিজের জীবন ও অস্তিত্ব, নিজের পুত্রের এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবন ও অস্তিত্বকে (উৎসর্গের পথে) এবং তারপরই এই মহান উৎসর্গকে গ্রহণ করার জন্য দোয়া করেছেন, যে দোয়া গ্রহণযোগ্য বলেই সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা আঁ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে এই বাসনা যে, তিনি যেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে জন্ম লাভ করেন, তা কোন সাধারণ দোয়া ছিল না। এই দোয়া কবুলের হকদার হবার জন্য মুত্তাকীদের একটি দীর্ঘ বংশধারা আবশ্যকীয় ছিল। এরূপ পিতৃপুরুষদের এক ধারাবাহিক শৃঙ্খল প্রয়োজনীয় ছিল যারা খোদাতাআলার আশ্রয়ে এবং তাঁর দৃষ্টির নীচে এই কারণে তরবিয়ত লাভ করতে থাকেন যে ভবিষ্যতে তাদের মধ্য হতে সে মহিমান্বিত রসূল জন্মলাভ করবেন। অতএব 'তাকাব্বাল মিন্না' এর তান সেখানে গিয়ে শেষ হয় যেখানে মহনবী (সাঃ) তাঁর বংশধরের মধ্যে জন্মগ্রহণের জন্য নিবেদন করা হয়েছে" (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) খুতবা ৫-৮-১৯৮৭)।

১৩৭। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বের সকলের জন্য রসূল।

কুরআন

৪৭৩। তুমি বল, 'হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রসূল যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী।' 'ক' * (৭ঃ১৫৯)

৪৭৪। নিশ্চয় আমরা তোমাকে বিনা ব্যতিক্রমে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' 'খ' (৩৪ঃ২৯)

৪৭৫। এবং আমরা তোমাকে সকল বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। 'গ' (২১ঃ১০৮)

'ক' ৪ঃ৮০,১৭১; ১২ঃ১০৫; ৩৮ঃ৮৮; ৮১ঃ২৮' 'খ'২২ঃ৫০; ২৫ঃ২; 'গ; ৩ঃ১৬০; ৯ঃ৬১,১২৮;

---

* ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বে আবির্ভূত আল্লাহ্‌তাআলার সকল নবী জাতীয় নবী ছিলেন – তাঁদের শিক্ষা সেই জাতির উদ্দেশ্যে ছিল, যে জাতির নিকট তারা প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সেই বিশেষকালের জন্য যে সময়ে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল। পক্ষান্তরে পবিত্র মহানবী (সাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য। মানব ইতিহাসে তাঁর আবির্ভাব এক অনুপম ঘটনা। এর উদ্দেশ্য সকল পৃথক পৃথক জাতি ও বিভিন্ন মানব গোষ্ঠিকে একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ জনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যাবে। (কুরআন মজীদ টীকা ১০৬০)

হাদীস

২৫৪। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল্ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কাকেও দেয়া হয় নি।

(১) প্রত্যেক নবীকে বিশেষ ভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠান হয়েছে আর আমাকে পাঠান হয়েছে লাল কালো সবার জন্য । (২) আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তীদের জন্য তা হালাল ছিল না। (৩) আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র-পবিত্রকারী ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যেখানে যার সালাতের ওয়াক্ত হবে সেখানে সে সালাত আদায় করে নিবে ।

(৪) আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে যা এক মাসের ব্যবধান থেকে অনুভূত। (৫) আর আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করা হয়েছে" (মুসলিম)।

মলফূযাত

১৭৪। "হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর দাবী ছিল যে, তিনি বিশ্বের সকলের জন্য নবী । অতএব কুরআন মানুষকে পৌত্তলিকতা, পাপ এবং অবাধ্যাতায় লিপ্ত বলে অভিযুক্ত করেছে। যেমন কুরআন বলে, 'জলে ও স্থলে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে।' আরও বলে, 'যেন তুমি বিশ্বের সকলের জন্য সতর্ককারী হও।' যার অর্থ, মানব জাতি অসদাচারণ ও মিথ্যা বিশ্বাসের কারণে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত পাপী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, যে কারণে রসূলে করীম (সাঃ) সকল মানুষকে সতর্ক করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন" (মলফূযাত)।

১৩৮। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উম্মতের সকলের পিতা।

কুরআন

৪৭৬। এই নবী মোমেনগণের জন্য তাদের প্রাণাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা। 'ক'* (৩৩ঃ৭)

৪৭৭। নিশ্চয় তোমার যে শত্রু সেই নিঃসন্তান থাকবে। ** (১০৮ঃ৪)

'ক' ৩৩ঃ৪১;

---

* ৬ষ্ঠ আয়াতের আদেশ সম্বন্ধে দ্ব্যর্থতা ও ভুল বুঝাবুঝির অবসানকল্পে আলোচ্য ৭ম আয়াত কাজ করছে। ৬ষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছিল 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃগণের (পুত্র) বলে ডাক', আর সপ্তম আয়াতে প্রকারান্তরে নবী করীম (সাঃ)-কে মোমেনগণের পিতা গণ্য করা হয়েছে। অতএব নবী করীম (সাঃ) ও মোমেনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের তত্ত্বকথা ব্যক্ত হয়েছে । (কুরআন মজীদ টীকা ২৩৩২)

** এটা অতীব তাৎপর্য পূর্ণ যে, এই আয়াতটিতে নবী করীম (সাঃ)-এর শত্রুদের অত্যন্ত জোরালভাবে পুত্রহীন (আবতার) বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, এই সূরা অবতরণের পূর্বে ও পরে মহানবী (সাঃ)-এর যত পুত্র সন্তান জন্মেছিলেন, তাঁদের সকলেই অল্প বয়সে মারা যান এবং তাঁর তিরোধানের সময় কোন পুত্র সন্তান রেখে যান নাই। এতে স্পষ্টত বুঝা যায় যে এখানে 'আবতার'শব্দটির অর্থ যে ব্যক্তির কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধীকারী নেই। 'আবতার' অর্থ এ নয় যে, তার কোন ঔরসজাত পুত্র নেই। 'আবতার' (পুত্রহীন) কথাটি এখানে আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুতঃ ঐশী পরিকল্পনা এটাই ছিল যে, মহানবী (সাঃ)-এর কোন দৈহিক পুত্রই থাকবে না, কিন্তু তাঁর জন্য এটাই নির্ধারিত ছিল যে, তিনি যুগে যুগে অসংখ্য আধ্যাত্মিক পুত্রের পিতা হয়ে চিরঞ্জীব থাকবেন এবং এসব আধ্যাত্মিক পুত্র হবেন শারীরিক পুত্র অপেক্ষা শতগুণে অধিক বিশ্বাসী, অধিক অনুগত ও ভক্ত এবং অধিক প্রেমিক। অতএব, রসূলে পাক (সাঃ) পুত্রহীন ছিলেন না, বরং তাঁর শত্রুরাই পুত্রহীন হয়ে পড়ল, কেননা তাদের সন্তানগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান বলে পরিগণিত হলেন এবং তাঁরা তাঁদের (দৈহিক) পিতাদের অত্যাচার অনাচার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাদের নাম উচ্চারণ করতেও লজ্জাবোধ করতেন। (কুরআন মজীদ টীকা ৩৪৪৯)

হাদীস

২৫৫। হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, "যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে ছিলেন, তখন কোন একজন উম্মাহাতুল মুমেনিন (মুমিনদের মাতা, রসূলের স্ত্রী) একটা পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবী (সাঃ) অবস্থান করছিলেন, সেই স্ত্রী খাদেমের হাতে আঘাত করলেন যার ফলে খাদ্যের পাত্র মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী (সাঃ) পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা সংগ্রহ করলেন, অতঃপর এর মধ্যে যা কিছু খাদ্য ছিল তা সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং বললেন, "তোমার মা (আমার স্ত্রী) আত্মসম্মানে ঘা-লাগায় ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছে।" অতঃপর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বললেন, এবং যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন, তার কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল তা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং যে ভেঙ্গেছিল ভাঙ্গা পাত্রটি তার কাছেই রাখলেন।' (বুখারী–কিতাবুন্ নিকাহ)

মলফূযাত

১৭৫। "যেমন একজন সুসন্তান পিতার জন্য সুনামের কারণ তেমনি একজন বয়াতকারীও একজন সন্তানের মত। এ জন্যই তা আঁ হযরত (সাঃ)-এর পাক সহধর্মিনীগণকে উম্মেহাতুল মুমেনিন, বলা হয়েছে, যেমন হুযূর (সাঃ) সমগ্র মুসলমানের পিতাস্বরূপ। দৈহিক পিতা সন্তানকে ভূপৃষ্ঠে আনয়নকারী এবং দৈহিক দিক দিয়ে জীবন কেন্দ্রে পরিচালিত করেন।" (জুমুআর খুতবা জালসা সালানা ১৮৯৭ কাদিয়ান)

১৩৯। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যায়নকারী মূসা সদৃশ নবী। সকল নবীর গুণাবলী তাঁর ভিতর প্রতিফলিত।

কুরআন

৪৭৮। নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম একজন রসূল। 'ক'* (৭৩ঃ১৬)

৪৭৯। যারা এই রসূল, উম্মি নবীকে অনুসরণ করে, যার নাম তারা তাদের নিকট তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত দেখতে পায়। 'খ'** (৭ঃ১৫৮)

৪৮০। তুমি বল, 'তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, যদি ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হতে নাযেল হয়ে থাকে এবং তোমরা একে অস্বীকার কর অথচ বনী ইসরাঈল হতে একজন সাক্ষী তার নিজের অনুরূপ একজনের (আবির্ভাবের) সাক্ষ্যদান করেছে এবং সে স্বয়ং ঈমান এনেছে, কিন্তু তোমরা অহংকার কর (তা হলে এর পরিণাম কীরূপ হবে)?' আল্লাহ্ যালেম জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না। 'গ'*** (৪৬ঃ১১)

৪৮১। এরাই ঐ সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর। 'ঘ' **** (৬ঃ৯১)

'ক' ২৮ঃ৪৫;

'খ' ২ঃ৪২,৯০-৯২,৯৮,১০২,১৬০; ৩ঃ৮২; ৪ঃ৪৮; ২৬ঃ১৯৭-১৯৮; ৪৬ঃ১৩; ৪৮ঃ৩০; 'গ' ১১ঃ১৮; ৬১ঃ৭; 'ঘ' ৩ঃ৬৯; ১৬ঃ১২৪; ৩৬ঃ১৪,২১;

---

* এই আয়াতটি বাইবেলের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কিত। ভবিষ্যদ্বাণীটি হল,'আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করব ও তাঁর মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাঁকে যা যা আজ্ঞা করব তা তিনি তাদেরকে বলবেন, আর আমার নামে তিনি যে সকল বাক্য বলবেন তাতে যে কেউ কর্ণপাত না করবে তার কাছে আমি প্রতিশোধ নিব। দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮-১৯।' (কুরআন মজীদ টীকা ৩১৫৪)

** হযরত নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে বাইবেলের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী দেখুন মথি ২৩ঃ৩৯; যোহন -১৪ঃ১৬,২৬; ১৬ঃ৭-১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮; ৩৩ঃ২; যিশাইর ২১ঃ১৩-১৭; ২০ঃ৬২; পরমগীতঃ ১ঃ৫-৬; হবককুক -৩ঃ৭; (কুরআন মজীদ টীকা ১০৫৯)

*** ইসরাঈল জাতির মধ্য হতে মহানবী (সাঃ)-এর জন্য সাক্ষী রয়েছেন স্বয়ং মূসা (আঃ) । এই আয়াতে নবী করীম(সাঃ) এর আগমন সম্বন্ধে মূসা (আঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হয়েছে।(কুরআন মজীদ টীকা ২৭২২)। (প্রথম টীকা দেখুন)

**** আয়াতের এই সম্বোধনের লক্ষ্য নবী করীম (সাঃ) বা প্রত্যেক মুসলমানও হতে পারে। কারণ সকল নবীর মৌলিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা এক ও অভিন্ন। অথবা এর মর্ম এ হতে পারে যে আঁ হযরত (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বা তাঁর প্রকৃতি এমন ছিল যে অন্যান্য নবীগণের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলী একত্র এবং সমন্বিতভাবে তাঁর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। 'তাদের হেদায়াতের অনুকরণ কর' এই আদেশের মধ্যে প্রকাশিত ভাবধারায় আধ্যাত্মিক পরিভাষাতে বলা হয়, 'আমরে কাওনি'বা 'খালকি' যার অর্থ হয়– ইচ্ছা, কোন বস্তু বা ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী। (কুরআন মজীদ টীকা ৮৭২)

হাদীস

২৫৬। হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর বর্ণনা । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন," হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন (হিজরত করে) মদীনায় আসেন, তিনি দেখতে পান যে ইহুদীরা একদিন রোযা রাখছে। দিনটি ছিল আশুরার দিন। (জিজ্ঞাসা করার পর) তারা বলল, 'এটি এক মহান দিবস। এদিনেই আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-কে নাযাত দিয়েছেন এবং ফেরাউনের দলকে ডুবিয়ে মেরেছেন। অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের জন্য রোযা রেখেছেন।' তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'তাদের তুলনায় আমিই হলাম মূসা(আঃ)-এর অতি ঘনিষ্ঠ।' সুতরাং তিনি নিজেও (এই দিনে) রোযা রেখেছেন এবং সবাইকে রোযা রাখার হুকুমও দিয়েছেন" (বুখারী-কিতাবুল আম্বিয়া)।

২৫৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) "ওয়া আমেনু বেমা আনজালতু মোসাদ্দেকাললেমা মাআকুম' (২ঃ৪২) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যেহেতু তোমাদের (ইহুদীদের) নিকট কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে যে খবর রয়েছে তা অন্য কারও কাছে নেই। তাই এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তা অস্বীকার করে প্রথম শ্রেণীর কাফের হয়ো না" (তফসীরে ইবনে কাসীর)।

মলফূযাত

১৭৬। "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ব্যক্তি যার জন্য ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছে এবং যার ভিতর তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে।" (আইয়ামুস সুলেহ)

১৭৭। মহান নবী করীম (সাঃ)-এর নামের সাথে সকল নবীর নাম যুক্ত রয়েছে কারণ তাঁর ভিতর সমস্ত নবীর বিভিন্ন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। সুতরাং একাধারে তিনি মূসা, ঈসা, আদম , আব্রাহাম, যোসেফ এবং ইয়াকুব (সকলের প্রতি শান্তি), নীচের আয়াত এটা প্রতিপাদন করে। 'সুতরাং তুমি তাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর।' (৬ঃ৯১) । যার অর্থ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ভিতর অন্যান্য নবীগণ যে হেদায়াত এনেছিলেন, তার সমাবেশ ঘটবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নবী করীম (সাঃ)-এর ভিতর সকল নবীর মর্যাদাবলী যুক্ত হয়েছিল। এবং তার মুহাম্মদ নামও এদিকের প্রতিই ইঙ্গিত করে। কারণ এর অর্থ অতীব প্রশংসিত এবং অতি প্রশংসা তখনই অনুমিত হবে যখন বিভিন্ন নবীর সকল গুণাবলী ও বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মহান নবী (সাঃ)-এর সাথে যুক্ত হয়। কুরআন পাকের বহু আয়াত হতে পরিষ্কারভাবে সাব্যাস্ত হয় যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কারণে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সত্তা ছিল সকল নবীর সংমিশ্রণ" (ইসেন্স অফ ইসলাম মূল আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

১৪০। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আদর্শ মানব-তাঁর চরিত্র।

কুরআন

৪৮২। নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উৎকৃষ্টতম আদর্শ, তার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। 'ক' (৩৩ঃ২২)

৪৮৩। এবং নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত। 'খ' *(৬৮ঃ৫)

'ক' ৩ঃ৩২; ৩৩ঃ৪৭; ৩৬ঃ২-৫;

'খ' ২ঃ১০৫; ১৭ঃ৭৫;

---

* কাফের শত্রুগণের দ্বারা রসূলে করীম (সাঃ)-কে পাগল আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে এই আয়াত অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, তিনি পাগল তো ননই, বরং তাঁর মত উচ্চ গুণসম্পন্ন মহা পুণ্যবান চরিত্রের লোক পৃথিবীতে কদাচই জন্মায়। যে সকল পূত পবিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর উৎকৃষ্টতম প্রকাশ ও সমাবেশ একজন মহামানবকে আল্লাহ্র প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করে, তাঁর সবটাই মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। মানবের নৈতিক গুণের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সর্ব প্রকার গুণাবলীর প্রতিভূ ও প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর চরিত্র বর্ণনা করতে অনুরোধ করা হলে সেই মহীয়সী মহিলা উত্তরে বলেছিলেন, 'উৎকৃষ্টতম নৈতিক গুণাবলী, যেগুলি আল্লাহ্তাআলার সত্য বান্দার বিশেষ চিহ্ন বলে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তাদের সব গুলিই মহানবী (সাঃ) এর মধ্যে ছিল।' (বুখারী)। (কুরআন মজীদ টীকা-৩০৯১)

হাদীস

২৫৮। হযরত আমের (রাঃ) অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে, জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উম্মুল মুমেনীন। আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, "তুমি কি কুরআন পড় নাই?" হযরত আমের (রঃ) বললেন, "কেন (পড়ব) না?" তিনি বললেন "হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর চরিত্র তো কুরআনই ছিল" (নেসাঈ)।

২৫৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার আগমনের উদ্দেশ্য উত্তম চরিত্র -আদর্শের পূর্ণতা দান করা" (আল্ আদাবুল মুফরাদ)।

২৬০। হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন" (মুসলিম)।

২৬১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন, "নবী করীম (সাঃ) প্রকৃতিগত ভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না" (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব)।

২৬২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, "নবী করীম (সাঃ) অন্তঃপুরবাসিনী কুমারীর চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন" (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব)।

মলফূযাত

১৭৮। "কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল-আম্বিয়া (সাঃ)-এর উত্তম চরিত্রের যে, উল্লেখ রয়েছে তা হযরত মুসা (আঃ) অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম। কারণ আল্লাহ্তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, হযরত খাতামূল আম্বিয়া (সাঃ)-এর মধ্যে সেই সব উত্তম চরিত্র গুণ একত্র হয়েছে যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। আল্লাহ্তাআলা আঁ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন, 'ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম।'

অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর দন্ডায়মান আছ।' 'আযীম' শব্দটি দ্বারা যখন কোন বস্তুর তা'রীফ করা হয় তখন আরবী বাকধারায় তা দ্বারা ঐ বস্তুর চরম ও পরম কামালিয়াত (পূর্ণতা) বুঝায়। মানবাত্মার মধ্যে যত উত্তম চারিত্রিক গুণ ও মধুর আচরণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব, ঐ সব চারিত্রিক গুণ পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদী আত্মায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাঁর এই তা'রীফ এত উচ্চাঙ্গের যে, এর অধিক তা'রীফ সম্ভব নয়" (বারাহীনে আহমদীয়া)।

১৪১। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি মুমেনগণের দুরুদ পাঠের নির্দেশ।

কুরআন

৪৮৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও (তাঁর উপর রহমত পাঠান), হে যারা ঈমান এনেছ তোমরা তাঁর জন্য রহমত কামনা (দুরুদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর। 'ক' (৩৩ঃ৫৭)

'ক' ২৭ঃ৬০; ৩৭ঃ১৮২;

হাদীস

২৬৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে তিনি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে আমার জন্য শান্তি (দুরুদ) কামনা করে, আল্লাহ্তাআলা তার উপর শান্তি বর্ষণ করেন।' (মুসলিম)

২৬৪। হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বিচার দিবসে ঐ সকল লোক আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে যারা আমার জন্য বেশি বেশি শান্তি (দুরুদ) কামনা করে।'

২৬৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ যার উপস্থিতিতে আমার নাম লওয়া হয় অথচ সে আমার জন্য শান্তি কামনা করে না।' (তিরমিযী)

২৬৬। হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী (রাঃ) জানিয়েছেন, "সাহাবাগণ আরজ করলেন 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দুরুদ পাঠ করব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'এভাবে পড়বে-হে আল্লাহ্ ! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর রহমত করুন এবং তাঁর পত্নীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর যেমন আপনি রহমত করেছেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের উপর এবং তেমনই বরকত দান করুন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর এবং তাঁর পত্নীগণ ও বংশধরদের উপর যেমনভাবে আপনি বরকত নাযেল করেছেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরে। নিশ্চয় আপনি চরম প্রশংসিত ও অতি মর্যাদার অধিকারী।' (বুখারী)

মলফূযাত

১৭৯। "পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ পবিত্রচেতা লোক জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন কিন্তু তাদের মধ্যে আল্লাহ্র প্রিয় সর্বত্তোম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব যিনি তাঁর নাম হ'ল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্তাগণ তাঁর উপর দুরুদ পাঠান এবং তোমরাও যারা ঈমান এনেছ তাঁর উপর দুরুদ পাঠাও এবং তাঁর প্রতি শান্তির সম্ভাষণ জানাও" (চশমায়ে মা'রেফত)।

১৪২। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইসরা ও মে'রাজ। ইসরা ও মে'রাজ কী?

কুরআন

৪৮৫। তিনি পরম পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রি যোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হতে মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতমন্ডিত করেছি, যেন আমরা তাকে আমাদের কতক নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। 'ক' * (১৭ঃ২)

৪৮৬। এবং আমরা তোমাকে যে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম, তাকে লোকগণের জন্য কেবল পরীক্ষাস্বরূপ করেছিলাম ** (১৭ঃ৬১)

৪৮৭। এবং (তিনি বাণী প্রেরণ করলেন তখন) যখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তের উপর ছিল।

৪৮৮। অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হল, তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নীচে নামলেন।

৪৮৯। অতঃপর সে দু'ধনুকের একতন্ত্রী হয়ে গেল অথবা তা হতেও নিকটতর হয়ে গেল।

৪৯০। অতঃপর তিনি নিজ বান্দার প্রতি তাই ওহী করলেন যা তিনি ওহী (করবার সিদ্ধান্ত) করেছিলেন।

৪৯১। (মুহাম্মদের) অন্তঃকরণ মিথ্যা বলে নি যা সে দেখেছিল।

৪৯১ক। তোমরা কি তার সাথে সেই সম্বন্ধে বিতর্ক করছ যা সে দেখেছে?

৪৯২। এবং নিশ্চয় সে তাকে দ্বিতীয়বার দেখেছে,

৪৯৩। সর্বশেষ প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকটে,

৪৯৪। তার নিকট চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থলের জান্নাত রয়েছে।

৪৯৫। (সে এই দৃশ্য তখন দেখেছিল) যখন কুল বৃক্ষকে তা (ঐশী বিকাশ) আচ্ছাদন করছিল যা (ঐ সময়) আচ্ছাদন করে থাকে।

৪৯৬। তার দৃষ্টি তখন বিভ্রান্তও হয় নি এবং লক্ষ্য অতিক্রমও করে নি। *** (৫৩ঃ৮-১৮)

---

* এই আয়াতে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) (১৭ঃ৬১ আয়াত দেখুন– সংকলক)-এর কথা ব্যক্ত হয়েছে যা অধিকাংশ তফসীর কারকগণের মতে মেরাজ (আধ্যাত্মিক স্বর্গারোহন) বলে পরিচিত। সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণার বিপরীতে আমাদের মতে এই আয়াত নবী করীম (সাঃ)-এর ইসরা (রাত্রিকালীন আধ্যাত্মিক সফর) সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়েছে যাতে আঁ হযরত (সাঃ) কাশ্‌ফ যোগে মক্কা হতে জেরুজালেম পর্যন্ত সফর করেছিলেন। মে'রাজ সম্পর্কে সূরা নজমে মোটামুটিভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নজমে উল্লেখিত ঘটনাসমূহ (আয়াত ৮-১৮) যা নবুওয়তের ৫ম বর্ষে রজব মাসে কিছু সংখ্যক সাহাবার (রাঃ) আবিসিনিয়াতে হিজরতের পরপরই নাযেল হয়েছিল। হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ)-এর মে'রাজ সম্পর্কিত ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতে মক্কা হতে জেরুজালেম পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)-এর ইসরা (রাত্রিতে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ) সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। যুরকানীর মতে ইহা নবুয়তের একাদশ বৎসরে সংঘটিত হয়েছিল এবং মুইর ও কোন কোন খ্রীষ্টান লেখকের মতে নবুয়তের দ্বাদশ বৎসরে ঘটেছিল। যা হোক ইবনে সা'আদ এবং মারদাওয়াইয়ের মতে হিজরতের ১ বছর পূর্বে রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখ এই ইসরার ঘটনা ঘটেছিল। (আল খাসাইসুল কুবরা)। বাইহাকীও বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের এক বছর বা ছয়মাস পূর্বে ইসরা সংঘটিত হয়েছিল। এরূপে সকল সংশ্লিষ্ট বর্ণনা হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে হিজরতের এক বছর বা ছয় মাস পূর্বে ইসরা সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় দশম বছরে হযরত খদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীর সঙ্গে বসবাসরত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ পন্ডিতগণের মতে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়তের ৫ম বছরে। অতএব ঘটনা সংঘটিত হবার সময়ের মধ্যেও ৬/৭ বছরে ব্যবধান রয়েছে। কাজেই এই ঘটনা দুটি ভিন্ন ভিন্ন, একটি অন্যটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। এ ছাড়া ঐ সকল ঘটনা যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মে'রাজের ঘটনা বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তা ইসরার ঘটনা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ঘটনাদ্বয় আধ্যাত্মিক বিস্ময়কর ব্যাপার। হযরত নবী করীম (সাঃ) সশরীরে উর্ধ্বাগমন করেন নি বা জেরুজালেমে গমন করেন নি। (কুরআন মজীদ টীকা ১৫৯০)

** এখানে এই সূরার ২নং আয়াতে উল্লেখিত কাশ্‌ফ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই কাশফে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেকে জেরুজালেমের উপাসনালয়ে (মসজিদুল আকসাতে), যা ইহুদীদের কিবলা ছিল, অন্যান্য নবীদের নামাযের ইমামতি করতে দেখেছিলেন। এই দিব্য-দর্শন বা কাশফ ইংগিত করে যে ঐ সকল নবীর উম্মত বা অনুসারীরা ভবিষ্যতে কোন এক সময় ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হবে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৬২৭)

*** ৫৩ঃ৮-১৮ আয়াতের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক উর্ধ্বভ্রমণ বা মে'রাজের বর্ণনা রয়েছে, যখন তিনি মহাকাশ গুলিকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়ভাবে আল্লাহ্তাআলার সমীপে নীত হলেন এবং তাঁর গুণাবলীর আধ্যাত্মিক জ্যোতির্বিকাশসমূহের দর্শন লাভ করলেন প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি দ্বিমুখী অভিজ্ঞতা। একদিকে মহানবী (সাঃ)-এর আল্লাহ্র দিকে আধ্যাত্মিক উর্ধ্বভ্রমণ এবং অপর দিকে তাঁর দিকে আল্লাহ্তাআলার জ্যোতির্মালার অবতরণ। (কুরআন মজীদ টীকা- ২৮৭৬)

৫৩ঃ১২ আয়াতের তাৎপর্য হল এই যে, মহানবী (সাঃ)-এর অন্তর যা দেখেছে তাই তিনি সত্য সত্য ব্যক্ত করেছেন, এতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। তা ছিল নিশ্চিত সত্য দর্শন যাতে কল্পনার লেশ মাত্রও ছিল না। এই আয়াতটিও স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, মে'রাজ বস্তুত একটি অতি পবিত্র রূহানী ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণ ছিল। যাতে নবী করীম (সাঃ)-এর কল্পনাতীত উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইংগিত নিহিত রয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৮৭৮)

হাদীস

২৬৭। ইবনে শিহাব ইবনুল মুশাইয়ার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, "যে রাতে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেছিলেন, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং অন্যটিতে ছিল দুধ। তিনি পেয়ালা দু'টির দিকে দেখলেন। তারপর দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলেন। (তা দেখে) হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলে উঠলেন, 'আল্হামদুলিল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ্ আপনাকে স্বভাবধর্ম অর্থাৎ ইসলামের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি শরাবের পেয়ালা তুলে নিতেন তবে আপনার উম্মত গোমরাহীর শিকার হত" (বুখারী –কিতাবুত তাফসীর)।

২৬৮। হযরত মালিক ইবনে সা' সাআ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে যে রাতে আকাশ ভ্রমণ করানো হয়েছিল সে রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে (সাহাবাদেরকে) বলেছেন, "একদা আমি কাবার 'হাতীম' অংশে সটান হয়ে শুয়েছিলাম।....হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট আসলেন। অনন্তর তিনি আমার বুকের এ স্থান হতে এ স্থান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন।....

অতঃপর তিনি (আগন্তুক) আমার হৃৎপিন্ডটি বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি থালা আমার কাছে আনা হ'ল, অতঃপর আমার হৃৎপিন্ডটাকে ধৌত করা হ'ল। তারপর তাকে ঈমানে পূর্ণ করে আবার পূর্বের জায়গায় রাখা হ'ল। অতঃপর আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট ও গাধার চেয়ে বড় একটি শুভ্র জানোয়ার (বাহন) আমার সামনে হাজির করা হ'ল।' জারুদ আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবু হামনা (আনাসের ডাকনাম) ওটাই কি বুরাক ছিল?' আনাস বললেন, 'হাঁ-তার দৃষ্টি যত দূর যেত সেখানে সে পা রাখত অর্থাৎ তার পথ অতিক্রমের গতিবেগ ছিল দৃষ্টি শক্তির গতিবেগের সমান।' [নবী (সাঃ) বলেন] 'অতঃপর আমাকে তার উপর আরোহণ করানো হ'ল।'

তারপর জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে নিয়ে (উর্দ্ধ লোকে) যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে গিয়ে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হ'ল 'কে'? জিবরাঈল বললেন, 'জিবরাঈল।' আবার জিজ্ঞাসা করা হ'ল! আপনার সঙ্গে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ (সাঃ)।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে?' তিনি বললেন হ্যাঁ?' তখন বলা হল, 'তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম!' তারপর দরজা খুলে দেয়া হ'ল। যখন আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম আদম (আঃ)-কে।...তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ওঠানো হলো।..." (বুখারী কিতাবুল মানাকিব হাদীস নং ৩৬০০) [হাদীসটি পাঠ করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটির বিষয়-বস্তু কাশফের মাধ্যমে হুযূর (সাঃ)-কে দেখান হয়েছিল-সংকলক]

মলফূযাত

১৮০। "(হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর) মে'রাজ দৈহিকভাবে হয় নি। বরং তা ছিল এক উচ্চস্তরের দিব্য দৃষ্টি যা ঘুমন্তাবস্থায় ঘটেছিল। এরূপ দিব্যদৃষ্টিতে কোন লোক তাঁর আত্মার ক্ষমতানুযায়ী আলোকের দেহলাভ করে আকাশ মার্গে ভ্রমণ করতে পারে। যেহেতু মহানবী (সাঃ)-এর আত্মা অতি উচ্চস্তরের ছিল সেহেতু তিনি তাঁর মে'রাজ ভ্রমণে আকাশের উর্ধ্বতম স্তরে পৌঁছেছিলেন যাকে মহান আরশ বলা হয়। এই ভ্রমণ ছিল ঘুমন্তাবস্থায় এক আধ্যাত্মিক দিব্য-দৃষ্টি" (এজালায়ে আওহাম, পৃঃ ২৬ ফুটনোট)।

১৪৩। আহলে বায়ত (নবী পরিবার)-দের মর্যাদা। আহলে বায়ত বলতে কাদের বুঝায়।

কুরআন

৪৯৭। হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করে চল; অতএব তোমরা নম্র ও মিহিসুরে কথা বলো না, নতুবা যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হতে পারে, এবং সদা ন্যায়সঙ্গত কথা বলো। 'ক'

৪৯৮। এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্বতন অজ্ঞযুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করো না, এবং নামায কায়েম করো, যাকাত দিও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলো। হে আহলে বায়ত ! (নবী পরিবার!) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের হতে সর্ব প্রকার কলুষ দূরীভূত করতে এবং তোমাদের পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। 'খ' * (৩৩ঃ৩৩-৩৪)

'ক' ৩৩ঃ২৯-৩২; ৫৪;

'খ' ১১ঃ৭৪; ২৮ঃ১৩;

---

* আহলে বায়ত শব্দগুলি দ্বারা প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ মহানবী (সাঃ)-এর পত্নীগণকে বুঝায়। প্রসঙ্গ হতেও এটাই বুঝায়। এছাড়া ১১ সূরার ৭৪ আয়াত এবং ২৮ সূরার ১৩ আয়াতেও এই কথাই বুঝায়। তবে ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা একটি পরিবারের পুত্র কন্যা নাতি নাতনীসহ বাড়ীর সকল সদস্যকেও বুঝিয়ে থাকে। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে 'আহলে বায়ত'-এর অন্তর্গত বলেছেন। মহানবীর প্রসিদ্ধ হাদীস আছে, "সালমান আমার (আহলে বায়ত) পরিবারের সদস্য (সগীর)" (কুরআন মজীদ টীকা ২৩৫৩ শেষাংশ)অ

হাদীস

২৬৯। হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি তার পরিবার পরিজনদের (সেবা ও ভালবাসার) মধ্যেই মনে করবে" (বুখারী–কিতাবুল মানাকিব)।

২৭০। মিসওয়ান ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ফাতেমা আমার দেহেরই একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্নিত করল সে যেন আমাকেই রাগান্নিত করল" (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব)।

২৭১। হযরত ইয়াজিদ ইবনে হাইয়ান, হযরত হুসাইন ইবনে সাবরা এবং হযরত আমর ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যায়দ ইবনে আকরাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একদা মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থ খুমা নামক ঝরণার নিকট আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণার পর আমাদের সতর্ক করে ও উপদেশ দিয়ে বললেন, "হে লোক সকল, আমি একজন মানুষ মাত্র এবং শীঘ্রই খোদার ফিরিশতা আমার নিকট আসবে এবং আমি তার ডাকে সারা দিব। আমি তোমাদের নিকট দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি আল্লাহ্র কিতাব, যার মধ্যে আছে হেদায়াত ও নূর। আল্লাহ্র কিতাবকে শক্ত করে ধরে থাকবে ও বিচ্ছিন্ন হবে না।" তিনি এর উপর বিশেষ জোর দিলেন এবং ইহাকে অবলম্বন করার প্রতি চাপ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'দ্বিতীয়টি আমার পরিবার। আল্লাহ্র নামে আমি আমার পরিবার সম্পর্কে সতর্ক করছি, আল্লাহ্র নামে আমি আমার পরিবার সম্পর্কে সতর্ক করছি।' "তখন হুসাইন বললেন, "হে যায়েদ! তাঁর পরিবারের সদস্য কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর পরিবারের সদস্য নয়?"

তখন যায়েদ (রাঃ) বললেন, "তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর পরিবারের সদস্য এবং তারাও যাদেরকে তাঁর পর সদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে", হুসাইন জিজ্ঞাস করলেন, "তারা কারা" হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, "তারা আলী-আকীল, যাফর ও আব্বাসের (রাঃ)-এর বংশধর। তাদের সকলকেই সদকা গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে" (মুসলিম)।

মলফূযাত

১৮১। "এতে কোন সন্দেহ নেই যে রোযার কল্যাণ অতি মহান। কিন্তু অসুখ-বিসুখ ও রোগ-ব্যাধি মানুষকে এই নেয়ামত ও কল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত রাখে। আমার স্মরণ আছে আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, রোযা রাখা আহলে - বায়াত (রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র পরিবার এর) সুন্নত। আমার (ইমাম মাহদী (আঃ)) সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন 'সালমান আমাদের তথা আহলে বায়তের শামিল' (আল বদর, ১ম খন্ড, সপ্তম সংখ্যা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯০২)

১৪৪। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবাদের মর্যাদা।

কুরআন

৪৯৯। মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল, এবং যারা তার সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখতে পাবে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে। সেজদার চিহ্নের দরুন তাদের চেহারায় তাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রয়েছে। তাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে এবং ইঞ্জিলেও আছে, তাদের বিবরণ এক শস্য ক্ষেতের ন্যায়, যা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর তাকে সুদৃঢ় করে ফলে তা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর তা' স্বীয় কান্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাদের (মোমেনদের উন্নতির) দ্বারা কাফেরদের ক্রোধান্বিত করেন। তাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন। 'ক' * (৪৮ঃ৩০)

'ক' ২৪;৩৮-৩৯; ৯ঃ১০০, ১১৭;২৬ঃ২২০; ৩৭ঃ২-৪; ৫১ঃ২-৫; ৭৩ঃ২১; ৭৭ঃ২-৭; ৭৯ঃ২-৬; ১০০ঃ২-৬;

---

* 'তাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে' বাক্য দ্বারা বাইবেলের এই বর্ণনাকে বুঝাচ্ছে-'তিনি বললেন সদা প্রভু সীনয় হতে আসলেন.... ফারান পর্বত হতে আপন তেজ প্রকাশ করলেন এবং দশ সহস্র পবিত্র আত্মাসহ আগমন করলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ঃ২)। 'ইঞ্জীলে তাদের বর্ণনা শস্য বীজ সদৃশ্য' বলতে বাইবেলের এই নীতি গল্পকে বুঝাচ্ছে-'দেখ, একজন বীজ বপক বীজ বপন করতে গেল। বপনের সময় কতক বীজ পথের পার্শে পড়ল, তাতে পক্ষীরা এসে তা খেয়ে ফেলল। আর কতক বীজ পাষাণময় ভূমিতে পড়ল, যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না, তাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়াতে তা' শিঘ্র অঙ্কুরিত হয়ে উঠল, কিন্তু সূর্য উঠলে পর পুড়ে গেল এবং তার মূল না থাকাতে শুকিয়ে গেল। আর কতক কাঁটা বনে পড়ল এতে কাঁটা গাছ বেড়ে তা' চেপে রাখল, আর কতক বীজ ভূমিতে পড়ল ও ফলদিতে লাগল, কতক শতগুণ, কতক ষাট গুণ, কতক ত্রিশ গুণ (মথি ১৩ঃ৩-৮)। প্রথম বিবরণটি হযরত নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণের উপর প্রযোজ্য হয়। ইঞ্জিলের বর্ণনাটি হযরত ঈসা (আঃ) এর সদৃশ্য প্রতিশ্রুত মুহাম্মদী মসীহের অনুসারীদের উপর প্রযোজ্য বলে মনে হচ্ছে। তারা অতি নগন্য প্রারম্ভিক অবস্থা হতে ধীরে ধীরে বিরাট বিশ্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তারা ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের বাণী ও বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছতে থাকবে যে পর্যন্ত ইসলাম অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ না করে। বিরুদ্ধবাদীরা এবং প্রতিপক্ষ ধর্মগুলি তখন ঈর্ষাপরায়ণতার সহিত এই ইসলামী নব অভ্যুত্থানের শক্তি সামর্থ ও মর্যাদার দিকে বিস্ময়াভূত ভাবে তাকাতে থাকবে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৭৮৬)

হাদীস

২৭২। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার সময়কার তৎপর তারা যারা সন্নিহিত সময়ে হবে।' (মুসলিম)

২৭৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তৎপরবর্তী যুগের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তোমরা আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর তবুও আমার সাহাবীদের এক মুদ (প্রায় একসের) কিংবা আধামুদ (আধাসের যব অথবা গম ব্যয় করার সওয়াব) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (অর্থাৎ) নিয়তের বিশুদ্ধতা ও একনিষ্ঠতার কারণে তাদের সামান্যতম দানও আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।' জারীর, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে দাউদ, আবু মুয়াবিয়া ও মুযাজির আমশ হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (বুখারী)

২৭৪। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলীরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মত তিহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে, কিন্তু এক ফেরকা (সম্প্রদায়) ব্যতীত বাকী সব দোযখে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই সম্প্রদায় কোনটি ইয়া রাসূলাল্লাহ!' তিনি বললেন, 'তারা ঐ সম্প্রদায় যারা আমার সাহাবীদের সুন্নত অনুসরণ করবে।' (তিরমিযী-কিতাবুল ঈমান)

মলফূযাত

১৮২। 'সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর এই নমুনা আমি আমার জামাতের মধ্যে দেখতে চাই, তারা যেন আল্লাহ্তাআলাকে অগ্রগণ্য করেন, শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করেন এবং কোন কিছু যেন তাদের এই পথের প্রতিবন্ধক না হয় । তারা যেন মাল ও জানকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) চাইতেন আল্লাহ্তাআলা যেন তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদি ও এই পথে তাদের কতইনা যাতনা ও সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। যদি তাঁদের মধ্যে কেহ বিপদ ও সংকটাবলীর মধ্যে পতিত হতেন এবং এতে বিলম্ব হত, তবে তিনি কাঁদতেন, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন, তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই সকল পরীক্ষা ও সংকটের তলদেশেই আল্লাহ্তাআলার রেজামন্দি ও সন্তুষ্টির সনদ এবং ধনভান্ডার লুক্কায়িত রয়েছে...সাহাবাগণ যে মোকামে উপনীত হয়েছিলেন তা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :-

'মিনহোম মান কাযা নাহবাহু ও মিনহোম মাই ইয়ান তাযের।' অর্থাৎ 'তাদের মধ্যে কতকজন শাহাদত বরণ করেছেন, যেন তা বরণ করেই তারা আসল উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়েছেন, আর তাদের অপরাপরগণ এই প্রতীক্ষায় রয়েছেন, যাতে তাঁদের শাহাদত বরণের সৌভাগ্য ঘটে।' সাহাবাগণ (রাঃ) দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন নি, যেন দীর্ঘজীবী হতে পারেন এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য লাভ করে চিন্তামুক্ত ও ভোগ বিলাসের জীবন-যাপনের উপকরণ সৃষ্টি হয়। আমি যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর এই আদর্শ ও নমুনা প্রত্যক্ষ করি তখন আঁ হযরত (সাঃ) এর পবিত্রকরণ শক্তি এবং তাঁর ফয়যান ও কল্যাণ প্রবাহের চরমত্বের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দানে বাধ্য হই। কি কল্পনাতীত পরিবর্তন তিনি তাঁদের জীবনে ঘটিয়েছিলেন-তিনি তাঁদের সম্পূর্ণ খোদামুখী করে দিয়েছিলেন।' (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)

১৪৫। মোহাজের সাহাবীদের প্রতি আনসার সাহাবায়ে কেরামদের মমত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ। পূর্ববর্তী মোহাজেরদের প্রতি পরবর্তীদের শ্রদ্ধা।

কুরআন

৫০০। এবং এই মাল তাদের জন্যও যারা তাদের (হিজরতের) পূর্বে (মদীনায়) বাসগৃহে বসবাস করছিল এবং ঈমান এনেছিল; তারা তাদেরকে ভালবাসে যারা তাদের নিকট হিজরত করে আসে, এবং তারা নিজেদের বক্ষস্থলে সেই সম্পদের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বোধ করে না যা তাদেরকে (মুহাজেরীনদেরকে) দেয়া হয়, এবং নিজেদের দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এবং যাকে তার আত্মার কৃপণতা হতে রক্ষা করা হয়, তারাই বস্তুতপক্ষে সফলকাম। 'ক'*

৫০১। এবং যারা তাদের পরে আসল, তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সকল ভাইকে ক্ষমা কর যারা ঈমানে আমাদের উপর অগ্রগামিতা লাভ করেছে, এবং আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল, পরম দয়াময়।' ** (৫৯ঃ১০-১১)

'ক' ৮ঃ৭৩;

---

* এই কথাগুলি, আনসারদের (মদীনার সাহায্যকারী মুসলমান) আত্মত্যাগ, আতিথেয়তা ও শুভেচ্ছার বিরাট সাক্ষ্য ও প্রশংসাপত্র। মোহাজেরগণ তাদের ধন সম্পদ সবকিছু মক্কাতে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেবলমাত্র প্রাণ নিয়ে তারা নিরুপায়ের মত মদীনায় পৌছিলে, মদীনাবাসী মুসলমানেরা তাদেরকে প্রাণ খুলে স্বাগত জানালেন এবং নিজেদের সব কিছুতেই তাদেরকে সম-অংশীদার বানালেন। যে প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব মহানবী (সাঃ) মক্কার আশ্রয় প্রার্থী ও মদীনার সাহায্যকারীগণের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন, এবং এই আয়াতে যার সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে তা মানব-সম্পর্কের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে বিরাজ করবে। (কুরআন মজীদ টীকা ৩০২৩)

** এ কথাগুলি সম্ভবতঃ ঐ সকল মোহাজেরদের জন্য প্রযোজ্য যারা পরবর্তী কালে মক্কা হতে মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন অথবা অনাগত ভবিষ্যতের মুসলমান মোহাজেরদের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা ৩০২৪)

হাদীস

২৭৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় আমাদের নিকট আসলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর ও সাদ ইবনে রবি (রাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন- আর সাদ ছিলেন অধিক সম্পদের অধিকারী। তখন সাদ (রাঃ) তাকে বললেন, 'আনসাররা সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী। খুব শীগগীরই আমি আমার সমস্ত সম্পদ তোমার ও আমার মধ্যে দু'ভাগ করে দিব। আর আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তাদের কাকে পছন্দ হয় দেখ, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। যখন সে হালাল হবে (তার ইদ্দত পূর্ণ হবে) তখন তুমি তাকে বিয়ে করবে।' আব্দুর রহমান (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। (আমার এতে প্রয়োজন নেই) বরং তোমাদের বাজারটা আমাকে বলে দাও।' (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব)

২৭৬। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, অথবা আবুল কাসেম (সাঃ) বলেছেন, "যদি আনাসাররা কোন ময়দানে বা ঘাঁটিতে প্রবেশ (গমন) করে তবে অবশ্যই আমি আনসারদের ময়দানে প্রবেশ করব। যদি হিজরতের আদেশ না হত (এবং আমি হিজরতের মর্যাদা লাভ না করতাম) তবে আমি আনসারদের একজন হতাম।" হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "আমার পিতা মাতা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জন্য উৎসর্গ হোক, তিনি এটা অতিশয়োক্তি করেন নি। কেন না, আনসাররাই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তারাই তাঁকে সাহায্য করেছেন।" অথবা (অনুরূপ) অপর কোন বাক্য (আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন)। (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব)

২৭৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ মোনাফেকীর (কপটতার) নিদর্শন" (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব)।

২৭৮। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আনসাররা আমার শক্তির উৎস ও আমার আমানতের ভান্ডারে লোকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। সুতরাং তোমরা তাদের পুণ্যবানদের (পুণ্যের কাজকে) গ্রহণ কর এবং তাদের অন্যায়কারীদের (অন্যায় আচরণকে) ক্ষমা কর" (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব)।

মলফূযাত

১৮৩। "অন্যত্র কে এরূপ সুবৃহৎ জামাতের অস্তিত্ব দেখাতে পারে, যা সংখ্যায় দশ সহস্র হতেও বেড়ে গিয়েছিল এবং পূর্ণ আনুগত্য, বিনয়, আত্মত্যাগ সহকারে একেবারে আত্মভোলা হয়ে সত্য লাভ করবার ও সত্যবাদিতা শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে নবীর দ্বারে দিবা রাত্র পড়ে থাকত? অবশ্য হযরত মুসা (আঃ) এক জামাত লাভ করেছিলেন, কিন্তু তারা যে কি প্রকার ও কতখানি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল এবং আধ্যাত্মিক সাহচার্য ও নিষ্ঠা হতে বঞ্চিত ও বিবর্জিত ছিল, তা বাইবেল ও ইহুদীদের ইতিহাস হতে পাঠকেরা উত্তমরূপে অবগত আছেন। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ)-এর শিষ্যমন্ডলী আপন রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসরণে এরূপ ঐক্য ও আধ্যাত্মিক নৈকট্য অর্জন করেছিলেন যে ইসলামী ভ্রাতৃত্যের দিক দিয়ে সত্য সত্যই তাঁরা একাঙ্গস্বরূপ হয়ে গিয়েছিলেন" (ফতেহ ইসলাম)।

১৪৬। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন তথা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব।

কুরআন

৫০২। তিনিই উম্মিদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে এক রসূল আবির্ভূত করেছেন যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে, এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

৫০৩। এবং (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের তাদের মধ্য হতে অন্যদের মধ্যেও যারা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি। এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। 'ক' (৬২ঃ৩-৪)

৫০৪। এবং শহরের দূরপ্রান্ত হতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে আসল, সে বলল, 'হে আমার জাতি! তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। * (৩৬ঃ২১)

'ক' ১১ঃ১৮; ৬১ঃ৭-৮;

---

* 'মিন আকসাল মাদীনাতে'- 'শহরের দূরপ্রান্ত হতে' কথা দ্বারা এ-ও বুঝায় যে, ইসলামের কেন্দ্রস্থল (মক্কা মুয়াযযামা) হতে বহু দূরবর্তী কোন স্থান হতে।

'রাজুলুন' দ্বারা হয়ত 'প্রতিশ্রুত মসীহ এর' প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা মহানবী (সাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীসে প্রতিশ্রুত মসীহ মাহদীকে রাজুলুন বলিয়া অভিহিত করা হয়েছে। (বুখারী-কিতাবুত তফসীর) (নীচে দেখুন -সংকলক)

'ইয়াস্'আ' (দৌড়ানো) শব্দটি অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। কতিপয় হাদীসে মহানবী (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কেও এরকম শব্দ ব্যবহার করেছেন, যদ্বারা এটাই বুঝায় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, ব্যস্ততা ও দ্রুততার সাথে ঝটিকা প্রবাহের মত ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করবেন। (কুআন মজীদ টীকা ২৪৩৬-২৪৩৮)

হাদীস

২৭৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা যখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম ঠিক সেই সময় সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হ'ল। আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলাম যে এই সূরাতে উল্লেখিত 'তাদের অন্য দল যারা এখনও তাদে সঙ্গে মিলিত হয় নি' সেই অন্যদল কারা। সালমান ফারসী আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার বার প্রশ্ন করায় হুযূর (সাঃ) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে চলে যায় তথাপি এদের (পারশ্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চয় তা ফিরিয়ে আনবে" (বুখারী-কিতাবুত্ তফসীর)।

২৮০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ঈসা ইবনে মরিয়ম নাযেল হবেন এবং তোমাদের মাঝে তোমাদের ইমাম হবেন" (বুখারী-কিতাবুল আম্বিয়া)।

২৮১। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায়বিচারক মিমাংসাকারী ইমাম মাহদীরূপে । তিনি ক্রুস ধ্বংস করবেন, শূকর বধ করবেন ও ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন" (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)।

মলফূযাত

১৮৪। " 'তকমীলে হেদায়াত' বা বিধি ব্যবস্থার পূর্ণতা আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রথম আগমনে সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' তাঁর দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণ হবে। সূরা জুমুআর যে আয়াতে, 'আখারীনা মিনহুম' এসেছে, তা হতে বুঝা যায় যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর আত্মিক প্রভাবে, আর একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। এ হতে অনুমান করা যায় যে, বুরুযী রঙ্গে আঁ হযরত (সাঃ) আবার আসবেন। অর্থাৎ তাঁর আত্মিক শক্তি অন্য কোন মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যাবে" (তবলীগে হক) ।

১৩। হযরত ঈসা (আঃ)

১৪৭। হযরত ঈসা (আঃ) তওরাতের সত্যায়নকারী বনী ইসরাঈলের নবী। তিনি খোদাও নন বা খোদার পুত্রও নন।

কুরআন

৫০৫। এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তার পূর্ববর্তী তওরাতে যা ছিল তার সত্যায়নকারী করে তাদের (পূর্ববর্তী নবীগণের) পদাংক অনুসরণে প্রেরণ করেছিলাম, এবং তাকে ইনজীল প্রদান করেছিলাম যাতে হেদায়াত ও নূর ছিল এবং তা তার পূর্ববর্তী তওরাতে যা ছিল তার সত্যায়নকারী এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশস্বরূপ ছিল। 'ক' (৫ঃ৪৭)

৫০৬। এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূলরূপে (এই পয়গামসহ প্রেরণ করবেন) যে, 'আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে এক নিদর্শনসহ এসেছি।' 'খ' (৩ঃ৫০)

৫০৭। নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র এক রসূল মাত্র, এবং তাঁর কালাম (এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যা তিনি মরিয়মের উপর নাযেল করেছিলেন এবং তাঁর তরফ হতে একটি রূহ (রহমত) ছিল; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আন, এবং বলো না যে, (আল্লাহ্) তিন।' তোমরা (এরূপ কথা হতে) বিরত হও, এটা তোমাদের জন্য উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই এক অদ্বিতীয় মা'বূদ, তিনি তা হতে পবিত্র যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে, যা কিছু আকাশ মন্ডলে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই তাঁর এবং কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। 'গ' (৪ঃ১৭২)

'ক' ২ঃ৮৮; ৩ঃ৫১; ৫৭ঃ২৮; 'খ' ৪৩ঃ৬০; ৬১ঃ৭; 'গ' ৩ঃ৪৬,৫২; ৪ঃ১৭৩; ৫ঃ১৮,৭৩,১১৮; ৬ঃ১৩১-১৩২; ১৭ঃ১১২; ১৯ঃ৩১-৩৭; ২১ঃ২৭; ২৫ঃ৩; ৩৯ঃ৫; ৪৩ঃ৮২-৮৩; ৭২ঃ৪-৫;

হাদীস

২৮২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে(এই হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, '(খবরদার।) আমার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত করো না। যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) সম্পর্কে করেছিল নাসারাগণ। আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল।' (বুখারী–কিতাবুল আম্বিয়া)

মলফূযাত

১৮৫। "কারণ তওরাত যেখানে কেবল ইহুদীগণের জন্য নাযেল হয়েছিল এবং হযরত ঈসা (আঃ) কেবল বনী ইসরাঈলের মেষগণের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, সেখানে অন্যের সাথে তার কি সম্বন্ধ ছিল যে, তাদের প্রতি বিচার (আদল) ও অনুগ্রহ (এহসান) শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন হতে পারে? অতএব ঐ সকল আদেশাবলী বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদি সীমাবদ্ধ না থাকতো, তবে হযরত ঈসা (আঃ) জনৈকা স্ত্রীলোকের সকরুণ কান্না-কাটি এবং কাতর নিবেদন শুনেও কিরূপে তিনি তার প্রতি দয়া পরবশ হলেন না এবং উত্তর দিলেন, 'আমি কেবল বনী ইসরাঈলদের জন্য প্রেরিত হয়েছি" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

১৮৬। "কিন্তু হে প্রিয়গণ! খোদা আপনাদের প্রতি সদয় হোন এবং আপনাদের চোখ খুলে দিন। হযরত ঈসা (আঃ) খোদা নন। তিনি তো মাত্র একজন নবী, এক বিন্দুও তা হতে অধিক কিছু নন। খোদার শপথ করে বলছি, আমি তাঁর [হযরত ঈসা (আ:)] প্রতি এরূপ সত্যিকার প্রেম ও মহব্বত পোষণ করি যা আপনারা করেন না। এবং সেই আলোকের দ্বারা তাঁকে চিনি ও সনাক্ত করি আপনারা যদ্বারা আদৌ সনাক্ত করেন না। এতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি খোদাতাআলার একজন প্রিয় এবং মনোনীত নবী ছিলেন। এবং সেই সকল ব্যক্তির মধ্যকার ছিলেন যাদের উপর বিশেষ কৃপা বর্ষিত হয় এবং যাদেরকে খোদার হস্ত দ্বারা পবিত্র করা হয়, কিন্তু তিনি খোদাও ছিলেন না খোদার পুত্রও ছিলেন না" (হকীকাতুল ওহী)।

১৪৮। হযরত ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

কুরআন

৫০৮। আমি তাদেরকে কিছুই বলি নাই, কেবল তা ব্যতিরেকে যার আদেশ তুমি আমাকে দিয়েছিলে যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমার মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী। 'ক'* (৫ঃ১১৮)

৫০৯। এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তার পূর্বের সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়েছেন। অতএব সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালির উপর (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে? 'খ' ৩ঃ১৪৫)

'ক' ৩ঃ৫৬; ৪ঃ১৫৮,১৫৯; ১৯ঃ৩২-৩৫; 'খ' ৫ঃ৭৬; ১৬ঃ২১-২২; ২১ঃ৯,৩৫; ৪৩ঃ৫৮-৬০; ২৫ঃ২১;

* (কুরআন মজিদ টীকা ৮১৪ দেখুন)

হাদীস

২৮৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একদিন খুতবা দিবার সময় বললেন, 'জেনে রাখ, (কিয়ামতের দিন) আমার উম্মতের কিছু লোককে আনা হবে। তাদেরকে পাকড়াও করে দোযখের দিকে নিতে শুরু করলে আমি বলব, 'হে রব! এ দেখছি আমার উম্মতের কিছু লোক।' তখন আমাকে বলা হবে, 'তুমি জান না, তোমার পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে আসার পর তারা কী কী অন্যায় কাজ করেছে।' তখন আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় বলব, 'আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিনই তাদের খোঁজ খবর নিয়েছি এবং তত্ত্বাবধান করেছি। তারপর আপনি যখন আমার মৃত্যু দিলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক। আপনি তো সবকিছুরই রক্ষক ও তত্ত্বাধায়ক।' এরপর আমাকে বলা হবে, 'যখন থেকে আপনি তাদের রেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছেন তখন থেকেই তারা দীনকে পরিত্যাগ করেছে।' (বুখারী-কিতাবুত্ তফসীর)

২৮৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক ইবনে সামা'আ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (সাঃ) সাহাবাদের নিকট মি'রাজ রজনী সম্বন্ধে বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন, "অনন্তর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে উপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আসমানে এসে পৌঁছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'কে?' জবাব দিলেন, 'আমি জিব্‌রাঈল।' প্রশ্ন করা হল, 'সাথে কে?' বললেন, 'মুহাম্মদ'। জানতে চাওয়া হ'ল, 'তাঁকে ডাকা হয়েছে?' জবাব দিলেন, 'হাঁ'। অতঃপর যখন আমরা ছাড়া পেলাম এবং সেখানে পৌঁছলাম তখন (হযরত) ইহাহিয়া ও (হযরত) ঈসা (আঃ)-কে দেখলাম। এরা উভয়ে খালাত ভাই (ছিলেন)। জিবরাঈল বললেন, 'তারা হলেন, (হযরত) ইয়াহিয়া ও (হযরত) ঈসা। তাঁদের সালাম করুন।' তারাও সালামের জবাব দিলেন তারপর বললেন, 'হে নেক ভাই ও নেক নবী; মারহাবা।' (বুখারী-কিতাবুল আম্বিয়া)

২৮৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন ওফাত পান তখন হযরত আবুবকর (স্বীয় বাসগৃহ) সুনহাতে ছিলেন। রাবী ইসমাইল বলেন, 'সুনহা মদীনার উপরিভাগে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে উমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন,'আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওফাত পান নি'। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'উমর (রাঃ) বললেন,'আল্লাহ্‌র কসম! আমার অন্তরে এই ধারণা জেগেছিল (যে, তিনি ওফাত পান নি)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁকে আবার দুনিয়ায় পাঠাবেন কতকগুলো লোকের হাত পা কেটে দেয়ার জন্য (যারা তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করে বেড়াচ্ছে)।' ইতোমধ্যে আবুবকর (রাঃ) এসে পৌঁছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখের আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুমু খেলেন। তারপর বললেন,'আমার পিতা-মাতা আপনার চরণে উৎসর্গ হোক। জীবনে-মরণে আপনি পূত-পবিত্র। ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ আপনাকে কখনও দুই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না (যেমন উমর ধারণা করেছিলেন)।' অতঃপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উমর (রাঃ)-কে বললেন, 'হে হলফকারী থামুন, ধৈর্য ধারণ করুন (অতটা হৈ চৈ করবেন না)।' আবূ বকরের কথা শুনে উমর বসে পড়লেন। তারপর আবূ বকর (রাঃ) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং বল্‌লেন। '(যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূজারী তারা জেনে নাও যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছে। আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করছ (তারা নিশ্চিত থাক যে,) নিশ্চয় (তাদের) আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর কখনও মৃত্যু হবে না।' অতঃপর আবুবকর (রাঃ)

কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, 'নিশ্চয় আপনি মরণশীল আর তারাও মরণশীল।' তিনি আরও পাঠ করলেন, (আল্লাহ্ বলেন) 'মুহাম্মদ একজন রসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বের রসূলগণ (দুনিয়া থেকে) বিদায় নিয়েছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান বা তাঁকে হত্যা করা হয় তবে কি তোমরা অতীতের (জাহেলিয়তের) দিকে প্রতাবর্তন করবে? যারা অতীতের (জাহেলিয়তের) দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন তারা করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ (তার নিয়ামতের প্রতি) কৃতজ্ঞ বান্দাদের (উত্তম) প্রতিদান দিবেন।' রাবী বলেন, [আবু বকর (রাঃ)এর কথা শুনে] লোকেরা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল" (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব)।

মলফূযাত

১৮৭। "খুব স্মরণ রেখ যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনা সাব্যাস্ত হওয়া ভিন্ন ক্রুশ ধর্মবাদ কখনও উৎপটিত হবে না। এমতাবস্থায় কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁকে জীবিত মনে করে কী লাভ? তাঁকে মরতে দাও, তবে একেশ্বরবাদ পুনর্জীবন লাভ করবে। আল্লাহ্তাআলা নিজের বাক্যে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মে'রাজের রাত্রে অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের দলে তাঁকেও দেখেছিলেন" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৪৯। হযরত ঈসা (আঃ) বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেন।

কুরআন

৫১০। সে (ফিরিশতা) বলল,'আমি তো তোমার প্রভুর এক বাণী-বাহক মাত্র, যেন আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র (সম্পর্কে সুসংবাদ) দান করি। 'ক'

৫১১। সে বলল, আমার পুত্র সন্তান কীরূপে হবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই।

৫১২। সে (ফিরিশতা) বলল, 'এ রূপেই হবে' তোমার প্রভু বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজ; এবং (তা এজন্য করব) যে, আমরা তাকে আমাদের তরফ হতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমতের কারণ করি; এবং এটাই তকদীরে নির্ধারিত হয়ে আছে। 'খ' *

৫১৩। অতএব সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী নিরালায় চলে গেল। ** (১৯ঃ২০-২৩)

'ক' ৩ঃ৪৬ 'খ' ৩ঃ৪৮,৬০;

---

* "এবং এটাই তকদীরে নির্ধারিত হয়ে আছে" উক্তির মর্ম এই যে, পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়মের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করবে এবং এই ঐশী ফয়সালা অপরিবর্তনীয় । (কুরআন মজীদ টীকা ১৭৫৪)

* কুরআন মজীদ টীকা ১৭৫৫ দেখুন

হাদীস

২৮৬। হযরত উবাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল; আর নিশ্চয় ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র রসূল ও তাঁর সেই কলেমা যা তিনি মরিয়মকে পৌছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ মাত্র; জান্নাত সত্য জাহান্নাম সত্য,' তার আমল যাই হোক আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর (অন্য সনদে) 'জুনাদা এ কথাগুলো বাড়িয়ে বলেছেন, 'জান্নাতের আট দরজার যেখান দিয়েই সে যাবে (আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)" (বুখারী-কিতাবুল আম্বিয়া)।

মলফূযাত

১৮৮। হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর ষষ্ঠদশ বিশেষত্ব এই ছিল যে, বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করার জন্য তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর সদৃশ ছিলেন" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)।

১৪। হযরত আদম (আঃ)

১৫০। নবীগণ আল্লাহ্‌র খলীফা। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রথম খলীফা বা প্রথম নবী, প্রথম মানুষ নন। সভ্যতার ক্রম বিকাশ প্রথম তাঁর মাধ্যমেই শুরু হয়।

কুরআন

৫১৪। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তাগণকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে চলেছি', তারা বলল, 'তুমি কি তাতে এমন কাকেও নিযুক্ত করবে, যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ গুণ কীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি ।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জান না।' 'ক' *

৫১৫। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর তাদেরকে ফিরিশ্‌তাদের সম্মুখে রাখলেন এবং বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 'খ' ** (২ঃ৩১-৩২)

'ক' ৩৮ঃ২৭; 'খ' ২ঃ৩৩-৩৪;

---

* হযরত আদম (আঃ) যিনি প্রায় ছ' হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে বাস করেছিলেন, তাঁকেই সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রথম মানব বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু কুরআন এই মতবাদ সমর্থন করে না। এই বিশ্ব, সৃষ্টি ও সভ্যতার বিভিন্ন চক্র বা বলয় অতিক্রম করেছে। বর্তমান মানব জাতির পূর্ব-পুরুষ চলতি বলয়ের প্রথম সংযোগ কড়া। তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে একেবারে আদি মানব নন, বরং তিনি বর্তমান বলয়ের প্রথম সভ্য মানব, যার মাধ্যমে নতুন বলয়ের নব সভ্যতার ক্রম বিকাশের নব ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে। বহু জাতির উত্থান পতন হয়েছে। অনেক সভ্যতার আগমন নির্গমন ঘটেছে। আমাদের পিতৃ-পুরুষ আগমনের পূর্বে সভ্যতার পত্তনকারী অন্যান্য আদমও এসেছেন। অন্যান্য জাতি গোষ্ঠিরও উদ্ভব ও বিন্যাস ঘটেছে। অন্যান্য সভ্যতার চক্রও আমাদের আদমের পূর্বেই এসেছে ও গত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের সূফীকুল শিরোমণি হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী বলেন যে, তিনি একবার স্বপ্নে দেখলেন, তিনি কা'বা শরীফের তওয়াফ করছেন। স্বপ্নের মধ্যেই একজন লোক তাঁর সম্মুখে এসে দেখা দিলেন এবং নিজেকে তাঁর পূর্বপুরুষ বলে পরিচয় দিলেন। ইবনে আরাবী জিজ্ঞাসা করলেন,"আপনার মৃত্যু কবে হয়েছিল" লোকটি উত্তরে বললেন, "চল্লিশ হাজার বছরেরও বেশি হবে আমার মৃত্যু হয়েছে।" ইবনে আরাবী বললেন, "আদম (আঃ) হতে আমাদের বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, এই দীর্ঘ সময় তো তার চেয়েও অনেক বেশি।" ঐ ব্যক্তি বললেন, "তুমি কোন্ আদমের কথা বলছ? তোমাদের সর্ব নিকটবর্তী আদমের কথা না অন্য কোন আদমের কথা?" ইবনে আরাবী বলছেন যে তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি হাদীস তাঁর মনে পড়ল যার মর্ম হল আল্লাহ্ এক লক্ষেরও বেশি আদমকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তখন ইবনে আরাবী নিজে নিজে বললেন,"এই ব্যক্তি যিনি আমার পূর্বপুরুষ হবার দাবী করছেন, তিনি নিশ্চয় পূর্ববর্তী আদমগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন" (ফতুহাতে মক্কীয়া, ২য় খন্ড)।

একথা দাবি করা হচ্ছে না যে, আদম (আঃ)-এর পূর্বে যে মানবগোষ্ঠী পৃথিবীতে বসবাস করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে ধবংস হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ তাদের মধ্য হতে কিছুলোক অতি হীন অবস্থায় টিকে ছিল, যাদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ)ও একজন ছিলেন। সেই অবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে একটি নতুন মানব গোষ্ঠির পূর্বপুরুষ ও একটি নতুন সভ্যতার পত্তনকারী নবীরূপে নির্বাচন করলেন। এই হিসাবে তিনি এক নবজীবনের সূচনাকারীরূপে পরিগণিত হলেন। যেহেতু খলীফা শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী, সেহেতু এটা স্পষ্টত বুঝা যায় যে, আদমের পূর্বেও মানুষ ছিল এবং তিনি তাদের উত্তরাধিকারী হলেন। আমাদের পক্ষে বলা কঠিন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এই আদমের বংশধর না পূর্ববর্তী কোন আদমের বংশধর।

আদম (আঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কোথায় তাঁকে সংস্কারকরূপে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল, ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক কথাই বলা হয়েছে। সাধারণ বিশ্বাস এটাই যে, তাঁকে বেহেশ্‌তে রাখা হয়েছিল এবং পরে তাঁকে সেখান হতে বিতাড়িত করে পৃথিবীতে কোথাও স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ শব্দগুলি এই অভিমতকে সরাসরি খন্ডন করে এবং সুস্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, আদম (আঃ) পৃথিবীতে বসবাস করেছিলেন এবং পৃথিবীর মধ্যেই সংস্কারকার্যে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। খুব সম্ভব প্রথমে তাঁর বাসস্থান ছিল ইরাকে, পরে প্রতিবেশী কোন অঞ্চলে যাবার জন্য তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (কুরআন মজীদ টীকা ৬১)

** কুরআন মজিদ টীকা ৬১-ক দেখুন।

হাদীস

২৮৭। "এ জন্যই বোধ হয় আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত আদম (আঃ)-কে কেউ কেউ শেষ আদম বলেন। এতেও অনুমান হয় যে বর্তমান মানব জাতির পূর্বে হয়ত আরও বহু মানব জাতির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও সে কথা অনেকটা সমর্থন করে এবং কোন কোন বর্ণনায় এর অস্পষ্ট আভাসও পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ বাকের (রহঃ) বলেছেন যে, এই আদমের পূর্বে সহস্র আদম সৃষ্টি হয়েছিল। এই শ্রেণীর আরও একাধিক বিক্ষিপ্ত বর্ণনা বিদ্যমান আছে" (তফসীরে কুরআন শরীফ মৌলানা আব্দুল হাকীম)।

মলফূযাত

১৮৯। আমি একথা বলছি না পৃথিবীর আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সময় সাত হাজার বছর কারণ পবিত্র কুরআন হতে জানা যায় যে, বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আদম (আঃ) জন্মের পূর্ব হতেই পৃথিবীর অস্তিত্ব বর্তমান আছে। অবশ্য আমরা একথা বলতে পারি না যে, তখন এই পৃথিবীতে কী ধরনের মানুষ বসবাস করত, কেননা আমাদের হাতে এর কোন বিস্তারিত তথ্য নেই। কিন্তু এটা অনুধাবন করা যায় যে পৃথিবীর এক একটি কার্যক্রম সাত হাজার বছর ব্যাপিয়া থাকে এবং তাকে সাত দিনও বলা যায় যেহেতু একদিন (আল্লাহ্‌র নিকট) এক হাজার বছরের সমান। আমরা বলতে পারি না যে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবী কতটি কালক্রমের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং আমাদের আদম (আঃ) হতে কতজন আদম গত হয়েছেন। (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা।)

১৫১। হযরত আদম (আঃ)-কে যে জান্নাতে বসবাসের কথা বলা হয়েছিল তা পৃথিবীরই কোন জান্নাত বা বাগান।

কুরআন

৫১৬। এবং আমরা বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে বসবাস কর এবং তা হতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছে তৃপ্তি সহকারে আহার কর, কিন্তু এই গাছটির নিকট যেও না, নচেৎ তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। 'ক' * (২ঃ৩৬)

'ক' ২ঃ৩৭; ৭ঃ২০-২১; ২০ঃ১১৮-১২২;

---

* জান্নাত শব্দটি এস্থলে বেহেশ্‌তকে বুঝাচ্ছে না বরং এর শাব্দিক অর্থ বাগানকে বুঝাচ্ছে। বেহেশত তুল্য যে উদ্যানে আদম (আঃ)-কে প্রথম বসবাস করার জন্য দেয়া হয়েছিল, সেই উদ্যানের কথাই এখানে উল্লেখিত হয়েছে। এটা বেহেশ্‌ত বা স্বর্গ হতে পারে না। এর প্রথম কারণ এই যে, আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতেই থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল (২ঃ৩৭)। দ্বিতীয় কারণ এইযে বেহেশত এমনই এক স্থান, যাতে প্রবেশকারীকে কখনও বিতাড়িত করা হয় না। (১৫ঃ৪৯) । অথচ পরবর্তী আয়াতেই হযরত আদম (আঃ) কে এই জান্নাত ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। এটা দ্বারা বুঝা যায়, যে জান্নাতে (বাগানে) হযরত আদম (আঃ)-কে থাকতে দেয়া হয়েছিল তা এই পৃথিবীর বুকেই ছিল। স্থানটি ফল পুষ্প সমাকীর্ণ সবুজ বনানীর ছায়া মন্ডিত হওয়ায় একে জান্নাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। আধুনিক গবেষণা মূলে জানা গিয়েছে যে ,এই স্থানটি ইরাক বা আসিরিয়ার ব্যাবিলনের ইডেন গার্ডেন বা স্বর্গোদ্যান ছিল, (এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার 'উর' অধ্যায় দেখুন)। (কুরআন মজীদ টীকা ৬৮)

[পরবর্তী আয়াতে (২ঃ৩৭) বলা হয়েছে যে, শয়তান জান্নাতে আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে প্রতারণা করেছিল। বেহেশ্‌ত শান্তির স্থান, সেখানে শয়তান প্রবেশ করে কাউকে প্রতারিত ও প্ররোচিত করতে পারে না। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, যে জান্নাতে হযরত আদম (আঃ) প্রতারিত হয়েছিলেন তা এই পৃথিবীতেই অবস্থিত ছিল, অন্য কোথাও নয়– সংকলক]

হাদীস

২৮৮। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেছেন, " হযরত আদম (আঃ) বুঝে শুনে গাছ থেকে খান নি। বিবি হাওয়া তাঁকে শরাব পান করিয়েছিলেন। এভাবে তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তখন তাঁর সামনে গাছ পেশ করা হ'ল। তিনি তা থেকে খেয়েছিলেন।"

২৮৯। হযরত ইবনে হুমাইদ (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর কাছে তাকে বহন করে জান্নাতে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। এভাবে সে আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাইল, কিন্তু সব পশুই তাকে বহন করতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে সে সাপের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও তবে তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। আমি তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করব।" তখন সাপ তাকে তার সম্মুখের দাঁতের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করল" (তফসীরে তাবারী, ১ম খন্ড)।

১৫২। মানুষ আদি পিতা আদম হতে সৃষ্ট। আদম সৃষ্টি রহস্য। মানব জাতি তার প্রাথমিক জীবনে মানব শিশুর ন্যায় অনুল্লেখযোগ্য প্রাণী ছিল।

কুরআন

৫১৭। হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় হতে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন; 'ক' * (৪ঃ২)

৫১৮। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বললেন, 'হও' এবং সে হয়ে গেল। ** (৩ঃ৬০)

৫১৯। অবশ্যই ইনসানের উপর মহাকাল প্রবাহের মধ্য হতে এমন বিশেষ একসময় এসেছিল যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না। 'খ' (৭৬ঃ২)

'ক' ৬ঃ৯৯; ৭ঃ১৯০; 'খ' ১৯ঃ১০,৬৮;

---

* একই আত্মা বা প্রাণ এর তাৎপর্য হতে পারে (১) আদম (২) স্ত্রী পুরুষের সম্মিলিত অবস্থা-কারণ যখন দু' বস্তু মিলিত ভাবে একই কার্য সাধন করে, তখন তাদেরকে একীভূত বা এক বলা যেতে পারে (৩) স্ত্রী ও পুরুষের পৃথক পৃথক সত্তা- কেননা মানব জাতির প্রত্যেকেই এই অর্থে এক আত্মা বা প্রাণ হতে সৃষ্ট হয়েছে যে, সে পুরুষের বীজ হতে সৃষ্ট হয়েছে, এখানে পুরুষ এক আত্মা বা প্রাণ, একথাও সমভাবে সত্য যে, সে স্ত্রী লোকের গর্ভজাত, এখানে স্ত্রীও এক আত্মা বা প্রাণ"।

(এবং তা হতে তার জোড়া) কথাটির অর্থ এ নয় যে, স্ত্রী লোক পুরুষের অঙ্গ বিশেষ হতে সৃষ্ট হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষ একই জাতীয়, একই শ্রেণীভুক্ত, একই ধরনের স্বভাব, প্রাকৃতিক প্রয়োজন, প্রবৃত্তি এবং ধী-শক্তির অধিকারী। ' আদমের পাঁজরের হাড় হতে হাওয়ার সৃষ্টি, এ ধারণাটা মনে হয় হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই হাদীসটি হতে উৎপন্ন হয়েছে, 'স্ত্রীলোকেরা পঞ্জরস্থি হতে সৃষ্ট হয়েছে এবং এই অস্থির সর্বোচ্চ স্থানটি সর্বাপেক্ষা বেশি বক্র, একে সোজা করতে গেলে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে' (বুখারী, নিকাহ্ অধ্যায়)। রসূলে পাক (সাঃ)-এর এই বাক্যটিকে যত ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এই বাক্য 'হাওয়া আদমের পঞ্জরস্থি হতে সৃষ্ট' ধারণার পরিপোষক তো নয়ই, বরং তার বিপরীত। কারণ এই বাক্যে হাওয়ার কোন নাম গন্ধও নেই বরং পুর্বাপর সকল নারীর জন্যই এই বাক্যটি সমভাবে প্রযোজ্য (কুরআন মজীদ টীকা ৫৫৭)

** 'আদম' সাধারণ ভাবে মানুষ বা আদম সন্তান বুঝায়। অতএব ঈসা (আঃ)-কে অন্যান্য মরণশীল আদম সন্তানের মতই মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হল। (৪০ঃ৬৮) অতএব তার ঈশ্বরত্ব কিছুই নেই। তবে আদম বলতে এখানে আদি পিতা আদমই মনে করি, তবুও ঈসা (আঃ)-এর সাথে আদমের ঐ সাদৃশ্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে যে পিতার মধ্যস্থতা ব্যতীত উভয়ের জন্ম হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ঈসা (আঃ)-এর মাতা থাকার কারণে সাদৃশ্য ব্যহত হয় নাই। কেননা তুলনা একেবারে সর্ব প্রকার পূর্ণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে না। (কুরআন মজীদ টীকা ৪২৫)

হাদীস

২৯০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তারপর আল্লাহ্ আদমকে বললেন, 'যাও এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে সালাম কর। ফিরিশ্‌তাগণ তোমার সালামের কীরূপ জবাব দেয় মনযোগ দিয়ে তা শোন। কেননা এটাই তোমার ও তোমার সন্তানগণের সালামের রীতি হবে" (বুখারী-কিতাবুল আম্বিয়া)।

২৯১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "লোকজন যেন তাদের বাপ দাদার উপর গর্ব করা হতে বিরত থাকে যারা (মরে) দোযখের অঙ্গার হয়ে গিয়েছে। অন্যথায় তারা ময়লার কীট হতেও ঘৃণিত হবে যে কীট নিজের নাক দ্বারা ময়লাকে দোলা দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের হতে জাহেলিয়তের অহমিকা ভেঙ্গে বাপ-দাদার গর্ব দূরীভূত করে দিয়েছেন। অতএব মানুষ পরহেজগার মোমেন হবে অথবা পাপী দূর্ভাগা। মানবকুল সকলেই আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরী।' (তিরমিযী, আবুদাউদ)

মলফূযাত

১৯০। "অতএব ভালবাসাই হ'ল শাফয়াতের মূল শিকড়, অবশ্য যখন এর সাথে যুক্ত থাকে স্বভাবজ সম্পর্ক। কেননা স্বভাবজ সম্পর্ক ছাড়া ভালবাসার পূর্ণতা, যা কিনা শাফয়াতের শর্ত, তা সম্ভব নয়, এই সম্পর্ককে মানবীয় স্বভাবের ভেতরে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই 'হাওয়া'-কে পৃথকভাবে সৃষ্টি করা হয় নি, বরং তাঁকে আদমের পাঁজরের হাড্ডি থেকেই পয়দা করা হয়েছে। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে 'ওয়া খালাকা মিন হা যাওজাহা' এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছি। (৪ঃ২) অর্থাৎ আদমের সত্তা থেকেই আমরা তার জোড়া পয়দা করেছি যার নাম 'হাওয়া' যাতে আদমের যে সম্পর্ক হাওয়া এবং তার সন্তানদের সঙ্গে তা যেন স্থায়ী হয়, বানোয়াটি না হয়। এটা এজন্যই করা হয়েছে যে, এতে আদম সন্তানদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও সহানুভূতি স্থায়ী হয়। ... কাজেই খোদাতাআলা আদমের মধ্যে স্বভাবগতভাবেই এই উভয় প্রকারের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন যা একদিকে খোদার সঙ্গে এবং অপর দিকে মানব জাতির জন্য প্রয়োজন ছিল" (রিভিউ অব রিলিজিয়নস্ উর্দ্দু খ-১)।

১৫। মো'জেযা

১৫৩। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন বা মো'জেযা প্রকাশ পায় না।

কুরআন

৫২০। এবং কোন রসূলের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না যে সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন নিদর্শন আনে। প্রত্যেক মেয়াদের জন্য এক নির্ধারিত বিধান আছে। "ক" (১৩ঃ৩৯)

'ক' ১৪ঃ১২; ৪০ঃ৭৯; ৫৪ঃ৪;

হাদীস

২৯২। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ,"পাঁচটি (বিরাট-ঘটনা) ঘটে গেছে, ধূম্র (দুর্ভিক্ষ), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), রোম (এর বিজয়), (শক্তিশালী) পাকড়াও এবং ধ্বংস যা ভবিষ্যতে ঘটবে" (বুখারী-কিতাবুত্‌ তফসীর)।

মলফূযাত

১৯১। "স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ (তাঁর মনোনীত বান্দাদের) কাকেও এরূপ দাবী করার অনুমতি দেন নি যে অমুক নিদর্শন প্রদর্শন করুক। একজন নবী কখনও এরূপ দাবী করতে পারে না। সে কখনও বলে না যে, 'তোমরা যে কোন নিদর্শনের দাবী কর তা তোমাদের প্রদর্শন করা হবে।' বরং তাঁরা বলেন, 'নিশ্চয় সকল নিদর্শন আল্লাহ্‌র হাতে।' এবং এটাই তার দাবীর সত্যতার প্রমাণ। (মলফূযাত ৩য় খন্ড)

১৯২। সংক্ষেপে মো'জেযা তখনই মো'জেযা হিসাবে প্রমাণিত হবে যখন অন্যরা অনুরূপ কোন কিছু প্রদর্শন করতে পারে না" (মলফূযাত ৩য় খন্ড)।

১৫৪। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মো'জেযা। কুরআন আল্লাহ্‌র একটি মো'জেযা বা নিদর্শন যা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছিল।

কুরআন

৫২১। এবং যখন তুমি (কংকর) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নি বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং যেন তিনি নিজ সন্নিধান হতে মোমেনগণের উপর মহা অনুগ্রহ করতে পারেন। (৮ঃ১৮)

৫২২। নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হ'ল এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হ'ল।

৫২৩। এবং তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এতো চির প্রচলিত জাদু।

৫২৪। এবং তারা (সত্যকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি নির্ধারিত সময় আছে। 'ক' (৫৪ঃ২-৪)

৫২৫। এবং আমরা এভাবে এই কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে নাযেল করেছি, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাকে চান হেদায়াত দেন। 'ক' (২২ঃ১৭)

'ক' ১৩ঃ৩৯

* খালি চোখে দেখা চন্দ্রের দ্বিখন্ডিত হবার ঘটনাটা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে বা লংঘনে সম্পন্ন হয়েছিল কিনা তা বলা মুস্কিল । কিন্তু অকাট্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে সত্য সাব্যস্ত ঘটনাকে অস্বীকার করা আরও বেশি মুস্কিল। ঐশী গুপ্ত-তত্ত্ব ও প্রকৃতির রহস্যাবলীর অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়েছে বা পূর্ণ মাত্রায় বোধগম্য হয়েছে কিংবা এদের সকল কিছু উন্মোচিত হয়েছে এরূপ দাবী কেউ করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কথাও কল্পনা করা যায় না যে, বিশ্বের এক বিরাট এলাকা জুড়ে এমন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল আর

পৃথিবীতে কোন মান মন্দিরে তা ধরা পড়ল না বা রেকর্ড ভুক্ত হল না কিংবা ইতিহাসের পাতায় তা লিপিবদ্ধ হ'ল না। কিন্তু দেখা যায় যে, বিশ্বস্ত হাদীসের গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফেও এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে । বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বেত্তাগণ একের পর এক ক্রমাগতভাবে তা বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, এরূপ স্বাভাবিক ধরনের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় নিশ্চয় দেখা গিয়েছিল। কুরআনের তফসীরকারকদের মধ্যে অনেকেই (যথাঃ ইমাম রাজী) এই ঘটনার জটিলতা দেখে বলেছেন যে,এই ঘটনাটা একটি চন্দ্রগ্রহণ ছিল। ইমাম গাজ্জালী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ এই মতের সমর্থনে বলেন যে, চন্দ্র আসলে দ্বিখন্ডিত হয় নি, তবে আল্লাহ্ এমনই কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন যে, মানুষের চোখে চন্দ্রটি দ্বিখন্ডিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল, হযরত ইবনে আব্বাস ও শাহ আব্দুল আযীয়ের মতে এটা এক বিশেষ ধরণের চন্দ্রগ্রহণ ছিল। যা হোক, যে উদাত্ত ভাষায় এই ঘটনাটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বিন্দু বিসর্গ সন্দেহ থাকে না যে, ব্যাপারটি চন্দ্রগ্রহণের চেয়ে অনেক বড় কিছু ছিল, অবিশ্বাসীরা মহানবী (সাঃ)-কে বারবার অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের জন্য পীড়াপিড়ি করছিল। তাই মহানবী (সাঃ) মু'জেযাস্বরূপ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় এই ঘটনার অবতারণা করেছিলেন। (বুখারী মুসলিম) .....(কুরআন মজীদ টীকা ২৮৯৬)

হাদীস

২৯৩। "হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'এমন কোন নবী ছিলেন না যাকে মু'জেযা দেয়া হয় নাই যা থেকে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ওহী যা আল্লাহ্ আমার কাছে নাযিল করছেন। সুতরাং আমি আশা করি কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা সর্বাধিক হবে।' (বুখারী)

২৯৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন "চাঁদ দু'ভাগ হয়ে গেল। এ সময় আমরা নবী (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক, সাক্ষী থাক" (বুখারী)।

২৯৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'মক্কাবাসীগণ নবী (সাঃ)-এর নিকট তাদেরকে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবী করল, তখন তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হবার নিদর্শন দেখালেন।' (বুখারী)

মলফূযাত

১৯৩। যখন কোন মানুষ আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবার অবস্থায় পৌঁছে, তখন সে এমন কিছু কার্য দেখায় যা কোন মানবিক শক্তি বহির্ভূত স্বর্গীয় শক্তির আকারে প্রকাশ পায়। যেমন বদরের যুদ্ধে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) কাফেরদের দিকে এক মুষ্টি কাঁকর নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তা বিরোধী দলের উপর এমন অস্বাভাবিকভাবে আঘাত হেনেছিল যে, তা তাদের প্রত্যেকের চোখে বিদ্ধ হয়েছিল এবং তারা অন্ধের মত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে অসহায়ের মত দৌড়াদৌড়ি করা শুরু করে দেয়। এই অলৌকিক ঘটনাই কুরআন পাকের এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, 'যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন।' (৮ঃ১৮) যার অর্থ এটা একটি ঐশ্বরীক শক্তি ছিল যা এই ঘটনার পিছনে কাজ করেছিল এবং যা কোন মানবিক শক্তির সাধ্যের বাইরে ছিল।"

"একই ভাবে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করাও রসূলে করীম (সাঃ)-এর আর একটি মু'জেযা ছিল যা ঐশ্বরীক শক্তি দ্বারা সাধিত হয়েছিল। এ ঘটনাও কেবল মাত্র ঐশী শক্তির সহায়তায় চাঁদের দিকে তাঁর অঙ্গুলী সংকেতের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। এরূপ আরও বহু নিদর্শন আছে যা মহানবী (সাঃ) কেবল মাত্র তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি বলে সাধন করেছেন। অনেকবার তিনি মাত্র এক পেয়ালা দুধের ভিতর তাঁর পবিত্র আঙ্গুল ঢুকিয়ে এত বৃদ্ধি করেছেন যে উপস্থিত সকলে খেয়েও তা কমাতে পারেন নি" (ইসেন্স অফ ইসলাম-মূল আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)।

১৫৫। হযরত মূসা (আঃ)-এর মো'জেযা।

কুরআন

৫২৬। এবং আমরা মূসাকে অবশ্যই নয়টি সমুজ্জ্বল নিদর্শন দিয়েছিলাম। 'ক' * (১৭ঃ১০২)

৫২৭। সে (ফেরাউন) বলল, 'তুমি যদি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

৫২৮। সুতরাং সে তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং কী আশ্চর্য ! নিমিষে তা এক স্পষ্ট অজগররূপে পরিদৃষ্ট হ'ল। 'খ'* *

৫২৯। এবং সে তার হাত বের করেছিল এবং কী আশ্চর্য! তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র (দৃশ্যমান) হয়ে গেল। 'গ' (৭ঃ১০৭, ১০৮, ১০৯)

'ক' ২ঃ৬১; ৭ঃ১১৮, ১৩১, ১৩৪; ২০ঃ৭৮; ২৬ঃ৬৪, ২৭ঃ১৩; 'খ' ২০ঃ২১, ৭০; ২৬ঃ৩৩; ২৭ঃ১১; ২৮ঃ৩২; 'গ' ২০ঃ২৩; ২৬ঃ৩৪; ২৭ঃ১৩, ১৪; ২৮ঃ৩৩;

---

* উক্ত নয়টি চিহ্ন বা নিদর্শন কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ রয়েছে, যথা (ক) ছড়ি বা লাঠি (৭ঃ১০৮); (খ) শ্বেত হাত (৭ঃ১০৯); (গ)ও (ঘ) অনাবৃষ্টি এবং ফসল সমূহের ঘাটতি ও দুষ্প্রাপ্যতা (৭ঃ১৩১); (ঙ) ঝড়-তুফান; (চ) পঙ্গপাল; (ছ) উকুন বা তৎসদৃশ অন্যান্য কীট; (জ) ব্যাঙ এবং (ঝ) রক্তের শাস্তি (আমাশয় ইত্যাদি রোগ) (৭ঃ১৩৪) (কুরআন মজীদ টীকা ১৬৫৭)

** আল্লাহ্তাআলার নবীগণের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রকাশ ভোজবাজীর হস্ত কৌশল বা ম্যাজিক নয়। এরূপ নিদর্শনের উদ্দেশ্য হল এক মহান নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার সৃষ্টি করা। যার ফলে আল্লাহ্তাআলার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ধর্মানুরাগের চেতনা এবং আল্লাহ্র ভীতি তাদের অন্তরে জন্ম নেয় যারা এ সকল নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে। যদি যষ্টি প্রকৃতই সর্পাকার ধারণ করে থাকত, তবে তা একজন নবীর অলৌকিক নিদর্শন অপেক্ষা যাদুকরের ম্যাজিক বা ভোজ বাজীই মনে হত। বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে বাইবেল যাই বলুক না কেন, কুরআন করীম এই ধারণার সমর্থন করে না যে লাঠি বাস্তবে সত্য সত্যই জীবন্ত সর্পের আকার ধারণ করেছিল, এরূপ কোন ব্যাপার ঘটেছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। লাঠিটি দেখতে কেবল দ্রুতগতি সম্পন্ন সাপের মত মনে হয়েছিল। অলৌকিক ঘটনা এক প্রকার কাশ্ফ (দিব্যদৃষ্টি) যার মধ্যে দর্শকদের দৃষ্টিকে আল্লাহ্ হয়ত বিশেষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এমন করেছিলেন যে, তারা যষ্টিকে সাপের আকারে দেখেছিলেন অথবা লাঠির নিজস্ব রূপ এমন করে দিয়েছিলেন যে তা সাপের মত দেখাচ্ছিল। এই কাশ্ফ ফেরাউন তার পরিষদবর্গ এবং যাদুকরগণ হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সহ-দর্শকের স্থান পেয়েছিল। যষ্টি যষ্টিই ছিল, মূসা (আঃ) এবং অন্যান্যদের নিকট তা কেবল সাপের মত দেখাচ্ছিল। (কুরআন মজীদ টীকা ১০২৩ আংশিক)

মলফূযাত

১৯৪।" সত্য ইতিহাস একটি উত্তম শিক্ষক। এটা জানা যায় যে, প্রত্যেক নবীর মু'জেযা সমসাময়িক অতি প্রসিদ্ধ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। হযরত মূসা (আঃ) এর সময় যাদুকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হ'ত এবং তা অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছিল। সে কারণেই তাঁকে [হযরত মূসা (আঃ)-কে] এমন মু'জেযা দেয়া হয়েছিল যা যাদুর উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে" (মলফূযাত ৩য় খণ্ড)।

১৫৬। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মো'জেযা।

কুরআন

৫৩০। এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূলরূপে (এই পয়গামসহ প্রেরণ করবেন) যে, 'আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে এক নিদর্শনসহ এসেছি (তা এই) যে, তোমাদের জন্য কাদা * হ'তে আমি পাখির অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করব, * * অতঃপর তার মধ্যে আমি ফুৎকার করব, ফলে তা আল্লাহ্র আদেশে উড্ডয়নশীল হয়ে যাবে, এবং আল্লাহ্র আদেশে আমি অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করব এবং মৃতগণকে জীবন দান করব, *** এবং তোমরা কী খাবে এবং তোমাদের ঘরে কী সঞ্চয় করবে সে বিষয়ে তোমাদের আমি অবহিত করব। নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মো'মেন হও। 'ক' (৩ঃ৫০)

'ক' ৫ঃ১১১;

* তীন অর্থ কাদা মাটি, নরম মাটি। রূপকভাবে আত্তীন অর্থ এমন মানুষ যার মধ্যে এত নমনীয়তা গুণ রয়েছে যে তাকে যে কোন প্রকৃতিতে গড়ে তোলা যায়। আমরা এরূপ স্বভাবের মানুষকে সাধারণতঃ বাংলায় মাটির মানুষ বলে থাকি। (কুরআন মজীদ টীকা ৪২০)

** 'তাইর' অর্থ পাখি। রূপক বা আলঙ্কারিক ব্যবহার অনুযায়ী পাখির অর্থ উচ্চ ও উড্ডীয়মান ঊর্ধ্বগামী আধ্যাত্মিক স্তরের মানব। যেমন সিংহ (আক্ষরিক অর্থে পশুরাজ সিংহ) বলতে বীর পুরুষকে বুঝায়, আর 'দাব্বাহ্' (পোকা) বলতে নিষ্কর্মা ও ঘোর সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকে (৩৪ঃ১৫)। (কুরআন মজীদ টীকা ৪২০ক)

খাল্‌ক শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়; (১) মাপ বা ওজন করা, পরিমাণ ঠিক করা, নক্সা প্রণয়ন করা, আকৃতি দেয়া, তৈরী করা, এমন বস্তুকে সৃষ্টি করা যার নমুনা বা আদর্শ পূর্বে ছিল না। (লেইন ও লিসান) এখানে প্রথমোক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টি করা অর্থে 'খাল্‌ক' শব্দটি কুরআনের কোথাও আল্লাহ্‌র কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ বলে স্বীকৃতি পায় নি। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও প্রতি এই গুণটি কুরআনের কোথাও আরোপিত হয় নি। (১৩ঃ১৭, ১৬ঃ২১; ২২ঃ৭৪;২৫ঃ৪; ৩১ঃ১১-১২; ৩৫ঃ ৪১ এবং ৪৬ঃ৫)। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং কাদামাটির রূপক অর্থ সামনে রেখে, 'তোমাদের জন্য কাদা হতে আমি পাখির অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করব, অতঃপর তার মধ্যে আমি (নব জীবন) ফুৎকার করব, ফলে তা আল্লাহ্‌র আদেশে উড্ডয়নশীল হয়ে যাবে' ইত্যাদি কথার মর্ম বুঝবার চেষ্টা করলে তার তাৎপর্য এই দাঁড়াবে যে, সাধারণ অনভিজ্ঞাত লোক যাদের মধ্যে উন্নতি ও জাগরণের শক্তি রয়েছে, তারা যদি ঈসা (আঃ)-এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁর বাণী গ্রহণ করে জীবন যাপন করে, তবে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। ধূলি ধুসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তুকেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা আধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চ মার্গে পাখির মত বিচরণ করতে সমর্থ হবে এবং বস্তুতঃ তাই ঘটেছিল। ঘৃণিত অবহেলিত গেলিলীয় জেলেরা তাদের প্রভু ও গুরুর উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে পাখির মতই উচ্চ মার্গে আরোহণ করে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের তৌফীক লাভ করেছিলেন। (কুরআন মজীদ টীকা ৪২০ ঘ)

*** অন্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থদের রোগ মুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই ধরনের রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে বনী ইসরাঈল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জ্ঞানে সমাজের সংশ্রব হতে দূরে রাখত, সমাজে ঘেঁষতে দিত না। 'আমি মুক্ত করে দিব' কথাটির তাৎপর্য এই যে, এই সব রোগগ্রস্থ লোকেরা আইনগত ও সমাজগতভাবে অবহেলিত অবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ও ঘৃণার পরিবেশে বাস করত। হযরত ঈসা (আঃ) এসে তাদেরকে সেবা যত্ন করার তাগিদ দিয়ে সমাজে তাদেরকে স্থান দান করে তাদেরকে দুর্বিষহ জীবন হতে মুক্ত করেছিলেন। এ-ও হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আঃ) এসব রোগীকে সুস্থ করতেন। আল্লাহ্‌র নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক বিশেষ। তারা আধ্যাত্মিক অন্ধগণকে চক্ষুদান করেন, বধিরগণকে শ্রবণ শক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদেরকে জীবন দান করেন। (মথি ৩ঃ৫)। এখানে 'আকমাহ' (রাতকানা) অর্থ ঐ লোক যার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে পারে না,পড়ে যায়। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষণ পরীক্ষার ঝামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ দুর্যোগ হতে মুক্ত অবস্থায় কিরণ দেয়, তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্ত যখন দুর্যোগের রাত্রি নেমে আসে অর্থাৎ পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে আধ্যাত্মিক আলো হারিয়ে ফেলে এবং থেমে যায় (২ঃ২১)। তেমনি ভাবে 'আব্রাস' (কুষ্ঠরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝাচ্ছে যার আবরণ স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষত পূর্ণ।

'আমি মৃতদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করব' বাক্যটির এ অর্থ নয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে সত্যই জীবিত করেছিলেন। যারা প্রকৃতই মরে যায় তারা পৃথিবীর বুকে কখনও পুনর্জ্জীবিত হয় না। এরূপ বিশ্বাস কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত (২ঃ২৯, ২৩ঃ১০০-১০১; ২১ঃ৯৬; ৩৯ঃ৫৯-৬০; ৪০ঃ১২; ৪৫ঃ২৭;)।

আধ্যাত্মিক পরিভাষা মতে, নবীগণ তাদের অনুসারীদের জীবনের যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহা পরিবর্তন আনয়ন করেন তাকেই বলা হয় মৃতকে জীবিত করা। (কুরআন মজীদ টীকা ৪২০ ঘ শেষাংশ)

মলফূযাত

১৯৫। "দ্বিতীয়ত, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মো'জেযা হযরত মূসা (আঃ)-এর মো'জেযা হতে কোন অংশে উন্নত ছিল না। এমন কি হযরত এলিজা (আঃ) যে সকল 'মো'জেযা প্রদর্শন করেছিলেন তা-ও হযরত ঈসা(আঃ)-এর মো'জেযা হতে অনেক উন্নত ছিল। অতএব কোন মো'জেযা যদি একজন মানুষকে ঈশ্বরে পরিণত করে তবে অনেক নবীই ঈশ্বর হবার অধিকারী" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

১৬। ধর্ম– ইসলাম

১৫৭। ধর্ম কী ? ইসলামই আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত চিরস্থায়ী সত্য ধর্ম। ইসলাম গ্রহণকারীদের মর্যাদা।

কুরআন

৫৩১। এবং তাদেরকে ইহা ব্যতিরেকে আদেশ দেয়া হয় নাই যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে, ধর্মকে তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে একনিষ্ঠভাবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে এবং ইহাই (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম। 'ক' (৯৮ঃ৬)

৫৩২। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ ধর্ম। (৩ঃ২০)

৫৩৩। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে (ধর্মকে) পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করলাম। 'খ' (৫ঃ৪)

৫৩৪। তবে যার বক্ষকে আল্লাহ্‌ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছেন এবং যে তার প্রতিপালকের নিকট হতে (সমাগত) জ্যোতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে কি (ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে এরূপ নয়)? 'গ' (৩৯ঃ২৩)

'ক' ২ঃ২৫৭; ১২ঃ৪১; ১৭ঃ১০; ৩০ঃ৩১-৩২, ৪৪; ৪২ঃ১৪; 'খ' ৩ঃ৮৬, ১০৩, ৬ঃ১৫; ৩৯ঃ১৩; ৪৯ঃ১৮; 'গ' ৬ঃ১২৬;

হাদীস

২৯৬। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নিকট ছিলাম; এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মিশমিশে কালো চুল ওয়ালা একজন লোক আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর মধ্যে (আগন্তুকের ন্যায়) ভ্রমণের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, অথচ আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিল না (স্থানীয় হলে আমরা তাঁকে অবশ্যই চিনতাম।) তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বসলেন। অতঃপর হুযূরের দু'জানুর সাথে নিজের দু'জানু মিশিয়ে এবং নিজের দু'হাত তাঁর দু' উরুর উপর রেখে বললেন, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) আমাকে বলুন ইসলাম সম্বন্ধে। (ইসলাম কি?) হুযূর (সাঃ) উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রসূল, এ ঘোষণা করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং বয়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে, যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও, এই হ'ল ইসলাম।' তিনি বললেন, 'ঠিক বলেছেন" ...(মেশকাত, মূল বুখারী-মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

২৯৭। হযরত মুয়াজ ইবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দীনের আমল হচ্ছে ইসলাম (অর্থাৎ কলিমা) তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উর্দ্ধ শিখর হচ্ছে জেহাদ" (মেশকাত মূল-আহমদ-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্‌)।

মলফূযাত

১৯৬। "হাঁ সেই মুবারক ধর্ম যার নাম ইসলাম, এটাই একমাত্র ধর্ম যা মানুষকে আল্লাহ্‌তাআলার সান্নিধ্যে পৌঁছায়। এটাই একমাত্র ধর্ম যা মানব প্রকৃতির সকল চাহিদা পূরণ করে" (তবলীগে রেসালত)।

১৯৭। "সোজা কথা এই যে, কুরআন মজীদ যতখানি নাযেল হবার দরকার ছিল ততখানি নাযেল হয়েছে। এবং যোগ্যতা সম্পন্ন মানবাত্মাসমূহকে অতি আশ্চর্যজনকভাবে কল্পনাতীত ক্রিয়া ও পরিবর্তনসমূহ সাধন করেছে। এবং অধিকতর শিক্ষা দীক্ষা ও আত্মীক ক্রম বিকাশকে কামাল ও পূর্ণতার মার্গে পৌঁছিয়ে তার নিয়ামত বা পুরস্কারকে তাদের জন্য পূর্ণ করেছে। এ সেই দু'টি রোকন (মৌলিক বিষয়) যা এক নবীর আগমনের চরম ও মোক্ষম উদ্যোগে হয়ে থাকে" (মলফূযাত-৬ষ্ঠ খণ্ড)।

১৫৮। আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণই প্রকৃত ইসলাম। ইসলামের অনুশাসন পূর্ণরূপে জীবনে প্রতিফলনের নির্দেশ। একনিষ্ঠভাবে ধর্ম পালনের নির্দেশ।

কুরআন

৫৩৫। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঝোঁক এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের উপর সেই আযাব আসার পূর্বে যা আসার পর তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না; 'ক' (৩৯ঃ৫৫)

৫৩৬। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে ইসলামে (আত্মসমর্পণের অবস্থায়) প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। 'খ' (২ঃ২০৯)

৫৩১। অতএব তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করেছেন। 'গ' (৩০ঃ৩১)

৫৩৮। ইসলাম গ্রহণ করে তারা তোমার উপর অনুগ্রহ করেছে বলে মনে করে। তুমি বল তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ বলে মনে করো না। বরং আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।' ঘ (৪৯ঃ১৮)

'ক' ২ঃ১১৩, ১৩২-১৩৪; ৩ঃ৮৪, ১০৩; ৬ঃ১৫; ৩১ঃ২৩; ৭২ঃ১৫; 'খ' ২ঃ১৩৯; ৩ঃ২১; ৪ঃ১২৬; ৬ঃ১৬৩-১৬৪; 'গ' ৬ঃ৮০; ১০ঃ১০৬; ২২ঃ৩২; ২৯ঃ ৬৬; ৩০ঃ৩২, ৩৪, ৪৪; ৩১ঃ৩৩; ৪০ঃ১৫; ৯৪ঃ৯; ৯৮ঃ৬; 'ঘ' ৩ঃ১৬৫;

হাদীস

২৯৮। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক মানব সন্তান ফিতরতের (ইসলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী নাসারায় পরিণত করে দেয়।" (বুখারী)।

২৯৯। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা কি জান যে 'মুফলিস' (দরিদ্র ও নিঃস্ব) কে?" আমরা নিবেদন করলাম, "যার নিকট না থাকে টাকা পয়সা, না থাকে সামগ্রী," হুযূর (সাঃ) বললেন, "আমার উম্মতের মুফলিস হ'ল সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন রোযা, নামায, যাকাতের আমলগুলি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু সে কাকেও গালি দিয়েছে, কারও উপর 'তোহমত' (মিথ্যা অপবাদ) লাগিয়েছে, কারও মাল খেয়েছে, অযথা কারও রক্তপাত করেছে বা কাকেও মার পিট করেছে। অতঃপর ঐ সকল নিগৃহীত মজলুমদেরকে তার নেকী (পুণ্য)সমূহ দেয়া হবে। এমনকি তাদের দাবী আদায় হবার পূর্বে তার সব নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের গোনাহ তার স্কন্ধে চাপান হবে। এরূপে জান্নাতের পরিবর্তে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিই মুফলিস।" (বুখারী)

৩০০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ইসলাম খাঁটি হয়, আল্লাহ্‌ তা দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেন সে পূর্বে যা অপরাধ করেছে। অতঃপর তার সৎকাজ হয় অসৎ কাজের বিনিময় – সৎকাজ তার দশগুণ হতে সাতশত গুণ বরং বহুগুণ পর্যন্ত আর অসৎকাজ তার একগুণ মাত্র, তবে আল্লাহ্‌ যাকে ছেড়ে দেন (তার একগুণের শাস্তিও হবে না)" (বুখারী)।

মলফূযাত

১৯৮। ইসলাম কী জিনিস? সেই জ্বলন্ত অগ্নি যা আমাদের তামস জীবনকে ভস্মীভূত করে এবং মিথ্যা উপাস্য বস্তুগুলিকে দগ্ধ করে সত্য ও পবিত্র আরাধ্য মা'বূদের সম্মুখে আমাদের জানমাল ও সম্পদের কুরবানী উপস্থিত করে। এহেন উৎসে প্রবেশের ফলে আমরা এক নুতন জীবনের পানি পান করে থাকি এবং আমাদের সমগ্র রূহানী শক্তি আল্লাহ্‌র সাথে এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় যেমন এক আত্মীয় অন্য এক আত্মীয়ের সাথে গভীর যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়। বিদ্যুতের আগুনের ন্যায় এক অগ্নি আমাদের অভ্যন্তর হতে বের হয়। আর এক অগ্নি ঊর্ধ্ব হতে আমাদের উপর নিপতিত হয়। এই দুই অগ্নি শিখার সম্মিলনে আমাদের যাবতীয় পরকীয়া প্রেম ভস্মিভূত হয়। আমাদের প্রথম জীবনের মৃত্যু হয়। এই অবস্থার নাম কুরআন শরীফ অনুসারে ইসলাম" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১৯৯। "সুতরাং পুণ্য কার্যের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যা হতে আর উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের মধ্যে কর্মে যে শিথিল হয়ে পড়বে তাকে ঘৃণিত দ্রব্যের ন্যায় মন্ডলী হতে বাইরে নিক্ষেপ করা হবে এবং আক্ষেপের সহিত তার জীবনের অবসান ঘটবে" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৫৯। সকল নবী একই ধর্মের অনুসারী। ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণের নির্দেশ। ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসারীরা মুসলমান।

কুরআন

৫৩৯। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন সেই দীন যার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং যা আমরা (এখন) তোমার প্রতি ওহী করলাম, এবং যার তাগিদপূর্ণ আদেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে দিয়েছিলাম যে, তোমরা এই দীনকে (পৃথিবীতে) সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং এর সম্বন্ধে কখনও মতভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না। 'ক' (৪২ঃ১৪)

৫৪০। এবং এই বিষয়ে ইব্রাহীম নিজ সন্তানদেরকে পূর্ণ তাগিদ করল এবং ইয়াকুবও (এই বলে) 'হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় থাকা ব্যতিরেকে আদৌ মৃত্যু বরণ করবে না। 'খ' (২ঃ১৩৩)

৫৪১। সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শকে অবলম্বন কর তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন, পূর্বেও এবং এই কিতাবেও যেন এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয় এবং তোমরা সমগ্র মানবমন্ডলীর উপর সাক্ষী হও। 'গ' (২২ঃ৭৯)

'ক' ২ঃ৫, ১৩৭, ২৮৬; ৩ঃ৮৫; ৬ঃ৮৫-৯১; ২১ঃ৯৩; ২৩ঃ৫৩; 'খ' ২ঃ১২৯, ১৩১-১৩২, ১৩৪; 'গ' ২ঃ১৪১; ৩ঃ৬৮, ৬৯, ৯৬; ৪ঃ১২৬; ৬ঃ১৬২; ১৬ঃ১২১-১২৪; ২১ঃ৫২; ৪৩ঃ২৭-২৯; ৬০ঃ৫-৭;

হাদীস

৩০১। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবজা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ভোরে উঠে বলতেন, "আমরা ভোরে উঠলাম ইসলামের ফিতরত সহকারে, কালেমা তৌহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহাম্মদের দীনের উপর এবং ইবরাহীম হানিফের মিল্লাতের উপরে, তিনি মুশরেকদের অন্তর্গত ছিলেন না।' (আহমদ ও দারেমী)

৩০২। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি দুনিয়া ও আখেরাতে ঈসা ইবনে মরিয়মের সবচেয়ে বেশি নিকটতম। নবীগণ একে অপরের আল্লাতী ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন কিন্তু দীন (যা বাপের মত) এক" (বুখারী-কিতাবুল আম্বিয়া।)।

মলফূযাত

২০০। "প্রকৃত সত্য এটাই যে, তৌহীদের যে শিক্ষা পূর্বে প্রচলিত ছিল তা কুরআনের প্রয়োজনীয়তার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, কেননা পূর্বেই প্রমাণ করা হয়েছে যে, তৌহীদের যে শিক্ষা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ছিল, তা ছিল অপূর্ণ এবং তা কুরআনের উন্নতমান পর্যন্ত পৌছার ক্ষমতা রাখত না। অধিকন্তু, এমন কি ঐরূপ অপূর্ণ অবস্থাতেও তা ঐ শিক্ষা পালনকারীদের ঠোঁটেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্তরে প্রবেশ করে নি। সুতরাং তাদের অন্তরে তৌহীদের শিক্ষাকে প্রবিষ্ট করানোর জন্য এবং কার্যকর জীবন্ত বিধানস্বরূপ কুরআনের প্রয়োজন ছিল" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

১৬০। সমস্ত পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তার লাভ করবে এবং সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে। কাফেরদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। উম্মতে ওয়াহেদা কায়েম হবে।

কুরআন

৫৪২। নিশ্চয় আমরা তাদেরকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব এমন কি তাদের জন্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইহা সুনিশ্চিত সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালকের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক? 'ক'* (৪১ঃ৫৪)

৫৪৩। তারা চায় যেন তারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নিজ নূরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করবেন, কাফেরগণ যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন। 'খ'

৫৪৪। তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন। 'গ' (৬১ঃ৯-১০)

৫৪৫। তুমি বল, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই যোগ্য। 'ঘ' (১৭ঃ৮২)

'ক' ১৩ঃ৪২; ১৯ঃ৪১; ২১ঃ৪৫, ১০৫; ২৮ঃ৫৯; ৪২ঃ১৭ 'খ' ৭ঃ১৮৬; ৯ঃ৩২; ১৬ঃ৪৯; ২৫ঃ৪৬; 'গ' ৯ঃ৩৩; ৪২ঃ৩২; ৪৮ঃ২৯; 'ঘ' ৮ঃ৯; ১০ঃ৮৩; ১৩ঃ৪০; ২১ঃ১৯; ২৫ঃ৫৪; ৩৪ঃ৪৯-৫০; ৪২ঃ২৫;

---

* এই আয়াতে সুস্পষ্ট ও জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইসলাম কেবল আরব দেশের নিকটবর্তী পাশাপাশি দেশগুলিতে বিস্তৃত হয়েই থেমে থাকবে না বরং তা বিশ্বের দূরতম প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়বে। 'আর্কাক অর্থ দূর দূরান্তরের অঞ্চলসমূহ' (লেইন)। (কুরআন মজীদ টীকা ২৬৪২)

হাদীস

৩০৩। হযরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "জমিনের উপর কোন মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না যাতে আল্লাহ্ ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না। সম্মানিতের ঘরে সম্মানের সহিত এবং অপমানিতের ঘরে অপমানিতের সহিত; অর্থাৎ আল্লাহ্ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের উপযুক্ত করে দিবেন, পক্ষান্তরে যাদেরকে অপমানিত করবেন তারা (করদানে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।" হযরত মেকদার (রাঃ) বলেন, "(ইহা শুনে আমি বললাম) তখনতো গোটা দীনটাই আল্লাহ্‌র হবে" (আহমদ)।

মলফূযাত

২০১। "শ্রবণ কর! কুরআনে ও হাদীসে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে এবং সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং ক্রুশ ধ্বংস হবে। ....এটা স্বীকৃত যে, শেষ যুগে যখন খ্রীষ্টিয় মতবাদ সারা পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করবে, কুরআন হাদীস অনুযায়ী সেই সময় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি ইসলামকে সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি দাজ্জাল বধ করবেন, ক্রুশ ধ্বংস করবেন। এ সকল ঘটনা শেষ জামানায় ঘটবে" (মলফূযাত ৮ম খন্ড)।

১৬১। ইসলামী ঐক্য : মুসলমানেদের জামাতবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ।

কুরআন

৫৪৬। এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ো না; 'ক'

৫৪৭। এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামাত থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ করতে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ এরাই সফলকাম হবে। 'খ' (৩ঃ১০৪-১০৫)

৫৪৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা গলিত প্রাচীর। 'গ' (৬১ঃ৫)

'ক' ৩ঃ১০৬; ৬ঃ১৬০; ৮ঃ৪৭; ৩০ঃ৩২-৩৩; 'খ' ৩ঃ১১১; ৪৮ঃ৩০; ৪৯ঃ১১; 'গ' ৩৭ঃ ২;

হাদীস

৩০৪। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের তিনটি বিষয় ভালবাসেন। এক-তিনি পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তাঁর সাথে কোন কিছু বা কাকেও শরীক করো না। দুই, সকলেই তাঁর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, ঐক্য ও একতার সঙ্গে বসবাস কর এবং বিবাদ সৃষ্টি না কর, দলাদলি কর না। তিন, তিনি পসন্দ করেন না বাদ-প্রতিবাদ, কলহ ও বাড়াবাড়ি অধিকন্তু অপব্যয় করাকে।' (মুসলিম)

৩০৫। হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামাত হতে এক বিঘৎ পরিমাণও দূরে সরে গিয়েছে সে ইসলামের রশি আপন ঘাড় হতে খুলে ফেলেছে।' (আবু দাউদ-আহমদ)

৩০৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি তার আমীরের পক্ষ হতে কোন অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে, কেননা যে কেউ জামাত (সংগঠন) হতে এক বিঘৎ পরিমাণও পৃথক হয়ে যায় তবে সে অবশ্যই জাহেলী মৃত্যু বরণ করবে।' (বুখারী)

মলফূযাত

২০২। "এ কথা কারও নিকট অবিদিত নেই যে একতা এমন এক শক্তি যে, যে সকল বিপদ কিছুতেই দুর হয় না এবং যে সমস্ত সমস্যা অন্য কোন উপায়েই সমাধান হয় না, একতা দ্বারা তাদের সমাধান সহজেই হয়ে থাকে। অতএব একতার কল্যাণ হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়" (পয়গামে সুলেহ)।

২০৩। "বয়াত (বা দীক্ষা গ্রহণ)-এর উক্ত সেলসেলা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল মোত্তাকীগণের সংঘবদ্ধ দল সংগৃহীত করা। অর্থাৎ তাকওয়াপরায়ণ ব্যক্তিদের একটি জামাতে একত্র করা, যাতে এরূপ মুত্তাকীদের একটি ভারী সংঘ জগদ্বাসীর উপর স্বীয় নেক আসর (ও সুপ্রভাব) বিস্তার করতে পারে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধতা ইসলামের জন্য বরকত, আযমত ও গৌরব এবং কল্যাণময় ফলোদয়ের কারণ হয় এবং একমাত্র পবিত্র কলেমায় ঐক্যবদ্ধ হবার বরকত ও কল্যাণে তারা ইসলামের পাক ও পবিত্র সেবা কার্য ও খেদমতসমূহ পালনে ত্বরিৎ নিয়োজিত হতে পারে" (বিজ্ঞপ্তি ৪-৩-৮৯)।

১৬২। ইসলাম প্রচার : অন্যের নিকট ইসলামের বাণী প্রচারের নির্দেশ। প্রথমে নিকটাত্মীয়দের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের তাগিদ।

কুরআন

৫৪৯। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে ও বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত?' 'ক' (৪১ঃ৩৪)

৫৫০। এবং তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে তা তুমি (লোকদের নিকট) সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মোশরেকদের উপেক্ষা কর। 'খ' (১৫ঃ৯৫)

৫৫১। এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিজের নিকটতম আত্মীয়স্বজনদেরকে সতর্ক কর। (২৬ঃ২১৫)

'ক' ৫ঃ১০৫; ১২ঃ১০৯; ১৬ঃ১২৬; ২৮ঃ৮৮ ৪২ঃ১৬; 'খ' ৩ঃ২১; ৫ঃ৬৮, ৯৩, ১০০; ৯ঃ৬; ১৩ঃ৩১, ৪১; ১৬ঃ৩৬, ৮৩; ২২ঃ৬৮; ২৪ঃ৫৫; ২৯ঃ১৯, ৪৭; ৩৩ঃ৪৭; ৩৬ঃ১৮; ১০৩ঃ৪;

হাদিস

৩০৭। হযরত সাহল বিন সাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম, তোমার দ্বারা একজন ব্যক্তিরও হেদায়াত প্রাপ্তি হওয়া তোমার পক্ষে একটি লাল উট পাওয়া অপেক্ষা শ্রেয়" (মুসলিম)।

৩০৮। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে এবং হেদায়াতের দিকে মানুষকে ডাকে, তাকেও ততটুকু সওয়াব দান করা হবে, তার উপর আমলকারী যতটুকু সওয়াব লাভ করবে এবং তাদের উভয়ের সওয়াবের কোন ভুল-ত্রুটি করা হবে না" (মুসলিম)।

৩০৯। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) কিসরা, কায়সার, নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার শাসন কর্তা) এবং অন্যান্য সকল যালিম রাজাদের নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র (দীনে ইসলামের) দিকে আহ্বান করেন। আর এই নাজ্জাশী সেই ব্যক্তি নয় যার মুত্যুতে নবী (সাঃ) জানাযার নামায আদায় করেছিলেন। (মেশকাত-মূল মুসলিম)

৩১০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (নিম্ন বর্ণিত) আয়াতঃ "তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর" নাযেল হলে নবী করীম (সাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং বলতে আরম্ভ করলেন, "হে বনী ফিহির, হে বনী আদি!" কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের আহ্বান জানাতে থাকলেন, যতক্ষণ না তারা সকলে সমবেত হলো। যারা নিজেরা উপস্থিত হতে পারল না,তারা নিজেদের বার্তাবহ পাঠাল যাতে দেখতে পারে, সেখানে কি ঘটছে। আবু লাহাব ও কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা আসল। নবী (সাঃ) বললেন, "মনে কর, আমি তোমাদের বললাম যে, সেখানে (শত্রুদের) একটি অশ্বারোহী বাহিনী উপত্যাকায় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে তোমরা কি বিশ্বাস করবে?" তারা বলল, "হাঁ! কেননা আমরা কখনও তোমাকে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে শুনি নি।" তখন তিনি নবী (সাঃ) বললেন, "আমি তোমাদের জন্য আগত ভয়াবহ শাস্তির জন্য সতর্ককারী।" আবু লাহাব [নবী (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে] বলল, "আজ গোটা দিনের জন্য তোমার ধ্বংস হোক, এ উদ্দেশ্যেই কি তুমি আমাদের ডেকেছিলে?" অতঃপর নাযেল হয়, "আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার (ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি) আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা কোন কাজেই আসল না" (বুখারী-কিতাবুত তফসীর)।

মলফূযাত

২০৪। "বস্তুতঃ বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণ প্রচারের যুগ। এর একটি লক্ষণ এই যে, প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণতর হয়েছে। ছাপাখানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থা, রেল গাড়ী জাহাজ এবং সংবাদপত্র আজ সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মত করে দিয়েছে। এই সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুতঃ আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রচার সম্ভব হয়েছে" (তবলীগে হক-আহ্বান)।

১৬৩। ইসলাম প্রচার পদ্ধতি : সদুপদেশ, দলিল প্রমাণ, নম্রতা ও ধৈর্য ইসলাম প্রচারের মূল নীতি।

কুরআন

৫৫২। তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সাথেএমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সর্বাধিক উত্তম। 'ক' (১৬ঃ১২৬)

৫৫৩। যেন সেই ব্যক্তি ধবংস হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলিল প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে। 'খ' (৮ঃ৪৩)

৫৫৪। এবং তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বল, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আমাকে ভয় করবে। * (২০ঃ৪৫)

৫৫৫। বস্তুতঃ ভাল ও মন্দ সমান নয়; অতএব তুমি তা দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম, ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে ও তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে। 'গ'**

৫৫৬। কিন্তু এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা ধৈর্যধারণ করে, এবং এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা মহাসৌভাগ্যশালী । 'ঘ' (৪১ঃ৩৫-৩৬)

'ক' ১২ঃ১০৯; ২৯ঃ৪৭; ৫২ঃ৩০; ৭৩ঃ২০; ৮০ঃ১২-১৩; ৮৭ঃ১০-১৩; ৮৮ঃ২২-২৩;

'খ; ২ঃ৭৭; ৩ঃ৭৪; ৬ঃ৫৮,৮৪,১০৫, ১৫০; ৭ঃ৭২; ১১ঃ২৯,৬৪,৮৯; ১২ঃ৪১; ৪৪ঃ২০; ৪৫ঃ২১; ৪৭ঃ১৫; ৫৩ঃ২৪; 'গ' ৯ঃ৬; ১৩ঃ২৩; ২৩ঃ৯৭; 'ঘ' ৩ঃ১৮৭; ৬ঃ৩৫

---

* তফসীরাধীন আয়াত একজন ধর্মের শিক্ষক বা প্রচারককে দু'প্রকার অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করেছে। প্রচার করার সময় তাকে ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ সেই সকল লোকদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা উচিত যাদেরকে আল্লাহ্তাআলা পার্থিব সম্মানে ভূষিত করেছেন অথবা কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। (কুরআন মজীদ টীকা ১৮২৪)

** ধর্ম প্রচার এমন একটি কাজ যে ,এতে অনিবার্যভাবেই প্রচারকের উপর অত্যাচার ও কঠোরতা নেমে আসে। এজন্য আয়াতটিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রচারক যেন অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এগুলি সহ্য করেন, এমনকি অত্যাচারীর অত্যাচারের ও অনিষ্টের বদলে প্রচারক যেন অত্যাচারীর মঙ্গল সাধন করেন। (কুরআন মজীদ টীকা ২৬৩৬)

হাদীস

৩১১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) যে সময় মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ)-কে ইয়ামনবাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, সে সময় তিনি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি আহলে কিতাবদের একটি কওমের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং প্রথমেই যে কথাটি বলে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে, তা হ'ল আল্লাহ্র একত্বকে মেনে নেয়া। তারা যদি এটা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্তাআলা তাদের জন্য দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা নামায পড়লে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্তাআলা তাদের সম্পর্কে যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের নিকট হতে নেয়া হবে এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তারা এ ব্যবস্থা মেনে নিলে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ কর। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের সম্পদের উত্তম অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাক" (বুখারী -কিতাবুত তাওহীদ)।

মলফূযাত

২০৫। "প্রকৃত মসীহ্র কাজ ইহাই হওয়া উচিত যে, তরবারির পরিবর্তে তিনি যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হৃদয়কে জয় করবেন এবং রৌপ্য, স্বর্ণ, পিতল বা কাষ্ঠ খন্ড নির্মিত ক্রুশগুলিকে ভেঙ্গে বেড়াবার পরিবর্তে ঘটনামূলক ও সঠিক প্রমাণ দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্মমতকে ধ্বংস করে দিবেন। যদি তোমরা বল প্রয়োগ কর, তবে তোমাদের বল প্রয়োগ এ কথায় যথেষ্ট প্রমাণ হবে যে তোমাদের নিকট নিজেদের সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। প্রত্যেক অজ্ঞ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি যখন দলিল দ্বারা পরাজিত হয় তখন তরবারী বা বন্দুকের প্রতি হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু এরূপ ধর্ম কিছুতেই খোদাতাআলার প্রেরিত ধর্ম হতে পারে না। যা কেবল তরবারির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রসার লাভ করতে পারে না "(কিশতিয়ে নূহ)।

২০৬। "যদি তুমি ইসলামের সেবা ও হেফাযত করতে চাও তবে সর্ব প্রথমে তাকওয়া,ধর্মভীরুতা বা পবিত্রতা অবলম্বন কর। যা দ্বারা তুমি স্বয়ং খোদাতাআলার দুর্ভেদ্য দূর্গে আশ্রয় লাভ করতে পার। তারপর তোমরা ঐ সেবার জন্য সম্মান ও স্বত্বলাভ করতে পার। তোমরা দেখেছ মুসলমানদের বহিঃ শক্তি কত দুর্বল হয়ে গেছে। বিভিন্নজাতি তাদেরকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখছে। যদি তোমাদের বাহ্যিক ও আত্মিক শক্তি দুর্বল ও নিম্নগামী হয়ে যায় তবে তো শেষই মনে কর। তোমরা নিজ নিজ আত্মাকে এরূপ পবিত্র কর, যাতে পবিত্র শক্তি তাতে প্রবেশ লাভ করতে পারে এবং তা সীমান্তের ঘোড়ার ন্যায় মজবুত ও সুরক্ষিত হয়ে যায়" (মলফূযাত ১ম খন্ড)

১৬৪। বল প্রয়োগ করে ইসলাম প্রচার নিষিদ্ধ।

কুরআন

৫৫৭। ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা কখনও ভাঙ্গবার নয়। 'ক' * (২ঃ২৫৭)

৫৫৮। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (ধর্ম) এবং আমার জন্য আমার দীন। ('খ' ১০৯ঃ৭)

৫৫৯। কিন্তু যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তবে আমরা তোমাকে তাদের উপর হিফাযতকারী করে পাঠাই নি। কেবল (সংবাদ) পৌঁছিয়ে দেয়াই তোমার কর্তব্য। 'গ' (৪২ঃ৪৯)

৫৬০। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে যতলোক আছে সকলেই ঈমান আনত। সুতরাং তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা মোমেন হয়?" 'ঘ'(১০ঃ১০০)

'ক' ১৬ঃ৯৪; ৫০ঃ৪৬;

'খ' ২ঃ১৪০; ১০ঃ৪২,১০৯; ১১ঃ৯৪,১২২-১২৩; ১৭ঃ৮৫; ২৮ঃ৫৬; ৩৯ঃ৪০-৪১; ৪২ঃ১৬; ১০৯ঃ২-৬;

'গ' ৩ঃ২১; ৫ঃ৯৩; ৬ঃ৩৬,১০৫,১০৮,১৫০; ১৩ঃ৪১; ৬ঃ৩৬,৮৩; ১৭ঃ৫৫; ২৪ঃ৫৫; ২৫ঃ৫৮; ২৯ঃ১৯; ৩৬ঃ১৮; ৪২ঃ৭; ৪৩ঃ৮৯-৯০; ৫২ঃ৩০; ৭৩ঃ২০; ৮০ঃ১২-১৩; ৮৭ঃ১০-১৩; ৮৮ঃ২২-২৩; 'ঘ' ৫ঃ৪৯; ৬ঃ১৫০; ১১ঃ১১৯; ১৩ঃ৩২; ১৬ঃ১০;

---

* পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, ধর্মের প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করা এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। এতে কেউ ভুল বুঝতে পারে যে, ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা বুঝি মুসলমানগণকে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন। এই আয়াত এরূপ ভুল বুঝা বুঝির মূলোৎপাটন করে, অতি পরিষ্কার ও জোরালো ভাষায় ঘোষণা করছে যে, মুসলমানরা যেন অমুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন যবরদস্তি বা বল প্রয়োগ না করে। সাথে সাথে, এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তিও দেয়া হয়েছে যে, সত্য বিভ্রান্তি হতে সুস্পষ্টরূপে পৃথকভাবে বিরাজমান। অতএব বল প্রয়োগের প্রয়োজনই বা কি? ইসলাম দেদীপ্যমান সত্য। (কুরআন মজীদ টীকা (৩১৯)

হাদীস

৩১২। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আতফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "হে লোক সকল! শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না, বরং আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করো এবং মুকাবেলা হলে ধৈর্য ধারণ করো। জেনে রাখ, তরবারীর ছায়াতলেই জান্নাত।" (বুখারী-কিতাবুল জিহাদ।)

৩১৩। হযরত সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) হযরত মুয়াজ (রাঃ) ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)-কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় উপদেশ দান করলেন, "তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কাজ করবে না, আশার বাণী শুনাবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে বীতশ্রদ্ধ করবে না এবং ঐক্যমত সহকারে কাজ করবে; মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।" (বুখারী-কিতাবুল জিহাদ)

মলফূযাত

২০৭। "কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রয়েছে যে ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক নমুনা ও উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে

আকৃষ্ট কর। এ ধারণা পোষণ করো না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালাবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা সেই তলোয়ার দীনকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে চালান হয় নি, বরং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করার কিংবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালান হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" (সিতারা ই কায়সারিয়া)

১৬৫। আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সারা দানের নির্দেশ। কারা আল্লাহ্‌র ডাকে সারা দেয়।

কুরাআন

৫৬১। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সারা দাও সেই দিন আসবার পূর্বে যাকে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় প্রতিহত করা যাবে না। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় স্থলও থাকবে না এবং তোমাদের অস্বীকার করারও কোন উপায় থাকবে না। 'ক" (৪২ঃ৪৮)

৫৬২। যারা শুনে, একমাত্র তারাই ডাকে সারা দেয় এবং মৃতদের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে উত্থিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। * (৬ঃ৩৭)

'ক' ৩ঃ১৯৪; ৪২ঃ১৭; ৪৬ঃ৩২-৩৩; ৪৭ঃ৮;

---

* এই আয়াতে দু'প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (ক) যারা অন্তরে সৎ, মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং শুনা মাত্রই সত্যকে গ্রহণ করে। এবং (খ) যারা প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃতবৎ। কিন্তু আধ্যাত্মিক পূর্ণ জীবনের যোগ্যতাসম্পন্ন। আল্লাহতাআলা তাদেরকে নিদর্শন দ্বারা প্রাণবন্ত করে তুলবেন এবং তৎপর তারাও শ্রবণ করবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে। (কুরআন মজীদ টীকা ৮৪৫)

হাদীস

৩১৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,"হযরত নবী করীম (সাঃ) ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে হযরত দেহিয়া কালবীর মাধ্যমে কায়সার (রোম সম্রাট)-এর নামে পত্র প্রেরণ করেন এবং দেহিয়া কালবী (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, তা বসরার শাসনকর্তার হাতে অর্পণ করেন যেন বসরার শাসনকর্তা তা কায়সারের নিকট পৌঁছে দেন। তাতে লিখা ছিল, "পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ হতে রোমের মহান শাসনকর্তা হিরাকিল (হিরাক্লিয়াস)-এর প্রতি। যারা হেদায়াত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম। আমি তোমার প্রতি ইসলামের দাওয়াত করছি। ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে। আর (এজন্য) ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (সওয়াব) প্রদান করবেন । আর যদি তুমি ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সকল প্রকার পাপের বোঝা তোমাকে বহন করতে হবে" (বুখারী, মুসলিম-মেশকাত হতে)।

মলফূযাত

৩১৮। "নিশ্চয় আমি খোদার তরফ হতে প্রেরিত। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ কোন মাহদী আসবেন না যিনি যুদ্ধ ও রক্তপাত দ্বারা জগতে অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটাবেন, তবুও তিনি খোদার তরফ হতে প্রেরিত বলে সাব্যস্ত হবেন। তেমনিভাবে এরূপ কোন মসীহ্‌ও আসবেন না যিনি কোন এক সময় আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন। এতদুভয় সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যান। এসব কিছুই আক্ষেপপূর্ণ দুরাশা; যা এই জামানার লোকদেরকে কবর গহ্বরে নিয়ে যাবে। কোন মসীহ (আকাশ হতে) অবতীর্ণ হবেন না। কোন রক্তপাতকারী মাহ্‌দীও আসবেন না। যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। সে ব্যক্তি আমিই যার দ্বারা খোদার ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। যে আমাকে গ্রহণ করে না, সে খোদাতাআলার সাথে যুদ্ধ করে এজন্য যে, তিনি কেন এরূপ করলেন" (তবলীগে রেসালাত, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৭৭-৭৮)।

১৬৬। হেদায়াত প্রদান আল্লাহ্‌র বিধান তবে তা তাঁর ইচ্ছাধীন। কে হেদায়াত পাবার যোগ্য ও কে নয়। হেদয়াত প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের অবস্থা।

কুরআন

৫৬৩। আমরা কি (তোমাদেরকে হেদায়াত হতে বঞ্চিত রেখে) উপেক্ষাপূর্বক তোমাদের নিকট হতে এই যিক্‌র বর্ণনা করা প্রত্যাহার করে নিব, এজন্য যে, তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি? 'ক' (৪৩ঃ৬)

৫৬৪। বরং (ঈমান আনার) বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। 'খ' (১৩ঃ৩২)

৫৬৫। অতএব আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়াত দিতে চান, ইসলামের জন্য তার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে তিনি সংকীর্ণ, সংকুচিত করে দেন – যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এরূপেই আল্লাহ্‌ তাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত করেন যারা ঈমান আনে না। 'গ' (৬ঃ১২৬)

৫৬৬। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ যাকে চান পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যে (তাঁর প্রতি) পুনঃপুনঃ অবনত হয় তিনি তাকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। 'ঘ' (১৩ঃ২৮)

৫৬৭। এবং যারা হেদায়াত পায় তিনি তাদেরকে হেদায়াতের মধ্যে আরও বর্ধিত করে দেন, এবং তাদেরকে তাদের (অবস্থা অনুপাতে) তাকওয়া দান করেন। 'ঙ' (৪৭ঃ১৮)

৫৬৮। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী ঘোর মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্‌ কখনও সৎপথে পরিচালিত করেন না। 'চ' (৪০ঃ২৯)

৫৬৯। এবং আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য এরপর আদৌ কোন রক্ষাকারী অভিভাবক হতে পারে না। এবং তুমি যালেমদেরকে, যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, বলতে শুনবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?' 'ছ' (৪২ঃ৪৫)

'ক' ৪ঃ২৭-২৮,১৭৭; ৬ঃ৭১; ৯ঃ১০৪,১১৫;

'খ' ২ঃ২৭৩; ৬ঃ৩৬,১১৮,১৫০; ১০ঃ২৬,৩৬,১০১; ১১ঃ৩৫; ১২ঃ১০৪; ১৬ঃ১০,১২৬; ১৮ঃ৭,২৫; ২৬ঃ৪-৫; ২৮ঃ৫৭; ৫৩ঃ৩১; ৭৪ঃ৫৭; ৮১ঃ৩০; ৯২ঃ১৩; 'গ' ২ঃ১২১; ৬ঃ৮৫-৯১; ৭ঃ১৭৯; ১৭ঃ৯৮; ৩৫ঃ৯; ৪৭ঃ১৮; ৬৪ঃ১২;

'ঘ' ৬ঃ৩৭; ২২ঃ৫৫; ৩৫ঃ১৯; ৩৬ঃ১২; ৩৯ঃ১৮,১৯; ৪২ঃ১৪; ৬৮ঃ১২' ৭২ঃ১৫;

'ঙ' ৬ঃ২১; ৮ঃ৩; ৯ঃ১২৪; ৩৯ঃ৩৮;

'চ' ২ঃ২৭; ৫ঃ১০৯; ৬ঃ১১০-১১২;৯ঃ৮০; ১০ঃ১০২; ১৬ঃ৩৮,১০৫-১০৬; ১৮ঃ৫৮; ৩৫ঃ১৯-২৩; ৩৯ঃ৪; ৪০ঃ৩৫,৬৪,৭০; ৪৫ঃ২৪; ৫১ঃ১০; ৫৪ঃ৪-৬; ৬১ঃ৬,৮; ৬২ঃ৬; ৭২ঃ১৬

'ছ' ৪ঃ৮৯; ৭ঃ১৮৭; ১৩ঃ৩৪; ১৭ঃ৯৮; ১৮ঃ৮; ৩০ঃ৩০;৩৯ঃ২৪,৩৭-৩৮; ৪০ঃ৩৪; ৪২ঃ৯, ৪৬-৪৭;

হাদীস

৩১৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা রসূলে করীম (সাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করলেন, 'আল্লাহ্‌তাআলা যাকে হেদায়াত করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।' অতঃপর তিনি বললেন, হেদায়াতের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা (ইসলামের বিধানসমূহ গ্রহণের জন্য) উন্মুক্ত হয়ে যায়।' তখন জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই অবস্থা জানার জন্য কোন চিহ্ন বা নিদর্শন আছে কি?' তিনি বললেন, 'হাঁ আছে, প্রতারণার ঘর (তথা দুনিয়া) হতে দূরে সরে থাকা ও চিরস্থায়ী ঘর (তথা আখেরাত)-এর প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা" (বায়হাকী-শোয়াবুল ঈমানে)।

৩১৬। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন,"বনী আদমের অন্তরসমূহ সমস্তই আল্লাহ্‌র (কুদরতের) অঙ্গুলি সমূহের দু' অঙ্গুলির মধ্যে মাত্র একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। (অর্থাৎ তাঁর সম্পূর্ণ অধীন) । তিনি যথা ইচ্ছা তাকে ঘুরিয়ে থাকেন।" অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "হে অন্তরসমূহের আবর্তনকারী খোদা! আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও" (মেশকাত-মুল মুসলিম)।

মলফূযাত

২০৯। "মোট কথা, খুব স্মরণ রাখতে হবে যে, হৃদয়ের সংশোধন তথা আত্মশুদ্ধি সাধন করা তাঁরই কাজ যিনি মানব হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। নিকৃষ্ট বাক্য উচ্চারণ ও কথার চাতুর্যের দ্বারা সংস্কার বা আত্মশুদ্ধি লাভ হতে পারে না। বরং সেই সকল কথা ও বাক্যের মধ্যে এক রূহ (আধ্যাত্মিক সঞ্জিবনী শক্তি) থাকতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন করীম পাঠ করেছে কিন্তু এটুকু বুঝে নি যে, হেদায়াত ও সুফল লাভের নির্দেশ আসমান হতে আসে, সে কুরআন পাঠ করে কী বুঝল?" (আল্ হাকাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৮৩তম সংখ্যা ২৪শে মে, ১৯০৭ মলফূযাত, ৮ম খন্ড)

১৬৭। ইসলামের বিরোধিতার ও আল্লাহ্‌র পথে আগমনকারীদের বাধাদানের পরিণাম।

কুরআন

৫৭০। এটা এজন্য যে, তারা তা ঘৃণা করেছে যা আল্লাহ্ নাযেল করেছেন, ফলে তিনিও তাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। 'ক'

৫৭১। অতএব তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নি এবং দেখে নি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল? আল্লাহ্ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন (এবং বর্তমান সময়ের) কাফেরদের অবস্থাও তদনুরূপ হবে। 'খ' ৪৭ঃ১০-১১)

৫৭২। যারা অস্বীকার করে এবং লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে প্রতিরোধ করে আমরা তাদেরকে শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব, এজন্য যে, তারা দুষ্কর্ম করে বেড়াত। 'গ' (১৬ঃ৮৯)

'ক'৩ঃ২৩; ৭ঃ১৪৮; ৯ঃ৬৯; ১৮ঃ১০৬; ৪২ঃ১৭; ৪৭ঃ২,৩৩,৩৫; 'খ' ১২ঃ১১০; ২২ঃ৪৬-৪৭; ৩০ঃ১০; ৩৫ঃ৪৫; ৪০ঃ২২; ৮৫ঃ৫-৯; 'গ' ৩ঃ১০০; ৪ঃ১৬১,১৬৮; ৬ঃ২৭-২৮; ৭ঃ৪৫-৪৬,৮৭; ৮ঃ৪৮; ৯ঃ৩৪; ১১ঃ২০; ১৪ঃ৪; ২০ঃ৪৯; ২২ঃ২৬,৭৩; ৩১ঃ৭-৮; ৪৪ঃ৯-১২; ৪৫ঃ৯-১২; ৪৭ঃ২; ৩৩ঃ৩৫; ৫০ঃ২৫-২৬; ১১১ঃ২-৬;

হাদীস

৩১৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পাথর বর্ষিত জাতির এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রম কালে তাদের সম্পর্কে সাহাবাগণকে বলেছেন, " এ (অভিশপ্ত) জাতির এলাকার উপর দিয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে তোমাদের পথ অতিক্রম করা উচিত। যদি তোমাদের কান্না না আসে, তবে তাদের এলাকায় কিছুতেই প্রবেশ করবে না। কোথাও এমন না ঘটে যায় যে তাদের উপর যে আযাব নাযেল হয়েছিল,অনুরূপ আযাব তোমাদের উপরও নাযিল না হয়ে বসে" (বুখারী-কিতাবুত্ তফসীর)।

৩১৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,"যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কুরায়েশদের জন্য বদ দোয়া করলেন, যখন তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্! এদের উপর ইউসুফ (আঃ)-এর মত সাতটি বছর দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।' অতঃপর তাদের উপর এমন বিপদের বছর আপতিত হল, যা থেকে কিছুই রক্ষিত ছিল না এমন কি তারা মৃতদেহ খেতে শুরু করল। তাদের কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় সে তার ও আকাশের মাঝে শুধু ধোঁয়াই দেখত" (বুখারী-কিতাবুত তফসীর)।

মলফূযাত

২১০। "এস্থলে কোন হিংসা বা ঈর্ষা করা হচ্ছে না। খোদাতাআলা যা ইচ্ছা তা-ই করে থাকেন। যে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে, সে কেবল আপন অভিষ্ট লাভে বিফলই হয় না, বরং মৃত্যুর পর জাহান্নামের পথ ধারণ করে। ধ্বংস হয়েছে তারা যারা দুর্বল মানুষকে খোদা জ্ঞান করেছে। ধ্বংস হয়েছে তারা যারা খোদাতাআলার মনোনীত এক বিশিষ্ট রসূলকে (সাঃ) গ্রহণ করে নাই। মুবারক তারা যারা আমাকে চিনতে পেরেছে। আমি খোদার পথসমূহের সর্বশেষ পথ এবং আমি তাঁর যাবতীয় জ্যোতির মধ্যে সর্বশেষ জ্যোতি:। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আমাকে পরিত্যাগ করে, কারণ আমি ব্যতীত সব অন্ধকার" (কিশতিয়ে নূহ!)।

১৬৮। ইসলামে খিলাফত ঃ সৎকর্মশীল মোমেনদের সাথে আল্লাহ্‌র খিলাফতের অঙ্গীকার।

কুরআন

৫৭৩। তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্তি করেছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতি অবস্থার পর তাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না এবং এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা হবে দুষ্কৃতকারী। * (২৪ঃ৫৬)

---

* আয়াতটিতে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহিত করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি সমগ্র মুসলিম জাতিকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু খিলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মানরূপে স্থাপিত হবে, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হবেন। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার ওয়াদা স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এখন মানব জাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথ নির্দেশক, সেজন্যই তাঁর খিলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হয়ে যাবে। অপরাপর সকল নবীর উপর আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মধ্যে খিলাফাতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। (কুরআন মজীদ টীকা ২০৫৭)

হাদীস

৩১৯। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত কায়েম থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর তিনি তাতুলে নিবেন এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত (খিলাফতে রাশেদা) কায়েম হবে। অতঃপর আল্লাহ্ যখন চাইবেন তখন তা-ও তুলে নিবেন। অতঃপর তাঁর তকদীর (নিয়তি) অনুযায়ী অদূরদর্শী বাদশাহাত চলবে। মানুষ তাতে বিতশ্রদ্ধ হবে এবং সংকোচ বোধ করবে। যখন এই রাজত্ব কালের অবসান হবে তখন তাঁর অন্য তকদীর মোতাবেক অত্যাচার অবিচার ও নিগ্রহপূর্ণ যালিম রাষ্ট্র কায়েম হবে। এমন কি যে, আল্লাহ্‌তাআলার দয়ার উদ্রেগ হবে এবং এ যুলুম নির্যাতন কালের অবসান হবে। অতঃপর পুনরায় খিলাফতে আলা মিনহাজে নবুওয়ত' বা– 'নবুয়তের পথে পরিচালিত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত' হবে। একথা বলার পর তিনি নীরব হয়ে যান।" (মিশকাত– মুসনাদে আহমদ মুসলিম)

মলফূযাত

২১১। "বস্তুত আল্লাহ্‌তাআলা দু'প্রকার কুদরত বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন। (১) প্রথমতঃ নবীগণের যুগে তাঁর শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। (২) তারপর অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করতে থাকে যে, এই (নবীর) কার্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তখন তাদের এই প্রত্যয় হয় যে, এখন এই জামাত ধরা পৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হবে, এবং এমনকি জামাতের লোকগণও চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাদের কটিদেশ ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা 'মুরতাদ' হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্‌তাআলা পুনরায় তাঁর মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন, সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে, তারা আল্লাহ্‌তাআলার এই মো'জেযা প্রত্যক্ষ করে, যেমন- হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হয়েছিল" (আল্ ওসীয়্যত)।

১৬৯। আল্লাহ্‌র পথে অটল থাকার নির্দেশ। যারা অটল থাকে তাদের পুরস্কার।

কুরআন

৫৭৪। নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক'; অতঃপর এরা তার উপরে সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে, অবশ্য তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। 'ক'

৫৭৫। এরাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা এতে চিরকাল বাস করবে– সেই কর্মের বিনিময়স্বরূপ যা তারা করত। (৪৬ঃ১৪-১৫)

৫৭৬। সুতরাং তুমি এবং ঐ সকল লোক, যারা তোমার সঙ্গে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করেছে যেভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে সেভাবে সরল সুদৃঢ় পথে অটল থাক; 'খ' (১১ঃ১১৩)

'ক' ২ঃ২৫৭; ৩; ১০২; ৪ঃ১৪৭, ১৭৬; ৬ঃ৮০; ২২ঃ৩২, ৭৯;৪১ঃ৩১-৩৩; ৪২ঃ১৬;

'খ' ১৪ঃ২৮; ৪১ঃ৭; ৬৮ঃ৪৯;

হাদীস

৬১০। হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলুন যার ফলে আমাকে এ সম্পর্কে অন্য কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন পড়বে না। তিনি বললেন, 'দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলবে, আমি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখি এবং তার উপর এই কথায় পাকা হয়ে যাও এবং ধৈর্যের সাথে কায়েম থাক।' (মুসলিম)

৬১১। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, ' কঠোরভাবে বিশ্বাসের অনুসরণ করবে এবং এর উপর স্থির থাকবে এবং স্মরণ রেখ যে, কেউই তার আচরণ দ্বারা পরিত্রাণ পাবে না।' কেউ প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এমনকি আপনিও না?' তিনি বলেছিলেন, 'আমিও না, তবে আল্লাহ্ আমাকে তাঁর দয়া ও আশির্বাদ দ্বারা আবৃত করে রাখবেন।' (মুসলিম)

মলফূযাত

৬১২। "এস্তেকামাত দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হয়। সত্য কথা, এস্তেকামাত কেরামত হতেও বড়। পূর্ণ এস্তেকামাত এই যে, চতুর্দিক হতে বিপদ-আপদে অভিভূত হয়ে এবং আল্লাহর পথে ধন প্রাণ ও মান সম্ভ্রমকে বিপদাপন্ন পেয়ে সান্ত্বনার কোন কিছু না দেখে, এমনকি পরীক্ষার্থে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ হতেও সান্ত্বনা দানকারী কাশ্‌ফ, স্বপ্ন বা এলহাম বন্ধ হয়ে ভীষণ ভয়ের অবস্থায় পড়েও কাপুরুষতা দেখাবে না, ভীরু লোকদের ন্যায় পিছনে হটবে না এবং বিশ্বস্ততার মধ্যে কোন ত্রুটি ঘটতে দিবে না। ... কখনও অস্থিরতা প্রদর্শন এবং হা হুতাশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার দাবী সমাপ্ত হয়। এটাই এস্তেকামাত যদ্বারা আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়" (ইসলামী নীতি দর্শন, পৃঃ ১৬২)।

১৭০। সিরাতুল মুস্তাকিমের পরিচয় ও সে পথে চলার নির্দেশ।

কুরআন

৫৭৭। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর, এটাই সরল সুদৃঢ় পথ্। 'ক' (৩ঃ৫২)

৫৭৮। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যাস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন, এবং এতে বহুপথ সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলতে পার, 'খ' (৪৩ঃ১১)

৫৭৯। নিশ্চয় আমরা তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হবে, নয়তো সে অকৃতজ্ঞ হবে। 'গ' (৭৬ঃ৪)

'ক' ১ঃ৬-৭; ২ঃ১০৯;৩ঃ১০২; ৬ঃ১২৬-১২৭; ১৫২-১৫৪; ১১ঃ১১৩; ১৯ঃ৩৭; ২৩ঃ৭৪-৭৫; ৩৬ঃ৬২; ৪৩ঃ৪৪, ৬২, ৬৫; ৬৭ঃ২৩;

'খ' ১৬ঃ৭৭; ৪২ঃ৫৩-৫৪; ৮০ঃ২১;

'গ' ১৬ঃ১০; ১৭ঃ১০; ৯০ঃ১১; ৯২ঃ৫-৮;

হাদীস

৩২২। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমাদের (বুঝাবার) জন্য হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, 'এটা আল্লাহ্র রাস্তা।' অতঃপর তাঁর ডানে বামে আরও কতক রেখা টানলেন এবং বললেন, 'এগুলিও রাস্তা; তবে তার প্রত্যেক রাস্তার উপরই একটি করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে; সে লোকদেরকে তার দিকে আহ্বান করে।' অতঃপর হুযূর (সাঃ) প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

'নিশ্চয় এটাই আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করবে না। সে সকল পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে পৃথক করে দিবে।' (মেশকাত, মূল-আহমদ নেসাঈ-দারেমী)

মলফূযাত

২১৩। "এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য এর প্রকৃতি দেখে নির্ধারণ করা হয় এবং মানবজীবনের লক্ষ্য এটাই যে, তাকে আল্লাহ্র প্রেমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে যেহেতু আল্লাহ্তাআলার আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, অতএব তার জন্য নির্ধারিত সরল পথ হল প্রকৃতভাবে আল্লাহ্তাআলার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা। যখন সে তার যাবতীয় শক্তির সাহায্যে আল্লাহ্তাআলার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করবে, তখন অবশ্যই তার জন্য পুরস্কার অবতীর্ণ হবে, যাকে অপর কথায় পবিত্র জীবন নামে অভিহিত করা যায়" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, পৃষ্ঠা ৩০-৩১)।

১৮। ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)

১৭১। ইয়াকীনের শ্রেণী বিভাগ।

কুরআন

৫৮০। কখনও নহে, হায়! যদি তোমরা জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাস মূলে জানতে;

৫৮১। নিশ্চয় তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) জাহান্নামকে দেখবে।

৫৮২। অতঃপর তোমরা অবশ্যই (পরকালে) পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে তা প্রত্যক্ষ করবে। (১০২ঃ৬-৮)

৫৮৩। এবং জাহান্নামের দহন।

৫৮৪। নিশ্চয় তা বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস। 'ক' (৫৬ঃ৯৫-৯৬)

'ক' ৬৯ঃ৫২;

হাদীস

৩২৩। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সাঃ) একদা বলেছিলেন বলে আমার ভাল রূপে স্মরণ আছে, 'সন্দেহে নিপতিত করে এমন সব বিষয় পরিত্যাগ করবে। সন্দেহাতীত নিশ্চিত প্রত্যয় যা তা অবলম্বন করবে। কারণ ইয়াকীন (নিশ্চিত প্রত্যয়) সৃষ্টিকারীর সত্য ইৎমিনানের কারণ হয় এবং মিথ্যাবাদিতা উদ্বেগ ও চিত্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।' (তিরমিযী)

৩২৪। হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হয়রত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এই উম্মতের কল্যাণের সূচনা হ'ল (আল্লাহ্‌র প্রতি) ইয়াকীন ও বিশ্বাস এবং (দুনিয়ার প্রতি) বিরাগ অবলম্বন করা। আর অনিষ্টতার মূল হল কার্পণ্য ও লোভ লালসা" (বায়হাকী)।

মলফূযাত

৩১৪। "এখানে আল্লাহ্‌তাআলা জ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা ইলমূল ইয়াকীন (যুক্তি-মূলক প্রত্যয়), আইনুল ইয়াকীন (প্রত্যক্ষ-মূলক প্রত্যয়) এবং হাক্কুল ইয়াকীন (অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যয়)। সর্বসাধারণের বুঝবার জন্য এই তিন প্রকার জ্ঞানের দৃষ্টান্তও এরূপঃ যদি কোন ব্যক্তি দূর হতে কোথাও অনেক ধূয়া দেখে এবং ধূয়া হতে তার ধারণা অগ্নির দিকে চলে যায় এবং এই ভেবে সে সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব নির্ধারণ করে যে, অগ্নি ও ধূয়ার মধ্যে অচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান- যেখানে ধূয়া থাকবে, সেখানে অবশ্য অগ্নিও থাকবে-এই জ্ঞানের নামই ইলমুল ইয়াকীন বা যুক্তিমূলক প্রত্যয়। তারপর অগ্নি শিখা দর্শনে যে জ্ঞান হয়, তার নাম আইনুল ইয়াকীন বা প্রত্যক্ষমূলক প্রত্যয় এবং এই অগ্নিতে নিজে প্রবেশ করলে যে জ্ঞান হয় তার নাম হাক্কুল ইয়াকীন বা অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যয়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, জাহান্নামের যুক্তিমূলক ইয়াকীন ইহলোকেই সম্ভবপর, বরযখলোকে প্রত্যক্ষমূলক ইয়াকীন লাভ হবে এবং হাশরে (পুনরুত্থান লোকে) ঐ জ্ঞান হাক্কুল ইয়াকীনের পূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছাবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩১৫। "যদি আল্লাহ্‌তাআলা এবং তাঁর 'জাযা' ও 'সাজার (পুরস্কার ও দন্ডদানের) প্রতি তোমাদের ইয়াকীন থাকত, তবে কি প্রকারে তোমাদের হস্ত কর্ণ ও চক্ষু পাপ কর্ম করতে সাহস করত? পাপ ইয়াকীনের উপর জয়ী হতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী এবং গ্রাসকারী অগ্নি দেখতে পাও তখন তোমরা কি প্রকারে সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করতে পার? ইয়াকীনের প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান তার উপর আরোহণ করতে পারে না। যিনি পবিত্র হয়েছেন তিনি ইয়াকীনের সাহায্যেই পবিত্র হয়েছেন। ইয়াকীন দুঃখ বরণ করবার ক্ষমতা দান করে" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৮। ঈমান

১৭২। ঈমানের বিষয়সমূহ। সকলকে ঈমানের বিষয়সমূহের উপর ঈমান আনার নির্দেশ।

কুরআন

৫৮৫। বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশ্তাগণ এবং কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে; 'ক' (২ঃ১৭৮)

৫৮৬। এই রসূল, স্বয়ং ঈমান রাখে তার উপর যা তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ হতে নাযেল করা হয়েছে এবং অপরাপর মুমেনগণও ; তারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতা এবং তাঁর কিতাব সমূহ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান রাখে (এবং তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের কারও মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' (২ঃ২৮৬)

৫৮৭। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং খ্রীষ্টানগণ এবং সাবীগণ- (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর পূর্ণ ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট (যথাযোগ্য) পুরস্কার, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। 'খ' * (২ঃ৬৩)

'ক' ২ঃ৪, ৫, ১০৪, ১৩৭; ৩ঃ৮৫, ২০০; ৪ঃ৪৮, ৬১, ১৩৭, ১৫৩, ১৬৩; ৫ঃ৬০; ৬ঃ৯৩; ৪৯ঃ১৬; ৫৭ঃ৮৯; ৬১ঃ১২; ৬৪ঃ৯; 'খ' ৫ঃ৭০; ২২ঃ১৮;

---

* এই আয়াতের তাৎপর্য এ নয় যে, আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেই পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে। ভুল বশতঃ কেহ কেহ এরূপ মনে করে থাকেন। কুরআন অত্যন্ত জোরের সাথে ঘোষণা করে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস আনয়ন একান্ত অপরিহার্য (৪ঃ১৫১-১৫২; ৬ঃ৯৩)। মহানবী (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক বিশ্বাসের একটি অঙ্গ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে ওহী-ইলহামের প্রতি বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত (৪ঃ১৫১-১৫২, এবং ৬ঃ৯৩)। অন্যত্র দেখা যায়, কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে, ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য (৩ঃ২০,৮৬)। এই আয়াত আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছে, কেননা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসের মধ্যেই রসূলে পাকের (সাঃ) প্রতি ও ওহী এলহামের প্রতি বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এজন্য নয় যে, শেষোক্ত বিশ্বাস দু'টি পরিহার যোগ্য। মোট কথা চারটি ব্যাপারে অবিভাজ্য বিশ্বাস রাখাই পুরা মাত্রায় প্রয়োজন। আসল কথা হল এই যে, ইহুদীরা দাবী করে তারাই আল্লাহ্র অনুগৃহীত জাতি এবং কেবল মাত্র তারাই আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণযোগ্য, অন্যরা পরিত্রাণযোগ্য নয়। তাদের এই ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করবার জন্য আল্লাহ্তাআলা এই আয়াত নাযেল করেছেন। ...(কুরআন মজীদ টীকা ১০৪)

হাদীস

৩২৫। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা আমরা আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আস্ল তার কাপড় খুব সাদা ছিল। চুল ছিল কালো। সে মুসাফির ছিল না এবং কেউ তাকে চিনতও না। তিনি এসে আঁ হযরত (সাঃ)-এর হাঁটুর সাথে তাঁর হাঁটু মিলিয়ে আদবের সঙ্গে বসলেন। অতঃপর বলতে আরম্ভ করলেন, "হে মুহাম্মদ (সাঃ) ঈমান কি?" তিনি অর্থাৎ হুযূর (সাঃ) বললেন, "ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফিরিশ্তাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রসূলগণের উপর, পরকালের উপর এবং ভাল ও মন্দ তকদীরে বিশ্বাস রাখো।'" (তিরমিযী)

৩২৬। হযরত আনাস (রাাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকে সেই ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। প্রথম আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অন্য সবকিছুর চেয়ে তার প্রিয় হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় সে কাকেও শুধু আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসে। তৃতীয় সে কুফরী হতে বের হয়ে আসার পর আবার কুফরীতে প্রত্যাবর্তন তেমনই অপ্রিয় মনে করে যেমন নাকি সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপ্রিয় মনে করে।" (বুখারী)

৩২৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আহ্লে কিতাবরা (ইহুদী) ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখিত তওরাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বুঝাত। তাই রসূলে করীম (সাঃ) মুসলমানদের বললেন, 'তোমরা আহলে কিতাবদের কথাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবে না। বরং বলবে আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর ঐ সব হেদায়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল,

ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে। আর যা কিছু মূসা, ঈসা ও অন্য নবীদের তাদের রবের তরফ হতে দেয়া হয়েছে। আমরা এসবের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না বরং আমরা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা-মুসলমান'" (বুখারী)।

মলফূযাত

২১৬। "আমরা এ কথার উপর ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্‌তাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে ফিরিশতা, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সাঃ) হতে যা বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দুমাত্রও কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান ও ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে কালেমা 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মরে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিস্ সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ, ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌তাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃত পক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোট কথা যে সকল বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদিসম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদিসম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে তা সর্বতোভাবে মান্য করে। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এসবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহ আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা।"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীও মিথ্যারোপকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত" (আইয়ামুস্ সুলেহ্)।

১৭৩। শাস্তি আগমনের পর ঈমান আনয়ন ফলপ্রসূ নয়।

কুরআন

৫৮৮। এবং যখন তারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করেছে, তখনই তারা বলেছে, 'আমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম এবং আমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছিলাম, তাদেরকে অস্বীকার করলাম।'

৫৮৯। কিন্তু যখন তারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করল, তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এল না। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান যা তাঁর বান্দাগণের মধ্যে প্রবর্তিত হয়ে আসছে এবং এভাবে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। 'ক' (৪০ঃ৮৫-৮৬)

৫৯০। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঝোঁক এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের উপর সেই আযাব আসার পূর্বে যা আসার পর তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না।

৫৯১। এবং তোমরা সর্বোত্তম শিক্ষার অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে নাযেল করা হয়েছে, তোমাদের উপর অকস্মাৎ আযাব আসার পূর্বেই এমতাবস্থায় যে, তোমরা বুঝতে পারবে না। 'খ (৩৯ঃ৫৫-৫৬)

'ক' ৪ঃ১৯; ৬ঃ৩২,১৫৯; ১০ঃ৫১-৫৩,৯১-৯৩; ৩৪ঃ৫২-৫৫; ৩৫ঃ৩৮; ৪২ঃ৪৫-৪৮; ৪৩ঃ৪০; ৪৪ঃ১২-১৪

'খ' ৩৯ঃ৫৭-৬০; ৪২ঃ৪৮;

হাদীস

৩২৮। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন,"পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সূর্য যখন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু কেউ পূর্বে ঈমান গ্রহণ না করে থাকলে তখনকার ঈমান গ্রহণ তার কোন কাজে আসবে না। তারপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন, 'পূর্বে যদি কেউ ঈমান গ্রহণ না করে থাকে অথবা ঈমানদার হয়ে নেকী অর্জন না করে থাকে তবে সেদিন কারোর ঈমান কোন উপকারে আসবে না" (বুখারী)।

মলফূযাত

২১৭। "আল্লাহ্‌তাআলার ভক্তদের লক্ষণসমূহের মধ্যে এটাও একটি যে তারা দুনিয়াকে স্বতঃই ঘৃণা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ্‌ যেন তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি যেন সে লাভ করে, সে যেন এই পথের অনুসারী হয়। যদি সে এই পথ পরিত্যাগ করে অন্যান্য পথ অবলম্বন করে, তবে সে মাথা ঠুকে দেখে নিক যে তার কিছুই লাভ হবে না। এরূপ বহু লোক থাকবে যাদের নিকট উপদেশ খারাপ মনে হবে এবং তারা হাসি-বিদ্রুপ করবে। কিন্তু তারা যেন মনে রাখে যে, সেই সময় উপস্থিত হবে যখন এই কথাগুলির তাৎপর্য বুঝবে এবং বলে উঠবে আমরা অনর্থক জীবন নষ্ট করেছি। কিন্তু তৎকালীন আফসোস কোন কাজে আসবে না, প্রকৃত সুযোগ আর হাতে আসবে না। মৃত্যুর পয়গাম এসে যাবে" (মলফূযাত, ৭ম খন্ড)।

২০। তকদীর

১৭৪। প্রত্যেক বস্তুর তকদীর নির্ধারিত। প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা আছে।

কুরআন

৫৯২। এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন অনন্তর তার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করেছেন। 'ক' (২৫ঃ৩)

৫৯৩। তুমি বল,'আমাদের উপর আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করেছেন তা ব্যতিরেকে কিছুই আপতিত হয় না। 'খ' (৯ঃ৫১)

'ক' ৬ঃ৯৭; ১৩ঃ৯; ৩৬ঃ৩৯; ৫৪ঃ৫০; ৫৫ঃ৬; ৬৫ঃ৪; ৭৭ঃ২৪; 'খ' ৩ঃ১৫৫,১৬৯; ৫৭ঃ২৩;

---

* 'অনন্তর তার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করেছেন' বাক্যাংশটির মর্ম এই যে, প্রত্যেক বস্তুরই সীমারেখা, শক্তি এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া বা বিকাশের সর্বশেষ পর্যায় আছে যাকে ইহা অতিক্রম করতে পারে না। এই সকল সীমারেখা এই অভিন্ন নিয়মের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে যা বিশ্বজগতে সক্রিয় রয়েছে এবং এই নিমিত্ত একই পরিকল্পনাকারী সৃজনকারী এবং একই নিয়ন্ত্রণকারীর প্রতি অর্থাৎ এরূপ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নির্দেশ করে যার ক্ষমতা সীমাহীন এবং যিনি সকল বস্তুকে আপন গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। (কুরআন মজীদ টীকা ২০৬৪)

হাদীস

৩২৯। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কোন বান্দাই মোমেন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই চারটি কথায় বিশ্বাস করে (১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসূল, সত্য সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন,(২) মৃত্যুতে বিশ্বাস করে (৩) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে ও (৪) তকদীরে বিশ্বাস করে" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

৩৩০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ্র কদর অনুযায়ী রয়েছে, এমন কি বুদ্ধির দুর্বলতা ও বৃদ্ধিমত্তাও" (মুসলিম)।

৩৩১। হযরত আবু খোযায়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে,তাঁর পিতা বলেছেন, "আমি একদিন হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হুযূর! (সাঃ) আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি বা কোন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করে থাকি অথবা কোন উপায় দ্বারা আমরা আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করি তা কি তকদীরের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে?' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'তোমাদের সকল চেষ্টাও আল্লাহ্র (নির্ধারিত) তকদীরের অন্তর্গত" (তিরমিযী-ইবনে মাজাহ)।

৩৩২। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহ্র রসূল! দোযখবাসীদের মধ্যে থেকে জান্নাতবাসীদের চিনতে পারা যাবে কি?" রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'হাঁ'। লোকটি বলল, "মানুষ তাহলে আমল করবে কেন?" তিনি বললেন "প্রতিটি লোক তা-ই করবে যার জন্য তাকে পয়দা করা হয়েছে অথবা তার জন্য সহজ করা হয়েছে" (বুখারী)।

৩৩৩। হযরত শাওবান (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দোয়া ব্যতিরেকে অন্য কিছুই তকদীরকে ফিরাতে পারে না। পুণ্য ব্যতীত অন্য কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না; আর কৃত পাপই মানুষকে জীবিকা হতে বঞ্চিত করে" (ইবনে মাজাহ)।

মলফূযাত

২১৮। "তকদীর দু'প্রকার। একটিকে বলা যায় বিলম্বিত, অপরটি অপরিবর্তনীয়। বিলম্বিত তকদীরের কার্যক্রম সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র দয়ায় প্রার্থনা ও সদকার দ্বারা নিবারণ করা যায়। অপরিবর্তনীয় তকদীরের কার্যক্রম প্রার্থনা ও সদকা দ্বারা নিবারণ করা যায় না, যদিও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার পরিবর্তে অন্য মঙ্গল দান করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তকদীরের কার্যক্রম বিলম্বিত করেন। এই দু'প্রকার তকদীর সম্পর্কে কুরআন মজীদ হতে জানা যায়" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড)।

২১৯। "কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একটি প্রমাণ দেয়া হয়েছে। তিনিই সেই সত্তা যার জন্য আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করেছেন। (২৫ঃ৩)

এর অর্থ আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যের সবকিছুর মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, কারণ এ সকলকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর কর্ম-ক্ষমতার একটি সীমা নির্ধারিত করেছেন যেন যাদের কর্মক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তারা সীমা নির্ধারকের প্রতি মনোনিবেশ করে যিনি স্বয়ং সর্বশক্তিমান স্রষ্টা" (ইসেন্স অফ ইসলাম-মূল চশমায়ে মারেফাত)।

২১। বায়'আত

১৭৫। দীক্ষা গ্রহণের সময় বায়'আত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার করার বিধান। বায়'আতের শর্ত। নবী বা তাঁর খলীফার হাতে বায়'আতের অর্থ আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ নিষিদ্ধ। অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের পরিণাম।

কুরআন

৫৯৪। হে নবী! যখন মোমেন মহিলাগণ তোমার নিকট বায়'আত করার জন্য আসে এই শর্তে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করবে না যা তারা নিজেদের হস্তসমূহ ও পদসমূহের মাধ্যমে মিথ্যারূপ রচনা করে থাকে এবং কোন সংগত বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা করবে না। তবে তুমি তাদের বায়'আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ক' (৬০ঃ১৩)

৫৯৫। নিশ্চয় যারা তোমার বায়'আত করে বস্তুত পক্ষে তারা আল্লাহ্‌র বায়'আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর আছে। অতএব যে ব্যক্তি (বায়'আতের) অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে নিজেরই বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। এবং যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যা সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে করেছে তাকে অচিরেই তিনি মহাপুরস্কার দান করবেন। 'খ' (৪৮ঃ১১)

৫৯৬। যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে তা সুদৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে এবং সেই সম্পর্ককে যা অটুট রাখতে আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায় এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 'গ' (২ঃ২৮)

'ক'৫ঃ৮; ৪৮ঃ১৯ 'খ' ৫ঃ২; ৬ঃ১৫৩; ১৩ঃ২০-২২; ১৬ঃ৯২; ১৭ঃ৩৫; 'গ' ২ঃ১০১; ৪ঃ১৫৬; ৫ঃ১৪; ১৩ঃ২৬; ৩৩ঃ১৬;

হাদীস

৩৩৪। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বলেছেন,"আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি এসব শর্তে আমার হাতে বায়'আত করতে রাজি আছ যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, যেনা করবে না, চুরি করবে না। অতঃপর তিনি নারীদের শর্ত সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (অধস্তন বর্ণনাকারী সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) আয়াতটি তেলাওয়াত করেছিলেন।) তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যোগ করলেন, 'তোমাদের যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করল তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত)-এর ভিতর কোনটা করে ফেলল এবং তাকে (সে জন্য দুনিয়ায়) শাস্তিও দেয়া হ'ল; তবে তার জন্য সে শাস্তি কাফ্‌ফারা হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি এর কোনটি করে ফেলল এবং আল্লাহ্‌ তা গোপন রাখলেন তবে তা আল্লাহ্‌র নিকট থাকল। তিনি চাইলে তাকে আযাব দিবেন আর তিনি যদি চান তাকে মাফও করে দিতে পারেন" (বুখারী)।

৩৩৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নারীদের বায়'আত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এই আয়াত অনুযায়ী পরীক্ষা করতেন, 'হে নবী! যখন মোমেন নারীগণ তোমার নিকট বায়'আত করতে আসে,.. শেষ পর্যন্ত' তাদের মধ্যে যারা এই শর্ত মেনে নিত, তখন নবী (সাঃ) তাদেরকে মুখে বলে দিতেন, 'আমি তোমার বায়'আত গ্রহণ করলাম।' আল্লাহ্‌র কসম! বায়'আত গ্রহণ কালে তাঁর হাত কখনও কোন রমনীর হাতকে স্পর্শ করে নি বরং তিনি কেবল মাত্র মৌখিকভাবে বায়'আত গ্রহণ করতেন" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

২২০। "বায়'আতকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে যেঃ-(১) এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (আল্লাহ্তাআলার অংশীবাদীতা) হতে পবিত্র থাকবে। (২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোকনা কেন তার শিকারে পরিণত হবে না। (৩) বিনা ব্যতিক্রমে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্তাআলার নিকট প্রার্থনা করবে ও এস্তেগফার পড়বে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহকে স্মরণ করে তাঁর হামদ ও তারীফ (প্রশংসা) করবে। (৪) উত্তেজনার বসে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না। (৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় আল্লাহ্তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর সাথে সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে। (৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করবে, কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরধার্য করবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলে করীম (সাঃ)-এর আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে। (৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভির্যের সাথে জীবন যাপন করবে। (৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মান সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে। (৯) আল্লাহ্তাআলার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে, এবং আল্লাহ্র দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে। (১০) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের [অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর] সাথে যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে তার তুলনা পাওয়া যাবে না"(এশায়াতে তকলীমে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ ইং)।

২২। মোমেন

১৭৬। প্রকৃত মোমেনের পরিচয়। তাদের করণীয় কাজ ও তার পুরস্কার ।

কুরআন

৫৯৭। বস্তুত মোমেন কেবল তারাই যারা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর তারা সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যবাদী। 'ক' (৪৯ঃ১৬)

৫৯৮। মোমেনগণ নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে,

৫৯৯। যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে,

৬০০। এবং যারা সকল বৃথা কার্যকলাপ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়,

৬০১। এবং যারা যাকাত প্রদানে তৎপর,

৬০২। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে –

৬০৩। কেবল নিজেদের স্ত্রীগণ অথবা তাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ ব্যতীত; এ কারণে তারা আদৌ তিরস্কৃত হবে না;

৬০৪। কিন্তু ইহা ব্যতীত যারা অন্য কিছুর কামনা করবে তারা সীমলঙ্ঘনকারী হবে –

৬০৫। এবং যারা নিজেদের আমানতসমূহের এবং অঙ্গীকারসমূহের প্রতি যত্নবান,

৬০৬। এবং যারা সতত তাদের নামাযের হেফাযত করে;

৬০৭। তারাই উত্তরাধীকারী-

৬০৮। তারা উত্তরাধীকারী হবে ফিরদৌসের, তথায় তারা চিরকাল বাস করবে । 'খ'(২৩ঃ২-১২)

৬০৯। হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল। 'গ' (৩৩ঃ৭১)

'ক' ৪ঃ১৪৭; ৮ঃ৩-৫,৭৫; ৯ঃ২০; ৪৭ঃ৫-৬; ৪৯ঃ১৫; ৬১ঃ১১-১২; 'খ' ২ঃ১৮৪,১৯৭; ৪ঃ১৬৩,১৭৬; ৫ঃ৫৬; ৯ঃ১১২; ১৩ঃ২০-২৫; ১৪ঃ৩২; ২৪ঃ৩৮-৩৯,৫২-৫৩; ২৭ঃ৩-৪; ৩৭ঃ৪১-৫০; ৪২ঃ৩৭-৪০; ৫৮ঃ২৩; ৭০ঃ২৩-৩৬; 'গ' ৩ঃ১০৩; ৬ঃ৮৩;

হাদীস

৩৩৬। হযরত আবু উসামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, "হুযূর! ঈমান কী?" হুযূর (সাঃ) বললেন,"যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমাদের অসৎকাজ তোমাকে পীড়া দিবে তখন তুমি বিশুদ্ধ মোমেন।" সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, "হুযূর! অসৎ কাজ কী?" হুযূর (সাঃ) বললেন, "যখন কোন কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে তখন (মনে করবে যে তা অসৎ কাজ) তা ছেড়ে দিবে" (আহমদ)।

৩৩৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। তার শ্রেষ্ঠটি হল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, 'এই ঘোষণা করা এবং নিম্নতমটি হল পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারিত করা। এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা" (বুখারী মুসলিম)।

৩৩৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি মোমেন হতে পারে না যে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অধীন হয়" (বুখারী)।

৩৩৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,'রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথাগুলি বলেন নি যে, যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দীনও নেই।' অর্থাৎ এ সকল লোকের কামেল ঈমান ও কামেল দীন নেই।" (শো'য়াবুল ঈমান)

৩৪০। হযরত মুয়াজ বিন জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,"আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি,'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাকেও শরীক না করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে ও রমযানের রোযা রেখে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছায় তাকে মাফ করে দেয়া হবে।' আমি বললাম, 'হুযূর! তাদেরকে কি এ সুসংবাদ দিব না? হুযূর (সাঃ) বললেন,'(না) তাদেরকে আমল করতে দাও।" (আহমদ)

৩৪১। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ব্যভিচারী ব্যভিচার করতে পারে না ঈমানদার অবস্থায়, চোর চুরি করতে পারে না ঈমানদার অবস্থায়, শরাবখোর শরাব খেতে পারে না ঈমানদার অবস্থায়, ডাকাত এরূপে ডাকাতি করতে পারে না যে, লোকে তার প্রতি নজর করে দেখে (অর্থাৎ প্রকাশ্য) ঈমানদার থেকে, (এভাবে) তোমাদের কেহ গনিমতের মালের খেয়ানত করতে পারে না যখন সে খেয়ানত করে ঈমানদার থেকে। অতএব সাবধান !! (এ সকল গোনাহ হতে দূরে থাকবে।' (বুখারী, মোসলেম)

৩৪২। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা অনুসারে হুযূর এ-ও বলেছেন,"হত্যাকারী হত্যা করতে পারে না যখন সে হত্যা করে ঈমানদার থেকে, ইকরামা (রাঃ) বলেন, 'আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীরূপে ঈমান বের হয়ে যায়'? তা' শুনে তিনি তাঁর দু'হাতের অংগুলিসমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পরে তা টেনে নিলেন এবং বললেন 'এরূপে'। 'অতঃপর যদি সে তওবা করে ঈমান পুনঃ ফিরে আসে এরূপে, এ বলে পুনরায় তাঁর অংগুলিসমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ইহা ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, 'সে মুমিন থাকে না এর অর্থ সে কামেল বা পূর্ণ মোমেন থাকে না বা তার ঈমানে নূর থাকে না।' ইহা ইমাম বোখারীর বর্ণনার অবিকল নকল। (মেশকাত....)

৩৪৩। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন,'মোমেন সরল ও দানশীল হয়, পাপী ধূর্ত ও কাপুরুষ হয়।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৩৪৪। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মোমেনদের মধ্যে দু'টি অভ্যাস একত্র হয় না, কার্পণ্য ও মন্দ আচরণ" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

২২১। "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মোমেন যে তার সকল সত্তাকে আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেয় এবং নিজেকে সৎকার্যে নিয়োজিত রাখে। সংক্ষেপে সে তার সবকিছু আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ত্যাগের উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

১৭৭। ঈমানের সাথে আমলে সালেহা সম্পর্কযুক্ত। আমলে সালেহাযুক্ত ঈমানই মোমেনদের চিরস্থায়ী জান্নাত দান করে। সৎকর্মশীল মোমেনদের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেন।

কুরআন

৬১০। এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়। এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম (আমলে সালেহা) করেছে তারা এবং দুষ্কৃতকারীরা সমান নয়। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। 'ক' (৪০ঃ৫৯)

৬১১। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এরাই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।

৬১২। তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে – চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। 'খ' (৯৮ঃ৮-৯)

৬১৩। এবং নিশ্চয়ই তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; এবং নিজ অনুগ্রহ দ্বারা (তাদের প্রাপ্য পুরস্কার অপেক্ষা) তাদেরকে অধিক দিয়ে থাকেন; 'গ' (৪২ঃ২৭)

৬১৪। সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তওবা করে এবং ঈমান আনে ও পুণ্য কর্ম করে, এরা এমন লোক যে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মগুলিকে সুন্দর কর্মে বদলিয়ে দিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ঘ' (২৫ঃ৭১)

'ক' ১১ঃ২৪; ১৩ঃ১৭, ২০; ৩২ঃ১৯; ৩৫ঃ২০-২৩; ৩৮ঃ২৯; ৩৯ঃ১০; ৪৫ঃ২২; ৪৭ঃ১৫; ৬৮ঃ৩৬; 'খ' ২ঃ২৬, ৬৩, ৮৩, ২৭৮; ৩ঃ৫৮; ৪ঃ৪১, ৫৮, ১২৩, ১৭৪, ১৭৬; ৫ঃ১০, ৯৪; ৭ঃ৪৩-৪৪; ৯ঃ৭২; ১০ঃ৫, ১০-১১; ১১ঃ১২, ২৪; ১৩ঃ৩০; ১৪ঃ২৪; ১৬ঃ১২৯; ১৮ঃ৩-৪, ৩১-৩২, ৮৯, ১০৮-১০৯; ২০ঃ৭৬-৭৭; ২২ঃ১৫, ২৪, ৫১, ৫৭; ২৫ঃ৭১-৭৭; ২৯ঃ৮,৫৯; ৩০ঃ১৬; ৪৫-৪৬; ৩১ঃ৯-১০; ৩২ঃ১৮, ২০; ৩৪ঃ৫, ৩৮; ৩৫ঃ৮; ৪১ঃ৯; ৪২ঃ২৩-২৪; ৪৭ঃ৫-৬; ৬৪ঃ১০; ৬৫ঃ১২; ৮৪ঃ২৬; ৮৫ঃ১২; ৯৫ঃ৭; ১০৩ঃ৪; 'গ' ২ঃ১৮৭; ১১ঃ৬২; ৩৪ঃ ৫১; ৪০ঃ৬১; 'ঘ' ৬ঃ৪৯; ১৯ঃ৬১-৬৪;

হাদীস

৩৪৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তিনটি জিনিস মৃত লোকের সঙ্গে যায় দু'টি ফিরে আসে এবং একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। তার সঙ্গে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল-সম্পদ এবং তার আমল, পরে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল" (বুখারী, মুসলিম)।

৩৪৬। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা (এক সময়) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। আর তাঁর হাতে একটি লাঠি বা ছড়ি ছিল যা দিয়ে তিনি যমিনের উপর আঁকছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমাদের যে কোন ব্যক্তির স্থান দোযখে কিংবা বেহেশ্‌তে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।' তখন আমাদের মধ্যে একজন বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তবে কি আমরা (এ কথার উপর) নির্ভর করে থাকব? হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'না, তোমরা আমল করতে থাক কেননা প্রত্যেক আমলই সহজ, যে আমলের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।' অতঃপর 'কিন্তু যে ব্যক্তি দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে।'...আয়াতটি পাঠ করলেন।"

৩৪৭। হযরত সুহায়ব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য মঙ্গলময়। আর এটা একমাত্র মোমেনদেরই বৈশিষ্ট্য। তার স্বচ্ছলতা অর্জিত হলে সে শোকর করে এটা তার জন্য কল্যাণকর। তার উপর কোন বিপদ আসলে সে সবর করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর" (মুসলিম)।

মলফূযাত

২২২। "তোমরা অবশ্য স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের নষ্ট হতে দেন না। তিনি বলেন, 'ইন্নাল্লাহা লা ইয়োযিয়ো আজরাল মুহসেনীন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ পুণ্যবানদের কাজকে নষ্ট হতে দেন না।' সৎ কর্মশীলদের নাম যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রাখা হয়।"

"ইসলাহ্ তখন হয় যখন আমলের তকমীল বা পূর্ণতা সাধন হয়। সূরা আসরে 'ইন্নাল্লাযীনা আমানু ও আমেলুস সালেহাত, অর্থাৎ 'তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও যথোপযুক্ত আমল করে।' আয়াতে 'আমানু' দ্বারা জ্ঞানের পূর্ণতার (তকমীলে ইলম হাসিলের) ইরশাদ প্রদত্ত হয়েছে এবং আমেলুস সালেহাতে আছে 'আমলী তকমীল' তথা আমলের পূর্ণতা সাধন সম্পর্কে ইরশাদ। আমল পুরা মাত্রায় হওয়া চাই।" (মলফূযাত, ৮ম খন্ড)।

২২৩। "স্মরণ রাখবে, সময়োপযোগী সৎকর্ম (আমলে সালেহা) বিহীন ঈমান এক অপূর্ণ ঈমান হয়ে থাকে। ঈমান যদি কামেল ও পরিণত হয় তবে আমলে সালেহা অনুষ্ঠিত না হবার কি কারণ থাকতে পারে?" (মলফূযাত, আলহাকাম ৩১শে মার্চ-১৯০৩)

১৭৮। সৎকর্মশীল মোমেনগণ তাদের সৎকর্মপরায়ণ পূর্ব-পুরুষ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে।

কুরআন

৬১৫। এবং যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং যথাযথ ভাবে নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যা কিছু রিযক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে এবং পুণ্য দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে। এদের জন্যই (শেষ) আবাসস্থলের (উত্তম) পরিণাম অবধারিত আছে –

৬১৬। চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের পূর্বপুরুষ,পত্নী এবং বংশধরগণের মধ্য হতে যারা সৎকর্মপরায়ণ হবে তারাও। এবং ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়ে তাদের নিকট আগমন করবে (এই বলে), 'ক'

৬১৭। তোমাদের উপর সালাম, কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছো; অতএব (দেখ! তোমাদের জন্য শেষ) আবাসস্থলের কত উত্তম পরিণতি 'খ' (১৩ঃ২৩-২৫)

'ক' ২ঃ২৬; ৩ঃ১৬; ৪ঃ৫৮; ৩৬ঃ৫৭-৫৮; ৪০ঃ৯; ৪৩ঃ৭১; ৪৪ঃ৫৫; ৫২ঃ২১-২৯; ৫৫ঃ৭১, ৭৩, ৭৫; ৫৬ঃ১৮-১৯, ২৩, ৩৫-৩৮; ৭৬ঃ২০; 'খ' ১০ঃ১১; ১৪ঃ২৪; ৩৩ঃ৪৫; ৩৬ঃ৫৯; ৩৯ঃ৭৪;

হাদীস

৩৪৮। হযরত আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেছেন, "হযরত আম্মার (রাঃ) কুফা (মসজিদের) মিম্বরে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন এবং বক্তৃতায় হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং তাঁর (বসরা) রওনা হবার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'নিশ্চয় হযরত আয়েশা (রাঃ) তোমাদের নবী (সাঃ)-এর পত্নী দুনিয়ায়ও, আখেরাতেও। কিন্তু তাকে নিয়ে তোমরা চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো" (বুখারী-কিতাবুল ফিতান)।

৩৪৯। হযরত আলী মুরতজা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুমিনগণ ও তাদের সন্তানগণ বেহেশতে ও কাফির মুশরিকগণ ও তাদের সন্তানগণ দোযখে।" অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, 'ওয়াল্লাযীনা আমানু ওয়ত্তাবায়াতহোম যুররিইয়াতোহোম আলহাকনাবেহেম যুররিইয়াতাহোম।' অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানগণ তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সহিত তাদের সে সকল সন্তানদের মিলিয়ে দিব'" (মেশকাত-মূল আহমদ)।

১৭৯। কর্ম অনুযায়ী মোমেনগণ ইহকালে ও পরকালে মর্যাদা লাভ করে থাকে।

কুরআন

৬১৮। এবং তিনিই তো তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নতি করেছেন যেন তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার সম্পর্কে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। 'ক' (৬ঃ১৬৬)

৬১৯। এবং তারা যে কাজ করেছে তদনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পদমর্যাদা আছে। এটা এজন্য যেন তিনি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন, এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। 'খ' (৪৬ঃ২০)

'ক' ৬ঃ৮৪, ১৩৩; ১০ঃ৩; ১২ঃ৭৭; ৭০ঃ৪; 'খ' ৪ঃ৯৬; ৮ঃ৫; ৯ঃ২০-২২; ১৭ঃ২২; ২০ঃ৭৬-৭৭; ৫৭ঃ১১;

হাদীস

৩৫০। হযরত আবু ওয়ালীদ হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, উপস্থিত লোকের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব (ও তার কিরায়াত) সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি এ বিষয়ে সকলে সমান যোগ্যতার অধিকারী হয় তবে যিনি প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি তিনি ইমাম হবেন। যদি তাতেও সকলে সমান হয় তবে যিনি অধিক বয়স্ক হবেন তিনিই ইমামতি করবেন।' (আবু দাউদ, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নেসাই)

৩৫১। হযরত ইবনে কাসীর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যকার আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেন আমার নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ায়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তায়, তাদের নিকটতম লোকেরা দাঁড়াবে, অতঃপর এদের নিকটতম লোকেরা।' (আবুদাউদ, নেসাঈ, ইবনে মাজাহ)

৩৫২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার কর।' (আবুদাউদ)

মলফূযাত

২২৪। "আমাদের জামাতের প্রয়োজন, তাদের ঈমান যেন উন্নতি লাভ করে, আল্লাহ্‌তাআলার উপর সত্যিকার বিশ্বাস ও তাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় এবং নেক কার্যে যেন অলসতা না আসে। কেননা যদি অলসতা আসে তবে ওযূ করাও কষ্টকর বলে মনে হবে, তাহাজ্জুদ পড়াতো দূরের কথা। যদি সত্যিকার যোগ্যতা ও প্রেরণার সৃষ্টি না হয় এবং পুণ্য কার্যে প্রতিযোগিতার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি না হয় তবে আমার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করা বৃথা" (বাহারুল ইরফান)।

১৮০। মোমেনদের সর্বদা কথা ও কার্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

কুরআন

৬২০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা কর না?

৬২১। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত যে তোমরা তা বল যা কর না। 'ক' (৬১ঃ৩, ৪)

'ক' ২ঃ৪৫; ১১ঃ৮৯; ২৬ঃ২২৭;

হাদীস

৩৫৩। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, " বিচার দিবসে একজনকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে, যার ফলে তার পেট হতে সকল নাড়ী ভূড়ি বেড় হয়ে আসবে। এবং গাধা যেমন তেলের কল ঘুরায় সে তেমনি চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে। অগ্নির অধিবাসীগণ তাকে ঘিরে ধরবে এবং বলবে, 'এটা কী? তুমি কি সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কর নি?' সে বলবে তা ঠিক। আমি সৎকাজে আদেশ দিয়েছি কিন্তু নিজে তা করি নি এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেছি কিন্তু নিজে তা করেছি" (বুখারী, মুসলিম)।

৩৫৪। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে রাত্রে আমার মে'রাজ হয়েছিল তখন আমি এমন একদল লোকের নিকট দিয়ে গেলাম যাদের জিহ্বা আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরাঈল! এরা কারা?'। 'জিবরাঈল বললেন, 'এরা আপনার উম্মতের সেই সকল বক্তা যারা এমন কথা বলত যার উপর নিজেরা আমল করত না" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

২২৫। "সর্বদা কথাও কাজকে সঠিক এবং পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখবে যেভাবে সাহাবা কেরাম (রাঃ) নিজেদের জীবনে পালন করে দেখিয়ে গিয়েছেন, ঠিক সে ভাবে তোমরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে নিজেদের সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার নমুনা দেখাও" (আল্ হাকাম, ৯ম খন্ড, সংখ্যা ৩০)।

২২৬। "সুতরাং আমি তোমাদের নিকট এটা কামনা করি না যে, তোমরা শুধু মৌখিক অঙ্গীকার কর, আর কার্যে পরিণত করে কোন কিছু না দেখাও। এটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা, যা আল্লাহ্‌তাআলা পসন্দ করেন না এবং দুনিয়ার এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে ইসলাহ (সংস্কার) কার্যের জন্য দাঁড় করিয়েছেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি আমার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেও নিজের অবস্থার সংশোধন করে না এবং নেক কার্যে প্রেরণা ও কর্ম শক্তির উন্নতি সাধন করে না বরং মৌখিক অঙ্গীকার যথেষ্ট মনে করে, সে পক্ষান্তরে তার কার্য দ্বারা আমার অপ্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান করার চেষ্ট করবে। অতএব যদি তোমরা আপন কার্যের দ্বারা এটা প্রতীয়মান করতে চাও যে, আমার আগমন অনাবশ্যক তবে আমার সাথে সম্বন্ধ রাখার কী অর্থ হতে পারে?" (আল্ হাকাম-১৬ই আগষ্ট, ১৯০২)

১৮১। মোমেনদের মধ্য পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ।

কুরআন

৬২২। এবং তুমি চালচলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রেখ। নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের ভিতর গর্ধভের কণ্ঠস্বর হ'ল সর্বাধিক কর্কশ। 'ক' (৩১ঃ২০)

'ক' ২ঃ১৪৪; ৫ঃ৬৭; ১৭ঃ১১১; ৩১ঃ৩৩; ৩৫ঃ৩৩;

হাদীস

৩৫৫। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'দীন সহজ। যে কেউ দীনের কাজে বেশি কড়াকড়ি করে তাকে দীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যপথ অবলম্বন কর এবং দীনের কাছাকাছি হও, আর হাসি মুখে থাক আর সকালে, বিকেলে, ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।' (বুখারী–কিতাবুল ঈমান)

৩৫৬। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তির নেক আমল কখনও তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না।" লোকজন বলল, "হে আল্লাহ্র রসূল! আপনাকেও না?" হুযূর (সাঃ) বললেন, "না আমাকেও না, যতক্ষণ না আল্লাহ্র রহমত ও ফযল আমাকে ঘিরে ফেলে। এজন্য তোমরা মধ্যম পন্থা-সিরাতুল মুস্তাকিম-অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের প্রয়াশ চালিয়ে যাও" (বুখারী-কিতাবুল মারযা)।

৩৫৭। হযরত আব্দুলাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সচ্চরিত্রতা, উত্তম চালচলন ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ" (মেশকাত-মূল আবু দাউদ)।

মলফূযাত

২২৭। "খুব উচ্চ কণ্ঠে কথা বলবে না এবং অত্যন্ত মৃদু স্বরেও কথা বলবে না । মধ্যম পন্থা গ্রহণ করবে, তবে প্রয়োজনের সময় অন্য কথা। চলবার সময় খুব দ্রুত চলবে না, অত্যন্ত আস্তেও চলবে না। মাঝামাঝির প্রতি লক্ষ্য রাখবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

২২৮। "স্পষ্ট কথা, উহাই প্রকৃত সাধুতা, যা দুই সীমানার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ আধিক্য ও ন্যূনতা এবং কম-বেশির সীমানা অতিক্রম করার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। যে অভ্যাস মধ্য পন্থার দিকে আকৃষ্ট করে এবং মধ্য পন্থা কায়েম করে, তাহাই উন্নত নৈতিকতা পয়দা করে। পরিবেশ পরিস্থিতি জানা একটি মধ্য পন্থা।"

"....তাওরাতে খোদাতাআলা প্রতিশোধের উপর জোর দিয়েছিলেন। এবং ইঞ্জিলে জোর দিয়েছিলেন ক্ষমার উপর। এই উম্মতকে পরিস্থিতি চেনার এবং মধ্য পন্থার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন খোদাতাআলা বলেছেন, 'ওয়া কাযালেকা জায়ালনা কোম উম্মাতা ওয়াসাতা'- আমরা তোমাদেরকে মধ্য পন্থার উপর আমলকারী করেছি এবং তোমাদেরকে মধ্য পন্থার শিক্ষা দিয়েছি।' অতএব ধন্য তারা যারা মধ্য পথে চলে। মধ্য-পন্থাই সর্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১৮২। আল্লাহ্ মোমেনদের হেফাযতকারী। তিনি মোমেনদের সাহায্য করে থাকেন। ঈমান আনয়নে বাধাদান নিষিদ্ধ। বাধাদানকারীদের পরিণাম।

কুরআন

৬২৩। তার (এই রসূলের) জন্য তার সম্মুখে এবং তার পশ্চাতে পর পর আগমনকারীগণের (ফিরিশ্‌তা) এক জামায়াত আছে,যারা আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তার ইফাযত করে। 'ক' (১৩ঃ১২)

৬২৪। বস্তুতঃ মোমনেগণকে সাহায্য করা আমাদের জন্য ফরয। 'খ' (৩০ঃ৪৮)

৬২৫ যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সকাতরে ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করলেন, (এই বলে), 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে এক সহস্র পর্যায়ক্রমে আগমনকারী ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করব। 'গ' (৮ঃ১০)

৬২৬। তখন আমরা আমাদের রসূলগণ এবং যারা তাদের উপর ঈমান আনে তাদেরকে উদ্ধার করি। এভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করেছি, যে আমরা মোমেনদেরকে অবশ্যই উদ্ধার করবো। 'ঘ' (১০ঃ১০৪)

৬২৭। যারা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত রাখে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে চায় প্রকৃতপক্ষে তারাই পরকালের উপর অবিশ্বাসী। 'ঙ'

৬২৮। তারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে) কখনও ব্যর্থ করতে পারে না এবং তাদের আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধু নেই। তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। তারা শুনতেও পারে না এবং দেখতেও পারে না। (১১ঃ২০-২১)

'ক' ৬ঃ৬২; ৮২ঃ১১; ৮৬ঃ৫; 'খ' ২ঃ২১৫; ৮ঃ১৮, ২০; ১২ঃ১১১; ২২ঃ১৬, ৩৯-৪১; ৩৬ঃ২৯; ৪৮ঃ৪-৫; ৫৮ঃ২২; ৬১ঃ১৪; 'গ' ৩ঃ১২৪-১২৮; ৮ঃ১১-১৩, ১৮-১৯; ৩৩ঃ১০; 'ঘ' ২ঃ৫০-৫১, ৭ঃ১৪২; ৯ঃ১৪, ২৫-২৬, ৪০; ১৪ঃ৭; ২০ঃ৮১; ২৬ঃ৬২-৬৬; ৪৪ঃ৩১-৩২; ৪৮ঃ২৬-২৭; 'ঙ' ৩ঃ১০০; ৪ঃ১৬১, ১৬৮-১৭০; ৬ঃ২৭; ৭ঃ৪৬, ৮৭; ৮ঃ৪৮; ৯ঃ৩৪; ১৪ঃ৩-৪, ৩১; ১৬;৩৮, ৮৯; ২২ঃ৯-১১, ২৬; ২৮ঃ৪২-৪৩; ৩১ঃ৭; ৪৭ঃ৩৫;

হাদীস

৩৫৮। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাই-এর মান-সম্মান বিনষ্ট করা হতে অন্যকে বিরত রাখে, তখন আল্লাহ্‌তাআলার উপর অপরিহার্য হয়ে যায় যে, কিয়ামতের দিন তিনি তার উপর হতে দোযখের আগুন প্রতিহত করবেন।' অতঃপর হুযূর পাক (সাঃ) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, "ঈমানদারদের সাহায্য করা আমার উপর অপরিহার্য কর্তব্য" (শরহে সুন্নাহ্)।

৩৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "বদর যুদ্ধের দিন নবী (সাঃ) দোয়া করতে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্ ! তুমি যদি চাও (কাফেররা) আমাদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করুক তবে তোমার ইবাদতের লোক আর থাকবে না।' এতটুকু বলার পর আবুবকর (রাঃ) তাঁর হাত ধরে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উঠলেন ও আয়াতটি পড়লেন; 'শত্রুদল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে" (বুখারী-কিতাবুল মাগাযী)

৩৬০। হযরত মুয়ায ইবনে রিফায়া ইবনে রাফে সুরকী থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। তিনি বলেছেন, "জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আপনি কী অভিমত পোষণ করেন?' তিনি বললেন, 'সব মুসলমানের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপই কোন বাক্য তিনি বলেছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, 'ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তারাও এরূপ,অর্থাৎ তারাও ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফিরিশতা।' (বুখারী-কিতাবুল মাগাযী)

৩৬১। "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, "এই তো জিবরাঈল। ঘোড়ার মাথা হাত দিয়ে চেপে ধরে যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত হয়ে তিনি এসে গিয়েছেন।" (বুখারী-কিতাবুল মাগাযী)

মলফূযাত

২২৯। "খোদার পবিত্র পুরুষদের নিকট খোদার তরফ হতে সাহায্য আসে। যখন তা আসে, তখন জগতকে এক (নুতন জগত) দেখিয়ে দেয়; তা বাতাসের রূপ ধারণ করে পথের সকল ধূলাকে উড়িয়ে দেয়। (পুনঃ) তা অগ্নি হয়ে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে দগ্ধ করে ফেলে। কখনও তা ধূলা হয়ে শত্রুর মস্তকের উপর পতিত হয়। পুনঃ পানির রূপ ধরে তা এক প্লাবন হয়ে আসে। মূল কথা, খোদার কাজ কখনও বান্দার দ্বারা ব্যাহত হয় না। সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে সৃষ্টি কী করতে পারে?" (দুররে সমীন)

২৩০। "তিনি আশ্চর্য শক্তি সম্পন্ন এবং তাঁর পবিত্র কুদরতসমূহ বিস্ময়কর। একদিকে স্বীয় বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি শত্রুগণকে কুকুরের মত লেলিয়ে দেন, অপর দিকে তাঁদের খেদমত করবার জন্য ফিরিশ্‌তাগণকে আদেশ দেন। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে যখন তাঁর গযব আপতিত হয় এবং যালেমদের প্রতি তাঁর কোপ উত্তেজিত হয়ে উঠে, তখন তাঁর কৃপাদৃষ্টি আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হেফাযত করে থাকে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

১৮৩। মোমেনদের আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হবার নির্দেশ। যারা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে আল্লাহ্‌ও তাদের সাহায্য করে থাকেন।

কুরআন

৬২৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও, যেরূপ মরিয়মের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিল, 'আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীগণ বলল, 'আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী।' 'ক' (৬১ঃ১৫)

৬৩০। হে যারা ঈমান এনেছ ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর তবে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলিকে সুদৃঢ় করে দিবেন। (৪৭ঃ৮)

'ক' ৩ঃ৫৩; ২২ঃ৪১; ৫৭ঃ২৬

হাদীস

৩৬২। হযরত আবু বাজীহ সুলামী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় বার্ধ্যক্যের শুভ্রতায় পৌঁছেছে, তার সেই শুভ্রতা কিয়ামতের দিন তার জন্য উজ্জ্বল নূরে পরিণত হবে।' (বাইহাকী)

৩৬৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে.হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র পথে একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সকল জিনিস হতে উত্তম" (বুখারী-মুসলিম)।

৩৬৪। হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া দুনিয়া ও এর উপরের সকল সম্পদ হতে উত্তম" (বুখারী, মুসলিম)

৩৬৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক সময় মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে দোয়া করছেন। তখন মিকদাদ ইবনে আসওয়া বললেন, 'মূসা (আঃ)-এর কওম যেমন বলেছিল যে, আপনি ও আপনার পালনকর্তা রব গিয়ে যুদ্ধ করুন (আমরা এখানে বসে থাকলাম), আমরা তেমন কথা বলব না। বরং আমরা আপনার ডান দিক, বামদিক ও পশ্চাদ দিক থেকে (তথা সর্বাত্মকভাবে) যুদ্ধ করব।" ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "আমি দেখলাম (একথা শুনে) নবী (সাঃ)-এর মুখমন্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি খুব খুশি হলেন" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)।

মলফূযাত

২৩১। "হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, তা তোমাদেরকে প্লাবিত করে দিবে। তা জীবনের উৎস যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কী করব এবং কী উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে

দিবঃ,মানুষের শ্রুতিগোচর করাবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়ে বাজারে বন্দরে ঘোষণা করব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা এবং কোন্ ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করব যাতে শুনবার জন্য তাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়? তোমরা যদি খোদার হয়ে যাও তবে নিশ্চয় জেন যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রিত থাকবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকবেন, তোমরা শত্রু সম্বন্ধে বেখবর থাকবে কিন্তু খোদা তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিবেন" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৮৪। মোমেনদের ভ্রাতৃত্ব। নিজেদের বিবাদ মীমাংসা সম্পর্কিত বিধান। মোমেনগণ পরস্পরের প্রতি মমত্বশীল।

কুরআন

৬৩১। এবং যদি মোমেনদের দু'দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তবে তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করে দিবে, যদি (মীমাংসার পর) তাদের উভয়ের মধ্য হতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে তবে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি সে ফিরে আসে তবে তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। 'ক'*

৬৩২। নিশ্চয় মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়। 'খ' ** (৪৯ঃ১০-১১)

৬৩৩। মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল, এবং যারা তার সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্ত কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত। 'গ' (৪৮ঃ৩০)

'ক' ২ঃ২২৫; ৪ঃ১১৫, ১২৯;

'খ' ৩ঃ১০৪; ৮ঃ৬৪; ৯ঃ১১;

'গ' ৫ঃ৫৫; ৯ঃ৬১, ১২৮; ১৫ঃ৮৯; ১৯ঃ৯৭; ২৬ঃ২১৬;

* ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতির প্রতি হুমকি হল আত্মকলহ, যা কখনও কখনও দ্বিমত পোষণকারী গ্রুপের মধ্যে বেঁধে যায়। এ আয়াতে এরূপ মতবিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ কার্যকরীভাবে মিটাবার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে, মুখ্যতঃ মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দন্দ-কলহের অবসান কল্পে ন্যায়ভিত্তিক, চমৎকার ও কার্যকরী মীমাংসা-নীতি এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে, তথাপি কার্যকরী জাতিসংঘ ও জাতিপুঞ্জের স্থাপনকল্পে ও তার স্থায়িত্ব রক্ষাকল্পে উক্ত নীতিকেও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে এই নীতিমালা এক বিরাট রক্ষা কবচ। (কুরআন মজীদ টীকা ২৭৯৩)

** এই আয়াতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । যদি ঘটনাচক্রে দু'জন মুসলমানের মধ্যে বা মুসলমান দু'টি দলের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়, তবে অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি এখানে নির্দেশ প্রদত্ত হ'ল যে, তারা যেন কাল-বিলম্ব না করে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়। ইসলামের আসল শক্তি এই ভ্রাতৃত্বের অনাবিল আদর্শের মধ্যেই নিহিত। এই ভ্রাতৃত্বের মহা আদর্শ স্থান-কাল-পাত্র কিংবা দেশ-দেশান্তরের ভৌগলিক সীমারেখা মানে না, এটা বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। (কুরআন মজীদ টীকা ২৭৯৪)

হাদীস

৩৬৬। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই, সে তাকে প্রতারিত করবে না, তাকে কোন মিথ্যা বলবে না, তাকে হীন প্রতিপন্ন করবে না; একজন মুসলিমের সকল সম্পদ অন্যের জন্য নিষিদ্ধ, তার সম্পত্তি তার রক্ত। সৎকর্মশীলতা হৃদয়ের গুণ। একজন মুসলিম অন্য একজন মুসলিম ভাই-এর প্রতি হীনভাবে তাকালেই তার খারাপির জন্য যথেষ্ট" (তিরমিযী)।

৩৬৭। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কেউই সত্যিকারের মোমেন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাই এর জন্য তা পসন্দ করে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে" (বুখারী,মুসলিম)।

৩৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মিম্বরে আরোহণ করে উচ্চস্বরে বললেন, "হে ঐ সকল লোক! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ অথচ অন্তরের গভীরে ঈমানের প্রভাব পৌঁছে নি, তোমরা খাঁটি মুসলমানদের কষ্ট দিও না এবং তাদের গোপনে দোষ অন্বেষণ করো না, কারণ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাই-এর দোষান্বেষণ করবে, আল্লাহ্তাআলা তার দোষ অন্বেষণ করবেন। আর আল্লাহ্তাআলা যার দোষ খুঁজবেন, তাকে অপমান করবেন, যদিও সে তার গৃহের ভিতর লুকিয়ে থাকে" (তিরমিযী)।

৩৬৯। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্য, যার উপর সূর্যের আলো পতিত হয়, বদান্যতা অবশ্য করণীয়। দু'টি বিবদমান দলের মধ্যে বন্ধুত্ব পুনঃ স্থাপনও বদান্যতা" (বুখারী-মুসলিম)।

মলফূযাত

২৩২। "যত শীঘ্র সম্ভব তোমরা পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে ফেল। নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সাথে বিবাদ মীমাংসা করতে প্রস্তুত নয়, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাবে" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৩৩। "তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাই-এর ন্যায় হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে হঠকারিতা করে এবং নিজ ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৮৫। মোমেনদের বন্ধুত্ব – মোমেনদের বন্ধু কারা। আল্লাহ্র দল ও তাদের পুরস্কার। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কিত বিধান -রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত।

কুরআন

৬৩৪। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং তারা (আল্লাহ্র নিকট) বিনয়াবনত। 'ক'

৬৩৫। এবং যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্র দলই এমন যে তারাই বিজয়ী হবে। 'খ' (৫ঃ৫৬-৫৭)

৬৩৬। মোমেনগণ যেন মোমেনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে, এবং (তোমাদের মধ্যে) যে কেউ তা করবে, আল্লাহ্র সাথে কোন বিষয়েই তার কোন সম্পর্ক থাকবে না; হ্যাঁ কেবল তোমরা তাদের নিকট হতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করে চলবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর সত্তা (তাঁর শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহ্রই দিকে (সকলকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 'গ' * (৩ঃ২৯)

৬৩৭। আল্লাহ্ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ী হতে বিতাড়িত করেছে, এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করতে অন্যদেরকে সাহায্য করেছে; এবং যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে– তারাই যালেম হবে। 'ঘ' (৬০ঃ১০)

'ক' ৪ঃ৪৬, ১৭৪; ৮ঃ৭৩; ৯ঃ১৬; ৩৩ঃ১৮; ৪৫ঃ২০; 'খ' ১০ঃ৬৩-৬৫; ৫৮ঃ২৩; 'গ' ৩ঃ১১৯-১২১; ৪ঃ১৪০, ১৪৫; ৫ঃ৫২, ৫৮; ৯ঃ২৩, ৭১; ৫৮ঃ১৫-১৬; ৬০ঃ২-৩, ১৪; 'ঘ' ৬০ঃ৮-৯;

* এই আয়াতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, নীতিগতভাবে কোন ইসলামী রাষ্ট্র অনৈসলামী রাষ্ট্রের সাথে এমন কোন জোট বা মৈত্রী গঠন করবে না যা অন্য কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সামান্য স্বার্থহানিও ঘটাতে পারে। ইসলামের তথা মুসলমানের স্বার্থকে সব কিছুর উপর স্থান দিতে হবে।

কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল হতে বেঁচে থাকার জন্য মুসলমানকে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে শত্রুর ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় নি। বরং তাদের কুটিল কৌশল ও চালাকির প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা ৩৯৫, ৩৯৬)

হাদীস

৩৭০। হযরত আবু মূসা আশাআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "একজন মোমেনের সাথে অন্য একজন মোমেনের সম্পর্ক একটি প্রাসাদের বিভিন্ন অংশের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তি দান করে।" অতঃপর উপমা হিসেবে তিনি তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিসমূহকে অন্য হাতের অঙ্গুলিসমূহের ভিতর ধরে দেখালেন। (বুখারী-মুসলিম)

৩৭১। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'যে আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে শত্রুতা করি। বান্দার জন্য আমি যে কাজ ফরয করেছি, তা ব্যতীত অন্য কোন অধিকতর উত্তম কার্যের দ্বারা আমার নৈকট্য পেতে পারে না। কোন বান্দা নফল কার্য দ্বারা আমার নৈকট্য পেতে থাকে, যে পর্যন্ত না আমি তাকে ভালবাসি। যখন আমি তাকে ভালবাসি, আমি তাঁর কর্ণ হয়ে যাই যদ্বারা সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যদ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যদ্বারা সে ধরে, এবং তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলে। সে আমার নিকট চাইলে, আমি অবশ্যই তাকে দেই। সে আমার নিকট আশ্রয় চাইলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই। যে মোমেন মৃত্যুর ইচ্ছা করে না, তার প্রাণ হরণ করতে আমার যে দ্বিধা হয়, তার চেয়ে অধিকতর দ্বিধা আমার অন্য কোন কার্যে হয় না। আমি তার অনিচ্ছাকে অপসন্দ করি, কিন্তু তার (মৃত্যু) হতে অব্যহতি নেই" (বুখারী)।

৩৭২। হযরত আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্তাআলার নিকট তাদের মর্যাদা দেখে নবী-শহীদগণও ঈর্ষা করবেন।" সাহাবাগণ আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদেরকে বলুন, কে তারা? তিনি বললেন, তারা এমন সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহর রূহ (অর্থাৎ কুরআনের সম্পর্ক) দ্বারা একে অপরকে ভালবাসে অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকারের আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরের মাল-সম্পদের লেনদেনও নেই। আল্লাহ্র কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবে নূরের উপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, 'জেনে রাখ আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবেন না" (আবু দাউদ)।

৩৭৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবুযার (রাঃ)-কে বললেন , 'হে আবু যার (তুমি কি জান) ঈমানের কোন শাখাটি অধিক মজবুত?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই অধিক জ্ঞাত।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন 'একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর খুশীর জন্য কাকেও মহব্বত করা এবং তাঁর খুশীর জন্যই কাকেও ঘৃণা করা " (বায়হাকী)।

৩৭৪। হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দী কারার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন (মুসলমান) ভাইকে মহব্বত করে, তখন তাকে যেন জানিয়ে দেয় যে সে তাকে মহব্বত করে" (আবু দাউদ-তিরমিযী)।

মলফূযাত

২৩৪। "কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত যারা সংসারাশক্ত এবং সংসার সম্ভোগে নিমগ্ন তারা তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাহা হতে দূরে, প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাকে অগ্নি হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে তাঁর জন্য কাঁদে সে হাসবে। যে তাঁর জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়, সে তাঁকে লাভ করবে। তোমরা সত্য নিষ্ঠা, পূর্ণ সততা ও তৎপরতার সাথে অগ্রসরমান হয়ে খোদাতাআলার বন্ধু হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের বন্ধু হয়ে যান। তোমরা নিজ অধীনস্থদের প্রতি, আপন স্ত্রীগণের ও গরীব ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা যথার্থই তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৮৬। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারীদের অবস্থা।

কুরআন

৬৩৮। যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তাদের উপমা মাকড়সার অনুরূপ যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরী করে বটে, কিন্তু সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সর্বাধিক দুর্বল, হায়! যদি তারা এটা জানত। 'ক' (২৯ঃ৪২)

'ক' ৩ঃ১১৯-১২১; ৫ঃ৮১-৮২; ১৮ঃ১০৩;

হাদীস

৩৭৫। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম (সাঃ)-এর আদেশে চব্বিশ জন কুরাইশ নেতার লাশ বদর প্রান্তরে একটি নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ- কঙ্করময় কূপে নিক্ষেপ করা হলো। নবী করীম (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল কোন গোত্র বা কওমের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সেখানে খোলা মাঠে তিন রাত অবস্থান করা। বদর প্রান্তরে এরূপ অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে যাত্রার (জন্য প্রস্তুতির) নির্দেশ দিলেন। সওয়ারীসমূহের জিন কষে বাঁধা হলো। তখন তিনি পায়ে হেঁটে (কিছুদূর) এগিয়ে চললেন। সাহাবাগণও পিছনে পিছনে গেলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, তিনি কোন প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত মরদেহ ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন, "হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পারছ যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশি হতে পারতে? আল্লাহ্ আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা তা পুরোপুরিই সঠিক পেয়েছি। (বলো) তোমরা কি তোমদের সাথে কৃত তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছ?" (বুখারী-কিতাবুল মাগাযী)

মলফূযাত

২৩৫। "কখনও ইহা মনে করো না যে, তবে অন্যান্য জাতি কীরূপে কৃতকার্য হচ্ছে, যদিও তারা তোমাদের কামেল ও সর্বশক্তিমান খোদা সম্বন্ধে কিছুই অবগত নয়? এর উত্তর এই যে, তারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। খোদাতাআলার পরীক্ষা কখনও এরূপও হয় যে, যে ব্যক্তি তাঁকে পরিত্যাগ করে পার্থিব আমোদ ও সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয় তখন তার জন্য পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও উলঙ্গ হয়ে যায়। অবশেষে পার্থিব দুশ্চিন্তাতেই তার মৃত্যু ঘটে ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। .....প্রকৃত সুখের উৎস খোদা। অতএব যেহেতু এই সকল ব্যক্তি সেই হাইয়ুন (চিরঞ্জীব) কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী) খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ; বরং উদাসীন, এবং তাঁর হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে ক্ষেত্রে তারা কি করে প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারবে?" (কিশতিয়ে নূহ)

১৮৭। মিথ্যারোপকারী কাফেরদের আনুগত্য (অনুকরণ ও অনুসরণ) মু'মিনদের জন্য নিষিদ্ধ। কাফেরদের আনুগত্যের কুফল।

কুরআন

৬৩৯। অতএব তোমরা মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করো না। 'ক' (৬৮ : ৯)

৬৪০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের আনুগত্য কর যারা অস্বীকার করেছে তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের গোড়ালির উপর (পূর্বাবস্থায়) ফিরিয়ে নিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে। 'খ' * (৩ : ১৫০)

৬৪১। এবং তুমি তাদের মন্দ কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না এবং তুমি তাদের নিকট হতে সাবধান হও যেন আল্লাহ্ যা তোমার ওপর নাযেল করেছেন তার অংশবিশেষ হতে তারা তোমাকে বিচ্যুত করে বিপদে না ফেলে। 'গ' (৫ : ৫০)

'ক' ১০ : ৯০, ৯৬; ১৭ : ৭৫; ৬৮ : ১০-১৫; ৭৬ : ২৫;
'খ' ২ : ১১০; ১২১-১২২, ১৪৬; ৩ : ১০১; ৬ : ৫৭, ৭১; ১১ : ১১৪; ১৩ : ৩৮; ১৮ : ২৯; ২৩ : ৭২; ৩৯ : ১৮-১৯, ৪২ : ১৬;
'গ' ৬ : ১৫৪; ২৫ : ৫৩; ৩৩ : ২,৪৯;

---

* অমুসলমানের সাথে মুসলমানের উঠাবসা চলাফেরা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। তবে ঐ সকল অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে বলে যারা ইসলামের বিনাশ সাধনে লিপ্ত। (কুরআন মজীদ, টীকা-৪৯৭)

হাদীস

৩৭৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এ (খিলাফতের) ব্যাপারে সকল মানুষ কুরাইশদের অধীন। তাদের মুসলমানগণ তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং তাদের কাফের তাদের কাফেরদেরই অনুগত। আর সব মানুষ একটি খনি বিশেষ। তাদের জাহেলী জায়গায় যারা সর্বোত্তম ছিলেন, ইসলামেও তারাই সর্বোত্ত ম" (বুখারী-বিতাবুল মানাকিব)।

মলফূযাত

২৩৬। "অন্যান্য জাতির অনুকরণ করো না, যারা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছে এবং সর্প যেরূপ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে তদ্রূপ তারাও হেয় পার্থিব উপকরণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করছে। শকুন ও কুকুর যেরূপ মৃতদেহ ভক্ষণ করে তারাও তদ্রূপ মৃতদেহ ভক্ষণ করছে। তারা খোদা হতে বহু দূরে সরে পড়েছে। মানুষকে পূজা করছে ও শূকর ভক্ষণ করছে, পানির মত মদ্য পান করছে এবং অত্যধিক পরিমাণে পার্থিব সম্পদে সম্মোহিত হওয়ায় ও খোদার নিকট হতে শক্তি প্রার্থনা না করায় তাদের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু ঘটেছে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

২৩৭। "আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যারা খোদার সাথে সম্পর্ক পূর্ণরূপে ছিন্ন করে পার্থিব উপকরণে আপাদমস্তক নিমগ্ন হয়ে গিয়েছে, এমন কি আল্লাহ্‌র নিকট শক্তি প্রার্থনা করতে ইনশাআল্লাহ্ বাক্যটুকু উচ্চারণ করে না, তোমরা তাদের অনুকরণ করো না। (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

১৮৮। মু'মিনদের অবশ্যই ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ মু'মিনদের কীভাবে পরীক্ষা করেন। বিপদে ধৈর্য ধারণ ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ।

কুরআন

৬৪২। লোকেরা কি এটা মনে করেছে যে, তাদেরকে কেবল এ কারণেই অব্যাহতি দেয়া হবে যে, তারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

৬৪৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পূর্ববর্তীগণকে পরীক্ষা করেছিলাম। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করে দিবেন যারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই তাদেরকেও প্রকাশ করে দিবেন যারা মিথ্যাবাদী। 'ক' (২৯ : ৩-৪)

৬৪৪। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদের ভয়-ভীতি ও ক্ষুধার (মাধ্যমে) এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। কিন্তু তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও–'খ'

৬৪৫। যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (২ : ১৫৬-১৫৭)

৬৪৬। এবং (স্মরণ কর) যূন-নূনকেও, যখন সে রাগ করে চলে গিয়েছিল এবং ধারণা করেছিল যে, আমরা তাকে কখনও পাকড়াও করব না, অতঃপর সে বিপদাবলীর অন্ধকাররাশির মধ্য হতে (আমাদেরকে) ডাক দিল, 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'

৬৪৭। সুতরাং আমরা তার দোয়া শুনলাম এবং তাকে কষ্ট হতে নাজাত দিলাম, এবং এভাবে আমরা মু'মিনদের উদ্ধার করে থাকি। 'গ' (২১ : ৮৮-৮৯)

'ক' ২ : ২১৫; ৩ : ১৪৩, ১৮০; ৫ : ৯৫, ৯ : ১৬; ১৮ : ৮; ২৩ : ৩১; ২৩ : ৩৬; ৪৭ : ৩২; ৭৪ : ৩২;
'খ' ২ : ১৭৮, ২১৫; ৩ : ১৮৭; ৫ : ৪৯; ৬ : ৪৩, ১৬৬; ৭ : ৯৫; ৮ : ২৯; ১১ : ৮; ১৭ : ৮৪; ২১ : ৩৬; ২২ : ৩৬; ২৯ : ১১; ৬৪ : ১৬; ৮৯ : ১৬-১৭;
'গ' : ২১ : ৮৪-৮৫; ৩৭ : ১৪০-১৪৬;

হাদীস

৩৭৭। হযরত কাব ইবনে আয়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক লোককেই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, আমার লোকদের পরীক্ষা হবে ধন-সম্পদের মাধ্যমে।" (তিরমিযী)

৩৭৮। হযরত এহইয়া বিন সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর সময় এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে অন্য একজন বলল, "তার মৃত্যু কি সুখের! সে কোনদিন পীড়িত হয় নি।" তখন রসূলে করীম (সাঃ) হাসলেন, "তোমার প্রতি আফসোস! তোমাকে কে জানাবে যে, আল্লাহ্ যদি তাকে পীড়া দ্বারা পরীক্ষা করতেন, তবে তাতে তার গুণার কাফ্ফারা হত" (মুয়াত্তা)।

৩৭৯। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তাঁর কোন (প্রিয়) বান্দার জন্য উচ্চতর মার্গ ও মর্যাদা নির্ধারিত হয় কিন্তু সে তার আমলের দ্বারা সেই মার্গে উত্তীর্ণ হতে পারে না, তখন তিনি তার কোন শারীরিক রোগ ভোগ, আর্থিক ক্ষতি অথবা সন্তানের দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এমনিভাবে তাকে সেই নির্ধারিত উচ্চতর মার্গে পৌঁছে দেন।" (মুসনাদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ – মেশকাত হতে)

৩৮০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) এমন একটি মেয়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে একটি কবরের কাছে বসে কাঁদছিল। তিনি (হুযূর-সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।' সে (বিরক্তির সাথে) বলল, 'তুমি আমার নিকট' হতে সরে যাও, তুমি তো আমার মত

বিপদে পড় নি?' অবশ্য সে মেয়েটি নবী (সাঃ)-কে চিনত না, পরে তাকে বলা হ'ল, 'তিনি তো ছিলেন নবী (সাঃ)।' সে নবী (সাঃ)-এর দ্বারে হাজির হল। সেখানে এসে কোন প্রহরী দেখতে পেল না। ক্ষমার চাওয়ার সুরে আরজ করল, 'আমি আপনাকে চিনতে পারি নি।' উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন, 'প্রথম আঘাতে ধৈর্য ধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।' (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

মলফূযাত

২৩৮। আল্লাহ্তাআলার মাহবুব ও প্রিয়দের উপর দুঃখ-কষ্ট আপতিত হয়। তাদের এই দুঃখ-কষ্টে এক তাৎপর্যপূর্ণ রহস্য থাকে। তাদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক ও কঠিন বিপদাবলী এজন্য আসে না যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাক বরং এজন্য আসে যে, তারা যেন অধিকতর ফুলে ফলে সুশোভিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।" (মলফূযাত, ২য় খণ্ড)

২৩৯। "সুতরাং ধন্য তারা যারা আল্লাহ্র কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তীকালীন বিপদাবলীর কারণে ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, যেন আল্লাহ্তাআলা তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়েতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী" (আল্ ওসীয়্যত)।

১৮৯। বিপদে মু'মিনের ঈমান দৃঢ় হয়, মু'মিনগণ সাহসী হয়।

কুরআন

৬৪৮। তারা, যাদেরকে লোকে বলেছিল, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর, কিন্তু এটা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিল, এবং তারা বলল, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্য নির্বাহক!' 'ক' (৩ : ১৭৪)

'ক' ৩৩ : ২৩;

হাদীস

৩৮১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি'মাল ওয়াকিল' 'আল্লাহ্ই আমদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের জন্য উত্তম জিম্মাদার।' হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি এ কথাই বলেছিলেন। আর মুহাম্মদ (সাঃ)-ও এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাঁকে এসে খবর দিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের ভয় কর। একথা শুনে তাদের ঈমান আরও মজবুত হলো। তারা বলল, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার'। (বুখারী)।"

মলফূযাত

২৪০। "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে মেনে মু'মিন কখনও চিন্তান্বিত দুঃখিত হতে পারে না। তিনি যা চান করেন এবং তিনি যা করেন তাতে কল্যাণ ও আশিস হয়ে থাকে। মু'মিন ও অমু'মিনের মধ্যে ঈমানের এই পার্থক্যই তো বিদ্যমান।...কারণ তারা (অমু'মিন) দুঃখ-বেদনা এবং বিপদাবলী সহ্য করতে পারে না। তাদের অন্তর দুর্বল। কিন্তু এর বিপরীত মু'মিন মজবুত মনের অধিকারী হয়ে থাকে; তার উপর যখন বিপদাবলী আসে তখন সেগুলো তার সাহস ও মনোবলকে দুর্বল করতে পারে না এবং বিপদকালে সে তার কদমকে আরও আগে বাড়ায় তার ঈমান আরও মজবুত হয়। সত্যি বলতে কি ঈমানের স্বাদ ঐ দিনগুলোতেই পাওয়া যায়। ঈমান সেই সময়ের জন্যই নির্ধারিত" (মলফূযাত, ৮ম খণ্ড)।

১৯০। প্রকৃত মু'মিন হতে হলে সাধনার প্রয়োজন।

কুরআন

৬৪৯। এবং যারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের (নিকট আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করব। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের সাথে আছেন। 'ক' (২৯ : ৭০)

৬৫০। মরুবাসীগণ বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি। তুমি বল, 'তোমরা এখনও প্রকৃত ঈমান আন নি, বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি,' কারণ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি। * (৪৯ : ১৫)

'ক' ৫ : ৩৬; ১৭ : ২০; ২৯ : ৭৭, ৩৭ : ৬২; ৫৩ : ৪০; ৭৬ : ৭, ২৩; ৭৯ : ৩৬; ৮৪ : ৭; ৮৮ : ১০; ৯০ : ৫, ১২; ৯২ : ৫; ৯৪ : ৬-৯;

---

* ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে সকল মুসলমানই সমান অংশীদার, সকলেই এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিরক্ষর ও সংস্কৃতি বর্জিত মরুবাসীকে ইসলাম সেই সকল অধিকারই দান করেছে, যা সভ্য ও সংস্কৃতমনা শহরবাসীকে দেয়া হয়েছে। নিরক্ষরদেরকে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে ইসলামের নীতিমালা জ্ঞাত হয় এবং জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখায়। (কুরআন মজীদ, টীকা-২৭৯৮)

হাদীস

৩৮২। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্র পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। (মেশকাত-মূল বুখারী ও মুসলিম)

২৮৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দু' প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। একপ্রকারের চক্ষু যা আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে রোদন করেছে এবং আর এক প্রকারের চক্ষু যা আল্লাহ্র রাস্তায় জাগ্রত থেকে পাহারা দিয়েছে" (মেশকাত-মূল তিরিমিযী)।

৩৮৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দোযখ মন্দ ইচ্ছার পিছনে লুক্কায়িত থাকে এবং বেহেশ্ত কঠোর সাধনার দ্বারা আবৃত থাকে" (বুখারী)।

৩৮৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেন, যখন আমার কোন বান্দা আমার দিকে এক ফুট অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই, এবং যখন সে আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয়-আমি তার দিকে দু'বাহু প্রসারিত পরিমাণ দৈর্ঘ্য অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তখন তার দিকে দৌড়িয়ে যাই" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৪১। "জানা উচিত যে, কেবল মৌখিক বায়'য়াতের (দীক্ষা গ্রহণের) কোন মূল্য নেই যে পর্যন্ত না মানব সর্বান্তঃকরণে তন্নিহিত শিক্ষাকে পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করে। অতএব যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুযায়ী পূর্ণভাবে কার্য করে সে আমার সেই গৃহে প্রবেশ লাভ করে যার সম্বন্ধে আল্লাহ্তাআলা অঙ্গীকার করেছেন যে, 'তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যারা বাস করে আমি তাদেরকে রক্ষা করব।' এ কথার অর্থ এটা নয় যে, যে সকল লোক আমার ইট মাটির গৃহের মধ্যে বাস করে, মাত্র তারাই আমার গৃহের অন্তর্ভুক্ত। বরং যে সকল ব্যক্তি আমার শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণ করে তারাও আমার আধ্যাত্মিক গৃহের অন্তর্ভুক্ত" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৯১। মু'মিনদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সবদিকেই নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

কুরআন

৬৫১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও তখন যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 'ক' (৫ : ১০৬)

'ক' ৩ : ২০১; ৪ : ৭২;

হাদীস

৩৮৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মু'মিনকে একই গর্তে দু'বার দংশন করা যায় না।' (মেশকাত–মূল বুখারী-মুসলিম)

মলফূযাত

২৪২। "আমি যখন স্বীয় উদ্দেশ্যাবলীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি অর্থাৎ সাবেরু ও রাবেতু। শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য সীমান্তে যেমন ঘোড়া আবশ্যকীয়, যাতে শত্রু সীমা অতিক্রম করতে না পারে। এরূপ তুমিও প্রস্তুত হও। এমন যেন না হয় যে, শত্রু সীমানা অতিক্রম করে ইসলামের উপর আঘাত হানে। যদি তুমি ইসলামের সেবা ও হেফাযত করতে চাও তবে তুমি সর্বপ্রথম তাকওয়া, ধর্মভীরুতা বা পবিত্রতা অবলম্বন কর। যদ্বারা তুমি স্বয়ং খোদাতাআলার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লাভ করতে পার" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)।

১৯২। মু'মিনদের অমঙ্গল কামনা নিষিদ্ধ।

কুরআন

৬৫২। যারা এই কামনা করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্য নিশ্চয় ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। 'ক' (২৪ : ২০)

'ক' ২৩ : ১১১-১১২; ২৪ : ১২-১৯, ২৪-২৬; ৩৩ : ২০, ৫৯; ৮৩ : ৩০-৩৭; ৮৫ : ৮-১১;

হাদীস

৩৮৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "বিচার দিবসে আল্লাহ্ ঐসকল ব্যক্তির অপরাধ গোপন রাখবেন যারা ইহকালে অন্যের অপরাধ গোপন রাখে" (মুসলিম)।

৩৮৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে কেহ দুনিয়াতে কোন মোমেনের দুঃখ মোচন করবে, আল্লাহ্তাআলা শেষ বিচারের দিনে তাকে ক্লেশমুক্ত করবেন। যে কেউ সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করবে, আল্লাহ্তাআলাও তার ইহজগতের ও পরজগতের সমস্যার সমাধান করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে দেয়, আল্লাহ্তাআলাও ইহজগতে ও পরজগতে তার দোষ ঢেকে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ভাই-এর সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ্তাআলাও সেই বান্দার সাহায্য ও সহযোগিতায় রত থাকেন" (মুসলিম)।

৩৮৯। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনে প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা, এবং একের সাহায্যে অন্যের ছুটে আসা ঈমানদারদেরকে তুমি একটি দেহের সমতুল্য দেখবে। দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরে শরীক হয়ে যায়।। (ঈমানদারদের সমাজের অবস্থাও তদ্রূপ)" (বুখারী–কিতাবুল আদাব)।

মলফূযাত

২৪৩। "আমার তো ধর্ম এই যে, শত্রুর সাথে সীমাতিরিক্ত কঠোর ব্যবহার করা উচিত নয়। এমন কিছু লোকও আছে যারা তাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব শত্রুর ধ্বংস সাধনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে চায়। তারপর এরূপ চিন্তা-ভাবনায় পড়ে যে, জায়েয নাজায়েয বৈধ-অবৈধ কোন কিছুরই পরওয়া করে না। তার দুর্নাম ঘটাবার জন্য তাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে, তার পশ্চাতে দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায় এবং অপরকে তার বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। এখন চিন্তা করে দেখ সামান্য শত্রুতাবশত কত প্রকার মারাত্মক পাপাচারে সে লিপ্ত হয়। তারপর এ সকল পাপ হতে যখন আরও পাপের জন্ম ঘটবে এবং তাদের কুফল দেখা দিবে, তখন পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে" (মলফূযাত, ৮ম খণ্ড)।

১৯৩। মু'মিনদের আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন বা গুণে গুণান্বিত হবার নির্দেশ।

কুরআন

৬৫৩। বস্তুত সর্বোচ্চ গুণসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। 'ক' (১৬ : ৬১)

৬৫৪। (তাদেরকে বল) 'আমরা আল্লাহ্‌র ধর্মকে গ্রহণ করেছি এবং ধর্ম-শিক্ষা দিবার বিষয় আল্লাহ্‌র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কে হতে পারে? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী। * (২ : ১৩৯)

'ক' ৭ : ১৮১; ১৭ : ১১১; ২০ : ৯; ২২ : ৭৫; ১৪ : ৩৬-৩৭; ৩৯ : ৬৮; ৫৯ : ২৫;

---

* 'সিবগাত' অর্থ রং বা বার্ণিশ, কোন বস্তুর প্রকার বা গুণাগুণ, ধর্ম, আইনমালা, দীক্ষাগ্রহণ। 'সিবগাতুল্লাহ্' মানে আল্লাহ্‌র ধর্ম, যে প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়ে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (আকরাব) ধর্মকে এজন্যে 'সিবগাত' বলা হয়, যেহেতু এ মানুষের জীবনকে রং বা বার্ণিশের মত রাঙ্গিয়ে দেয়। (কুরআন মজীদ, টীকা-১৫৬)

হাদীস

৩৯০। হযরত কাতাদা (রাঃ) "সেবগাতাল্লাহে ওয়া মান আহসানো মেনাল্লাহে সেবগাতা" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তাদের সন্তানদেরকে ইহুদী বা খৃষ্টান বানানোর উদ্দেশ্যে যার যার রীতি অনুযায়ী রাঙ্গিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ্‌র রং ইসলাম এবং কোন রং-ই ইসলামের চেয়ে সুন্দরতম ও পবিত্রতম নয়। আর এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীন যা দিয়ে হযরত নূহ (আঃ) ও পরবর্তী নবীদের প্রেরণ করা হয়েছে।" (তফসীরে তাবারী)

মলফূযাত

২৪৪। "অতএব নিশ্চয় জেনে রাখ শরীয়তের (স্বর্গীয় বিধানের) মূখ্য উদ্দেশ্য 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ' অর্থাৎ মহাসম্মানিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌তাআলার চরিত্র মতে চরিত্র গঠন। এতেই মানবের পূর্ণতা প্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ হয়। যদি আমরা পরমেশ্বরের চরিত্র অতিক্রম করে কোন সদাচরণ করতে কিংবা সাধু চরিত্র গঠন করতে অভিলাষী হই তবে তাই অধর্ম ও কালিমাময় চরিত্রহীনতা ও ধৃষ্টতা এবং আল্লাহ্‌র চরিত্রের বিরূদ্ধে ভীষণ প্রতিবন্ধক বলে পরিগণিত হবে" (চশমায়ে মসীহী)।

১৯৪। আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।

কুরআন

৬৫৫। তিনিই তোমাদের ওপর রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশতাগণও (তোমাদের জন্য রহমত কামনা করে) যাতে তিনি তোমাদেরকে ঘন অন্ধকার হতে বের করে–আলোর দিকে নিয়ে আসেন। বস্তুত তিনি মু'মিনদের উপর পরম দয়াময়। 'ক'

৬৫৬। যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের সম্ভাষণ ও দোয়া হবে 'সালাম'। এবং তিনি তাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদানের আয়োজন করে রেখেছেন।

'খ' (৩৩ : ৪৪-৪৫)

'ক' ২৭ : ৬০; ৩৩ : ৪৮; ৪০ : ৮-১০;

'খ' ১০ : ১১; ১৪ : ২৪; ১৫ : ৪৭; ৩৬; ৫০ : ৩৫;

হাদীস

৩৯১। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ বলবেন, 'যার দিলে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে (দোযখ থেকে) বের কর', তখন তাদের কালো অবস্থায় বের করে হায়াতের (নবজীবনের) নদীতে ফেলে দেয়া হবে। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি (সুন্দর হয়ে) উঠবে। তুমি দেখ নি যে, উক্ত বীজের গাছগুলো হলুদ রং-এর তাজা ও ঘন হয়ে অংকুরিত হয়" (বুখারী–কিতাবুল ঈমান)।

৩৯২। হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, তার জন্য আল্লাহ্ দোযখ হারাম করে দিয়েছেন" (মেশকাত–কিতাবুল ঈমান–মূল মোসলেম)।

মলফূযাত

২৪৫। "সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হও যে, খোদা তোমাদের সাথে আছেন। যদি তোমরা সততা ও ঈমানের উপর কায়েম থাক, তবে ফিরিশ্তাগণ তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করবেন, ঐশী প্রশান্তি তোমাদের উপর অবতীর্ণ হবে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তোমরা সাহায্য লাভ করবে, প্রতি পদক্ষেপে খোদা তোমাদের সাথে থাকবেন এবং কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। ধৈর্যের সাথে খোদার আশীষের অপেক্ষা কর।...খোদা খুব অবগত আছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু কে এবং কে বিশ্বাসঘাতক এবং দুনিয়াকে কে প্রাধান্য দেয়। অতএব তোমরা যদি এরূপ বিশ্বস্ত হয়ে যাও তবে তোমাদের ও অন্যান্যদের মধ্যে খোদার হাত একটি পার্থক্য কায়েম করে দেখাবেন" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)।

১৯৫। উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে মু'মিনদের শিক্ষাদানের নির্দেশ। একমাত্র খোদাভীরু মু'মিনগণই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। যারা উপদেশ গ্রহণ করে না তাদের পরিণাম। উপদেশ গ্রহণকারীদের পুরস্কার। উপদেশ প্রদানকালে সাধারণ লোকদের উপেক্ষা না করার নির্দেশ।

কুরআন

৬৫৭। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যখন উপদেশ (মানুষের জন্য) লাভজনক হয়ে থাকে, 'ক'

৬৫৮। যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে। 'খ'

৬৫৯। কিন্তু যে একান্ত হতভাগ্য সে একে এড়িয়ে চলবে,

৬৬০। সে বিশাল আগুনে প্রবেশ করবে,

৬৬১। অতঃপর সে তাতে না মরবে এবং না বাঁচবে। 'গ' (৮৭ : ১০-১৪)

৬৬২। তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পার যে, উপদেশের অনুসরণ করে। এবং গোপনেও রহমান আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে। অতএব তুমি তাকে ক্ষমা এবং সম্মানজনক পুরস্কারের শুভ সংবাদ দাও। 'ঘ' (৩৬ : ১২)

৬৬৩। সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল,

৬৬৪। এজন্য যে অন্ধ লোকটি তার নিকট আসল,

৬৬৫। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে, সে হয়তো পবিত্রতা অবলম্বন করবে,

৬৬৬। অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং উপদেশ তার উপকারে আসবে। 'ঙ' (৮০ : ২-৫)

'ক' ৪ : ৬৩-৬৪; ৫ : ৬৪, ৮০; ৬ : ৭০-৭১; ৫০ : ৪৬; ৫১ : ৫৬; ৫২ : ৩০; ৮৮ : ২২; ৯০ : ১৮-১৯; ১০৩ : ৪;
'খ' ২৭ : ৮২; ৩৫ : ১৯; ৪০ : ১৪; ৭৯ : ৪৬;
'গ' ১৪ : ১৮; ২০ : ৭৫; ২৬ : ২০৯-২১০; ৩৭ : ১৪-২১; ৭৪ : ৫০-৫২;
'ঘ' ৩৫ : ১৯; ৭৪ : ৫৩-৫৭;
'ঙ' ৬ : ৫৩; ১১ : ৩৩; ২৬ : ১১৫; ৮০ : ৬-১৩;

হাদীস

৩৯৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলল, "আমাকে উপদেশ দিন।" তখন তিনি বললেন, "চিন্তা-ভাবনা করে কোন কাজ করো। যদি তার পরিণাম উত্তম বলে বিবেচিত হয় তবে তা সম্পাদন করো, আর যদি মন্দের আশংকা থাকে তখন তাহতে বিরত থাক" (শরহে সুন্নাহ্)।

৩৯৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) (তাঁর ছাত্র ইকরামাকে) বললেন, "লোকদেরকে ওয়াজ শুনাবে প্রতি শুক্রবার (সপ্তাহে একদিন)। এতেও তুমি সন্তুষ্ট না হলে (সপ্তাহে) দু'বার। যদি এর চেয়েও বেশি করতে চাও তবে তিনবার। কিন্তু (বেশি করতে গিয়ে) এ কুরআনকে মানুষের বিরক্তির কারণ বানাবে না। আমি চাই না তুমি এমন হও যে, একদল লোকের নিকট আসলে, তারা তাদের নিজস্ব কথা-বার্তায় লিপ্ত; আর তুমি এসেই তাদের কথা কেটে (মাঝখান দিয়েই) তোমার ওয়াজ শুরু করে দিলে এবং তাদের বিরক্ত করে ছাড়লে (এমনটি কখনও করো না) বরং এসে তুমি নিশ্চুপ থাক। যখন তারা তোমাকে ওয়াজ করতে বলবে এবং খুব আগ্রহ প্রকাশ করবে, তখন তাদেরকে ওয়াজ শুনাবে। কিন্তু দোয়ার মধ্যে অলংকারপূর্ণ এক মিলের শব্দ পরিহার করবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণকে অনুরূপ করতেই দেখেছি, অর্থাৎ তাঁরা অনুরূপ শব্দমালা ব্যবহার পরিহার করতেন" (বুখারী–কিতাবুত্ দাওয়াত)।

মলফূযাত

২৪৬। "ডাক্তারের জন্য যেমন আবশ্যক যে, সে যেন উত্তমভাবে রোগ নির্ণয় করে, অনুরূপভাবে নসীহতকারীর জন্যও আবশ্যক যে, সে যেন নসীহত করার পূর্বে ঐ সকল ব্যক্তিগণের রোগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন যাতে তারা আক্রান্ত। কিন্তু কঠিন বিষয় হল, এই গভীর দৃষ্টি এবং মারেফাত প্রকৃত নসীহতকারী ব্যতীত অন্যরা অল্পই প্রাপ্ত হয়। এ কারণেই দেশে যদিও শত সহস্র নসীহতকারী ঘুরাফেরা করেন কিন্তু মানুষের আমলের অবস্থা প্রতি পদেই নিম্নগামী। সর্বপ্রকার বিশ্বাস, ঈমান, চরিত্রগত ভ্রান্তি এবং দুর্বলতাসমূহ আত্মার প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। এটা এজন্য যে, নসীহতকারীর মধ্যে ঐশ্বরীক রং ও প্রাণ নেই" (মলফূযাত)।

১৯৬। মোমেনদের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ। কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়? পবিত্র ব্যক্তিদের পুরস্কার।

কুরআন

৬৬৭। অবশ্যই সে সফলকাম হবে যে পবিত্রতা অবলম্বন করবে, 'ক'

৬৬৮। এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং নামায পড়ে 'খ' (৮৭ : ১৫-১৬)

৬৬৯। অপবিত্র বিষয়সমূহ অপবিত্র লোকগণের জন্য এবং অপবিত্র লোকগণ অপবিত্র বিষয়সমূহের জন্য এবং পবিত্র বিষয়সমূহ পবিত্র লোকগণের জন্য এবং পবিত্র লোকগণ পবিত্র বিষয়সমূহের জন্য। এই সকল লোক ঐ সব বিষয়ে নির্দোষ যা তারা বলে। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক (নির্ধারিত) আছে। 'খ' (২৪ : ২৭)

৬৭০। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের মকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ কামনা-বাসনা হতে নিবৃত্ত রাখে,

৬৭১। পরিণামে জান্নাতই হবে (তার) আবাসস্থল, (৭৯ : ৪১-৪২)

'ক' ২ : ২২৩; ৪ : ৫০; ২৪ : ২২; ৩৩ : ৩৪; ৩৫ : ১৯; ৯১ : ১০-১১;
'খ' ২৯ : ৪৬; ৯২ : ১৯;
'গ' ৩ : ১৮০; ৫ : ১০১; ৮ : ৩৮; ২৪ : ৪;

হাদীস

৩৯৫। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই ভালবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন। তিনি দয়ালুও তাই দয়া করাকে ভালবাসেন; তিনি দাতা, তাই দানশীলতাকে পসন্দ করেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ।" রাবী বলেন, 'সম্ভবত ইবনুল মুসাইয়াব বলেছেন, 'তোমাদের (ঘর দুয়ার ও) আঙ্গিনাকে ইহুদীদের মত (অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন) রেখ না।' বর্ণনাকারী বলেন, "ইবনুল মুসাইয়াবের বর্ণিত এই কথাগুলি আমি হযরত মুহাজির বিন মিসমারের নিকট বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, 'অবিকল এ কথাগুলি আমাকে হযরত আমের বিন সাদ তাঁর পিতার মাধ্যমে হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।' তবে তিনি নিঃসন্দেহে বলেছেন, "তোমরা নিজেদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখ" (তিরমিযী)।

৩৯৬। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এক বেদুঈন এসে বল্‌ল, "আমাকে ইসলামের উপর বায়াত করান।' অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ) তাকে বায়াত করালেন। পরদিন সে জ্বর নিয়ে এসে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলল, আমার বায়াত বাতিল করে দিন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন; বেদুঈন লোকটি যখন (মদীনা থেকে) চলে গেল, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তখন বললেন, 'মদীনা হাঁপরের মত, সে তার অপবিত্র বস্তুকে বের করে দেয় এবং উত্তম ও পবিত্র বস্তু রেখে দেয়" (বুখারী)।

৩৯৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবু সুফিয়ান তাঁকে জানিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন [এবং নবী (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন]; তখন তিনি (আবু সুফিয়ান) বললেন, "নবী (সাঃ) আমাদেরকে নামায পড়তে, দান সদকা করতে, পবিত্রতা অবলম্বন করতে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখতে আদেশ দিয়ে থাকেন" (বুখারী- কিতাবুল্ আদব)।

৩৯৮। হযরত আবু মালেক আশ্‌আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তাহারৎ (পবিত্রতা) হল ঈমানের অর্ধেক। আলহামদুলিল্লাহ্ (মানুষের আমলের) পাল্লা পূর্ণ করে এবং সুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে' (ছওয়াবে) আসমানসমূহ ও জমীনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়" (মুসলিম)।

মলফূযাত

২৪৭। "ঠিক এরূপেই সকল মানবীয় শক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের আদেশের অধীন। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত সকল বস্তুর মূর্তিসমূহকে পরাস্ত ও উৎপাটিত করার জন্য তাদের উপর চড়াও করা অপরিহার্য বিষয়। এই লস্কর আত্মশুদ্ধির দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। তাকেই সফলতা দান করা হয় যে, আত্মশুদ্ধি করে। কুরআন করীমে আল্লাহ্তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'কাদ আফলাহা মানযাক্কাহা (সেই সফল হল যে আত্মশুদ্ধি করল)। হাদীস শরীফে এসেছে "অন্তরের সংশোধন হলে সমস্ত দেহের সংশোধন হয়ে যায়। ইহা কত সত্যকথা।' (মলফূযাত-১মখন্ড)

২৪৮। "তাঁরই উদ্দেশ্যে জীবন যাপন কর এবং তাঁরই জন্য সকল প্রকার পাপ ও অপরিত্রতাকে ঘৃণা কর কারণ তিনি পবিত্রময়। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি তাকওয়ার সাথে রাত্রি কাটিয়েছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি ভীতির সাথে দিবস যাপন করেছ" (কিশতিয়ে নূহ)।

১৯৭। মোমেনগণ ইহকালে ও পরকালে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক (জীবন ধারণের) কল্যাণসমূহ লাভ করবে।

কুরআন

৬৭২। তুমি বল, "আল্লাহ্র সৌন্দর্য (এর বস্তুসমূহ)-কে, যা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্য উৎপন্ন করেছেন, এবং (তাঁর প্রদত্ত) জীবনোপকরণ হতে পবিত্র বস্তুগুলিকে কে হারাম করেছে?" তুমি বল, "এ সকল এই দুনিয়ার জীবনেও মোমেনগণের জন্য (এবং) বিশেষভাবে কিয়ামতের দিনেও (তাঁদের জন্যই)।" 'ক' (৭ঃ৩৩)

'ক' ২ : ২০২.২০৩; ৩ : ১৪৯; ১১ : ৪; ২৯ : ২৮; ৭২ : ১৭-১৮;

হাদীস

৩৯৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এই বলে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্, আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আর দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো" (বুখারী-কিতাবুত্ তাফসীর)।

মলফূযাত

২৪৯। অতএব হে দুর্বল বিশ্বাস ও হীন-সাহসসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা কি মনে কর, তোমাদের খোদা পার্থিব বিষয়ে তোমাদেরকে বনী ইস্রাঈলদের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছেন কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাদের অধিকারী করতে পারেন নি? বরং খোদাতাআলা তোমাদেরকে তাদের চেয়ে অধিক অনুগ্রহ প্রদান করতে ইচ্ছা করেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত অপর কেউ তোমাদের উত্তরাধিকারী হবে না" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৩। মুসলমান

১৯৮। প্রকৃত মুসলমান কে?

কুরআন

৬৭৩। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক;

৬৭৪। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি; এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলমানদের) মধ্যে সর্বপ্রথম। 'ক' (৬ঃ১৬৩-১৬৪)

'ক' ২ : ১১৩; ৪ : ৯৫,১২৬; ৬ : ৭২; ১৩ : ৩৭; ৩৯:১২-১৪;

হাদীস

৪০০। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কিবলাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের জবাই করা পশুর গোশ্‌ত খায়, সে অবশ্যই মুসলিম। তার (জান, মাল ও ইয্‌যত সম্ভ্রম রক্ষার) জন্য আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না (অর্থাৎ আইনগত অধিকার ব্যতীত তার জান মাল ও ইয্‌যত আবরুর প্রতি হস্তক্ষেপ করো না)" (বুখারী)।

৪০১। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যার জিহ্বা ও হস্ত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই মুসলমান। এবং আল্লাহ্‌তাআলা যা নিষেধ করেছেন তা যে ব্যক্তি পরিহার করে সে-ই প্রকৃত মুহাজের।' (বুখারী)

৪০২। হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ফাসেক বলবে না এবং কুফরীর অপবাদও দিবে না। কেননা, যদি সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সেরূপ না হয় তবে তার অপরাধ নিজের উপরই প্রত্যাবর্তন করবে।' (বুখারী)

মলফূযাত

২৫০। "একজন লোক তখনই মুসলমান বলে আখ্যায়িত হতে পারে যখন তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীসহ তার সমুদয় সত্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদিত হয় এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তার উপর দেয়া দায়িত্বাবলী প্রকৃত দাতার নিকট প্রত্যার্পণ করে, সে মুসলমান হিসাবে তার সত্তাকে শুধু মতবাদ হিসেবেই নয়, কার্যতও প্রমাণ করে" (আয়নায়ে কামালিয়াতে ইসলাম)।

২৫১। "ইসলামের বাস্তবতা এটাই যে কুরবানীর ভেড়ার ন্যায় মানুষ তার গর্দান আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থাপন করে। সে তার সমুদয় ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির নিকট সোপর্দ করে" (লেকচার লাহোর)।

১৯৯। উম্মতে মোহাম্মদীয়া শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাদের উত্থান, তাদের বৈশিষ্ট্য।

কুরআন

৬৭৫। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হয়েছে, তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়ে থাক এবং অসঙ্গত কাজ করতে বারণ করে থাক এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ। 'ক' (৩ঃ১১১)

'ক' ২ : ১৪৪; ৩ : ১০৫, ১১৫; ৭ ১৫৮; ৯ : ৭১, ১১২; ৩১ : ১৮; ১০৩ : ৪;

হাদীস

৪০৩। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নামে, যাঁর হস্তে আমার জীবন, তোমরা লোকদেরকে ন্যায়সঙ্গত কাজে আদেশ দাও এবং অসঙ্গত কাজ করতে বারণ করবার চেষ্টা কর, অন্যথায় আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণা দ্বারা কষ্ট দিবেন। অতঃপর তোমাদের প্রার্থনা কবুল করা হবে না।' (তিরমিযী)

৪০৪। হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা (হকের উপর) বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র হুকুম (কিয়ামত) আসবে, সে সময়ও তারা বিজয়ী থাকবে'। (বুখারী)

৪০৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম বলেছেন, 'আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ উম্মত কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরাই থাকব সবার অগ্রভাগে।' (বুখারী)

৪০৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "কুনতুম খাইরা উম্মতিন উখরিজাত লিন্নাস' 'তোমরাই উত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে'। এ আয়াতের অর্থ হলো, মানুষের কল্যাণ ও উপকারের জন্য সবচেয়ে উত্তম মানবগোষ্ঠি তারাই, যারা মানুষের গলায় আল্লাহ্‌র আনুগত্যের শিকল পরিয়ে দেয়, অবশেষে তারা ইসলাম কবুল করে'। (বুখারী)

মলফূযাত

২৫২। "পবিত্র কুরআন মজীদে মুসলমানদেরকে সকল মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলা হয়েছে। যদি এটা সত্য হত যে, তাদেরকে স্বর্গীয় বাণী প্রদান করা হবে না তবে তাদেরকে নিকৃষ্টতম জাতি বলা হত। ইসরাঈলীদের ভিতর অনেকে স্বর্গীয় বাণী লাভ করেন কিন্তু তাদের পুনঃ পুনঃ নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়। মুসলমানগণ তাদের পরে আসে এবং যেহেতু তাদের মহান নবী সকল নবীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ছিলেন, সেজন্য তারাও মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

২৫৩। "সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমাদের মূলনীতি। যদি কেউ দেখতে পায় যে, তার প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে আগুন লেগেছে এবং সেই আগুন নিভাতে তার সাহায্যার্থে অগ্রসর হচ্ছে না, তবে আমি সত্য সত্যই বলছি যে, সে আমা হতে নয়। আমার অনুসারীদের মধ্যে যদি কেউ দেখে যে, কেউ এক খ্রীষ্টানকে হত্যা করছে এবং সে তাকে বাঁচাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে না তবে আমি সঠিক বলছি যে সে আমা হতে নয়" (রূহানী খাযায়েন-১২ খন্ড,পৃঃ ২৮)।

২০০। মুসলমানদের ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ন্যায় আল্লাহ্‌র কোপগ্রস্থ ও পথভ্রষ্ট হবার ভবিষ্যদ্বাণী– তাদের অবনতির মেয়াদ এক হাজার বছর।

কুরআন

৬৭৬। তুমি আমাদের সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর,

৬৭৭। তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, কোপগ্রস্তদের (পথে) নহে এবং পথভ্রষ্টদেরও (পথে) নহে। (১ঃ৬-৭)

৬৭৮। তিনি আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে হুকুম প্রবর্তন করবেন, অতঃপর তা তাঁর দিকে উঠে যাবে একদিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর।'ক'* (৩২ঃ৬)

'ক' ২২ : ৪৮ ; ২৫ : ৪৭ ; ৩৩ : ৩১ ; ৮১ : ১৬-১৭ ; ৮৯ : ৩ ;

---

* এই আয়াতটি ইসলামের উত্থান পতনের ইতিহাসের একটি মহা সংকটময় ক্রান্তিলগ্নের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। ইসলামের প্রথম তিনশ' বছর নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি ও প্রগতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর একটি হাদীসে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'আমি যে শতাব্দীতে আছি এটাই সর্বোত্তম শতাব্দি, তৎপর সন্নিহিত শতাব্দি, তৎপর তৎসন্নিহিত শতাব্দী। (তিরমিযী, বুখারী)। তিনশ' বছরের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও বিজয়ের পর ইসলাম অধোমুখী হতে লাগল। অতঃপর এক হাজার বছর ধরে ইসলামের অধঃপতন ও অধোমুখিতা চলতে লাগল। এই অধঃপতনের হাজার বছরের কথাই আলোচ্য আয়াতটিতে এভাবে বলা হয়েছে, "অতঃপর তা (ইসলাম) তাঁর দিকে উঠে যাবে একদিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর।' মহানবী (সাঃ) অন্য এক হাদীসে বলেছেন, 'ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যাবে এবং পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি তাকে সেখান হতে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন।' (বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর আগমনে এই অধঃপতনের গতি রুদ্ধ হয়েছে এবং ইসলামের নব জাগরণ পুনরায় আরম্ভ হয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা ২৩২৩)

হাদীস

৪০৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মতেরও ঠিক তাই হবে যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়, এমনকি, যদি তাদের মধ্যে এরূপ কেউ থেকে থাকে, যে নিজের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে কুকাজ করেছিল তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক হবে যে এরূপ কাজ করবে। এছাড়া বনী ইসরাঈল (আকিদার দিক দিয়ে) বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর (৭২) দলে, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর (৭৩) দলে। এদের সকল দলই দোযখে যাবে একদল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, " হুযূর। সে দল কোন্‌টি?" হুযূর বললেন, "সে দল আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি তার উপর থাকবে।" তিরমিযী এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আহমদ ও আবু দাউদ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে (সামান্য পার্থক্যের সাথে) বর্ণনা করেছেন যে, 'বাহাত্তর দল দোযখে যাবে, আর একদল বেহেশতে, সে দল হচ্ছে জামায়াত। ব্যাপার এই যে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকসকল জাহির হবে যাদের সর্বশরীরে সেই সকল (বেদআতের) প্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে যেভাবে জলাতংক্ রোগ রোগীর সর্ব শরীরে সঞ্চালন করে। তার কোন শিরা বা গ্রন্থি বাকী থাকে না যাতে তা সঞ্চার করে না। (মেশকাত-ঈমানপর্ব)

৪০৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো (এমন কঠোর ভাবে) অনুসরণ অনুকরণ করবে যে, এক এক বিঘত ও এক এক গজ পরিমাণও (ব্যবধান হবে না)। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে।' হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, "আমরা আরজ করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইহুদী ও নাসারাদের?" তিনি বললেন, "তবে আর কারা হবে" (বুখারী-কিতাবুল ইতিসাম)।

৪০৯। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের উপর একটা যুগ উপস্থিত হবে। যখন পথ প্রাপ্তির আশায় উদ্বেগ ও অস্থিরতার অবস্থায় লোকে তাদের আলেমের নিকট যাবে কিন্তু তারা তাদেরকে বানর ও শূকরানুরূপ পাবে" (কঞ্জুল উম্মাল, ৭ম খন্ড- পাক্ষিক আহমদী, আগষ্ট ১৯৮৫ হতে)।

মলফূযাত

২৫৪। "একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কুরআন ও হাদীস উভয়ে এই উম্মতের কোন না কোন ব্যক্তির নাম ইহুদী রেখেছে যেমন 'গায়রিল মাগযুবে আলায়হিম' আয়াত হতে এটা প্রমাণিত হয়। কেননা যদি উম্মতের কোন না কোন ব্যক্তি ইহুদীতে পরিণত না হত তবে উপরোল্লিখিত দোয়া কখনও শিখানো হত না। যদ্যবধি আদিকাল হতে পৃথিবীতে আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত কিতাব সমূহের মধ্যে তাঁর এই ধারাটি রয়েছে যে,যখন কোন জাতিকে একটি বিষয়ে নিষেধ করা হয়, উদাহরণ স্বরূপ যখন বলা হয় তোমরা ব্যভিচার করো না বা চুরি করো না বা ইহুদীতে পরিণত হয়ো না তখন উক্ত নিষেধের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, তাদের মধ্যে কেউ এ সকল অপরাধে লিপ্ত হবে" (তাজকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)।

২০১। মুসলমানদের অবনতির পর তাদের পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

কুরআন

৬৭৯। যেদিন আমরা আকাশকে গুটিয়ে নিব বই খাতাদির লিখিত বস্তুকে গুটিয়ে নিবার ন্যায়। যেরূপে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করেছিলাম তদ্রূপই আমরা তা পুনরায় করব; এটা এমন এক ওয়াদা যা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত রয়েছে আমরা তা অবশ্যই করব।* 'ক' (২১ঃ১০৫)

৬৮০। এবং রাত্রির শপথ যখন তা শেষ প্রহরে পৌঁছে,

৬৮১। এবং প্রভাতের শপথ যখন তা নিঃশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করে।** 'খ' (৮১ : ১৮-১৯)

'ক' ২১ : ৯৮;
'খ' ৭৪ : ৩৪-৩৫ ; ৮৪ : ১৭-২০; ৮৯ : ২-৩;

---

* 'আমরা তা পুনরায় করব' বাক্যাংশের মর্ম এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে পাশ্চাত্যের অধার্মিক যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি পার্থিব দৃষ্ট ভঙ্গী মুসলমানাদের জীবনে বিপত্তি ডেকে আনবে; কিন্তু এই অবনতি ক্ষণস্থায়ী হবে এবং ইসলাম এক নবজাগরণের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং পুনর্বার বিজয়ীরূপে উত্থিত হবে। (কুরআন মজীদ টীকা=১৯২৪)

** শেষ যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমনে মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার রাত্রি কোটে গিয়ে ইসলামের গগনে উন্নতি ও অগ্রগতির এক নব উষার উন্মেষ ঘটবে যা ভবিষ্যতে উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় সারা বিশ্বকে আলোক মালায় উদ্ভাসিত করবে। (কুরআন মজীদ টীকা- ৩২৭৫)

হাদীস

৪১০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মাঝে মরিয়মের পুত্র (ইবনে মরিয়ম) নাযিল হবেন, ন্যায় বিচারক মিমাংসাকারী রূপে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর বধ করবেন এবং ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন। (বুখারী-কিতাবুল্ আম্বিয়া)

মলফূযাত

২৫৫। "হে মানুষ সকল! শুনে রাখ, ইহা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের এই জামাতকে সকল দেশে বিস্তৃত করে দিবেন এবং হুজ্জত ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল দ্বারা সকলের উপর তাদেরকে বিজয় দান করবেন। ঐ দিন আসছে বরং ঐ দিন নিকটে যখন পৃথিবীতে কেবল মাত্র এটাই একটি ধর্ম হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদা এই ধর্মকে এবং এই জামাতকে উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ আশীষে বিভুষিত করবেন এবং যে কেউ একে মিটিয়ে দেবার চিন্তা করবে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া হবে। এই বিজয় চিরকাল কায়েম থাকবে। এমনকি তা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। অতএব আজ হতে তৃতীয় শতাব্দি পূর্ণ হবে না যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীরা কী মুসলমান, কী খ্রীষ্টান সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। তখন পৃথিবীতে একই ধর্ম হবে এবং একই নেতা" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)।

২৪। তাকওয়া।

২০২। মোমেনদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ। এক আল্লাহ্‌র ইবাদতই তাকওয়া অবলম্বনের একমাত্র পন্থা। তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পুরস্কার।

কুরআন

৬৮২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আগামী কল্যের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করেছে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন। 'ক'

৬৮৩। তোমরা সেই, সকল লোকের ন্যায় হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই দুষ্কৃতকারী । 'খ' (৫৯ : ১৯-২০)

৬৮৪। এবং আমরা তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট (এই পয়গাম সহ) রসূল পাঠিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই' তথাপি কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? 'গ' (২৩ঃ৩৩)

৬৮৫। হে মোমেন গণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল;

৬৮৬। (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করে চলবে সে নিশ্চয় মহা সাফল্য অর্জন কববে। 'ঘ' (৩৩ঃ৭১-৭২)

৬৮৭। নিশ্চয় আল্লাহ্ সাথে আছেন তাদের যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাদেরও যারা সৎকর্মশীল। 'ঙ' (১৬ঃ১২৯)

'ক' ২ : ১৯৫, ১৯৭-১৯৮, ২০৪,২৩২, ২৩৪, ২৭৯;৩ : ১০৩, ১৮৭, ২০১; ৪:২; ৫ : ৩৬, ১০১ ; ৯ : ১১৯; ১২ : ৫৮; ২৬ : ১০৯, ১৩২-১৩৩; ১৭৮-১৮০; ৩১ : ৩৪; ৩৯; ১১,১৭; ৫৭ : ২৯; ৬৪ : ১৭;
'খ' ৯ : ৬৭ 'গ' ২ : ৮৪, ১৮৮; ২৩ : ৫৩;
'ঘ' ২ : ১০৪;৩ : ১৬-১৮,১২১, ১৯৯; ৭ : ২৭; ৮ : ৩০; ১০ : ৬৪-৬৫; ১৬ : ৩১-৩৩; ১৯ : ৭৩ ; ২১ : ১০২-১০৪; ৩৯ : ২১, ৬২, ৭৪-৭৫; ৪৭ : ৩৭; ৬৫ : ৬ ;
'ঙ' ৪৫ : ২০;

হাদীস

৪১১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল। আমাকে কোন উপদেশ দিন।" তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে, কারণ ইহা সব মঙ্গলের মূল" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৫৬। "মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য হল তাকওয়া। যদি কেউ তা অবলম্বন করে থাকে তবে সে সব কিছুই পেতে পারে। তাছাড়া মানুষের পক্ষে কোন ছোট বড় অন্যায় হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়"(মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড)।

২৫৭। আমাদের জামাতের জন্য জরুরী এই অন্ধকারপূর্ণ বিপদ-শংকুল যুগে যখন চতুর্দিক বিপক্ষগামিতা, গাফলত ও গুমরাহীর ঝড় প্রবাহিত, তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে" (মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড)।

২৫৮। "যারা তাকওয়া হতে দূরে তারা আল্লাহ্ হতে দূরে।
তারা সর্বক্ষণ অহমিকা গর্ব ও অহংকারে বন্দী।
হে প্রিয়গণ। তাকওয়া ইহাই যে অহমিকা ত্যাগ কর
অহমিকা, গর্ব ও কার্পণ্যের স্বভাব ত্যাগ কর" (দুররে সমীন)।

২৫। মুত্তাকী

২০৩। মুত্তাকীদের পরিচয়।

কুরআন

৬৮৮। ইহা পুণ্য কর্ম নয় যে, তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশ্তাগণ এবং কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে, এবং সে তাঁরই প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীদের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তারা নামায কায়েম করে, এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যখন তারা অঙ্গীকার করে, এবং দারিদ্রে কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল থাকে, এরাই ঐ সকললোক যারা নিজেদেরকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করে এবং এরাই প্রকৃত মুত্তাকী। 'ক' * (২ঃ১৭৮)

৬৮৯। তারা রাত্রে অল্পই ঘুমাত; 'খ'

৬৯০। এবং তারা প্রভাতে ক্ষমা প্রার্থনা করত; (৫১ঃ১৮-১৯)

'ক' ২ : ৩-৬; ৩ : ১৬-১৮, ১৩৪-১৩৭; ২১ : ৪৯-৫০ ; ৩৯ : ৩৪; ৫০:৩২-৩৪; ৬৭ : ১৩; ৯২ : ১৮-২২;
'খ' ৩২ : ১৭;

---

* 'মুত্তাকী' শব্দটি 'ওয়াকা' হতে উৎপন্ন যার অর্থ ক্ষতিকর বস্তু হতে বেঁচে থাকা'। 'ভিকায়া' অর্থ 'বর্ম'; 'ইত্তাকা বিহি' (মুত্তাকী হল ইত্তাকার কর্তা।) অর্থ সে ইহাকে বা তা'কে বর্মরূপে গ্রহণ করল (লেইন)। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী উবাই বিন কাব (রাঃ) 'তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন, 'মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যে কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এমনি সাবধানে চলে যাতে তার কাপড়-চোপড় কাঁটায় জড়িয়ে না যায় বা গুল্মের শাখা প্রশাখায় লেগে ছিঁড়ে না যায়। (কাসীর)। অতএব মুত্তাকী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্কে ঢাল, বর্ম বা আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করে, অতি সাবধানতার সাথে সর্বদা পাপকর্ম হতে আত্ম রক্ষা করেন এবং নিজের কর্তব্য যত্নে পালন করে থাকেন। (কুরআন মজীদ টীকা ১৯)

হাদীস

৪১২। হযরত উবাই বিন কাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন "মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যিনি কাঁটা যুক্ত বন দিয়ে চলেন এবং সকল প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করেন যেন তাঁর কাপড় কাঁটার শাখাগুলিতে বিঁধে না যায় বা ছিঁড়ে না যায়" (কাছীর)।

৪১৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুত্তাকী (আত্মসংযমী) হও, তবে সবচেয়ে বেশি এবাদতগুজার বলে গণ্য হবে।"

৪১৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমার বন্ধু শুধু মুত্তাকীগণই হবে।"

মলফূযাত

২৫৯। "আল্লাহ্র বাণীতে পাওয়া যায় যে, তাঁরাই মোত্তাকী হন যাঁরা নম্রতা, দীনতা ও হীনতা অবলম্বন করেন। তাঁরা গর্বভরে কথা বলেন না। তাঁদের কথোপকথন এমন হয় যেমন ছোটরা বড়দের সাথে কথা বলে। সকল পরিস্থিতিতে আমাদের তা করা উচিত যদ্বারা আমাদের সাফল্য অর্জিত হয়। আল্লাহ্তাআলা কারো ইজারাদার নন। তিনি একনিষ্ঠ তাকওয়া চান। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে সে সর্বোচ্চ মোকামে পৌছবে। মুত্তাকী হওয়া কঠিন বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত রূপে মানুষ অনেকগুলি মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অতিক্রম না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুত্তাকী হতে পারে না" (আল্ হাকাম, ২৪শে জুন, ১৯০১)।

২০৪। মুত্তাকীদের পুরস্কার।

কুরআন

৬৯১। এবং নিশ্চয় যালেমগণ একে অপরের বন্ধু কিন্তু আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের বন্ধু। (৪৫ঃ২০)

৬৯২। এবং আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে তাদের সফলতা সহ উদ্ধার করবেন, কোন অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করবে না, এবং তারা দুঃখিতও হবে না। 'ক' (৩৯ঃ৬২)

৬৯৩। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ জান্নাত ও ঝরণাসমূহে থাকবে।

৬৯৪। (বলা হবে) 'তথায় তোমরা শান্তির সাথে নিরাপদে প্রবেশ কর।'

৬৯৫। এবং তাদের বক্ষসমূহে যে সকল বিদ্বেষ থাকবে, আমরা তা দূর করে দিব, তারা ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসনে (উপবিষ্ট) হবে।

৬৯৬। তাতে তাদেরকে ক্লান্তিও স্পর্শ করবে না, এবং তা হতে তারা বহিষ্কৃতও হবে না। 'খ' (১৫ঃ৪৬-৪৯)

'ক' ৩ : ১১৬; ১৯ : ৮৬; ৩৭ : ৭৪-৭৫; ৩৯ : ৩৪-৩৬;৬৭ : ১৩;
'খ' ৩ : ১৩৪; ১৩৭; ২৫ : ১৬-১৭; ২৬ : ৯০-৯১; ৩৮ : ৫০-৫৬; ৪৩ : ৬৮-৭৪; ৪৪ : ৫২-৫৮; ৫০ : ৩২-৩৬; ৫১ : ১৬-১৯; ৫২ : ১৮-২১; ৫৪ : ৫৫-৫৬; ৬৮ : ৩৫; ৭৭ : ৪২-৪৫; ৭৮ : ৩২-৩৭;

হাদীস

৪১৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, "(আল্লাহ্র নিকট) সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?" তিনি বললেন, "লোকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী সেই হল সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি।" লোকজন বলল, "আমরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করি নি।" তিনি বললেন, "তবে (খান্দানের দিক দিয়ে) সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইউসুফ (আঃ)। তিনি নবীর পুত্র, নবীর পৌত্র এবং আল্লাহ্র খলীলের প্রপৌত্র।" লোকজন আরজ করল, "আমরা এ ব্যাপারেও প্রশ্ন করি নি।" তখন তিনি বললেন, "তাহলে সম্ভবত তোমরা আরবের খান্দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ।" তারা জবাব দিল। "জ্বী হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগে যে সর্বাধিক উত্তম ইসলামেও সে-ই সর্বাধিক উত্তম। তবে শর্ত হল, যদি তারা দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়" (বুখারী)।

৪১৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুত্তাকী হও, তবে সর্বাপেক্ষা বড় আবেদ (উপাসনাকারী) হবে। সন্তোষ অবলম্বন কর, সর্বাপেক্ষা বড় শোকরগুজার বলে বিবেচিত হবে। লোকের জন্য তা-ই চাইবে যা নিজের জন্য চাও। এতে প্রকৃত মোমেন বলে অভিহিত হবে। উত্তম প্রতিবেশী হও, সাচ্চা মুসলমান কথিত হবে। অল্প হাসবে, কারণ অধিক হাসলে দিল মুর্দা হয়ে পড়ে" (আবু দাউদ)।

মলফূযাত

২৬০। "তাকওয়াশীল ব্যক্তির উপর আল্লাহ্তাআলার এক তাজাল্লি বিরাজ করে। সে আল্লাহ্তাআলার ছায়ার নীচে থাকে। কিন্তু তাকওয়া খালেছ হওয়া চাই, এবং তাতে যেন শয়তানের কোন অংশ না থাকে।
যদি তোমরা আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টিতে মোত্তাকী বা ধর্মপরায়ণ বলে পরিগণিত হও তবে কেউই তোমাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। আল্লাহ্তাআলা স্বয়ং তোমাদেরকে রক্ষা করবেন এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে সে কাবু করতে পারবে না" (কিশ্তিয়ে নূহ)।

২০৫। মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী; যে সৎকর্মশীল, মুত্তাকী।

কুরআন

৬৯৭। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নয় যে, তা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করে দিবে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, এরূপ লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে এবং তারা বালাখানার মধ্যে শান্তিতে বসবাস করবে। (৩৪ঃ৩৮)

৬৯৮। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সর্ব-বিদিত। * (৪৯ঃ১৪)

---

* এই আয়াতে বিশ্বমানবের অবিচ্ছেদ্য ও সার্বিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত এই আয়াতটি বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদ। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অথবা বংশগত গৌরবের মিথ্যা ধারণা হ'তে উদ্ভূত আভিজাত্যের প্রতি ইহা কুঠারাঘাত করেছে। এক জোড়া পুরুষ-মহিলা হতে সৃষ্ট মানবমন্ডলীর সদস্য হিসাবে সকলেই আল্লাহ্‌তাআলার সমক্ষে সমমর্যাদার অধিকারী। চামড়ার রং, ধন-সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক পদ, বংশ ইত্যাদির দ্বারা মানুষের মর্যাদার মূল্যায়ন হতে পারে না। মর্যাদা ও সম্মানের সঠিক মাপকাঠি হ'ল, ব্যক্তির উচ্চমানের নৈতিক গুণাবলী এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতা। বিশ্বমানব একটি পরিবার মাত্র। জাতি উপজাতি, বর্ণ বংশ ইত্যাদি বিভক্তি কেবল পরস্পরকে জানার জন্য, যাতে পারস্পরিক চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলী দ্বারা একে অপরের উপকার সাধিত হ'তে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৭৯৭)

হাদীস

৪১৭। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'হে মানব মন্ডলী! তোমাদের আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয় এবং তোমাদের আদি পিতাও এক। একজন আরব একজন অনারব হতে কোন মতেই শ্রেষ্ঠ নয়। তেমনি একজন আরবের উপর একজন অনারবেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একজন সাদা চামড়ার মানুষ একজন কাল চামড়ার মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে বিচার্য বিষয় হবে, কে আল্লাহ্‌ ও বান্দার হক কতদূর আদায় করল। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের সম্মানের অধিকারী সেই ব্যক্তিই, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ধর্মপরায়ণ।' (বায়হাকী)

মলফূযাত

২৬১। "আল্লাহ্‌ আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তাকওয়া এমন এক বৃক্ষ যা হৃদয়ে রোপণ করতে হবে। যে পানি দ্বারা তাকওয়া সিঞ্চিত হয় তা সমগ্র উদ্যানকে প্লাবিত করে। তাকওয়া এমন শিকড় যে, এ না থাকলে সবই বৃথা এবং এ বজায় থাকলে সবই বজায় থাকে। মানুষের এই দাম্ভিকতায় কী লাভ যে, শুধু কথায় খোদান্বেষণের দাবী করে। কিন্তু সত্যের উপর তার পদ প্রতিষ্ঠিত নয়" (আল্‌ ওসীয়্যত)।

২৬২। "সুতরাং হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সাধনা কর যেন সিদ্ধিলাভ করে মুত্তাকী হতে পার। সততা ব্যতিরেকে সবকিছুই বৃথা। আন্তরিকতা বিবর্জিত কর্ম ঐশী সমীপে পরিত্যাজ্য। অতএব তাকওয়া ইহাই যে, সর্বপ্রকার ক্ষতি হতে আত্মরক্ষা করত খোদাতাআলার দিকে ধাবিত হও। সংযম ও মিতাচারিতার সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন কর। সর্বাগ্রে স্বীয় অন্তরে বিনয় ও বিশুদ্ধতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি কর এবং যথার্থভাবে সহিষ্ণু শান্তিপ্রিয় ও বিনয়ী হয়ে যাও। কেননা প্রত্যেক পুণ্য ও পাপের বীজ সর্বপ্রথম অন্তরেই অঙ্কুরিত হয়। যদি তোমার অন্তর পাপমুক্ত হয় তবে তোমার রসনাও পাপমুক্ত হবে। তদ্রূপ তোমার চক্ষু ও তোমার যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপমুক্ত হবে। প্রত্যেক আলো অথবা অন্ধকার সর্ব প্রথমে অন্তরেই জন্ম নেয়। অতঃপর ক্রমশঃ সমস্ত অবয়বকে আচ্ছাদিত করে দেয়।" (ইযালায়ে আওহাম)

২৬। মোনাফেক।

২০৬। মোনাফেকের পরিচয়।

কুরআন

৬৯৯। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীগণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তারা অসৎকাজ করতে আদেশ দেয় এবং সৎকাজ করতে নিষেধ করে এবং তাদের হাতকে (আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা হতে) গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। নিশ্চয় মোনাফেকরা দুষ্কৃতিপরায়ণ। 'ক' (৯ঃ৬৭)

৭০০। এবং যারা মোনাফেকী করেছে তাদেরকেও যেন তিনি স্বতন্ত্ররূপে পৃথক করে দেন। এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'আস তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং প্রতিরোধ কর;' তারা বলেছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ করতে জানতাম তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম।' সেদিন তারা তাদের ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। তারা নিজেদের মুখে এমন কিছু বলে যা তাদের অন্তরে নেই এবং তারা যা কিছু গোপন করে তা আল্লাহ্‌ সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। 'খ' (৩ঃ১৬৮)

'ক' ৩ : ১৮১; ৪ : ৩৮-৪০; ৯ : ৫৩-৫৮, ৮৫, ৯৮; ৪৭ : ৩৯; ৫৯ : ২০; ৬৩ : ৮

'খ' ৩ : ১৬৭; ১৬৯; ৪ : ৬২-৬৪; ৭৩-৭৪, ৮৪, ৮৯; ৯ : ৪২-৪৩, ৪৫-৫০, ৫২, ৮১-৮৩, ৮৬-৮৭, ৯৩-৯৬; ৩৩ : ১৩-২১; ৪৭ : ৩০-৩৩; ৪৮ : ১২-১৩, ১৬;

হাদীস

৪১৮। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মোনাফেকের উদাহারণ হচ্ছে সেই বান ডাকা ছাগীর ন্যায় যে দু'ছাগপালের মধ্যে থেকে একবার এপালের দিকে দৌড়ায় আবার ঐ পালের দিকে দৌড়ায়" (মুসলিম)।

৪১৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হল দ্বিমুখী ব্যক্তি এদের কাছে বলে এক কথা, ওদের কাছে বলে আর এক কথা" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৬৩। "পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ ইহুদীদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দা বলেছেন যাদেরকে বহু কল্যাণ প্রদান করা হয়। কিন্তু তাদের উপর এমন এক সময় আসে যখন তাদের বিশ্বাসসমূহ মাত্র মৌখিক বিশ্বাসে পরিণত হয়। তা তাদের অন্তর পর্যন্ত পৌছাত না, যা কুধারণা, অসাধুতা ও অবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। যার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করেন" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা।)।

২০৭। মোনাফেকদের চরিত্র। তারা ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদী।

কুরআন

৭০১। এবং মানুষের মধ্যে কতক এমন আছে। যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখি।' অথচ তারা (আদৌ) বিশ্বাসী নয়। 'ক'

৭০২। তারা আল্লাহ্কে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাকেও ধোঁকা দেয় না, বস্তুতঃ তারা তা বুঝে না। 'খ'

৭০৩। তাদের হৃদয়ে ব্যধি রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধিকে আরও বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, কারণ তারা মিথ্যা বলে আসছিল। 'গ' (২ঃ৯-১১)

৭০৪। নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়, কিন্তু তিনি তাদেরকে তাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন, এবং যখন তারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তারা শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায়, এবং তারা আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করে। 'ঘ' (৪ঃ১৪৩)

'ক' ৫ : ৪২-৪৩; ৮ : ৪৮;৯ : ৪৫;২৪ : ৪৮; ২৯ : ১১-১২; ৪৮ : ১২;
'খ' ২ : ১২-২১; ৪ : ৮২,১৪২; ৯ : ১০১; ৫৮ : ৯;
'গ' ৫ : ৪৩-৫৪; ৮ : ৫০; ৯ : ৪২-৪৩;১২৫-১২৭; ২২ : ১২; ২৪ : ৪৮-৫১ ২৯ : ১২-১৩; ৩৩ : ৬১-৬২;৪৭ : ২১-৩১; ৫৮ : ১৫-২১ : ৫৯ : ১২-১৮; ৬৩ : ২-৬;
'ঘ' ৪ : ১৪৪; ৯ : ৫৪, ৬১-৬৬; ৭৪-৭৭, ৯৭;

হাদীস

৪২০। হযরত মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "কতিপয় লোক আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললেন, 'আমরা আমাদের বাদশাহ বা শাসকের নিকট যাই তখন আমরা তাদেরকে এমন কথা বলি যা আমরা তাদের পিছনে বলি না। এটা কেমন?' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, 'এটাকে আমরা মোনাফেকী বলে গণ্য করতাম" (বুখারী)।

৪২১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "চারটি (দোষ) যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মোনাফেক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলির কোন একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মোনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায় (১) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে; (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে। (৩) সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি করে" (বুখারী-কিতাবুল ঈমান, মুসলিম)।

কিন্তু ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এ-ও রয়েছে যে, 'যদিও সে নামায পড়ে রোযাও রাখে এবং মনে করে যে, সে মুসলমান।' (মেশকাত)

মলফূযাত

২৬৪। "তৌহীদকে স্বীকার করা ইসলামের মূল বিশ্বাসসমূহের প্রথম কথা। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু মৌখিক বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। শুধু নিজেকে মুসলমান বলা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই বলে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। যাঁরা কুরআন পাঠ করেন তাঁরা জানেন যে আল্লাহ্ মৌখিক কথায় সন্তুষ্ট নন। আল্লাহ্ তার অন্তর দেখেন কেননা তিনি অন্তরে অবস্থান করেন" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

২০৮। মোনাফেকদের শাস্তি, তাদের ক্ষমা নেই।

কুরআন

৭০৫। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদেরকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা বসবাস করতে থাকবে। তা তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। 'ক' (৯ঃ৬৮)

৭০৬। নিশ্চয় মোনাফেকরা আগুনের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি তাদের জন্য কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৪ঃ১৪৬)

৭০৭। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা ক্ষমা না চাও, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা চাও, তথাপি আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। এবং আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে কখনও সৎপথ প্রদর্শন করেন না। 'খ' (৯ঃ৮০)

'ক' ৪ : ১১৬, ১৩৯; ৯ : ৫২, ৬৮-৬৯, ৭৩-৮২,৯০, ৯৫, ৯৮; ৩৩ : ২৫; ৪৮:৭, ১৭; ৫৭ : ১৪-১৬; ৫৮ : ৯; ৬৬ : ১০
'খ' ৬৩ : ৭; ৯ : ৮১-৮২;

হাদীস

৪২২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময় কিছু সংখ্যক মুনাফিক ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন যুদ্ধে রওনা হতেন তখন তারা যুদ্ধে না গিয়ে পিছনে থেকে যেত। এভাবে তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিছনে থেকে যাবার কারণে আনন্দিত হত। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (সহি সালামতে) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে তারা তাঁর কাছে গিয়ে নানা প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করত এবং (যুদ্ধে না যাবার সমর্থনে) কসম খেতো। উপরন্তু তারা চাইত, যে কাজ তারা করে নি তার জন্য তাদের প্রশংসা করা হোক। এজন্য নাযেল হয়েছিল, 'যারা নিজেদের কৃত-কর্মে আনন্দিত এবং যা করে নি তার জন্য প্রশংসা পেতে চায় তাদেরকে তোমরা আযাব থেকে রক্ষা প্রাপ্ত মনে করো না। তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৬৫। "অতএব স্মরণ রেখ যে, অন্তর যদি সত্যিকার পবিত্রতা শূন্য হয় তবে শুধু মৌখিক কথায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নন। এটা স্মরণ রেখ, আল্লাহ্র প্রতি পেশাদারী বিশ্বাস যেন তোমাদের প্রতারিত না করে, কেননা যে বিশ্বাস জিহ্বাতে সীমাবদ্ধ, অন্তরে যার স্থান নেই তা অপবিত্র ও মূল্যহীন। এরূপ বিশ্বাস ইহকালে বা পরকালে কোন কাজে আসবে না।

----তুমি মানুষকে তোমার বাহ্যিক নামায, রোযা বা দান-খয়রাত (যার প্রকৃত ইচ্ছা অন্তরে নেই) দ্বারা প্রতারিত করতে পার, কিন্তু তুমি আল্লাহ্কে তোমার শুষ্ক ও অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিকতা দ্বারা প্রতারিত করতে পারবে না" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

২০৯। মোনাফেকদের জানাযা পড়া নিষিদ্ধ।

কুরআন

৭০৮। এবং তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জানাযা নামায পড়ো না এবং তার কবরের পার্শ্বে (দোয়ার জন্য) দাঁড়িও না কারণ তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং এমন অবস্থায় মারা গিয়েছে যখন তারা অবাধ্য ছিল। 'ক' (৯ঃ৮৪)

'ক' ৯ : ৮০; ৬৩ : ৭

হাদীস

৪২৩। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে (মুনাফেক নেতা) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এলেন এবং তার পিতার কাফন হিসাবে ব্যবহারের জন্য হুযূর (সাঃ)-এর নিকট তাঁর জামাটি দেয়ার আবেদন জানালেন। নবী (সাঃ) তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন। পুনরায় তিনি তার জানাযা নামায পড়ানোর জন্য হুযূর (সাঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার জানাযা নামায পড়ানোর জন্য উঠতে চাইলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) উঠে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাপড় টেনে ধরে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার জানাযার নামায পড়তে এবং তার জন্য দোয়া করতে চাচ্ছেন, অথচ আপনার রব্বতো তা করতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তো বলেছেন তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর বা না কর, যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর তবুও আমি তাদেরকে মাফ করবো না। সুতরাং আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশি মাগফিরাত কামনা করবো।' উমর (রাঃ) বললেন, 'সে তো মোনাফেক,' (যা হোক) শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জানাযা নামায পড়িয়েছিলেন। অতঃপর এ আয়াত নাযেল হয়, 'এবং তাদের (মোনাফেকদের) কেউ মারা গেলে কখনও তাদের (জানাযার) নামায পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং ফাসেক হিসাবেই তারা মরেছে।' (বুখারী-কিতাবুত্ তফসীর)

২১০। ঈশ্বর নিন্দা ও রসূল নিন্দাকারীদের সম্পর্কিত বিধান। ঈশ্বর নিন্দা ও রসূল নিন্দাকারীগণ মোনাফেক ও কাফের।

কুরআন

৭০৯। এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করেছেন যে যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ সম্বন্ধে শুন যে ঐগুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপ করা হচ্ছে তখন তাদের সাথে বসো না যে পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদের অনুরূপ হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল মোনাফেক ও কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। 'ক' (৪ঃ১৪১)

৭১০। তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তবে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান হতে বহিষ্কার করে দিবে অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসূল ও মোমেনগণের জন্য, কিন্তু মোনাফেকরা তা অবগত নয়। (৬৩ঃ৯)

'ক' ৬ ঃ ৬৯ ;৯ ঃ ৬১; ৩১ ঃ ৭; ৩৩ ঃ ৫৮;

হাদীস

৪২৪। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা এক যুদ্ধে হাযির ছিলাম। এর মধ্যে কোন এক ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে জনৈক মুহাজির একজন আনসারীর পাছায় আঘাত করলেন। তখন আনসারী 'হে আনসারী ভাইগণ' বলে সাহায্যের জন্য ডাকল, এবং মুহাজির ব্যক্তিও 'হে মুহাজির ভাইগণ' বলে ডাকল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা শুনতে পেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জাহেলী যুগের রীতিতে এরূপ ডাকাডাকি করার অর্থ কী?' লোকজন বলল, ' হে আল্লাহ্‌র রসূল! একজন মুহাজির একজন আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে।' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'এরূপ ডাকাডাকি বন্ধ কর, কেননা এটা ঘৃণিত ও নোংরা বিষয়।' অতঃপর ঘটনাটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর কানে পৌঁছিল। সে বলল, 'এতবড় দুঃসাহসের কাজ মুহাজিররা করেছে? আল্লাহ্‌র কসম। আমরা এবার মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে অবশ্যই শক্তিমান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বের করেই ছাড়বে।' একথা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছিল। হযরত উমর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌! আমাকে অনুমতি দিন। আমি এখনই মোনফেকের গর্দান উড়িয়ে দেই।' হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। কেউ যেন একথা না ছড়াতে পারে যে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাথীদের হত্যা করেন।' (বুখারী-কিতাবুত্‌ তফসীর)

মলফূযাত

২৬৬। "এরূপে এদেশের গদ্দীনশীন(পীরের গদীতে উপবিষ্ট) ও পীরজাদাগণ ধর্মের সাথে এমন সম্পর্কহীন এবং দিবারাত্র 'বেদাতে' (নব প্রবর্তিত অনুষ্ঠানে) এমনভাবে লিপ্ত যে, তারা ইসলামের আপদ বিপদের কোন খবরই রাখে না। তাদের মজলিসে গেলে কুরআন ও হাদীস গ্রন্থের পরিবর্তে সেখানে বিভিন্ন রকমের তব্বুর, সারং, ঢোল ইত্যাদি অবৈধতার সরঞ্জাম দেখতে পাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মুসলমানদের নেতা হবার দাবী ও নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণের গর্ব! তাদের মধ্যে কেউ কেউ মেয়েদের পোষাক পরে, হাতে মেহদী লাগায় এবং চুরি পরে এবং নিজেদের মজলিসে কুরআন শরীফের পরিবর্তে কবিতা পাঠ করা পছন্দ করে থাকে। এগুলি এরূপ মরিচা যে তা কীভাবে দূর করা যেতে পারে তা ধারণাই করা যায় না" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৭। মুরতাদ।

২১১। মুরতাদের পরিচয় ও তাদের শাস্তি। বাধ্য হয়ে ঈমান গোপন রাখা বৈধ।

কুরআন

৭১১। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিজ দীন হতে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যাবে সে যেন স্মরণ রাখে যে, এরাই এমন লোক যাদের আমলসমূহ ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থ হবে। এবং এরা আগুনের অধিবাসী, এরা তাতে দীর্ঘকাল থাকবে। 'ক' (২:২১৮)

৭১২। যে কেহ তার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাকে (অস্বীকার করতে) বাধ্য করা হয়েছে যদিও তার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত, কিন্তু যারা অবিশ্বাসের জন্য নিজেদের বক্ষঃকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ আপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। 'খ' (১৬:১০৭)

'ক' ৩ : ৮৭-৯১, ১০৭, ১৪৫; ৪ : ১৩৮; ৫ : ৫৫; ৪৭ : ২৬,৩৯; ৬৩ : ৪;
'খ' ১৬ : ১০৮-১১০;

হাদীস

৪২৫। হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি আমার হাউযে আমার নিকট আগত লোকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকব; তখন আমার সম্মুখ থেকে কিছু লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলবো, "এরাতো আমার উম্মত।" বলা হবে "আপনি জানেন না এরা পশ্চাতে ফিরে গিয়েছিল" (বুখারী-কিতাবুল কিতাব)।

৪২৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত নবী করীম (সাঃ) মুসাইলামা কায্যাবের কাছে দাঁড়ালেন। সে সময় সে তার সাঙ্গ-পাঙ্গ পরিবেষ্টিত ছিল। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, "তুমি যদি আমার নিকট এ সামান্য টুকরাটিও চাও তবে আমি তা-ও তোমাকে দিব না। তুমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌তাআলার ফয়সালার অধিক কিছুই পাবে না। আর যদি তুমি ইসলাম থেকে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাও, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন"(বুখারী-কিতাবুত্ তাওহীদ)।

৪২৬ক। হযরত জাবির বিন্ আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক আরবী (বেদুঈন) আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিকট বয়াত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর মদীনায় সে জ্বরে আক্রান্ত হয়, তাই সে আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, 'আমার বয়াত ফিরিয়ে দিন।' পরে দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বার এসে একই কথা বলে। তিনি (সাঃ) তা নাকচ করে দেন। পরে ঐ আরবী মদীনা থেকে ফিরে যায়। এরপর আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, মদীনা একটি কারখানার অগ্নিকুণ্ডের অনুরূপ। উহা ময়লা দূর করে দেয় এবং আসল ও পবিত্র বস্তুকে পৃথক করে দেয়" (বুখারী-কিতাবুল ইতিহাস)।

মলফূযাত

২৬৭। "সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করে খোদাতাআলার সেই নিয়মকে প্রত্যক্ষ কর যা সারা দুনিয়াতে পরিলক্ষিত হয়। অধোগামী মুষিক সেজ না, বরং উর্ধ্বগামী কবুতর হতে চেষ্টা কর, যা আকাশের বিশালতাকে নিজের জন্য পছন্দ করে। তোমরা তওবার বয়াত গ্রহণ করে পুনরায় পাপে লিপ্ত থেক না, এবং সাপের ন্যায় হয়ো না যা খোলস পরিবর্তন করার পরও পুনরায় সাপই থেকে যায়। মৃত্যুকে স্মরণ কর যা ক্রমশ তোমাদের নিকট আসছে কিন্তু তোমরা এ সম্বন্ধে সচেতন নও। পবিত্র হতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৮। কাফের।

২১২। কাফেরদের পরিচয়। কেন কাফেরগণ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে তার যৌক্তিকতা। কাফেরগণ অকৃতজ্ঞ, তারা মিথ্যার অনুসরণ করে। প্রকৃত কাফেরগণ কখনও ঈমান আনবে না।

কুরআন

৭১৩। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি' এবং তারা চায় যেন তারা এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে–

৭১৪। এরাই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি। 'ক' (৪:১৫১-১৫২)

৭১৫। এবং যারা অস্বীকার করে, ও তারা (পার্থিব) সুখভোগ করে এবং এভাবে আহার করে বেড়ায় যেভাবে চতুষ্পদ জন্তু আহার করে বেড়ায়, এবং পরিশেষে আগুন হবে তাদের আবাসস্থল। 'খ' (৪৭:১৩)

৭১৬। এবং যদি আমরা তাদের উপর দয়া করি এবং যে অনিষ্ট তাদের উপর লেগে আছে তা দূর করি, তথাপি তারা নিজেদের বিদ্রোহিতায় অন্ধ হয়ে অনড় থাকবে। 'গ' (২৩:৭৬)

৭১৭। এটা এ জন্য যে, যারা অস্বীকার করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে সমাগত পূর্ণ সত্যের অনুসরণ করে। 'ঘ' (৪৭:৪)

৭১৮। তোমরা কীরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের প্রাণ দান করলেন আবার তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। 'ঙ' (২:২৯)

৭১৯। নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে–তাদের তুমি সতর্ক কর বা সতর্ক না কর-এটা তাদের জন্য সমান-তারা ঈমান আনবে না। 'চ'

৭২০। আল্লাহ্‌ তাদের হৃদয়সমূহের উপর এবং কর্ণসমূহের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর রয়েছে পর্দা এবং তাদের জন্য রয়েছে এক মহা আযাব। 'ছ' (২:৭-৮)

'ক' ২ : ১৭১-১৭২; ৪ : ১৩৭; ৫ : ১০৫; ১০ : ৭৯; ৩১ : ২২;
'খ' ৩ : ১৫; ৫ : ৪৩; ১৫ : ৪; ৫৭ : ২১;
'গ' ৭ : ১৩৫-১৩৬; ১০ : ২৩-২৪; ১৬ : ৫৪-৫৬; ১৭ : ৬৮; ২৯ : ৬৬-৬৭; ৩০ : ৩৪-৩৫; ৩৯ : ৯,৫০; ৪৩ : ৫০-৫১; ৪৪ : ১৩-১৬;
'ঘ' ১৭ : ৮২; ২১ : ১৯; ৩৪ : ৪৯-৫০;
'ঙ' ১৯ : ১৬,৩৪; ২২ : ৬৭; ৩০ : ৪১; ৪৫ : ২৭;
'চ' ৬ : ২১; ৭ : ১৪৭-১৪৮, ১৮০; ৮ : ৫৬; ১০ : ৩৪, ৪৩-৪৪, ৯৭-৯৮, ১০১-১০২; ১৩ : ৬,৩২; ২১ : ৪৬; ২২ : ৫৬; ২৬ : ১৩৭; ২৭ : ৮১,৮২; ৩০ : ৫৩-৫৪; ৩৬ : ৮-১১; ৫১ : ১০;
'ছ' ৪ : ১৫৬; ৬ : ২৬-২৭,৪৭,১১০-১১২; ৭ : ১০১-১০৩; ১০ : ৭৫; ১৬ : ১০৯; ১৭ : ৪৭; ১৮ : ৫৮; ৩০ : ৬০; ৪১ : ৬; ৪৫ : ২৪; ৪৭ : ১৭; ৮৩ : ১৫

হাদীস

৪২৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন রয়েছে তাঁর কসম, এই উম্মতের যে কেউই-ইহুদী হোক বা খৃষ্টান-আমার (নবুয়তের) কথা শুনবে অথচ যা

সহকারে আমি প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনে মারা যাবে সে নিশ্চয়ই দোযখের অধিবাসীদের মধ্যে হবে" (মুসলিম)।

৪২৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) বদরের কুপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, '(হে মুশরিকগণ!) তোমাদের 'রব' তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তাকি তোমরা ঠিকঠিক পেয়েছ?' পরে তিনি (নবী সাঃ) বললেন, 'এ মুহূর্তে আমি যা বলছি তা তারা শুনছে।' এ বিষয়টি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি (আয়েশা রাঃ) বললেন, 'নবী (সাঃ) যা বলেছিলেন, এর অর্থ হল-তারা এখন বুঝতে পারছে, আমি তাদের যা বলতাম তা যথাযথ সত্য ছিল।" তারপর তিনি পাঠ করলেন, 'তুমি তো মৃতদেরকে শুনাতে সক্ষম নও। আর তুমি কোন আহ্বানই বধিরদের কর্ণ গোচর করতে পারবে না, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে (উল্টো দিকে) চলে যায়" (৩০:৫৩) (বুখারী-কিতাবুত্ তফসীর)।

মলফূযাত

২৬৮। "নবীর অস্বীকার কুফরীর কারণ ঘটায়। কিন্তু ওলীর অস্বীকারও ঈমানের বিলুপ্তি ঘটার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিশেষে কুফরীর পর্যায়ে নিয়ে যায়। সহী বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আমার ওলীর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে, আমি নিজে তাকে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য আহ্বান জানাই।'

আল্লাহ্তাআলা 'বালাম বিন বাউর'এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরোধিতা করায় সে অধঃপতনের এমন স্তরে নেমে গিয়েছিল যে তাকে কুফরীর সাথে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলনা করা হয়েছে। নবীর অস্বীকারকারী খোলাখুলি কুফরীর কারণ ঘটায়, আল্লাহ্র ওলীর যখন কেউ শত্রু হয়, তখন তার ভিতর ঈমান ও আমলের তৌফীক লয়প্রাপ্ত হয়" (আল, হাকাম-১৭ই জুন ,১৯০৫ ইং)।

২১৩। কাফেরদের পরিণাম। ইহকালে ও পরকালে তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করবে। তাদের উপর আল্লাহ্, ফিরিশ্‌তা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হয়।

কুরআন

৭২১। এবং মূসাকে মিথ্যাবাদী বলে অস্বীকার করা হয়েছিল। তখন আমি অস্বীকারকারীগণকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম-অতএব (চিন্তা করে দেখ) আমাকে অস্বীকার করা (পরিণামে) কত ভয়াবহ ছিল। 'ক' (২২:৪৫)

৭২২। এরা এমন লোক যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করতে চান নি; তাদের জন্য ইহজগতে লাঞ্ছনা আছে এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (৫:৪২)

৭২৩। নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মধ্য হতে যারা অস্বীকার করেছে তারা জাহান্নামের আগুনে থাকবে–তারা তাতে দীর্ঘকাল বাস করবে। এরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম। 'খ' (৯৮:৭)

৭২৪। যারা অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা গিয়েছে, তারাই এমন লোক যাদের উপর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র এবং ফিরিশ্‌তাগণের এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ, 'গ'

৭২৫। তারা তার মধ্যে অবস্থান করবে, তাদের উপর হতে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। 'ঘ' (২:১৬২–১৬৩)

'ক' ৩ : ১১৩; ৬ : ৫০; ৭ : ৫,৬৫,৭৩, ৭৯, ৮৫, ৯২; ৮ : ১৩-১৫; ১০ : ৭৪; ১১ : ৬১,৬৯, ৯৫-৯৬; ১৭ : ১৮; ২১ : ১২; ২২ : ৪৬; ২৬ : ১৪০,১৯০; ৩৫ : ২৬-২৭; ৩৯ : ২৬,২৭; ৪০ : ৬; ৫৪ : ১০-১৩, ৪৭; ৬৮ : ৩৪;
'খ' ২ : ৪০,৯১,১০৫; ৩ : ১১-১৩,১১৭,১৭৭-১৭৮; ৪ : ৫৬-৫৭,১৬৮-১৭০; ৫ : ১১,৮৭; ৭ : ৩৭; ৮ : ১৫,৫১-৫২; ১৩ : ৬-৭; ১৮ : ১০৩-১০৭; ১৯ : ৬৯-৭২,৮৭; ২০ : ৭৫,১০১-১০২; ২২ : ২০-২৩,৫৮,৭৩; ২৫ : ৩৫,৭৮; ২৯ : ৬৯; ৩০ : ১৭,৪৫; ৩৩ : ৯; ৩৪ : ৪৩; ৩৫ : ৮; ৩৭ : ৩৯-৪০; ৩৮ : ৫৬-৫৯; ৩৯ : ৭২-৭৩;৪০ : ৭,৭১-৭৩; ৪১ : ২৮-২৯; ৪৬ : ২১,৩৫; ৪৭ : ৯,১০; ৪৮ : ১৪; ৫০ : ২৫-২৭; ৫২ : ১২-১৭; ৫৪ : ৪৪-৪৯; ৫৭ : ২০; ৫৮ : ১৮; ৬৪ : ১১; ৬৭ : ৭-৯; ৭৬ : ৫; ৭৭ : ১৬-২০,২৫,২৯,৩৫,৪১,৪৫,৪৮,৫০; ৭৮ : ২২-২৯; ৮৩ : ১১-১২; ৮৪ : ২৩-২৫; ৯২ : ১০-১২,১৫-১৭; ১১১ : ২-৬;
'গ' ২ : ৮৯-৯০; ৩ : ৮৮; ৪ : ৪৭-৪৮,৫৩; ৫ : ১৪,৬১,৭৯; ৭ : ৪৫,৪৬; ১১ : ১০০; ৩৩ : ৬৫, ৬৯;
'ঘ' ৩ : ৮৯; ৪ : ১৩৮, ১৬৯; ৩৩ : ৬৬; ৪৭ : ৩৫;

হাদীস

৪২৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুমেনের উদাহরণ নরম ক্ষেত। জোরে হাওয়া আসলেই তার পাতা এদিক ওদিক ঝুঁকে পড়ে। বাতাস থেমে গেলে তা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মোমেন ব্যক্তিকে ঠিক এভাবেই বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা হয়। আর কাফেরদের উদাহরণ পাইন বৃক্ষের মত যা সোজা ও শক্ত হয়। আল্লাহ্ তাকে সমূলে উৎপাটিত করেন।" (বুখারী)

৪৩০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "(কিয়ামতের দিন) হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাক্ষাৎ পাবেন এবং বলবেন, "হে রব্বুল আলামীন! আপনি ওয়াদা করেছেন যে, হাশরের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি' "(বুখারী)।

মলফূযাত

২৬৯। "এটা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এমনিতে তো প্রত্যেক কাফের পরকালে গযবের পাত্র হবে। কিন্তু এস্থলে গযবের অর্থ ইহকালের গযব, অপরাধীদের শাস্তি দিবার জন্য যা পৃথিবীতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ সকল ইহুদী যারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল এবং কুরআন করীমের সনদ দ্বারা এর ভাষায় অভিশপ্ত বলে কথিত হয়েছিল, তারা ঐ সকল লোক যাদের উপর পৃথিবীতে গযব পতিত হয়েছিল। অতঃপর যারা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল, তারা রোমক সম্রাট টাইটাসের হস্তে কঠোর শাস্তির সাথে দেশ হতে উৎখাত হয়ে গিয়েছিল" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)।

২১৪। কাফেরদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না। তাদের মুক্তিপণ হিসাবে পৃথিবী ভরা স্বর্ণ দিতে চাইলেও তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের সকল কর্ম বৃথা যাবে।

কুরআন

৭২৬। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে – তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কখনও তাদের কোন কাজে আসবে না, এবং এরাই অগ্নির ইন্ধন। 'ক' (৩:১১)

৭২৭। নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছে, তাদের কারো নিকট হ'তে পৃথিবী ভরা স্বর্ণও আদৌ কবুল করা হবে না যদিও সে তা মুক্তি-পণ হিসেবে পেশ করে। এদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং এদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। 'খ' (৩:৯২)

৭২৮। যারা তাদের প্রভুকে অস্বীকার করেছে তাদের কৃতকর্মসমূহের দৃষ্টান্ত সেই ছাইয়ের ন্যায় যাকে ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবল বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা কিছু অর্জন করেছে তার মধ্যে কোন অংশের উপরই তাদের ক্ষমতা থাকবে না। বস্তুত এটাই চরম পর্যায়ের ধ্বংস। 'গ' (১৪:১৯)

'ক' ৩ : ১১৭; ৬ : ৯৫; ১৮ : ৪৯; ১৯ : ৭৮-৮১; ২৩ : ৫৬-৫৯; ২৬ : ৮৯; ৩৪ : ৩৬, ৩৮; ৩৯ : ৫১; ৫৮ : ১৮; ৬৯ : ২৯-৩০; ৭৪ : ১২-১৮; ৯২ : ১২; ১১১ : ৩;
'খ' ৫ : ৩৭-৩৮; ১০ : ৫৫; ১৩ : ১৯; ৩৯ : ৪৮-৪৯;
'গ' ২ : ২১৮; ৩ : ২২-২৩; ৭ : ১৪৮; ৯ : ৬৯; ১৮ : ১০৬; ২৪ : ৪০-৪১;

হাদীস

৪৩১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বান্দা আমার মাল; আমার সম্পদ বলে (তথা গর্ব করে), প্রকৃতপক্ষে তার মাল হ'তে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি। যা খেয়ে সে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে (ওয়ারিশদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে" (মুসলিম)।

৪৩২। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল্লে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন কাফেরকে হাজির করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে। '(বল) যদি তোমার নিকট জগতের পরিমাণ স্বর্ণ থাকে তবে কি তুমি (আযাব হতে) পরিত্রাণ লাভের জন্য বিনিময়স্বরূপ সে সমুদয় দান করবে?' সে বলবে, 'হ্যাঁ'। তাকে বলা হবে,' তোমার নিকট ক্ষুদ্রতর বস্তুই চাওয়া হয়েছিল" (বুখারী)।

২১৫। কাফেরদের শাস্তি বিলম্বিত হবার কারণ।

কুরআন

৭২৯। এবং যারা অস্বীকার করেছে তারা যেন কখনও এরূপ মনে না করে যে, তাদেরকে আমরা যে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছি এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক, বস্তুত আমরা তাদেরকে কেবল এ জন্যই অবকাশ দিচ্ছি যেন তারা পাপে আরও বেড়ে যায়, এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক আযাব। 'ক' (৩:১৭৯)

'ক' ২ : ১৬; ৬ : ৪৫, ১১১; ৭ : ১৮৩-১৮৪; ১০ : ১২; ১৪ : ৪৩; ১৫ : ৩-৪; ২২ : ৪৫; ২৩ : ৩৪; ৬৮ : ৪৫-৪৬;

হাদীস

৪৩৩। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "অন্যায়কারীদের আল্লাহ্ অবকাশ দেন কিন্তু যখন তিনি ধরেন তখন ছেড়ে দেন না। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করেছিলেন, 'তোমাদের প্রভুর গ্রেফতার এভাবেই হয়, যখন তিনি জনপদসমূহকে গ্রেফতার করেন এমতাবস্থায় যে তারা যুলুম করতে থাকে। নিশ্চয় তার গ্রেফতার বড়ই যন্ত্রণাদায়ক'" (বুখারী, মুসলিম)।

৪৩৪। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমরা দেখবে কোন ব্যক্তি পাপ কার্য করা সত্ত্বেও আল্লাহ্তাআলা তাকে পার্থিব সুখ সম্পদ দান করছেন, তখন তুমি নিশ্চিতভাবে এ কথা মেনে লও যে, সেই সময়টা তার প্রতি আল্লাহ্র দেয়া অবকাশের সময় অতিবাহিত হচ্ছে।" অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, 'তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল। তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হ'ল যখন তারা তাতে মত্ত হ'ল তখন অকস্মাৎ তাদের পাকড়াও করলাম, ফলে তখনই তারা নিরাশ হ'ল" (৬:৪৫)' (তফসীরে ইবনে কাসীর)।

মলফূযাত

২৭০। আল্লাহ্ এই সকল কথা বলেছেন, কারণ রসূলে করীম (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তি দ্রুত আশা করতেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রীতি অনুযায়ী তাদের উপর শাস্তি ধীরে ধীরে প্রদান করতেন। কিন্তু পরিশেষে রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীদের এমনভাবে ধ্বংস করতেন যে, তাদের কোন চিহ্ন থাকে নি" (মলফূযাত)।

২৯। শিরক

২১৬। প্রকৃত শির্‌ক কী? মূর্তিপূজাসহ সর্বপ্রকার শির্‌ক নিষিদ্ধ।

কুরআন

২৩০। এবং মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় দৃঢ়তম, এবং যারা যুলুম করেছে তারা যদি (আযাব এখনই) প্রত্যক্ষ করত যেমন তারা আযাব (পরে) প্রত্যক্ষ করবে (তবে তারা বুঝতে পারতো) যে সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর। 'ক' * (২:১৬৬)

৭৩১। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা হতে দূরে থাক–'খ'

৭৩২। আল্লাহ্‌র (ইবাদতের) জন্য একনিষ্ঠ অবস্থায় কাকেও তাঁর সাথে শরীক না করে। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র সাথে কাকেও শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ে গেল, অনন্তর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। 'গ' (২২:৩১-৩২)

৭৩৩। তিনিই সেই সত্তা যার জন্য আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য এবং যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং যার সর্বাধিপত্যের মধ্যে কোন শরীক নেই এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তার সঠিক পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন। 'ঘ; (২৫:৩)

'ক' ১৮:১১১; ২৮:৬৩-৬৭;
'খ' ৬:৭৫,৮৩; ৯:২৮; ২৬:৭১-৭৭; ২৯:১৮,২৬; ৩৭:৯৬; ৬০:৫;
'গ' ১২:৩৯; ৩১:১৪; ৩৯:৬৫-৬৬;
'ঘ' ৩:১৫২; ৬:১০১; ৭:৩৪,৪২; ৯:৩১; ১২:৪১; ২২:৭২; ৪৩:১৭-১৯; ৫৩:২৪;

---

* পৌত্তলিকতার বিষয় আলোচনাকালে কুরআন চারটি শব্দ ব্যবহার করেছে: (১) নিদ্‌ (অনুরূপ বা সমান) (২) শরীক (অংশীদার) (৩) ইলাহ্‌ (উপাস্য) (৪) রাব্ব্‌ (প্রভু-পালনকর্তা) প্রথম দু'টি শব্দ আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মোটেই ব্যবহৃত হয় না; কেবল (আল্লাহ্‌ ব্যতীত) অন্যান্য উপাস্যদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। শেষ দু'টি শব্দ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়। নিদ্‌ শব্দটি (অনুরূপ বা সমান) ঐ সকল উপাস্য বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয় যেগুলিকে আল্লাহ্‌র অনুরূপ বা সমপর্যায়ের বলে মনে করা হয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিপরীত বা মোকাবেলাকারী হিসেবে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৮৯)

হাদীস

৪৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমাকে জিবরাঈল (আঃ) অবহিত করলেন, 'আপনার উম্মতের যদি কেউ মারা যায় যে আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করে নি, তবে সে বেহেশ্‌তে যাবে অথবা দোযখে প্রবেশ করবে না।' আমি জিজ্ঞসা করলাম, 'যদি সে জিনা করে এবং চুরি করে (তবুও)?' জিবরাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, 'যদিও সে জিনা করে এবং চুরি করে তবুও' " (বুখারী)।

৪৩৬। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন "যখন নিম্ন আয়াতটি নাযিল হল, 'যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নি অর্থাৎ অন্য কাকেও আল্লাহ্‌র সাথে মিশ্রিত করে নি (৬:৮৩),' এটা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবাদের জন্য খুবই কঠিন মনে হ'ল এবং তাঁরা বললেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নি?' এ কথার প্রেক্ষিতে রসূলে পাক (সাঃ) বললেন, '(যা তোমরা মনে করেছ এ আয়াত দ্বারা) তা বুঝান হয় নি। তোমরা কি লোকমানের কথা শুন নি 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বানান খুব বড় যুলুমের কাজ' " (বুখারী)?

৪৩৭। হযরত মুয়াজ ইবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "হে মুয়াজ! তুমি কি জান, বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র কী হক আছে?' হযরত মুয়াজ (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন!' নবী করীম (সাঃ) বললেন, '(বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র হক্‌ হ'ল) সে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে না' " (বুখারী)।

৪৩৮। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (রাঃ) বলেছেন, "বড় গোনাহ্‌ হল, 'আল্লাহ্‌তাআলার শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, হত্যা করা ও মিথ্যা কসম খাওয়া" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৭১। "সুতরাং অদ্য আমি পরিষ্কার ভাষায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, সোজা রাস্তা, যার মধ্যে দিয়ে মানুষ বেহেশতে প্রবেশ লাভ করে, তা এই যে, শিরক ও আচার অনুষ্ঠান ও পূজার পথ পরিত্যাগ করে ইসলামের পথ অবলম্বন কর এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ কুরআন শরীফে যা কিছু বলেছেন এবং তাঁর রসূল (সাঃ) যে হেদায়াত দিয়েছেন, সেই পথ হতে বামে বা ডানে ফিরবে না।"

"অন্যকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য বিভিন্ন প্রকারে করা হয়ে থাকে, যাকে শির্‌ক বলে। মূল শির্‌ক যা হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং অন্য মূর্তি পূজকেরা করে থাকে যাতে তারা কোন মানুষ, পাথর, জড় পদার্থ শক্তি বা কোন কোন কাল্পনিক দেবতাকে আল্লাহ্‌ বলে উপাসনা করে থাকে। ... কিন্তু অন্য এক প্রকার শির্‌ক আছে যা বিষবৎ গোপনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার অভাবের কারণে। --- তিনি (আল্লাহ্‌) এটা অনুমোদন করেন না যে, একজন সম্পদ ও অন্যান্য বিষয় বা বন্ধুবান্ধবের উপর এত নির্ভর করে যে, তা তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ হ'তে দূরে সরিয়ে দেয়। এটা একটা ভয়ঙ্কর শির্‌ক যা কুরআনের শিক্ষার স্পষ্ট বিরোধী" (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড)।

২৭২। "হে শ্রোতাগণ! আল্লাহ্‌ আমাদের নিকট কি চান? শুধু তাই যে তোমরা তাঁর হয়ে যাও। তাঁর সাথে কাকেও শরীক করো না, আকাশেও না পৃথিবীতেও না" (আল্‌ ওসীয়্যত)।

২১৭। মূর্তি পূজার অসারতা। আল্লাহ্‌ই সত্য আর সবই মিথ্যা। পিতৃপুরুষদের ধর্মের অনুসরণের যুক্তির অসারতা। কিয়ামতের দিন এসব পিতৃপুরুষগণ তাদের ও পরিবারের ক্ষতির কারণ হবে।

কুরআন

৭৩৪। সে (ইবরাহীম) বলল, 'তোমরা কি তার ইবাদত কর যা তোমরা নিজেদের হাতে খোদাই কর?' 'ক'

৭৩৫। 'অথচ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকেও এবং তোমরা যা কিছু বানাচ্ছ তাকেও সৃষ্টি করেছেন?' 'খ' (৩৭:৯৬-৯৭)

৭৩৬। এবং সে বল্‌ল, 'তোমরা কেবল পার্থিব জীবনে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি স্থাপন করবার জন্য আল্লাহ্‌কে ছেড়ে প্রতিমাসমূহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করেছ।' (২৯:২৬)

৭৩৭। এবং তুমি বল, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই যোগ্য।' 'গ' (১৭:৮২)

৭৩৮। এবং এভাবে (হে নবী!) আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠাই নি যার বিত্তশালী লোকগণ একথা বলে নি যে, "নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক ধর্ম পদ্ধতির উপর বদ্ধপরিকর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করে যাচ্ছি।" 'ঘ'

৭৩৯। সে (তাদের রসূল) বলল, 'যে ধর্ম পদ্ধতির উপর তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছ যদি আমি তার চেয়েও উৎকৃষ্টতর শিক্ষা তোমাদের জন্য নিয়ে আসি তবুও কি (তোমরা

তাদের পদাংক অনুসরণ করবে) তারা বলল, 'যে শিক্ষা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা অবশ্যই তাকে অস্বীকার করছি'। 'ঙ' (৪৩:২৪-২৫)

৭৪০। তুমি বল, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যারা কিয়ামত দিবসে নিজেদেরকেও এবং নিজেদের পরিজন বর্গকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' শুন! এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। 'চ' (৩৯:১৬)

'ক' ৪ : ১১৮; ৫৩ : ২০-২৪; ৬৮ : ৪২;
'খ' ৬ : ১০১; ১৬ : ২১; ৩৭ : ১২৬,১৫৯;
'গ' ২১ : ১৯; ৩৪ : ৪৯-৫০;
'ঘ' ২ : ১৭১; ৫ : ১০৫; ৬ : ৭৫-৮৪, ১৪৯; ৭ : ২৯,৭১-৭২,১৭৪; ১০ : ৭৯; ১৬ : ৩৬; ২১ : ৫৩-৬৮; ২৬ : ৭৫; ২৯ : ২৬; ৩১ : ২২; ৪৩ : ২১-২৩,২৭-২৮;
'ঙ' ৫ : ১০৫;
'চ' ৪২ : ৪৬;

হাদীস

৪৩৯। হযরত আব্দল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "(মক্কা বিজয়ের সময়) হযরত নবী করীম (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কা'বা ঘরের চারিদিকে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি প্রত্যেকটি মূর্তিকে আঘাত করতেন এবং বলতেন, 'জায়াল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিলু, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।' 'সত্য এসেছে, আর বাতিল দূরীভূত হয়েছে। অবশ্যই বাতিল দূরীভূত হবারই বিষয়।' আর এই সাথে এই আয়াতটিও পড়তেন, 'জায়াল হাক্কু ওয়ামা ইউদিউল বাতিলু ওয়া মা ইউঈদ।' (হক এসে গেছে। বাতিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বাতিল আর ফিরে আসবে না)" (বুখারী–কিতাবুত্ তফসীর)।

মলফূযাত

২৭৩। "কুরআন আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে সত্যিকার শিক্ষা আনয়ন করেছে, ধর্ম ও যুক্তির ভিতর সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে, আল্লাহ্র তৌহীদ সম্পর্কিত শিক্ষাকে পূর্ণতা দান করেছে, আল্লাহ্র একত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত যুক্তি প্রদর্শন করেছে। কুরআন বুদ্ধিমত্তা, ইতিহাস ও আল্লাহ্তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ দান করেছে। তা ধর্মকে, যা তৎকালে কল্প-কাহিনী ব্যতীত কিছু ছিল না, বৈজ্ঞানিক যুক্তির পোষাকে আবৃত করেছে" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

২৭৪। "এমন এক সময় ছিল যখন ভারতে মূর্তিপূজা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেক মূর্তিপূজক মুসলমান হয়েছে, এমনকি যে সকল হিন্দু পুরাতন বিশ্বাসে আস্থাশীল ছিল তারাও মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করছে। কারণ মূর্তিপূজার অসারতা সুস্পষ্ট" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা।)।

২১৮। মোশরেক–মোশরেকরা কল্পনার অনুসারী–আল্লাহ্‌র শরীক করার ফলে তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ হবে।

কুরআন

৭৪১। এবং যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুকে ডাকে, তারা শরীকগণের অনুসরণ করে না, তারা কেবল নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। 'ক' (১০ : ৬৭)

৭৪২। এবং তাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না। তারা যা কিছু করছে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা সবিশেষ অবহিত। * (১০ : ৩৭)

৭৪৩। অথচ আল্লাহ্‌র তরফ হতে তোমাদের নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট-ওহী করা হয়েছিল যে, যদি তুমি শির্‌ক কর তবে তোমার কর্ম বৃথা যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 'খ' (৩৯ : ৬৬)

'ক' ৬ :২, ১১৭, ১৪৯; ৭ : ৭২; ১২ : ৪১; ২৯ : ১৮; ৪৩ : ২১; ৪৫ : ২৫-২৬; ৫১; ১১-১২; ৫৩ : ২৪, ২৯;
'খ' ৬ : ৮৯; ৪১ : ৭;

---

* যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তাদের বিশ্বাস ও মতবাদ উদ্ভট অনুমান (এবং কল্পনাপ্রসূত) কারণ তাদের তথাকথিত দেবদেবী কখনও তাদের পথ প্রদর্শন করে নি। (কুরআন মজীদ, টীকা–১২৬০)

হাদীস

৪৪০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই ধারণা-অনুমান থেকে বেঁচে থাক কেননা ধারণা-অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা" (বুখারী-কিতাবুল আদব)।

মলফূযাত

২৭৫। "কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ আল্লাহ্‌র এই নবজ্যোতি বিকাশের প্রতি শত্রুতার আচরণ করেছে। মানুষের ভিতর কিচ্ছাকাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নেই। তাদের নিজেদের কল্পনাই আজ তাদের খোদা হয়েছে। তাদের হৃদয় বক্র হয়ে পড়েছে এবং সাহস দুর্বল হয়ে গিয়েছে, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য জাতি প্রকৃত খোদাকেই হারিয়ে ফেলেছে। যারা মনুষ্য সন্তানকে খোদা বলে গ্রহণ করেছে তাদের কথা কী বলবো" (কিশতিয়ে নূহ)।

২১৯। মোশরেকদের শাস্তি– আল্লাহ্‌র শরীককারীদের ক্ষমা নেই। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ।

কুরআন

৭৪৪। যারা অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমরা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে শরীক করেছে যার স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেল করেন নি। তাদের আবাসস্থল আগুন, আর যালেমদের আবাসস্থল কতই না মন্দ! 'ক' (৩ : ১৫২)

৭৪৫। আল্লাহ্ এটা কখনও ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা হোক এবং তা অপেক্ষা লঘুতর পাপ যার জন্য তিনি চাইবেন ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোনকিছুকে শরীক করে সে অবশ্যই চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়। 'খ' (৪ : ১১৭)

৭৪৬। এটা নবী ও মু'মিনগণের জন্য সমীচীন নয় যে, মোশরেকদের জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করুক, তাদের উপর তা প্রকাশ হবার পরও যে তারা দোযখের অধিবাসী, যদিও তারা নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন? 'গ' (৯ : ১১৩)

'ক' ৭ : ৭২; ১৩ : ৩৪-৩৫; ১৫ : ৯৭; ২২ : ৭২; ২৯ : ২৬; ৩০ : ৩৪-৩৬; ৪০ : ১১-১৩; ৪৮ : ৭;
'খ' ২ : ১৬৬-১৬৭; ৪ : ৪৯; ৩৯ : ১৬-১৭;
'গ' ৯ : ১১৪; ৩৩ : ৭৪;

হাদীস

৪৪১। হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দু'টি বিষয় অপর দু'টি বিষয়কে অনিবার্য করে তুলে।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, "হুযূর! সে দু'টি বিষয় কী?" তিনি বললেন, "যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে অবশ্যই দোযখে যাবে, পক্ষান্তরে যে, আল্লাহ্‌কে শরীক না করে মরেছে, সে অবশ্যই বেহেশ্‌তে যাবে" (মুসলিম)।

৪৪২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম আযাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, "যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তবে কি তুমি সমুদয়ের বিনিময়ে এ আযাব থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে?" সে বলবে, "হ্যাঁ।" আল্লাহ্ বলবেন, "আদমের ঔরষে থাকাকালে এর চেয়েও সহজ বিষয়ের হুকুম করেছিলাম যে আমার সাথে কাকেও শরীক করো না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ" (বুখারী)।

৪৪৩। হযরত মুসাইয়াব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "আবু তালেবের ওফাত আসন্ন হয়ে দেখা দিলে নবী (সাঃ) তার নিকট এলেন। এ সময় আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়াও বসা ছিল। নবী (সাঃ) বললেন, "হে চাচা! আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলুন, আমি এটাকে আল্লাহ্‌র নিকট আপনার নাজাতের জন্য দলিল হিসেবে পেশ করবো।" একথা শুনে আবু জাহল, আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলে উঠল, "হে আবু তালেব! মৃত্যুকালে বুঝি তুমি তোমার পিতা আব্দুল মোত্তালেবের ধর্ম ত্যাগ করবে?" (ফলে আবু তালেব আর ঈমান আনল না) তখন নবী (সাঃ) বললেন, "(হে চাচা!) আমি আপনার জন্য নিষেধ বাণী না আসা পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকব।" তখন এ আয়াত (৯ : ১১৩) নাযেল হয়" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৭৬। "কুরআন শরীফ তোমাদের জন্য বহুল পরিমাণে পবিত্র শিক্ষামালা লিপিবদ্ধ করেছে। তন্মধ্যে একটি শিক্ষা এই যে, তোমরা শিরক হতে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকবে কেননা মুশরেক (অংশীবাদী) নাজাতের উৎস হতে বঞ্চিত। মিথ্যা বলবে না, কারণ মিথ্যাও এক প্রকার শিরক" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

২২০। কিয়ামতের দিন মোশরেকদের মা'বূদগণ তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। তারা বিপদে মোশরেকদের কোন কাজে আসবে না। তাদের সুপারিশ করারও কোন ক্ষমতা থাকবে না।

কুরআন

৭৪৭। এবং যখন মানবজাতিকে (তাদের মৃত্যুর পর) পুনরুত্থিত করে একত্র করা হবে তখন তারা (অলীক মা'বূদরা) তাদের (অলীক মা'বূদের ইবাদতকারীদের) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। 'ক' (৪৬ : ৭)

৭৪৮। এবং যখন তোমার প্রভুর আদেশ আসল, তখন তাদের উপাস্যগণ, যাদেরকে তারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকত, তাদের কোন উপকারে আসল না এবং তারা তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করা ব্যতীত কোন কিছুতে বর্ধিত করে না। 'খ' (১১ : ১০২)

৭৪৯। এবং আমরা যে (এখন) তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সকল সুপারিশকারীকে দেখতে পাচ্ছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা ধারণা করতে যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্র) শরীক। এখন তোমাদের পরস্পরের সাথে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তোমরা যা কিছু ধারণা করতে এখন সেসব তোমাদের নিকট হতে উধাও হয়ে গিয়েছে। 'গ' (৬ : ৯৫)

'ক' ৬ : ২৩-২৫; ৭ : ৩৮; ১০ : ২৯-৩০; ১৪ : ২৩; ১৬ : ৮৭-৮৮; ১৯ : ৮২-৮৩; ২৫ : ১৮-২০; ২৯ : ২৬; ৩০ : ১৩-১৫; ৩৪ : ৪১-৪৩; ৩৭ : ২৩-৩৪; ৩৯ : ৩২; ৪০ : ৭৪-৭৫;
'খ' ১৬ : ২৮; ১৮ : ৫৩; ২৫ : ১৮-২০; ২৬ : ৯২-৯৪; ২৮ : ৬৩-৬৫, ৭৫; ৪১ : ৪৮-৪৯; ৪২ : ৪৭; ৪৬ : ২৯;
'খ' ৭ : ৫৪; ১০ : ১৯; ৩০ : ১৪; ৩৯-৪৪; ৪৩ : ৮৭;

হাদীস

৪৪৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সেদিন (কিয়ামতের দিন) একজন ঘোষক ঘোষণা করে বলবে যে, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে তারা সেই জিনিসের সাথে হয়ে যাও। সুতরাং ক্রুশধারীরা ক্রুশের সাথে চলে যাবে, মূর্তিপূজকরা মূর্তির সাথে হয়ে যাবে। এভাবে প্রতি ইলাহ্-এর অনুসারীরা তাদের ইলাহ্দের কাছে যাবে। তারপর যারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করত, তারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে" (বুখারী–কিতাবুত্ তাওহীদ)।

মলফূযাত

২৭৭। "আল্লাহ্তাআলা বলছেন, 'ওয়া আনযের বিহিল্লাযীনা ইয়াখাফুনা এইইয়াহ শোরুনা এলারাবেবহেম মা লাহোমমিনদুনিহি ওয়ালিওন ওয়ালা শাফিয়োন লায়াল্লাহোম ইয়াত্তাকুন।' অর্থাৎ এই কালাম মজীদ দ্বারা সকলকে সতর্ক করে দাও। যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহ্তাআলার সম্মুখীন হতে হবে এবং ভয় করে যে, ঐদিন আল্লাহ্তাআলার নিকট কৃতার্থ হবার মত কোন ব্যবস্থা তাদের নেই। কারণ ঐদিন আল্লাহ্তাআলার বন্ধুত্ব ও সুপারিশ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কাজে আসবে না" [হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) ঃ খুতবা জুমুআ ; ১০-৫-৬৮]।

২২১। খ্রীষ্টানগণ কাফের-মোশরেক। তাদের পরিণাম।

কুরআন

৭৫০। অবশ্যই তারা অস্বীকার করেছে যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ই মরিয়মের পুত্র মসীহ, অথচ মসীহ স্বয়ং বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! তোমারা আল্লাহ্র ইবাদত কর যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু।' প্রকৃত বিষয় এই যে, যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং আগুনই তার আবাসস্থল। বস্তুত যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। 'ক' (৫ : ৭৩)

'ক' ৪:১৭২; ৫:১৮, ৭৪; ৯:৩০;

হাদীস

৪৪৫। হযরত ইবনে জরীর (রঃ) বলেছেন, "খ্রীষ্টানেরা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। (এক) মালাকিয়া (দুই) ইয়া-কুবিয়া (তিন) নাসতুরিয়া। এদের মধ্যে প্রত্যেকেই তিন সত্তাকে খোদা বলে মানত তবে এদের মধ্যে চরম মতানৈক্য ছিল। এদের একদল অপর দলকে কাফের বলত। মূলত এদের প্রত্যেক দলই কাফের ও ভ্রান্ত" (তফসীরে ইবনে কাসীর)।

মলফূযাত

২৭৮। "আর দেখুন তাদের তৌহীদ বা একত্ববাদ। আর্যগণ পরমাণু ও আত্মাগণকে স্বয়ম্ভূ স্বীকার করে এদের পরমেশ্বরের অংশীদার করতঃ এদের অস্তিত্ব ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে শুধু এদের উপর আরোপ করছে–অবশ্য ইহাও বহুইশ্বরবাদ আর খ্রীষ্টানগণ একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিশ্বাসই পোষণ করছে। তারা বলে 'খোদা তিন জন–পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এবং আমরা তিনকেই এক জ্ঞান করি'। একথা বলে একত্ববাদ প্রমাণ করতে চেষ্টা পায়। কিন্তু এ চেষ্টা বিফল, কারণ তাদের মতেই এই তিন খোদার প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই পৃথকভাবে পূর্ণ খোদা। অতএব 'তিনই এক' কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন অর্থশূন্য উত্তর যুক্তিসঙ্গত বলে মানতে পারে না" (চশমায়ে মসীহী)।

২৭৯। "হে খ্রীষ্টানগণ! উঠে দাঁড়াও যদি তোমাদের শক্তি থাকে তবে আমার মোকাবেলা কর। আমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে আমাকে জবাই করে দাও। নচেৎ তোমরা খোদার অভিযোগের নীচে রয়েছ এবং জাহান্নামের আগুনের উপর তোমাদের পা রয়েছে" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

২২২। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত বর্তমান থাকবে। খ্রীষ্টানগণ ইহুদীদের চেয়ে প্রবল থাকবে।

কুরআন

৭৫১। এবং যারা অস্বীকার করে তাদের উপর তোমার [ঈসা (আঃ)-এর] অনুসারীদেরকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করব, অতঃপর আমার সন্নিধানেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ের ফয়সালা করব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসছিলে। 'ক' (৩:৫৬)

'ক' ৫ : ১৫;

হাদীস

৪৪৬। হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) আল্লাহ্‌র বাণী 'মোতাহেরুকা মেনাল্লাযীনা কাফারু' সম্পর্কে বলেন, "'আল্লাযীনা কাফারু' মানে বনী ইসরাঈলদের যারা কুফরী করেছে, আর 'আল্লাযীনাত্‌তাবায়ুকা' মানে ইসরাঈলী ও অন্যান্য জাতি যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে। 'ফাওকাল্লাযীনা কাফারু' মানে কিয়ামত পর্যন্ত খ্রীষ্টানদেরকে ইহুদীদের উপর প্রাধান্য দিবেন" (তফসীরে তাবারী)।

মলফূযাত

২৮০। "কিয়ামতের পূর্বে যদি তিনি দুনিয়াতে আসতেন, তা হলে তিনি কি এ উত্তর দিতে পারেন যে, খ্রীষ্টানদের পথভ্রষ্ট হবার কথা তিনি কিছুই জানেন না? অতএব এ আয়াতে (৫:১১৮) তিনি স্পষ্টত: স্বীকার করেছেন যে, তিনি দ্বিতীয় বার দুনিয়াতে যান নাই। আর যদি কিয়ামতের পূর্বে তাঁকে [ঈসা (আঃ)-কে] দুনিয়াতে আসতে হ'ত এবং ক্রমাগত চল্লিশ বছর বাস করতে হত তা খোদার সম্মুখে তিনি একথা মিথ্যা বলেছেন যে, খ্রীষ্টানদের অবস্থা তিনি কিছুই জানেন না। তাঁর তো বলা উচিত ছিল যে, দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় আমি দুনিয়াতে প্রায় চল্লিশ কোটি খ্রীষ্টান পেয়েছি তাদের সকলকেই দেখেছি এবং তাদের বিপথগামিতার বিষয় আমি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছি, আমিতো পুরস্কার পাবার যোগ্য কারণ আমি খ্রীষ্টানদের সকলকে মুসলমান করেছি এবং ক্রুশগুলি ভেঙ্গে ফেলেছি" (কিশতিয়ে নূহ)।

৩০। ইবলীস।

২২৩। ইবলীসের পরিচয়।

কুরআন

৭৫২। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশতাগণকে বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর,' তখন তারা আনুগত্য করল। কেবল ইবলীস ব্যতিরেকে, সে অমান্য করল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করল; বস্তুত সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। 'ক'* (২:৩৫)

'ক' ৭:১২-১৯, ১৫:৩০-৪২; ১৭:৬২; ১৮:৫১; ২০:১১৭; ৩৪:২১-২২; ৩৮:৭৩-৮৬;

---

* ইবলীস শব্দটি আবলাসা হতে উৎপন্ন, যার ধাতুগত অর্থ (১) তার গুণ কমল; (২) সে নিরাশ হল বা আল্লাহ্‌র রহমতের আশা ছেড়ে দিল; (৩) সে তার আশা পূরণে বাধা প্রাপ্ত হল; (৪) সে হতদ্যম হ'ল; (৫) সে হতভম্ব হয়ে রাস্তা দেখতে পেল না। এ ধাতুগত অর্থগুলি হতে বুঝা যায়, ইবলীস এমনি এক সত্তা যার ভিতর ভালর মাত্রা অতি অল্প এবং মন্দের মাত্রা অনেক বেশি রয়েছে। নিজের অবাধ্যতার কারণে, আল্লাহ্‌র রহমতের আশা হতে নিজেকে বঞ্চিত করেছে এবং হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পথ পাচ্ছে না। ইবলীসকে প্রায়শঃ শয়তান মনে করা হয়। তবে সময় সময় কিছু কিছু বিষয় এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যও দেখা যায়। একথা স্পষ্ট বুঝে রাখা দরকার যে, ইবলীস ফিরিশ্‌তাদের একজন নয়। কেননা ইবলীসকে বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ অমান্যকারী বিদ্রোহী রূপে, অপরপক্ষে ফিরিশ্‌তাকে বর্ণনা করা হয়েছে চির অবনত, বিনীত, ও আজ্ঞাবহরূপে (৬৬:৭)। ইবলীসের প্রতি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হলেন, কেননা ফিরিশতাদের মত তাকেও আদেশ করা হয়েছিল আদমকে মান্য করা ও সাহায্য করার জন্য, কিন্তু সে তা অমান্য করল (৭:১৩)। অধিকন্তু, যদি ইবলীসকে পৃথকভাবে কোন আদেশ না-ও দেয়া হয়ে থাকে, তথাপি ফিরিশ্‌তাদের আদেশ দানের মধ্য বর্তিতায় তা সকলের উপরেই প্রযোজ্য হয়ে যায়। কেননা বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবার কারণে ফিরিশতাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অন্যান্য সকল বস্তু ও জীবের উপরও সমভাবে বর্তাবে। ইবলীস একটি গুণবাচক নাম। ফিরিশ্‌তাদের প্রতিপক্ষ ও বিরোধিতাকারী অশুভ চক্রকে শব্দটির ধাতুগত অর্থেই ইবলীস নাম দেয়া হয়েছে। কুরআনে ২:৩৭ আয়াতে যে শয়তানের কথা বলা হয়েছে, সেটা যে ইবলীস নয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন আমরা দেখতে পাই যে, কুরআনে যেখানেই আমরা আদমের বিষয় বর্ণিত হতে দেখি তখনই ইবলীস ও শয়তান নাম দু'টি পাশাপাশি দেখতে পাই। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই আমরা এতদুভয়ের মধ্যে একটি সতর্ক পার্থক্য লক্ষ্য করি। যেখানেই আমরা ফিরিশ্‌তার বিপরীতমুখী, আদমের আনুগত্য করতে অস্বীকারকারী সত্তার উল্লেখ পাই, সেখানে তাকেই ইবলীস নামে আখ্যায়িত হতে দেখি। আর যেখানেই আমরা আদমের বিরুদ্ধে প্রতারণাকারী ও তাকে উদ্যান হতে বিতাড়ণের চক্রান্তকারী সত্তার উল্লেখ দেখি সেখানেই আমরা শয়তান নামে অভিহিত পাই। এই পার্থক্য যা কমপক্ষে কুরআনের দশটি স্থানে মজুদ আছে (২:৩৫, ৩৭; ৭:১২, ২১; ১৫:৩২; ১৭:৬২; ১৮:৫১; ২০:১১৭, ১২১; ৩৮:৭৫), তা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ইবলীস ও শয়তান এক নয়।

শয়তান আদমের প্রতারণাকারী। ইবলীস আদমের জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'ইবলীস আল্লাহ্‌র গুপ্ত সৃষ্টির (জিন্ন এর) অন্তর্ভুক্ত এবং ফিরিশ্‌তার বিপরীতে, আল্লাহ্‌র বাধ্যতা ও অবাধ্যতা করার সামর্থ্য রাখে (৭:১২-১৩, ১৮:৫১)। (কুরআন মজীদ টীকা ৬৬)

হাদীস

৪৪৭। হযরত ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, "আমাকে মুহাম্মদ ইবনে বাশার তাকে আলী ইবনে আবু আদী, আওফ হতে, তিনি আল্ হাসান হতে বর্ণনা করেন, 'ইবলীস কখনও ফিরিশ্‌তা ছিল না। মাটির সৃষ্টি আদমের মতই সে হল অগ্নি সৃষ্ট জিন্ন। অর্থাৎ মানুষ যেরূপ ফিরিশ্‌তা নয় ইবলীসও তেমনই ফিরিশ্‌তা নয়।"

আল্ হাসান হতে ইহা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

মলফূযাত

২৮১। "ইহা সেই সৌন্দর্য যার কারণে আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদেরকে আদমের সামনে সেজদা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তারা সকলেই সেজদা করেছিল কিন্তু ইবলীস করে নি। বর্তমান যামানাতেও ইবলীসের ন্যায় অনেকেই আছে যারা সেই সৌন্দর্যকে চিনতে পারে না কিন্তু সেই সৌন্দর্য অনেক মহৎ কার্য সম্পাদন করেছে" (যাযিমা বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, ইসেন্স অফ ইসলাম হতে)।

২২৪। প্রকৃত মোমেনের উপর ইবলীসের কোন প্রভাব খাটে না। ইবলীসের অনুসরণকারীদের পরিণাম।

কুরআন

৭৫৩। সে বলল, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছ, অতএব নিশ্চয় আমি তাদের জন্য পৃথিবীতে (বিপথগামিতাকে) সুশোভিত করে দেখাব এবং নিশ্চয় আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব,'

৭৫৪। তাদের মধ্যে কেবল তোমার নিষ্ঠাবান মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

৭৫৫। তিনি বললেন, 'আমার দিকে আসবার এটাই সরল সুদৃঢ় পথ.'

৭৫৬। নিশ্চয় যারা আমার বান্দা, তাদের উপর কখনও তোমার কোন আধিপত্য হবে না, তারা ব্যতিরেকে যারা পথভ্রষ্টদের মধ্য হতে তোমার অনুসরণ করবে।'

৭৫৭। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান– 'ক' (১৫:৪০-৪৪)

'ক' ৭:১৭-১৯; ১৭: ৬৩-৬৬; ৩৪:২১-২২; ৩৮:৮৩-৮৬ ;

মলফূযাত

২৮২। "হে ইবলীসের দল! আদমের সন্তানেরা আছে, সুতরাং আদমের উপর প্রতিশোধ নেয়া এবং তার উপর হাত রাখা সম্ভব নয়" (হকীকাতুল ওহী)।

৩১। শয়তান

২২৫। শয়তানের পরিচয়– শয়তান প্রতারক।

কুরআন

৭৫৮। কিন্তু শয়তান ইহা দ্বারা (তা হতে) তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটাল এবং তাদেরকে তা' হতে বহিষ্কৃত করল যাতে তারা ছিল 'ক' * (২:৩৭)

৭৫৯। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে নানা প্রলোভন দেয়; বস্তুত শয়তান তাদেরকে প্রকাশ্য ছলনা ব্যতিরেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। 'খ'

৭৬০। এসব লোক এমন যাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং তারা তা হতে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজে পাবে না। 'গ' (৪:১২১-১২২)

'ক' ৭ : ২১-২৩; ২০;১২১; ৫৮ : ১১;
'খ' ৪ : ১১৮-১২০; ৬ : ৪৪, ১১৩; ৮ : ৪৯; ১৪ : ২৩; ১৬ : ৬৪; ১৭ : ৬৫; ২৫ : ২৯-৩০, ৩২; ২৯ : ৩৯; ৪৭ : ২৬; ৫৯ : ১৭,
'গ' ৫৯ : ১৮;

---

* এই আয়াতের প্রথম বাক্যাংশ দু'টি দ্বারা বুঝা যায়, শয়তান জাতীয় কোন সত্তা আদম ও তাঁর সঙ্গিনীকে ভুলিয়ে, প্রতারণাপূর্বক তাদের নির্ধারিত স্থান হতে সরিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের আরামের অবস্থা হতে বঞ্চিত করেছিল। ২:৩৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় দেখান হয়েছে (ইবলীস অধ্যায় দেখুন, সংকলক), যে সত্তা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে আদমকে কষ্টে নিপতিত করেছিল সে শয়তান,ইবলীস নয়। পরন্তু ইবলীস সেই বিদ্রোহী সত্তা যে আদমের আনুগত্য করতে বা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে। কাজেই এখানে শয়তান বলতে ইবলীসকে বুঝায় নি, আদমের সময়ের অন্য কাকেও বুঝিয়েছে, যে আদমের শত্রু ছিল। একথার আরও সমর্থন ১৭:৬৬ আয়াতে পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, ইবলীস আদমের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। অথচ শয়তান কিছু ক্ষতি সাধন করেছে। 'শয়তান' শব্দটি 'ইবলীস' শব্দ হতে বহু ব্যাপকতর অর্থ বহন করে। আদমের আনুগত্য করতে অস্বীকারকারী জিন্নের অন্তর্ভুক্ত দুরাচারীকে বলা হয়েছে ইবলীস, যে অশুভ শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী নেতা। অন্যদিকে কোন মন্দ ক্ষতিকর বস্তু বা জীবজন্তু, মানব বা মানবাত্মা, রোগ শোক বা অন্য সবকিছুকেই শয়তান বলা যায়। অতএব ইবলীস ও ইবলীসের সঙ্গীরাও শয়তান, সত্যের শত্রুরাও শয়তান, দুষ্ট ও দুষ্কৃতকারী মানুষেরাও শয়তান। ক্ষতিকারী জন্তুরাও শয়তান, মারাত্মক ব্যাধিসমূহও শয়তান। কুরআন হাদীস ও আরবী সাহিত্যে এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে শয়তান শব্দটি স্বাধীনভাবে এসব বস্তুর যে কোন একটি বা সবটির জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা- ৭০)

হাদীস

৪৪৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে জিন্ন জাতীয় সহচরকে (কারী) অথবা ফিরিশ্‌তা জাতীয় সহচরকে নিযুক্ত করা হয় নি। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুযূর আপনার সাথেও কি? তিনি বললেন, 'হাঁ আমার সাথেও, তবে আল্লাহ্‌তাআলা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন, অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গিয়েছে। সে কখনও আমাকে ভাল ব্যতীত (মন্দ) পরামর্শ দেয় না।' (মুসলিম)

৪৪৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'শয়তান মানুষের সাথে রক্তের ন্যায় মিশে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

৪৫০। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'নামায পড়া কালে তোমাদের কারও সামনে দিয়ে যদি কেউ চলা-চল করে, তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। যদি অমান্য করে আবারও নিষেধ করবে। এবারও অমান্য করলে তার সাথে (প্রয়োজনে) লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান'। (বুখারী)

৪৫১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে নামাযের মধ্যে মানুষের এদিক সেদিক নজর করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, 'এটা হ'ল নামাযে শয়তানের হস্তক্ষেপ; যা সেই শয়তান তোমাদের নামাযে করে থাকে" (বুখারী)?

মলফূযাত

২৮৩। "তারা সৃষ্টির একটি প্রজাতি যাদের পৃথক পৃথক সত্তা আছে। যখন ভাল কাজের জন্য তাদের নাম দেই, তখন তাদের বলি পবিত্র আত্মা বা জিব্রাঈল; এবং যখন খারাপ কাজের জন্য তাদের নাম দেই, তখন তাদের নাম দেই শয়তান বা ইবলীস" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম)।

২২৬। কারা শয়তানের দল? শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তার অনুসরণ নিষিদ্ধ। শয়তান মানুষকে বিপথগামী করে।

কুরআন

৭৬১। শয়তান তাদেরকে পরাভূত করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। 'ক' (৫৮:২০)

৭৬২। হে আদমের সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেই নি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু– 'খ' (৩৬:৬১)

৭৬৩। হে মোমেনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার জানা উচিত, নিশ্চয় শয়তান অশ্লীল ও ঘৃণ্য কাজের আদেশ দেয় এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর ফযল ও তাঁর রহমত না হ'ত তবে তোমাদের কেউই পবিত্র হতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে চান পবিত্র করেন; এবং আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 'গ' (২৪:২২)

৭৬৪। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বশত বিতর্ক করে এবং তারা প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে– 'ঘ'

৭৬৫। যার সম্বন্ধে এই চিরাচরিত ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে, যে ব্যক্তিই তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে সে অবশ্যই তাকে বিপথগামী করবে এবং প্রজ্জ্বলিত দোযখের আযাবের দিকে নিয়ে যাবে। 'ঙ' (২২:৪-৫)

'ক' ৪:৬১, ৭৭; ৫৮:১৫-১৯;
'খ' ২:৩৭, ১৬৯, ২০৯; ৬:১৪৩; ৭:২৩, ২৮; ১২:৬; ১৮:৫১; ২০:১১৮; ২৮:১৬; ৩৫:৭;
'গ' ২:১৬৯, ১৭০, ২০৯; ৬:১৪৩; ১৯:৪৫;
'ঘ' ১৩:১৪; ২২:৯; ৩১:২১; ৪০:৭০; ৪৩:৩৭-৪০;
'ঙ' ২:২৫৭-২৫৮; ৪:৩৯, ৫২, ১১৮-১২১; ৫:৬১; ৩৫:৭; ৪৩:৩৭-৩৯;

হাদীস

৪৫২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কাছে শয়তান আসতে পারে এবং জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'এ জিনিস কে বানিয়েছে, এ বস্তু কে বানিয়েছেন,' (এ সব বলতে বলতে) শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বসবে, 'তোমাদের রবকে কে সৃষ্টি করেছে?' ব্যাপার যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা আশ্রয় চাইবে এবং ব্যাপারটি পরিহার করবে" (বুখারী)।

৪৫৩। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'নবী করীম (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয় যে, সারা রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতো। নবী করীম (সাঃ) (তখন) বলেন, 'এ লোকের উভয় কানে' কিংবা বলেছেন 'এক কানে শয়তান পেশাব করেছে" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৮৪। "অতএব তোমরা স্বর্গ-প্রিয় হও মর্ত্য-প্রিয় হয়ো না। আলোর উত্তরাধিকারী হও, অন্ধকারের প্রেমিক হয়োনা; যেন তোমরা শয়তানের বিচরণ স্থান হতে নিরাপদ হতে পার। কারণ সে চিরকাল অন্ধকার প্রিয়, আলোর সাথে তার কোন সম্বন্ধ নেই, কেননা সে পুরাতন চোর। সে অন্ধকারে চলাফেরা করে" (কিশতিয়ে নূহ)।

২২৭। শয়তান কাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও কাদের উপর পারে না।

কুরআন

৭৬৬। আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব কাদের উপর শয়তান নাযেল হয়?

৭৬৭। তারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর উপর নাযেল হয়। 'ক' (২৬:২২২-২২৩)

৭৬৮। এবং যে ব্যক্তি রহমান আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে যায়, আমরা শয়তানকে তার উপর নিযুক্ত করে দেই, অতঃপর সে তার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে যায়। 'খ'

৭৬৯। এবং নিশ্চয় তারা (শয়তানরা) তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত রাখে, তথাপি তারা মনে করে যে, তারা সৎপথে চলছে;

৭৭০। এমনকি যখন সে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হায়! (হে শয়তান!) আমার মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত! সে কত মন্দ সঙ্গী! (৪৩:৩৭-৩৯)

৭৭১। প্রকৃত বিষয় এই যে, যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। 'গ'

৭৭২। তার আধিপত্য এক মাত্র তাদের উপরই থাকে যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং যারা তাঁর সাথে শরীক করে। 'ঘ' (১৬:১০০-১০১)

'ক' ৩৫ : ৭;
'খ' ৪ : ১১৭-১২০; ১৯ : ৮৪-৮৫; ৪৭ : ২৬; ৫৯ : ১৭;
'গ' ১৭ : ৬৬;
'ঘ' ২ : ২৫৮; ৩ : ১৭৬; ৭ : ২৮; ১৯ : ৮৪;

হাদীস

৪৫৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "শয়তান আদম সন্তানের দিলের উপর জেঁকে বসে থাকে, যখন সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, সরে যায়, আর যখন সে গাফেল হয়, তার দিলে ওসওসা ঢেলে দেয়" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৮৫। "দেখ, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি যে, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে যে ধর্মের সাথে কিঞ্চিতমাত্র পার্থিব সংমিশ্রণ রাখে। জাহান্নাম সেই আত্মার অতি সন্নিকট যার সমুদয় আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা খোদার জন্য নয়, বরং কতক খোদার জন্য এবং কতক সংসারের জন্য। সুতরাং যদি পার্থিব অণুমাত্র সংমিশ্রণ তোমাদের ইচ্ছা, অভিলাষ ও সংকল্পের মধ্যে থাকে তবে তোমাদের সকল উপাসনা বৃথা। এরূপ অবস্থায় তোমরা খোদার অনুবর্তিতা কর না, বরং শয়তানের অনুবর্তিতা কর" (আল্ ওসীয়্যত)।

২২৮। শয়তানের হাত হতে রক্ষা পাবার উপায়।

কুরআন

৭৭৩। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তবে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 'ক'

৭৭৪। নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোন কুমন্ত্রণা তাদেরকে আক্রান্ত করে, তখন তারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করে এবং দেখ, অকস্মাৎ তারা (সঠিকভাবে) দেখতে আরম্ভ করে। 'খ' (৭:২০১-২০২)

'ক' ২৩:৯৮-৯৯;৪১:৩৭;

'খ' ৩:১৩৬; ১২:১০১;

হাদীস

৪৫৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'শয়তান তোমাদের মধ্যে কারো নিকট আসে (এবং বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে) প্রশ্ন করতে থাকে : এটা কে সৃষ্টি করেছেন? ওটা কে সৃষ্টি করেছেন? এমনকি অবশেষে এটাও বলে বসে যে, তোমার খোদাকে কে সৃষ্টি করেছেন? যখন শয়তান এ পর্যন্ত পৌঁছে তখন যেন সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চায় এবং এখানেই ক্ষান্ত হয়। (শয়তানের সাথে বিতর্ক হতে সরে দাঁড়ায়।) (মেশকাত, মূল বুখারী - মুসলিম)

৪৫৬। হযরত ওসমান বিন আবিল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বললাম : হুযূর শয়তান আমার নামায ও আমার কেরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে প্যাঁচ লাগিয়ে দেয়। হুযূর বললেন, 'সে একটা শয়তান, তাকে 'খিনজাব' বলা হয়, যখন তার উপস্থিতি অনুভব করবে তা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বামদিকে তিনবার থু থু ফেলবে।' হযরত উসমান বলেন : আমি এরূপ করলে আল্লাহ্‌তাআলা আমা হতে তাকে দূর করে দেন" (মেশকাত, মূল মুসলিম)।

থুথু ফেলার স্থান না থাকলে কেবল দোয়াই করবে। কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ বলে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন। মসজিদকে পরিষ্কার রাখার আদেশ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা। (২:১২৬)

মলফূযাত

২৮৬। "যখন কেউ আল্লাহ্‌কে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয় তখন তাকে আল্লাহ্‌র দিকে উন্নিত করা হয়। ইহ-জীবনেই সে আল্লাহ্‌র দিকে উন্নিত হয় এবং এক বিশেষ আলো দ্বারা সে আলোক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র দিকে উন্নিত হবার ফলে সে শয়তানের নাগালের বাইরে চলে যায়, ফলে শয়তান তাকে হাত বাড়িয়েও ধরতে পারে না।" (মলফূযাত, ১০ম খন্ড)

৩২। হিজরত

২২৯। হিজরতের প্রয়োজনীয়তা কখন।

কুরআন

৭৭৫। নিশ্চয় যাদেরকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দান করে, যখন তারা নিজেদের উপর অন্যায় করছিল, তারা (ফিরিশ্‌তাগণ) বলবে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলবে 'আমাদেরকে দুনিয়ায় দুর্বল বলে গণ্য করা হত।' তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তা'তে হিজরত করতে?' *'ক' সুতরাং এ সকল লোকের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, এটা কতই না মন্দ বাসস্থান!

৭৭৬। কেবল পুরুষ এবং মহিলা এবং বালক-বালিকাদের মধ্য হতে দুর্বলগণ ব্যতীত যারা কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারে না এবং (উদ্ধারের) কোন পথও খুঁজে পায় না।**'খ'

৭৭৭। এ সকল লোককে আল্লাহ্‌ অচিরেই মার্জনা করে দিবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ বড়ই মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। (৪:৯৮-১০০)

'ক' ১৬ : ৪২, ১১১;

'খ' ৪ : ৭৬;

---

* দুর্বল ও অকর্মণ্য ঈমানকে ইসলাম পছন্দ করে না। যদি কোন মোমেনের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তার ধর্ম-কর্মের পরিপন্থী হয়, তবে তাকে অনুকুল স্থানে সরে যেতে হবে। অন্যথায় তার ঈমান সরল ও সত্য বলে বিবেচিত হবে না। (কুরআন মজীদ -টীকা-৬৫৫)

** যে সকল মোমেন প্রকৃতই সামার্থ্যহীন, যারা প্রতিকূল ও পরিপন্থী অবস্থান হতে সরবার যোগ্যতা না থাকার কারণে সেখানেই থাকতে বাধ্য হয়-তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণীত শ্রেণী হতে বাদ দেয়া হয়েছে। (কুরআন মজীদ-টীকা-৬৫৬)

হাদীস

৪৫৭। হযরত মুজাহিদ ইবনে জবর মক্কী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেন, 'মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) আর হিজরতের আবশ্যকতা নেই। কেননা তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঈমান রক্ষা কল্পে কোন কুফরী স্থান হতে হিজরতের প্রয়োজনীয়তা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। (বুখারী)

৪৫৮। হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি উবাইদ ইবনে উমাইর লাইসি সহ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষ্যাৎ করতে গেলাম। উমাইর তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আজ আর হিজরতের আবশ্যকতা নেই। অতীতে (হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে,) মুসলমানেরা তাদের দীনকে রক্ষা করার জন্য ও ফিৎনায় নিপতিত হবার ভয়ে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের দিকে ধাবিত হ'ত। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ্‌ ইসলামকে বিজয়ের আসনে সমাসীন করেছেন। আজ মুসলমান যেখানে ইচ্ছা করে তার রবের ইবাদত করতে পারে। অবশ্য জিহাদ ও সৎকার্যের নিয়তের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তাদের হিজরতের ফজিলত লাভের সুযোগ রয়েছে।' (বুখারী)

মলফূযাত

২৮৭। "এরূপে বুদ্ধকেও তৎকালীন ধর্মযাজকগণ নাস্তিক বলে সাব্যস্ত করেছিলেন এবং দুষ্ট বিরুদ্ধবাদীদের নীতি অনুসারে সর্বসাধারণের মধ্যে ঘৃণা জন্মাবার জন্য বহু অপবাদ তাঁর উপর আরোপ করেছিল। অবশেষে বুদ্ধকে তাঁর স্বদেশ ও মাতৃভূমি আর্যাবর্ত হতে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। এখন পর্যন্তও হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্ম ও তার সফলতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে। কিন্তু 'স্বদেশ ব্যতীত অন্যত্র নবী অপমানিত হন না।' তাই অন্য দেশে যাবার পর হযরত গৌতম বুদ্ধ সফলতা লাভ করেছিলেন" (শান্তির বার্তা)।

২৮৮। "যাহোক, যখন খোদার প্রতিশোধ নেমে আসল, তখন এরূপ ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হ'ল যে, মক্কার বয়স্ক ও গোত্রের প্রধানগণ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, যে কোন ভাবে হোক এই লোককে [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে] হত্যা করতে হবে। তখন খোদাতাআলা যিনি তাঁর প্রিয়পাত্র, সত্যবাদী ও সৎকর্মশীলদের সদা সমর্থন করেন, তাঁকে জানালেন যে, এখন এ শহরে অন্যায় ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট নেই, এবং যেহেতু এই শহরের লোকগণ তাঁকে হত্যা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে, সেহেতু তাঁকে যথা শীঘ্র এখান থেকে চলে যেতে হবে। তখন ঐশী নির্দেশে তিনি মদীনায় হিজরত করেন, কিন্তু তদসত্ত্বেও তাঁর শত্রুগণ তাঁকে ছেড়ে দেয় নি। তারা তাঁকে অনুসরণ করে ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার সব রকম পন্থা অবলম্বন করে" (মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ)।

২৩০। হিজরতকারীদের পুরস্কার। প্রকৃত হিজরত কী?

কুরআন

৭৭৮। এবং যারা তদের উপর যুলুম হবার পর আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করেছে, নিশ্চয় আমরা তাদেরকে এই দুনিয়াতে উত্তম স্থান দিব, এবং পরকালের পুরস্কার নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর হবে যদি তারা জানত– 'ক' (১৬-৪২)

৭৭৯। এবং (ইবরাহীম) বলল, "আমি আমার প্রভুর দিকে হিজরত করব; নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।" 'খ' (২৯:২৭)

'ক' ২ : ২১৯; ৩ : ১৯৬; ৪ : ১০১; ৮ : ৭৩,৭৫-৭৬; ৯ : ২০-২২; ২২ : ৫৯-৬০; ৫৯ : ১০-১১;
'খ' ৪ : ৯০,১০১; ১৯ : ৪৯;

হাদীস

৪৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "... এবং একজন মোহাজের সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে" (বুখারী। মুসলিম)।

৪৬০। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুবশী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'কোন্‌ প্রকারের হিজরত উত্তম?' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌ যে সমস্ত জিনিস হারাম করেছেন, সে সমস্ত বস্তুকে বর্জন করা' " (আবু-দাউদ)।

৪৬১। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "কাজের প্রতিফল নিয়্যতের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়্যত অনুসারে প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে আল্লাহ্‌ এবং রসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত হবে আল্লাহ্‌ এবং রসূলের জন্য, আর যে পার্থিব স্বার্থের জন্য হিজরত করবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহের জন্য হিজরত করবে, সে ঐ প্রতিফলই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে" (বুখারী)।

৪৬২। হযরত আ'মাশ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আবুওয়াইলকে বলতে শুনেছি 'আমরা খাববাবের শুশ্রূষা করতে গেলে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে (মদীনায়) হিজরত করেছিলাম। কাজেই আমাদের পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট প্রাপ্য হয়েছে।" (বুখারী– কিতাবুল মানাকিব)

মলফূযাত

২৮৯। "এখন পর্যন্ত হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্ম ও তার সফলতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে। কিন্তু স্বদেশ ব্যতীত অন্যত্র নবী অপমানিত হন না।' তাই অন্যদেশে যাবার পর হযরত গৌতমবুদ্ধ সফলতা লাভ করেছিলেন-পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ বলে ধরা হয়" (শান্তির বার্তা)।

৩৩। যুলুম

২৩১। যুলুম কি? যালেম কে? যালেমদের পরিণাম। মযলুমদের কী করণীয়।

কুরআন

৭৮০। এবং (স্মরণ কর) যখন লুকমান তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাকেও শরীক করো না, নিশ্চয় শির্‌ক অতি ভয়ানক যুলুম।' 'ক' (৩১:১৪)

৭৮১। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে, অথবা সত্য যখন তার নিকট আগমন করে তখন তাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হতে পারে? এরূপ কাফেরদের জন্য কি জাহান্নাম আবাসস্থল হওয়া উচিত নয়? 'খ' (২৯:৬৯)

৭৮২। এমন কত জনপদই না ছিল যারা যুলুম করে আসছিল, আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেছি, এবং তাদের পর অপরাপর কওমকে উত্থিত করেছি। 'গ'

৭৮৩। অতঃপর যখন তারা আমাদের আযাব অনুভব করল, তখন দেখ! সহসা তারা তা হতে রক্ষা পাবার জন্য দৌড়াতে লাগল।

৭৮৪। (আমরা বললাম) 'তোমরা দৌড়িও না, বরং তোমরা যে সুখসম্ভোগে মত্ত ছিলে তার দিকে এবং তোমাদের আবাস গৃহের দিকে ফিরে যাও, যেন তোমাদেরকে (তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।'

৭৮৫। তারা বলল, 'হায় আমাদের জন্য পরিতাপ! বস্তুত আমরাই যালেম ছিলাম। 'ঘ' (২১:১২-১৫)

৭৮৬। এবং অবশ্য যারা তাদের উপর যুলুম হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। 'ঙ'

৭৮৭। অভিযোগতো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। এ সকল লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব অবধারিত আছে। 'চ'

৭৮৮। এবং অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে–নিশ্চয় এ আচরণ দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্গত। 'ছ' (৪২:৪২-৪৪)

'ক' ২:৫২,৫৫,৯৩,১৬৬; ৬:৮৩; ৭:১৪৯; ৩৭: ২৩-২৫;
'খ' ৩:১৯৩; ৬:২২,৯৪; ৭:৩৮; ৮:৫৫; ১০:১৮; ১১:১৯; ১৮:৫৮-৫৯; ২৭:৮৫-৮৬; ৩৭:৬৩-৭৫; ৩৯:২৫-২৭,৩৩; ৬১:৮;
'গ' ২:৬০; ৩:১২৯; ৪:১৫৪; ৬:৭,৪৬; ৭:১৬৩-১৬৭; ১০:১৪; ১১:৯৭-১০৩,১১৭, ১১৮; ১৪:১৪,৪৩-৪৭; ১৮:৩০,৬০; ২২:৪৬; ২৭:১৫,৫১-৫৩; ২৮:৪১,৫৯; ২৯: ৪১; ৩৯: ৪৮,৫২; ৪০:১৯,৫৩; ৪২:২৩,৪৫-৪৭; ৪৩:৬৬-৬৮; ৫০:৩৭; ৫১:৬০; ৫২:৪৪-৪৮; ৬৫:৯;
'ঘ' ৩:১১৮; ৪:৪১; ৭:৬-১০; ৯:৭০; ১০:৪৫; ১১:১০২; ১৬:৩৪; ১৮:৫০,৬০; ২৭:৫৩; ২৯:৪১; ৩০:১০;
'ঙ' ৪:১৪৯; ১৬:১২৭; ২৬:২২৮; ৪২:৪০-৪১;
'চ' ২:১৮০;
'ছ' ১৬:১২৭;

হাদীস

৪৬৩। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "যখন এ আয়াতটি (যার অনুবাদ) 'যারা ঈমান এনেছে এবং তারা ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলে নি অর্থাৎ কুফরী করে নি' নাযেল হ'ল তখন আমরা বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের উপর যুলুম করে নি?' তিনি বললেন, 'তোমরা যেরূপ বলছ ব্যাপারটি তা নয়। বরং 'লাম ইয়ালবেসু ঈমানাহুম বে যুলুমেন্‌' এ যুলুমের অর্থ শিরক। তোমরা কি লুকমানের কথা শুন নি? তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, হে আমার পুত্র! আল্লাহ্‌র সাথে কোনরূপ শরীক কোর না, নিশ্চয় শিরক এক ভয়ঙ্কর যুলুম" (বুখারী)।

৪৬৪। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়ন হতে বাঁচবে কেননা যুলুম বা অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিগৃহ কিয়ামতের দিন অন্ধকাররাশিরূপে উপস্থিত হবে" (মুসনাদ আহমদ)।

৪৬৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালেম হোক বা মযলুম (নির্যাতিত)।" এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে নির্যাতিত হ'লে তাকে সাহায্য করব এটা তো ঠিক কিন্তু যালেমকে কি করে সাহায্য করা যায়?" তিনি বললেন, "যালেমের হাত শক্ত করে ধর, এবং তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখ। এটাই হচ্ছে তাকে সাহায্য করার পথ" (বুখারী)।

৪৬৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন. "মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সে না তার উপর যুলুম করবে, না তাকে (যালেমের হাতে) সোপর্দ করবে। যে ব্যক্তি তার নিজের দীনী ভাই-এর প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন" (বুখারী)।

৪৬৭। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা অত্যাচারীকে (এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন পাকড়াও করেন, তখন আর তাকে ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন, 'তোমার প্রভুর ধরা এরূপ যে. যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন ...' (শেষ পর্যন্ত)। (মেশকাত-মূল বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

২৯০। অকল্যাণ পরিহার সংক্রান্ত নৈতিক গুণের তৃতীয় অবস্থাকে আরবীতে "হুনা ও হুদনা" বলে। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যুলুম করে কাকেও দৈহিক কষ্ট না দেয়া, নিরুপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তির সাথে জীবন যাপন করা। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে, শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক গুণ এবং মানবতার জন্য অত্যাবশ্যক। (ইসলামী নীতি দর্শন)

৩৪। আযাব

২৩২। যুলুম ও নবীদের বিরোধিতা করার কারণে এবং অস্বীকারকারীদের সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য আযাব এসে থাকে।

কুরআন

৭৮৯। এবং নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন রসূল এসেছিল কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করল, ফলে তাদেরকে আযাব ধৃত করল এমতাবস্থায় যে, তারা যুলুম করছিল। 'ক' (১৬:১১৪)

৭৯০। এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র অবধারিত করে দেয়া হ'ল। এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবের পাত্র হ'ল। তা এ জন্য হ'ল যে, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে চেষ্টা করত; তা এ জন্য যে, তারা অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করত। 'খ' (২:৬২)

৭৯১। এবং আমরা তাদেরকে আযাবে ধৃত করেছিলাম যেন তারা (আমাদের দিকে) প্রত্যাবর্তন করে। 'গ' (৪৩:৪৯)

৭৯২। এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে সেই আসন্ন বড় আযাবের পূর্বে (পৃথিবীতে) ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব যেন তারা (আমাদের দিকে) ফিরে আসে। 'ঘ' (৩২:২২)

'ক' ২ : ৯১; ৩ : ১৩৮; ৬ : ৬-৭, ১১-১২,১৬,৪৬,৫০; ৭ : ৬০-৯৪, ১৮ : ৩৬; ১০ : ১৪; ১১ : ৯,৪০-৪১, ৬০-৬১,৬৮-৬৯, ৯৫-৯৬; ১৩ : ৩৩-৩৫; ১৬ : ৩৭; ১৭ : ১৭; ২০ : ৪৯,৬২; ২২ : ৪৩-৪৭; ২৩ : ২৮,৪০-৪২,৪৯; ২৬ : ৭,১৪০; ২৭ : ১৫; ২৮ : ৫৯-৬০; ২৯ : ২৪,৩৮-৩৯; ৩০ : ১৭; ৩৫ : ২৬-২৭; ৩৯ : ২৬-২৭; ৪০ : ২৩; ৪১ : ১৬-১৮; ৪৩ : ২৬; ৫০ : ১৩-১৫; ৫১ : ৩৯-৪৭; ৫৯ : ৫; ৬৪ : ৬-৭; ৬৫ : ৯-১১; ৬৭ : ১৯; ৬৯ : ৫-১১;
'খ' ৩ : ২২,১১৩; ৭ : ১৬৫-১৬৮; ১০ : ১৬; ১৪ : ১৪; ২৯ : ৩৫; ৩৯ : ১৪;
'গ' ২ : ৭৫; ৬ : ৪৩-৪৫; ৭ : ১৩১; ১০ : ১৫; ২৩ : ৭৭-৭৮; ২৬ : ২০০-২০২; ৩০ : ৪২; ৪৩ : ৪৯-৫১;
'ঘ' ৭ : ১৮৩; ১৯ : ৭৬; ৫২ : ৪৮; ৬৮ : ২৭-৩৪,৪৫;

হাদীস

৪৬৮। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (রাঃ) (তাবুকের পথে সবাইকে) নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, "তোমরা (আল্লাহ্‌র ভয়ে) একমাত্র ক্রন্দনরত অবস্থায়ই এমন লোকদের বস্তিতে ঢুকবে যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে (এবং ধ্বংস হয়েছে)। (নতুবা) তাদের উপর যেরূপ মুসিবত (আযাব) এসেছিল, তোমাদের উপরও অনুরূপ মুসিবত এসে পড়ার আশংকা রয়েছে" (বুখারী)।

মলফূযাত

২৯১। "এর উত্তর এই যে, এই বিপদসমূহ শুধুমাত্র অবিশ্বাসের জন্য আরোপিত হয় নি বরং ঐ লোকসমূহ যারা বিপদে নিপতিত হয়েছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূলদের অস্বীকারের সীমা অতিক্রম করার কারণে এবং তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার কারণে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাদের ক্ষতিকর কাজ, পাপাচার, নিষ্ঠুরতা এবং বিশ্বাসীদের প্রতি অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করার কারণে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল" (মলফূযাত)।

২৩৩। আযাব কখন ও কীভাবে আসে।

কুরআন

৭৯৩। তবে আল্লাহ্‌র আযাবসমূহের মধ্যে কোন সর্বগ্রাসী আযাব তাদের উপর আসতে পারে – এ সম্বন্ধে কি তারা নিরাপদ হয়ে গিয়েছে? অথবা তাদের উপর সেই মুহূর্ত অকস্মাৎ আসতে পারে এমতাবস্থায় যে তারা উপলব্ধিও করতে পারবে না। 'ক' (১২:১০৮)

৭৯৪। এবং কত জনপদ এমন যা আমরা ধ্বংস করেছি। এবং আমাদের শাস্তি তার উপর আপতিত হয়েছিল রাত্রিকালে অথবা দুপুরে যখন তারা ঘুমোচ্ছিল। 'খ' (৭:৫)

৭৯৫। এবং আমরা তাকে এ কথা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে নিশ্চয় প্রভাত হবার সংগে সংগে এ সকল লোকের মূল কেটে দেয়া হবে। 'গ' (১৫:৬৭)

৭৯৬। সুতরাং আমরা তাদের প্রত্যেককেই তার পাপের কারণে ধৃত করেছিলাম; অতএব তাদের মধ্যে কেউ এমন ছিল যার উপর আমরা মরু ঝটিকা প্রেরণ করেছিলাম, এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন ছিল যাকে গর্জনকারী আযাব ধৃত করেছিল, এরূপে তাদের মধ্যে কেউ এমন ছিল যাকে আমরা ভূগর্ভে পুঁতে দিয়েছিলাম, এবং কেউ এমন ছিল যাকে আমরা নিমজ্জিত করেছিলাম। বস্তুত আল্লাহ্‌ তাদের উপর যুলুম করেন নি, পরন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করত। 'ঘ' (২৯:৪১)

'ক' ৬:৩২,৪১,৪৮; ৭:৯৬; ১২:১০৮; ১৬:২৭,৪৬-৪৮,৭৮; ২১:৩৯-৪১; ২২:৪৮,৫৬; ২৬:২০২-২০৩,২০৫-২০৮; ২৭:৭২-৭৩; ২৯:৫৪-৫৬; ৩৪:৩০-৩১; ৩৬:৪৯-৫১; ৩৮:৪,১৬; ৩৯:৫৬-৫৯; ৪৩:৬৭; ৪৭:১৯; ৬৭:২৬-২৮; ৭০:৪৩;
'খ' ৭:৯৮-৯৯; ১০:৫১-৫৩;
'গ' ১১:৮২; ১৫:৭৪,৮৪; ৩৭:১৭৭-১৭৮; ৪৬:২৬;
'ঘ' ২:২১১; ৬:৬৬; ৭:৬৫,৭৯,৮৫,৯২,১৩৪; ১১:৬৮-৬৯,৮৩,৯৫-৯৬; ১৫:৭৪-৭৫; ১৭:৬৯; ২২:২-৩; ২৯:৩৫,৩৮,৫৬; ৩৪:১০; ৪১:১৭; ৪৪:১১,১২; ৪৬:২৫-২৬; ৫১:৩৩-৩৪; ৫২:৪৫-৪৬; ৬৭:১৭-১৮; ৬৯:৫-৯;

হাদীস

৪৬৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলে পাক (সাঃ)-কে এমনভাবে কখনও হাসতে দেখি নি যাতে তাঁর কণ্ঠনালী দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ অথবা ঝঞ্ঝা বায়ু দেখতেন, তখন তাঁর চেহারায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। তখন আমি বলতাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন বৃষ্টির আশায় খুশি হয়, আর আপনাকে তখন দেখলে আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠে।' উত্তরে তিনি বলতেন, 'হে আয়েশা! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। এমন এক বাতাস দিয়েই তো এক জাতির উপর আযাব দেয়া হয়েছিল। সে জাতি তো এ মেঘ দেখে বলেছিল, 'এ মেঘ যা আমাদের পরিসিক্ত করবে' " (বুখারী)।

৪৭০। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখন আকাশে তিনি মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে আসতেন, আবার পিছে হটতেন। কখনও (ঘরে) ঢুকতেন, কখনও বেরিয়ে যেতেন (অর্থাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন) এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে আকাশ বারি বর্ষণ করলে তাঁর অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটত। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করলে তিনি বলতেন, "জানি না, (আযাবের) মেঘ দেখে 'আদ জাতি' যে উক্তি করেছিল, এ মেঘ অনুরূপ (আযাবের) মেঘও তো হতে পারে। (কুরআন বলেছে) 'অনন্তর তারা যখন তাদের উপত্যকা অভিমুখে মেঘমালা অগ্রসর হতে দেখল, তখন তারা বলে উঠল; এতো সেই মেঘমালা যা আমাদের উপর বর্ষিত হবে। বরং তা সেই ভয়ঙ্কর হাওয়া যা তোমরা ত্বরিত পেতে চেয়েছিলে ; যাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে' " (বুখারী- কিতাবু বাদউল খালক)।

মলফূযাত

২৯২। "বস্তুত পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তাআলার আধিপত্য বিদ্যমান আছে। তবে ঐশী বিধানের নম্রতা মানবকে এতটুকু স্বাধীনতা দান করেছে যে দুর্বৃত্তগণ সত্তর দন্ডিত হয় না। অবশ্য দন্ডপ্রাপ্ত হয়, ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, বজ্রপাত হয়, আগ্নেয়গিরি আতশ বাজির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে সহস্র সহস্র প্রাণ বিনাশ হয়,– জাহাজ ডুবে বা রেল দুর্ঘটনায় শত শত লোক প্রাণ ত্যাগ করে, ঝড় এসে গৃহাদি ভূমিস্মাৎ করে, সর্প দংশন করে, হিংস্র জন্তু আঘাত করে, মহামারীর–প্রাদুর্ভাব হয়–এরূপ ধ্বংসের একটি নয় সহস্র সহস্র দ্বার উদ্‌ঘাটিত আছে যা অপরাধীদের শাস্তির জন্য ঐশী বিধান নির্ধারিত করে রেখেছে" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৩৪। আযাবের নির্ধারিত মিয়াদ আছে। আযাব নির্ধারিত হয়ে গেলে তা রদ হয় না। জাতীয় পতনের মিয়াদ নির্ধারিত। আযাব বিলম্বিত হবার কারণ। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত আযাব আসে না।

কুরআন

৭৯৭। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃত-কর্মের জন্য (তৎক্ষণাৎ) ধরতেন তবে তিনি ধরা পৃষ্ঠে কোন প্রাণীকে ছাড়তেন না; কিন্তু তিনি তাদেরকে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতএব যখন তাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ ফুরিয়ে আসে, তখন সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণকে ভালভাবে দেখছিলেন।' 'ক' (৩৫:৪৬)

৭৯৮। এবং যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে (সৎপথ অবলম্বনের) আদেশ দেই – কিন্তু তাতে তারা দুষ্কর্ম করে, তখন তার জন্য আমাদের (শাস্তির) কথা পূর্ণ হয়ে যায় এবং আমরা তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেই। 'খ' (১৭:১৭)

৭৯৯। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, অতএব যখন তাদের সময়সীমা আসে তখন তারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকতে পারে না কিংবা তার আগেও বাড়তে পারে না। 'গ' (৭:৩৫)

৮০০। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদ আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে – তিনি তার হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। 'ঘ' (৬৪:১২)

'ক' ৬:১৩৫; ৭:১৮৩-১৮৪; ৮:৬৯; ১০:১২,২০; ১১:৩৩-৩৪; ১৩:৩৯; ১৪:৪৩-৪৫; ১৬:৩৪-৩৫,৬২,৮০,৮৬; ১৮:৫৯-৬০; ১৯:৭৬; ২০:১৩০; ২১:৯৮; ২২:৪৮-৪৯,৫৬,৬৬; ২৬:২০৫; ২৭:৭২-৭৪; ২৯:৫৪-৫৫; ৩৪:৩১; ৩৭:১৭৭-১৭৮; ৪০;৭৮; ৪১:৪৬; ৪২:১৫, ২২; ৪৬:২৩-২৪; ৬৭:২০, ২৬-২৮; ৬৮:৪৫-৪৬; ৭২:২৬; ৭৩:১২;

'খ' ৩:১৭৯; ৬:১১৪,১৪৮; ৭:৬০-১০০; ১১: ৯, ২৬-৬৯; ৮৩-৯৬; ১৫:৪; ৩৯:২০; ৪৬:৩৬; ৪৭:১৯; ৬৩:১২; ৭১:৫;

'গ' ১০:৫০; ১৫:৬; ২৩:৪৪-৪৫; ৫৪:৫;

'ঘ' ৪:৭৯; ১৩:৩৯; ১৪:১২; ১৫:৫; ৪০:৭৯;

হাদীস

৪৭১। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ যালিমদেরকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু যখন তাদের ধরেন তখন আর ছাড়েন না। এ কথা বলে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, 'এবং এরূপেই তোমার রবের - - - কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক' "(বুখারী-কিতাবুত তফসীর)।

মলফূযাত

২৯৩। "এবং আল্লাহ্‌তাআলার ইচ্ছা ছিল না যে, তারা সাথে সাথে শাস্তি পাক। তোমরা কি মনে কর যদি কেউ আল্লাহ্‌কে গালি দেয় তবে সে সাথে সাথে শাস্তি পাবে? না, এরূপ কখনও ঘটে না। শাস্তির জন্য যে সময় দেয়া প্রয়োজন ঠিক সেই সময়ই প্রদান করা হয় অর্থাৎ যখন অপরাধ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড)।

২৩৫। আল্লাহ্‌র আযাব হতে কারা নিরাপদ।

কুরআন

৮০১। প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতিপালকের আযাব (হতে কেউই) নিরাপদ নয়,

৮০২। এবং তারা (ব্যতিরেকে), যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে–

৮০৩। কেবল তাদের স্ত্রীগণ অথবা তাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ ব্যতিরেকে, বস্তুত এক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না,

৮০৪। কিন্তু যারা এর অতিরিক্ত চাইবে, তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী–

৮০৫। এবং তারা (ব্যতিরেকে), যারা তাদের (নিকট গচ্ছিত) আমানতসমূহ এবং তাদের অঙ্গীকারসমূহ সম্বন্ধে যত্নবান থাকে,

৮০৬। এবং তারা (ব্যতিরেকে), যারা নিজেদের সাক্ষ্যসমূহের উপর কায়েম থাকে,

৮০৭। এবং তারা (ব্যতিরেকে), যারা তাদের নামাযের হিফাযত করে,

৮০৮। এরাই জান্নাতসমূহে সম্মানের সাথে থাকবে। (৭০:২৯-৩৬)

৮০৯। এবং যখন আমাদের আদেশ আসল তখন আমরা হূদ এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের (বিশেষ) রহমতে রক্ষা করেছিলাম এবং এক কঠিন শাস্তি হতে আমরা তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম। 'ক' (১১:৫৯)

'ক' ৭ : ৬৫, ৭৩, ৮৪,১৩৮; ১০ : ৭৪, ৯১; ১১ : ৪১, ৫৯, ৬৭, ৮২, ৯৫; ১৫ : ৬০-৬২; ২৩ : ২৮; ২৬ : ৬২-৬৮, ১১৮-১২২; ১৭১-১৭৩; ২৯ : ৩৩; ৩৭ : ১৩৪-১৩৭; ৪৬ : ৩৬; ৫১ : ৩৬-৩৭; ৫৪ : ৩৫-৩৬;

হাদীস

৪৭২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে" (বুখারী- কিতাবুল্ বাদউল খালক)।

৪৭৩। হযরত হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, "আমি মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, 'আমি [মুয়াবিয়া (রাঃ)] নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি; আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন। আর আমি বিতরণ করি এবং আল্লাহ্ দেন। আর এ উম্মত সর্বদা আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর কায়েম থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা কিয়ামতের আগমন পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' " (বুখারী- কিতাবুল ঈমান)।

মলফূযাত

২৯৪। "তিনি আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁর পবিত্র কুদরতসমূহ বিস্ময়কর। একদিকে স্বীয় বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি শত্রুগণকে কুকুরের মত লেলিয়ে দেন, অপরদিকে তাঁদের খেদমতের জন্য ফিরিশ্‌তাদের আদেশ করেন। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে যখন তাঁর গযব আপতিত হয় এবং যালেমদের প্রতি তাঁর কোপ উত্তেজিত হয়ে উঠে তখন তাঁর কৃপাদৃষ্টি আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হেফাযত করে থাকে। যদি এরূপ না হ'ত তবে সাধু ব্যক্তিগণের সকল সাধনা বিনষ্ট হয়ে যেত এবং কেউ তাঁদেরকে চিনতে পারত না" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৩৬। এমন কোন জনপদ নেই যা কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা আযাবে ধৃত হবে না। আযাব আসার পূর্বে রসূল পাঠিয়ে সতর্ক করা হয়। দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতি ব্যতীত কাকেও ধ্বংস করা হয় না।

কুরআন

৮১০। এবং কোন জনপদ নেই যাকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করব না অথবা তাকে কঠোর আযাব দিব না। এটা কিতাবে (আল্লাহ্‌র বিধানে) লিপিবদ্ধ আছে। 'ক' (১৭:৫৯)

৮১১। এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনও আযাব দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই। 'খ'* (১৭:১৬)

৮১২। এবং তোমার প্রভু জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐগুলির কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রসূল প্রেরণ করেন যে তাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়; এবং আমরা জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর অধিবাসীগণ যালেম হয়ে যায়। 'গ' (২৮:৬০)

'ক' ৬:১৩৫; ৭:৫; ১৭:১৮; ১৮:৯; ১৯:৭৫, ৯৯; ২০:১২৯; ২১:১২; ২২:৪৬; ২৮:৫৯; ৩৬:৩২; ৪৭:১৪; ৫০:৩৭; ৬৫:৯;
'খ' ৬:৪৩-৪৬; ৭:৯৫-৯৭; ৯:১১৫; ১০:১৪; ১৬:১১৪; ২৬:২০৯-২১০; ৩০:১০; ৪৬:২৮, ৩৬;
'গ' ৬:১৩২; ১১:১১৮, ১৭:১৭, ১৮; ২০:১৩৫; ২১:১২; ২২:৪৬, ২৩:৪৫; ৪০:২২-২৩; ৫৪:৫-৯;৬৫:৯; ৭০:২-৩;

---

* আমাদের বর্তমান যুগে পৃথিবী একের পর এক পুনঃ পুনঃ নজীরবিহীন ভয়াবহ এবং তুলনাহীন প্লেগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দৈব দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে এবং মানব জীবনকে তিক্ততায় দুর্বিষহ করে তুলেছে। এ সকল চরম দুর্দশা এবং সর্বনাশা বিপর্যয় পৃথিবীতে পতিত হবার পূর্বে আল্লাহ্‌তাআলা নিশ্চয়ই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। (কুরআন মজীদ টীকা ১৬০২)

হাদীস

৪৭৪। হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর বর্ণনা। "ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন (হিজরত করে) মদীনায় আসেন, তিনি দেখতে পান যে, ইহুদীরা একদিন রোযা রাখছে। দিনটি ছিল আশুরার দিন। এদিনেই আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফেরাউনের দলকে ডুবিয়ে মেরেছেন। অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের জন্য রোযা রেখেছেন" (বুখারী কিতাবুল্ আম্বিয়া)।

মলফূযাত

২৯৫। "কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, নবী কখনও শাস্তি আনয়ন করেন না। পরন্তু কোন জাতি শাস্তি লাভের উপযুক্ত হলে যুক্তির দ্বারা তাদেরকে ধ্বংসের পথ হতে সৎপথে ফিরেয়ে আনার চূড়ান্ত চেষ্টা করার জন্য নবীর আবির্ভাব হত এবং তাঁর প্রকাশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নবীর প্রকাশ না হলে কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ হয় না। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই ততক্ষণ কোন জাতিকে দন্ডিত করি না" (১৭:১৬) (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)।

২৯৬। "সুতরাং একটি প্রচন্ড ভূমিকম্পের সংঘটন সুনিশ্চিত, কিন্তু সদাচারী সাধুগণ এথেকে নিরাপদ থাকবেন। অতএব সাধু হও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যেন রক্ষা পাও। আজকের দিন খোদাকে ভয় কর যেন সেইদিন ভয় হতে নিরাপদ থাক। নিশ্চয়ই 'আসমান' কিছু প্রদর্শন করবে এবং পৃথিবী কিছু প্রদর্শন করবে, কিন্তু যারা খোদাকে ভয় করে, তাদেরকে রক্ষা করা হবে" (আল্ ওসীয়্যত)।

২৩৭। কিয়ামতের দিন আযাব প্রত্যক্ষ করলে অন্যায় কার্যে প্ররোচনা দানকারী ও তাদের অনুসরণকারী কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্‌র ইবাদতের বিরুদ্ধে আদেশ দানকারীদের যারা অনুসরণ করে তারা অনুসৃতদের ইবাদত করে।

কুরআন

৮১৩। এবং আমরা তাদের জন্য এমন সহচরবৃন্দ নিয়োজিত করে দিয়েছি যারা তাদের সম্মুখবর্তী এবং তাদের পশ্চাদ্বর্তী সকল কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে মনোহর করে দেখিয়েছে, ফলে তাদের উপরও সেই প্রত্যাদেশ জারী হয়ে গেল যা জিন্ন এবং ইনসানের অপরাপর জাতিসমূহের উপর জারী হয়েছিল, যারা ইতিপূর্বে গত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 'ক'* (৪১:২৬)

৮১৪। (হায়! তারা যদি সেই সময়কে দেখতে পেত) যখন অনুসৃতগণ অনুসারীগণের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। 'খ'

৮১৫। এবং যারা অনুসরণ করেছিল, তারা বলবে, 'যদি আমরা একবার ফিরে যেতে পারতাম তবে আমরাও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারতাম যেভাবে তারা (আজ) আমাদের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে পড়েছে।' এভাবে আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের কর্মসমূহ তাদের সমক্ষে মনস্তাপরূপে দেখাবেন, এবং তারা আগুন হতে বের হতে পারবে না। 'গ' (২:১৬৭-১৬৮)

৮১৬। এবং তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণদের অনুগত হয়ে চলেছি, ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে,'

৮১৭। 'হে আমাদের প্রভু! 'তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপে অভিশপ্ত কর।' 'ঘ' (৩৩:৬৮-৬৯)

৮১৮। এবং যারা পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের ইবাদত হতে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে থাকে তাদের জন্য মহা সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বন্দাগণকে সুসংবাদ দাও। 'ঙ' (৩৯:১৮)

'ক' ৬:১২৯-১৩০; ৪১:৩০;
'খ' ৭:৪০; ১৪:২২; ১৬:২৮;
'গ' ৭:৩৮; ৩৪:৩৩
'ঘ' ৭:৩৯; ৩৪:৩২; ৩৮:৬০-৬২; ৪০:৪৮-৪৯;
'ঙ' ২১:৯৯-১০১; ২৮:৬৩-৬৫; ৩৪:৩৪; ৩৭:২৩-২৫; ৫০:২৭-২৮;

---

* অবিশ্বাসীদের দুষ্ট বন্ধুরা তাদের দুষ্কর্মের প্রশংসা করত, যাতে ঐ দুষ্কর্মগুলি অবিশ্বাসীদের কাছে সুন্দর ও প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। এই সঙ্গী-সাথী বন্ধুদেরকেও ঐ শাস্তির অংশীদার করা হবে যা প্রশংসা প্রতারিত অবিশ্বাসীদের উপর আপতিত হবে। 'তাদের সম্মুখবর্তী এবং তাদের পশ্চাদ্বর্তী সকল কার্যকলাপ,' কথাগুলি দ্বারা এটা বুঝতে পারে যে, যে কুকর্মগুলি তারা তাদের দুষ্ট সাথীদের সঙ্গদোষে করেছিল এবং যে কর্মগুলি তারা স্বীয় পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে করেছিল। (কুরআন মজীদ টীকা-২৬৩২)

হাদীস

৪৭৫। হযরত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "এয্‌ তাবাররা আল্‌লাযীনাত্‌তোবেয়ু মেনাল্‌লাযীনাত্‌তাবায়ু" আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাদের অনুসারীদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে।" হযরত যুবাইর (রঃ) বলেছেন, "আমি হযরত আতা (রঃ)-কে এই আয়াত 'এয্‌ তাবাররা আল্‌লাযীনাত্‌তোবেয়ু মেনাল্‌লাযীনাত্‌তাবায়ু' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, 'কিয়ামতের দিন তাদের দলপতিগণ, নেতাগণ এবং সরদারগণ নিজ নিজ অনুসারীদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে'" (তফসীরে তাবারী)।

মলফূযাত

২৯৭। "হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি, এবং জনপদগুলিকে জনশূন্য পাচ্ছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘ কাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করে গিয়েছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয়রূপ প্রকাশ করবেন" (হাকীকাতুল ওহী)।

২৩৮। মানুষ নিজ কর্মফলের কারণেই ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তিতে নিপতিত হয়। জাতির পতন তাদের নিজ কর্মফলের কারণেই হয়ে থাকে।

কুরআন

৮১৯। এবং তোমাদের উপর যে সব বিপদ-আপদ নিপতিত হয় তা তোমাদের কৃত-কর্মেরই কারণে। এবং তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন। 'ক' (৪২:৩১)

৮২০। এবং সেদিন কোন আত্মার প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না, এবং তোমাদেরকে কেবল তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল দেয়া হবে। 'খ' (৩৬:৫৫)

৮২১। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে। 'গ' (১৩:১২)

'ক' ২:২৮৭; ৩:১৬৬-১৬৭; ৪:৬৩, ৮০, ১২৪; ৬:১৩০; ১০:১২; ১৩:৩২, ৩৪; ১৪:৫২; ১৬:৮৯; ১৮:৫০, ৫৯; ২৪:৩৯-৪১; ৩০:৩৭, ৪২-৪৩; ৩৫:৪৬; ৩৬:৪৬; ৩৯:৪২; ৪০:১৮; ৪১:৪১, ৪৭; ৪২:৩৫; ৪৫:২৩;

'খ' ৩:২৬, ৩১, ১৮৩; ৬:৭১, ১২৮; ৭:১৪৮; ১০:৩১; ১৩:৩৪-৩৫; ১৪:৫২; ১৭:১৪; ২২:১১; ৪৩:৭৭; ৫০:২৮-৩০; ৫২:১৭; ৫৩:৩২; ৬৬:৮; ৭৪:৩৯;

'গ' ৪:১৩৪; ৬:৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬; ৮:৫৪; ১১:৫৮, ১০৩, ১২২; ২২:৪৬-৪৭; ৩৯:৪০; ৪৫:২৯; ৪৬:২৭;৫৪:৪২-৪৩;

হাদীস

৪৭৬। হযরত মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ছোট বড় কোন অনিষ্ট ও বিপদ গুনাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য কোন বান্দার উপর পতিত হয় না, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌ যা ক্ষমা করেন তা অসংখ্য। তৎপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, 'যে বিপদ আপদ তোমাদের উপর নিপতত হয় তা তোমাদেরই হস্তার্জিত; কিন্তু আল্লাহ্‌ অনেক ক্ষমা করে দেন" (তিরমিযী)।

৪৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "দুর্ভাগালোক ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে দয়া উঠিয়ে নেয়া হয় না" (আহমদ, তিরমিযী)।

৪৭৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালাগালি করো না, কেননা নিজেদের কৃত-কর্মের (পরিণাম ফলের) নিকট তারা পৌঁছে গিয়েছে" (বুখারী)।

৪৭৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলেন, '(এই ব্যক্তি) পরকালের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছে?' আর মানুষেরা (ওয়ারিশগণ) বলে 'সে কি রেখে গিয়েছে?' (বায়হাকী; শোয়াবুল ঈমানে)

মলফূযাত

২৯৮। অতএব সর্তক থাকবে যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। যদি আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে তবে পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হস্ত দ্বারাই সাধিত হতে পারে, শত্রুর হস্ত দ্বারা নয়। (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

২৯৯। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কৃচ্ছ্রসাধন ও দোয়া দ্বারা কাজ না নিবে হৃদয়ের উপর হতে জমাট ময়লা দূর হ'তে পারে না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'কোন জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেদের পরিবর্তন সাধন করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাদের পরিবর্তন সাধন করেন না। কোন জাতির উপর যখন বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন ঐ জাতি তা দূর করতে চেষ্টা না করলে আল্লাহ্‌তাআলা তাদের বিপদ-আপদ মুক্ত করেন না।' (পাক্ষিক আহমদী: ১৫ই জুলাই, ১৯৬৫)

২৩৯। ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা আযাব দূর হয়।

কুরআন

৮২২। এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। 'ক' (৮ঃ৩৪)

৮২৩। অতএব ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন জনপদ কেন এমন হয় নি যারা সকলেই ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদেরকে উপকৃত করত? যখন তারা সকলেই ঈমান আনল তখন আমরা তাদের উপর হতে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দূরীভূত করেছিলাম এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগের উপকরণ দিয়েছিলাম। 'খ' (১০ঃ৯৯)

'ক' ৬ : ১৬ ঃ ৯ঃ৩; ১১ঃ৪, ৫৩,৬২; ৩৬ঃ৪৬;
'খ' ৩৭; ১৪৮-১৪৯;

হাদীস

৪৮০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য বের হ'ল এবং একজন দরবেশের নিকট যেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কিনা' তিনি বললেন, 'নাই'। সে তাকেও হত্যা করল এবং বরাবর লোকদের জিজ্ঞাসা করতে থাকল। একব্যক্তি বলল, 'অমুক গ্রামে যেয়ে অমুককে জিজ্ঞাসা কর।' এ সময় তার মৃত্যু এসে গেল এবং মৃত্যু কালে সে আপন সিনাকে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রহমতের ফিরিশ্‌তা ও আযাবের ফিরিশ্‌তা দল পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এসময় আল্লাহ্‌তাআলা ঐ গ্রামকে বললেন, 'তুমি মৃতের নিকটে আস আর তার নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সর।' অতঃপর ফিরিশ্‌তাদের বললেন, 'তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মেপে দেখ।' মাপে তাকে এই গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হ'ল।' (বুখারী-মুসলিম)

মলফূযাত

৩০০। "আমি পরম দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, এটা সকল আহলে সুন্নত-আল্ জামাতের এবং গোটা বিশ্বের সর্ব-সম্মত বিশ্বাস যে, বিনীত আর্তনাদের ফলে আযাবের ওয়াদা টলে যায়। তোমরা কি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত ভুলে গেছ? হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতির উপর হতে আযাব টলে গিয়েছিল। এর কারণ কি ছিল? দুররে মনসুর ইত্যাদি দেখ। বাইবেলে ইউনুস নবীর কিতাব আছে, তাতে সেই আযাবের চূড়ান্ত ওয়াদা ছিল। কিন্তু হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি আযাবের লক্ষণ দেখে তওবা করল। আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং আযাব টলে গেল" (মলফূযাত, ৮ম খন্ড)।

৩৫। পুণ্য কাজ বা সৎকর্ম।

২৪০। পুণ্য কাজ বা সৎকর্মের নির্দেশ। পুণ্যবানদের পরিচয়। পুণ্য কাজে প্রতিযোগিতার নির্দেশ।

কুরআন

৮২৪। এবং তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। 'ক' (২ঃ১৯৬)

৮২৫। এগুলি হিকমত পূর্ণ কামিল কিতাবের আয়াত,

৮২৬। সৎকর্মশীলদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, *

৮২৭। যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং পারলৌকিক জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৮২৮। এ সকল লোকই তাদের প্রভুর তরফ হতে আগত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এরাই সফলকাম হবে। 'খ' (৩১ঃ৩-৬)

৮২৯। নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রভুর ভয়ে কম্পমান,

৮৩০। এবং যারা নিজেদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে,

৮৩১। এবং যারা তাদের প্রভুর সাথে শরীক করে না,

৮৩২। এবং যারা (হকদারকে) যা কিছু দান করে তা এমন অবস্থায় দান করে যে, তাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এই বলে যে, একদিন তারা তাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাবে।

৮৩৩। এ সকল লোকই পুণ্যকর্মে তৎপরতা অবলম্বন করে এবং তারা পুণ্যকর্মে একে অপরের আগে যাবার প্রতিযোগিতা করে। 'গ' (২৩:৫৮-৬২)

'ক' ১৮ঃ১১১; ২২ঃ৭৮; ২৩ঃ৫২;২৫ঃ৭১-৭২;
'খ' ৩ঃ১৩৫;৭ঃ ৫৭, ১৭১; ৯-১২০-১২১;
'দ' ২ঃ১৪৯; ৫ঃ৪৯; ১৭; ২৬; ২৯ঃ১০; ৩৫ঃ৩৩;

---

* "মুহসীন" (অর্থ সৎকর্মশীল) "যে ব্যক্তি সৎকর্মে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য চেষ্টা বা পরিশ্রম করতে থাকে। আঁ হযরত (সাঃ)-এর এক বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'মুহসীন সেই সৎকর্মশীল ব্যক্তি যে প্রকৃতই আল্লাহ্কে দেখছে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে জানে যে আল্লাহ্ তাকে দেখছেন।' (বুখারী মুসলিম) (কুরআন মজীদ টীকা ৯৮৯)।

হাদিস

৪৮১। হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বূদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর। পুণ্য তাই যা করলে তোমার আত্মা তৃপ্ত হয় এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে; এবং পাপ তাই যা মনকে বিচলিত করে এবং অন্তরকে ব্যথিত করে' " (বুখারী)।

৪৮২। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যা তোমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে তা পরিহার কর এবং যে বিষয়ে তোমার মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয় না তা কর" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

৩০১। "তোমরা যদি চাও যে, স্বর্গে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করেও সদানন্দ রবে, কুবাক্য শুনেও কৃতজ্ঞ রবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখেও আল্লাহ্র সাথে তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করবে না। তোমরাই আল্লাহ্র শেষ ধর্মমন্ডলি, সুতরাং পুণ্যকর্মে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যা হতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়"(কিশতিয়ে নূহ)।

২৪১। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ মানুষকে দেয়া হয় না।

কুরআন

৮৩৪। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যাতীত (কষ্টকর) দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। 'ক' (২ঃ২৮৭)

'ক' ২ : ২৩৪, ৬ : ১৫৩; ৭ : ৪৩; ২৩ : ৬৩; ৬৫ : ৮;

হাদীস

৪৮৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল 'কোন্ কাজ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়?' তিনি বললেন, "যে কাজ সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত করা হয় যদি তা (পরিমাণে) কমও হয়।' তিনি আরও বললেন, "তোমার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ নিজের ওপর টেনে নিও না।" (বুখারী–কিতাবুর্ রিকাক)

৪৮৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম (সাঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আবু ইসহাক মান্নত করেছে যে, সে (সর্বদা) দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না আর ছায়া গ্রহণ করবে না ও কথা-বার্তা বলবে না এবং রোযা রাখবে।" নবী করীম (সাঃ) বললেন, "তাকে বল, সে যেন অবশ্যই কথা-বার্তা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে, আর রোযাটি পুরা করে" (বুখারী)।

৪৮৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন করে তুলনা। আর সুখবর দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না" (বুখারী–কিতাবুল্ ইল্ম)।

মলফূযাত

৩০২। মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত যা কিছু তা ক্ষমা করা হবে কিন্তু যা সে করতে সক্ষম সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। যখন কোন ব্যক্তি পুণ্যবান এবং ধার্মিক হবার চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ্র দয়ায় ফিরিশ্তাগণ নিজেদেরকে তার ডানে, বামে সামনে ও পিছনে নিয়োজিত করে। একজন প্রকৃত মোমেনকে ওয়ালী বলা হয় এবং তাঁর আশীর্বাদ তার গৃহ এবং অবস্থানস্থল বেষ্টন করে থাকে। কিন্তু যে আল্লাহ্কে ক্রোধান্বিত করে সে এমন যে ময়লা ভক্ষণ করে" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড)।

২৪২। পুণ্যবান বা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। পুণ্যবানদের আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়ী হবার নির্দেশ।

কুরআন

৮৩৫। যে কেউ সৎকর্ম করবে তার জন্য তার দশগুণ পুরস্কার হবে, এবং যে কেউ মন্দ কাজ করবে তাকে কেবল তারই অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে, এবং তাদের উপর কোন অবিচার করা হবে না। 'ক' (৬ : ১৬১)

৮৩৬। এবং তোমাদের প্রভু এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করবেন এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা পুণ্যবান। 'খ' (১১ : ১১৮)

৮৩৭। এবং যারা কিতাবকে মযবুতভাবে ধরে আছে এবং নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমরা পুণ্যবানদের পুরস্কার কখনও বিনষ্ট করব না। 'গ' (৭ : ১৭১)

৮৩৮। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং পুণ্যকর্ম করেছে এবং তাদের প্রভুর প্রতি বিনত হয়েছে এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। 'ঘ' (১১ : ২৪)

৮৩৯। এবং যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং যথাযথভাবে নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যা কিছু রিযক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে এবং পুণ্য দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে। এদের জন্যই (শেষ) আবাসস্থলের (উত্তম) পরিণাম অবধারিত আছে- 'ঙ' (১৩ : ২৩)

৮৪০। এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে (যখন) বলা হল, 'তোমাদের প্রতিপালক কী নাযেল করেছেন ?' তখন তারা বলল, 'কল্যাণ'। যারা উত্তম কর্ম করেছে তাদের জন্য এই দুনিয়াতেও কল্যাণ আছে এবং পরকালের ঘর অধিকতর উত্তম হবে। এবং মুত্তাকীগণের ঘর কতইনা উত্তম! 'চ' (১৬ : ৩১)

'ক' ৪ : ১২৪; ১০ : ২৭; ১৯ : ৭৭; ২৭ : ৯০; ২৮ : ৮৫; ৪০ : ৪১; ৪২ : ২৪,২৭; ৫৩ : ৩২-৩৩;
'খ' ৭ : ১৯৭; ১৬ : ১২৯; ১৭ : ২৬;১০১ : ৭-৮
'গ' ৩ : ৫৮; ১১৬, ১৩৫-১৩৭, ১৪৯, ১৭৩; ৪ : ৩২; ৫ : ৮৬; ৯ : ১২০-১২১; ১২ : ২৩, ৫৭; ১৬ : ৯৮, ১২৯; ১৮ : ৩১-৩২, ৪৭; ২০ : ৮৩; ২১ : ৯৫; ২৮ : ১৫, ৬৮; ৩০ : ৪৫-৪৬;
'ঘ' ১; ২৩; ৫১ : ১৭; ৮২ : ১৪; ৮৩ : ২৩-২৯; ৯৯:৮;
'ঙ' ৫ : ৫৬; ৬ : ৪৩-৪৪; ২২ : ৫৫;
'চ' ৪ : ১২৫ ; ১৩ : ২৪-২৫; ২২ : ৭৮ ; ২৫ : ৭১-৭২; ৩৫ : ৩৩-৩৬; ৪০ : ৪১; ৪১ : ৩৫ ; ৩৭ : ৮০-৮১, ১০৫-১০৬; ১১১, ১২২, ১৩২; ৩৯ : ১১,৭৫;

হাদীস

৪৮৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার ইসলামকে সুন্দর করে তোলে, তখন সে যে ভাল কাজ করে তার বিনিময়ে দশ থেকে সাত শতগুণ সওয়াব তার জন্য লেখা হয়। কিন্তু যে মন্দ কাজ করে তার বিনিময়ে তার জন্য (কেবলমাত্র) ততটুকুই লেখা হয়" (বুখারী- কিতাবুল ঈমান)।

৪৮৭। হযরত আবুদারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "ক্ষুদ্রতম ভাল কাজ করতেও অবহেলা করো না, এমন কি প্রফুল্লবদনে তোমার ভাইকে সম্ভাষণ জানাতেও" (মুসলিম)।

৪৮৮। হযরত আদি ইবনে হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন একটি কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে এবং এর বিপরীত অন্য এমন কাজের সন্ধান পায় যা সৎকর্মশীলতার অধিক নিকটবর্তী, তবে যেন সে দ্বিতীয় কাজটি করে" (মুসলিম)।

৪৮৯। হযরত যাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রতিটি সৎকাজই বদান্যতা" (বুখারী)-হযরত হুজায়ফা (রাঃ) হতে মুসলিম একই কথা বলেছেন। (মেশকাত)

৪৯০। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় যে জিনিসের ভয় করি তা হচ্ছে আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জন্য পৃথিবীর বরকতসমূহ বের করে দিবেন।" বলা হল, "পৃথিবীর বরকতসমূহ কী?" তিনি বললেন, "দুনিয়ার সৌন্দর্য"। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, "মন্দের বিনিময়ে কোন কল্যাণ আসবে কি?" এ সময় নবী করীম (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন, এমন কি আমরা অনুমান করলাম যে, তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছতে শুরু করলেন। পরক্ষণে বললেন "প্রশ্নকর্তা কোথায়?" লোকটির বলল, "এই যে আমি।" আবুসাঈদ বলেন, "আমরা তখনই ঐ লোকের প্রশংসা করছি, যখন তা (প্রশ্নের-উত্তর) প্রকাশ পেয়েছে।" তিনি বললেন, "কল্যাণ নেকির বদৌলতেই আসবে। অবশ্যই এই (পৃথিবীর) ধন দৌলত সবুজ-শ্যামল, সুমিষ্ট ফল এবং বসন্ত মৌসুমের সব্জী (এর ন্যায়) যে তৃণ ভোজী (প্রাণী) তা অতিরিক্ত খায়, তাকে তা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে প্রাণী সবুজ ঘাস খায় এবং তার পেট ভরে গেলে সূর্যের দিকে মুখকরে যাবর কাটে ও মলমুত্র ত্যাগ করে, আর পুনরায় খায়। এ পৃথিবীর সম্পদও খুবই মধুর, যে সৎভাবে উপার্জন করে এবং সৎ পথেই ব্যয় করে তার জন্য তা উপকারী বন্ধু আর যে অবৈধ পথে উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে খায় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না।" (বুখারী-কিতাবুর্ রিকাক)

মলফূযাত

৩০৩। "যদ্যবধি আল্লাহ্তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তদবধি এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নি যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিদের বিনষ্ট ও ধ্বংস করেছেন এবং তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়েছেন বরং তাদের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেছেন এবং এখনও করছেন" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৪৩। মানুষ যেরূপ কর্ম করবে সেরূপ প্রতিফল পাবে। পুণ্য কার্যে সহযোগিতা করার ও পাপ কার্যে সহযোগিতা না করার নির্দেশ।

কুরআন

৮৪১। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃত-কর্মের জন্য দায়ী ; 'ক' (৭৪ঃ৩৯)

৮৪২। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, বস্তুতঃ তা তারই নিজের কল্যাণের জন্য হবে; এবং যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করে, তার শাস্তি তারই উপর বর্তিবে। এবং তোমার প্রতিপালক বান্দাগণের প্রতি আদৌ যুলুমকারী নন। 'খ' (৪১ঃ৪৭)

৮৪৩। এবং তোমরা পুণ্য কাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। 'গ' (৫ঃ৩)

'ক' ৬ : ১৩৩; ৭ : ১০১; ১০ : ৩১; ১১ : ১১২; ১৪ : ৫২; ২৭ : ৯০-৯১ : ৪০ : ১৮; ৪৫ : ২৩; ৪৬ : ২০; ৫২ : ১৭;
'খ' ৩ : ৩১, ১৮৩; ৪ : ১২৪-১২৫; ৬ : ৩২ : ৮ : ৫২ : ১৭ : ৮;৪০ : ৪১; ৫৩ : ৩২
'গ' ৩৫ : ৩৩-৩৬;

হাদীস

৪৯১। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয় আর সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিবর্তন করে না, তখন তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ্তাআলার আযাব তাদের উপর পতিত হবে" (মেশকাত–মূল আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ্)।

৪৯২। হযরত সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুই তকদীরকে ফিরাতে পারে না, পুণ্য ব্যতীত অন্য কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না, আর কৃত পাপই মানুষকে জীবিকা হতে বঞ্চিত করে" (মেশকাত–মূল ইবনে মাজাহ্)।

৪৯৩। হযরত আবুল বখতারী হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয় না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই (পাপাচারে লিপ্ত হয়ে) ওজর আপত্তির সীমা লঙ্ঘন না করে ফেলে" (মেশকাত–মূল আবুদাউদ)।

৪৯৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহ্র শাস্তি হতে) রেহাই পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যালিম ও পাপীদেরকে তাদের পাপ কার্যে বাধা প্রদান না করবে" (মেশকাত–মূল তিরমিযী, আবুদাউদ)।

মলফূযাত

৩০৪। "সকল পূণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চয় স্মরণ রাখবে যে, কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছাতে পারে না যাতে তাকওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাকওয়া। যে কর্মের মূল ধ্বংস হয় না, সে কর্ম কখনও ধ্বংস হয় না" (কিশতিয়ে নূহ)।

৩৬। মন্দ কাজ (পাপ)।

২৪৪। যারা মন্দ কাজ করে তারা পাপী। তাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী তারা শাস্তি পাবে। তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। পাপীরা একে অপরের বন্ধু। পাপীদের অনুসরণ নিষিদ্ধ।

কুরআন

৮৪৪। হ্যাঁ, যে কেউ মন্দ কর্ম করে এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে– তারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তারা দীর্ঘকাল অবস্থান করবে। 'ক' (২ : ৮২)

৮৪৫। এবং যারা মন্দ কাজ করবে, মন্দ কাজের প্রতিফল তার অনুরূপ হবে এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; তাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করার কেউ থাকবে না; তাদের চেহারাগুলোকে যেন রাত্রির এক টুকরা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হয়েছে, এসকল লোকই আগুনের অধিবাসী, তারা তথায় দীর্ঘকাল থাকবে। 'খ' (১০ : ২৮)

৮৪৬। এবং এভাবে আমরা যালেমদের পরস্পরকে পরস্পরের বন্ধু করে দেই সেই কর্মের দরুন যা তারা অর্জন করে। 'গ' (৬ : ১৩০)

৮৪৭। এবং তোমরা ঐ সকল লোকের প্রতি ঝুঁকো না যারা যুলুম করেছে, নচেৎ তোমাদেরকেও আগুন স্পর্শ করবে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু হবে না এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (১১ : ১১৪)

'ক' ২ : ২০৭; ৪ : ৫১;২৩ : ৬৪-৬৮; ২৯ : ৫; ৩৯ : ৫২; ৪৪ : ৪৪-৫১; ৪৫ : ২২; ৮২ : ১৫-১৭; ৯৫ : ৬;
'খ' ২ : ২৮৭;৪ : ১২৪; ৬ : ১৬১ : ১০ : ১২; ২৭ : ৯১; ৩০ : ১১; ৩২ : ২১; ৩৯ : ৫২; ৪০ : ৪১; ৪২ : ৪১; ৪৫ : ২৩; ৫৩ : ৩২; ৭৫ : ২৫; ৮০; ৪০-৪৩; ৮৮ : ৩-৮;
'গ' ৬ : ১২৯;৭ : ৩৯-৪০; ৩৪ : ৩২-৩৪
'ঘ' ৫ : ৫০;

হাদীস

৪৯৫। হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই বাণীটি আমি ভালভাবে স্মরণ রেখেছি তা এই, যে কাজে মনে খটকা লাগে সে কাজ পরিহার করে খটকাহীন কাজ অবলম্বন কর। সত্য ও শুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্বিধার সৃষ্টি হয় না, মিথ্যাও অশুদ্ধের ক্ষেত্রেই দ্বিধার সৃষ্টি হয়" (আহমদ, তিরমিযী, নেসাঈ –মেশকাত হতে)।

৪৯৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ্ ভাল মন্দ লিখে দিয়েছেন আর তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল অথচ কাজটা করল না আল্লাহ্ তাকে একটি পুণ্য কাজের সওয়াব দিবেন। আর যদি সে সৎকাজের ইচ্ছা করল আর বাস্তবে তা করেও ফেলল, আল্লাহ্ তার জন্য দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখেছেন। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দকাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু বাস্তবে তা করল না, তবে আল্লাহ্ তাকে একটি পুণ্য (সৎকাজের) সওয়াব দিবেন। পক্ষান্তরে সে যদি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং (তদনুযায়ী) কাজটা করে ফেলে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য একটি মাত্র গুণাহ্ লিখেন" (বুখারী)।

৪৯৭। হযরত আবুযার (রাঃ) বলেন, "একদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন, 'হে আবু যার! পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার সমান কোন জ্ঞান নেই, নিবৃত্ত থাকার মত কোন পরহেযগারী নেই এবং উত্তম চরিত্রের মত কোন অভিজ্ঞতা নেই' " (মেশকাত)।

৪৯৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "ঈমানদার হয় সরল ও ভদ্র। পক্ষান্তরে পাপী হয় ধূর্ত ও হীন চরিত্রের" (মেশকাত–মূল আহমদ, তিরমিযী, আবুদাউদ)।

৪৯৯। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে বলেছেন, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তখন তিনি বললেন, "চিন্তা-ভাবনা করে কোন কাজ কর। যদি তার পরিণাম উত্তম বিবেচিত হয় তবে তা সম্পাদন কর, আর যদি মন্দের আশংকা থাকে তখন তা হতে বিরত থাক।" (মেশকাত- মূল শরহে সুন্নাহ্)

৫০০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার প্রত্যেক উম্মতের গুনাহ্ মাফ হবে। তবে যে প্রকাশ্যে গুণাহ্ করে কিংবা গুণাহ্ করে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় তার মাফ হবে না। এটাতো পাগলামি ও দুঃসাহসের কথা যে, একজন লোক রাত্রে কোন বদ আমল করে ফেলেছে, আল্লাহ্ তা গোপন রেখে দিয়েছেন। কিন্তু ভোর বেলায় লোকটি বলে বেড়ায় যে, হে অমুক অমুক, গত রাতে আমি এমন এমন কাজ করেছি। রাতে তো আল্লাহ্তাআলা তার গুনাহ্ আবরণ তুলে গোপন রাখেন। আর সকালে সে নিজেই আল্লাহ্র দেয়া আবরণ খুলে ফেলে (অর্থাৎ ফাঁক করে দেয়)" (বুখারী–কিতাবুল আদব)।

মলফূযাত

৩০৫। "প্রকৃতপক্ষে পাপ এমন জিনিস, যা তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ আল্লাহ্তাআলার প্রতি আনুগত্য, তাঁর জন্য উল্লসিত প্রেম এবং তাঁর প্রেম পূর্ণ স্মরণ হতে স্খলিত ও বঞ্চিত হয়। মাটি হতে কোন উৎপাটিত বৃক্ষ যেমন রস শোষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে দিন দিন শুকাতে থাকে এবং অবশেষে বিবর্ণ হয়ে যায়, এরূপ অবস্থা সেই ব্যক্তিরও হয়ে থাকে যার হৃদয় আল্লাহ্তাআলার প্রেম হতে মূলোৎপাটিত হয়ে গিয়েছে" (রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড)।

২৪৫। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্ব প্রকার পাপ বা মন্দ কাজ বর্জনীয়। পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী হতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। মহাপাপ কী? মহাপাপের শাস্তি।

কুরআন

৮৪৮। এবং তোমরা পাপের বাহ্যিক দিক এবং তার অভ্যন্তরীণ দিক উভয় বর্জন কর। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করছে তাদেরকে অচিরেই তার প্রতিফল দেয়া হবে যা তারা অর্জন করছে। 'ক' (৬ : ১২১)

৮৪৯। এবং যারা পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের ইবাদত হতে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে থাকে তাদের জন্য মহা সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও।

৮৫০। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার উত্তম অংশের অনুসরণ করে তারাই ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ্‌ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। (৩৯ : ১৮ –১৯)

৮৫১। যারা মহাপাপ ও অশ্লীলতাকে পরিহার করে কেবল ক্ষণিকের জন্য মনে উদ্ভাসিত মন্দ ধারণা ছাড়া, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল। 'খ' (৫৩ : ৩৩)

৮৫২। এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বূদকে ডাকে না এবং ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত এমন কোন প্রাণকে হত্যা করে না যাকে আল্লাহ্‌ (হত্যা করা) হারাম করেছেন এবং তারা ব্যভিচার করে না; বস্তুত যে কেউ এরূপ কাজ করবে সে (তার) পাপের শাস্তির সম্মুখীন হবে; 'গ'

৮৫৩। কিয়ামতের দিন তার জন্য আযাবকে দ্বিগুণ করা হবে এবং তথায় সে লাঞ্ছিত অবস্থায় বাস করতে থাকবে– (২৫ : ৬৯ – ৭০)

'ক' ২ : ২৮৫; ৪ : ১১২; ৬ : ১৫২; ৭ : ৩৪;
'খ' ৪ : ৩২; ৪২ : ৩৮;
'গ' ৬ : ১৫২; ৭ : ৩৪;

হাদীস

৫০১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। সে যদি তাতে অপারগ হয় সে যেন তার জিহ্বা দ্বারা নিন্দা করে, সে যদি তাতেও অপারগ হয় তবে যেন সে তাকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে যা সবচেয়ে নিম্নস্তরের বিশ্বাস" (মুসলিম)।

৫০২। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় গুণাহ কোন্‌টি? তিনি বললেন আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' আমি বললাম 'এটি অবশ্যই বড় গুনাহ্‌।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম। 'এরপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, 'এর পর বড় গুনাহ্‌ হ'ল খাদ্যে ভাগ বসানোর ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম 'এর পর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, 'এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ্‌ হলো প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা।' (বুখারী-কিতাবুত্‌ তাওহীদ)

৫০৩। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মহাপাপসমূহ হচ্ছে– আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, নরহত্যা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।' (বুখারী)

মলফূযাত

৩০৬। "যদি তোমার অন্তকরণ পাপমুক্ত হয় তবে তোমার রসনাও পাপমুক্ত হবে। তদ্রূপ তোমার চক্ষু ও তোমার যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাপমুক্ত হবে। প্রত্যেক আলো ও অন্ধকার প্রথমে অন্তরেই জন্ম নেয়। অতঃপর ক্রমশ সমস্ত অবয়বকে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

সুতরাং সর্বদা স্বীয় অন্তকরণকে পরীক্ষা করতে থাক যেভাবে পান সেবনকারী নিজ পান গুলিকে উলট পালট করে রস খায় এবং অকেজো অংশকে কেটে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়। অনুরূপ তোমরাও অন্তরের গুঢ় অভিলাষ, গোপন অভ্যাস, লুক্কায়িত আবেগ ও সুপ্ত নৈপুন্যকে নিজের দৃষ্টির সম্মুখে পর্যালোচনা করতে থাক এবং যে অভ্যাস, যে অভিলাষ ও যে নিপুনতাকে হানিকর দেখ সেগুলিকে কেটে দূরে নিক্ষেপ কর, যেন এমন না হয় যে, ঐগুলি তোমাদের সমস্ত অন্তরকে কলুষিত করে ফেলে এবং ফলত তোমরাও কর্তিত হও" (ইযালা-এ- আওহাম)।

২৪৬। মন্দকাজ কীভাবে প্রতিহত করা যায়।

কুরআন

৮৫৪। তুমি মন্দকে তার দ্বারা প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম, তারা যা বর্ণনা করে আমরা তা ভালভাবে জানি। 'ক' (২৩ : ৯৭)

৮৫৫। এবং যে কেউ মন্দকাজ করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্‌কে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাবে। 'খ' (৪ : ১১১)

'ক' ৯ : ১০২; ১১ : ১১৫; ১৩ : ২৩; ২৫ : ৭১; ২৭ : ১২; ২৮ : ৫৫; ৪১ : ৩৫;
'খ' ৩ : ১৩৬; ৪ : ১৮; ৬ : ৫৫; ৭ : ১৫৪, ২০২; ১৬ : ১২০; ২৪ : ৬;

হাদীস

৫০৪। হযরত আবুযর ও হযরত মুয়াজ ইবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের কর্তব্য স্মরণ রেখ এবং কোন মন্দকাজ করলে তারপর সৎ কাজ কর, শেষের কাজ প্রথম কাজকে মুছে ফেলে দিবে। এবং লোকের সাথে উত্তম আচরণ কর। (তিরমিযী)

৫০৫। হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে অসৎকাজ করে অতঃপর সৎ কাজ করে তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যার গায়ে সংকীর্ণ বর্ম রয়েছে এবং তার গলা কষে ধরেছে, অতঃপর সে সৎকাজ করল যাতে তার একটি গিরা খসে গেল, অতঃপর আর একটি সৎকাজ করল ফলে আরেকটি গিরা খসে গেল; অবশেষ বর্মটি মাটিতে পড়ে গেল। (মেশকাত, বগবী শরহে সুন্নাহ্‌ হতে রেওয়ায়াত)

৫০৬। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'গোনাহ হতে তওবাকারী তার ন্যায় যার কোন গোনাহ নেই'। (ইবনে মাজা)

৫০৭। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ্‌! আমাকে তাদের মধ্যে সামিল কর যারা যখন ভাল কাজ করে খুশী হয় এবং যখন মন্দ কাজ করে ক্ষমা চায়।' (ইবনে মাজা-বায়হাকী -দাওয়াতে কবীর)

৫০৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন বান্দা গুনাহ্‌ স্বীকার করে এবং মাফ চায় আল্লাহ্‌ তা কবুল করেন" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৩০৭। "এই পাপরূপী শুষ্কতার প্রতিকারের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার বিধানে তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত আছে। (১) প্রেম। (২) ইস্তিগফার যার অর্থ চেপে এবং ঢেকে দিবার ইচ্ছা। কারণ – যতক্ষণ পর্যন্ত বৃক্ষের শিকড় মাটিতে প্রোথিত ও আবৃত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা সজীবতার আশা রাখে। (৩) তৃতীয় বিধান হ'ল তওবা বা অনুশোচনা। জীবনবারি আকর্ষণ করার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার দিকে বিনম্রভাবে প্রত্যাবর্তন করা এবং নিজ সত্তাকে তাঁর নিকটবর্তী করা এবং সময়োপযোগী সৎকর্ম দ্বারা পাপের আবেষ্টন হতে নিজেকে বের করা। তওবা শুধু মৌখিক নয়, বরং তওবার পূর্ণতা সৎকর্মের সাথে সংযুক্ত। যাবতীয় সৎকর্মই তওবার পূর্ণতার জন্য। সকল সৎকর্মের উদ্দেশ্যই আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য অর্জন করা" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

২৪৭। একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না। অন্যায় করে তা অন্যের উপর চাপান অপরাধ। কোন জাতির অপরাধের জন্য সেই জাতিই দায়ী।

কুরআন

৮৫৬। এবং কোন ভার বহনকারী অন্য কারও ভার বহন করতে পারবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত তার ভার বহনের জন্য অন্য কাকেও ডাকলে তার ভার হতে সামান্য পরিমাণ ভারও বহন করা হবে না, যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হোক না কেন। 'ক'* (৩৫ : ১৯)

৮৫৭। এবং যে কেউ পাপ অর্জন করে, সে তা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই অর্জন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। 'খ'

৮৫৮। এবং যে কেউ কোন অপরাধ বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে তবে নিশ্চয় সে মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।** (৪:১১২-১১৩)

৮৫৯। এ সেই উম্মত, যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন করেছ, এবং তোমরা এর জন্য জিজ্ঞাসিত হবে না যা তারা করত। 'গ' (২ : ১৩৫)

'ক' ২ : ৮২; ৬ : ৩২, ১৬৫; ১৭ : ১৬; ২৯ : ১৩; ৩৪ : ৫১; ৩৯ : ৮; ৫৩ : ৩৯;
'খ' ১০ : ৪২; ২৮ : ৫৬; ২৯ : ৭; ৪৫ : ১৬; ৫২ : ২২;
'গ' ২ : ১৪০, ১৪২; ৩৪ : ২৬; ৪২ : ১৬;

---

* প্রত্যেককেই নিজের শাস্তি এবং দুঃখ-দুর্দশা নিজেকেই বহন করতে হবে। কারো বদলীস্বরূপ শাস্তি বা ত্যাগ কারো কোন উপকারে আসবে না। এই আয়াত খ্রীষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা ১৬০১)

** 'খাতিয়াহ' (ত্রুটি) এবং 'ইসম' (পাপ) দু'টি শব্দ এই আয়াতে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম শব্দটি 'খাতিয়ান' ইচ্ছাকৃতও হতে পারে অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে এবং তা দোষকারীর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ 'ইসম' ইচ্ছাকৃত পাপকে বুঝায় এবং এর পরিধি অন্যান্যকেও আবেষ্টন করে। তদুপরি প্রথম শব্দটি আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্যে অবহেলা বুঝায়, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতি অপরাধ সাধনকে বুঝিয়ে থাকে। এ কারণেই দ্বিতীয়টির শাস্তি প্রথমটির শাস্তি হতে গুরুতর। ২:৮২ এবং ২: ১৭৪ দেখুন। অপরাধ কিংবা পাপ করা দ্বিগুণ শাস্তিযোগ্য হয়ে পড়ে– যখন দোষী ব্যক্তি নিজের পাপকে নিরপরাধের কাঁধে চাপাতে চায়। সেজন্যই এরূপ করাকে কেবল 'বুহতান' (মিথ্যা অপবাদ) বলা হয় নি বরং 'ইসমুম্মুবীন' (সুস্পষ্ট পাপ) ও বলা হয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা – ৬৬৭)

হাদীস

৫০৯। হযরত আবু রিমসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা আমি আমার পিতার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। হুযূর (সাঃ) আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সাথে এই ছেলেটি কে?' আমার পিতা বললেন, 'সে আমার পুত্র। এ ব্যাপারে আপনি সাক্ষী থাকুন।' তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, "সাবধান! তার অপরাধের শাস্তি তোমার উপর এবং তোমার অপরাধের শাস্তি তার উপর বর্তিবে না" (আবু দাউদ, নেসাঈ)।

মলফূযাত

৩০৮। "খ্রীষ্টানদের মতে আল্লাহ্তাআলা পৃথিবীকে ভালবেসে, তার মুক্তির জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন যে, খোদাদ্রোহী, কাফের এবং পাপীদের পাপ স্বীয় প্রিয়পুত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন এবং পৃথিবীকে পাপ হতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁকে অভিশপ্ত করেছেন এবং অভিশপ্ত কাষ্ঠে লটকিয়েছেন। এই মূলনীতি সকল দিক দিয়েই বিকৃত ও লজ্জাকর। যদি ন্যায়নীতির তুলাদন্ডে ওজন করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, এটা 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে অন্যায়। মানবের বিবেক এটা কখনও পছন্দ করবে না যে, একজন অপরাধীকে ছেড়ে দিয়ে তার শাস্তি একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দেয়া হোক। যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাপতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় তবুও তা বাতিল সাব্যস্ত হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে পাপ এমন এক বিষ যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন মানুষ আল্লাহ্তাআলার প্রতি আনুগত্য, তাঁর জন্য উচ্ছ্বসিত প্রেম এবং তাঁর প্রেমপূর্ণ স্মরণ হতে স্খলিত ও বঞ্চিত হয়" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

২৪৮। পাপীদের পাপের বোঝা তাদের উপরও পড়বে যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে।

কুরআন

৮৬০। পরিণামে তারা কিয়ামতের দিনে নিজেদের (পাপের) পূর্ণ বোঝা বহন করবে এবং ঐ সকল লোকের বোঝা হতেও (একাংশ) বহন করবে যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশতঃ পথভ্রষ্ট করছে। জেনে রেখ! তারা যে বোঝা বহন করছে তা অতি নিকৃষ্ট। 'ক' (১৬:২৬)

৮৬১। "আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন কর এবং এভাবে তুমি আগুনের অধিবাসী হও, এবং এটাই যালেমদের প্রতিফল' (৫ : ৩০)

'ক' ৭ : ৩৯; ২৯ : ১৪; ৩৩ : ৬৮-৬৯; ৩৪ : ৩২-৩৪; ৩৮ : ৬০-৬২; ৪০ : ৪৮-৪৯; ৪১ : ২৬;

হাদীস

৫১০। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখনই কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তখনই তার এ খুনের একটি অংশ আদমের প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তাবে, কেননা সে-ই হত্যার রীতি প্রথম চালু করে" (বুখারী)।

৫১১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) ইসলামের দিকে আহ্বান করে রোমের বাদশাহ কায়সারের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে লিখা ছিল, "পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ হতে রোমের মহান শাসন কর্তা হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যারা হেদায়াত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম। আমি তোমার প্রতি ইসলামের দাওয়াত (পেশ) করছি। ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে। ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (সওয়াব) প্রদান করবেন। আর যদি তুমি ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে সকল প্রজার পাপের বোঝাও তোমাকে বহন করতে হবে" (মেশকাত -মূল বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৩০৯। "হে আমীর-বাদশাহ্ ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ! আপনাদের মধ্যে এরূপ লোক অল্পই যারা খোদাতাআলাকে ভয় করেন এবং তাঁর পথে সততা ও সাধুতা অবলম্বন করে চলেন। অধিকাংশই দুনিয়ার সম্পদ ও দুনিয়ার ঐশ্বর্যে মত্ত হয়ে আছে। তাতেই জীবন নিঃশেষ করছে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করছে না। প্রত্যেক আমীর বা ধনী ব্যক্তি, যে নামায পড়ে না এবং খোদাতাআলার পরওয়া করে না, তার সমস্ত (বে নামাযী) ভৃত্য ও কর্মচারীর পাপ তার স্কন্ধে ন্যস্ত হবে। যে আমীর সরাব পান করে, তার স্কন্ধে সেসব লোকের পাপও ন্যস্ত হবে, যারা তার অধীনে থেকে সুরা পান করে থাকে।' (কিশতিয়ে নূহ)

২৪৯। কিয়ামতের দিন পাপীদের বিরুদ্ধে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ্ সম্পর্কে কুধারণা পাপীদের পাপ কার্য করায় প্ররোচিত করে। তাদের ধৈর্য ও আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা তাদের আগুন হতে রক্ষা করতে পারবে না।

কুরআন

৮৬২। যেদিন তাদের জিহ্বা, তাদের হস্ত এবং তাদের পদসমূহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। 'ক'*

৮৬৩। সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের সঠিক ও পূর্ণ প্রতিদান পুরাপুরি দিবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহ্ই সুস্পষ্ট সত্য। 'খ' (২৪:২৫-২৬)

৮৬৪। এবং সেদিন না মানুষ তার পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে এবং না জিন্ন।** (৫৫:৪০)

৮৬৫। অপরাধীগণকে তাদের (চেহারার) লক্ষণাবলী দ্বারা চেনা যাবে, এবং তাদেরকে তাদের মাথার ঝুঁটি এবং পা ধরে গ্রেফতার করা হবে। (৫৫:৪২)

৮৬৬। এবং (তোমাদের পাপসমূহকে) তোমরা এ কারণে গোপন করতে না যে, (পরকালে) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে বরং তোমরা ধারণা করতে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নন যা তোমরা করছ। 'খ'

৮৬৭। এবং তোমাদের এ কুধারণাই, যা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করে এসেছ, তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছ।

৮৬৮। এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও আগুনই হবে তাদের আবাসস্থল, এবং তারা (আল্লাহ্র সমীপে) নৈকট্য কামনা করলেও তারা নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (৪১:২৩-২৫)

'ক' ১৭:৩৭; ৩৬:৬৬; ৬৯:১৯;
'খ' ৪১: ২০-২২;

---

* অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে যার ব্যবহার কোন ব্যক্তির কথাকে সুরক্ষিত করতে পারে, এমন কি তার হাত, পা অথবা তার দেহের অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালনের শব্দ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে। এ সকল যন্ত্রপাতি চোর এবং অন্যান্য অপরাধী থেকে সচেতন হতে এবং কৈফিয়ত নিতে পুলিশকে অনেক সাহায্য করছে। এ সকল যন্ত্রের সহায়তায় একজন দোষী ব্যক্তির জিহ্বা, হাত, পা কেমন অবস্থায় ছিল তাকে সাক্ষ্যরূপে তার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করতে পারে। বিজ্ঞান এই বাস্তব অবস্থাও প্রতিপাদন করেছে যে, বায়ু মন্ডলে প্রতিটি ব্যক্ত কথা, অবস্থা বা ক্রিয়া তার ছাপ রেখে যায়। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী এই ছাপসমূহ পর জীবনে বাস্তবে সংগ্রহ করা হবে এবং এরূপে ভাল বা মন্দ কর্মের কর্তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে অথবা পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। (কুরআন মজীদ টীকা ২০৩৯)

** দোষীগণের অপকর্মের ছবি তাদের চোখে মুখেই ফুটে উঠবে, তারা ঐ সব পাপ কর্ম করেছে কি করে নি, এরূপ প্রশ্নের কোনই প্রয়োজন হবে না। কুরআনের অন্যত্র (৪১:২১) বলা হয়েছে:-অবিশ্বাসীদের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে। (কুরআন মজীদ টীকা – ২৯৩৭)

হাদীস

৫১২। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন "বায়তুল্লাহ্র নিকট দু'জন কুরায়শী এবং একজন সাকাফী অথবা দু'জন সাকাফী ও একজন কুরায়শী বসেছিল। তাদের পেটের চর্বি ছিল খুব বেশি। কিন্তু অন্তরে বুদ্ধি ছিল খুব কম। তাদের একজন বলল, 'তুমি কি মনে কর আমরা যা বলছি আল্লাহ্ তা শুনছেন?' অপরজন বলল, 'আমরা জোরে বললে তিনি শুনতে পান, আর চুপে চুপে বললে শুনতে পান না। অপরজন বলল, 'জোরে জোরে বললে যদি শুনতে পান তবে চুপে চুপে বললেও শুনতে পাবেন।' তখন আল্লাহ্তাআলা নাযেল করলেন, 'তোমরা দুনিয়ার অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে, তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, তোমাদের চোখ, কান, চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমরা যা জান এর অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না' " (বুখারী)।

মলফূযাত

৩১০। "সকল কর্মক্ষমতাকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যে বিস্তৃত হুশিয়ারী করা হয়েছে, তা অমনোযোগিতা হতে টেনে আনার জন্য যথেষ্ট। যেমন বলা হয়েছে, 'কর্ণ চক্ষু ও অন্তরকে জবাবদিহী করতে হবে (১৭:৩৭)। যার অর্থ মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মক্ষমতার অন্যায় ব্যবহারের জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে। (বারাহীনে আহমদীয়া, ফুটনোট -১১)

৩১১। "ইহা কুরআনের মূলনীতি যে প্রত্যেক কর্মের চিত্র সংগোপনে স্তূপীকৃত হতে থাকে। মানুষের কর্ম যে প্রকারের তার অনুরূপ এক ক্রিয়া খোদাতাআলার পক্ষ হতে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সে ক্রিয়া এই পাপ বা পুণ্যকে নষ্ট হতে দেয় না বরং তার ছাপ হৃদয়ে, মুখে, চোখে, কানে, হাতে, পায়ে অঙ্কিত হতে থাকে এবং এটাই গুপ্ত আমলনামা যা পারিত্রিক জীবনে খোলাখুলিভাবে পরিদৃষ্ট হবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩৭। প্রবৃত্তি।

২৫০। কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষিদ্ধ। যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত। কু-প্রবৃত্তি দমনকারীদের পুরস্কার।

কুরআন

৮৬৯। তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে নিজের কু-প্রবৃত্তিসমূহকে নিজের মা'বূদরূপে গ্রহণ করে? তুমি কি তার উপর অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছ? 'ক'

৮৭০ তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে এবং অনুধাবন করে? তারা একেবারে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় – বরং (সঠিক) পথের দিক দিয়ে তারা সর্বাধিক বিভ্রান্ত। 'খ' (২৫: ৪৪-৪৫)

৬৭১। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করতে চান, কিন্তু যারা কৃ-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন তোমরা (গর্হিত কাজের দিকে) একান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়। 'গ' (৪: ২৮)

৮৭২। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের মকাম মর্যাদাকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ কামনা বাসনা হতে নিবৃত্ত রাখে,

৮৭৩। পরিণামে নিশ্চয় জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল, (৭৯: ৪১-৪২)

'ক' ১৯:৬০; ২৮:৫১; ৩০:৩০; ৪৫:২৪; ৪৭: ১৫, ১৭; ৫৪:৪;
'খ' ৭: ১৭৭;
'গ' ১৮:২৯; ২০: ১৭; ২৩:৭২;

হাদীস

৫১৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি মোমেন হতে পারে না যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অধীন হয়" (সরহে সুন্নাহ–আরবাঈন মেশকাত হতে) ।

৫১৪। হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিজ আয়ত্তাধীনে রেখেছে এবং মৃত্যুর জন্য নেকীর পুঁজি সংগ্রহ করেছে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত সরল ও বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে আল্লাহ্ হতে ক্ষমার আশা পোষণ করে, বস্তুত সে-ই অক্ষম ও নির্বোধ।' (মেশকাত -মূল তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

মলফূযাত

৩১২। "কথা এই যে, যখন মানুষ প্রবৃত্তির প্ররোচনা হতে পবিত্র হয় এবং আমিত্ব হতে মুক্ত হয় তখন সে নিজেকে আল্লাহতাআলার ইচ্ছায় পরিচালিত করে এবং তার কোন কাজ অসঙ্গত হয় না, বরঞ্চ তার প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুতরাং যদি আমি ইচ্ছা করি, আল্লাহ্র কিতাব হতে পরামর্শ নিব তবে নিশ্চয়ই তা আমাকে দেয়া হবে। কিন্তু যে স্বীয় প্রবৃত্তির আয়ত্তাধীনে চলে সে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যেই নিমগ্ন হবে এবং প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্তদের ভিতর চলতে থাকবে" (মলফূযাত)।

৩৮। তওবা।

২৫১। আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী। খাঁটি তওবা কর্মের অনিষ্টসমূহ দূর করে। খাঁটি তওবা কী? কাদের তওবা কবুল হয়?

কুরআন

৮৭৪। এবং তিনিইতো নিজ বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। এবং তোমরা যা কিছু কর তা তিনি অবগত আছেন। 'ক' (৪২:২৬)

৮৭৫। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর– খাঁটি তওবা। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহ তোমাদের হতে দূরীভূত করে দিবেন, এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, 'খ' (৬৬:৯)

৮৭৬। সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তওবা করে এবং ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে; এরা এমন লোক যে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মগুলিকে সুন্দর কর্মে বদলিয়ে দিবেন; বস্তুত আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৮৭৭। যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সংকর্ম করে বস্তুতঃ সে পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে , 'গ' (২৫ঃ৭১-৭২)

৮৭৮। আল্লাহ্ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন যারা অজ্ঞতা বসত মন্দকর্ম করে, অতঃপর সত্বরই তওবা করে। এদের প্রতিই আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। 'খ' (৪ : ১৮)

'ক' ৪ : ২৭-২৮; ৯ : ১০৪; ৩৩ : ৭৪; ৪০ : ৪; ১১০ : ৪;
'খ' ২ : ১৬১; ২২৩; ৩ : ৯০; ৪ : ১৪৭; ১১ : ৪, ৫৩, ৬২; ২৪ : ৬, ৩২;
'গ' ৫ : ৪০; ৬ : ৫৫;
'ঘ' ৫ : ৩৫; ৭ : ১৫৪; ১৬ : ১২০;

হাদীস

৫১৫। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল পাক (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে (তওবা করে) আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়া করেন" (বুখারী-মুসলিম)।

৫১৬। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

৫১৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "গোনাহ হতে তওবাকারী তার ন্যায় যার কোন গোনাহ নেই"। (ইবনে মাজাহ্)

৫১৮। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দার তওবা কবুল করেন যাবৎ না তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

মলফূযাত

৩১৩। "নতুবা কুরআন শরীফে ইহা ভূরি ভূরি সংখ্যায় পাওয়া যায় যে, লজ্জিত হয়ে তওবা করলে এবং অভ্যাস ত্যাগ করলে ও ক্ষমা চাইলে পাপ ক্ষমা করা হয়। আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, 'ইন্নাল্লাহা ইয়োহেব্বোত্ তাওয়াবিনা ওয়া ইয়োহেব্বোল মোতাতাহ্হেরুন। অর্থাৎ 'আল্লাহ্তাআলা অনুতাপকারীগণকে ভালবাসেন এবং যারা এই কথায় জোর দেয় যে, যে কোন উপায়ে হোক মানুষ পাপ হতে পবিত্র হয়ে যাক।' বস্তুত প্রত্যেক অন্যায়ের সাজা দেয়া আল্লাহ্র ক্ষমাগুণের বিরোধী কারণ তিনি মালেক" (চশমায়ে মা'রেফাত)।

২৫২। কাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

কুরআন

৮৭৯। এবং ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণ যোগ্য নয় যারা মন্দকর্ম করতে থাকে এমনকি যখন তাদের কারো সম্মুখে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'এখন নিশ্চয় আমি তওবা করলাম,' এবং তাদের জন্যও নয় যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। এরাই ঐ সকল লোক, যাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি। 'ক' (৪ঃ১৯)

'ক' ৩ : ৯১-৯২; ৪ : ১৩৮; ৭ : ৫২; ১৬ : ৮৫; ৩০ : ৫৮; ৪১ : ২৫; ৪৭ : ৩৫; ৮৩ : ১৫;

হাদীস

৫১৯। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মোমেন যখন কোন গোনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যদি সে তৌবা করে ও ক্ষমা চায়, তার অন্তর সাফ হয়ে যায়। আর যদি গোনাহ বেশি হয় দাগও বেশি হয় অবশেষে তা তার অন্তরের উপর ছেয়ে যায় এটাই সেই মরিচা যার উল্লেখ আল্লাহ্তাআলা আপন কালামে করেছেন, 'কখনই না বরং তাদের অন্তরে মরিচাস্বরূপ লেগেছে যা তারা বরাবর উপার্জন করেছে' " (সূরা মুতাফফেফীন)' (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)।

৫২০। হযরত ছাফওয়ান বিন আচ্ছাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা তওবার জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন যার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ যাবৎ না সূর্য ঐদিক হতে উদিত হবে, তা বন্ধ করা হবে না। আর এটাই হল কুরআনে আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লাহ্র কথা, 'যেদিন তোমার প্রভুর কোন নিদর্শন পৌছিবে সেদিন কাকেও তার ঈমান কাজ দিবে না যে এর পূর্বে ঈমান আনে নি (আনআম - ১৫৯)'" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

মলফূযাত

৩১৪। "মানুষের কৃত পাপ ও ভুলত্রুটি যদি তওবা (অনুতাপ) করবার ফলে মোচন হয়ে যায় তবে এই তওবা তাকে ফিরিশ্তার চেয়েও অধিক উন্নত করতে পারে, কারণ ফিরিশ্তার মধ্যে উন্নতি করবার শক্তি নেই। মানুষের গুনাহ্ তওবার দ্বারা ক্ষমা হতে পারে। ঐশী হিকমত কোন কোন মানুষের মধ্যে ভুলত্রুটি করার ধারা অবশিষ্ট রেখেছেন, যেন সেই ব্যক্তি অন্যায় করে নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পারে এবং পরে তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে পারে। মানবের জন্য এই নিয়মই নির্ধারিত করা হয়েছে এবং মানব প্রকৃতিও তা-ই চায়। ভুল ভ্রান্তি মানুষের প্রকৃতিগত। ফিরিশ্তার প্রকৃতিতে তা নেই" (কিশ্তিয়ে নূহ)।

৩৯। ক্ষমা (ইসতিগফার)

২৫৩। আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ। তিনি অতি ক্ষমাশীল। ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে পাপ দূর হয়। আল্লাহ্‌র দয়া হতে নিরাশ না হবার আহ্‌বান। আল্লাহ্‌র দয়া লাভের জন্য কী করণীয়। কারা ক্ষমা পাবার যোগ্য।

কুরআন

৮৮০। এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ক'* (৪ : ১০৭)

৮৮১। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজের প্রাণের উপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'খ' (৩৯ : ৫৪)

৮৮২। এবং আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ এবং আল্লাহ্‌ এমনও নন যে, যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। (৮ : ৩৪)

৮৮৩। নিশ্চয় (আল্লাহ্‌র সমীপে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী এবং অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী এবং সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী এবং ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী এবং বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং রোযাদার পুরুষ রোযাদার নারী এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী–আল্লাহ্‌ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩৩:৩৬)

'ক' ২ : ২৮৭; ৩ : ১৩৪, ১৩৬-১৩৭; ৪ : ৬৫, ১১১; ৫ : ৭৫, ৯৯; ৭ : ১৬৮; ১১ : ৪, ৫৩, ৬২; ১৬ : ৪৮; ২০ : ৮৩; ২৭ : ৪৭; ৪০ : ৪, ৮, ৫৬; ৪২ : ২৬; ৪৭ : ২০; ৫৭ : ২২; ৭১ : ১১; ৭৪ : ৫৭; ৮৫ : ১৫; ১১০ : ৪;
'খ' ২ : ২৮৫; ৩ : ১৩০; ৪ : ২৭-২৯; ৫ : ১৯, ৪১, ৯১; ৬ : ১৩, ৫৫; ৭ : ১৫৭; ৯ : ২৭, ১০২, ১০৪; ১২ : ৮৮; ১৩ : ৭; ১৪ : ১১; ১৫ : ৫০, ৫৭; ৩৩ : ৭৪; ৩৬ : ৪৬; ৪২ : ৬; ৪৮ : ১৫; ৬১ : ১৩;

---

* ইস্‌তিগফার সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি। এর অর্থ কেবল মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাই নয়, এর ফলে এমন সব কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয় যদ্বারা দুর্বলতা ও পাপরাশি ঢেকে যায়। (কুরআন মজীদ টীকা ৬৬৪)

হাদীস

৫২১। হযরত আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্‌ বলেন, 'যে কেউ একটি ভাল কাজ করে আমি তাকে দশগুণ পুরস্কার দিব বা তার চেয়ে বেশি দিব; এবং যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কাজ করবে সে ঠিক ততটুকু শাস্তিভোগ করবে অথবা আমি তাকে ক্ষমা করব। যে আমার দিকে এক বিঘৎ পর্যন্ত অগ্রসর হয় আমি তার প্রতি এক গজ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দু'গজ অগ্রসর হই। যে কেউ পৃথিবীপূর্ণ দোষ নিয়ে আমার নিকট আসে, আমি তার সাথে সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে অগ্রসর হই" (মুসলিম)।

৫২২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ্‌ মানুষ সৃষ্টি করেন তখন তিনি একটি বইতে লিখেছিলেন–আমার ক্ষমা আমার ক্রোধকে অতিক্রম করবে।' (বুখারী, মুসলিম)

৫২৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা গোনাহ স্বীকার করে এবং মাফ চায় আল্লাহ্‌ তা কবুল করেন।' (বুখারী, মুসলিম)

৫২৪। হযরত আগা মুজানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, 'আমার অন্তরে মরিচা পড়ে, আর (তা সাফ করার জন্য) আমি দৈনিক একশ বার 'আস্তাগফেরুল্লাহ' বলি।' (মুসলিম)

৫২৫। হযরত সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "এই আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র দুনিয়া লাভ হওয়াকেও আমি ভালবাসি – 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হবে না।' এসময় এক ব্যক্তি বলে উঠল 'যে শিরক করেছে?' হুযূর (সঃ) কিছুক্ষণ চুপ রলেন।' তিনবার বললেন, 'যে শিরক করেছে সে-ও।' (আহমদ)

মলফূযাত

৩১৫। "খুব স্মরণ রাখবে যে, শুধু মৌখিকভাবে শব্দ উচ্চারণে কোন কাজ হবে না। নিজ ভাষায়ও ইস্তিগফার করা যায়–আল্লাহ্‌তাআলা যেন পূর্বকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করেন ও ভবিষ্যতে পাপ হতে রক্ষা করেন এবং সৎ কার্যের তৌফীক দেন। এটাই প্রকৃত ইস্তিগফার। পক্ষান্তরে এমন ইস্তিগফারের কোনই সার্থকতা নেই যে, শুধু মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ্‌ বলতে থাকল কিন্তু অন্তর তার খবরও নিল না। মনে রাখবে আল্লাহ্‌তাআলার নিকট শুধূ সে কথাই স্থান লাভ করে যা অন্তর হতে নির্গত হয়" (মলফূযাত ৯ম খণ্ড)।

৩১৬। "সেই উৎসের পিয়াসী হও তবে তা আপনি তোমাদের নিকট আগমন করবে, সেই দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন কর যে দুগ্ধ স্বতই স্তন হতে নির্গত হয়ে আসে। তোমরা দয়ার যোগ্য পাত্র হও তবে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। উদ্বিগ্ন হও, সান্ত্বনা পাবে। পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন কর, যেন ঐশী হস্তের সস্নেহ স্পর্শ এসে তোমাদের সান্ত্বনা দেয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৫৪। অন্যের অপরাধ ক্ষমা সম্পর্কিত বিধান। যারা অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে আল্লাহ্ও তাদের ক্ষমা করেন।

কুরআন

৮৮৪ এবং (স্মরণ রেখ যে,) মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তার পুরস্কার আল্লাহ্র যিম্মায়। আল্লাহ্ জালেমদেরকে আদৌ ভালবাসেন না। 'ক' * (৪২ : ৪১)

৮৮৫। হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীগণের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থেক। এবং যদি তোমরা মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'খ' (৬৪:১৫)

'ক' ৩ : ১৩৫, ১৬০; ৭ : ২০০; ৯ : ১২৮; ১৬ : ১২৭; ২২ : ৬১; ৪২ : ৩৮, ৪৪; ৪৫ : ১৫;
'খ' ২৪ : ২৩;

* এই আয়াতে ইসলামের দণ্ডবিধির ভিত্তি রয়েছে। ইসলামের অনুশাসন এই যে, একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের আসল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হ'ল সেই অপরাধীর নৈতিক সংশোধন। যদি ক্ষমা দ্বারা তার নৈতিক পরিবর্তন আনয়ন সহজ মনে হয় তবে তাকে ক্ষমা করা উচিত। আর যদি শাস্তিদানের মাধ্যমে তার সংশোধন হবার অধিকতর সম্ভাবনা দেখা যায় তবে তাকে শাস্তি দেয়াই কর্তব্য। তবে শাস্তি কোনমতেই যেন অপরাধের গুরুত্ব ও পরিমাণকে ছাড়িয়ে না যায়। (কুরআন মজীদ, টীকা-২৬৬১)

হাদীস

৫২৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একজন নবী সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, সেই নবীকে তার কওম মারধর করল, তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করল এবং সেই নবী তাঁর চেহারা হতে প্রবাহিত রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, 'হে আল্লাহ্! আমার কওমকে ক্ষমা করে দিও এবং হেদায়াত দান করো কেননা তারা জানে না (তাদের অজ্ঞানতাবশতই তারা পৈশাচিক আচরণ করেছে)। (মিশকাত-মূল-বুখারী, মুসলিম)

৫২৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "পরম করুণাময় আল্লাহ্ দয়ালু লোকদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন" (বুখারী)।

৫২৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্তাআলা সমগ্র মানবজাতির নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য তাঁর নবী (সাঃ) কে নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অনুসরণের আদেশ করেছেন।" (বুখারী)

৫২৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন,

১. প্রকাশ্যে ও গোপনে যেন আল্লাহ্কে ভয় করি।
২. ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে যেন ন্যায় কথা বলি।
৩. অভাব ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় যেন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করি।
৪. যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে যেন আত্মীয়তা বহাল রাখি।
৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি।
৬. যে আমার প্রতি যুলুম করে (প্রতিশোধ গ্রহণ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও) আমি যেন তাকে ক্ষমা করি।
৭. নীরবতায় যেন আমি আল্লাহ্র চিন্তায় মগ্ন থাকি।
৮. আমার বচন যেন আল্লাহ্র যিক্র-এ পরিণত হয়।
৯. আমার দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয় এবং আমি যেন ভাল কাজের আদেশ করি।" (রযীন)

মলফূযাত

৩১৭। "যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয় এবং বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

৩১৮। "দ্বিতীয় প্রকার নৈতিক চরিত্রের গুণাবলী যা কল্যাণ সাধন সম্পর্কিত তন্মধ্যে প্রথম নৈতিক গুণ 'আফউ' অর্থাৎ কারও অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া। এতে এই কল্যাণ সাধিত হয় যে, যে অপরাধ করে সে এক ক্ষতি করে এবং যখন সে শাস্তি পাবার যোগ্য হয় তখন তারও ক্ষতি করা হয়-তাকে সাজা দেয়া হয় বা কয়েদ করা হয় বা জরিমানা করা হয় বা তার ওপর হাত উঠান হয়। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হলে যদি ক্ষমা করাই সমীচীন হয়, তবে তার কল্যাণ সাধন করা হবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪০। ইবাদত

২৫৫। ইবাদতের পাত্র একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই সত্য। আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যই মানবজাতির সৃষ্টি। পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ। আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণই সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন। আল্লাহ্র ইবাদতে ঘৃণাবোধকারীদের পরিণাম। আল্লাহ্র ইবাদতকারীদের পুরস্কার। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র হক্ আদায়ের নির্দেশ।

কুরআন

৮৮৬। বস্তুত তোমাদের মা'বূদ, একমাত্র মা'বূদ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়। 'ক' (২:১৬৪)

৮৮৭। তা এজন্য যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাকে ডাকে তা আসলে মিথ্যা এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ, অতি মহান। 'খ' (২২ : ৬৩)

৮৮৮। এবং জিন্ন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি। 'গ' (৫১ : ৫৭)

৮৮৯। তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি–তাঁরই জন্য আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করে, 'ঘ' (৩৯ : ১২)

৮৯০। এবং যারা তাঁর সন্নিধানে আছে তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকারবশত বিরত হয় না এবং কোন প্রকার ক্লান্তিও বোধ করে না।

৮৯১। তারা দিবারাত্রি (তাঁরই) তসবীহ করে এবং তারা কখনও অবসন্ন হয় না। 'ঙ' * (২১:২০-২১)

৮৯২। এবং যারা তাঁর ইবাদত করতে ঘৃণাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, অচিরেই তিনি তাদের সকলকে নিজের নিকট একত্র করবেন। 'চ' (৪:১৭৩)

৮৯৩। এবং যারা পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের ইবাদত হতে আত্মরক্ষা করে আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে থাকে–তাদের জন্য মহাসুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও, 'ছ' (৩৯:১৮)

'ক' ২ : ২৫৬; ৩ : ৩, ১৯, ৬৩; ৬ : ৪, ২০, ১০৩; ১০ : ৪, ১০৭, ১৬ : ২৩, ৫২, ১৭ : ২৩, ৪০, ২০ : ৯, ১৫, ৯৯; ২১ : ১০৯; ২২ : ৩৫; ২৬ : ২১৪; ২৭ : ৬১-৬৫; ২৮ : ৭১, ৮৯; ৩৭ : ৫; ৩৮ : ৬৬; ৩৯ : ৭; ৪০ : ৪, ৬৩; ৪১ : ৭; ৪৩ : ৮৫; ৪৭ : ২০; ৫৯ : ২৩-২৪;

'খ' ২৪ : ২৬; ৩১ : ৩১; ৩৭ : ৮৬-৮৭;

'গ' ২৩ : ১১৬; ২৯ : ৪৭;

'ঘ' ২ : ২২, ৮৪; ৩ : ৪৪, ৫২, ৬৫; ৪ : ৩৭; ৫ : ৭৩, ১১৮; ৬ : ৫৭; ১০ : ১০৫, ১১ : ৩, ১২৪; ১২ : ৪১; ১৩ : ১৫, ৩৭; ১৫:১০০; ১৬:৩৭; ১৭:২৩-২৪; ১৮:১৫; ১৯:৩৭, ৬৬; ২১:২৬, ৯৩;২২ : ৭৮; ২৯ : ৫৭; ৩৬ : ৬২; ৩৯ : ৩, ১৫, ৬৭; ৪০ : ১৫, ৬৬-৬৭; ৪১ : ১৫; ৪৩ : ২৭-২৯, ৬৫; ৫১ : ৫১-৫২; ৫৩ : ৬৩; ৯৮ : ৬;

'ঙ' ৭ : ২০৭; ২৫ : ৬৪-৭৮; ৪১ : ৩৯;

'চ' ৪:১৭৪; ৬:২৩-২৫; ৩৭:২৩-২৪; ৩৯:১৬-১৭

'ছ' ৩৯ : ১৯ ;

---

* আল্লাহ্র প্রকৃত দাসগণের কতিপয় চিহ্ন এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্র ইবাদতে এবং মানব সেবায় ক্লান্ত হয় না। তারা ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক ভাবাবেগে প্রেরিত নবীকে গ্রহণ করে না এবং তৎপর কষ্ট ও বঞ্চনার চাপের মুখে নিরুৎসাহিত হয় না। একবার সত্য গ্রহণ করলে তারা সকল বাধা-বিপত্তির মুখেও ঈমানে অটল থাকে। তাদের উৎসাহ-উদ্যম সত্যের খেদমতে কখনও নিস্তেজ হয় না। আল্লাহ্র ইবাদত তাদের নিকট স্ফুরিত উৎস এবং দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ মুক্তির উপায় (১৩:২৯)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'নামাযের মধ্যে আমার চক্ষুর স্নিগ্ধতা নিহিত।' (নেসাঈ) (কুরআন মজীদ টীকা ১৮৭৭)

হাদীস

৫৩০। হযরত মুয়াজ ইবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বেহেশ্‌তের কুঞ্জি হচ্ছে– আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই বলে অন্তরের সাথে সাক্ষ্য দেয়া" (আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল)।

৫৩১। হযরত উবায়দা বিন সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল, তার জন্য আল্লাহ্ দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন" (মুসলিম)।

৫৩২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা রহমান আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তোমরা শান্তির দোয়া ছড়াবে, তবে তোমরা চিরশান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (তিরমিযী)।

৫৩৩। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "হে আল্লাহ্! তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য" (বুখারী কিতাবুত্ তাওহীদ)।

৫৩৪। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুয়াজ ইবনে জবল (রাঃ) বলেছেন, "আমি রসূল করীম (সাঃ)-এর পিছনে সওয়ারীর পিঠে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমায় ডাকলেন, 'হে মুয়াজ!' আমি জবাব দিলাম, 'লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা!' অতঃপর তিনি এরূপ তিনবার ডাকলেন। (তারপর জিজ্ঞাসা করলেন) 'তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক কী? (আল্লাহ্‌র হক্ এই যে,) বান্দা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক বানাতে পারবে না।' পুনরায় তিনি আরও কিছুক্ষণ চললেন। অতঃপর ডাকলেন, 'হে মুয়াজ!' আমি জবাব দিলাম, 'লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি জানা আছে, বান্দা যখন তা করে তখন আল্লাহ্‌র উপর বান্দাদের হক কী দাঁড়ায়? (তা হ'ল এই যে,) আল্লাহ্‌তাআলা তাদের উপর আযাব দিবেন না।'" (বুখারী– কিতাবুল ইস্তিযান)

মলফূযাত

৩১৯। "আল্লাহ্‌তাআলাকে 'ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু' জ্ঞান করবে, যেমন এই সাক্ষ্যদ্বারা তোমরা স্বীকার করবে, 'আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন আরাধ্য নেই।' এটা এমন এক প্রিয় বাক্য যে ইহুদী, খ্রীষ্টান বা অন্য কোন মুশরিক বা পৌত্তলিকদেরকে শিখান হলে এবং তারা এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কখনও ধ্বংস হত না" (আল্ হাকাম–১৭-৫-১৯০২)।

৩২০। "নানা প্রকার মানুষ তাদের অদূরদর্শিতা বা চিত্তের সংকীর্ণতা বা ভীরুতার কারণে তাদের জীবনের জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য নির্বাচন করে এবং সে উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব আচার ও উপাসনা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থেমে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে তার জীবনের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা এই–'আমি মানুষ ও জিন্নকে (ছোট ও বড় মানুষকে) শুধু এ জন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেন আমাকে চেনে ও আমার উপাসনা করে।' সুতরাং এই আয়াতের প্রেক্ষিতে মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্‌র উপাসনা করা, তাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁর হয়ে যাওয়া" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

২৫৬। আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্য। কেন আল্লাহ্‌ ইবাদতের একমাত্র পাত্র তার যৌক্তিকতা।

কুরআন

৮৯৪। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। 'ক' * (২ : ২২)

৮৯৫। এবং তারা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে যাদের (মা'বূদরূপে) ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারাই সৃষ্ট। 'খ'

৮৯৬। (তারা) সকলেই মৃত, জীবিত নয়, এবং তারা জানে না কখন তাদেরকে উত্থিত করা হবে। 'গ' (১৬ : ২১-২২)

৮৯৭। এবং তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে এমন কিছুর উপাসনা করছে যাদের আকাশসমূহ ও পৃথিবী হতে তাদেরকে রিয্‌ক দেয়ার কোন অধিকার নেই এবং কোন ক্ষমতাও তাদের নেই। 'ঘ'

৮৯৮। অতএব (হে মোশরেকগণ!) তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য উপমা বর্ণনা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না। (১৬:৭৪-৭৫)

৮৯৯। এবং তারা, যাদেরকে তোমরা তাঁর পরিবর্তে ডাক, না তারা তোমাদের কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, এবং না তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে। 'ঙ' (৭ : ১৯৮)

৯০০। যখন সে তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! তুমি কেন সেসব বস্তুর ইবাদত কর যারা শুনেও না এবং দেখেও না এবং তোমার কোন উপকারেও আসে না? 'চ' (১৯ : ৪৩)

৯০১। এরা– আমাদের জাতি তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য মা'বূদ গ্রহণ করেছে। তারা তাদের প্রমাণে কোন উজ্জ্বল দলিল কেন পেশ করে না? অতএব যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিকতর যালেম আর কে হতে পারে? 'ছ' (১৮ : ১৬)

৯০২। তাদের জন্য কি এরূপ কিছু শরীক আছে যারা তাদের জন্য এমন ধর্মীয় বিধান নির্ণয় করেছে যার কোন আদেশ আল্লাহ্‌ দেন নি? (৪২ : ২২)

'ক' ৬ : ১০৩; ১৩ : ১৭; ১৬ : ১৮; ১৭ : ৪০; ২২ : ৭৪; ৩৬ : ২৩; ৩৭ : ৯৬-৯৭; ৩৯ : ৭; ৪০ : ৬৩;
'খ' ৭ : ১৯২; ১০ : ৩৫, ১০৫; ২১ : ২২; ২৫ : ৪; ২৯ : ৬২; ৩০ : ৪১; ৩১ :১২; ৩৫ : ৪১; ৪৬ : ৫;
'গ' ৪ : ১১৮; ৫৫ : ২৭-২৮;
'ঘ' ১০ : ৩২; ১৬ : ৭৩; ২৭ : ৬৫; ২৯ : ১৮, ৬৪; ৩৪ : ২৫; ৩৫ : ৪; ১০৬ : ৪-৫;
'ঙ' ২ : ২৫৬; ৫ : ৭৭; ৬ : ৭২; ৭ : ১৯৩; ৮ : ১১; ১০ : ১৯, ৩৩, ১০৭; ১৭ : ৫৭-৫৮; ২১ : ৪৪, ৬৭; ২২ : ১৩-১৪; ২৫ : ৪, ৫৬; ৩৪ : ২৩; ৩৬ : ২৪, ৭৫-৭৬; ৩৯ : ৪, ৩৯; ৪০ : ২১; ৪৬ : ২৯;
'চ' ৭ : ১৯৪-১৯৬; ১৩ : ১৫; ১৭ : ৫৭-৫৮; ২০ : ৪৭, ৯০; ২৬ : ৭৩-৭৪; ৩৫ : ১৫;
'ছ' ২ : ২৫৯; ৩ : ১৫২; ৬ : ৫৮, ৭৫-৮৪; ৭ : ৩৪, ৭২; ১০ : ৩৬; ১১ : ২৯, ৬৪; ১২ : ৪১; ২১ : ২৫; ২২ : ৭২; ২৩ : ৮৫-৯০, ১১৮; ২৭ : ৬১-৬৬; ২৮ : ৭২-৭৩; ২৯ : ৬২, ৬৪; ৩০ : ৩৬; ৩৪ : ২৮; ৩৫ : ৪১; ৩৯ : ৬৫-৬৮; ৫৩ : ২৪;

---

* ইবাদত শব্দটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। এর অর্থ–আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ ও পথের পূর্ণ অনুসরণে বান্দার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থ্যকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলার নিগড়ে নিজেকে এমনিভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা যাতে আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর ছবি নিজের ভিতর মোহরাঙ্কিত হয়ে নিজের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবনের আসল ব্রত ও উদ্দেশ্য এটাই এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত বলতেও সত্যিকার অর্থে এটাই বুঝায়। মানবপ্রকৃতির মধ্যে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ যত গুণাবলী আমরা দেখতে চাই, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম হ'ল ঐ গুণ যা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত করে এবং তার ইচ্ছার প্রতি আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের প্রেরণা যোগায়। (কুরআন মজীদ টীকা - ২৮৪০)

হাদীস

৫৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "কবির কবিতার সর্বাধিক সত্য ছন্দ হল "আলা কুল্লু শাইয়িমমা খালাকাল্লাহি বাতিলু' –অর্থাৎ জেনে রাখ, আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে সবই মিথ্যা" (বুখারী)।

৫৩৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "বিপদের সময় হযরত নবী করীম (সঃ) এই বলে দোয়া করতেন, 'লাইলাহা ইল্লা হুয়া 'আলিমুল হালীম, লাইলাহা ইল্লা হুয়া রব্বুল আরশিল আযীম, লাইলাহা ইল্লা হুয়া রব্বুস সামাওয়াতে ওয়াল আরযে ওয়া রব্বুল আরশিল কারীম।' 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই, যিনি মহাজ্ঞানী ও ধৈর্য্যশীল। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি বিশাল আরশের অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ও মহান আরশের প্রভু" (বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ)।

৫৩৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্র রসূল! কোন অপরাধটি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড়।' তিনি বললেন, 'তুমি কোন কিছুকে আল্লাহ্র সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে নিবে (আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুর শরীক করবে) অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন" (বুখারী–কিতাবুত্ তাওহীদ)।

মলফূযাত

৩২১। "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তাআলার স্রষ্টা সত্তার বাস্তবতা এটাই যে, তিনি এমন সত্তা যিনি সকল প্রকার কল্যাণের উৎস এবং এটাও যে সকল সত্তার মূলেও তিনি। যার জন্য তিনিই আমাদের উপাসনার যোগ্যতা রাখেন এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে মেনে নেই যে, আমাদের দেহ, হৃদয় ও আত্মাকে গ্রহণ করার উপযুক্ত পাত্র তিনি, কারণ আমরা কিছুই ছিলাম না এবং তিনি আমাদের মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন, এ কারণেই তিনি, যিনি আমাদের নাস্তি থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, আমাদের ন্যায়সঙ্গত প্রভু"(শাহনায়ে হক)।

২৫৭। একাধিক মা'বূদের কুফল। একাধিক মা'বুদ গ্রহণকারীদের অন্য মা'বূদ গ্রহণের যুক্তির অসারতা। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক গ্রহণের শাস্তি।

কুরআন

৯০৩। এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদ নেই, এরূপ হ'লে প্রত্যেক মা'বূদ নিজ নিজ সৃষ্টবস্তুকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং তাদের কতক কতকের উপর অবশ্যই চড়াও করে বসত। তারা যা বলে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র। 'ক' (২৩ : ৯২)

৯০৪। শুন! বিশুদ্ধ আনুগত্য কেবল আল্লাহ্রই জন্য। এবং যারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (এবং বলে যে) 'আমরা তাদের কেবল এজন্য ইবাদত করি যেন তারা আমাদেরকে মর্যাদায় আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়', নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা করবেন যার সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। 'খ' *(৩৯ : ৪)

৯০৫। তবে কি ঐ সকল লোক যারা কুফরী করেছে এই ধারণা করে যে, তারা আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাগণকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারবে? আমরা নিশ্চয় জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য আপ্যায়নস্বরূপ প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৮ : ১০৩)

'ক' ১২ : ৪০; ১৭ : ৪৩-৪৪; ২১ : ২৩-২৪; ৩৯ : ৩০

'খ' ২ : ২৫৬; ১০ : ১৯; ১৯ : ৮২-৮৩; ২০ : ১১০, ৩৬ : ২৪; ৪৫ : ২৯;

---

* মানুষ মিথ্যা পূজায় লিপ্ত হয়। কল্পিত মূর্তির উপাসনা করে এমনকি পূত-পুণ্য ওলীউল্লাহ্দের পূজাতেও লেগে যায়। মানুষ ধনের পূজা করে, ক্ষমতার উপাসনা করে, কামনা-বাসনার সাধনা করে। মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে উপাস্যকে মেনে নেয় ও নির্বিচারে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। পূর্বপুরুষগত রীতিনীতি ও চাল-চলনকে নির্ভুল কর্ম বলে মনে করে এবং এসব কথার মাধ্যমেই তারা ইপ্সিত সৃষ্টিকর্তাকে পাবে বলে বিশ্বাস করে নেয়। (কুরআন মজীদ, টীকা-২৫৬২)

মলফূযাত

৩২২। "এর অর্থ (২৩ : ৯২ আয়াতের) যদি একাধিক উপাস্য থাকত তবে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করত এবং তাদের মতবিরোধ সারা বিশ্বকে অপবিত্র করত। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ সৃষ্ট পদার্থের মঙ্গলের জন্য কাজ করত এবং তাদের আরামের জন্য প্রত্যেকেই অন্যদের ধ্বংস করতে চেত যা আরও অমঙ্গল ডেকে আনত" (বারাহীনে আহমদীয়া)।

২৫৮। মা'বূদ দাবীকারকের শাস্তি।

কুরআন

৯০৬। এবং তাদের মধ্য যে কেহ এটা বলবে, 'নিশ্চয় তিনি ব্যতীত আমি মা'বূদ', তবে আমরা এরূপ ব্যক্তিকে প্রতিফলে জাহান্নাম দান করব। বস্তুত যালেমদেরকে আমরা এরূপ প্রতিফলই দান করে থাকি। 'ক' (২১ : ৩০)

'ক' ৬ : ৯৪; ২১ : ৯৯, ১০০, ১০১; ২৬ : ৩০, ৬৬-৬৭;

হাদীস

৫৩৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সমকক্ষ আছে বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করে সে আগুনে প্রবেশ করবে। আর আমি বলেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সমকক্ষ অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী, কিতাবুল আইমানে ওয়ান্ নুযুর)

৫৩৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করার মানত করে সে যেন অবশ্যই তা করে। আর যে ব্যক্তি তার নাফরমানি করার মানত করে, সে যেন নিশ্চয় তা না করে।" (বুখারী, কিতাবুল আইমানে ওয়ান্ নুযুর)

২৫৯। পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা। অন্যের উপাস্যদের গালি দেয়া নিষিদ্ধ।

কুরআন

৯০৭। এবং তোমরা তাদেরকে গালি দিও না যাদেরকে তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে (মা'বূদরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশত আল্লাহ্কে গালি দিবে। (৬ : ১০৯)

হাদীস

৫৪০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির আপন পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহ্সমূহের অন্যতম।" তারা বললেন, "কোন ব্যক্তি তার নিজের পিতমাতাকে গালি দেয়?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেই ব্যক্তি (পাল্টা) এই ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, সেই ব্যক্তি পাল্টা এই ব্যক্তির মাকে গালি দেয়" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৩২৩। "এখন দেখ, যদিও আল্লাহ্র শিক্ষানুযায়ী মূর্তি কোন বস্তু নয়, তথাপি আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এই নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, মূর্তিসমূহকে মন্দ বলা হতে বিরত থাক এবং কেবল বিনম্র ভাষায় তাদেরকে বুঝাও যেন তারা উত্তেজিত হয়ে আল্লাহ্কে গালি না দিয়ে বসে। পাছে এই সকল গালির কারণ তোমরাই হয়ে পড়" (পয়গামে সুলেহ)।

১। দোয়া

২৬০। দোয়া বা প্রার্থনার একমাত্র পাত্র আল্লাহ্।

কুরআন

৯০৮। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই তাঁর নিকট যাচ্ঞা করে। প্রতিদিন তিনি নব নব মহিমায় প্রকাশিত। (৫৫ : ৩০)

৯০৯। এবং তোমাদের প্রতিপালক বলছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব, কিন্তু যারা আমার ইবাদত সম্বন্ধে অহংকার করে, তারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 'ক' (৪০ : ৬১)

'ক' ২ : ৩৮, ৫৯, ১৮৭; ১০ : ২৩; ১৭ : ৬৮; ২৯ : ৬৬; ৩১ : ৩৩;

হাদীস

৫৪১। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলিম আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তার প্রার্থনা কবুল করেন অথবা তার কিছু খারাবী দূর করে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন খারাপ জিনিসের জন্য বা এমন কোন জিনিসের প্রার্থনা করে যা তার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে।' একথা শুনে একজন বলল, 'তাহলে তো আমরা প্রচুর প্রার্থনা করবো।' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের চেয়েও বেশি জবাব দানে তৎপর।' (তিরমিযী)

৫৪২। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমাদের প্রভু জীবিত ও দানশীল। তিনি এমন ব্যক্তিকে খালি হাতে ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করেন, যে তাঁর কাছে দু'হাত তুলে কিছু চায়।' (বুখারী)

৫৪৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'দোয়া হ'ল ইবাদতের মগজ। (কেননা, তাতে চরম বিনয় রয়েছে)।' (তিরমিযী)

৫৪৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে আল্লাহ্র নিকট কিছু চায় না, আল্লাহ্ তার ওপর ক্রোধান্বিত হন।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৩২৪। "আল্লাহ্তাআলা মানুষের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দোয়া নির্ধারণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক আমি কবুল করব।' তিনি বার বার দোয়ার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, যাতে মানুষ আপন শক্তিদ্বারা নয়, বরং আল্লাহ্কে আল্লাহ্র কুদরত দ্বারা লাভ করতে পারে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩২৫। "নাজাত সম্পর্কে যে আকিদা কুরআন শরীফ হতে প্রতীয়মান হয় তা এই যে, শুধু রোযা, নামায, যাকাত ও সাদকা খয়রাত এবং হজ্জ পালনে নাজাত পাওয়া যায় না এবং তা একমাত্র আল্লাহ্র ফযল ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, যা দোয়ার দ্বারা হাসিল হয়। সেজন্যেই 'ইহদিনাস সিরাতায়াল মুস্তাকীম'-এর দোয়া সর্বপ্রথম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা যখন এই দোয়া কবুল হয়ে যায়, তখন তা আল্লাহ্তাআলার ফযলকে আকর্ষণ করে, আর তার ফলেই নেক আমলসমূহ তাদের যাবতীয় শর্ত ও স্বরূপসহ স্বতঃই প্রতিফলিত হয়।' (মলফূযাত–৬ষ্ঠ খণ্ড)

২৬১। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও দোয়া কবুল করার ক্ষমতা নেই।

কুরআন

৯১০। আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমরা যাদেরকে ডাক নিশ্চয় তারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক। 'ক' (৭ : ১৯৫)

৯১১। প্রকৃত দোয়া শুধু তাঁরই জন্য এবং তারা তাঁকে ছেড়ে যাদের ডাকে, তারা তাদের ডাকে কোনই সাড়া দেয় না। বরং (তাদের অবস্থা) ঠিক ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের দু'হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যেন পানি তার মুখে পৌঁছে, কিন্তু তা কখনও তার নিকট পৌঁছে না। বস্তুত কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হয়ে থাকে। 'খ' (১৩ : ১৫)

৯১২। তুমি বল, 'আমরা কি আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকব যা না আমাদের কোন উপকার করতে পারে এবং না কোন অপকার।' 'গ' (৬ : ৭২)

'ক' ১৭ : ৫৭, ৫৮; ২৯ : ৪২; ৩৫ : ১৪, ১৫; ৪৬ : ৬;
'খ' ২০ :৯০; ৪০ : ৫১;
'গ' ৭ : ১৯৮; ১০ : ১৯, ১০৭ ; ২১ : ৬৭ ; ২২ : ৭৪; ২৮ : ৮৯; ২৯ : ১৮;

হাদীস

৫৪৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমাদের রব্ব আল্লাহ্তাআলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, যে আমার কাছে দোয়া করবে আমি তার দোয়া কবুল করবো, যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করবো এবং যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করবো।' (বুখারী)

৫৪৬। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আপন পরওয়ারদেগারের নিকট আপন যাবতীয় আবশ্যক ভিক্ষা করে, এমনকি যখন তার জুতার দোয়ালী ছিঁড়ে যায় তা-ও ভিক্ষা করে। ছাবিত বুনানীর মুরসাল বর্ণনায় অধিক রয়েছে; এমনকি তাঁর নিকট নিমকও ভিক্ষে করে, এমনকি আপন জুতার দোয়ালীও ভিক্ষে করে যখন তা ছিঁড়ে যায়।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৩২৬। "একমাত্র আল্লাহ্ই প্রার্থনা কবুল করতে পারেন এবং এটা বলা যায় যে, তিনিই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন কেননা তিনি যা চান করেন এবং যা চান না, করেন না (সব কিছুই তাঁর ইচ্ছা ও সম্মতিতে সংঘটিত হয়)।" (মলফূযাত–৩য় খণ্ড)

২৬২। বিপদকালে মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকে।

কুরআন

৯১৩। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তোমরা কি চিন্তা করে বলবে যে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসে অথবা সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত এসে পড়ে তখন তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে কি ডাকবে?

৯১৪। বরং তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকবে, অতঃপর যে কারণে তোমরা তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা নিশ্চয়ই দূর করে দিবেন এবং তোমরা যা তাঁর সঙ্গে শরীক করছ তা তোমরা বিস্মৃত হবে। 'ক' (৬ : ৪১, ৪২;)

'ক' : ৩; ১৬১; ৪ : ৪৬; ৬ : ৬৪; ১০ : ২৩; ১৬: ৫৪; ১৭ : ৬৮; ২১: ৪৪; ৩০ : ৩৪; ৩৩ : ১৮; ৩৬: ৪৪-৪৫; ৩৯ : ৯,৫০; ৪০ : ৩৩-৩৪; ৬৭ : ২৯ : ৭২ : ২৩;

হাদীস

৫৪৭। হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ)-এর (আজাদ করা) গোলাম ওয়ার্‌রাদ বর্ণনা করেছেন, "হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) কে লিখে পাঠালেন, 'হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে নামাযের পর যা পাঠ করতে শুনেছেন তা আমাকে লিখে পাঠাবেন।' অতঃপর হযরত মুগীরা (রাঃ) আমার দ্বারা লিখালেন, 'আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে নামাযের পর পাঠ করতে শুনেছি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লেমা আ-তায়তা, ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানা'তা। ওয়ালা–ইয়ানফাউ ফাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।' একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। হে আল্লাহ্‌! তুমি যা দান করবে তা রোধ করা ও বারণ করার কেউ নেই। আর তুমি যা বারণ করবে ও রোধ করবে তা দান করারও কেউ নেই। কোন প্রচেষ্টাশীল ব্যক্তির প্রচেষ্টা আপনার নিকট কোন উপকারে আসবে না বা উপকার করবে না" (বুখারী)।

৫৪৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নানা প্রকার দুঃখ-ক্লেশ, দুনিয়ার খারাপ পরিণতি, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের ঘোর বিদ্বেষাত্মক আনন্দ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর।' (বুখারী)

মলফূযাত

৩২৭। "আল্লাহ্‌র পবিত্র পুরুষদের নিকট আল্লাহ্‌র সাহায্য আসে। যখন তা আসে তখন এক (নতুন জগত) দেখিয়ে দেয়। তা' বাতাসের রূপ ধরে পথের সকল ধূলাকে উড়িয়ে দেয়। (পুনঃ) তা অগ্নির রূপ ধরে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে দগ্ধ করে ফেলে, কখনও তা ধূলা হয়ে শত্রুর মস্তকের উপর পতিত হয়। (পুনঃ) পানির রূপ ধরে তা এক প্লাবন নিয়ে আসে। মূল কথা, আল্লাহ্‌র কাজ বান্দার দ্বারা কখনও ব্যর্থ হয় না। সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে সৃষ্ট কী করতে পারে?" (দূররে মমীন)

৩২৮। "সুতরাং যখন বান্দা কোন কঠিন বিপদবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে কামেল (পূর্ণ) একীন; 'কামেল' আশা, 'কামেল আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা' এবং 'কামেল সাহসিকতার সাাথে ধাবিত হয়, এবং অত্যন্ত জাগ্রত হয়ে 'গাফলাতের আবরণ সমূহ' ভেদপূর্বক 'ফানা ও লীন হওয়ার ক্ষেত্রে যতখানি সম্ভব অগ্রসর হয় তখন সম্মুখে সে কী দেখতে পায়? তখন সে আল্লাহ্‌তাআলার দরবার দেখতে পায় অর্থাৎ তখন সে দেখতে পায় তাঁর সাথে শরীক বা অংশী কেউ নেই" (মলফূযাত)।

কুরআন

৯১৫। এবং সকল উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌র। সুতরাং এগুলি দ্বারা তাঁকে তোমরা ডাক। এবং যারা তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে সঠিক পথ হতে ভ্রষ্ট, তাদেরকে পরিত্যাগ কর। তারা যে কর্ম করে অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করা হবে। 'ক' * (৭ : ১৮১)

৯১৬। তোমরা তোমাদের প্রভুকে কাকুতি-মিনতি সহকারে সংগোপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না। 'খ' (৭ : ৫৬)

৯১৭। এবং তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলগণের নিকটবর্তী। 'গ' (৭: ৫৭)

৯১৮। এবং নিশ্চয় তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং তিনি নিজ অনুগ্রহদ্বারা (তাদের প্রাপ্য পুরস্কার অপেক্ষা) তাদেরকে অধিক দিয়ে থাকেন; 'ঘ' (৪২ : ২৭)

৯১৯। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক–আনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে, যদিও কাফেররা একে অপসন্দ করুক না কেন। 'ঙ' (৪০ : ১৫)

'ক' ১ : ২-৪; ২ : ৩৩, ৩৮, ১১৬, ১২৮, ১৩০, ১৪৪, ১৫৯, ১৭৪, ২৫৬, ২৬৮; ৩ : ৩, ৯, ১৬, ২৭, ৭৫, ১২১; ৪ : ২, ৩৪, ৩৫, ৪৬, ৮২, ৮৬-৮৮, ১৩২, ১৪৮, ১৫০; ১১ : ৫৮, ৬২, ৭৪, ৯১; ১২ : ৪০; ১৭ : ২,১১১; ২০ : ৯; ২৪ : ৩৬; ৩৫ : ৩১; ৩৮ : ৩৬; ৪০ : ৬৩; ৪২ : ২০; ৪৫ : ৩৮; ৫১ : ৫৯; ৫৫ : ৭৯; ৫৭ : ৪; ৫৯ : ৫, ২৪, ২৫; ৮৭ : ২; ১১২ : ২, ৩; ১১৪ : ৪;
'খ' ৬ : ৬৪ ; ৭ : ২০৬; ১০ : ২৩; ২৭ : ৬৩; 'গ' ২১: ৯১; ৩২ : ১৭ ;
'ঘ' ২ : ১৮৭; ২৭ : ৬৩; 'ঙ' ৬ : ৫৩; ২৯ : ৬৬; ৩০ : ৩৪; ৩১ : ৩৩; ৪০ : ৬৬;

---

* আল্লাহ্‌তাআলার নিজস্ব নামবাচক শব্দ আল্লাহ্; বলতে গেলে আর সবই তাঁর গুণবাচক নাম। দোয়া করবার সময় প্রার্থনাকারীর উচিত আল্লাহ্‌তাআলার সেই পবিত্র গুণবাচক নাম উচ্চারণ করা যা তার দোয়ার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। কুরআন মজীদ, টীকা–১০৭৫। (কুরআন মজীদে বর্ণিত কিছু নামের জন্য ক-এর উদ্ধৃতি দেখুন)

হাদীস

৫৪৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নিরানব্বই-এক কম একশত নাম রয়েছে। যে তা মুখস্ত করবে সে বেহেশ্‌তে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন" (বুখারী, মুসলিম)।

৫৫০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বিপদের সময় এই বলে দোয়া করতেন, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আলীমুল হালীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়া রব্বুল আরশিল আযীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়া রব্বুস সামাওয়াতে ওয়া রব্বুল আরযে ওয়া রব্বুল আরশিল কারীম।' আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই যিনি সর্বজ্ঞ ও ধৈর্যশীল। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি বিশাল আরশের অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মালিক এবং মহান আরশের প্রভু" (বুখারী)।

৫৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা দোয়া কর তখন এই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দোয়া করবে যে, আল্লাহ্‌তাআলা নিশ্চয় তোমাদের দোয়া শুনবেন। স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ্‌তাআলা গাফিল, অবজ্ঞা ও অবহেলা পূর্ণ হৃদয় হতে নির্গত দোয়া কখনও কবুল করেন না।' (তিরমিযী)

৫৫২। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলছেন, 'মানুষ তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সেজদারত অবস্থায় থাকে। সেজন্য তোমরা সেজদায় অধিক দোয়া করবে।' (মুসলিম)

৫৫৩। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'অদৃশ্য ব্যক্তির জন্য অদৃশ্য ব্যক্তির (অর্থাৎ পরের জন্য পরের) দোয়াই সত্বর কবুল হয়।' (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

৫৫৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তিনটি দোয়া কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও উৎপীড়িতের দোয়া।' (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

৫৫৫। হযরত আবুউম্মাহ (রাঃ)-বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে একদা প্রশ্ন করা হলো, 'কোন প্রার্থনা সবচেয়ে বেশি কবুল হয়? তিনি উত্তর দিলেন, শেষরাত্রের মধ্যবর্তী সময়ে যে প্রার্থনা করা হয় বা ফরজ নামাযের শেষে যে প্রার্থনা করা হয়।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৩২৯। "তুমি যখন দোয়া করার জন্য দাঁড়াও তখন তোমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তোমার আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করলে তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে এবং তুমি আল্লাহ্তাআলার মহাশক্তির নিদর্শনসমূহ দর্শন করবে ; যেরূপ আমি দর্শন করেছি।" (কিশতিয়ে নূহ)

৩৩০। "এজন্যই অমনযোগী দোয়াসমূহ কবুল হয় না, কেননা অমনযোগিতা প্রথমেই প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। একথা সম্ভবই নয় যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অনুগত হয় অথচ তার দোয়া কবুল হয় না। কিন্তু দোয়ার নির্ধারিত শর্তাবলীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড)।

৩৩১। "আর আল্লাহ্তাআলার ফযল দোয়া দ্বারা হাসিল হয়। কিন্তু সেই দোয়া দ্বারা যা আল্লাহ্তাআলার ফযলকে আহরণ করতে সক্ষম হয়। সেই দোয়াও মানুষের নিজের ইখতিয়ারভুক্ত নয়। দোয়ার যাবতীয় জরুরী উপাদান লাওয়াজেম ও শর্তাবলী যেমন আত্মবিস্মরণ, তন্ময়তা, তাওয়াক্কুল, তাবাত্তুল, ভাবাবেশ ও উচ্ছ্বাস ইত্যাদি নিজে নিজেই লাভ করতে পারা মানুষের সাক্ষাৎ ইখতিয়ারের আওতাভুক্ত ব্যাপার নয়। বস্তুত যখন ঐ দু'প্রকারের দোয়ার সুযোগ ও শক্তি তাকে দেয়া হয় তখনই তা আল্লাহ্তাআলার ফযল আকর্ষণপূর্বক সেই যাবতীয় শর্তাবলী আহরণ করে, যেগুলি পুণ্য (সালেহ) আমলসমূহের প্রাণবস্তুস্বরূপ। নাজাত সম্পর্কে এটাই আমাদের আকীদা" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)।

২৬৪। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনার সময় নিজের সাথে অন্যান্য মু'মিনদেরকেও শামিল করার নির্দেশ।

কুরআন

৯২০। অতএব তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, এবং তুমি তোমার (মানবীয়) ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ও হেফাযত প্রার্থনা কর, এরূপে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্যও। 'ক' (৪৭ : ২০)

'ক' ১৪ : ৪২; ৭১ : ২৯;

হাদীস

৫৫৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এক নামাযে দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর সাথে (নামাযে) দাঁড়ালাম। এক বেদুঈন নামাযের মধ্যেই বলে উঠল, 'আল্লাহুম্মারহামনা ওয়া মুহাম্মাদান ওয়ালা তার হামনা আনা আহাদান– হে আল্লাহ! আমার উপর ও মুহাম্মদ (সাঃ)- উপর রহম কর। আর আমাদের মাঝে আর কারো উপর রহম করো না' হযরত নবী করীম (সাঃ) সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুঈনটিকে বললেন, 'তুমি একটি বিশাল, প্রমাণিত জিনিস অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমতকে সংকুচিত করে ফেললে" (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)।

মলফূযাত

৩৩২। "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌পাক সূরা ফাতিহায় আমাদের একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেই দোয়া হচ্ছে "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীমা সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলায়হিম'–অর্থাৎ 'আমাদের সরলপথ দেখাও যে পথে তোমার অনুগ্রহভাজনরা গিয়েছেন।' এই দোয়ায় তিন প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে। এক-যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করা হয় তখন আমাদের মনে সকল মানবজাতির কথা আসা উচিত, দুই আমাদের নির্দিষ্ট করে সকল মুসলমানের কথা চিন্তা করা উচিত, তিন–আমাদের জানা উচিত যে, এই দোয়া বিশেষ করে ঐ সকল লোকদের জন্য যারা আমাদের সাথে জামাতে নামায পড়ছেন। ঐসকল স্তরের লোকদের কথা চিন্তা করলে আমরা প্রত্যেককে আমাদের দোয়ায় শামিল করি এবং এটাই আল্লাহ্ আমাদের দ্বারা করাতে চান" (ফতওয়া এ আহমদীয়া– পৃঃ ২০)।

৪২। নামায

২৬৫। নামায কায়েম করার নির্দেশ। নামায মানুষকে পবিত্র করে। নামাযে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। বেনামাযীদের শাস্তি।

কুরআন

৯২১। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর, এবং আমারই স্মরণার্থে নামায কায়েম কর, 'ক' (২০ : ১৫)

৯২২। এই কিতাব হতে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তা তুমি আবৃত্তি কর, এবং নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকাজ হতে বিরত রাখে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য) এবং তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। 'খ'* (২৯ : ৪৬)

৯২৩। 'তোমাদেরকে কিসে সাকারে (জাহান্নামে) প্রবিষ্ট করল?'

৯২৪। তারা বলবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না,' 'গ' (৭৪ঃ৪৩-৪৪)

'ক' ২ : ৪, ৪৪. ৮৪, ১১১, ২৭৮; ৪ : ৭৮, ১৬৩; ৫ : ৫৬; ৬ : ৭৩; ৯৩; ৭ : ১৭১; ৮ : ৪; ৯ : ৫, ১১, ৭১; ১১ : ১১৫; ১৩ : ২৩; ১৪ : ৩২; ১৭ : ৭৯; ২০ : ১৩; ২২ : ৭৮, ৭৯; ২৩ : ৩, ১০; ২৪ : ৫৭; ২৭ : ৪; ৩০ : ৩২; ৩১ : ৫; ৩৩ : ৩৪; ৩৫ : ৩০; ৪২ : ৩৯; ৫৮ : ১৪; ৭০ : ২৪ : ৩৫; ৭৩ : ২১; ৯৮; ৬;
'খ' ২০ : ১৫; ৮৭ : ১৫-১৬;
'গ' ১৯ : ৬০; ৭৫ : ৩১-৩২;

---

* এই আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা প্রচার ও কুরআন পাঠ, নামায ও যিকরে ইলাহি। এই তিনের একই উদ্দেশ্য, মানুষকে পাপ হতে রক্ষা করা এবং তাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে সাহায্য করা। সকল ধর্মের মূলনীতি সর্বোচ্চ সত্তায় জীবন্ত বিশ্বাস। কারণ এটা এমন প্রত্যয় যা মানবের কুপ্রবৃত্তিগুলির উপর প্রবলভাবে এবং কার্যকরভাবে বাধাদান করে। এ কারণেই কুরআন করীম বার বার আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বের বিষয় বস্তুতে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা, মর্যাদা ও ভালবাসার কথা বলে এবং ইসলামী ইবাদতের আকারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার উপর সর্বাপেক্ষা জোর দেয়। ইসলামের এই ইবাদত যদি সকল প্রয়োজনীয় শর্তানুযায়ী পালন করা হয় তবে অবশ্যম্ভাবীরূপে হৃদয়ের ও কর্মের পবিত্রতা অর্জিত হবে। (কুরআন মজীদ টীকা ২২৫৬-ক)

হাদীস

৫৫৭। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর, সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, আল্লাহ্‌র গৃহে হজ্জ পালন করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা" (বুখারী-মুসলিম)।

৫৫৮। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "কেউ কোন নামাযের কথা ভুলে গেলে তা যখনই স্মরণ হবে তখন আদায় করে নিবে। উক্ত নামাযের এ ছাড়া কোন কাফ্‌ফারা নেই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর" (বুখারী-কিতাবু মাওয়াকিতুস্ সালাত)।

৫৫৯। হযরত যাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নামায ত্যাগ করা অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার সমতুল্য" (মুসলিম)।

৫৬০। হযরত বুরায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে বিষয় আমাদের থেকে কাফের ও মোশরেকদের পৃথক করে তা নামায। যে এটা ত্যাগ করে সে কুফরীর মধ্যে নিপতিত হয়" (তিরমিযী)।

৫৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে তখন নামাযের জন্য ধীরস্থিরভাবে যাবে। দৌড়াবে না। যতখানি নামায পাবে পড়ে নিবে। আর যতখানি ছুটে যাবে তা (পরে) পুরণ করে নিবে" (বুখারী-কিতাবুল্ আযান)।

৫৬২। হযরত কুতায়বা ইবনে সাইদ (রঃ)....হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, বকরের হাদীসে আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "বলত তোমাদের মধ্যে কারও দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে যদি তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তবে তার (শরীরে) কি কোন প্রকার ময়লা থাকতে পারে?" তাঁরা বললেন, "কোন ময়লাই থাকতে পারে না।" রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্তও এরূপ। আল্লাহ্তাআলা সালাত দ্বারা পাপ মোচন করেন। (মুসলিম)

মলফূযাত

৩৩৩। "মোট কথা, সেই অন্তকরণ যা পাপে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্র তত্ত্বজ্ঞান ও নৈকট্য হতে দূরে পড়ে আছে, তাকে পবিত্র করায় এবং দূর হতে নিকটে আনার জন্যই নামায। নামায দ্বারা পাপের দূরীকরণ হয় ও অশুভ মনোবৃত্তিগুলির স্থলে শুভ ও পবিত্র মনোবৃত্তিসমূহ দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করা হয়। এই গূঢ়তত্ত্বই (কুরআনের আয়াতে) বলা হয়েছে যে, 'নামায সর্বপ্রকার পাপকে দূর করে বা নামায 'ফাহ্শা' ব্যক্তিগত ত্রুটি ও মুনকার (সমাজগত দোষনীয় বিষয়) হতে বিরত রাখে" (মলফূযাত, ১ম খন্ড)।

২৬৬। ফরয নামায পাঁচ ওয়াক্ত।

কুরআন

৯২৫। এবং তুমি দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় উত্তমকর্ম দূরীভূত করে মন্দ কর্মকে। ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। (১১ : ১১৫)

৯২৬। তুমি সূর্য হেলে যাবার পর হতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্র নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়। * (১৭ : ৭৯)

৯২৭। সুতরাং তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং এর অস্তমিত হবার পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ কর এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং দিনের সকল অংশে তসবীহ কর, যেন তুমি (তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে) পরিতুষ্ট হও। ক ** (২০ : ১৩১)

৯২৮। এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর,'খ' (৭৬ : ২৬)

৯২৯। ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর; (২৪ : ৫৯)

'ক' ২৪ : ৩৭; ৩০ : ১৮-১৯; ৪৮ : ১০;৫০ : ৪০-৪১; ৫২ : ৪৯-৫০;
'খ' ৩ : ৪২; ১৯, ১২; ২০ : ১৫; ৩৩ : ৪৩

---

* দালাকাশ শামসু' অর্থ : (১) সূর্য পৃথিবীর মধ্য রেখা হতে সরে পড়ল অর্থাৎ মধ্যাহ্নে সূর্য ঢলে পড়ল, (২) সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করল, (৩) সূর্য অস্ত গেল। 'গাসাকা' অর্থ রাত্রের অন্ধকার, অথবা সূর্যাস্তের পর দিগন্তের লালিমা যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখনকার অবস্থা (লেইন, মুফরাদাত)। এই আয়াতে ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের সময় নির্ণীত হয়েছে। 'দুলুক' শব্দটি তিন প্রকার অর্থে যোহর, আসর এবং মাগরিবের নামাযের সময় নির্দেশ করে 'গাসাকাল লায়লে' বাক্যাংশটি সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে, কিন্তু ইহা বিশেষ করে রাত্রের নামায অর্থাৎ ইশার নামাযের প্রতি নির্দেশ করছে। 'কুরআনাল ফাজরে' শব্দগুলি ফজরের নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করছে। (কুরআন মজীদ টীকা ১৬৪১)

** আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্তাআলার প্রশংসা কীর্তনের সময় দ্বারা দৈনিক পাঁচ বার নামাযের সময়কে বুঝাতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা ১৮৬৭)

হাদীস

৫৬৩। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক বেদুঈন উসকো-খুসকো মাথায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্ আমার উপর যে নামায ফরয করেছেন সে

সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।" তিনি বললেন তোমার উপর আল্লাহ্ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ইচ্ছা করলে এর অতিরিক্ত কিছু নফল পড়তে পার" (বুখারী)।

৫৬৪। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমার নামায হতে অপর জুমার নামায ও এক রমযানের রোযা হতে অপর রমযানের রোযা কাফফারা হয় সে সকল গুণাহ-এর যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয়-যখন কবীরাগুণাহসমূহ হতে বেঁচে থাকা যায়" (মুসলিম)।

৫৬৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "হযরত জিবরাঈল (আঃ) খানায়ে কা'বার নিকট দু'বার আমার ইমামত করেছেন (প্রথমবার) তিনি আমাকে যোহর পড়ালেন যখন সূর্য ঢলে পড়ল, আর তা ছিল জুতার দোয়ালির (প্রস্থের) পরিমাণ এবং আসর পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার একগুণ হ'ল, আর মাগরেব পড়ালেন যখন রোযাদার রোযা খোলে এবং এশা পড়ালেন যখন শফক্ব অদৃশ্য হ'ল, আর ফজর পড়ালেন যখন রোযাদারের খানাপিনা হারাম হয় (অর্থাৎ উষা আরম্ভ হয়)। যখন দ্বিতীয় দিন আসল তিনি আমাকে যোহর পড়ালেন যখন বস্তুর ছায়া তার একগুণ হল এবং আসর পড়ালেন যখন ছায়া দ্বিগুণ হয়ে গেল আর মাগরিব পড়ালেন (পূর্বের ন্যায়) যখন রোযাদার রোযা খোলে এবং এশা পড়ালেন যখন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে গেল। অবশেষে খুব ফর্সা উষায় ফজর পড়ালেন। অত:পর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! এটা আপনার পূর্বেকার নবীগণের (নামাযের) সময়। নামাযের সময় এই দু'সময়ের মধ্যে।' (আবু দাউদ-তিরমিযী)

মলফূযাত

৩৩৪। "যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে না সে আমার সম্প্রদায়ভূক্ত নয়।" (কিশতিয়ে নূহ)

৩৩৫। "আল্লাহ্তাআলা তোমাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করেই তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারণ করেছেন। এটা হতেই তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে, এ সকল নামায কেবল তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। সুতরাং যদি তোমরা এ সকল বিপদ হতে অব্যাহতি লাভ করতে চাও তবে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরিত্যাগ করো না। কেননা এগুলি তোমাদের অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ" (কিশতিয়ে নূহ)।

২৬৭। পরিবারের সদস্যদের নামাযের জন্য তাগিদ দানের নির্দেশ।

কুরআন

৯৩০। এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করতে থাক এবং তুমি নিজেও তাতে ধৈর্য সহকারে কায়েম থাক। 'ক' (২০ : ১৩৩)

৯৩১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, (৬৬ : ৭)

'ক' ১৯ : ৫৬; ৩৩ : ৩৪;

হাদীস

৫৬৬। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার পিতার নিকট হতে শুনেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের সন্তানগণ সাত বৎসর বয়স্ক হয় তখন হতে তাদেরকে নামাযের আদেশ দাও, যদি তারা এ ব্যাপারে গাফলতি করে তবে দশ বৎসর বয়স হলে তাদের শাসন কর এবং এ সময় হতে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (আবু দুউদ)

৫৬৭। হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারও স্ত্রী (নামাযের জন্য মসজিদে যাবার জন্য) অনুমতি চাইলে তার স্বামী যেন তাকে বাধা না দেয়। অথবা সে যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়।' (বুখারী)

মলফূযাত

৩৩৬। "যেহেতু ইহা কুরআন শরীফ এবং নবী করীম (সাঃ)-এর সহী হাদীস দ্বারা প্রকাশিত ও সাব্যস্ত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট পরিবার পরিজন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে যে, তারা পথভ্রান্ত হয়ে থাকলে, তাদেরকে বুঝাতে ও সত্য পথে আনতে হেদায়াত দেয়া হয়েছিল কি না, তাই আমি কিয়ামতের দিন এরূপ প্রশ্নের আশংকায় সমীচীন মনে করছি যে, ঐ সকল স্ত্রীলোক এবং আত্মীয়-স্বজনকে (যারা আমার নিকট আত্মীয় ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট) তাদের ভ্রান্তি ও কদাচার সম্বন্ধে ইস্‌তিহার দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দিই...। সুতরাং অদ্য আমি পরিষ্কার ভাষায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, সোজা রাস্তা যার মধ্য দিয়ে মানুষ বেহেশতে প্রবেশ লাভ করে তা এই যে, শিরক এবং আচার-অনুষ্ঠান পূজার পথ পরিত্যাগ করে ইসলামের পথ অবলম্বন কর এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্ কুরআন শরীফে যা কিছু বলেছেন এবং তাঁর রসূল (সাঃ) যে হেদায়াত দিয়েছেন সেই পথ হতে বামে বা ডানে মুখ ফিরাবে না এবং সঠিক সেই পথে চলবে" (তবলীগে রেসালাত, ১ম খন্ড)।

২৬৮। যথাসময়ে সঠিক পদ্ধতিতে ও বিনয়ের সাথে নামায পাঠের মাধ্যমে নামাযের হেফাযতের নির্দেশ। লোক দেখানোর জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ।

কুরআন

৯৩২। নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মোমেনদের উপর ফরয। (৪:১০৪)

৯৩৩। তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের হেফাযত কর, এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অনুগত হয়ে দন্ডায়মান হও। 'ক' (২ : ২৩৯)

৯৩৪। নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায়, কিন্তু তিনি তাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন, এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তারা শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে। 'খ' (৪ : ১৪৩)

'ক' ২ : ৪৬; ৬ : ৯৩; ২৩ : ৩,১০;৭০ : ২৪, ৩৫;
'খ ৯ : ৫৪; ১০৭ : ৫-৭;

হাদীস

৫৬৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নামায আরম্ভ করতেন আল্লাহ্ আকবর দ্বারা এবং কেরায়াত শুরু করতেন আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন দ্বারা এবং যখন রুকু করতেন মাথা উপরেও উঠাতেন না এবং নীচেও নামাতেন না যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর যখন সিজদা হতে মাথা তুলতেন দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে বসতেন এবং প্রত্যেক দু' রাকাতের পরই 'আত্তাহিয়াতু' পড়তেন এবং বসায় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের ন্যায় (কুত্তার ন্যায়) বসতে নিষেধ করতেন এবং পশুর ন্যায় দু'পা মাটিতে বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করতেন, আর তিনি নামায শেষ করতেন সালামের দ্বারা" (মুসলিম)।

৫৬৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামায পড়ল-আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন মসজিদের এক কোণায় বসেছিলেন। অতঃপর সে তার নিকট আসল এবং সালাম করল। তখন তিনি তাকে বললেন, 'ওয়ালায় কুমুস সালাম, যাও এবং আবার নামায পড়, তোমার নামায পড়া হয় নি।' সে পুনঃ গেল এবং আবার নামায পড়ল। অতঃপর আসল এবং হুযূরকে সালাম করল। হুযূর (সাঃ) বললেন, 'ওয়ালায়কুসুমসালাম, আবার যাও এবং পুনঃ নামায পড়, তোমার নামায পড়া হয় নি।' তৎপর তৃতীয়বার অথবা তার পরের বার সে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন।' তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, 'যখন তুমি নামাযে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে, পূর্ণরূপে ওযূ করবে। অতঃপর কেবলার দিকে হয়ে দাঁড়াবে এবং তকবীর

(তাহরীমা) বলবে, অতঃপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে অতঃপর রুকূ করবে এবং রুকূতে স্থির থাকবে, তৎপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর সিজদা করবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে, অতঃপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। তৎপর দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে, অতঃপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে অপর বর্ণনায় আছে অতঃপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে অতঃপর তোমার সমস্ত নামায এভাবে শেষ করবে" (বুখারী, মুসলিম)।

৫৭০। হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হুযায়ফা এক ব্যক্তিকে নামাযে রত দেখল। সে রুকূ ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করছিল না। তাই তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, তোমার নামায আদায় করা হয়নি। এরূপ নামায আদায় করে যদি তুমি মৃত্যু বরণ কর, তবে তোমার মৃত্যু হবে মুহাম্মদ (সাঃ)কে আল্লাহ্ যে প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতি ও স্বভাবের বিরুদ্ধ পরিবেশে।" (বুখারী, কিতাবুল্ আযান)

৫৭১। হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত সামোয়ার ইবেন জান্দেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন 'আসরের নামায হল মধ্যবর্তী নামায" (তিরমিযী)।

৫৭২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কোন কাজ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বেশি গ্রহণীর।" তিনি বলেছিলেন, "সঠিক সময়ে নামায আদায়" (বুখারী, মুসলিম)।

৫৭৩। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন সূর্য উদয়ের সময় কিংবা সূর্য অস্ত যাবার সময় নামায আদায় করার মনস্থ না করে" (বুখারী)।

৫৭৪। হযরত ওবাদা বিন সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে সূরা ফাতেহা পড়ে নাই তার নামায হয় নি" (বুখারী-মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৩৭। "ওয়াল্লাযীনা হোম আলাসালাতিহিম ইয়ো হাফেযুন।' যার অর্থ (মু'মিনগণ) তাদের নামাযের হেফাযতকারী এবং যত্নবান হয়ে থাকে। অর্থাৎ কারও স্মরণ করিয়ে দিবার মুখাপেক্ষী থাকে না। বরং এমন এক সংযোগ ও সম্পর্ক তাদের আল্লাহ্র সঙ্গে গড়ে উঠে এবং আল্লাহ্র স্মরণ এমন স্বভাবসুলভ প্রিয় শান্তি-স্বস্তি, জীবনের ভিত্তি ও নির্ভরযোগ্য বস্তুতে পরিণত হয় যে তারা সর্বক্ষণ তার সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে নিয়োযিত থাকে, এবং তাদের প্রতিটি মুহূর্ত ইয়াদে ইলাহীতে অতিবাহিত হয়। এক মুহূর্তও আল্লাহ্র স্মরণ হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না" (যামীয়া বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড)।

৩৩৮। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কিত বিষয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ও পার্থক্য ঘটে। জাতিগত হোক কিংবা ব্যক্তিগত, তাদের অবস্থার পার্থক্য ও পরিবর্তনের দরুন 'মধ্যবর্তী নামায' এর অর্থের পরিবর্তন ও পার্থক্য ঘটে। 'মধ্যবর্তী নামায' সেই নির্ধারিত নামাযকে বলা হয় যা মানুষের কাজ কর্মের বেশি ব্যস্ত থাকার সময়ে আসে। সময়ের ব্যবধানের দিক দিয়ে কোন নির্ধারিত নামায মাঝামাঝিতে দেখা যাওয়ার দরুন তা মধ্যবর্তী নামায বলে গণ্য হয় না। বরং কাজ-কর্মের ভিতরে আসার দরুন কোন নির্ধারিত যে নামাযটি আদায় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় উহাই মধ্যবর্তী নামায হিসাবে গণ্য হয়" [হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ), জুমুআর খুতবা, ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৭]।

২৬৯। নামাযে আল্লাহ্‌র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ।

কুরআন

৯৩৫। এবং যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দন্ডায়মান হও, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (৫২ : ৪৯)

৯৩৬। এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) এটা বড়ই কঠিন, 'ক' (২ঃ৪৬)

'ক' ২ : ১৫৪; ২৩ : ৩;

হাদীস

৫৭৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সেজদাতেই বান্দা আপন প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়, সুতরাং তখন খুব বেশি করে দোয়া করবে" (মুসলিম)।

৫৭৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) সেজদায় বলতেন, "হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার সমস্ত গুনাহ্‌– ছোট গুনাহ্‌, বড় গুনাহ্‌, প্রথমের গুনাহ্‌, শেষের গুনাহ্‌, প্রকাশ্য গুনাহ্‌ ও গুপ্ত গুনাহ্‌" (মুসলিম)।

৫৭৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত নবী করীম (সাঃ) এশার নামাযে 'সামি আল্লাহ্‌ হুলিমান হামিদা' বলার পর এবং সেজদায় যাবার পূর্বে এভাবে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ্‌! আইআশ ইবনে আবু রাবীআকে (কাফেরদের যুলুম থেকে) নাজাত দাও, হে আল্লাহ্‌! সালামা ইবনে হিশামকে নাজাত দাও, হে আল্লাহ্‌! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজাত দাও, হে আল্লাহ্‌। দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্‌। মুয়ার গোত্রকে তোমার তরফ থেকে কঠোর শাস্তি দাও। হে আল্লাহ্‌! ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত তাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও" (বুখারী)।

মলফূযাত

৩৩৯। "আঁ হযরত (সাঃ) যখন কোন কষ্ট বা বিপদ দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে পড়তেন। এবং আমার নিজের ও পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ সকলের অভিজ্ঞতা এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে নিয়ে যাবার জন্য নামায হতে অধিকতর কার্যকরী আকর্ষণকারী বস্তু আর নেই। যখনই দুঃখ বা বিপদের সম্মুখীন হও তখনই সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে পেশ কর। কেননা নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা আছেন এবং এক মাত্র তিনিই যিনি প্রত্যেক প্রকার বাধা বিঘ্ন ও বিপদ-আপদ হতে মানুষকে উদ্ধার করেন" (মলফূযাত-৯ম খন্ড)।

২৭০। জামাতে নামায পাঠ সম্পর্কিত বিধান। মেয়েদের জামাতে নামায পড়া বৈধ।

কুরআন

৯৩৭। এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও ও রুকূ কর রুকূকারীদের সঙ্গে। 'ক' (২ : ৪৪)

৯৩৮। হে মরিয়ম! তুমি তোমার প্রভুর আনুগত্য কর এবং সেজদা (পরম দীনতা প্রকাশ) কব এবং রুকূকারীগণের (এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কারীগণের) সাথে মিলিত হয়ে রুকূ কর। (৩ : ৪৪)

'ক' ২৬ঃ২২০

হাদীস

৫৭৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের ঘর হতে ওযূ করে নামাযের জন্য আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ মসজিদে যায় এ জন্য যে,সেখানে জামাতের সাথে ফরয নামায আদায় করবে। সে মসজিদে যেতে যত পা ফেলেছে তার মধ্যে প্রথম পদে যদি এক গুনাহ মাফ হয় তবে দ্বিতীয় পদে তার আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়" (মুসলিম)।

৫৭৯। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে. হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "জামাতের সাথে নামায পড়া একা নামায পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াবের কারণ।" (মুসলিম)

৫৮০। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দু'ব্যক্তি বা তুর্ধ সংখ্যক হলেই জামায়াত হয়" (ইবনে মাজাহ্)।

৫৮১। হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কারুর স্ত্রী নামাযের জন্য মসজিদে যাবার অনুমতি চাইলে তার স্বামী যেন তাকে বাধা না দেয় অথবা সে যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়। (বুখারী-কিতাবুল্ আযান)।

৫৮২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ফজরের নামায পড়তেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক মহিলা শরীরে চাদর জড়িয়ে নামাযে শরীক হ'ত। তারা এত অন্ধকার থাকতে নামায থেকে বাড়ী ফিরত যে, কেউ তাদেরকে চিনতে পারত না" (বুখারী, কিতাবুস্ সালাত)।

৫৮৩। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নামাযের কাতার সোজা করবার জন্য আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন এবং বলতেন, "কাতার সোজা বানাও এবং আগু পিছু হবে না। নতুবা তোমাদের অন্তর মতবিরোধে পূর্ণ হবে। আমার নিকট যেন পন্ডিত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দাঁড়ায় তার পর সেই ব্যক্তিগণ দাঁড়ায় যারা জ্ঞানের দিক থেকে তাদের অপেক্ষা কিছু কম এবং তাদের পরে তারা যারা জ্ঞানের দিক হতে তাদের অপেক্ষা কম" (মুসলিম)।

৫৮৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে ইমামের প্রথম সেজদা হতে মাথা উঠিয়ে নেয় সে এটা ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দেন অথবা গাধার মত তাকে বানিয়ে দেন" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৪০। "জামাতে নামায পড়লে কেন অধিক সওয়াব লাভ হয়-এর জবাবে বলা যায় যে, জামাতে নামায পাঠের মাধ্যমে এক প্রকার ঐক্যের সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বাসীদের তাদের পদদ্বয় এক লাইনে রেখে কাতার সোজা করার নির্দেশের ভিতর এই ঐক্যের জ্ঞান উপলব্ধি করার তাগিত দেয়া হয়েছে, এবং তাদের আরও বলা হয়েছে যে, তারা যেন খুব কাছাকাছি দাঁড়ায়। এর প্রকৃত অভিপ্রায় হচেছ তারা সকলে এক ব্যক্তি তুল্য এবং একজনের আধ্যাত্মিক নূর যেন অন্যের ভিতর প্রবেশ করে। এটাও আশা করা হয় যে, তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও আত্মসম্মান বিসর্জন দিক। তোমরা নিশ্চিন্ত জেন যে, এরূপ অবস্থা মানুষের নাগালের ভিতরেই অবস্থিত" (ফতওয়া-এ-আহমদীয়া)।

২৭১। জুমুআর নামায ফরয। নামাযের জন্য আহ্বানের বিধান। (আযান)

কুরআন

৯৩৯। হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদেরকে জুমুআর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য তাড়াতাড়ি আস এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। 'ক' (৬২:১০)

'ক' ৫:৫৯;

হাদীস

৫৮৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে শুক্রবার জুমুআর নামাযে যোগ দেয় এবং নীরবতার সাথে খুতবা শোনে, পূর্ববর্তী শুক্রবার হতে তার কৃত সকল পাপ ক্ষমা করা হয়" (মুসলিম)।

৫৮৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "আমার উম্মতগণ যেন জুমুআর নামাযের অবহেলা সম্পর্কে সতর্ক থাকে অন্যথায় আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিবেন এবং তারা অবহেলিতদের মধ্যে গণ্য হবে" (মুসলিম)।

৫৮৭। হযরত আবুল জাদ জুময়রী (বিশুদ্ধ জামিরী) (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অবহেলা বশতঃ পর পর তিন জুমুআর নামায ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা তার অন্তরের উপর মোহর অংকিত করে দিয়েছেন" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নেসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

৫৮৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শুক্রবার সম্পর্কে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলতে যেয়ে বলেছেন, "ঐ দিন (জুমুআর দিন) নামাযের মধ্যে এমন এক স্বল্প সময় আসে যখন কেউ যে দোয়াই করে আল্লাহ্ কবুল করেন" (বুখারী, মুসলিম)।

৫৮৯। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ জুমুআর নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেয় সে যেন গোছল করে" (বুখারী, মুসলিম)।

৫৯০। হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) (দু'জন লোককে বিদায় দেয়ার সময়) বলেছেন, "নামাযের সময় হলে তোমরা আযান ও ইকামত দেবে তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই ইমামতী করে নামায পড়াবে" (বুখারী-কিতাবুল্ আযান)।

৫৯১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আযানের বাক্যগুলি জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের বাক্যগুলি একবার করে বলার জন্য বেলালকে হুকুম দেয়া হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল বলেছেন, আমি হযরত আইয়ুব (রাঃ)-এর নিকট এ কথা বলার পর তিনি বললেন, সঠিকই তবে কাদ্‌কা মাতিস সালাত দু'বার বলতে হবে" (বুখারী, কিতাবুল্ আযান)।

আবু দাউদ, নেসাই ও দারেমী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, 'রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় আযান দু'দুবার ও একামত এক একবার ছিল। কিন্তু কাদকা মাতিস সালাহ্ দু'বার বলতেন'। (মেশকাত)

মলফূযাত

৩৪১। সর্ব প্রকার ধর্মীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে নামাযই প্রধান এবং সকল নামাযের মধ্যে জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্য জুমুআর নামাযের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ আর কোন নামায নেই। প্রকৃতপক্ষে জুমুআ মুসলমানদের বড় উৎসব। কুরআন একে ছুটির দিন নির্ধারিত করেছে। কুরআন মজীদে জুমুআ নামে একটি সূরাই নাযিল করা হয়েছে।" (রিভিউ অফ রিলিজিয়ানস্, ১ম খন্ড, ১৯০২)

২৭২। কছর নামায কখন ও কীভাবে আদায় করতে হয়।

কুরআন

৯৪০। এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর এবং আশংকা কর যে, যারা অস্বীকার করেছে তারা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলে দিবে তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর তবে এতে তোমাদের কোন পাপ বর্তিবে না। 'ক' (৪ : ১০২)

'ক' ২: ২৪০

হাদীস

৫৯২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নামায দু'রাকাত করেই ফরয হয়েছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করেন, আর নামায চারি রাকাত করে ফরয হয়। তবে সফরের নামায প্রথম নিয়মে দু'রাকাতই থেকে যায়। (বুখারী-মুসলিম)

৫৯৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'মক্কা বিজয়ের সফরে আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলাম এবং এ সময় নামাযে কসর করেছিলাম। সফরে উনিশ দিন আমরা কসর পড়তাম। এর চেয়ে অধিক দিন অবস্থান করলে পূর্ণ করে (চার রাকায়াত) পড়তাম।' (বুখারী)

৫৯৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন, যখন তিনি সফরে থাকতেন। এভাবে তিনি মাগরিব ও এশাকেও একত্রে পড়তেন। (বুখারী)

৫৯৫। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) সফরে ফরয ব্যতীত রাত্রের নামায আপন সওয়ারীর উপর ইশারায় পড়তেন, যেদিকে সওয়ারী তাঁকে নিয়ে চলত। এভাবে বিতরও তিনি সওয়ারীর উপরই পড়তেন। (বুখারী-মুসলিম)

৫৯৬। তাবেয়ী হযরত হাফসা বিন আসেম (বিন ওমর বিন খাত্তাব) বর্ণনা করেছেন, "আমি মক্কার পথে (আমার চাচা) আব্দুল্লাহ্ বিন ওমরের সহচর ছিলাম। একদা তিনি আমাদের যোহরের নামায দু'রাকাত পড়ালেন, অতঃপর নিজের আবাসে আসলেন এবং দেখলেন কতক লোক দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কি করছে?' আমি বললাম, তারা নফল পড়ছে।' তিনি বললেন, 'যদি সফরে নফল পড়তেই পারতাম, তবে ফরযই পূর্ণ করতাম। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহচর ছিলাম, দেখেছি – তিনি সফরে দু'রাকাতের অধিক কিছু পড়েন নি। হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান গনী ও আমি সহচর ছিলাম। তাঁরাও সফরে দু'রাকাতের অধিক কিছু পড়েন নি'" (বুখারী-মুসলিম)।

৫৯৭। সাহাবী হযরত ইয়ালা-বিন উমাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে বললাম, '(ব্যাপার কী) আল্লাহ্তাআলা বলছেন, 'যদি তোমরা ভয় কর কাফেররা তোমাদেরকে কোন বিপদে ফেলবে, তবে তোমরা কসর করতে পার।' আর এখনতো মানুষ (অর্থাৎ মুসলমানগণ) সম্পূর্ণ নিরাপদ। (তথাপি আমরা কসর করি কেন?) হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি যেরূপ আশ্চর্যবোধ করছেন আমিও আপনার ন্যায় আশ্চর্যবোধ করতাম। একদা আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা একটি দান যা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দান করেছেন, সুতরাং তোমরা তাঁর দান গ্রহণ করবে' " (মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৪২। "মোসাফেরের জন্য ইসলামী শরীয়ত যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রেখেছে এবং যেগুলি হতে সকল সময় পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে নাস্তিকের কাজ বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলি উপভোগ করা আমার জন্য এক জরুরী কার্য ছিল। অতএব আমি তা-ই করেছি যা করা উচিত ছিল। এবং আমি এটা অস্বীকার করতে পারি না যে, আমি উল্লিখিত কয়দিনের মোসাফেরী অবস্থায় কখনও রসূলে করীম (সাঃ)-এর রীতি অনুযায়ী দু'নামাযকে জমা করেছি এবং কখনও কখনও যোহরের শেষ ভাগে জোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে করে পড়েছি" (ফতেহ ইসলাম-ফুটনোট)।

২৭৩। ভয়ের সময় নামায। যে কোন অবস্থায় যথাসময়ে নামায বাধ্যতামূলক। যুদ্ধাবস্থায় নামাযের পদ্ধতি।

কুরআন

৯৪১। তবে যদি তোমরা আশংকা কর তবে (নামায আদায় কর) পায়ে চলা অথবা আরোহণ অবস্থাতেই, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। 'ক' * (২ : ২৪০)

৯৪২। এবং যখন তুমি নিজে তাদের মধ্যে থাক এবং তুমি তাদেরকে নামায পড়াও তখন তাদের মধ্য থেকে একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এবং যখন তারা সিজদা সম্পূর্ণ করে তখন যেন তারা তোমাদের পশ্চাতে (শত্রুর সম্মুখে) দন্ডায়মান হয়; এবং অন্যদল যারা এখনও নামায পড়ে নি তারা যেন এগিয়ে আসে এবং তোমার সঙ্গে নামায আদায় করে এবং তারা যেন আত্মরক্ষার উপকরণ অবলম্বন করে ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে, এবং যারা অস্বীকার করেছে তারা কামনা করে যে, তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হ'তে অসতর্ক হও তবে তারা যেন অতর্কিতে একযোগে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এবং বৃষ্টিপাতের কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রাদি খুলে ফেল এবং তোমরা (সদা) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৪ : ১০৩)

'ক' ৪:১০২,১০৪;

---

* আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হ'ল পাঁচবার নামায। যে পর্যন্ত একজন মুসলমান জ্ঞানসম্পন্ন থাকে, অজ্ঞান বা পাগল না হয় সে পর্যন্ত সে কোনও অবস্থাতেই নামায আদায় করার ব্যাপারে অবহেলা করতে পারে না। এমনকি যে ব্যক্তি জীবন বিপন্ন অবস্থায় চলছে তারও নামায পড়তে হবে। ঘোড়ার উপর চলন্ত অবস্থায় বা পদব্রজে চলা অবস্থায় কিংবা দৌড়াতে থাকা অবস্থায় নামায পড়তে হবে। দাঁড়াতে না পারলে বসা অবস্থায়, বসতে না পাড়লে শোয়া অবস্থায় নামায পড়তে হবে। (কুরআন মজীদ টীকা ২৯৭)

হাদীস

৫৯৮। হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আনমার যুদ্ধে হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে কেবলামুখী হয়ে, সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় নফল নামায পড়তে দেখেছি।' (বুখারী)

৫৯৯। হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) (জিহাদের ময়দানে সেনাদলকে দু'ভাগ করে প্রথমে) একদলকে সাথে করে নামায পড়েছেন এবং অপর দলকে শত্রুদের মোকাবেলায় নিয়োজিত রেখেছেন। তারপর যে দল তাঁর সাথে নামায পড়েছে তারা শত্রুর মোকাবেলায় নিজের সঙ্গীদের জায়গায় ফিরে গেলে তারা (যারা শত্রুদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়েছিল) এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিছনে এক্তেদা করে দাঁড়ালে তিনি তাদের সাথে নিয়ে (আরও) এক রাক'আত নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। এবার এক্তেদাকারীগণ দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট আরেক রাক'আত পড়ল (এবং শত্রুর মোকাবেলায় গিয়ে দাঁড়াল)। এবারে আগের দল তাদের অবশিষ্ট রাক'আত পূর্ণ করল। (বুখারী)

৬০০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার [রসূলল্লাহ্ (সাঃ) জেহাদের উদ্দেশ্যে] দাজনন ও উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী স্থলে উপস্থিত হলেন। তখন মুশরিকরা বলল, 'এই মুসলমানদের একটা নামায আছে যা তাদের নিকট তাদের পিতামাতা ও সন্তা-সন্ততি অপেক্ষাও প্রিয়তর আর তা হল আসরের নামায। সুতরাং তোমরা দলবদ্ধ হও এবং (তারা আসর পড়তে থাকা কালে) হঠাৎ তাদের উপর আপতিত হও। এ সময়

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট হযরত জিব্রাঈল (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন তাঁর সহচরগণকে দু'দলে বিভক্ত করেন এবং একদলকে নিয়ে নামায পড়েন আর অপরদল তাদের অপরদিকে (শত্রুর মোকাবেলায়) দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু সব সময় (এমনকি নামাযেও) যেন তাঁদের পক্ষে সম্ভাব্য সতর্কতা এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করেন, এতে তাদের নামায এক রাকাআত হবে আর রসূলে করীম (সাঃ)-এর হবে দু'রাকাআত। (তিরমিযী-নেসাঈ)

মলফূযাত

৩৪৩। "সুতরাং যারা এরূপ মুসাফেরের ন্যায় নিজেদের নামাযের হেফাযত করে এবং যদিও ধন-সম্পদ বা সম্মান সমূহের ক্ষতি সাধিত হয় কিংবা নামাযের জন্য কেউ অসন্তুষ্ট হয় তথাপি তারা নামায পরিত্যাগ করে না এবং তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত থাকে যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তারা এক মুহূর্তও আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হতে চায় না" (যামীমা বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড)।

২৭৪। তাহাজ্জুদ বা গভীর রাত্রের নামায ও এর ফযিলত।

কুরআন

৯৪৩। এবং তুমি রাত্রে উঠে এর দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (এটা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত)-স্বরূপ, এতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় উন্নীত করবেন। 'ক' (১৭ : ৮০)

৯৪৪। নিশ্চয় (ইবাদতের জন্য) রাত্রিকালের উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক শক্তপন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তাদানকারী। *(৭৩ : ৭)

'ক' ২৫ : ৬৫; ৩২ : ১৭; ৩৯ : ১০; ৪১ : ৩৯; ৫০ : ৪১; ৫২ : ৫০; ৭৩ : ৩-৫ : ২১; ৭৬ : ২৭;

---

* নিশীথ রাত্রে জেগে নামায, দোয়া ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির কাজ করলে, রিপু ও কুপ্রবৃত্তিসমূহ দমন হয় এবং নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকরীভাবে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দাগণের সকলেরই এই একই অভিজ্ঞতা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিশীথ রাত্রে দোয়া ও নামাযের মত এত কার্যকরী পন্থা আর কোনটিই নয়। গভীর রাত্রের নীরব-নিভৃত কন্দরে এক অব্যক্ত প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। সেই নিস্তব্ধ-নীরবতায় মানুষ একাকী তার স্রষ্টার মঙ্গল লাভ করার মহা সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তার আত্মা ঐশী আলোকে আলোকিত ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সেই আলো সে অপরের কাছে বিলাবারও সুযোগ পায়। এই সময়টা ব্যক্তির চারিত্রিক শক্তি অর্জনের পক্ষে এবং নিজের কথাবার্তাকে যুক্তিপূর্ণ, সার্থক ও প্রভাব-বিস্তার করার পক্ষে বড়ই উপযোগী। সফল বাকশক্তি ও অদম্য কর্মক্ষমতা এমনই দু'টি গুণ যা ধর্ম সংস্কারকের জন্য অপরিহার্য। জাগতিক রাত্রির প্রার্থনা এ দু'টি শক্তিকে (গুণকে) জাগিয়ে তুলে। স্বীয় মনের উপর ও স্বীয় জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে, অপর সকলের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ ঘটে। (কুরআন মজীদ টীকা ৩১৫২)

হাদীস

৬০১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "হে লোক সকল! শান্তির দ্বারা সম্ভাষণ বৃদ্ধি কর, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় কর এবং যখন অন্যরা নিদ্রা যায় তখন নামায পড়, তবে তোমরা জান্নাতে দাখিল হবে" (তিরমিযী)।

৬০২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "রোযার জন্য রমযানের পর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাস হ'ল মহররম এবং নির্ধারিত (ফরয) নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হল গভীর রাত্রের নামায (তাহাজ্জুদ নামায)" (মুসলিম)।

৬০৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির উপর দয়া প্রদর্শন করবেন, যে গভীর রাত্রে নফল নামাযের (তাহাজ্জুদ) জন্য উঠে এবং একই কাজের

জন্য তার স্ত্রীকেও জাগায়। যদি স্ত্রী গড়িমসি করে তবে তাকে জাগাবার জন্য তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়, এবং আল্লাহ্ সেই স্ত্রীলোকের উপর দয়া প্রদর্শন করবেন যে গভীর রাত্রের নফল নামাযের জন্য জাগে এবং তার স্বামীকেও একই কারণের জন্য জাগায় এবং স্বামী যদি গরিমসি করে তাবে তাকে জাগানোর জন্য মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়" (আবু দাউদ)।

৬০৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) রমযান মাসে এবং অন্য সময়েও তাহাজ্জুদ নামায এগার রাকাতের বেশি পড়তেন না। আট রাকায়াত আদায়ের শেষে তিন রাকাত বেতের পড়তেন" (বুখারী, মুসলিম)।

৬০৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হে আব্দুল্লাহ্! তুমি সে লোকের মত হয়ো না, যে রাত্রে উঠে নামায আদায় করত, কিন্তু (এখন) তা পরিত্যাগ করেছে" (বুখারী, কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ)।

মলফূযাত

৩৪৪। "সারাটা জীবন যদি পার্থিব কাজেই কেটে গেল তবে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করলে? তাহাজ্জুদ নামাযে অবশ্যই উঠ এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তা আদায় কর" (মলফূযাত, ১ম খন্ড)।

২৭৫। মকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার নির্দেশ।

কুরআন

৯৪৫। এবং (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমরা এই গৃহকে (কা'বাকে) মানবজাতির জন্য পুনঃপুনঃ মিলন কেন্দ্র এবং নিরাপদ স্থান করেছিলাম এবং (বলেছিলাম), 'তোমরা মকামে ইবরাহীমকে (ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে) নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' 'ক' (২ : ১২৬)

'ক' ৩: ৯৮;

হাদীস

৬০৬। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, "তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্তাআলার ওহীর সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছে' অথবা তিনি বলেছেন, (রাবীর সন্দেহ) 'আমার রব্ব আমার তিনটি সিদ্ধান্তের (সাথে একমত পোষণ করে) অনুরূপ (হুকুমসহ) ওহী নাযেল করেছেন।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি যদি 'মকামে ইবরাহীমে' [ইবরাহীম (আঃ) যেখানে নামায পড়েছিলেন] নামায পড়তেন (তাহলে কতইনা ভাল হত)।' আর এ কথার পর আল্লাহ্তাআলা 'মকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও' এ আয়াতটি নাযেল করেন। আমি বলেছিলাম 'হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার কাছে (উম্মুল মু'মেনীনের ঘরে) নেককার ও পাপী সব রকমের লোক আসা যাওয়া করে। তাই যদি আপনি উম্মুল মু'মেনীনকে পর্দা করার আদেশ করতেন (তবে কতই না উত্তম হত)।' এরপরই আল্লাহ্তাআলা পর্দার আয়াত নাযেল করে ওহী প্রেরণ করলেন। তিনি বলেন, এর পর আমি জানতে পারলাম নবী করীম (সাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমি তাঁদের (উম্মুল মু'মেনীনকে) কাছে গিয়ে বললাম; 'আপনারা এসব [নবী (সাঃ)-কে নারাজ করা] থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী প্রদান করতে পারেন।' এর পরই আল্লাহ্তাআলা ওহী নাযেল করে জানালেন, 'এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, তিনি (নবী, সাঃ) যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তবে আল্লাহ্তাআলা তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম মুসলমান 'মোমেন', অনুগত, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, বিধবা ও কুমারী স্ত্রী দান করবেন'" (বুখারী– কিতাবুত্ তফসীর)।

৬০৭। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'নবী করীম (সাঃ) মদীনা হতে মক্কায় এসে কাবাগৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং মকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকাআত নামায পড়লেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ালেন। আর তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (বুখারী–কিতাবুস্ সালাহ্)

মলফূযাত

৩৪৫। "এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখে এবং সেই সঙ্গে আবু বকর (রাঃ)-কে সেই সব বাণী তেলাওয়াত করতে দেখে সে সময়ে মুসলমানদের এবং কাফেরদেরও মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত ঐ দিনেই ইবরাহীমের মাকাম পুনরায় এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হ'ল" [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) প্রণীত নবী নেতা হতে]।

২৭৬। নামাযে কেরাআত পদ্ধতি। কষ্ট-ক্লেশের ইবাদত আল্লাহ্ চান না।

কুরআন

৯৪৬। এবং তুমি তোমার নামায অতি উচ্চস্বরেও পড়ো না এবং অতি ক্ষীণস্বরেও পড়ো না, বরং এই দু'এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর। 'ক' (১৭ : ১১১)

৯৪৭। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না, 'খ' (২: ১৮৬)

'ক' ৭: ৫৬, ২০৬;
'খ' ২ : ২৮৭; ৫ :৭; ২০ : ৩; ২২ :৭৯;

হাদীস

৬০৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় দীন সহজ। যে ব্যক্তি একে কঠোর করতে যাবে তা তার পক্ষে কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা (কঠোরতা ত্যাগ করে) মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং পরিমিতভাবে কাজ করবে। নিজেকে ও অপরকে ভীতি প্রদর্শন না করে সুসংবাদ দিবে এবং সকাল সন্ধ্যা ও শেষ রাত্রের ভ্রমণ (অর্থাৎ এবাদত) দ্বারা তাঁর সাহায্য গ্রহণ করবে" (বুখারী)।

৬০৯। হযরত জাবির ইবনে যুরামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "অনেক সময়ই আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ইমামতিতে নামায পড়েছি। তাঁর নামায ছিল মধ্যম এবং তাঁর খুতবাও ছিল মধ্যম" (মুসলিম)।

৬১০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ইমামতী করবে তখন যেন সে স্বল্প কেরায়াত করে কেননা জামায়াতে দুর্বল অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। কিন্তু তোমরা কেউ একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কেরায়াত দীর্ঘ করতে পার" (বুখারী, কিতাবুল্ আযান)।

৬১১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে পাক (সাঃ) একদা আমার নিকট আসলেন, যখন আমার নিকট একটি মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহিলাটি কে?' আমি বললাম, 'এ সেই মহিলা যার নামায সম্পর্কে খুব আলোচনা হয়। মহিলাটিকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'শোন, তুমি যতটুকু করার সামর্থ্য রাখ করবে। আল্লাহ্ তোমার জন্য ক্লান্ত হন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাঁর জন্য ক্লান্ত হও। আল্লাহ্ সেই আধ্যাত্মিক চর্চা বেশি পসন্দ করেন যা একজন ইবাদতকারী অভিনিবেশ সহকারে করে' " (বুখারী-মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৪৬। "আমি আমার জামাতকে নসীহত করছি যে, এই দেশে এই বেদায়াত সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে। নামাযের আরকানের যথাবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় না। বাধ্যবাধকতার নামায পড়া হয় যেন নামায একটি ট্যাক্স যা আদায় করা একটি বোঝা। এজন্য এরূপে তা পালন করা হয় যাতে ঘৃণা থাকে, অথচ নামায এমন জিনিস যদ্বারা আসক্তি, প্রেম ও সুখানুভূতি বৃদ্ধিলাভ করে। কিন্তু যেভাবে নামায আদায় করা হয় তাতে চিত্ত সংযোগ থাকে না। বরং অনাসক্তি ও বিষাদ থাকে" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড)।

২৭৭। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নামায বিধিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেকের নামাযের পদ্ধতি ভিন্ন।

কুরআন

৯৪৮। আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারিত করেছি তদনুযায়ী তারা তা পালন করে, সুতরাং তারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় (ইসলামী ইবাদতের পন্থা) সম্পর্কে কোন বিবাদ না করে, (২২: ৬৮)

৯৪৯। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না, এবং সদয় ব্যবহার করবে পিতামাতার সাথে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে এবং এতীমদের সাথে এবং মিসকীনদের সাথে এবং তোমরা লোকের সাথে সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলবে, এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক ব্যতিরেকে বাকি সকলেই পরান্মুখ হয়ে ফিরে গেল। 'ক' (২: ৮৪)

'ক' ২:৪৪; ৩: ৪০, ৪২; ৫: ১৩; ১৪: ৪১; ১৯: ১২,৩২, ৫৬, ৬০; ২০: ১৫; ২১: ৭৪;

হাদীস

৬১২। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা রাত্রে নামায পড়বে। এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্বেকার নেক লোকদের নিয়ম, তোমাদের জন্য তোমাদের পরওয়ারদেগারের নৈকট্য লাভের পন্থা, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বাধাদানকারী।' (তিরমিযী)

৬১৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্তাআলার নিকট প্রিয়তর নামায হচ্ছে দাউদ নবীর নামায এবং প্রিয়তর রোযা হচ্ছে দাউদ নবীর রোযা। তিনি প্রথমে অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন। অতঃপর এক তৃতীয় ভাগ রাত্রি নামাযে কাটাতেন, পুনরায় এক ষষ্ঠাংশ রাত্রি ঘুমাতেন। এভাবে তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা ছাড়তেন।' (বুখারী-মুসলিম)

২৭৮। অচেতন ও অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ। গোসল ফরয কখন।

কুরআন

৯৫০। হে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা অসচেতন অবস্থায় নামাযের নিকট যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যা বল তা অনুধাবন কর, এবং অপবিত্র হলেও (নামাযের নিকট যেও না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করে লও, 'ক' * (৪ : ৪৪)

'ক' ৫:৭;

---

* "অপবিত্র হলেও (নামাযের নিকট যেও না)" অর্থাৎ, যখন একজন লোক সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় না থাকে, নামায পড়া সেই অবস্থায় তার জন্য যেমন নিষেধ, সেরূপ অপবিত্র অবস্থায় থাকা কালেও তার জন্য নামায পড়া নিষেধ, যে পর্যন্ত না সে গোসলের মাধ্যমে নিজেকে পরিষ্কৃত করে। যৌনকার্য একপ্রকার শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে যা গোসলের মাধ্যমে দূরীভূত করে, শরীর-মনের পবিত্রতা, প্রফুল্লতা ও সজীবতা নিশ্চিত করে নামায পড়তে হয়। (কুরআন মজীদ টীকা – ৬১০)

হাদীস

৬১৪। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নামায বেহেশ্‌তের চাবি আর নামাযের চাবি হ'ল তাহারাৎ (পবিত্রতা)" (আহমদ)।

৬১৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সেই ব্যক্তির নামায কবুল হয় না যার ওযূ ভঙ্গ হয়েছে যে যাবৎ না সে ওযূ করে" (বুখারী ও মুসলিম-মেশকাত হতে)।

৬১৬। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তাহারাৎ ব্যতীত নামায এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না" (মুসলিম)।

৬১৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'পুরুষাঙ্গ যখন নারীর চার শাখার মধ্যে বসে তখন অবশ্যই তার জন্য গোসল ফরয হয়।' (বুখারী)

৬১৮। হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্ত্রী সঙ্গম করার পর কোন পুরুষের যদি বীর্যপাত না হয় তবে সে কী করবে? তিনি বললেন, 'নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট একথা শুনেছি।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালেব, যোবাইর ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ এবং উবাই ইবনে কাবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা সবাই আমাকে একই নির্দেশ দিয়েছেন।' (বুখারী)

৬১৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ফাতেমা বিনতে হুবাইশ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি কখনও পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিব?" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "এটা শিরা বিশেষ। ঋতুর রক্ত নয়। যখন ঋতু আসবে, তখন নামায ছেড়ে দিবে এবং যখন তার মেয়াদ শেষ হবে তখন রক্ত ধুয়ে (গোসলের পর) নামায পড়বে" (বুখারী-কিতাবুল্ হায়েয)।

৬২০। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একজন স্ত্রীলোক তাঁকে [হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে] বললেন, "আমাদের কেউ পাক হবার পর ঋতুকালীন নামায কাযা আদায় করব কি?" তিনি বললেন, "তুমি হারুরার অধিবাসিনী? আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে থাকা কালে ঋতুবতী হতাম। কিন্তু তিনি আমাদের নামায কাযা করার হুকুম দিতেন না বা আমরা নামায কাযা করতাম না" (বুখারী-কিতাবুল্ হায়েয)।

মলফূযাত

৩৪৭। "অনেক সময় ঘরে এরূপ অভিজ্ঞতাও হয়েছে যে, আমি মেয়েদের বলেছি, 'যদি তোমরা দীর্ঘ সময় রাত জাগতে চাও, তবে প্রথমতঃ স্মরণ রাখ যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আজে বাজে কথা বার্তার জন্য রাত জাগতে অপসন্দ

করেছেন, নচেৎ হুশ জ্ঞান থাকাবস্থায় ফজরের নামায পড়ে ঘুমোতে যাও। তার আগে ঘুমোবার তোমাদের অধিকার নেই।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কেবল কথার কথা। কেননা যে ব্যক্তি সারা রাত জাগবে এমতাবস্থায় ভোর পর্যন্ত সে কার্যত হুশজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে নামাযে দাঁড়ালেও প্রকৃতপক্ষে তাতে মনযোগ দিতে পারে না। বস্তুতঃ ইহা এরূপ এক অবস্থা যা কুরআন করীমের একটি উপদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত :- 'লাতাকরাবুসসালাতা ওয়া আনতুম সুকারা, -' তোমরা 'সুকারা' অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় নামাযের কাছে পর্যন্ত যেয়ো না। আগে আমার ধারণা ছিল যে, এর সম্পর্ক কেবল ইবাদত পর্যন্তই সীমিত। প্রকৃত প্রস্তাবে আয়াতটিতে মানব প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পৃক্ত একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। একফোঁটা মদ না খেয়েও কোন কোন সময় মানুষের অচেতন অবস্থা হয়ে যায়। এমন dead lock (অচলাবস্থা)-এর ফলশ্রুতিতে মানুষের কদাচিৎ ওরূপ অবস্থা হতে পারে, দুনিয়া তা প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হয়েছে। সুতরাং এতদোপলক্ষে বড় বড় কোম্পানী তাদের পরিচালকগণের ক্ষেত্রে এই কানুন জারী করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না dead lock কেটে যায় তারা যেন কাজে যোগ না দেয়। গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালার বিষয়গুলি হাতে না নেয়। নইলে, ও সব বিষয় তদনুপাতে প্রভাবিত হবে। অতএব 'লা তাকরাবুস সালাতা ওয়াআনতুম সুকারা' আয়াতটিতে কুরআন করীম যে বাস্তব সত্যটি বর্ণনা করেছিল তা দুনিয়াও অনুধাবন করতে পেরেছে যে, 'সুকারা' (চেতনাচ্ছন্ন) হবার জন্য মদ্য পান আবশ্যকীয় নয়। কাজ-কর্মের আধিক্যও অনেক সময় মানুষকে 'সুকারা'' (চেতনাচ্ছন্ন) করে দেয়" (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ)-জুমুআর খুতবা, ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৭)।

২৭৯। নফল এবাদত সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

৯৫১। এবং তুমি নিশীথে উঠে এ দিয়ে তাহাজ্জুদ আদায় কর, (এটা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত)-স্বরূপ, এতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। 'ক' (১৭ : ৮০)

'ক' ২:১৫৯;

হাদীস

৬২১। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "জনৈক নজদবাসী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এল। তার মাথার চুলগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুণ গুণ আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল তা বুঝছিলাম না। শেষে সে কাছে এসেই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'দিনরাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায।' সে বলল, 'এ ছাড়া আমার আর কোন কর্তব্য আছে কি?' তিনি বললেন, 'না, তবে অতিরিক্ত (নফল) পড়তে পার।' রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'আর রমযানের রোযা।' সে বলল, এছাড়া আমার আর কোন কর্তব্য আছে কি?' তিনি বললেন, 'না, তবে নফল (রোযা) রাখতে পার।' " রাবী বলেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এছাড়া আমার আর কোন কর্তব্য আছে কি?' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'না, তবে নফল দান করতে পার।" রাবী বলেন, "এরপর সে ব্যক্তি এ কথা বলতে বলতে ফিরে গেল, 'আল্লাহ্র কসম, আমি এর বেশিও করব না কমও করব না।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'লোকটি যদি সত্যি কথা বলে থাকে তবে সফলকাম হয়েছে।" (বুখারী,কিতাবুল ঈমান)

৬২২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রথম যে বিষয়ের হিসেব বান্দাদের নিকট হতে নেয়া হবে, তা নামায। যদি হিসেব ভাল না হয়, তবে ব্যর্থতা ও ক্ষতি। যদি ফরযের কমি হয়, তবে আল্লাহ্তাআলা বলবেন, "দেখ, আমার বান্দার কিছু নফল নামায আছে কি?' যদি নফল থাকে, তবে ফরযের কমি সেই নফলগুলি দ্বারা পুরা করা হবে। সেরূপ, তার বাকী আমল দেখা হবে এবং পরীক্ষা করা হবে" (তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত)।

মলফূযাত

৩৪৮। "বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মোমেন নফল নেকীর দ্বারা আল্লাহ্তাআলার এরূপ নৈকট্য লাভ করে যে, আল্লাহ্তাআলা তার চক্ষু হয়ে যান যদ্বারা সে দেখে এবং কান হয়ে যান যদ্বারা সে শুনে, এবং হাত হয়ে যান যদ্বারা সে ধরে এবং পা হয়ে যান যদ্বারা সে চলে। আর এক হাদীসে আছে যে, 'আমি তার জিহ্বা হয়ে যাই যদ্বারা সে কথা বলে।' এই শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, 'যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা করে সে যেন আমার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়।' (মলফূযাত, ৭ম খন্ড)

২৮০। ওযূ কখন ও এর পদ্ধতি।

কুরআন

৯৫২। হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন তোমরা ধৌত কর তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হস্ত কনুই পর্যন্ত এবং তোমরা (সিক্ত হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছে ফেল এবং ধৌত কর তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত। (৫ : ৭)

হাদীস

৬২৩। হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি ওযূর পানি আনালেন এবং উক্ত পানি দ্বারা তিনি এভাবে ওযূ করলেন; তিনবার তিনি তাঁর হাতের কব্জির উপর পানি ঢেলে উত্তমরূপে ধৌত করলেন তারপর ডান হাতে পানি দিয়ে কুলকুচা করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তিনি তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করলেন, তৎপর তিনবার আপন ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, তৎপর তিনবার বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। অতঃপর আপন মাথা মাসাহ্ করলেন, তৎপর তিনবার আপন ডান পা ধুলেন এবং এভাবে তিনবার বাম পা ধুলেন। অতঃপর বললেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখেছি, আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করলেন অতঃপর বললেন, 'যে আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করবে, অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়বে এবং এ দু'টির মধ্যে (অর্থাৎ ওযূ ও নামাযের) মধ্যে কথাবার্তা না বলে, তবে তার পূর্ববর্তী সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে।' (বুখারী, কিতাবুল ওযূ)

৬২৪। হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যত্নের সাথে ওযূ করে সে দেখতে পাবে যে তার শরীরের সব ত্রুটি দূর হয়ে গেছে, এমনকি তার নখের নীচ হতেও।' (মুসলিম)

৬২৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন একজন মুসলমান অথবা মু'মিন বান্দা (রাবীর সন্দেহ) ওযূ করে এবং তার চেহারা ধোয় তখন তার চেহারা হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে (রাবীর সন্দেহ) বের হয়ে যায় তার সেই সকল গোনাহ্ যার দিকে তার দু'চক্ষু দৃষ্টি করেছে, এবং যখন সে হাত ধোয় তখন তার হাত হতে বের হয়ে যায় সে সকল গোনাহ্ যা তার দু'হাত সম্পাদন করেছে পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে। এরূপে যখন সে পা ধোয় তখন বের হয়ে যায় সেই সকল গোনাহ যা করতে তার পা অগ্রসর হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে। ফলে সে (ওযূর স্থান হতে) বের হয় সমস্ত গোনাহ হ'তে পাক সাফ হয়ে।' (মুসলিম)

৬২৬। হযরত আলী বিন তাল্ক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেহ বাত-কর্ম করবে তখন সে যেন ওযূ করে।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

৬২৭। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "পিছন দ্বারের ঢাকনা হল চক্ষুদ্বয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেন ওযূ করে" (আবু দাউদ)।

৬২৮। হযরত সাফওয়ান বিন আস্লাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের আদেশ দিতেন যখন আমরা মুসাফির হতাম আমরা যেন আমাদের মোজাসমূহ না খুলি তিনদিন তিন রাত্রি, নাপাকির গোসল ব্যতীত, এমনকি পায়খানা, প্রস্রাব ও নিদ্রার পর ওযূ করি।" (তিরমিযী,নেসাঈ)

৬২৯। হযরত মুগীরা বিন শোবা'হ (রাঃ) বলেন, "একদা নবী করীম (সাঃ) ওযূ করলেন এবং মাসাহ্ করলেন নাছিয়র উপর এবং পাগড়ীর উপর এবং মোজাদ্বয়ের উপর। (মুসলিম)

৬৩০। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বলেন, "আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মক্কা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবার পথে যখন রাস্তায় একটি পানির কুয়ার নিকট পৌঁছলাম, আমাদের মধ্যকার কতক লোক

আসরের সময় তাড়াতাড়ি ওযূ করতে গেলেন এবং তাড়াহুড়া করে ওযূ করলেন। অতঃপর আমরা তাদের নিকট পৌঁছলাম, দেখলাম তাদের পায়ের গোড়ালী শুষ্ক চক চক করছে। তথায় পানি নেই। এ দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'সর্বনাশ গোড়ালীসমূহের, এরা দোযখে যাবে। পূর্ণভাবে ওযূ করবে" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৪৯। "যখন তুমি নামাযের জন্য দন্ডায়মান হও তখন যেন এরূপ না হয় যে তুমি শুধু একপ্রকার আনুষ্ঠানিকতাই পালন করছ। বরং নামাযের প্রারম্ভে তুমি যেমন বাহ্যিক ভাবে ওযূ কর তদ্রূপ অভ্যন্তীণভাবেও এক ওযূ কর এবং নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গয়রুল্লাহ্র (আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কারও) চিন্তা হতে মুক্ত কর। তৎপর যুগ্ম ওযূ সহকারে স্রষ্টার সমীপে দন্ডায়মান হয়ে যাও এবং নামাযে বহুল পরিমাণে দোয়া কর" (ইযালায়ে আওহাম)।

২৮১। তায়াম্মম কখন ও এর পদ্ধতি।

কুরআন

৯৫৩। এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচাগার হতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক এবং তোমরা পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মম কর, এভাবে যে তদ্বারা তোমাদের মুখ মন্ডল এবং তোমাদের হাত মুছে ফেল। 'ক' (৫:৭)

'ক' ৪ : ৪৪ ;

হাদীস

৬৩১। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে বললেন, "আপনার কি মনে আছে যে, আমি ও আপনি সফরে ছিলাম এবং উভয়েই জুনুবী (অপবিত্র) হয়েছিলাম, আপনি নামায পড়লেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি গেলাম ও নামায পড়লাম, তারপর আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এ বিষয়ে জানালাম। তিনি বললেন, 'এটাই তো তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।' এই বলে তিনি তাঁর দুহাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং তা ফু দিয়ে ঝাড়লেন। তারপর তার সাহায্যে নিজের মুখ মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ্ করলেন। (বুখারী)

৬৩২। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একটি লোককে আলাদাভাবে দেখলেন এবং সে লোকদের সাথে নামায পড়ল না। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন লোকদের সঙ্গে নামায পড়লে না?' সে বলল, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমার জন্যে গোসল ফরয হয়েছে।' তিনি বললেন, 'তোমার জন্য পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মম করাই যথেষ্ট।' (বুখারী)

৪৩। কিবলাহ্

২৮২। বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রথম কিবলাহ্ নির্ধারণের কারণ।

কুরআন

৯৫৪। এবং ঐ কিবলাকে যার উপর তুমি (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, আমরা শুধু এ জন্যই নির্ধারিত করেছিলাম যেন এই রসূলের যে অনুসরণ করে তাকে ঐ সকল লোক হতে (স্বতন্ত্ররূপে) জেনে লই যারা নিজেদের গোড়ালীতে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যায়। এবং আল্লাহ্ যাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এটা অবশ্যই কঠিন। 'ক' * (২: ১৪৪)

'ক' ২: ১৪৩;

---

* এখানকার শব্দগুলি হতে মনে হয়, আল্লাহ্র আদেশক্রমেই জেরুজালেমের উপসনালয়কে মহানবী (সাঃ) কিবলারূপে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু একে অস্থায়ী কিবলারূপে আল্লাহ্তাআলা নির্ধারণ করেছিলেন এবং সর্বকালের ও সকল মানবের জন্য স্থায়ী কিবলা হিসেবে কাবার স্থান গ্রহণ করা নির্ধারিত ছিল, সেহেতু অস্থায়ী কিবলা সম্বন্ধীয় আদেশটি কুরআনে উল্লেখিত হয় নি। এর দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অস্থায়ীভাবে প্রয়োগের জন্য যে সকল আদেশ এসেছিল, সেগুলি কুরআনের বাণীতে স্থান পায় নি। কেবল মাত্র স্থায়ী নির্দেশাবলীই কুরআনে স্থান লাভ করেছে। কুরআনের কতকগুলি আয়াত বাতিল করা হয়েছে এরূপ মতবাদ একেবারে ভিত্তিহীন।

মক্কার কা'বাগৃহ বহু প্রাচীন কাল হতেই উপসনালয় হিসাবে আরববাসীদের নিকট অতি প্রিয় ও পবিত্র স্থান। এর সাথে তাদের সম্পর্ক অতি নিগুঢ়। এটা তাদের জাতীয় উপাসনালয়, যা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সময় হতে তাদের কাছে সসম্মানে রয়েছে। সে কারণে ইসলামের প্রারম্ভকালে যখন তাদেরকে তা ছেড়ে আহলে কিতাবের কিবলা জেরুজালেমের উপাসনালকে কিবলারূপে গ্রহণ করার কথা বলা হ'ল, তখন তারা ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেল (বুখারী ও জরীর) অতঃপর, মদীনা যাবার পর যখন জেরুজালেমের উপাসনালয়কে বদলিয়ে কা'বাকে কিবলা করা হ'ল, তখন ইহুদী ও খৃষ্টানগণ পরীক্ষায় পড়ল। এমনিভাবে কিবলা বদলের বিষয়টা ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান ও মক্কার পৌত্তলিক, সকলের জন্যই এক পরীক্ষাস্বরূপ প্রমাণিত হ'ল। (কুরআন মজীদ টীকা ১৬২,১৬৩)

হাদীস

৬৩৩। হযরত বারাআ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) মদীনায় এসে প্রথমে আনসারদের মধ্যে তাঁর নানা বাড়ী বা মামা বাড়ীতে নামেন। আর তিনি ষোল কি সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এ সময় তিনি কা'বাঘরের দিকে কিবলা হওয়াটাই কামনা করতেন। যে নামায তিনি প্রথম কা'বাঘরের দিকে পড়েন তা ছিল আসরের নামায, এবং একদল (সাহাবীও) তাঁর সাথে নামায পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সেখান থেকে বের হয়ে এক মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেখানে মুসল্লীগণ রুকূতে ছিলেন। তিনি (তাদেরকে) বললেন, 'আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এলাম।' (এ খবর শুনে) তাঁরা উক্ত অবস্থাতেই কাবা ঘরের দিকে ঘুরে গেলেন। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেন , ইহুদী ও অপর আহলে কিতাবদের তা ভাল লাগত। কিন্তু তিনি যখন কা'বাঘরের দিকে মুখ ঘুরালেন, তখন তারা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করল" (বুখারী, কিতাবুল ইলম)

২৮৩। কাবা মুসলমানদের কিবলাহ্। এর দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ।

কুরআন

৯৫৫। অবশ্য আমরা তোমাকে পুনঃপুন আকাশ পানে মুখ তুলে চেতে দেখেছি, অতএব আমরা নিশ্চয় তোমাকে সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিব যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং (এখন) তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও এবং (হে মুসলমানগণ) তোমরাও যেখানেই থাকনা কেন, তার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও; 'ক' (২ : ১৪৫)

'ক' ২: ১৪৬, ১৫০, ১৫১;

হাদীস

৬৩৩। হযরত বারা' (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন ষোল কি সতর মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। তিনি কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করার আগ্রহ পোষণ করতেন। আল্লাহ্তাআলা আয়াত নাযেল করলেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমার বার বার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকানোকে। তোমার পসন্দনীয় কেবলার দিকে আমরা তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি। এখন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও। অতঃপর তোমরা যেখানেই থাক কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়।' অতঃপর তিনি কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে আসরের নামায পড়ল। অতঃপর সে বের হয়ে আনসার সম্প্রদায়ের একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে,সে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করেছে। তিনি কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। একথা শুনে তারা আসরের নামাযে রুকূ অবস্থায় কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন। (বুখারী)

মলফূযাত

৩৫০। "কুরআন করীম বলে যে, এই কুরবানীর ঈদ যা তোমরা পালন করছ, এর সম্পর্ক রয়েছে 'বাইতুল আতীকের (প্রাচীনতম গৃহের) সাথে অর্থাৎ খোদার সবচয়ে প্রাচীন গৃহের সাথে, যা আল্লাহ্তাআলা বান্দাদেরকে ইবাদতের জন্য দান করেছেন" [হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) ঈদুল আযহার খুতবা ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪]।

২৮৪। কা'বা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ। এর মর্যাদা। কা'বা মুসলমানদের হজ্জের স্থান।

কুরআন

৯৫৬। নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তা হ'ল বাক্কাতে, তা বরকতপূর্ণ ও হেদায়াতের কারণ – সমগ্র জগতের জন্য। 'ক' *

৯৫৭। এতে অনেকগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে – মকামে ইবরাহীম (ইবরাহীমের আবাস স্থল) ; এবং যে এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সকল লোকের জন্য ফরয যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে তা অস্বীকার করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নন। 'খ' ** (৩: ৯৭-৯৮)

'ক' ৫: ৩, ৯৮; ৮: ৩৫; ১৪: ৩৮; ১৭: ২; ২২: ৩০,৩৪; ৯০: ২;
'খ' ২: ১২৬-১২৮, ১৫৯,১৯৭; ২২: ২৬-২৮; ৫২:৫;

---

* মক্কা উপত্যকারই অপর এক নাম বাক্কা। 'ম' পরিবর্তিত হয়েছে 'ব'তে। এ দু'টি অক্ষর 'ম' ও 'ব' পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন লাজিম হতে লাজিব। কুরআন এখানে আহলে কিতাব বা গ্রন্থধারীগণের (খৃষ্টান ও ইহুদীদের) দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করছে যে মক্কাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন সত্য ও আদি ধর্মকেন্দ্র যা আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ যে ধর্মশালা অবলম্বন করেছিল তা পরবর্তীকালের ব্যাপার। (২: ১১৮ দেখুন)। (কুরআন মজীদ টীকা ৪৪৩)

* * কা'বাগৃহের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন বলছে, কা'বাকে কিবলা বা আল্লাহ্‌র ধর্মে চিরস্থায়ী কেন্দ্র রূপে গ্রহণ করার তিনটি কারণ বিদ্যমান আছে: 'ক' নবীগণের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আঃ) এখানেই প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর বংশে যেন নবীগণের উদ্ভব হয়; 'খ' মক্কা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়; 'গ' এটা ঐ তীর্থস্থান যেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোকেরা কিয়ামত পর্যন্ত তীর্থ যাত্রীরূপে সমবেত হতে থাকবে। (কুরআন মজীদ টীকা-৪৪৪)

হাদীস

৬৩৫। হযরত আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আরয করলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! দুনিয়ার সর্ব প্রথম কোন মসজিদের বুনিয়াদ রাখা হয়?' তিনি জবাব দিলেন, 'মসজিদে হারাম (অর্থাৎ কা'বা ও এর চার পাশের মসজিদ)।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, 'মসজিদে আকসা।' আমি আরয করলাম, 'উভয় মসজিদের নির্মাণ কার্যে কতদিনের ব্যবধান ছিল?' তিনি বললেন, 'চল্লিশ বছর।' (তিনি আরও বললেন) অতঃপর যে স্থানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হবে, সে স্থানেই নামায পড়বে। কেননা তাতেই ফযিলত নিহিত'" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)।

৬৩৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই (কা'বা) ঘরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আসে অতঃপর অশ্লীল আচরণও করে না এবং দুষ্কর্মও করে না সে এমন (নিষ্পাপ) ভাবে প্রত্যাবর্তন করে যেন তার জননী তাকে (নিষ্পাপ অবস্থায়) প্রসব করেছে।" (বুখারী, মুসলিম)

৬৩৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "ইয়া'জূজ ও মা'জূজ আত্মপ্রকাশের পরও বায়ুতুল্লাহ্‌র হজ্জ ও উমরাহ চলবে। আবান ও কাতাদা (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান শুবা (রঃ) বর্ণনা করেন "বায়তুল্লাহ্ এ হজ্জ জারী পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না" (বুখারী)।

মলফূযাত

৩৫১। "প্রকৃত খোদাপ্রেমিক তার হৃদয় মন তার প্রিয়তমের জন্য কুরবানীর মধ্যে চরম প্রশান্তি লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র গৃহ (কাবা) প্রদক্ষিণ তারই প্রতীক বা বাহ্যিক প্রকাশ। এ জগতের খোদার গৃহের অনুরূপ আকাশেও

একটি ঐশ্বরীক গৃহ আছে এবং দুনিয়ার এই গৃহ প্রদক্ষিণ অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না আকাশের গৃহও প্রদক্ষিণ করা হয়" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ। রিভিউ অফ রিলিজিয়নস, ভলিউম-৬)।

৩৫২। "এটা (বায়তুল আতিক) কবে নির্মিত হয়েছিল সে-ইতিহাস আমাদের নিকট রক্ষিত নেই, কিন্তু এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের ইতিহাস হতে আমরা জানতে পারি যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর যুগে ইহা নূতনভাবে নির্মিত হয়েছিল। তথাপি বায়তুল আতিক শব্দটি বলে দেয় যে, এটা প্রাচীনতম গৃহ। এর ইংরেজী অনুবাদ হল Ancient (প্রাচীন)। এটা জানা যায় যে হযরত আদম (আঃ) প্রথম যে গৃহটি খোদার ইবাদতের জন্য নির্মাণ করেছিলেন এটা সেই গৃহ। এর সাথে কুরবানীর একটি ইতিহাস জড়িত রয়েছে। এবং এই ইতিহাস সুদীর্ঘ কাল হতে চলে আসছে। ইসলামের পূর্বেও আরববাসীরা এই বায়তুল আতিককে কেন্দ্র করে কুরবানী পেশ করে থাকত এবং হজ্জ পালন করে থাকত" [হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে, (রাহেঃ) ঈদুল আযহার খুতবা- ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪]।

২৮৫। কা'বা পবিত্র ও নিরাপদ স্থান। এখানে অপবিত্র মোশরেকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কুরআন

৯৫৮। তারা কি চিন্তা করে দেখে নি যে, আমরা (মক্কার) পবিত্র গৃহকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ লোকদেরকে তাদের চতুষ্পার্শ্ব হতে অতর্কিতে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়? 'ক'*(২৯:৬৮)

৯৫৯। হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় মোশরেকরা অপবিত্র। অতএব তারা যেন এই বছরের পর মসজিদে হারামের নিকট না আসে। (৯ : ২৮)

'ক' ২ : ১২৭, ১৫১; ৫ : ৩,৯৮; ১৪ : ৩৬; ২২ : ২৭; ২৮ : ৫৮

* কা'বা আল্লাহ্‌তাআলার নিজ পবিত্রগৃহ হওয়া সম্বন্ধে এই আয়াত জ্বলন্ত ও স্থায়ী সাক্ষ্য দান করে। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হতে আরম্ভ করে অদ্যবধি যখন একে মানবজাতির 'চিরস্থায়ী কিবলাহ' বলে ঐশী ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এবং এমন কি জাহেলিয়তের যুগেও যখন আরবজাতির মধ্যে মানবজীবনের কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না, তখনও কাবার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান 'হারাম' (পবিত্র)-রূপে অভিহিত হ'ত এবং এই পবিত্র স্থানটি নিরাপত্তার স্বর্গ বলে গণ্য হ'ত। বাইরে যখন কোন নিরাপত্তা থাকত না, এর ভিতরে তখন পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা এবং শান্তি বিরাজ করত। (কুরআন মজীদ টীকা-২২৬৭)

হাদীস

৬৩৮। হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌তাআলা যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই মক্কাকে মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক মর্যাদা দানের কারণেই মক্কা কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদামন্ডিত। এখানে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটানো আমার পূর্বেও কারও জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারও জন্য হালাল হবে না। আর একদিনের কিয়দংশ সময়ে আমার জন্য মক্কাকে হালাল করা হয়েছিল। এখানে শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটা চয়ন করা যাবে না, ঘাস কাটা যাবে না এবং প্রচারের মাধ্যমে মালিকের কাছে পৌছানোর উদ্দেশ্য ছাড়া পড়ে থাকা কোন জিনিসও কুড়িয়ে নেয়া যাবে না।' এ কথা শুনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তবে ইযখের ঘাস ছাড়া। কেননা ইযখের ঘাস লৌহ কর্মকার ও বাড়ীর কাজে ব্যবহৃত হয়। একথা শুনে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) চুপ করে থাকলেন এবং কিছুক্ষণ পর বললেন, 'হাঁ, ইযখের ঘাস ছাড়া (অন্য সবঘাস কাটা নাজায়েয)। ইয্‌খের ঘাস কাটা হালাল।

(অপর একটি সনদে আব্দুল করীম ইকরামা ও ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে এ হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

৬৩৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "(নবম হিজরীর) হজ্জে আবু বকর (রাঃ) আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, আমি যেন মীনায় কুরবানীর দিন এটা ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কা'বা শরীফে কাউকে নগ্নদেহে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) পুনরায় হযরত আলী (রাঃ)-কে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, "তুমি গিয়ে সূরা বারাআতের (বিধিবিধান গুলো) ঘোষণা করে দাও। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "সুতরাং আলী (রাঃ)ও কুরবানীর দিন মীনায় আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সূরা বারাআতের হুকুমগুলো মিনায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন– কোন মুশরিকই এ বছরের পর আর হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে দেয়া হবে না" (বুখারী-কিতাবুত তফসীর)।

মলফূযাত

৩৫৩। মোট কথা বায়তুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত প্রথম উদ্দেশ্য এই যে, এই বয়তুল্লাহ খোদাতাআলার সেই সর্বপ্রথম গৃহ যে গৃহে আল্লাহতাআলা সমগ্র মানবমন্ডলীর দীনি ও দুনিয়াবী পার্থিব ও অপার্থিব যাবতীয় কল্যাণ ও উপকার নিহিত ও সংরক্ষিত করেছিলেন। 'উজিয়ালেন্নাস' অর্থাৎ সমগ্র মানব কুলের মঙ্গল ও হিতার্থে উহা নির্মিত হয়েছে। জগতের জাতিবর্গ,বর্ণ,গোত্র এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সকল প্রকারের বৈষম্য ও ভেদাভেদ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল জাতি এই পবিত্র ও কল্যাণময় গৃহ হতে জাগতিক উপকারও লাভ করবে এবং দীনি ও রূহানী উপকারেও ভূষিত হবে। [হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) খুতবা জুমুআ, ৩১-৩-৬৭]

৪৪। মসজিদ

২৮৬। মসজিদ আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্থান। এর আদব।

কুরআন

৯৬০। এবং (আরও যে,) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় মনযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাঁর উদ্দেশ্যে দীনকে বিশুদ্ধ করে কেবল তাঁকেই ডাক। 'ক' * (৭ঃ৩০)

৯৬১। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর, (৭ঃ৩২)

'ক' ৭২ : ১৯;

---

* যখন নামাযের সময় নিকটবর্তী হয় এবং মুসলমানগণ মসজিদে যেতে থাকে, তখন তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ পার্থিব বিষয়াদি হতে ফিরিয়ে আল্লাহ্‌তাআলার দিকে নিবদ্ধ করা উচিত। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে যে ওযূ করা হয় তা মোমেনের সকল ধ্যান আল্লাহ্‌র প্রতি পরিবর্তিত করার সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে এবং প্রার্থনা করার জন্য তাকে সঠিক অবস্থায় স্থাপন করে। (কুরআন মজীদ টীকা ৯৬৫)

হাদীস

৬৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলছেন, "যে কেহ সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, জান্নাতে আল্লাহ্‌ তার জন্য আপ্যায়ন প্রস্তুত করেন যতবার সে মসজিদে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

৬৪১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের এমন কথা বলব যার দ্বারা আল্লাহ্‌ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?" যারা উপস্থিত ছিলেন বললেন, "নিশ্চয় হে আল্লাহ্‌র রসূল!" তিনি বললেন, "কষ্ট হলেও যত্নের সাথে ওযূ করা, ঘন ঘন মসজিদে যাওয়া এবং এক নামায শেষ হবার পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম" (মুসলিম)।

৬৪২। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মসজিদ এমন নয় যে, তাতে পরস্পর প্রস্তাব বা আলাপ-আলোচনা করা যায়, থুথু ফেলা হয় অথবা কোন নোংরা জিনিস তাতে ফেলা হয় অর্থাৎ মসজিদকে সমস্ত অপরিষ্কার নোংরা জিনিস হতে পবিত্র রাখ। কেননা তা শুধু আল্লাহ্‌তাআলার যিক্‌র-এর জন্য এবং কুরআন পাঠ করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে" (মুসলিম)।

৬৪৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "জমিন সর্বত্রই মসজিদ, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত" (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

মলফূযাত

৩৫৪। "কুরআন মজীদে 'জুমুআ' নামে একটি সূরাই নাযেল করা হয়েছে। ঐ সূরায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ শুক্রবারে যখন তাদের নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন সকল জাগতিক কাজ ছেড়ে জুমুআর নামাযের জন্য মসজিদে একত্রিত হয়ে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জুমুআর নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যে লোক এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে না কুরআনের বিধান অনুযায়ী সে পাপী বলে গণ্য এবং ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যায়" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

২৮৭। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী কীরূপ লোক হবে? মসজিদুল হারামে যেতে বাধাদান-কারীগণের পরিণাম।

কুরআন

৯৬২। মোশরেকদের কোন অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে যখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এরাই সেই সকল লোক যাদের কাজকর্ম বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারা দীর্ঘকাল আগুনে অবস্থান করবে। 'ক'

৯৬৩। কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে যে, আল্লাহ্ এবং পর কালের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকেও ভয় করে না, অতএব অচিরেই এ সকল লোক হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। 'খ' (৯ঃ১৭-১৮)

৯৬৪। এবং তাদের (এখন) কি কারণ আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দিবেন না যখন তারা (লোকদেরকে) মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয় এবং তারা (প্রকৃতপক্ষে) এর তত্ত্বাবধায়ক নয়? কেবল মুত্তাকীগণই এর (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা অবগত নয়। 'গ' (৮ঃ৩৫)

'ক' ৯ঃ২৮;
'খ' ৯ঃ১৯;
'গ' ২২ঃ২৬;৪৮ঃ২৬

হাদীস

৬৪৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে ঘন ঘন মসজিদে যেতে দেখ তার ঈমান সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ কর, কেননা মহাসম্মানের অধিকারী আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'সেই ব্যক্তিই মসজিদের খেদমত করতে পারে যে আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে।' (৯ঃ১৮) (তিরমিযী)

৬৪৫। হযরত উসমান ইবনে আক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-এর মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন, তখন লোকেরা তাঁর সমালোচনা করে। সমালোচকদের জবাবে তিনি বললেন, 'তোমারা অনেক কিছুই বলবে, কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করে দিবেন।' বর্ণনাকারী বুকাইর বলেন, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য শব্দক'টি (তাঁর পূর্ববর্তী রাবী আসেম) তাকে বলেছিলেন বলে মনে হয়" (বুখারী-কিতাবুস্ সালাত)।

মলফূযাত

৩৫৫। "কুরআন শরীফের কোথাও এমন কোন উল্লেখ নেই যে, উপাসনালয়সমূহ স্বীয় বাহ্যিক জাঁকজমক ও শানশওকতের দ্বারা ঈমানদারদের সৌন্দর্য দান করতে পারে। বরং বলা হয়েছে যে, ইবাদতগাহকে ঈমানদারগণ সৌন্দর্য দান করে থাকে। দীনে হক ইসলামের খোদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবার রূহ (মর্মবাণী) ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতএব সেদিক থেকে সরকারসমূহের অর্থবলে তৈরী বিশাল উপাসনালয়সমূহের এবং সেখানে নামাযীদের অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করে সেই মসজিদে নব্‌বীর কথাও কল্পনা করুন। যা কাঁচা ইটের দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল এবং বৃষ্টি যার মেঝে এবং আঙ্গিনাকে কর্দমাক্ত করে তুলত। কিন্তু তার সোভা ও সৌন্দর্যের কারণ ছিলেন হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এবং তাকওয়ায় সুশোভিত তাঁর শিষ্যমন্ডলী। সে মসজিদের রূপের সাথে এ সব মসজিদের কি বা তুলনা হতে পারে" [হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) খুতবা জুমুআ ৩০-৬-৮৯ সানফ্রানসিস্‌কোতে প্রদত্ত]।

২৮৮। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পবিত্র জিনিস ও নিদর্শনসমূহের (মসজিদ, সাফা মারওয়া ইত্যাদি) সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ।

কুরআন

৯৬৫। এরূপ (আল্লাহ্‌র আদেশ)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) পবিত্র জিনিসসমূহের সম্মান করবে তা তার প্রভুর দৃষ্টিতে তার জন্য কল্যাণকর হবে। 'ক' (২২ : ৩১)

৯৬৬। (প্রকৃত কথা) এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিদর্শনসমূহের সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে, নিশ্চয় তার এই কাজকে আন্তরিক তাকওয়া বলে গণ্য করা হবে। 'খ' (২২ : ৩৩)

'ক' ৫ : ৩ ৯ : ১৯, ১০৮;
'খ' ২ : ১৫৯;

হাদীস

৬৪৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ্‌র কাজ এবং এর কাফ্‌ফারা হ'ল ঢেকে দেয়া।' (বুখারী কিতাবুস সালাত)

৬৪৭। মুসলিম জননী হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একবার কেবলার দিকে দেওয়ালে শিকনি বা থুথু বা কফ দেখলেন এবং নিজের হাতে তা পরিষ্কার করলেন। (বুখারী, কিতাবুস্ সালাত)

৬৪৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ বর্ণনা করেছেন, "আমি একবার মসজিদে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন আমাকে কাঁকর ছুঁড়ে মারল, চেয়ে দেখি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব। তিনি বললেন, 'যাও এবং এই দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এস।' আমি তাদেরকে তাঁর নিকট নিয়ে আসলাম, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন্ গোত্রের বা কোন যায়গার'। তারা বলল, "আমরা তায়েফের অধিবাসী।" তিনি বললেন, "যদি তোমরা এই শহরের অধিবাসী হ'তে, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম, কেননা তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলেছ।" (বুখারী, কিতাবুস্ সালাত)

মলফূযাত

৩৫৬। মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হওয়াতে মুসলমানগণ বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু শায়ায়েরুল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কায়েমকৃত ও চিহ্নিত স্থানগুলি) গভীর সম্বন্ধ ও যোগ সম্পর্ক থাকে জাতিসমূহের জীবনের সাথে এবং শায়ায়েরুল্লাহর এজন্যই গুরুত্ব, আযমত ও মাহাত্ম্য রয়েছে। সে জন্যই হযরত নবী করীম (সাঃ) দৃশ্যত কাপড়ের বানানো পতাকার হেফাযতের জন্য বিশেষ তাগিদ করেছিলেন এবং সাহাবা-এ কেরামগণ নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করেছেন কিন্তু পতাকা মাটিতে পড়তে দেন নি"। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) খুতবা জুমুআ ৩-২-৮৪)

২৮৯। যে কোন ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা উচিত নয়। এর হেফাযতের দায়িত্ব মুসলিম সরকারের।

কুরআন

৯৬৭। আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে সাধু সন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হ'ত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর (ধর্মের পথে) সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী। 'ক' (২২ঃ৪১)

'ক' (২ : ২৫২)

হাদীস

৬৪৯। হযরত ইসামুল মুয়ানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে একটি সৈন্য দলে প্রেরণ করলেন এবং (যাবার সময়) এই উপদেশ দিলেনঃ যখন তোমরা মসজিদ দেখতে পাও কিংবা মোয়ায্যিনের আযান শোন তখন কাকেও হত্যা করো না। অর্থাৎ সেখানে লড়াই করো না" (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

৬৫০। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন সৈন্যদল রওয়ানা করতেন, তখন দলের আমীরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন 'অমুসলিমদের উপাসনালয় ও ধর্মীয় নেতাদের যেন পূর্ণ সম্মান দান করা হয়।' (মুয়াত্তা, ইমাম মালেক)

মলফূযাত

৩৫৭। "কোন কোন সময় খ্রীষ্টানগণ স্বীকার করে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর যুদ্ধ সমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, শত্রুদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের এবং দুগ্ধ পোশ্য শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সাধু সন্যাসী ও পথিকদের প্রতি অতি বেশি স্নেহশীল; তাদেরকে রক্ষা করা হয় এবং গির্জা ও ইহুদী ধর্ম মন্দিরসমূহকে ধ্বংসের হাত হতে মুক্ত রাখা হয় অথচ ইহুদী নবীগণ ঐ সকল কাজকে বৈধ বলে গণ্য করতেন, এমনকি এক সময় তিন লক্ষ শিশুকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়" (ইসেন্স অফ ইসলাম, মূল আর্যধর্ম, ফুট নোট)।

২৯০। মসজিদ ধ্বংসকারী ও মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদতে বাধাদানের পরিণাম।

কুরআন

৯৬৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং সেগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাদের জন্য আদৌ সঙ্গত ছিল না যে (আল্লাহর) ভয়ে ভীত না হয়ে তারা ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে। 'ক' (২ : ১১৫)

'ক' ৮ : ৩৫ ; ২২ : ২৬ ; ৪৮ : ২৬ ; ৭২ : ২০

হাদীস

৬৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, "আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে আমার এই মসজিদে আসে এবং কেবল ভাল কাজের জন্যই আসে যা সে শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয়, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদকারীর ন্যায়, আর যে তা ছাড়া অন্য কাজে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের জিনিসকে দেখে (অথচ ভোগ করতে পারে না)" (মেশকাত, মূল ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)।

৬৫২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, " আল্লাহ্‌তাআলার নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় স্থান হ'ল মসজিদ এবং সবচেয়ে অপসন্দনীয় স্থান হল বাজার।" (মুসলিম)

৬৫৩। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা স্ত্রীলোকগণকে মসজিদে যেতে চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিবে না।' হযরত বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদেরকে বাধা প্রদান করব।' তখন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁকে এমনরূপ ভাষায় তিরস্কার করলেন যে, ইতিপূর্বে আমি কখনও তাকে এমনভাবে অন্য কাকেও তিরস্কার করতে শুনি নি। তিনি বললেন, "আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর হাদীস শুনাচ্ছি। আর তুমি বলছ, আল্লাহ্‌র কসম আমি তাদেরকে নিষেধ করব" (মুসলিম)!

২৯১। মসজিদে যিরার কী? এরূপ মসজিদে নামায পড়া নিষিদ্ধ।

কুরআন

৯৬৯। এবং (মোনাফেকদের মধ্য হ'তে) যারা একটি মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল (ইসলামের) ক্ষতিসাধন, কুফরী প্রচার, মোমেনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ঐ ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করার জন্য যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এবং তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, 'আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই তা করেছি' এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। 'ক' *

৯৭০। তুমি কস্মিনকালেও এর মধ্যে নামাযের জন্য দাঁড়াবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন হতে তাকওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে, তা-ই অধিকতর যোগ্য যে, তুমি তার মধ্যে নামাযের জন্য দাঁড়াও, তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্র হতে ভালবাসে, এবং আল্লাহ্ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (৯ : ১০৭-১০৮)

'ক' ৯ : ১০৯-১১০ ;

* ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রু খৃষ্টান সন্যাসী আবু আমের কর্তৃক সৃষ্ট গুপ্ত চক্রান্তের প্রতি ইংগিত করাই এই আয়াতের উপলক্ষ্য হ'তে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থকাম হতে এবং হুনায়নের যুদ্ধের পরে আরব দেশে দৃঢ়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে সে রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বাইজেনটাইনদের সাহায্য পাবার ফন্দিতে সিরিয়ায় পলায়ন করেছিল। সেখান হতে সে মদীনায় মোনাফেকদের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে বলেছিল যে, তারা যেন মদীনার উপকণ্ঠে একটি মসজিদ নির্মাণ করে যার মধ্যে তার আত্মগোপন করে থাকার ব্যবস্থা থাকবে এবং সেখানে তারা গুপ্তচক্রান্ত ও হীন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করবে। কিন্তু আবু আমের নিজ কুচক্রের পরিণতি দেখার মত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে নি এবং সে কুন্নিসরীনে ভগ্নহৃদয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্থ ও ভাগ্য বিড়ম্বিত অবস্থায় মারা যায়। তার সহযোগীরা তার পরিকল্পনানুযায়ী এক মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং নবী করীম (সাঃ)-কে সেখানে নামায পড়ে তাঁর দোয়া দ্বারা একে অনুগৃহীত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে ইলহামের দ্বারা এরূপ করতে বারণ করেছিলেন। 'মসজিদে যিরার' নামে আখ্যায়িত এই মসজিদকে অগ্নিদগ্ধ করে ধূলিসাৎ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। (কুরআন মজীদ টীকা ১২১৭)

হাদীস

৬৫৪। হযরত জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "জাহেলী যুগে একটি ঘর ছিল, তাকে বলা হত জুলখালাসা এবং ইয়ামনী কা'বা ও সিরীয় কা'বা। * নবী (সাঃ), আমাকে বললেন, 'তুমি কি আমাকে যুলখালাসা হতে মুক্তি দিবে না?' (এ কথা শুনে) আমি দেড়শো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রওনা হলাম এবং সেটিকে (যুলখালাসা) ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার আশেপাশে যাদের পেলাম হত্যা করলাম। তারপর নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে এখবর দিলাম। তিনি আমাদের জন্য ও আহমাস গোত্রের জন্য দোয়া করলেন" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)।

* এটি ছিল একটি মসজিদের মত। মনে হয় মক্কায় বায়তুল্লাহ্‌র মুকাবিলায় একটি ঘর তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় দেবদেবীর পূজা হতো। ইয়ামনী কা'বা বলার অর্থ হচ্ছে এটির অবস্থান ছিল ইয়ামনে আর সিরীয় কা'বা বলার অর্থ ছিল এর দরজা খুলতো সিরীয়ার দিকে। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, টীকা ১৪২)

মলফূযাত

৩৫৮। আঁ হযরত (সাঃ) যখন মদীনায় পৌঁছলেন, তখন যে সকল মুনফেকরা যুদ্ধে যায় নি তারা নানা প্রকার অজুহাত দেখাতে লাগল। রসূলে করীম (সাঃ) তাদের প্রত্যেকের অজুহাত মেনে নিলেন। কিন্তু তখন সময় এসে গিয়েছিল, মুসলমানদের নিকট মুনাফেকদের মুখোশ খুলে ফেলার। সুতরাং রসূলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্ ওহী করে জানালেন যে, কোবায় যে মসজিদটি মুনফেকরা নির্মাণ করেছিল, যেখানে তারা নামায পড়ার বাহানায় একত্র হতো এবং ষড়যন্ত্র করতো সেই মসজিদটিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, এবং মুনাফেকদের বাধ্য করতে হবে মুসলমানদের অন্যান্য মসজিদগুলিতে গিয়ে নামায পড়তে। কিন্তু এত বড় চক্রান্তের অপরাধেও তাদের না কোন দৈহিক শাস্তি দেয়া হ'ল, না তাদের কোন আর্থিক জরিমানা করা হ'ল" (হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ), নবীনেতা পুস্তক)।

৪৫। নূতন চাঁদ

২৯২। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সময় নির্ধারণ নূতন চাঁদ দেখে করতে হবে।

কুরআন

৯৭১। তারা তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'এটা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ণয়ের উপকরণস্বরূপ।' ক * (২ : ১৯০)

'ক' ২ : ১৯৮; ৯ : ৩৬;

---

* ইসলাম সময় পরিমাপের জন্য চান্দ্র ও সৌর উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে। যেখানে দিনের বিভিন্ন সময়ে নামায পড়ার হুকুম এসেছে সেখানে সময় গণনার জন্য সৌর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, পাঁচবার নামায পড়ার সময় নির্ধারণ এবং রোযা আরম্ভ করা ও সমাপ্ত করার ব্যাপারে সৌরপদ্ধতি অবলম্বিত হয়। আবার যখন কোন ধর্ম কার্য সম্পাদন, মাস বা মাসের অংশবিশেষের জন্য নির্ধারিত করা হয় তখন চান্দ্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, যথা রোযা রাখার মাস বা হজ্জ পালনের তারিখ নির্ধারণে। এভাবে ইসলাম উভয় পদ্ধতির ব্যবহার করে, উভয় পদ্ধতিকেই সম্মত মনে করে। (কুরআন মজীদ, টীকা-২১৭)

হাদীস

৬৫৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না। এভাবে চাঁদ (শাওয়ালের) না দেখে রোযা খুলবে না। যদি মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যায় তবে শাবানের (ত্রিশ দিন) মাস পূর্ণ করবে। অপর বর্ণনায় আছে-মাস কখনও উনত্রিশ দিনেরও হয় সুতরাং তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবে না। যদি মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যায় তবে শাবানের ত্রিশদিন পূর্ণ করবে" (মেশকাত, মূল: বুখারী, মুসলিম)।

৬৫৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "রমযান ঠিক করার জন্য তোমরা শাবানের চাঁদের হিসেব রাখবে" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

৩৫৯। "এবং ইহুদী প্রথানুযায়ী কাউকে সাবাথের দিন অথবা তার পূর্বরাত্রে কাউকে ক্রুশে লটকিয়ে রাখা বেআইনী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল এবং মুসলমানদের ন্যায় ইহুদীগণও চান্দ্রমাস অনুযায়ী তাদের কার্যাদি সম্পাদন করত এবং রাত্রির সূচনাকেই দিনের আরম্ভ বলে মনে করত।" (মসীহ্ হিন্দুস্থান মেঁ)

৪৬। রোযা

২৯৩। মোমেনদের জন্য রমযান মাসের রোযা ফরয।

কুরআন

৯৭২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। (২ : ১৮৪)

৯৭৩। রমযান সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছিল কুরআন যা মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে; (২ : ১৮৬)

হাদীস

৬৫৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের আন্তরিকতার ও উত্তম ফললাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

৬৫৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্ বলেন, 'মানুষের অন্য সব কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা একান্তই আমার জন্য এবং আমি তার জন্য তাকে পুরস্কৃত করব।' রোযা ঢাল স্বরূপ। তাঁর নামে বলছি যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মেশকের গন্ধের চেয়েও পবিত্র। একজন রোযাদার দুটি আনন্দ লাভ করে, সে আনন্দিত হয় যখন সে রোযা ভাঙ্গে এবং রোযার কল্যাণে সে আনন্দিত হয় যখন সে তার প্রভুর সাথে মিলিত হয়" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৬০। "কুরআন শরীফের এই একটিমাত্র পবিত্র আয়াতাংশ হতেই রমযান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। 'রমযান সেই পবিত্র মাস, যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।' সুফীগণ লিখেছেন যে, এ মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এ মাসে বহুল পরিমাণে কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) লাভ হয়ে থাকে।
নামায তাযকিয়া-এ নাফ্স (আত্মশুদ্ধি) সাধন করে এবং রোযাতে তাজাল্লিয়ে কালব (আত্মার উজ্জ্বলতা) সাধিত হয়। তাযকিয়ায়ে নাফসের অর্থ হ'ল রিপু দমনের শক্তি পাওয়া এবং তাজাল্লিয়ে কালব সাধিত হবার অর্থ হল কাশফ বা দিব্য-দর্শনের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র দর্শন লাভ করা" (আল্ বদর, ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯০২)।

২৯৪। রোযা রাখার পদ্ধতি। রোযার মধ্যে বৈধ অবৈধ কার্যাবলী। মসজিদে ই'তিকাফ ও এর বিধিনিষেধ।

কুরআন

৯৭৪। "রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগমন বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন করলেন। অতএব এখন তোমরা তাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর রাত্রি (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদসমূহে যখন ই'তিকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী গমন করো না। এগুলি হল আল্লাহ্র শিক্ষাসমূহ, অতএব তোমরা এদের নিকটে যেও না; এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। 'ক' (২ : ১৮৮)

'ক' ২ : ১২৬;

হাদীস

৬৫৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি কেউ কাউকে গালি দেয় অথবা ঝগড়া করার চেষ্টা করে, সে যেন বলে, 'আমি রোযাদার।" (বুখারী, মুসলিম) বুখারী-এর সঙ্গে যোগ করেছে, "আল্লাহ্ বলেন, 'যে আমার জন্য পানাহার থেকে নিবৃত্ত থেকেছে এবং রিপু দমন করেছে; সে আমার জন্য রোযা রেখেছে সুতরাং আমি তাকে পুরস্কৃত করব" (মেশকাত)।

৬৬০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন, 'যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও খারাপ আচরণ ত্যাগ না করে তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন আসে যায় না।' (বুখারী)

৬৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল,'আমি রমযানের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটি দাস আযাদ (মুক্ত) করার সামর্থ্য তোমার আছে কি?' সে বলল, 'না'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি পরপর দু'মাস রোযা রাখার সামর্থ্য রাখ কি?' সে বলল, 'না'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, '(আচ্ছা) তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখ কি?' সে বলল, 'না'। তারপর তিনি বললেন, 'বসো।' সে বসে পড়ল। ইত্যবসরে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এক ঝুড়ি খুরমা আনা হ'ল। বড় ঝুড়িকে 'আরাক' বলা হয়। তিনি বললেন, 'এগুলি সাদকা করে দাও।' সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের চেয়ে কি অধিক বিপন্নের উপর (সদকা করবো)? সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে আমাদের চেয়ে অধিক নিঃস্ব কোন পরিবার নেই।' তখন তিনি বললেন, 'যাও এগুলো তোমার পরিবার-পরিজনকে খাওয়াও।' (বুখারী)

৬৬২। হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! সাদা সুতা ও কালো সুতা কী? এ দুটির অর্থ কি সত্যই সুতা?' একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'তুমি এক আজব বোকা দেখছি যে, সুতা দুটি দেখে ফেলেছে?' তারপর তিনি বললেন, 'না, এ দুটি সুতা নয় বরং রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।' (বুখারী)

৬৬৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সেহরী খাও কেননা সেহরীতে বরকত আছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৬৬৪। হযরত সাহল বিন সাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতকাল তারা শীঘ্র ইফতার করবে।' (বুখারী, মুসলিম)

৬৬৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহ্ই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।' (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৩৬১। "কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর একটি তাৎপর্য, একটি প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায় ততই তার আত্মশুদ্ধি ও কাশ্ফী তাকৎ (দিব্য-দর্শনশক্তি)সমূহ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্র অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারকে সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। আল্লাহ্র যিক্র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটান উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু আল্লাহ্র জন্যই রোযা রাখে এবং আচার-অনুষ্ঠানের জন্য রোযা রাখে না তার উচিত সে যেন সর্বদা আল্লাহ্র হামদ, তসবীহ ও তাহলীলের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্য লাভের সৌভাগ্য হয়" (আল্ হাকাম : ১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৭)।

২৯৫। রমযান মাসের রোযা শর্তসাপেক্ষে কাদের জন্য মাফ। দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য ফিদিয়া।

কুরআন

৯৭৫। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে তবে তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে; এবং যাদের পক্ষে এটা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাদের উপর ফিদিয়া এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব যে কেউ স্বেচ্ছায় পুণ্য কার্য করবে তা অবশ্য তার জন্য উত্তম হবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তবে জেন যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর। 'ক' (২ : ১৮৫)

'ক' ২ : ১৮৬;

হাদীস

৬৬৬। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হযরত মোয়া-যা-আল আদায়িয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ঋতুবতী স্ত্রীলোক যে কাযা রোযা রাখে এবং ছেড়ে দেয়া নামায পড়ে না তার সম্বন্ধে কি আদেশ?' হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আমরা ভুক্তভোগী ছিলাম এবং আমাদেরকে কাযা রোযা পুরা করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ছেড়ে দেয়া নামায পুরা করতে আদেশ দেয়া হয় নি।'

৬৬৭। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একদা সফরে ছিলেন। (একস্থানে) লোকের ভীড় দেখলেন এবং দেখলেন, এক ব্যক্তির ওপরে ছায়া দেয়া হচ্ছে। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি?' লোকেরা বললো, 'এক রোযাদার।' হুযূর (সঃ) বললেন, 'সফরে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।'

৬৬৮। হযরত আনাস বিন মালেক কা'বী (রাঃ) (আনাস বিন মালেক নন) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা মুসাফির হতে (চিরতরে) অর্ধেক নামায এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে (আপাতত) রোযা উঠিয়ে দিয়েছেন" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নিসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

মলফূযাত

৩৬২। "কুরআন করীম হতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, অসুস্থ ও সফরকারী ব্যক্তির রোযা রাখা সঙ্গত নয়। এটা আল্লাহ্র আদেশ। আল্লাহ্তাআলা এরূপ নির্দেশ দেন নি যে, রোযা যার ইচ্ছা রাখুক অথবা যার ইচ্ছা না রাখুক। যেহেতু অধিকাংশ লোক সাধারণত সফরে রোযা রেখে থাকে; সেহেতু যদি তারা প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করে রোযা রাখে, তবে তারা রাখুক কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও কুরআন করীমের আদেশ,–'অন্য সময় সেই রোযা পূর্ণ করতে হবে।' এর প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত" (আল্ হাকাম : ৩১ শে জানুয়ারী, ১৮৯৬)।

২৯৬। কদরের রাত্রি ও এর ফযিলত।

কুরআন

৯৭৬। নিশ্চয় আমরা একে 'লায়লাতুল কদরে' (ফয়সালার রাত্রিতে) নাযেল করেছি। 'ক'

৯৭৭। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করবে যে, 'লায়লাতুল কদর' কী?

৯৭৮। 'লায়লাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

৯৭৯। এতে ফিরিশ্‌তাগণ এবং কামেল রূহ তাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযেল হয়। *

৯৮০। (তখন) পূর্ণ শান্তি বিরাজমান হয়, এটা বিরাজমান থাকে যে পর্যন্ত না ফজরের (উষার) উদয় হয়। ** (৯৭ : ২-৬)

'ক' ৪৪ : ৪-৭;

---

* এখানে 'রূহ' অর্থ নূতন চেতনা, নবজাগরণ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, নবসংকল্প, জিবরাইল, ওহী। ফয়সালার মর্যাদাপূর্ণ রাত্রে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র মা'মুর বা সংস্কারককে সত্যের বাণী প্রতিষ্ঠা করার কাজে সাহায্য করতে নেমে আসেন এবং তাঁর অনুসারীগণ নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবজাগরণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঐশী বাণীকে প্রচার করার প্রসারতা দানের কাজে লেগে যান। (কুরআন মজীদ, টীকা ৩৩৯৭)

** নবী-রসূল বা সংস্কারকের আবির্ভাবের সময় বিশ্বাসীদের শত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয় কিন্তু তাদের মনে এমন অদ্ভুত ও অসাধারণ এক প্রশান্তি নেমে আসে যা সকল পার্থিব সুখ-দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঐ অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করতে থাকে। "ফজরের উদয়" দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-নিপীড়নের আঁধার রজনীর অবসান ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধির উষা বা শুভ লগ্নকে বুঝায়। (কুরআন মজীদ, টীকা-৩৩৯৮-৩৩৯৮ ক) (আরও দেখুন কুরআন মজীদ, টীকা-২৬৯২-২৬৯৩ ক)

হাদীস

৬৬৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "রমযান মাসের শেষের দশ রাত্রিসমূহে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর" (বুখারী)।

৬৭০। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের নিকট রমযান এসেছে। রমযান মোবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে, দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস হতে উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত" (বুখারী, আহমদ)।

৬৭১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, তার পূর্বের গোনাহ মাফ করা হয়" (বুখারী)।

৬৭২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) রমযান মাসের শেষ দশদিন মসজিদে ই'তিকাফে বসতেন এবং বলতেন, "রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির ভিতর লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৬৩। "আমি বলেছি যে, লাইলাতুল কদরের দু'টি ব্যাখ্যাই সঠিক। এটি সাধারণভাবে প্রচলিত যে, এমন কয়েকটি রাত্রি আছে যা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়ার কবুলিয়তের জন্য খুবই উপযোগী। দ্বিতীয়টি এই যে, লাইলাতুল কদর সেই সময়কে বুঝায় যখন জ্ঞানের আলোর অভাবে অন্ধকার জগতকে ধর্মের সত্যতার বাস্তবতা নির্ধারিত হয়ে যায়" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

৩৬৪। "অতএব প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌তাআলার এই রীতি চিরকাল প্রচলিত আছে যে, যখন কোন রসূল বা নবী বা মুহাদ্দাস মানবজাতির সংস্কার সাধনের জন্য আকাশ হতে অবতীর্ণ হন, তখন অবশ্যই তাঁর সঙ্গে তাঁর সহচররূপে এমন সকল ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন, যারা যোগ্যতাসম্পন্ন হৃদয়সমূহে হেদায়াত দান করেন ও পুণ্যের আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং তাঁরা অনবরত অবতীর্ণ হতে থাকেন যে পর্যন্ত না কুফরী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ঈমান এবং বিশ্বাস ও সততার প্রভাত দেখা দেয়। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'সেই রাত্রে মহাপ্রভুর আদেশে ঐশী দূতগণ এবং পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হতে থাকেন এবং সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে সুসাধিত হয়, যে পর্যন্ত না প্রভাতের উদয় হয়। (৯৭ : ৫)" (ফতেহ ইসলাম বিশেষ প্রথম সংস্করণ পৃঃ ৫৯ ফুট নোট)

৪৭। হজ্জ

২৯৭। হজ্জ ফরয–কাদের জন্য ফরয। হজ্জের করণীয় কাজ।

কুরআন

৯৮১। এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সকল লোকের জন্য ফরয যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে তা অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নন। 'ক' (৩ : ৯৮)

৯৮২। অতঃপর তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে। 'খ' (২২ : ৩০)

৯৮৩। কিন্তু যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তোমরা তাঁকে স্মরণ করবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা নিশ্চয় পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। 'গ'

৯৮৪। অতঃপর যেখান হতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। ** (২ : ১৯৯-২০০)

'ক' ২ : ১২৬, ১৯৭; ৫ : ৯৮; ২২ : ২৮, ২৯;
'খ' ২২ : ২৭;
'গ' ২ : ২০১, ২০৪;

---

* আরাফাত একটি বিরাট সমতল বা উপত্যাকা ভূমি। এটা মক্কার নিকটেই। হজ্জ যাত্রীগণ যুলহজ্জ মাসের নবম দিনের শেষাংশটা সেখানে কাটান। মক্কা হতে মাত্র ৯ মাইল দূরবর্তী এই স্থানে নবমদিনের শেষাংশে এখানে অবস্থান করা হজ্জের একটি ব্রত বিশেষ যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ওকুফ' বলা হয়। আরাফাত একটি যুগ্ম শব্দ যার অর্থ পরিচয় বা জ্ঞান লাভের উপায়, পবিত্র স্থান।
'মাশআরুল হারাম' মুযদালিফার একটি ছোট পাহাড় যা মক্কা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে রসূলে করীম (সাঃ) সন্ধ্যার ও রাত্রের নামাযের পর সারা রাত্রি ও সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দোয়ায় নিমগ্ন থাকতেন। এই স্থানটি হজ্জের সময়ে ধ্যান, উপাসনা ও দোয়া-দুরূদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত। মক্কা হ'তে এর দূরত্ব ছয় মাইল। (কুরআন মজীদ, টীকা–২৩৫-২৩৬)
** ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে কুরাইশ ও বনু কিনানা গোত্রের লোকেরা, অন্যান্য তীর্থ যাত্রীদের সাথে আরাফাতের ময়দানে যেত না। তারা মাশআরুল হারামে থেমে যেত এবং আরাফাত হতে প্রত্যাগত লোকদের জন্য অপেক্ষা করত। এ আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হ'ল তারাও যেন মাশআরুল হারামে না থেমে সকলের সাথে আরাফাত পর্যন্ত যায় এবং অন্যান্য লোকেরা যা পালন করে তারা যেন সে সব পালন করে। আরাফাত হ'তে ফেরার পথে মাশআরুল হারাম পৌঁছে তীর্থ যাত্রীরা মীনায় গমন করবে। সেখানে কুরবানীর পশু জবাই করার পর ইহরাম অবস্থার অবসান হবে। (কুরআন মজীদ, টীকা–২৩৮)

হাদীস

৬৭৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর।' এমন সময় হযরত আকরা বিন হারেস (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এটা কি প্রত্যেক বছরের জন্য?' হুযুর (সাঃ) বললেন, 'যদি আমি হাঁ বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত, আর যদি ফরয হয়ে যেত তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে পারতেও না। হজ্জ একবার। যে তার অধিক করল সে স্বেচ্ছামূলক নফল কাজ করল।' (আহমদ, নিসাঈ ও দারেমী)

৬৭৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! হজ্জ কিসে ফরয হয়?' তিনি বললেন, 'পথের পাথেয় এবং বাহন।' (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৬৭৫। হযরত আবু রজীন উকাইলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট যেয়ে বললেন! আমার পিতা অতিবৃদ্ধ। সে হজ্জ ও উমরাহ করার ক্ষমতা রাখেন না। এবং বাহনেও বসতে পারেন না।' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরাহ কর।' (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নিসাঈ)

৬৭৬। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সমস্ত আরাফাতই অবস্থান স্থল এবং সমস্ত মীনাই কোরবানগাহ এবং সমস্ত মুযদালিফাই অবস্থানস্থল এবং মক্কার সমস্ত রাস্তাই রাস্তা ও কোরবানগাহ।' (আবু দাউদ ও দারেমী)

মলফূযাত

৩৬৫। "অন্য আর একটি উপাসনার নাম হজ্জ। যার অর্থ এ নয় যে, তার ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা সে সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। আল্লাহ্ হজ্জের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র ভালবাসা ও ভক্তিতে নিমজ্জিত হবে। একজন প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পুর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ তারই প্রকাশিত রূপ" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা হতে গৃহিত)।

২৯৮। হজ্জের অনুমোদিত বিষয়।

কুরআন

৯৮৫। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম; সুতরাং যে কেউ এই গৃহের হজ্জ করে অথবা উমরাহ করে অতঃপর সে যদি ঐ দুটির তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে তবে তার প্রতি কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যে কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নেক কাজ করে, তবে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্ নিশ্চয় গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। (২ : ১৫৯)

৯৮৬। এবং তোমরা পাথেয় নিও, স্মরণ রেখ, আল্লাহ্‌র তাকওয়া হচ্ছে সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব হে বুদ্ধিমান লোক সকল! তোমরা একমাত্র আমার তাকওয়া অবলম্বন কর। * (২ : ১৯৮)

৯৮৭। তোমাদের জন্য কোন পাপ নহে যে (হজ্জের দিনগুলিতে) তোমরা নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। *(২ : ১৯৯)

৯৮৮। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার এবং এর ভক্ষণ, ভোগসামগ্রী স্বরূপ তোমাদের জন্যও এবং মুসাফিরদের জন্যও; 'ক' (৫ : ৯৭)

'ক' ৫ : ৩;

* মক্কার তীর্থ গমনে যাতে খুব বেশি বেশি লোক অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য কুরআনে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, তীর্থযাত্রী এতদসঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যও করতে পারে। যারা নগদ টাকা-পয়সা বেশি নিতে পারে না তারা বিক্রয়যোগ্য কিছু জিনিসপত্র সাথে নিয়ে যেতে পারবে, যা বিক্রয় করে পথের খরচাদি ভালভাবে মিটাতে পারবে। (কুরআন মজীদ, টীকা-২৩৪)

হাদীস

৬৭৭। হযরত আসেম ইবনে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, "আমি আনাস ইবনে মালেককে 'সাফা' ও 'মারওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, '(ইসলামের প্রারম্ভে) আমরা মনে করতাম এ দুটির মধ্যে 'তওয়াফ' করা জাহেলী রেওয়াজমাত্র। তাই আল্লাহ্‌তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ অথবা উমরাহ্ করবে সে যদি এ দুটির তওয়াফ করে তবে তাতে তার গোনাহ্ হবে না" (বুখারী)।

৬৭৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকে মনে করত যে, হজ্জের সময় ব্যবসায় করা পাপ। যার জন্য এই আয়াত নাযেল হয়, 'তোমাদের জন্য কোন পাপ নয় যে, (হজ্জের দিনগুলিতে) তোমরা নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। (২ : ১৯৯)' " (বুখারী)

৬৭৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "ইয়েমেনবাসীরা হজ্জ করত কিন্তু পাথেয় সঙ্গে আনত না এবং বলত, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী।' কিন্তু যখন মক্কায় পৌঁছাত, মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইত। তখন আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করলেন, 'পাথেয় সঙ্গে লও, আর উত্তম পাথেয় হ'ল তাকওয়া (অর্থাৎ অন্যের নিকট না চাওয়া)" (বুখারী)।

৬৮০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করতেন এবং পরে স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করতেন" (আবু দাউদ)।

৬৮১। হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) আরাফাতে একই আযানে এবং দু'একামতে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন এবং তিনি এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তসবীহ পাঠ করেন নি। আর তিনি মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একই আযানে এবং ইকামতের সাথে আদায় করেন এবং মধ্যবর্তী সময়ে কোনরূপ তসবীহ পাঠ করেন নি। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাগরিব ও এশার নামায একই আযান ও এক ইকামাতে আদায় করেন" (আবু দাউদ মেশকাত)।

৬৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হজ্জ ও উমরাহ্-এর তাওয়াফ করতেন, প্রথমে মক্কায় আগমনের পর তওয়াফের তিন চক্করের মল (ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত চলা) করতেন এবং বাকী চার চক্করে হাঁটতেন অতঃপর তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করতেন" (আবু দাউদ)।

৬৮৩। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) শান্তির সাথে মুযদালিফা হ'তে প্রত্যাবর্তন করেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে (সাথীদেরকে) ছোট প্রস্তর নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন এবং "ওয়াদী মাহাসসীব" দ্রুত অতিক্রম করতে বলেন। (আবু দাউদ)

৬৮৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) 'জামরাতুল আকাবাতে' প্রস্তর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত 'তালবিয়া' পাঠ করতেন। (আবু দাউদ)

মলফূযাত

৩৬৬। "কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্র সন্নিধানে হাজির হয়, কারণ তখন সে সকল শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে কাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ের ভিতর স্বর্গীয় প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সত্যিকারের প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে।" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা, মূল রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯০৭)

২৯৯। হজ্জের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ।

কুরআন

৯৮৯। হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত; অতএব যে কেউ এর মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তবে হজ্জের মধ্যে না স্ত্রীগমন, না অপকর্ম এবং না কলহ বিবাদ করা যাবে। এবং তোমরা যে কোন পুণ্যকর্ম কর আল্লাহ্ তা জানেন। (২ : ১৯৮)

৯৯০। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাক, স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর–যার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে। 'ক' (৫ : ৯৭)

'ক' ৫ : ২, ৯৫, ৯৬;

হাদীস

৬৮৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ করে এবং অশ্লীল কথা না বলে এবং কোন ঝগড়া-বিবাদ না করে তবে সে ঐ দিনের মত প্রত্যাবর্তন করবে যেদিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল (অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাওয়া অবস্থায়)।' (বুখারী, মুসলিম)

৬৮৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বায়তুল্লাহ্‌র চারিদিকে তওয়াফ করা নামাযেরই নামান্তর, তবে পার্থক্য এই যে, তোমরা এতে কথা বলতে পার সুতরাং এতে ভালকথা ছাড়া কিছু বলবে না।' (তিরমিযী, নেসাঈ, দারেমী)

৬৮৭। হযরত উসমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করবে না, বিবাহ দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাব করবে না।' (মুসলিম)

৬৮৮। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'শিকারের গোশ্‌ত ইহরাম অবস্থায়ও তোমাদের জন্য হালাল যদি না তোমরা নিজেরা শিকার কর অথবা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়।' (আবু দাউদ, নেসাঈ, তিরমিযী)

মলফূযাত

৩৬৭। "ইসলামিক আইনে হজ্জের এটাই প্রকৃত অর্থ। এবং যারা হজ্জব্রত পালনের জন্য ব্রতী হয় তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক কর্ম আধ্যাত্মিক হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন। কিন্তু অনেক লোকই লোকে তাদের হাজী বলুক এর জন্যই অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কা'বাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্-এর নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না কেননা তারা শাসবিহীন খোলস মাত্র" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা–রিভিউ অফ রিলিজিয়ান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯০৭)।

৩০০। ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফ্‌ফারা।

কুরআন

৯৯১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের জন্তুকে হত্যা করো না। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করবে সেক্ষেত্রে যে চতুষ্পদ জন্তু সে হত্যা করেছে তার অনুরূপ বিনিময় হবে, যার ফয়সালা তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক করবে, যাকে কুরবানীরূপে কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, অথবা কাফ্‌ফারা হবে কয়েকজন মিসকীনের খাদ্য, অথবা সেই অনুপাতে রোযা, যেন সে নিজের কাজের পরিণাম ফল আস্বাদন করে। যা পূর্বে হয়েছে আল্লাহ্‌ তা ক্ষমা করেছেন কিন্তু পুনরায় যে কেউ তা করবে, তার নিকট হ'তে আল্লাহ্‌ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। বস্তুত আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী। (৫ঃ৯৬)

হাদীস

৬৮৯। হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি একদা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে নেকড়ে বাঘ (দাঁত ওয়ালা হিংস্র জন্তু) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (উহা কি শিকার জাতীয়?) তিনি বললেন, 'উহা শিকার অতএব মুহরিম যখন তা শিকার করবে তার কাফ্‌ফারাতে একটি দুম্বা দিবে'" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)।

৬৯০। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে এই পাঁচ প্রাণী হত্যা করেছে হরমে অথবা এহরামে তার কোন গোনাহ হবে না ঃ ইদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর" (বুখারী-মুসলিম)।

৩০১। হজ্জ-উমরাহ, কুরবানী ও হজ্জ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান।

কুরআন

৯৯২। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ ও উমরাহ্ সুসম্পন্ন কর, অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে যে কোন কুরবানীর পশু যা সহজে পাওয়া যায় (জবাই কর), এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী স্বস্থানে না পৌঁছে তোমরা নিজেদের মাথা মুড়িও না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পীড়িত হয় অথবা তার মাথার কোন কষ্ট থাকে (এবং এ কারণে সে পূর্বেই মাথা মুড়ায়) তবে রোযা অথবা সদকাহ অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদিয়া বিধেয় হবে। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরাহ্ মিলিয়ে উপকার লাভ করতে চায় তার জন্য সহজলভ্য কুরবানী বিধেয় হবে। কিন্তু কেউ যদি (কুরবানীর তৌফীক)না পায় তবে (তার উপর) রোযা বিধেয় হবে, হজ্জের সময় তিনদিন এবং যখন তোমরা (নিজগৃহে) ফিরে আসবে তখন সাতদিন এই পূর্ণ দশ (দিন রোযা রাখতে) হবে, এই আদেশ তার জন্য যার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকট বসবাসকারী নয়; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর। 'ক' * (২ : ১৯৭)

৫ঃ৩;৯৮; ২২ঃ২৯; ৩৪, ৩৫;

---

* উমরাহ্ বা ছোট হজ্জ এভাবে পালন করার নিয়ম। প্রথমে ইহরামের অবস্থা অবলম্বন করতে হয়; সাতবার কা'বার প্রদক্ষিণ করতে হয়। সাফা ও মারওয়া উপত্যকাদ্বয়ের মধ্যে দৌড়াতে হয় এবং ইচ্ছা করলে পশু কুরবানীও করা হয়। উমরাহ্ বছরের যে কোন্ সময় করা যায়। কিন্তু হজ্জ বা পুণ্য তীর্থ পালন কেবলমাত্র যুলহজ্জ মাসেই সম্পাদন করা নির্দিষ্ট।

'যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও' কথাটির মোটামুটি অর্থ হবে, যদি কোন বিশেষ কারণে তীর্থ গমনেচ্ছু ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহ্‌তে যেতে না পারে, যেমন অসুখের কারণে, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে বা অন্য আপদ-বিপদের কারণে।

উমরাহ্ এবং হজ্জকে দু'ভাবে একত্র করা যেতে পারে। 'ক' যে তীর্থযাত্রী প্রথমে উমরাহ্ শেষ করে ফেলতে চান, তিনি ইহরামের অবস্থায় থেকে উমরাহ্‌র সংশ্লিষ্ট সকল ব্রত পালন সম্পন্ন করে ফেলবেন। অতঃপর যুলহজ্ব মাসের ৮ তারিখে পুনরায় ইহরাম অবলম্বন করতঃ হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল ব্রত সম্পন্ন করবেন। এভাবে উমরাহ্ ও হজ্জ' একত্র করাকে পরিভাষাগতভাবে তামাত্তু বলা হয়, যার শব্দিক অর্থ কোন কিছুর সুযোগ নেয়া (খ) তীর্থ যাত্রী হজ্জ ও উমরাহ্ একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন। এরূপক্ষেত্রে উমরাহ্ ও হজ্জ একই সময়ে সম্পাদনের নিয়ৎ বা ইচ্ছা ব্যক্ত করে ইহরাম বাঁধতে হবে এবং ঐ ইহরামের অবস্থায় তাকে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে। এরূপভাবে হজ্জ ও উমরাহ্ একত্রীকরণকে পরিভাষাগত ভাবে 'কীরান' বলা হয়। কীরানের শাব্দিক অর্থ হল, 'দু' বস্তুকে একত্র রাখা'। কীরানই হোক আর তামাত্তুই হোক উভয় ক্ষেত্রেই কুরবানী বা পশু জবাই করা অবশ্য করণীয়। আলোচ্য আয়াতে 'তামাত্তু' শব্দটি পরিভাষাগতভাবে ব্যবহৃত হয় নি বরং কীরানকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তিনদিন হজ্জ পালনকালীন যে রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে তা পূর্বেল্লেখিত রোযা হতে ভিন্ন। প্রথমোক্ত রোযা ঐ সব তীর্থযাত্রীর জন্য যারা মাথারচুল কামাতে অক্ষম, আর এই রোযা (তিনদিন) ঐ সব তীর্থযাত্রীর জন্য যারা তামাত্তুর কুরবানী দিতে অক্ষম। ১১,১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ এই তিন দিন রোযার জন্য উৎকৃষ্টতর। বাকী সাতদিনের রোযা বাড়ী ফিরে সম্পাদন করলেও চলে। (কুরআন মজীদ টীকা ২২৮, ২২৯, ২৩০ ও ২৩১)

হাদীস

৬৯১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'রমযান মাসের উমরাহ্ হজ্জের সমান'। (বুখারী-মুসলিম)

৬৯২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'হজ্জ ও উমরাহ্ সাথে সাথে কর। কেননা এগুলি দারিদ্র ও গোনাহ দূর করে যেভাবে হাপর লোহা এবং সোনা রূপার ময়লা দূর করে। কবুল করা হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়। (তিরমিযী-নেসাঈ)

৬৯৩। হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে এহরামের জন্য অ-সেলাই কাপড় পরতে ও গোসল করতে দেখেছেন। হযরত খাল্লাদ বিন সায়েব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন

যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি যেন আমার আসহাবকে 'তালবিয়া' উচ্চস্বরে পড়তে বলি।' (মুয়ত্তা, তিরমিযী, আবু দাউদ, নেসাঈ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী)।

৬৯৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে মাথায় কেশ জড়ান অবস্থায় বলতে শুনেছি, 'লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লাশারীকালাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা, লা শারীকালাক' হে প্রভু! আমি তোমার খেদমতে দন্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দন্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দন্ডায়মান আছি, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার খেদমতে দন্ডায়মান আছি সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সমস্ত রাজত্ব তোমার; তোমার কোন শরীক নেই।' তিনি এ কয়টি কথার অধিক কিছু বলেন নি" (বুখারী-মুসলিম)।

৬৯৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে উমরাহ্ করতে বের হলাম আর কুরায়েশের কাফেরগণ এসে (হুদায়বিয়াতে) তাঁর ও বায়তুল্লাহ্'র মধ্যে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং তিনি তথায় আপন কুরবানীর পশুসমূহ জবাই করলেন ও মাথা মুড়ালেন আর তাঁর সহচরদেরও মাথা মুড়ালেন।" (বুখারী)

৬৯৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে হজ্জ করে পরে আমার যিয়ারত করেছে, আমার মওতের পর সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আমার জীবনে আমার যিয়ারত করেছে।" (বায়হাকী)

৬৯৭। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) মুযদালিফাতে উষার পর কুযাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'এটাই কুযাহ্ এবং এটাই অবস্থানেরস্থল, আর মুযদালিফার সব স্থানই মাওকিফ। আর আমি এ স্থানে ও মীনার সর্বত্র কুরবানী করেছি, যা কুরবানীর স্থান আর তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুকে মীনায় কুরবানী করবে।' (আবু দাউদ)

মলফূযাত

৩৬৮। "সংক্ষেপে পোষাকের কারণে (অর্থাৎ একজন হাজী সুন্দর পোষাকের চিন্তা করে না) হজ্জ প্রেমের প্রতীক হয়ে যায়। মাথাও মুড়ান হয় দৌড়াতে হয় এবং কালো পাথর চুম্বন করা হয় (চুম্বন ভালবাসার চিহ্ন) সকল ধর্মই এরূপ প্রতীক ব্যবহার করে থাকে যা প্রেমের সুন্দর ছবি অংকন করে। হজ্জ কুরবানীর সংকেত প্রকাশ করে।"
(আল্ হাকাম : ২৪শে জুলাই, ১৯০৬)

৩০২। হজ্জ-এর কুরবানীর পর করণীয় বিষয়।

কুরআন

৯৯৩। এবং তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর। কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনের মধ্যে (ফিরে যেতে চায়) তবে তার মধ্যে কোন পাপ বর্তিবে না এবং যদি কেউ বিলম্ব করে, তবে তার উপরও কোন পাপ বর্তিবে না। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে তাঁর সমীপে একত্র করা হবে। 'ক' * (২ : ২০৪)

'ক' ২ঃ২০১)

---

* এই দিনগুলি হ'ল যিলহজ্জ মাসের ১১,১২ ও ১৩ তারিখ। এই তিনদিন হাজীগণকে পারত পক্ষে মীনায় থেকে সাধ্যমত আল্লাহ্‌তাআলার তসবীহ ও মাহাত্ম্য কীর্তনে রত থাকতে হয। এই দিনগুলিকে 'আইয়ামুত তাশরীক বা সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার দিন বলা হয়।

হজ্জের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হ'ল তাকওয়া (ধর্মপরায়ণতা) অর্জন করা। হজ্জের নির্দেশ জারি করতে যেয়ে কুরআন প্রথমেই এই 'তাকওয়া'র কথা বলে হজ্জের বিষয়টি শুরু করেছে (২ঃ১৯৮)। অতএব বাহ্যিকভাবে কতকগুলি কাজকর্ম ও ব্রত পালন অর্থহীন হয়ে যাবে যদি এর মধ্যে ধর্মপরায়ণতা ও আত্মবিলীনতার আবেগাপ্লুতভাব সংশ্লিষ্ট না হয়। আসলে, মানুষের সব কাজ কর্মেই পুণ্য ও ধর্মভাব জাগরূক থাকা চাই। (কুরআন মজীদ, টীকা ২৪০-১৪১)

হাদীস

৬৯৮। হযরত আব্দুর রহমান বিন ইয়া-মারদীনী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "আরাফাতেই হজ্জ। যে মুযদালিফার রাত্রে (নয় তারিখ শেষ রাত্রে) ঊষা উদয়ের পূর্বে আরাফাতে পৌছিতে পেরেছে সে হজ্জ পেয়েছে। মীনায় অবস্থানের দিন হ'ল তিনদিন যে দু'দিনে তাড়াতাড়ী করে প্রস্থান করল তার গুনাহ নেই, আর যে (তিনদিন পর্যন্ত) অবস্থান করল তারও গুনাহ্ নেই। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নেসাঈ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী)

৩০৩। পশু কুরবানী কেন ও তার ঐতিহাসিক পটভূমি।

কুরআন

৯৯৪। (সে বলল,) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল পুত্র দাও।'

৯৯৫। তখন আমরা তাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

৯৯৬। অতঃপর যখন সেই পুত্র তার সাথে দৌড়াবার বয়সে উপনীত হ'ল তখন সে বললো, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি, সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার কি অভিমত?' সে বললো, 'হে আমার পিতা! তুমি যা আদিষ্ট হয়েছ, তা-ই কর ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাবে।'

৯৯৭। অতঃপর যখন তারা উভয়ই (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে জবাই করার জন্য কপালের উপর উপুড় করে শোয়াল।

৯৯৮। তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইবরাহীম।'

৯৯৯। 'তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ।' নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

১০০০। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

১০০১। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদিয়া (মুক্তিপণ) দিয়েছিলাম। * (৩৭:১০১-১০৮)

* হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি, মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য, হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের রূপ দেয়া হয়েছে। আয়াতটিতে আরও বুঝা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সময় নরবলী দেয়ার যে প্রচলন ছিল, তা পশু কুরবানীতে বদলিয়ে দেয়া হ'ল। (কুরআন মজীদ টীকা ২৪৯৮)

হাদীস

৬৯৯। হযরত যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই কুরবানী কিসের জন্য? তিনি বললেন, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নত,' তারা বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল আমাদের কি পুরস্কার আছে?' তিনি বললেন, 'প্রত্যেকটি কেশের জন্য একটি পুরস্কার।' তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল পশমের জন্যও?' তিনি বললেন, 'প্রত্যেকটি পশমের জন্যও একটি পুরস্কার।' (ইবনে মাজাহ্‌)

মলফূযাত

৩৬৯। "এগুলি হচ্ছে ঐ সকল নির্দেশাবলী যার অনুসরণে একজন লোক ইসলামের সত্যিকার রূপ উপলব্ধি করতে পারে। কারণ যে রূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলামের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে একটি ভেড়া যেমন কুরবানীর জন্য নিজেকে সমর্পন করে, তদ্রুপ মানুষ খোদার নিকট তার সমস্ত ইচ্ছা, অনুরাগ ও সংকল্প বিসর্জন দিয়ে খোদার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে ও খোদার জন্য সে মৃত্যু বরণ করতেও ইতস্তত করে না। সে আল্লাহ্‌কে এত গভীরভাবে ভালবাসে যে অন্য কোন কারণে নয় কেবল খোদা-প্রেমই তাকে খোদার আদেশসমূহ পালনে অগ্রগামী করে" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

৩০৪। ঈদুল আযহার কুরবানীর নিয়ম ও কুরবানীর পশুর বিবরণ। কুরবানীর বিধিনিষেধ।

কুরআন

১০০২। এবং আমরা প্রত্যেক কওমের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছি যেন তারা আল্লাহ্‌র নাম তার ওপর উচ্চারণ করে যা গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হতে তিনি তাদেরকে দান করেছেন। 'ক' (২২ঃ৩৫)

১০০৩। এবং তোমরা তা হতে কখনও আহার করো না যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় নি, কারণ ইহা অবশ্যই দুষ্কর্ম, (৬ঃ১২২)

'ক' ৫ঃ২, ৫; ৬; ১১৯, ১২০; ২২ঃ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭;

হাদীস

৭০০। হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে আমি ঈদুল আযহার নামায পড়লাম। অতঃপর হুযূর (সাঃ)-এর নিকট মেষ আনা হ'ল। তিনি (সাঃ) একে জবাই করলেন। জবাই করবার সময় তিনি বলেছিলেন, "বিসমিল্লাহে আল্লাহ্‌ আকবর।' 'আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌ সব চেয়ে বড়। হে আমার আল্লাহ্‌! এই কুরবানী আমার তরফ হতে এবং উম্মতের ঐ সকল লোকের তরফ হতে কবুল করুন যারা কুরবানী করতে পারে না" (তিরমিযী)।

৭০১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা এক সময় সফরে থাকাকালীন ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'ল। আমরা এক গরুতে সাতজন অংশীদার হ'লাম এবং এক উটে দশজন" (তিরমিযী)।

৭০২। হযরত মুজাশেল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যেখানে এক বৎসরের ছাগল যথেষ্ট, সেখানে ছয় মাসের মেষও যথেষ্ট।' (আবু দাউদ)

৭০৩। হযরত বারারা বিন আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কোন প্রাণী কুরবানী করতে নেই।' তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, 'চারটি প্রাণী, খোঁড়া প্রাণী যার দোষ প্রকাশ্য, অন্ধপ্রাণী যার অন্ধত্ব প্রকাশ্য, পীড়িত প্রাণী যার পীড়া প্রকাশ্য এবং জীর্ণশীর্ণ প্রাণী যা কোনদিন বলবান হবে না।' (তিরমিযী)

৭০৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে লোক নামাযের আগে জবাই করল, সে নিজের জন্যই জবাই করল। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর জবাই করল তার কুরবানী পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী আমল করল।' (বুখারী)

৭০৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুযূর (সাঃ) আসফালে বালদাহ্ নামক স্থানে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সঙ্গে দেখা করতে যান। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হবার পূর্বেকার ঘটনা। তখন যায়েদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে দস্তরখান পেশ করলেন। এতে গোশ্ত ছিল। হযরত (সাঃ) তা থেকে খেতে অস্বীকার করলেন। পরে বললেন, "তোমাদের দেবদেবীর নামে যা জবাই কর তা আমি কখনও খাব না। আমি একমাত্র তাই খেয়ে থাকি যা আল্লাহ্র নামে জবাই করা হয়।' (বুখারী-কিতাবুল যাবায়েহ)

মলফূযাত

৩০৫ অধ্যায়ের মলফূযাত দ্রষ্টব্য।

৩০৫। কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

কুরআন

১০০৪। এবং যখন তারা নিজেদের পার্শে ঢলে পড়ে, তখন তোমরা তা হতে নিজেরাও আহার কর এবং আহার করাও অল্পেতুষ্ট ধৈর্যশীল অভাবীদেরকে এবং দারিদ্রে কাতর ব্যক্তিদেরকেও। এভাবে আমরা এদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 'ক' *

১০০৫। তাদের গোশ্ত ও তাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না বরং তার নিকট তোমাদের তরফ হতে তাকওয়া পৌঁছে। এভাবে তিনি তাদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। এবং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। 'খ' ** ২২ : ৩৭-৩৮)

'ক' ২২ঃ২৯;
'খ' ২২ঃ৩৪;

---

* কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলিকে জবাই করা এরূপ এক প্রতীকস্বরূপ যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উষ্ট্রগুলি তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই হ'ল কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে এক পশুকে কুরবানী করে, তখন হজ্জ যাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা আল্লাহ্র এক

নিদর্শনস্বরূপ। এ আয়াত আরও প্রমাণ করে যে, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিত যেন অপচয় না হয়। (কুরআন মজীদ টীকা ১৯৫৪)

** ২২ : ৩৮ আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর সারাংশ ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর সমুজ্জ্বলভাবে আলোকপাত করেছে। এটা এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করে যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া আল্লাহ্‌তাআলাকে সন্তুষ্ট করে না বরং এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতের তাকওয়া, প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে না, অন্তরের তাকওয়াই কেবল তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট আপন ও প্রিয় যা কিছু আছে আল্লাহ্‌তাআলা এর সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন– আমাদের পার্থিব সহায়-সম্পদ প্রিয় ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্‌তাআলা পশুর রক্ত ও গোশ্‌ত আমাদের নিকট হতে চান না এবং আশা করেন না, কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চান, তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, যেহেতু বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনের ভাবই গুরুত্বপূর্ণ, সে জন্য বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এটা সত্য যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোসাস্বরূপ, এবং তার অভ্যন্তরীণ প্রেরণা তার শাঁস, তদনুরূপ কোন বস্তুর দেহাবরণ তার শাঁস বা সারাংশের মতই জরুরী, কারণ কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসাব্যতীত থাকতে পারে না। (কুরআন মজীদ, টীকা ১৯৫৫)

হাদীস

৭০৬। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) (বিদায় হজ্জে) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর কুরবানীর উটসমূহ দেখাশুনা করতে এবং তার গোশ্‌ত, চামড়া ও ঝুল (গরীবদের মধ্যে) বন্টন করে দিতে আর কসাইকে এর কিছু না দিতে এবং বলেছিলেন, 'কসাইকে (তার পারিশ্রমিক) আমরা আমাদের নিজের পক্ষ হতে দিব' " (বুখারী-মুসলিম)।

৭০৭। হযরত সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) (দুর্ভিক্ষের) বছর বলেছিলেন, 'তোমাদের মাধ্যে যে কুরবানী করবে, তিন দিনের পর তার ঘরে যেন কুরবানীর গোশ্‌তের কিছু না থাকে। যখন পরবর্তী বছর আসল, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! গত বছর আমরা যেরূপ করেছিলাম এবছরও কি সেরূপ করব? হুযূর বললেন, 'না, নিজেরা খাও অন্যদের খাওয়াও এবং কিছু জমা করে রাখ (যদি চাও), গত বছর তো মানুষের অনটন ছিল, তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তোমরা তাদের সাহায্য কর।' (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৩৭০। "দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে এই মাস ত্যাগের মাস বলে পরিচিত। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ত্যাগের উত্তম উদাহারণ দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমন তোমরা ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত সময় যখন জগৎকে প্রভাতের আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে মানুষ যেভাবে কুরবানী করে, তা কুরবানীর শাঁস নয়। তা কুরবানীর খোলস মাত্র। তা আত্মা নয় দেহ মাত্র" (মলফূযাত, ২য় খন্ড)

৪৮। যাকাত

৩০৬। যাকাত প্রদান ধনী মুসলমানদের জন্য ফরয।

কুরআন

১০০৬। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং তোমরা তোমাদের জন্য যে কোন উত্তম কাজ অগ্রে প্রেরণ করবে, তা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পাবে, তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সর্বদ্রষ্টা। 'ক' (২ : ১১১)

১০০৭। যারা যাকাত দেয় না বস্তুতঃ তারাই পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী 'খ' (৪১ : ৮)

'ক' ২ : ৪৪, ১৭৮, ২৭৮; ৪ : ৭৮, ১৬৩, ৫ : ৫৬; ৭ : ১৫৭, ৯ : ৫, ১১; ১৯ : ৫৬; ২৩ : ৫; ২৪ : ৩৮, ৩৯, ৫৭; ৩৩ : ৩৪, ৭৩ : ২১;
'খ' ২৭ : ৪;

হাদীস

৭০৮। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে বলুন বেহেশ্‌তে যেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?' তিনি বললেন, 'কাউকে শরীক না করে আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, নামায কায়েম কর যাকাত প্রদান কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় কর।' (বুখারী, মুসলিম)

৭০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করে নি, তার সেই ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে, যার মাথায় চুল থাকবে এবং (দু) চোখের উপর কালো দু'টি দাগ থাকবে। আর এটিকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে, সেটি তার মুখের দুপাশে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে আমিই তোমার ধন-সম্পদ, আমিই তোমার গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াত পাঠ করলেন, 'যাদের উপর আল্লাহ্‌তাআলা করুণা ও মেহেরবানী করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। কৃপণতা করে তারা যা জমা করে, তা কিয়ামতের দিন তার গলায় শৃঙ্খল হয়ে যাবে। পৃথিবী ও আকাশের মালিকানা আল্লাহ্‌র। তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন।' (বুখারী)

৭১০। হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের নিকট যাকাত উসুলকারী আসবে, তখন সে যেন তোমাদের নিকট হতে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।' (মুসলিম)

৭১১। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "(সওয়ারীর) ঘোড়ায় এবং (খেদমতের) কৃতদাসের আমি যাকাত মাফ করে দিলাম। অতঃপর তোমরা রূপার যাকাত দিবে প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম। একশত নব্বইতেও যাকাত নেই কিন্তু রূপা দু'শত দিরহামে পৌঁছিলে তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত।' (তিরমিযী), আবু দাউদ)

৭১২। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'শাক-সব্জিতে যাকাত নেই, আরিয়ায় যাকাত নেই, পাঁচ ওছকের কম শস্যে যাকাত নেই, কাজের উট, গরুতে যাকাত নেই, এবং ঘোড়া, খচ্চর ও কৃতদাসে যাকাত নেই। (দারে কুত্‌নী)

ব্যাখ্যা : আরিয়া সে সকল খেজুর গাছকে বলা হয় যার মালিক তার ফল খাবার জন্য কোন গরীবকে এক বছরের জন্য দান করেছে। (মিশকাত)

মলফূযাত

৩৭১। "ইসলামের ৪র্থ রোকন যাকাত বা বৈধ দান প্রদান। এর আরবী শব্দের অর্থ পবিত্রতা। সুতরাং ইসলামের এই নির্দেশের লক্ষ্য পবিত্রতা। অনেকে এমন আছে যারা বদান্যতাস্বরূপ দান করে, কিন্তু তাদের উপার্জন হালাল কি হারাম তার প্রতি নজর দেয় না। কিন্তু ইসলামে যাকাত কেবল মাত্র হালাল উপার্জন এবং অন্যের ক্ষতি না করে উপার্জিত সম্পদ হতে প্রদান করতে হয়। বৈধ ভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে যাকাত প্রদান করার ফলে তার উপার্জিত সম্পদ পবিত্র হয়" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

৩০৭। কারা যাকাত পাবার যোগ্য।

কুরআন

১০০৮। সদকাসমূহ (যাকাত) কেবল গরীব, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং তাদের জন্য যাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করতে হয় এবং দাসমুক্তির জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং পথিকদের জন্য– আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। বস্তুত আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময় । * (৯ঃ৬০)

---

* 'সাদাকাত-' এর অর্থ এখানে বাধ্যতামূলক সদকা অর্থাৎ যাকাত বুঝায়। এই আয়াতে যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাত যে ব্যক্তির উপর বাধ্যকর তার সত্তা নির্ধারণ করেছে, যথা (ক) 'ফোকারা' একবচনে ফকীর (মূল শব্দ ফাকারা, যার অর্থ এটা তার পিঠের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। (লেইন)। অর্থাৎ দারিদ্র অথবা রোগব্যাধিতে যারা ভেঙ্গে পড়েছিল তারা, (খ) 'মাসাকীন' (একবচনে মিসকীন, মূল শব্দ সাকানা হতে উৎপন্ন) অর্থাৎ সেই সকল লোক যারা কর্মক্ষম কিন্তু তাদের উপায়-উপকরণের অভাব, (গ) সে সকল লোক যারা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত বা যাকাতের অন্য কোন কাজে জড়িত (ঘ) অভাবগ্রস্ত নওমুসলিম যাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন আছে। (ঙ) গোলাম কয়েদী এবং এহেন অন্যান্য লোকগণ যাদেরকে আযাদ বা মুক্ত হবার জন্য মুক্তিপণ দিতে হয়। (চ) যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ প্রভৃতি। (ছ) যে কোন সৎ কাজের জন্য এবং (জ) মুসাফিরিতে অর্থাভাবে বা অসহায় অবস্থায় নিপতিত অথবা যারা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয় অথবা সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কাজ করে। (কুরআন মজীদ টীকা ১১৯৩।

হাদীস

৭১৩। তাবেয়ী হযরত আতা বিন ইয়াসার মোরসালরূপ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যাকাত হালাল নয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য। পাঁচ ব্যক্তি ব্যতীত– আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদকারী গাজী, যাকাত উসুলের কর্মচারী, সাময়িক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি আপন মালের দ্বারা যাকাতের জিনিস খরিদ করেছে অথবা সেই ব্যক্তি যার কোন গরীব প্রতিবেশী আছে এবং তাকে কেউ যাকাত দিয়েছে আর সে তা তাকে হাদিয়া রূপে দিয়েছে। (মুয়াত্তা ও আবু দাউদ)

৭১৪। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যাকাত হালাল নয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য আর না শক্তিমান পূর্ণাঙ্গ (অবিকলাঙ্গ) ব্যক্তির জন্য (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী, আহমদ ও নেসাঈ। কিন্তু ইবনে মাজাহ আবূ হুরায়রা হতে, মেশকাত)।

মলফূযাত

৩৭২। "খয়রাত ও সদকা প্রভৃতিতে যে মাল দেয়া হয় তাতে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রথমে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের দিতে হবে। অবশ্য যারা খয়রাতের মাল আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করে বা তার শৃঙ্খলা রক্ষা করে তারাও খয়রাতের মাল হতে কিছু পেতে পারে এবং কাকেও অমঙ্গল হতে বাঁচাবার জন্য এ অর্থ হতে কিছু দেয়া যেতে পারে। তেমনি দাসমুক্তি (যুদ্ধবন্দী মুক্তি) ঋণগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এবং অন্য প্রকারের যা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য হয়, ঐ সকল মাল খরচ হবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩০৮। দান বা যাকাত কেন এবং এর উদ্দেশ্য।

কুরআন

১০০৯। কিন্তু মুত্তাকীকে তা হতে অবশ্যই দূরে রাখা হবে,
১০১০। যে নিজ সম্পদকে ব্যয় করে যেন সে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারে, 'ক'
১০১১। এবং তার দায়িত্বে কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার বিনিময় তাকে দিতে হয়,
১০১২। তবে একমাত্র তার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভই তার উদ্দেশ্য হয়।
১০১৩। এবং তিনি অবশ্য (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন। *(৯২ : ১৮-২২)

'ক' ২ঃ ৩, ৪, ১৭৮; ৯ : ১০৩;

---

* ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসী ব্যক্তি পরোপকার সাধন করতে সচেষ্ট থাকে, পরের কাছ হতে উপকার প্রাপ্তির প্রত্যুপকার হিসাবে নয় বরং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপকারে নিজেকে নিয়োগ করার একান্ত আগ্রহের কারণে। এরূপ করার পিছনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে স্বীয় প্রভু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৩৭১)

হাদীস

৭১৫। হযরত আহমদ ইবনে শাবীর ইবনে সাঈদ হযরত খালিদ ইবনে আসলাম (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। পথে জনৈক বেদুঈন তাকে প্রশ্ন করল, "আল্লাহ্‌তাআলার বাণী 'যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে' এর ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিন।" উত্তরে ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, "যে ব্যক্তি সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং যাকাত আদায় করে না তার জন্য অশুভ পরিণতি। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবটুকু দান করে দিবার আদেশ যাকাত বিধান অবতীর্ণ হবার আগের কথা। অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা যাকাত বিধানকে সম্পদের পবিত্রতা লাভের উপায়রূপে অবতীর্ণ করেন" (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)।

মলফূযাত

৩৭৩। সমাজের লোকদের সাহায্য করার অর্থ শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে তাদের সকল প্রয়োজনে তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করা, এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সকল সম্পর্ক, যা আল্লাহ্‌তাআলা তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা নিঃস্বার্থ সহানুভূতির সাথে বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা যার যেরূপ সামর্থ্য দিয়েছেন তদনুযায়ী প্রত্যেককে অন্যদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। (ইসেন্স অফ ইসলাম, পৃ-১৭. মূল আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃঃ ৬২)

৪৯। জিহাদ

৩০৯। জিহাদ কখন ও কেন?

কুরআন

১০১৪। এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। 'ক' (২ : ১৯১)

১০১৫। এবং তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহ্‌রই জন্য (কায়েম) হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তবে (জেনো যে) কারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই, কেবল যালেমদের ব্যতিরেকে। 'খ' ** (২ : ১৯৪)

১০১৬। এবং তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং ঐ সকল অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ কর না, যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে এই শহর হতে বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীগণ বড়ই যালেম এবং তুমি নিজের সন্নিধান হতে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার সন্নিধান হতে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর। **(৪ :৭৬)

'ক' ২ : ১৯২, ১৯৩, ২১৭, ২৪৫; ৩ : ১৪৩, ১৯৬; ৪ : ৭২,৭৭, ৯২; ৫ : ১০৬; ৮ : ৬৬, ৬৭ ৭৫-৭৬; ৯ : ৪-৬, ২৯, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৭৩, ৮৮, ১১১; ২২ : ৪০-৪১, ৭৯; ৬১ : ৫, ১২;
'খ' ৮ : ৪০-৪১, ৯ : ১৩-১৪, ১৬; ৪৭ : ৫-৭; ৫৭ : ১১;

---

* ২ : ১৯১-১৯৪ নং আয়াত পর্যন্ত চারটি আয়াত যুদ্ধের নিম্নলিখিত নিয়ম কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছে, 'ক' যুদ্ধ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার খাতিরেই করা যেতে পারে, আত্মস্বার্থ, ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণে নয়, 'খ' আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানগণ যুদ্ধ করতে পারে, নিজেরা প্রথম আক্রমণকারী হতে পারে না, 'গ' যদিও শত্রুরা প্রথম আক্রমণ করেছে, তথাপি মুসলমানেরা যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখতে আদিষ্ট হয়েছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র (অর্থাৎ শত্রুরা পরাজিত কিংবা সন্ধিবদ্ধ কিংবা প্রতিহত হওয়া মাত্র) যুদ্ধ বন্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছে, (ঘ) তারা কেবল শত্রু পক্ষের যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে, কিন্তু বেসামরিক ব্যক্তিদের আক্রমণ কিংবা অপমান করতে পারবে না, (ঙ) যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না, (চ) ধর্মীয় তীর্থস্থান আক্রমণ করা কিংবা ঐগুলির কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, এমনকি ঐ সকল স্থানের আশেপাশে যুদ্ধ করাও নিষিদ্ধ, (ছ) যদি শত্রুরা তাদের ধর্মীয় স্থানে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ চালায়, কেবল মাত্র মুসলমানগণ তখনই সেখানে যুদ্ধ করতে পারবে এবং (জ) যুদ্ধ ততক্ষণই চালিয়ে যাবার অনুমতি আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ না হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠামাত্র যুদ্ধ থামাতে হবে (দেখুন ৮ঃ৪০,৯ঃ৪-৬;২২ঃ৪০-৪১ ইত্যাদি)। (কুরআন মজীদ টীকা ২২৩)

** এ আয়াতটি একটি জ্বলন্ত প্রমাণ যে, মুসলমানরা কখনও যুদ্ধ শুরু করে নি। তারা কেবল আত্মরক্ষার জন্য এবং দুর্বল স্বধর্মীদেরকে অত্যাচার হতে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করেছিল। (কুরআন মজীদ, টীকা-৩৩২-ক)

হাদীস

৭১৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে– একমাত্র আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও তার বিধানের সত্যতার প্রতি স্বীয় বিশ্বাস প্রতিপন্ন করে দেখান ব্যতীত আর কিছুই তাকে বাড়ী হতে বের করতে পারে না, আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর ব্যাপারে জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যে, তাঁকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন অথবা সে (জিহাদে অংশগ্রহণ করার কারণে) যা কিছু পুরস্কার এবং গনিমত লাভ করেছে তৎসহ, যেখান থেকে সে (জিহাদে) বহির্গত হযেছে সেখানে (সহি সালামতে) ফিরিয়ে আনবেন।' (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

৭১৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে মদীনা আক্রমণের জন্য আগত সম্মিলিত কাফের বাহিনীর জন্য বদ্‌দোয়া করেছেন। তিনি তাঁর দোয়ায় বলেছেন, "হে আল্লাহ্! কিতাব নাযিলকারী ও অচিরেই হিসেব গ্রহণকারী, তুমি সবগুলো দলকে (কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত কর। হে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত ও মূলোৎপাটিত কর" (বুখারী, কিতাবতুল মাগাযী)।

৭১৮। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি যে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ পর্যন্ত না শত্রু সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। যখন তারা তা পালন করে তখন তাদের জীবন ও সম্পদ আমা হতে নিরাপদ তবে শর্ত এই যে, তারা ইসলামের নির্দেশাবলী মেনে চলবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহী করতে হবে" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৭৪। "কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রয়েছে যে, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক নমুনা ও উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এ ধারণা পোষণ করো না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালানোর আদেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা সে তলোয়ার দীনকে বিস্তার লাভের উদ্দেশ্যে চালান হয় নি বরং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্ম রক্ষা করার কিংবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালান হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ও বল প্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না" (সিতারায়ে কায়সারীয়া)।

৩১০। জিহাদকারী ও শহীদদের মর্যাদা।

কুরআন

১০১৭। মোমেনগণের মধ্যে অক্ষম ব্যতিরেকে যারা পিছনে বসে থাকে তারা এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান হতে পারে না। ধন সম্পদ এবং জীবন দিয়ে জিহাদকারীগণকে আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের উপর, যারা (গৃহে) বসে থাকে, মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এবং তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ্ কল্যাণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বস্তুতঃ যারা (গৃহে) বসে থাকে তাদের উপর আল্লাহ্ মুজাহিদগণকে মহাপুরস্কারের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন-

১০১৮। তার সন্নিধান হতে পদ মর্যাদা, এবং ক্ষমা এবং রহমত দ্বারা এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়। 'ক' (৪ : ৯৬-৯৭)

১০১৯। এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলো না যে তারা মৃত; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না। 'খ' (২ : ১৫৫)

'ক' ৩ : ১৫৮, ১৯৬; ৪ : ৭৫;৮ : ৭৫-৭৬; ৯ : ১৯-২২, ৪১, ৫২, ৮৮, ৮৯, ১১১; ৪৭ : ৫-৭;৫৭ : ১১;
'খ' ৩ : ১৭০-১৭২;

হাদিস

৭১৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম(সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী- অবশ্য আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তাঁরপথে সত্যিকার জিহাদকারীকে– এমন এক রোযাদারের ন্যায় যে অবিরাম রোযা রাখে ও নামায আদায় করে। আল্লাহ্ তাঁর পথে জিহাদকারীর ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, সে মৃত্যু বরণ করলে তাকে জান্নাত দান করবেন অথবা তাকে গাজী (বিজয়ী) বানিয়ে নিরাপদে পুরস্কার (সওয়াব) অথবা গনীমত সহ ফিরিয়ে আনবেন" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)।

৭২০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "বেহেশ্তে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ব্যাতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার

সবকিছুই নিয়ামত হিসাবে থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদী মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহদতের মর্যাদা দেখতে পাবে" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

৭২১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "পাঁচ প্রকার মৃত ব্যক্তি শহীদ বলে গণ্য হয় – মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তুপে চাপা পরে মৃত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ করল সে ব্যক্তি" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

৭২২। হযরত সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ান ইবনে হাকামকে মসজিদের মধ্যে দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, "আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পার্শ্বে বসলাম। তিনি আমাকে যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে দিয়ে কুরআনের আয়াত, 'লা ইয়াসতাবিল, কাইদুনামিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুজাহিদুনা ফি সাবিহিল্লাহ্' লিখালেন। তিনি তখনও আমাকে দিয়ে আয়াতটি লিখাচ্ছেন এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আসলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ মানুষ। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমি যদি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তবে অবশ্যই জিহাদ করতাম।' এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমনভাবে বসেছিলেন যে, তাঁর উরু আমার উরুর উপর ভর দেয়া ছিল। (হঠাৎ) আমার কাছে তা ভারী বোধ হ'ল। এমন কি আমার উরু ভেঙ্গে যাবার আশংকা করলাম। এরপর তাঁর এ অবস্থা কেটে গেল। আল্লাহ্তাআলা নাযিল করলেন, 'ওজর অসুবিধা ছাড়াই যারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করে বসে থাকে...।' (বুখারী)

৭২৩। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "হে আল্লাহ্র রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক কে?" উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "যে মোমেন আল্লাহ্র পথে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে।" লোকেরা বলল, "এর পর কে?ঃ তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টকারিতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য পাহাড়ের কোন নির্জন গুহায় অবস্থান করে" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

৭২৪। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "দু' ব্যক্তির কার্যকলাপে (পরিণামে) আল্লাহ্ হাসবেন। কারণ তারা পরস্পরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে সে আল্লাহ্র পথে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। অতঃপর হত্যাকারীর তওবা আল্লাহ্ কবুল করেছেন এবং পরে সে-ও শাহাদত লাভ করে জান্নাতবাসী হবার সুযোগ পেয়েছে" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

মলফূযাত

৩৭৫। "শহীদের সেই মর্যাদা যা অর্জনের পর মানুষ আল্লাহ্র দর্শনলাভ করে থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্র অস্তিত্ব, শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার উপর এরূপ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে যেরূপ সে কোন জিনিস প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে থাকে। মানুষ যখন এই স্তরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্র পথে জীবন দান করা তার জন্য মোটেই কষ্টকর হয় না বরং সে এতে শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে থাকে" (মলফূযাত, ৭ম খন্ড)।

৩১১। পবিত্র মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। কিন্তু আক্রান্ত হলে প্রতি আক্রমণ বৈধ।

কুরআন

১০২০। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান মতে আল্লাহ্‌র নিকট মাসের সংখ্যা বার মাস সেদিন হতে যেদিন তিনি আকাশমন্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এগুলির মধ্যে সম্মানিত হল চারটি। এটা সুদৃঢ় ধর্ম। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেরদের উপর যুলুম করো না। 'ক' (৯ : ৩৬)

১০২১। তারা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তাতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে (লোকদেরকে) বিরত রাখা এবং তাঁকে অস্বীকার করা এবং মসজিদুল হারাম হতে (লোকদেরকে) বিরত রাখা এবং এর অধিবাসীদেরকে তা হতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বাধিক অন্যায় এবং ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। 'খ' (২ : ২১৮)

১০২২। পবিত্র মাস (এর অবমাননার প্রতিশোধ) পবিত্র মাসেই এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর (অবমাননার) জন্য প্রতিশোধ নিবার বিধান রয়েছে, (২ : ১৯৫)

'ক' ৯: ৫, ৩৭;

'খ' ২: ১৯২;

হাদীস

৭২৫। হযরত আবু বাক্‌রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে. হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা যেদিন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন জামানা ও কাল যেরূপ ছিল, এখন চক্রাকারে ঘুরে তার সেই আসলরূপে আবার ফিরে এসেছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র। তিন মাস পর পর – যুলকাদা,যুলহাজ্জা, মুহাররম ও মুদার গোত্রের রযব মাস-যা জুমাতুল আখের ও শাবানের মধ্যে অবস্থিত" (বুখারী)।

৭২৬। হযরত আবু জামরাহ্ বর্ণনা করেছেন, "আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধিদল নবী (সাঃ)-এর কাছে আসলেন। তারা আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা হলাম রাবীয়ার গোত্র আর আমাদেরও আপনার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে মুদারের কাফেররা। কাজেই হারাম (পবিত্র) মাসগুলো ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার খেদমতে হাজির হতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের হুকুম দিন যেগুলোর উপর আমরা আমল করতে পারি এবং আমাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকেও এর দিকে দাওয়াত দিতে পারি। জবাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। (তা হচ্ছে) আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা তথা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেয়া এবং তিনি (আঙ্গুলের সাহায্যে) একের ইশারা করলেন, আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং গণীমতের মাল হতে 'খুমুস' (এক পঞ্চমাংস) আদায় করা। আর তোমাদেরকে কদুরখোল, নকীর কাঠের পাত্র, সবুজ কলম ও তৈলাক্ত পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করছি" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

৭২৭। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) মীনায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি জান এটি কোন্ দিন?" সবাই বললেন, "আল্লাহ্‌ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, 'এটি হারাম (পবিত্র) দিন।" (পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন) "তোমরা কি জান এটি কোন শহর?" সবাই বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই বেশি জানেন।" তিনি বললেন, "এটি পবিত্র সম্মানিত শহর।" (পুনরায়) তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ মাস?" লোকজন বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে বেশি জানেন।" তিনি বললেন, "এটি মাহে হারাম।" অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের রক্ত (জীবন), মান ও ইজ্জত আব্রু ঠিক তেমনি হারাম করে দিয়েছেন, তোমাদের আজকের দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর, তোমাদের জন্য যেরূপ পবিত্র ও সম্মানিত" (বুখারী, কিতাবুল্ আদাব)।

মলফূযাত

৩৭৬। "এমনকি যুদ্ধের সংকটকালেও তিনি [রসূলে করীম (সাঃ)] সকল গ্রহণযোগ্য আইন ও চুক্তির শর্তসমূহ পালনে যত্নবান থাকতেন। এক সময় তিনি সাহাবাদের একটি দলকে সন্ধানী কার্যে পাঠান। তাঁরা পবিত্র রযব মাসের শেষ দিনে শত্রুপক্ষের কিছু লোকের মুখোমুখি হন। তাঁরা মনে করেন যে, তাদের ছেড়ে দিলে তারা এই তল্লাসি দলের সংবাদ, যা মক্কার খুব নিকটে ছিল, মক্কায় পৌঁছিয়ে দিলে অতি ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হবে। এই ভেবে তাঁরা তাদের আক্রমন করেন এবং সংঘর্ষে শত্রুপক্ষের একজন নিহত হয়। তল্লাশি দল মদীনায় ফিরে গেলে মক্কাবাসীগণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, তারা পবিত্র মাসে তাদের লোককে হত্যা করেছে। মক্কাবাসীগণ প্রায়ই পর্বিত্র মাসসমূহের পবিত্রতা নষ্টের অপরাধে অপরাধী হত এবং মুসলিমগণকেও তার প্রতি-উত্তর দিতে হত। অতএব তাদের প্রতিবাদের যথাযথ উত্তর এই বলে দেয়া যেত যে, তারা পবিত্র মাসের রীতি পালন করে নি এবং মুসলিমগণ যে কাজ করেছে তার প্রতিবাদের জন্য জিদ করার অধিকার তাদের নেই। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এরূপ কোন জবাব দেন নি। বরং তিনি ঐ দলের সদস্যদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন, গনিমতের মাল গ্রহণে অস্বীকার করেন। এবং কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে যে নিহত ব্যক্তির জন্য রক্তপণও প্রদান করা হয় যে পর্যন্ত না ২ : ২১৮ আয়াত দ্বারা প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা হয়" (হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) – ইনট্রোডাকসন টু দি স্টাডি অফ হোলি কুরআন)।

৩১২। জিহাদে অংশগ্রহণ কাদের জন্য শিথিলযোগ্য।

কুরআন

১০২৩। অন্ধের উপর কোন দোষ নেই, খঞ্জের উপর কোন দোষ নেই, পীড়িতের উপর কোন দোষ নেই (যদি তারা জিহাদে যোগদান না করতে পারে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমুহ প্রবাহিত থাকবে; কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। 'ক' (৪৮ : ১৮)

'ক' ৪ : ৯৬, ৯৭; ৯ : ৯১-৯৩;

হাদীস

৭২৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) কোন এক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালীন সময় বলেছিলেন, 'আমাদের সাথে যুদ্ধে যোগদান না করে এমন কিছু লোক নিশ্চুপ মদীনায় বসে আছে; আমরা পর্বতের গুহায় প্রবেশ করি বা কোন উপত্যকায় গমন করি, সর্বাবস্থায় তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে। একমাত্র অক্ষমতাই তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে।' (বুখারী)

৭২৯। হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেয়, সে নিজেই যেন জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করে, সে-ও যেন নিজেই জিহাদ করে" (বুখারী)।

৩১৩। জিহাদের (ধর্মযুদ্ধের) আহ্বান এলে সাড়া দানের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র পথে ও তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ। কারা শয়তানের বন্ধু।

কুরআন

১০২৪। সুতরাং যারা পরকালের জন্য পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা উচিত। এবং যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর সে নিহত হয় অথবা জয়লাভ করে, অচিরেই আমরা তাকে মহাপুরস্কার দান করব। 'ক' (৪ : ৭৫)

১০২৫। যারা ঈমান আনে তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যারা অস্বীকার করে তারা তাগুতের (বিদ্রোহী শয়তানের) পথে যুদ্ধ করে, অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, শয়তানের (যুদ্ধ) কৌশল নিশ্চয় দুর্বল। 'খ' (৪ : ৭৭)

১০২৬। নিশ্চয় আমরা শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি যারা ঈমান আনে না। 'গ' (৭ : ২৮)

'ক' ২ : ২১৯; ৪ : ৯৬; ৫ : ৩৬; ৯ : ১৯-২১, ৩৮-৪১, ৪৪, ৫২, ১১১, ১২০-১২১;
'খ' ৪ : ৮৫; ৮ : ১৩-১৯, ৬৬; ৫৭ : ১১; ৬ ১:১২ ;
'গ' ২ : ২৫৮; ৩ : ১৭৬; ১৬ : ১০১;

হাদীস

৭৩০। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওহদের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বলুনতো, আমি যদি নিহত হই তবে আমার স্থান কোথায় হবে?' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'জান্নাতে'। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলি যা সে খাচ্ছিল ছুঁড়ে ফেলে দিল, এবং জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেল। (বুখারী, মুসলিম)

৭৩১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে নবী (সাঃ) (মক্কা) বিজয়ের দিন বলেছিলেন, বিজয়ের পর হিজরত নেই (প্রয়োজন নেই)। এখন শুধু থাকবে জিহাদ ও নিয়্যত। সুতরাং যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হবার আহ্বান জানান হবে, তখনই বের হয়ে পড়বে" (বুখারী, কিতাবুল্ জেহাদ)।

৭৩২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "সর্বোত্তম জীবন তারই যে নিহত অথবা গাজী হবার আশায় যখন সে যুদ্ধের শব্দ পায় তখন আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবার জন্য নিজে অশ্বচালনা করে" (মুসলিম)।

৭৩৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখনই কোন যুদ্ধ অভিযানে যেতেন, তখন উম্মে সুলাইম (হযরত আনাসের মাতা) ও অন্যান্য আনসার মহিলাদের সঙ্গে নিতেন। এ সমস্ত মহিলারা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (সিপাহীদেরকে) পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা-যত্ন করতেন। (মুসলিম)

মলফূযাত

৩৭৭। "আল্লাহ্‌তাআলার পথে দৃঢ় ও অটল থাকা শাহাদতের প্রথম স্তর। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করে না বা মৃত্যু কামনা করে না তার মৃত্যু কপটাচারীর মৃত্যুতুল্য হয়ে থাকে।

এটা হতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জীবন দান করাকে জগতের সকল প্রকার সুখ শান্তির উপর প্রাধান্য না দেয় সে কখনও পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না" (মলফূযাত, ৭ম খন্ড)।

৩১৪। যুদ্ধবন্দী কখন এবং তাদের মুক্তিপণ।

কুরআন

১০২৭। কোন নবীর পক্ষে এটা সমীচীন নয় যে, সে কোন যুদ্ধ-বন্দী রাখে যদি না সে দেশ নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতিরেকে যুদ্ধ-বন্দী রাখ সে ক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করছ (বলে সাব্যস্ত হবে) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাচ্ছেন। বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। 'ক' * (৮ : ৬৮)

১০২৮। তখন বন্ধনকে শক্ত কর, অতঃপর (তাদেরকে মুক্ত কর) অনুগ্রহ করে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে, ** (৪৭ : ৫)

'ক' ৮ : ৬৯, ৭১;

---

* এই আয়াত সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করে যে, রীতিমত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে শত্রু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হলে বন্দী রাখা সমীচীন নয়। এই আয়াত দাস প্রথার মূলোৎপাটন করেছে। ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পরাজিত হয়, শুধুমাত্র তাদেরকেই কয়েদ করা যেতে পারে। (কুরআন মজীদ, টীকা-১১৪৪)

** যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক বন্দীকে মুক্তিদান, কিংবা ক্ষতিপূরণ নিয়ে মুক্তিদান কিংবা পারস্পরিক আলোচনা ও বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে বন্দী মুক্তিদান– মুক্তিই লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুদ্ধ-বন্দীকে চিরবন্দীত্বে বা ক্রীতদাসত্বে রাখা কখনও উচিত নয়। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বনী মুস্তালিক গোত্রের প্রায় একশত পরিবারকে এবং হাওয়াজিন গোত্রের কয়েক হাজার লোককে সম্পূর্ণ পরাজিত অবস্থায় বন্দী হওয়া সত্ত্বেও বিনা শর্তে মুক্ত করে দিলেন। বদরের যুদ্ধের পর কিছুসংখ্যক বন্দীর নিকট থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয় এবং যে সব বন্দীর মুক্তিপণ দিবার সামর্থ্য ছিল না অথচ লেখাপড়া জানত, তাদেরকে নিরক্ষর মুসলমানদের পড়া লিখার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করে মুক্তির পথ করে দেয়া হয়। আয়াতটি ক্রীতদাসত্বের মুলোৎপাটনের এমন কার্যকরী ব্যবস্থার উল্লেখ করেছে যে ক্রীতদাসত্ব চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল। (কুরআন মজীদ টীকা -২৭৩৯)

হাদীস

৭৩৪। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর এবং পীড়িতের সেবা কর" (বুখারী)।

৭৩৫। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! জাহেলী যুদ্ধের মানতকৃত একদিনের ইতিকাফ আমার উপর অবশ্য পালনীয় হয়ে আছে' হযরত নবী করীম (সাঃ) তাকে তা আদায় করার নির্দেশ দিলেন। নাফে বলেন, "হুনায়েনের বন্দীদের মধ্য থেকে উমরের অংশে দুটি দাসী লাভ করলে তাদেরকে মক্কার একটি বাড়ীতে রেখে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, "অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হুনায়েনের বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করে মুক্ত করে দিলে তারা পথে-ঘাটে দ্রুত পদে চলাফেরা করতে থাকল। তা দেখে উমর (রাঃ) (তার পুত্র আব্দুল্লাহকে) বললেন, 'আব্দুল্লাহ্, দেখত ব্যাপার কি?' আব্দুল্লাহ বললেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' এ কথা শুনে উমর (রাঃ) (আব্দুল্লাহ্কে) বললেন, 'তুমিও গিয়ে দাসী দুজনকে মুক্ত করে দাও' " (বুখারী)।

মলফূযাত

৩৭৮। (৮) যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, 'মা কানা লেনাবীইয়েন আইইয়া কুনালাহু আসরা হাত্তা ইওসখেনা ফিল আরযে,' (সূরা আনফাল আয়াত ৬৮)

অর্থাৎ কোন নবীর মর্যাদার পক্ষে এটা যথাযোগ্য নয় যে, সে তার শত্রুকে যুদ্ধ বন্দী করে রাখে, একমাত্র তাকে ছাড়া যে নিয়মিত যুদ্ধে যোগ দিয়ে বন্দী হয়েছে।'

অর্থাৎ ঐ যুগে এ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তার পরেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল যে, শত্রু পক্ষের লোককে যুদ্ধ ছাড়াও গ্রেফতার করে বন্দী করা বৈধ ছিল। কিন্তু ইসলাম তা পছন্দ করে না। সেই সকল লোককেই কেবল যুদ্ধবন্দী বলা যাবে যারা নিয়মিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধের সময়েই বন্দী হয়েছিল।

(৯) আবার ঐ সকল বন্দী সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'ফাইম্মা মান্নাম বা-য়দো ওয়া ইম্মা ফেদাআন হাত্তা তাযায়াল হারবো আও জারাহা, (সূরা মোহাম্মদ-আয়াত ৫)

অর্থাৎ 'যুদ্ধবন্দীদেরকে যখন গ্রেফতার করা হবে, তখন হয় তাদেরকে দয়া করে ছেড়ে দাও নয়তো মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে দাও।' (হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ), নবী নেতা পুস্তক হতে)

৩৭৯। "যারা বন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতো, তিনি (সাঃ) তাদের জন্য স্রেফ এতটুকু মুক্তিপণ ঠিক করলেন যে, তাদের প্রত্যেকে মদীনার দশটি করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে। অন্যদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ পরিশোধ করার মত কেউ ছিল না তাদেরকে এমনিতেই মুক্তি দিয়েছিলেন। যাদের মুক্তিপণ দেয়ার আর্থিক সামর্থ্য ছিল তাদের কাছে পরিমিতভাবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। এবং এই পন্থা অবলম্বন করে তিনি আদিকাল থেকে চলে আসা যে প্রথা, অর্থাৎ যুদ্ধ-বন্দীদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করার যে প্রথা, তা উচ্ছেদ করে দিলেন" (হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ)– নবী নেতা পুস্তক হতে)।

৩১৫। যুদ্ধনীতি : সীমান্ত রক্ষা ও যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী। শত্রুগণের খোঁজখবর নেয়া অনুমোদিত। যুদ্ধে অর্থ-খরচের নির্দেশ।

কুরআন

১০২৯। এবং তোমরা তাদের (যুদ্ধরত শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর যথাসাধ্য (সামরিক) শক্তি সংগ্রহ ও সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করে যদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। এবং তোমরা যা কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করবে তোমাদেরকে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হবে না। 'ক' * (৮: ৬১)

১০৩০। এবং (শত্রু) জাতির অনুসন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করো না, যদি তোমাদের কষ্ট হয় তবে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয় তাদেরও সেরূপ কষ্ট হয়। এবং তোমরা তো আল্লাহ্ হতে তার আশা রাখ যার আশা তারা রাখে না, এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 'খ' (৪ : ১০৫)

'ক' ৩ : ২০১; ৪ : ৭২; ৯ : ৪১, ১১১;
'খ' ৩ : ১৪৭;

---

* আয়াতে মুসলমানদিগকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, কার্যকর প্রস্তুতি যুদ্ধের প্রতিরোধক এবং তাদেরকে আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা কেবল দেশের অভ্যন্তরেই যথেষ্ট শক্তি ও বাহিনী রাখবে না, বরং সীমান্তেও প্রচুর সৈন্য মোতায়েন রাখবে এবং বুদ্ধিমত্তায়, বিশ্বাসে এবং কর্মচাঞ্চল্যে নিজদিগকে এমনভাবে পরিচালনা করবে যে, যুদ্ধের স্থান হতে বহু দূরবর্তী এলাকার শত্রুরাও যেন এরূপভাবে প্রভাবিত হয় যাতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল চিন্তা-ভাবনা তারা ত্যাগ করে। যুদ্ধের ব্যাপারে মুক্তহস্তে প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ করার জন্যেও আয়াতটি নির্দেশ করেছে। (কুরআন মজীদ টীকা ১১৩৯-আরও দেখুন টীকা ৬৩০)

হাদীস

৭৩৬। হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র জন্য সীমান্ত পাহারা দেয়া হাজার দিনের ভাল কাজের চেয়েও উত্তম" (তিরমিযী)।

৭৩৭। হযরত সাহল ইবনে সায়াদ সা'য়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া পৃথিবী ও এর সমস্ত সম্পদের চেয়েও উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক (রাখার) পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও এর সমস্ত সম্পদরাশি থেকে উত্তম। আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বান্দার একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও এর সকল সম্পদরাশি হতেও উত্তম" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

৭৩৮। হযরত উকরা বিন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের শত্রুদের (মোকাবেলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর, জেনে রাখ প্রকৃত শক্তি হ'ল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হ'ল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা।" (মুসলিম)

৭৩৯। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) পরিখার যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, 'কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিতে পারে?" হযরত যুবায়ের (রাঃ) বললেন, "আমি পারব।" হুযূর (সাঃ) আবারও বললেন, "আমাকে শত্রু শিবিরের খবর ও তথ্য কে এনে দিতে পারে?" হযরত যুবায়ের (রাঃ) আবারও বললেন, "আমি পারব।" (একথা শুনে) হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, "প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী থাকে আর আমার বিশেষ সাহায্যকারী হল যুবায়ের" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

৭৪০। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) কোন কওমের বা জনগোষ্ঠীর উপর জয়লাভ করলে তাদের এলাকায় বা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করতেন। (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)

মলফূযাত

৩৮০। "রিবাত শব্দটি সেই সকল ঘোড়ার জন্য ব্যবহার হয় যাদের সীমান্ত (আক্রমণের জন্য) প্রস্তুত রাখা হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ শত্রুর আক্রমণ হতে সীমান্ত রক্ষার জন্য মু'মিনদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের সদাপ্রস্তুত থাকার জন্য এখানে রিবাত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

দুটি নির্দেশ পালনের জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে– শত্রুর সম্মুখীন হবার ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সংগ্রামকল্পে প্রস্তুত থাকা" (মলফূযাত, ১ম খন্ড)।

৩৮১। "কুরআন করীম মু'মিনদের চিহ্ন এই বর্ণনা করেছে যে, তারা সীমান্তে ঘোড়া বেঁধে রাখে। সীমানায় ঘোড়া এজন্য বাঁধা হয় যাতে করে শত্রুকে নিজ সীমান্তে প্রবেশের পূর্বেই বিতারিত করা যায়। যুদ্ধ যেন নিজ মাটিতে না হয় বরং যেন শত্রুর মাটিতে হয়। সীমানায় ছাউনী থাকলে দূর হতেই আগমনকারী শত্রুদের দেখা যায়। তারা নিজ সীমানায় শত্রুর প্রবেশের অপেক্ষা না করে দ্রুতগতিতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হয়। এটা প্রতিরক্ষার একটি কৌশল" [খলীফাতুল মসীহ, রাবে' (রাহেঃ) খুতবা জুমুআ: ২৪শে অক্টোবর, ১৯৯৭]।

৩১৬। যুদ্ধনীতি : সাহসিকতা-যুদ্ধকালে অবিচল থাকার নির্দেশ। কৌশলগত কারণ ব্যতীত পশ্চাদপসরণ নিষিদ্ধ। সেনাপতির ন্যায্য আদেশ অমান্য নিষিদ্ধ। আদেশ অমান্যের ফল।

কুরআন

১০৩১। যে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসরমান অবস্থায় মুখামুখি হও, সেক্ষেত্রে (তোমরা) কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। 'ক'

১০৩২। এবং এরূপ দিনে যে ব্যক্তি কেবল যুদ্ধ কৌশলের জন্য একদিকে সরে যাওয়া অথবা (অন্য) দলের দিকে (যোগদানের জন্য) এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র ক্রোধসহ প্রত্যাবর্তন করবে এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এবং তা অতি মন্দ বাসস্থান। 'খ' (৮ : ১৬-১৭)

১০৩৩। সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পার তবে তদ্বারা তাদের পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি কর যেন তারা শিক্ষা লাভ করতে পারে। 'গ' (৮:৫৮)

১০৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা-গলিত প্রাচীর। (৬১:৫)

১০৩৫। এবং নিশ্চয় তোমাদের সাথে আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে মেরে বিনাশ করছিলে, (তাঁর এই সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকল) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ভগ্নোৎসাহ্ হ'লে এবং তোমরা (রসূলের) আদেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করলে এবং অবাধ্যতা করলে এর পর যে, তিনি তোমাদেরকে তা দেখিয়ে দিলেন যা তোমরা ভালবাসতে। তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি ইহকালের কামনা করতো এবং কতক পরকালের কামনা করতো। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য তাদের (আক্রমণ) হতে দূরে সরিয়ে নিলেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মু'মিনগণের প্রতি পরম কৃপাময়। 'ঘ' (৩ : ১৫৩)

'ক' ২ : ১৭৮; ৩:১৪৭-১৪৯; ৮ : ১৯, ৪৬; 'খ' ৪৮ : ১৭;
'গ' ৯ : ১২৩; ৪৭ : ৫; ৪৮ : ৩০; ১০ ০: ২-৬;
'ঘ' ৩ : ১৫৪-১৫৬;

হাদীস

৭৪১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যুদ্ধ কৌশলের বিষয়" (বুখারী-মুসলিম)।

৭৪২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "শত্রুর সম্মুখীন হবার ইচ্ছা পোষণ করো না, যদি শত্রুর সম্মুখীন হও তবে অটল থাকবে" (বুখারী, মুসলিম)।

৭৪৩। হযরত সালেম আবুল নজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা আমি পাঠ করেছি। তা এই যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা তাদের (শত্রুদের) মুকাবেলা করবে (জিহাদে লিপ্ত হবে) তখন ধৈর্য্য সহকারে মুকাবেলা করবে" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

৭৪৪। হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "বদরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নির্দেশ দান করেছিলেন যে, তারা (শত্রু) তোমাদের নিকটবর্তী হলে তীর নিক্ষেপ করবে অন্যথা তীরসমূহ সংরক্ষিত রাখবে" (বুখারী, কিতাবুল্ মাগাযী)।

৭৪৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। ভোর হলে যদি আযান শুনতে পেতেন তবে আক্রমণ বন্ধ রাখতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন তবে ভোর হবার সাথে সাথে আক্রমণ পরিচালনা করতেন। খায়বারের যুদ্ধে (যাত্রা করে) আমরা রাত্রিকালে সেখানে উপনীত হয়েছিলাম" (বুখারী)।

৭৪৬। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "ঐ দিন (ওহদ যুদ্ধের দিন) আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হলে নবী (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরকে তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করে এক জায়াগায় তাদেরকে মোতায়েন করলেন এবং বললেন, ' তোমরা সর্বাবস্থায় এখানে থাকবে। যদি তোমরা দেখ যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করছি তবুও এখান থেকে সরবে না। কিংবা যদি দেখো যে, তারা (মুশরিকরা) আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছে তবুও আমাদের সাহায্যের জন্য এখান থেকে সরবে না।' অতঃপর আমরা তাদের সাথে লড়াইএ অবতীর্ণ হলে তারা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করলো। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম মুশরিকদের মেয়েরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার উপর টেনে তোলার জন্য পায়ের মলগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা বলতে শুরু করল, 'আরে চলো গনিমাতের মাল সংগ্রহ করি।' আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, নবী (সাঃ) আমাকে এ স্থান ছাড়তে নিষেধ করেছেন।' কিন্তু সবাই তাঁর কথা অগ্রাহ্য করলে তাদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হ'ল এবং তাঁদের সত্তরজন লোক শহীদ হলেন" (বুখারী, কিতাবুল্ মাগাযী)

৭৪৭। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "নবী (সাঃ) একটি সৈন্য বাহিনী পাঠালেন। জনৈক আনসারকে তার আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করলেন এবং সেনাদলের সবাইকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন (কোন কারণে) আমীর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, 'নবী (সাঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম দেন নি? জবাবে তারা বলল, "অবশ্যই দিয়েছেন।' আমীর বললেন, 'তবে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ কর।' তারা কাঠ সংগ্রহ করল। তিনি বললেন,'এবার আগুন লাগাও।' তারা কাঠে আগুন লাগাল। তখন তিনি বললেন, তোমরা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়।' লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প করল কিন্তু তারা আবার পরস্পরকে বাধা দিতে লাগল এবং বলতে লাগল, 'আমরাতো জাহান্নামের আগুন থেকে পালিয়ে নবী (সাঃ)-এর আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবে তারা ইতস্তত করতে করতে এক সময় আগুন নিভে গেল। আর (ওদিকে) আমীরের রাগও পড়ে গেল। নবী (সাঃ)-এর কাছে যখন এ খবর পৌছাল, তিনি বললেন: যদি তারা ঐ আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তো তবে কিয়ামত পর্যন্ত আর তার মধ্যে হতে বের হত না। আনুগত্য কেবল মারুফের (সৎকাজের) ক্ষেত্রেই হবে" (বুখারী, কিতাবুল্ মাগাযী)।

মলফূযাত

৩৮২। "এই আয়াতগুলিতে এটাই বুঝান হয়েছে যে প্রকৃত বীরত্বের মূল ধৈর্য ও স্থিরতা। প্রবৃত্তির যাবতীয় উত্তেজনা কিংবা দুশমনবৎ বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় থাকা এবং কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন না করা-এটাই বীরত্ব। সুতরাং মানুষের ধৈর্য এবং হিংস্র জন্তুর সাহসীকতার মধ্যে প্রভেদ অনেক। পশু একটি দৃষ্টিকোণ দিয়ে ক্রোধ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কাজ করে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক বীরত্বসম্পন্ন মানুষ কোন ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা অথবা সংগ্রাম ত্যাগ করা যা সমীচীন তাই করে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩১৭। সন্ধি : সন্ধি কখন,কখন প্রত্যাহারযোগ্য। সন্ধির চুক্তিভঙ্গ নিষিদ্ধ।

কুরআন

১০৩৬। সুতরাং (হে মু'মিনগণ!) তোমরা অলস হয়ো না এবং সন্ধির জন্য আহ্বান করো না ; অবশেষে তোমরাই বিজয়ী হবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কৃতকর্মসমূহকে (ফলদানে) কখনও কম করবেন না। 'ক' * (৪৭ : ৩৬)

১০৩৭। এবং যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে তবে তুমিও তাঁর দিকে ঝুঁকবে এবং তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 'খ' ** (৮ : ৬২)

১০৩৮। কিন্তু মোশরেকদের মধ্যে তারা ব্যতীত যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি করে নি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তারা কাকেও সাহায্য করে নি। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে তাদের অঙ্গীকার তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন। 'গ' (৯ : ৪)

১০৩৯। এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তবে সেক্ষেত্রে তুমিও সমানভাবে (তাদের অঙ্গীকার) তাদের দিকে নিক্ষেপ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ভালবাসেন না। 'ঘ' (৮.: ৫৯)

'ক' ৩ : ১৪০ ; ৪ : ১০৫ ;
'খ' ৪ ঃ ৯১ ; ৯ ঃ ৬ ;
'গ' ৯ : ৭ ; ১৬ : ৯২-৯৩ ;
'ঘ' ৮ : ৫৭-৫৮ ; ৯ : ১-৩ ; ৫, ৮, ১০, ১২-১৫ ;

---

* এখানে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, একবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে যুদ্ধের গতি যেভাবেই মোড় নিক না কেন এবং ফলাফল যাই হোক না কেন, তারা যেন কখনও সন্ধির প্রস্তাব না দেয়। তারা হয় বিজয়ী না হয় শাহাদত লাভ করবে। এ দু'টি ছাড়া অন্য কিছু ইঙ্গিত নেই। (কুরআন মজীদ, টীকা ২৭৫৮)

** সন্ধিচুক্তি সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করা ছাড়াও ইসলাম কর্তৃক গৃহীত সকল যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যের উপর এই আয়াত কৌতুহলোদ্দীপক আলোকপাত করেছে। মুসলমানগণ কখনও শক্তির প্রয়োগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাবার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে নি, এবং শান্তি স্থাপনের জন্যই যুদ্ধ করেছে। যদি কোন দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সন্ধির প্রস্তাব দিত তবে তা প্রত্যাখ্যান না করার জন্য তাদের উপর আদেশ দেয়া হয়েছিল, এমন কি শত্রুর এ আবেদনের মতলব যদিও বা প্রতারণা এবং কালক্ষেপণের উদ্দেশ্যেই হতে পারত। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলাম কতদূর অগ্রসর হয়েছিল।
(কুরআন মজীদ টীকা –১১৪০)

হাদীস

৭৪৮। হযরত মিসওয়ান ও হযরত মারওয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তারা (অর্থাৎ কুরাইশরা) মুসলমানদের সাথে (হুদায়বিয়া নামক স্থানে) দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখাকল্পে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছিল যেন সর্বসাধারণ লোকজন নিরাপদে থাকতে পারে। তার মধ্যে এর উল্লেখ ছিল, যেমন– আমাদের পরস্পরের অন্তর পরিষ্কার থাকবে এবং পরস্পরের মধ্যে চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতা আশ্রয় নিবে না। (আবু দাউদ)

৭৪৯। হযরত সাফওয়ান বিন সুলায়মান (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কতিপয় সাহাবীদের সন্তানদের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পিতা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাবধান! যে ব্যক্তি এমন কোন লোকের উপর যুলুম করে, যার সাথে তার সন্ধি হয়েছে, অথবা তার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে অথবা সাধ্যের অতিরিক্ত তাকে কষ্ট দেয় কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তার নিকট হতে কোন জিনিস আদায় করে, কিয়ামতের দিন আমিই (উক্ত মযলুমের পক্ষ হতে) তার প্রতিবাদ করব" (আবু দাউদ)।

৭৫০। জুওয়াইরী-য়া ইবনে কুদামাহ্ তামিমী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমরা উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বললাম, 'হে আমিরুল মু'মিনীন! আমাদের কিছু উপদেশ দান করুন।' তিনি বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তা তোমাদের নবীরই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং এতে তোমাদের সন্তানদের রেয্‌ক রয়েছে" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)

৭৫১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন লোককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুবাস পর্যন্ত লাভ করবে না, যদিও তার সুবাস চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

মলফূযাত

৩৮৩। "এরূপ সংকট সময়ে আমি আপনাদেরকে সন্ধির জন্য আহ্বান করছি, এ সময় উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই সন্ধির একান্ত প্রয়োজন, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের বিপদাপদ অবতীর্ণ হচ্ছে,... সেই দিন আসবার পূর্বেই সতর্ক হোন। হিন্দু-মুসলমানের আপোসের মধ্যে সন্ধি করে ফেলা কর্তব্য। এই দু'জাতির মধ্যে যার অন্যায় আচরণ এই সন্ধির পথে বাধা জন্মায়, সেই জাতি যেন সেরূপ অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করে। নচেৎ পরস্পরের শত্রুতার সমস্ত অপরাধ সেই জাতির ঘাড়েই চাপবে" (পয়গামে সুলেহ্)।

৩১৮। মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) : মালে গনিমত হালাল, তার বন্টন পদ্ধতি।

কুরআন

১০৪০। সুতরাং গনিমতরূপে তোমরা যা কিছু পেয়েছ তা হতে হালাল এবং উপাদেয় বস্তু খাও এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ক' (৮ : ৭০)

১০৪১। এবং জেনে রাখ যে, তোমরা (যুদ্ধে) যা কিছু গনিমতের মাল পাও তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই রসূলের জন্য এবং (রসূলের) আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং মুসাফিরগণের জন্য;' 'খ' * (৮ : ৪২)

'ক' ৪৮ : ২০, ২১;
'খ' ৮ : ২ ;

---

* এই আয়াত মালে গনিমত বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা করেছে, তার এক পঞ্চমাংশ উম্মতের ইমাম বা খলীফার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন সেরূপ উল্লেখিত পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে বন্টন করবেন। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অংশ দরিদ্র মুসলমানদের উপকারার্থে ব্যয়িত হত, তিনি স্বয়ং একান্ত অনাড়ম্বর ও সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মতে সমবন্টন অপরিহার্য নয়, বন্টনের কাজ ইমামের হাতে ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন, তিনি সময় ও অবস্থা ভেদে প্রয়োজনানুযায়ী ভাগ করে দিবেন।

হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর চার খলীফা রাশেদীনের যমানায়ও এরূপ পদ্ধতি বা নিয়মই প্রচলিত ছিল ; অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হ'ত, তারা বেতনভুক্ত ছিল না ; এমনকি তারা নিজেরাই সাধারণতঃ যুদ্ধের খরচ বহন করত। এটা ছিল সেই সময়ে বিরাজমান অবস্থা মোকাবেলার জন্য গৃহীত জরুরী ব্যবস্থা, কারণ তখন কোন নিয়মিত বেতনধারী সেনাবাহিনী ছিল না এবং কোন নিয়মিত রাষ্ট্রীয় কোষাগারও ছিল না। ঘনিষ্ট আত্মীয় বলতে হাশিম ও আব্দুল মুত্তালিবের সকল বংশধরকে বুঝায়, যারা যাকাত হতে উপকৃত হ'তে পারত না। (কুরআন মজীদ টীকা ১১২২)

হাদীস

৭৫২। হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার জন্য গনিমতকে (যুদ্ধলব্ধ অর্থকে) হালাল করে দেয়া হয়েছে'। (বুখারী)

৭৫৩। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'বদরের যুদ্ধের দিন গনিমতের মাল থেকে অংশ হিসেবে আমি একটি উষ্ট্রী লাভ করেছিলাম আর অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ থেকে হযরত নবী করীম (সাঃ) আমাকে অপর একটি উষ্ট্রী প্রদান করেছিলেন।' (বুখারী)

৭৫৪। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখনই গনিমতের মাল লাভ করতেন, তখন হযরত বেলাল (রাঃ)-কে আদেশ করতেন, তিনি (লোকদের যার নিকট যা কিছু আছে তা উপস্থিত করার জন্য) জনগণের মধ্যে ঘোষণা করতেন। তখন লোকেরা তাদের স্ব স্ব গনিমত নিয়ে আসত। অতঃপর তিনি সমস্ত মাল হতে (বায়তুল মালের) একপঞ্চমাংশ বের করতেন এবং অবশিষ্টগুলি লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। (আবু দাউদ)

৭৫৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে জনপদে তোমরা প্রবেশ কর এবং (বিনা যুদ্ধে) তাতে আধিপত্য লাভ কর, সেই স্থানে সম্পদের মধ্যে তোমাদের অংশ রয়েছে। আর যে জনপদের অধিকারীগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে (এবং যুদ্ধের মাধ্যমে তা জয় করে) সেখানের সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এক পঞ্চমাংশ রয়েছে, অবশিষ্ট যা থাকে তা তোমাদেরই।' (মুসলিম)

৭৫৬। হযরত খাওয়াতুল আনসারীয়্যা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে সকল লোক আল্লাহ্র সম্পদ (গনিমতের মাল) অনধিকার তছরুপ করে, এই শ্রেণীর লোকদের জন্যে কিয়ামতের দিন দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে।' (বুখারী)

মলফূযাত

৩৮৪। অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রের নিকট যেয়ে তা থেকে একটি পশম টেনে নিয়ে জনগণকে বললেন, 'এই ধনসম্পদ (মালে গনিমত) হতে আমি কিছুই চাই না, এমনকি একটি পশম পরিমাণও নয়। কেবলমাত্র এক-পঞ্চমাংশ অবশ্যই গ্রহণ করব এবং সেটা নিব রাষ্ট্রের জন্য। এটা সেই অংশ যা আরব প্রথা সঠিক ও ন্যায্য বলে অনুমোদন করে আসছে। ঐ এক পঞ্চমাংশও আমার নিজের জন্য ব্যয় হবে না। এটাও ব্যয় হবে তোমাদের জন্য– তোমাদের প্রয়োজনের জন্য। স্মরণ রেখ, যে ব্যক্তি জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ বা অপব্যবহার করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখবেন।' (হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) : ইনট্রোডাকশন টু দি ষ্টাডি অফ হোলি কুরআন পুস্তক হতে)

৩১৯। জিযিয়া কী এবং কেন?

কুরআন

১০৪২। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ্র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম বলে গণ্য করে না এবং তারা সত্য ধর্মকে অবলম্বন করে না, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা অধীনস্থ হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়। * (৯ : ২৯)

---

* এই আয়াতে আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আরবে বসবাস করত তাদেরকে বুঝায়। এই সকল লোকেরাও পৌত্তলিকদের ন্যায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয় ছিল এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অতএব মুসলমানগণ আদিষ্ট হয়েছিল এই সকল লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আনুগত্যের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে রাজি হয়। মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে এই সকল অমুসলিমরা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে যে নিরাপত্তা ভোগ করত তার বিনিময়ে যে কর তাদের উপর ধার্য করা হত তাকে জিযিয়া বলা হত। (কুরআন মজীদ টীকা– ১১৭৫)

হাদীস

৭৫৭। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-কে দুমাতুল জান্দালের রাজা উকাইদিরের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন এবং তিনি উকাইদিরকে গ্রেফতার করে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি তার খুন মাফ করে দিলেন এবং জিযিয়া আদায়ের শর্তে তার সঙ্গে চুক্তি করলেন।' (আবু দাউদ)

৭৫৮। হযরত হারব বিন উবায়দুল্লাহ্ তাঁর নানা হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ইহুদী ও নাসারাগণ দশ অংশ (উশর) কর দিতে বাধ্য থাকবে কিন্তু মুসলমানদের কোন উশর নেই। (আহমদ, আবু দাউদ)

মলফূযাত

৩৮৫। যখন তাদের দিক হতে যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি করা হ'ল তখন ঐশী অপমান এই জাতিগুলিকে শাস্তি দিতে চাইল এবং এই শাস্তির মধ্যেও আল্লাহ্তাআলা এই সুযোগ রাখলেন যে, ইসলামে যারা প্রবেশ করবে বা জিযিয়া দিবে তাদেরকে এই আযাব হতে রক্ষা করা হবে। (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)

৩২০। জিহাদে আকবর বা বড় জিহাদ নাফসের জিহাদ ও এরূপ জিহাদকারীদের পুরস্কার।

কুরআন

১০৪৩। অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি এর (কুরআনের) সাহায্যে তাদের সাথে বৃহত্তর জিহাদ কর। 'ক' * (২৫ : ৫৩)

১০৪৪। এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ কর, তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তোমাদের উপর ধর্ম সম্পর্কে কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেন নি; 'খ' ** (২২ : ৭৯)

১০৪৫। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের মকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ কামনা বাসনা হতে নিবৃত্ত রাখে,

১০৪৬। পরিণামে নিশ্চয় জান্নাতই হবে (তার) আবাসস্থল। 'গ' (৭৯ : ৪১-৪২)

'ক' ৬ : ১০৫-১০৭ ; ৭ : ২০৪ ;
'খ' ৬১ : ১১-১৪ ; ৬৬ : ১০ ;
'গ' ১৭ : ২০ ; ২৯ : ৭ , ৭০ ; ৫৩ : ৪০ ; ৮৪ : ৭ ; ৮৮ : ১০ ; ৯০ : ৫, ১২ ; ৯২ : ৫ ; ৯৪ : ৬-৯ ;

---

* এই আয়াত অনুযায়ী প্রকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হচ্ছে কুরআনের বাণী প্রচার করা। অতএব ইসলাম ধর্মের বিস্তার লাভের জন্য সংগ্রাম করা এবং এর শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রচেষ্টার নামই জিহাদ যা সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অব্যাহত রাখার নির্দেশ মুসলমানদের দেয়া হচ্ছে। এ জিহাদের কথাই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এক যুদ্ধের অভিযান হতে প্রত্যাবর্তন করে বলেছিলেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে 'আমরা ক্ষুদ্রতম জিহাদ হতে বৃহত্তর জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি' (রাদ্দুল মুহাতার)। (কুরআন মজীদ টীকা ২০৮৪)

** জিহাদ দু'প্রকার :- (ক) জিহাদ অর্থাৎ আপন কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং (খ) সত্যের বিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যার মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথম শ্রেণীর জিহাদকে 'আল জিহাদ ফিল্লাহ্'- আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য জিহাদ এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জিহাদকে 'আল জিহাদ ফিসাবীলিল্লাহ্'- আল্লাহ্র পথে জিহাদ বলা যেতে পারে। নবী করীম (সাঃ) প্রথমোক্ত জিহাদকে সর্বাধিক বড় জিহাদ এবং শেষোক্ত জিহাদকে সর্বাধিক ছোট জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। (কুরআন মজীদ- টীকা ১৯৭৬)

হাদীস

৭৫৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুশরিকদের সাথে ধনপ্রাণ ও কথা দ্বারা জিহাদ কর" (আবু দাউদ)।

৭৬০। হযরত সাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দীন (এই ইসলাম) সর্বদাই বহাল ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

এবং মুসলমানদের একদল কিয়ামত পর্যন্ত (কোথাও না কোথাও) এই দীনের জন্য জিহাদে রত থাকবে"(মুসলিম)।

৭৬১। হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জিহাদে লিপ্ত থাকবে, অবশেষে তাদের সর্বশেষ দল দাজ্জালের সঙ্গে মোকাবেলা করবে" (আবু দাউদ)।

৭৬২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "অত্যাচারী ও যালেম শাসকের সম্মুখে হক কথা বলাই হল উত্তম জিহাদ।" (তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ্)

৭৬৩। হযরত ফুজালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ যে তার নাফসের সহিত জিহাদ করেছে" (মেশকাত, মূল আবু দাউদ-কিতাবুল ঈমান)।

মলফুযাত

৩৮৬। "জীবনের মূল উদ্দেশ্য লাভের জন্য আল্লাহ্তাআলা সাধনা নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ আপন ধন আল্লাহ্র পথে উৎসর্গের দ্বারা, নিজ শক্তি আল্লাহ্র পথে নিয়োগের দ্বারা, স্বীয় প্রাণ আল্লাহ্র পথে উৎসর্গের দ্বারা এবং নিজ বুদ্ধি আল্লাহ্র পথে পরিচালনার দ্বারা তাঁকে অন্বেষণ করবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩৮৭। "যখন মানুষ শুধু সত্যের সন্ধানে অক্লান্ত ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্র পথে চেষ্টা ও সাধনা করে, তখন আল্লাহ্ স্বীয় ফযল এবং কৃপা দ্বারা নিজ প্রতিজ্ঞানুযায়ী তার জন্য হেদায়াতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন" (মলফূযাত ১ম খন্ড)।

দেখ, যারা নবীর যুগ পেয়েছিলেন, তারা ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য কতভাবেই না আত্মত্যাগ করেছিলেন। ধনী ব্যক্তি যেমন প্রিয় ধন ধর্মের পথে উপস্থিত করে দিয়েছেন তেমনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাকারী ফকির নিজের সাধের রুটির টুকরা দ্বারা পূর্ণ ঝুলি উপস্থিত করে দিয়েছেন এবং যে পর্যন্ত না খোদাতাআলার তরফ হতে বিজয়কাল উপস্থিত হয়েছে সে পর্যন্ত তারা এরূপই করেছেন। 'মুসলমান' হওয়া সহজসাধ্য নয়। "মোমেন উপাধি পাওয়া সহজ নয়" (ফতেহ্ ইসলাম)।

৫০। পার্থিব জীবন

৩২১। পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, এর ছলনায় না ভোলার নির্দেশ। পারলৌকিক জীবন উত্তম ও অবিনশ্বর। পার্থিব সম্পদ কী ?

কুরআন

১০৪৭। তোমরা জেনে রেখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এর দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায় যার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সব্জি কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পরিপক্ক হয় এবং তুমি তাকে হলুদবর্ণ দেখতে পাও, যা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট হতে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ - বস্তু ব্যতিরেকে কিছু নয়। 'ক' (৫৭ঃ২১)

১০৪৮। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ।

১০৪৯। অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী। 'খ' (৮৭ঃ১৭-১৮)

১০৫০। মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা রমণীগণের, সন্তান-সন্ততির, স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গৃহপালিত পশুসমূহের এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোরম করে দেখান হয়েছে। এগুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী, কিন্তু আল্লাহ্ তিনি যাঁর নিকট উত্তম আবাসস্থল আছে। 'গ' (৩ঃ১৫)

'ক' ৩ঃ১১৮, ১৯৮-১৯৯; ৭ঃ১৭৭; ১০ঃ২৫, ৭১ঃ১৬ঃ১১৮; ১৮ঃ২৯, ৪৬, ১০৪-১০৬; ৪৭ঃ৩৭; ৮৭; ৫-৬;

'খ' ৪ঃ৭৮, ৯৫, ১৩৫; ৬ঃ৩৩; ৯ঃ৩৮; ১৩ঃ২৭; ১৪ঃ৪; ১৬ঃ১০৮; ২৮ঃ৬১; ২৯ঃ৬৫; ৩০ঃ৮; ৩৩ঃ২৯-৩০; ৩৬ঃ৪৫; ৪০ঃ৪০; ৪২ঃ৩৭; ৭৫ঃ২১-২২; ১০২ঃ৯;

'গ' ১১ঃ৪; ১৮ঃ৪৭; ৪৩ঃ৩৪-৩৬; ১০২ঃ২;

হাদীস

৭৬৪। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর খেদমতে এসে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আল্লাহ্ আমাকে ভাল বাসবেন এবং মানুষেরাও আমাকে ভালবাসবে।" তিনি বললেন, 'দুনিয়া ত্যাগ কর, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন। এবং মানুষের নিকট যা আছে, তার প্রতি লালসা করো না, তবে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে" (মেশকাত, কিতাবুর্ রিকাক, মূল: তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

৭৬৫। হযরত মুসতারিদ ইবনে সাদ্দাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবন সেরূপ যেরূপ যদি তোমাদের ভিতর কেহ সমুদ্রের পানিতে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে তুলে দেখে যে, তাতে কতটকু পানির কণা লেগে আছে।' (মেশকাত-কিতাবুর্ রিকাক, মূল: মুসলিম)

৭৬৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "একজন মোমেনের জন্য ইহকাল কয়েদখানা ও অবিশ্বাসীর জন্য জান্নাত" (মেশকাত-কিতাবুর্ রিকাক, মূল: মুসলিম)।

৭৬৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযক প্রদান করা হ'ল এবং আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন এবং তাকে সন্তুষ্ট রেখেছেন" (মেশকাত-কিতাবুর্ রিকাক, মূল: মুসলিম)।

৭৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার (আগ্রহের সাথে) গ্রহণ করো না ফলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে" (মেশকাত-কিতাবুর্ রিকাক, মূল: তিরমিযী,বায়হাকী)।

৭৬৯। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (যে পরিমাণ) দুনিয়াকে ভালবাসে সে (সেই পরিমাণ) তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। পক্ষান্তরে যে আখেরাতকে মহব্বত করে, সে সেই পরিমাণ দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। সুতরাং যা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে তার উপর তাকে প্রাধান্য দাও যা চিরস্থায়ী থাকবে" (মেশকাত-কিতাবুর রিকাক, মূল: আহমদ ও বায়হাকী)।

৭৭০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "দিনারের দাসের উপর লা'নত এবং দিরহামের দাসের উপর লা'নত" (মেশকাত-কিতাবুর্ রিকাক, মূল: তিরমিযী)।

৭৭১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যার (আখেরাতে) ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তিরই মাল যার (আখেরাতে) কোন মাল নেই। আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার কোন আকল বা বুদ্ধি নেই" (আহমদ, বায়হাকী)।

মলফূযাত

৩৮৮। "মৃত্যুর পর পরই মানুষ নিজেকে পর জগতে দেখতে পায়। এ সময় যে লোক পার্থিব জীবনের সম্পদ অর্জনের জন্য তার সমস্ত জীবনটাই নষ্ট করেছে এবং খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কোন চেষ্টা করে নি সে মৃত্যুকে একটি তিক্ত পেয়ালা রূপে দেখতে পায় এবং সে দুঃখ ও বেদনা নিয়ে এই জগত ত্যাগ করে। তার শাস্তির এটাই শুরু কেননা সে পর জগতের জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে নি। অতএব এটা জরুরী যে, মানুষের অন্তরে যেন দুনিয়ার প্রতি কোন মহব্বত না থাকে কেননা দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পরকালের সুখ শান্তি বিনষ্ট করে।" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা মূল রিভিউ অব রিলিজিয়ানস্ ১৯০৫ ৬ষ্ঠ খন্ড)

৩২২। পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তির পরিণাম। পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তদের পারলৌকিক জীবন শূন্য। তাদের পার্থিব জীবনের কার্য নিষ্ফল হবে।

কুরআন

১০৫১। নিশ্চয় যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবনের প্রতি পরিতুষ্ট হয়েছে এবং তাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি অমনযোগী রয়েছে –

১০৫২। এ সকল লোকের আবাসস্থল হবে আগুন-তাদের কর্মফলের জন্য। 'ক' (১০ঃ৮-৯)

১০৫৩। যারা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য চায় আমরা তাদেরকে ইহজীবনেই তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিব, এবং তাদেরকে তার কিছু মাত্র কম দেয়া হবে না। 'খ'

১০৫৪। এরাই এমন যাদের জন্য পরকালে আগুন ব্যতীত আর কিছু থাকবে না এবং তারা পার্থিব জীবনে যা কিছু কাজ করে থাকবে, তা নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা বৃথা যাবে। 'গ' (১১ঃ১৬-১৭)

'ক' ২ঃ২১৩; ১১ঃ৪৯; ১৬ঃ১০৮-১১০; ৩১ঃ২৫; ৪৭ঃ১৩; ৭৯ঃ৩৮-৪০;

'খ' ১৫ঃ৮৯; ২০ঃ১৩২; ২৩ঃ৫৬-৫৭;

'গ' ২ঃ২০১; ৩ঃ১৪৬; ৪ঃ১৩৫; ১৫ঃ৪; ১৭ঃ১৯; ১৮ঃ১০৪-১০৫; ২৬ঃ২০৬-২০৮; ২৮ঃ৫৯, ৬১-৬২;৪২ঃ২১; ৪৫ঃ৩৬;

'ঘ' ৪৬ঃ২১;

হাদীস

৭৭২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "পৃথিবীর জীবন চির নবীন ও আনন্দদায়ক, আল্লাহ্তাআলা তার শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন এবং তোমাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন। অতএব তোমরা নিজেদেরকে পার্থিব জীবন হতে রক্ষা করো। (মুসলিম)

৭৭৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একদিন সাহাবাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন এবং আমরাও সেখানে ছিলাম। তিনি বললেন, "আমার যাবার পর তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় সেই সকল ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে যা তোমাদের দেয়া হবে" (বুখারী, মুসলিম)।

৭৭৪। হযরত উসমান ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি বেহেশ্‌তের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম এবং দেখলাম যে, যারা তাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ গরীব এবং ধনীদের তাতে ঢোকা থেকে বিরত রাখা হচ্ছিল। যাদের আগুনই ছিল নির্ধারিত স্থান। তাদের আগুনে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল" (বুখারী)।

৭৭৫। হযরত আমর ইবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না ; কিন্তু আমি ভয় করি যে তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমন প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল" (মেশকাত-কিতাবুর্ রিকাক, মুল: বুখারী, মুসলিম)।

৭৭৬। হযরত মুতার্‌রিফ তাঁর পিতা [হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর (রাঃ)] হতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেছেন, "একদা আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আসলাম। এ সময় 'আল্ হাকুমুত তাকাসুর' (অর্থ ধনের প্রাচুর্য তোমাদের গাফেল করে রেখেছে) পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আদম সন্তান বলে আমার মাল, আমার মাল।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান! তোমার মালতো তাই যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ অথবা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ অথবা দান সদকা করে আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করেছ" (মেশকাত-কিতাবুর্ রিকাক, মূল: মুসলিম)

৭৭৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের ন্যায় জীবন-যাপন করো।" ইবনে ওমর (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, "সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না, আর সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না। এবং সুস্থতা থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য এবং জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য কিছু নিয়ে যাও" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)।

মলফূযাত

৩৮৯। "আল্লাহ্‌তাআলার পরীক্ষা কখনও এরূপও হয় যে, যে ব্যক্তি তাঁকে পরিত্যাগ করে পার্থিব সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, তার জন্য তিনি পার্থিব উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও উলঙ্গ হয়ে যায় এবং অবশেষে পার্থিব দুশ্চিন্তাতেই তার মৃত্যু ঘটে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

৩৯০। "স্মরণ রেখ যে, দুনিয়া কিছুই নয়। অভিশপ্ত সেই জীবন যা শুধু দুনিয়ার জন্য, দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য (নির্দিষ্ট)। এরূপ ব্যক্তি যদি আমার জামাতের মধ্যে থাকে তবে সে বৃথাই নিজেকে আমার জামাতের মধ্যে দাখিল হয়েছে" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)

৩২৩। পার্থিব সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ নয়-তার প্রতি আসক্তি নিষিদ্ধ। পার্থিব জীবনের মোহ যেন মানুষকে প্রতারিত না করে। পার্থিব সম্পদ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কার্যে ব্যয়ের নির্দেশ।

কুরআন

১০৫৫। হে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে উদাসীন না করে। এবং যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। 'ক' (৬৩ঃ১০)

১০৫৬। তুমি বল, তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে মাল তোমরা অর্জন করেছ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য, যার মন্দাকে

তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ মীমাংসা প্রকাশ করেন; এবং আল্লাহ্ অবাধ্য জাতিকে হেদায়াত দান করেন না। 'খ' (৯ঃ২৪)

১০৫৭। হে মানবমন্ডলী ! নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং কোন প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রতারণা না করে। 'গ' (৩৫ঃ৬)

১০৫৮। এবং আল্লাহ্ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তুমি তার দ্বারা পরকালের বাসগৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমার পার্থিব জীবনের অংশকেও ভুলো না 'ঘ' (২৮ঃ৭৮)

'ক' ৮ঃ২৯; ৯:৫৫,৮৫ ; ১৩ঃ২৭; ১৮ঃ২৯; ৯ঃ৫৫, ৮৫; ২৮ঃ৮০-৮৩; ৫৩ঃ৩০; ৬৪ঃ১৬; ৭৬ঃ২৮; ১০২ঃ২;

'খ' ১৪ঃ৪; ১৬ঃ১০৮-১১০; ২৪ঃ৩৮;

'গ' ৬ঃ১৩১; ৯ঃ৫৫, ৮৫; ১১ঃ১১৭; ৩১ঃ৩৪;

'ঘ' ২ঃ২০২-২০৩; ১১ঃ৪; ৭২ঃ১৭-১৮;

হাদীস

৭৭৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়ার মাল-সম্পদ অন্বেষণ করে – ভিক্ষাবৃত্তি হতে বাঁচার জন্য, পরিবারের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের লক্ষ্যে। সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তালার সাথে এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে মাল অর্জন করল বটে, কিন্তু গর্ব, অহঙ্কার ও ধনের আধিক্য প্রকাশের নিয়তে; সে আল্লাহ্তাআলার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হবেন" (বায়হাকী-শোয়াবুল ঈমানে-আবুনোয়াঈম কৃত হিলইয়া)।

৭৭৯। হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় এই মাল হ'ল বিরাট সম্পদ, সেই সম্পদের চাবিও আছে। সুতরাং সেই বান্দার জন্য সুসংবাদ যাকে আল্লাহ্তাআলা কল্যাণের দ্বার খোলা এবং অকল্যাণের দ্বার বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। আর সেই বান্দার জন্য ধ্বংস যাকে আল্লাহ্ অকল্যাণ বা মন্দের দ্বার খোলা ও কল্যাণের দ্বার বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন" (ইবনে মাজাহ্)।

৭৮০। হযরত কাব ইবনে ইয়ায (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোন একটি ফেৎনা (পরীক্ষামূলক বিষয়) রয়েছে আর আমার উম্মতের ফেৎনা হ'ল 'মাল'" (তিরমিযী)।

৭৮১ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত;তিনি বলেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'দোযখকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে বিপদ মুসিবত দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)।

মলফূযাত

৩৯১। "আল্লাহ্তাআলা পার্থিব উপকরণ অবলম্বন করতে তোমাদের নিষেধ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআলাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয় সে মোশরেক" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদা তায়ন)।

৩৯২। "সীমার মধ্যে থেকে উপকরণ অবলম্বন করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি না বরং তা হ'তে নিষেধ করি যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় তোমরা শুধু উপকরণের দাসে পরিণত হও এবং সেই খোদাকে ভুলে যাও যিনি উপকরণসমূহেরও ব্যবস্থা করে থাকেন। তোমাদের যদি চক্ষু থাকে তবে দেখতে পাবে যে, খোদাই খোদা মাত্র, অবশিষ্ট বাকী সব কিছুই তুচ্ছ" (কিশ্তিয়ে নূহ)।

৩২৪। সন্ন্যাসবাদ – ইসলাম সন্ন্যাসবাদ সমর্থন করে না।

কুরআন

১০৫৯। এবং আমরা (তাদের) পিছনে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাকে ইন্‌জীল প্রদান করেছিলাম। এবং যারা তার অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে আমরা স্নেহ-মমতা এবং দয়ার সৃষ্টি করেছিলাম। আর যে আছে সন্ন্যাসবাদ তারা – নিজেরাই এটা প্রবর্তন করেছিল – যার নির্দেশ আমরা তাদের দেই নি, তারা অবশ্য আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্যই তা করেছিল, কিন্তু তারা তার যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি। (৫৭ঃ২৮)

হাদীস

৭৮২। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের এরূপ বলে থাকতেন '(ইচ্ছে করে) নিজেদের উপর কঠোরতা এনো না। পাছে আল্লাহ্‌ও তোমাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেন। অতীতে একাধিক কওম নিজের জন্য কঠোরতা এখতিয়ার করেছিল। ফলে আল্লাহ্‌তাআলাও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে ছিলেন। গির্জায় ও পাদ্রীদের ধর্মশালায় এই যে লোকগুলি আছে এরা তাদেরই উত্তরাধিকারী। কুরআনে আছে, 'তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য রাহ্‌বানিয়াতকে' (সন্ন্যাসবাদকে) আবিষ্কার করেছিল, যা আমি তাদের জন্য বিধান করি নি" (আবু দাউদ)।

৭৮৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কতক সাহাবা পরস্পর 'তরক-এ দুনিয়া' (সন্ন্যাসব্রতের) পণ করলেন, কেহ বললেন, তিনি বিবাহ করবেন না। কেহ বললেন অনবরত নামায পড়বেন এবং নিদ্রা পরিহার করবেন। কেহ বললেন-রোযা রাখবেন, রোযা ছাড়বেন না। এ খবর হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট পৌছালে তিনি বললেন, "এরা কেমন লোক যারা এরূপ বলে ? আমিতো রোযাও রাখি, ইফতারও করি, নামাযও পড়ি এবং ঘুমাইও। আমি বিবাহও করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হতে বিমুখ হয় সে আমার নয়" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৩৯৩। "অন্যান্য লোক এই পথ উদ্ভাবন করেছে যে তারা চিরকুমার থাকবে বা খোজা হবে এবং যে কোন উপায়ে হোক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করবে। কিন্তু আমরা মানুষের উপর এই আদেশ অবশ্য পালনীয় করি নি। এ কারণে তারা এ সব অভিনব প্রথা পূর্ণরূপে পালন করতে পারে নি" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫১। ইসলামে অর্থনীতি

৩২৫। ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। ব্যক্তিগত সম্পদ কুক্ষিগত না করে সুষম বন্টনের মাধ্যমে বান্দার হক আদায়ের নির্দেশ।

কুরআন

১০৬০। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের উপর রিযক-এর ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি প্রদান করেছেন। কিন্তু যাদেরকে সমৃদ্ধি প্রদান করা হয়েছে তারা নিজেদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত লোককে তাদের রিযক ফেরত দিতে আদৌ প্রস্তুত নয় যাতে তারা সকলেই তাতে সমান সমান হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কি তারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে ? 'ক' (১৬ঃ৭২)

১০৬১। তারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতকে বন্টন করছে ? আমরাই তাদের মধ্যে এই পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন করি এবং তাদের কতককে কতকের উপর পদ মর্যাদায় উন্নীত ও সম্মানিত করি যাতে তাদের মধ্য হতে কতক তাদের কতককে অধীনস্থ করতে পারে। এবং তারা যে সম্পদ জমা করে তা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের রহমত উত্তম। (৪৩ঃ৩৩)

'ক' ১৩ঃ২৭; ১৭ঃ২২; ২৪ঃ৩৯; ২৯ঃ৬৩; ৩০ঃ২৯, ৩৮; ৩৪ঃ৩৭; ৩৯ঃ৫৬; ৪২; ১৩;

---

* সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই আয়াত ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে ইসলামী আইনের উপস্থাপন করেছে। রিয্কিহিম' অর্থাৎ 'তাদের ধন সম্পদ' শব্দগুলির মধ্যে 'তাদের' শব্দটির উপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করেছে। অন্যদিকে 'তাদের রিযক' বাক্য দ্বারা সকল বস্তুতে সকল মানুষের যৌথ ও এজমালিকানা নির্দেশ করছে কারণ কোন বস্তু কেবল তখনই কোন ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করা হয় যাতে তার স্বত্ব রয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে পবিত্র কুরআন সকল বস্তুর উপর দ্বৈত মালিকানার নীতি স্বীকার করেছে যেমন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম দ্বারা লব্ধ সম্পত্তির উপার্জনকারী ব্যক্তির মালিকানাস্বত্বের অধিকার স্বীকার করা এবং একই সঙ্গে সেই সম্পত্তিতে সকল মানুষের অধিকার স্বীকার করা। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি মালিকানার অবাধ ও লাগামহীন অধিকারে যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি সম্পদ এবং তার উৎপাদনের উপায় উপকরণের উপরও রাষ্ট্র কর্তৃক খোলাখুলিভাবে সম্পূর্ণ দখলের অধিকার স্বীকার করে না। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়। (কুরআন মজীদ টীকা ১৫৫৮)

হাদীস

৭৮৪। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আ'শের গোত্রের একটি খুবই প্রশংসনীয় লোকাচার রয়েছে। কোথাও যাত্রাকালে এমনকি গৃহেও যখন তাদের খাদ্যাভাব দেখা দেয়, তারা সবার নিজস্ব সম্ভারকে নিয়ে আসে এবং তখন ঐ সাধারণ খাদ্য-সম্ভার থেকে তাদের মধ্যে সেই খাদ্য সাধারণভাবে ভাগ করে নেয়। আমি তাদের ও তারা আমার।" (বুখারী)

৭৮৫। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তোমার আবশ্যকের অতিরিক্ত যা আছে তা দান করবে – এটা তোমার পক্ষে মঙ্গল এবং তাকে ধরে রাখবে এটা তোমার পক্ষে অমঙ্গল। তবে নিন্দারযোগ্য হবে না তোমার জীবনধারণ পরিমাণ ধরে রাখার এবং প্রথমে দান করবে তোমার পোষ্যদের।" (মেশকাত মূল: মুসলিম)

৭৮৬। হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে (মানুষের) হক রয়েছে, অতঃপর হুযূর (সাঃ) (এখানে কুরআন পাকের) এই আয়াত পাঠ করলেন, 'তোমরা (নামাযে) পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে (শুধু) এটা নেক কাজ নয় ... ?" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

মলফূযাত

৩৯৪। "আল্লাহ্তাআলার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁর বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হতে অতিরিক্ত উদাসীন হওয়া অভিশপ্ত জীবন। আল্লাহ্র হক ও তাঁর বান্দাগণের হক সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক সেরূপই প্রশ্ন করা হবে যেরূপ একজন ফকীরকে প্রশ্ন করা হবে বরং তদপেক্ষা অধিক" (কিশ্তিয়ে নূহ)।

৩২৬। একজন মুসলিমের অর্থে কার কার অধিকার। প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের নির্দেশ।

কুরআন

১০৬২। অতএব তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দাও এরূপে মিসকীনদেরকে এবং পথিকদেরকেও। এটা তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের কামনা করে, বস্তুতঃ এরাই সফলকাম হবে। 'ক' (৩০ঃ৩৯)

১০৬৩। বস্তুত তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হক রয়েছে তাদের যারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদেরও যারা সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না। 'খ' (৫১ঃ২০)

১০৬৪। এবং সে তাঁরই প্রেমে আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণের এবং বন্দীমুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে, 'গ' (২ঃ১৭৮)

'ক' ১৬ঃ৯১; ১৭ঃ২৭; ২৪ঃ২৩; ৫৯ঃ৮;

'খ' ২ঃ২৭৪; ৭০ঃ২৫-২৬;

'গ' ২ঃ২১৬; ৭৬ঃ৯-১০;

---

* ইসলামে স্বীকৃত অধিকার অনুযায়ী, ধনী মুসলমানের সম্পদে ঐ সকল মুসলমানের প্রাপ্য অংশতো রয়েছেই যারা তাদের অভাব-অনটন প্রকাশ করতে পারে, উপরন্তু তাদেরও প্রাপ্য অংশ রয়েছে যারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করতে পারে না। অতএব একজন মুসলমানের ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি একটি গচ্ছিত মাল যা হতে গরীবেরা উপকার পাবার অধিকারী। ফলতঃ কোন ধনী ব্যক্তি যদি কোন গরীব ভাইকে সাহায্য করে তখন সে তার প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করে না বরং কর্তব্য সম্পাদন করে মাত্র। কেননা, সে তাকে তার ন্যায্যপ্রাপ্য দান করে।'আল মাহ্‌রূম' শব্দটি একমাত্র ঐ সকল গরীবদেরকেই বুঝায় না যারা লজ্জা বা সম্মানের খাতিরে হাত পাততে পারে না (২ঃ২৭৪), বরং বৃহত্তর পরিসরে বাকশক্তিহীন জীব জন্তুকেও বুঝায়। 'মাহরূম' শব্দটি এখানে ঐরূপ ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে, যে শারীরিক অসামর্থ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৮৩০)

হাদীস

৭৮৭। হযরত সুলায়মান বিন আমের (শুদ্ধ সালমান) (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "গরীবের প্রতি দান হ'ল শুধু দান, আর আত্মীয়ের প্রতি দান করা হ'ল দান ও আত্মীয়তা রক্ষা উভয়ই" (আহমদ, তিরমিযী, নেসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)।

৭৮৬। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "হে আল্লাহ্‌ ! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং মিসকীনের দলে হাশর কর।" বিবি আয়েশা বললেন, "কেন হে আল্লাহ্‌র রসূল।" তিনি বললেন, "তারা ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা ! কোন মিসকীনকে তোমার দুয়ার হতে (খালি হাতে) ফিরাবে না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান করো। হে আয়েশা! মিসকীনদের ভালবাসিও এবং তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিও, ফলে আল্লাহ্‌তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাকে নিকটে রাখবেন।' (তিরমিযী বায়হাকী– শোয়াবুল ঈমানে।) এই হাদীস ইবনে মাজাহ্‌ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত করেছেন। (মেশকাত)

৭৮৯। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা দুর্বলদের মধ্যে আমাকে অন্বেষণ কর। কেননা দুর্বলদের ওসীলায়ই তোমাদের রিয্‌ক দান করা হয়। অথবা (বলেছেন) সাহায্য দান করা হয়" (আবু দাউদ)।

মলফূযাত

৩৯৫। "খাঁটি সাধুতার রীতি এই যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনার্থে নিজের নিকট আত্মীয়দেরকে আপন অর্থ হতে সাহায্য করে এবং এই অর্থ হতে এতীমদের প্রতি দায়িত্ব পালন, তাদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে খরচ করে থাকে এবং মিসকীনদের দারিদ্র অনাহার হতে রক্ষা করে, মুসাফীর ও প্রাণীদের সেবা করে এবং বন্দী ও গোলামদের আযাদ করার জন্য এবং ঋণীদের ঋণ শোধের জন্য তারা অর্থ দান করে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩২৭। অর্থ ও সম্পদ মজুদ করা নিষিদ্ধ। মজুদদারদের শাস্তি।

কুরআন

১০৬৫। এবং যারা সোনা রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না – তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

১০৬৬। (সে দিন) যেদিন তাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্বারা তাদের কপালে,তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, (এবং বলা হবে) এটা সেই বস্তু যা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করতে। সুতরাং যা তোমরা মজুদ করতে (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর। 'ক' (৯ঃ৩৪-৩৫)

'ক' ৪৩ঃ৩৩; ৭০ঃ১৬-১৯; ৮৯ঃ১৮-২২; ৯২ঃ২; ১০০ঃ৯; ১০২ঃ২-৯; ১০৪ঃ৩-৫;

হাদীস

৭৯০। হযরত মা'মার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জনগণের জীবিকা সংকীর্ণ করে খাদ্যদ্রব্য গুদাম জাত করে সে বড় অপরাধী – সে গোনাহগার সাব্যস্ত হবে" (মুসলিম)।

৭৯১। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে ঐ মাল দান খয়রাত করে দিলেও তার গোনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট হবে না" (রজীন)।

৭৯২। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আতিশয্যপরায়ণ ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে।' এরূপ তিনি তিনবার বললেন। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে রক্ষা পেতে পারে না" (মুসলিম)।

৭৯৩। হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,"হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তুমি নিজের ধনদৌলতে গিঠ মেরনা (অর্থাৎ আবদ্ধ করে রেখ না) নতুবা তোমার উপর গিঠ মেরে দেয়া হবে।" অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, "মানুষকে তুমি গণনা করে দিও না নতুবা তোমাকেও গণনা করে দেয়া হবে" (মেশকাত)।

৭৯৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কারও সঞ্চিত ধন কিয়ামতের দিন মাথায় টাক পড়া হিংস্র অজগর সাপে পরিণত হবে। মালিক একে দেখে ভয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু অজগর তাকে খোঁজ করতে থাকবে আর বলবে, "আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।" নবী (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তাকে খোঁজ করতে করতে সাপ যখন তাঁর পিছু ধাওয়া করতে থাকবে, সে তার হাত প্রসারিত করে দেবে। সাপ সেটা নিজের গ্রাস বানিয়ে নিবে। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ' পশুর মালিক যদি এর হক (যাকাত) আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন পশু দ্বারা সে আক্রান্ত হবে। পশুরা নিজের পায়ের ক্ষুর দ্বারা তার মুখ মন্ডলে আঁচড় দিতে থাকবে। (বুখারী)

মলফূযাত

৩৯৬। "ঐ সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র নামের জন্য ঈর্ষান্বিত হয় না, তারা তাঁর নিকটবর্তী হতে পারে না। যারা কুকুরের ন্যায় হীন জাগতিক লাভের জন্য লোভাতুর হয় অথবা পিপীলিকার ন্যায় জাগতিক সম্পদ মজুদে ব্যস্ত থাকে অথবা শকুনের ন্যায় নিকৃষ্ট গলিত মাংস পিন্ডের ন্যায় পৃথিবীর সম্পদের উপর পতিত হয় এবং নিজেদের জীবনকে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের দিকে পরিচালিত করে তারা খোদা হতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং খোদার নৈকট্য লাভে বঞ্চিত হয়" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা – মূল রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্ ১৯০২-২য়-খন্ড)।

৩২৮। কৃপণতা নিষিদ্ধ – কৃপণদের পরিণাম। আল্লাহ্‌র পথে খরচে নিজের আয় গোপন করা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১০৬৭। এবং যারা উহার (ধন-সম্পদ খরচ করার) ক্ষেত্রে – যা আল্লাহ্‌ আপন ফযল দ্বারা তাদেরকে দিয়েছেন – কৃপণতা করে, তারা তাকে যেন নিজেদের জন্য কল্যাণজনক মনে না করে বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণজনক হবে। যা সম্বন্ধে তারা কৃপণতা করে তাকে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাদের গলার বেড়ি করা হবে। 'ক' (৩ঃ১৮১)

১০৬৮। যারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকদেরকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্‌ নিজ ফযল হতে তাদেরকের যা কিছু দান করেছেন তা গোপন করে। বস্তুতঃ আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি। 'খ' (৪ঃ৩৮)

'ক' ৪ঃ১২৯; ১৭ঃ১০১; ৪৭ঃ৩৮-৩৯; ৫৩ঃ৩৪-৩৬; ৫৯ঃ১০; ৬৪ঃ১৭; ৬৮ঃ২৪-৩০; ৭০ঃ২২; ৮৯ঃ২১; ১০৪ঃ৩-৫;

'খ' ২৫ঃ৬৮; ৫৭ঃ২৫;

হাদীস

৭৯৫। হযরত যাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "অন্যায় পরিত্যাগ কর কেননা বিচার দিবসে অন্যায় গভীর অন্ধকার রূপে দেখা দিবে। এবং কৃপণতা হতে নিজেদের রক্ষা কর, কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিল। কৃপণতা তাদের হত্যা করতে এবং অন্যায়কে ন্যায় হিসেবে গণ্য করতে উৎসাহিত করে" (মুসলিম)।

৭৯৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কুঅভ্যাসসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ হচ্ছে সীমাতিরিক্ত অর্থকৃচ্ছ্রতা (কার্পণ্য) এবং লাঞ্ছনাজনক ভীরুতা" (মুসলিম)।

৭৯৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "একজন দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলা, জনগণ ও জান্নাতের নিকটবর্তী থাকে, এবং একজন কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলা জনগণ ও জান্নাত হতে দূরে থাকে কিন্তু আগুনের নিকটে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট ধর্মভীরু কৃপণের চেয়ে অজ্ঞ দানশীল ব্যক্তি অধিকতর প্রিয়" (কাশিরীয়া)।

৭৯৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দাতা ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট, বেহেশতের নিকট, মানুষেরও নিকটে অথচ দোযখ হতে দূরে থাকে, এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌ হতেও দূরে, বেহেশ্‌ত হতেও দূরে অথচ দোযখের নিকেট থাকে। নিশ্চয় মূর্খ দাতা কৃপণ সাধক অপেক্ষা আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর প্রিয়।"

মলফূযাত

৩৯৭। "নিজেদের নিরিবিলি নিভৃত স্থানগুলিকে যিক্‌রে ইলাহীর স্থানে পরিবর্তন কর, নিজেদের হৃদয়পট হতে নাপাকীর মরিচা বিদূরিত কর। অন্যায়, হিংসা, বিদ্বেষ সংকীর্ণতা ও কার্পণ্য এবং কুবাক্য ও অশ্লীল ভাষণ হতে বিরত থাক" (বিজ্ঞাপন ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫, আলফযল ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ হতে)।

৩৯৮। "নিকট আত্মীয়, এতীম, মিসকীন এবং প্রতিবেশীর মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত, এবং প্রতিবেশীর মধ্যে যারা তোমার আত্মীয় নয়, মুসাফির, চাকর, ভৃত্য, ঘোড়া, ছাগল, গাভী-মহিষ এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত অন্য জীবজন্তুর প্রতি উত্তম ব্যবহার করবে। কারণ খোদা, যিনি তোমাদের খোদা, এই সব নিয়ম ও অভ্যাস পসন্দ করেন। তিনি বেপরওয়া ও স্বেচ্ছাচারীদেরকে এবং এমন লোক চান না যারা কৃপণ এবং লোকদেরকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় এবং নিজেদের অর্থ গোপন করে অর্থাৎ অভাবগ্রস্তদেরকে বলে যে, তাদের নিকট কিছুই নেই" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

৩২৯। কৃপণতা কাদের স্পর্শ করে না।

কুরআন

১০৬৯। এবং যখন তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কৃপণতা করে,

১০৭০। কেবল নামাযীগণ ব্যতিরেকে,

১০৭১। যারা সতত তাদের নামাযে কায়েম থাকে,

১০৭২। এবং তারা (ব্যতিরেকে), যাদের ধন সম্পদে রয়েছে নির্দিষ্ট হক,

১০৭৩। তাদের জন্যও যারা (সাহায্য) চাইতে পারে, এবং তাদের জন্যও যারা চাইতে পারে না।

১০৭৪। এবং তারা (ব্যতিরেকে), যারা বিচার দিবসের তসদীক (সত্যায়ন) করে।

১০৭৫। এবং তারা (ব্যতিরেকে), যারা নিজেদের প্রতিপালকের আযাব সম্বন্ধে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। (৭০ঃ২২-২৮)

হাদীস

৭৯৯। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এই দু'টি স্বভাব কোন মু'মিনের মধ্যে একত্র হতে পারে না-কৃপণতা ও দুর্বলতা।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৩৯৯। "আল্লাহ্তাআলার পথে মাল ব্যয় করাও মানুষের সৌভাগ্য ও তাকওয়াপরায়ণতার স্বাক্ষর ও মানদন্ড বিশেষ। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর জীবনে লিল্লাহী ওয়াকফ (আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কুরবান)-এর মানদন্ড ও কষ্টি পাথর এই ছিল যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা দীনের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করলেন, তিনি (হযরত আবু বকর-রাঃ) তাঁর গৃহের সকল সম্পদ এনে হাজির করলেন।" (আল্ হাকাম, ৪র্থ খন্ড সংখ্যা নং ৩০)

৫২। সুদ

৩৩০। সুদ খাওয়া হারাম – সুদ গ্রহণকারীদের পরিণাম।

কুরআন

১০৭৬। যারা সুদ খায় তারা সেভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধি হারা করে ফেলে। এটা এই কারণে যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত', অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ হতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয় তবে অতীতে যা কিছু হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত। এবং যারা পুনরায় তা করবে, তারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হবে। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

১০৭৭। আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করেন ও দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুত আল্লাহ্ কোন কাফের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না। 'ক' (২ঃ২৭৬-২৭৭)

'ক' ৩ঃ১৩১-১৩২; ৪ঃ১৬২; ৩০ঃ৪০;

হাদীস

৮০০। হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) সুদদাতা ও সুদ গ্রহণকারী উভয়কেই অভিশাপ দিয়েছেন। (মুসলিম)

এর সঙ্গে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, "এবং যারা সুদের কারবার লিপিবদ্ধ করে ও লেনদেনের সময় সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকে তারা সুদ লেনদেনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।"

৭৮১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সুদের গুনাহ-এর সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতাকে বিবাহ করে।' (ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী)

৮০২। হযরত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলে পাক (সাঃ)-কে বলতে শুনতাম, 'খাদ্য বস্তুর সাথে খাদ্য বস্তুর বিনিময়ে পরিমাণের সমতা হতে হবে।" (মুসলিম)

৮০৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ), যিনি ফিরিশ্তাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত হযরত হানজালার পুত্র, তিনি বলেন, 'হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সুদের মাত্র একটি রৌপ্য মুদ্রাও যে ব্যক্তি জেনে শুনে খায় তার গোনাহ ছত্রিশ বার জিনা করা অপেক্ষা বেশি হয়।' (আহমদ, দারে কুতনী)

বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে এই হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত এ-ও আছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত তার জন্য দোযখই অধিকতর শ্রেয়।'(মেশকাত)

মলফূযাত

৪০০। আল বদর ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, "যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন যে, ইসলাম প্রচারের জন্য সুদের অর্থ ব্যবহার করা যাবে, তখন বিশেষ করে জাপানে ইসলামী মতবাদ ও রীতিনীতি সম্বলিত একটি পুস্তক সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছিল যে, এই প্রকার অনুমতি সাধারণভাবে সুদের ব্যবহারের প্রবণতা সৃষ্টি করবে। তখন হুযূর আকদস বলেছিলেন, 'বাজে ওজর সম্পর্কে বলা যায় যে, এরূপ বাজে ওজর উত্থাপন করলে অনেকেই করা যায়। ধর্মজ্ঞানহীন লোকেরা বলে 'লাতাকরিবুস সালাতা' অর্থ তোমাদের প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া উচিত নয়। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হ'ল, যখন কারো পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায় অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য যেহেতু ইসলাম শূকরের গোশতও খাবার অনুমতি দেয় তখন কেন আমরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য সুদ ব্যবহার করবো না ? তাতে ক্ষতি কীভাবে হবে ? স্মরণ রাখতে হবে যে, এরূপ অনুমোদন শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে। এই অনুমতি সকল সময়ের জন্য নয়। যখন ইসলাম তার শক্তি পুনরুদ্ধার করবে এবং যখন তা এখন যে দুর্বল অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় থাকবে না, তখন আর সুদ এর প্রসারের জন্য ব্যবহৃত হবে না। ইসলাম যেরূপ সুদকে অন্যান্য সকলের জন্য হারাম করেছে, তা এ ব্যাপারেও হারাম বলেই বিবেচিত হবে" (প্রনাউন্সমেন্ট অফ দি প্রমিস্ড মেসায়া)।

৩৩১। সুদের বকেয়া মাফ করার নির্দেশ।

কুরআন

১০৭৮। হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মোমেন হও তবে তোমরা সুদের সকল বকেয়া ছেড়ে দাও।

১০৭৯। এবং যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রয়েছে, (এরূপে) তোমরা কারও উপর যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না। (২ঃ২৭৯-২৮০)

হাদীস

৮০৪। হযরত ইবনে জুরাইন (রাঃ) আয়াত 'ইয়া আইও হাল্লাযীনা আমানুত্ ত্তাকুল্লাহা ওজারু মা বাকিয়া মেনার রেবা ইন কোনতোম মুমেনিন' এর শানে নুযুল সম্পর্কে বলেন, "সাকিফ সম্প্রদায় হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে সন্ধি করে যে,মানুষের কাছে তাদের যে সুদী অর্থ জমা রয়েছে এবং তাদের কাছে মানুষের যে অর্থ দেনা রয়েছে সবই রহিত বলে গণ্য করা গেল। এর পর মক্কা বিজয় ঘটে এবং উতাদ ইবনে উসাইদ (রাঃ)-কে মক্কায় গভর্ণর করা হয়। বনু আমর উমাইর ইবনে আওফ বনী আল্ মুগিরা থেকে সুদ আদায় করত এবং বনু আল মুগীরা জহেলিয়তের যুগে তাদের সাথে সুদী কারবার করত। ইসলামের আবির্ভাবের পর দেখা যায় বনু আমর বনী আল্ মুগীরার কাছে এরূপ সুদী বিপুল অর্থ পাওনাদার। বনু আমর তাদের পাওনা দাবী করে। কিন্তু বনী আল মুগীরা ইসলামী যুগে জাহেলিয়তের যুগের সুদী অর্থ আদায়ে অস্বীকৃতি জানায় এবং গভর্ণর হযরত ইতাব ইবনে উমাইদ (রাঃ)-এর নিকট ইহা উত্থাপন করা হয়। হযরত ইতাব (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করে পত্র লিখেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযেল হয়। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এ আয়াত সহকারে হযরত ইতাব (রাঃ)-এর পত্রের উত্তর দেন। তিনি আরও ইরশাদ করেন, যদি তারা রাজি হয়ে যায় তবে ভাল কথা, নচেৎ তাদের যুদ্ধের কথা জানিয়ে দাও" (তফসীরে তাবারী)।

মলফূযাত

৪০১। "ইহা তাদের এই শিক্ষাদান করে যে, সুদে টাকা ধার দিয়ে তারা যেন গরীবদের অক্ষমতাগুলিকে আরও বেশি প্রকট করে না তুলে, এবং দান বা উপহার দিয়ে এবং শর্তহীন ঋণ দিয়ে যেন তাদের সাহায্য করে" [কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি – হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]।

৩৩২। ঋণ অনুমোদিত। ঋণের লেনদেন লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বন্ধকী ঋণ অনুমোদিত।

কুরআন

১০৮০। হে যারা ঈমান এনেছ ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেনদেন কর, তখন তোমরা তা লিখে লও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়-সঙ্গতভাবে লিখে দেয়, এবং লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে,কারণ আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, অতএব সে যেন লিখে; এবং যার উপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তু) লেখায়, এবং তার প্রভু আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং তার মধ্যে সে যেন কিছু কম না করে। কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়-বস্তু) লিখাতে অসমর্থ হয় তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে (বিষয়-বস্তু) লিখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দু'জন পুরুষ না জোটে, উপস্থিত দর্শকগণের মধ্য হতে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক (সাক্ষী থাকবে), এজন্য যে, দু'জন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলে যায় তবে অপরজন স্মরণ করিয়ে দিবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয়, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে, এবং লেনদেন ছোট হোক বা বড় হোক তোমরা তাকে মিয়াদ সহ লিখতে অবহেলা করো না। এটা আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সমধিক নিকটবর্তী পন্থা যাতে তোমরা সন্দেহে না পড়;

১০৮১। এবং যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে দখলসহ কোন বস্তু বন্ধক রাখা বিধেয়। (২ঃ২৮৩-২৮৪)

হাদীস

৮০৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু রুবিয়া (রাঃ) বলেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) আমার নিকট ৪০,০০০ দিরহাম ঋণ করলেন, যখন তাঁর নিকট অর্থ সমাগত হল তিনি তা' আমাকে পরিশোধ করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ্তাআলা তোমার ধনে ও জনে বরকত দিন। নিশ্চয় ঋণ দানের পুরস্কার প্রশংসা ও পরিশোধ।' (নেসাঈ)

৮০৬। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)-এর নিকট আমার (দেয়া) এক ঋণ পাওনা ছিল, তিনি তা পরিশোধ করলেন এবং বেশি দিলেন।' (আবু দাউদ)

৮০৭। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন ওফাত প্রাপ্ত হলেন, তখন তাঁর বর্মখানি ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল" (বুখারী)।

৮০৮। আ'মাশের মতে, তিনি [নবী করীম (সাঃ)] তাঁর লৌহ-বর্ম-বন্ধক রেখেছিলেন। অন্য-একটি সুত্রে আ'মাশ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর লৌহ নির্মিত বর্মখানি বন্ধক রেখেছিলেন। (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)

মলফূযাত

৪০২। "তেমনই দাসমুক্তি (যুদ্ধবন্দী মুক্তি), ঋণগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এবং অন্য প্রকারে যা শুধু খোদার জন্য হয়, ঐ মাল খরচ হবে। তোমরা প্রকৃত সাধুতা কখনও লাভ করতে পার না, যে পর্যন্ত না তোমরা মানবতার সহানুভূতিতে ঐ অর্থ ব্যয় কর যা তোমাদের নিকট প্রিয়" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩৩৩। ঋণ অবশ্য পরিশোধযোগ্য। দুর্দশাগ্রস্তের ঋণ পরিশোধের সময় প্রদান বা মাফ করে দেয়া বিধেয়।

কুরআন

১০৮২। (এই সকল অংশ) সে যা ওসীয়্যত করে সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ) এর পরে। 'ক' (৪ঃ১২)

১০৮৩। এবং যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয়; তবে তাকে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে আর তোমাদের দান রূপে ছেড়ে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। * (২ঃ২৮১)

'ক' ৪ঃ১৩;

---

* ঋণ দেয়া ইসলাম উৎসাহিত করে। তবে সেই ঋণ সুদ বিহীন ও কল্যাণকর হওয়া চাই। যদি কোন ঋণী ব্যক্তি অভাবের কারণে সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে বাস্তবিকই অসমর্থ হয়, তবে তাকে আরও সময় দেয়া উচিত, যাতে সে সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৫৩)

হাদীস

৮০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মুসলিম তার কোন ভাই-এর নিকট সম্মান বা অন্য কোন কিছু ঋণগ্রস্ত থাকে তবে যখন তার নিকট কোন দিনার বা দিরহাম থাকবে না সে যেন তার পূর্বেই ঋণ মুক্ত হয়। অন্যথায় ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী তার নিকট যে সৎকর্ম থাকবে তা নিয়ে নেয়া হবে, এবং যদি তার নিকট কোন সৎকাজ না থাকে, সমপরিমাণ অন্যায় কাজের বোঝা, যা সে করেছিল, তার উপর চাপান হবে।' (বুখারী)

৮১০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, 'একজন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটকিয়ে রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তার যদি কোন ঋণ থাকে তা পরিশোধ করা হয়।' (তিরমিযী)

৮১১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ একজন শহীদের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন কেবল ঋণ ব্যতীত।' (মুসলিম)। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, 'আল্লাহ্র কার্যে শাহাদত, সকল ক্ষতিই পূরণ করে ঋণ ব্যতীত।' (মুসলিম)

৮১২। হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যে কেউ ঋণী ব্যক্তিকে সময় দেয় অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদাবলী হতে বাঁচাবেন। (মুসলিম)

৮১৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে কি ?' যদি বলা হত যে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে তবে তিনি তার জানাযার নামায পড়াতেন। অন্যথায়, নিজে এ নামাযে শরীক না হয়ে মুসলমানগণকে বলতেন, 'তোমার সাথীর জানাযার নামায পড়াও।' (বুখারী, মুসলিম)

৮১৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অপরের মাল (ঋণরূপে) গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার নিয়্যতের সাথে, আল্লাহ্তাআলা তার ঋণ পরিশোধ (করায় সাহায্য) করবেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে ঋণদাতার মাল হালাক (নষ্ট ও আত্মসাৎ) করায় নিয়্যতে, আল্লাহ্তাআলা তাকে হালাক করবেন।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪০৩। "যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা অনুসারে মাসিক কিছু কিছু দান করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর সেই দান অবশ্য পরিশোধণীয় ঋণস্বরূপ মনে করে স্বয়ং মাসে মাসে নিজ চেষ্টায় আদায় করা উচিত। এই দানকে খাঁটিভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং নজরস্বরূপ মনে করে নেয়া উচিত এবং তা আদায়ে শৈথিল্য বা অস্বীকার করা উচিত নয়" (ফতেহ ইসলাম)।

৫৪। আমানত

৩৩৪। আমানতের খেয়ানত নিষিদ্ধ।

কুরআন

১০৮৪। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্যের নিকট কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখে তবে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছিল সে যেন তার আমানত প্রত্যার্পণ করে; এবং স্বীয় প্রভু আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে। 'ক' (২ঃ২৮৪)

'ক' ৪ঃ৫৯; ৮ঃ২৮; ২৩ঃ৯; ৭০ঃ৩৩;

হাদীস

৮১৫। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, খায়বার যুদ্ধের পর হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর একদল সাহাবা ফিরে এসে বলতে লাগলেন, "অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন, অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন।" তাঁরা শান্তভাবে একটি মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে উঠলেন, "এ-ও একজন শহীদ।" হযরত রসূলে পাক (সাঃ) তখন বললেন, "নিশ্চয় না, আমি তাকে অগ্নিতে একটি পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখছি, যা সে আত্মসাৎ করেছিল" (মুসলিম)।

৮১৬। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "'ফিরকিয়া' নামে এক ব্যক্তি যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সম্পদের দায়িত্বে ছিল, মারা গেলে তিনি বলেছিলেন, 'সে জাহান্নামী।' কিছু লোক এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য তার বাড়ীতে যেয়ে একটি পোষাক পেল যা সে আত্মসাৎ করেছিল" (বুখারী)।

৮১৭। হযরত মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত লোকমান হাকিম কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "আমরা আপনাকে যে মর্যাদায় দেখছি তা আপনি কীভাবে অর্জন করলেন, তিনি বললেন, 'সত্য কথা বলা, আমানত যথাযথ পরিশোধ করা, এবং অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা দ্বারা'" (মুয়াত্তা)।

মলফূযাত

৪০৪। দ্বিতীয় প্রকারের চারিত্রিক অকল্যাণ পরিহারের খুলুক আমানত ও দিয়ানত (সততা) নামে পরিচিত। অর্থাৎ অন্যের মাল অসৎ উপায়ে ও অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তগত করে কাকেও কষ্ট দেয়ার অনীহা ও অসন্তুষ্টি। সুতরাং জানা আবশ্যক দিয়ানত ও আমানত মানুষের স্বভাবজ অবস্থাসমূহের অন্যতম।...সততার স্বভাবগুণে কেউই সত্যবাদী বলে প্রতিপন্ন হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার হৃদয়ে অন্যের মাল সম্পর্কেও শিশুর ঘৃণার ন্যায় ঘৃণা না জন্মে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩৩৩। ঋণ অবশ্য পরিশোধযোগ্য। দুর্দশাগ্রস্তের ঋণ পরিশোধের সময় প্রদান বা মাফ করে দেয়া বিধেয়।

কুরআন

১০৮২। (এই সকল অংশ) সে যা ওসীয়্যত করে সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ) এর পরে। 'ক' (৪ঃ১২)

১০৮৩। এবং যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয়; তবে তাকে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে আর তোমাদের দান রূপে ছেড়ে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। * (২ঃ২৮১)

'ক' ৪ঃ১৩;

* ঋণ দেয়া ইসলাম উৎসাহিত করে। তবে সেই ঋণ সুদ বিহীন ও কল্যাণকর হওয়া চাই। যদি কোন ঋণী ব্যক্তি অভাবের কারণে সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে বাস্তবিকই অসমর্থ হয়, তবে তাকে আরও সময় দেয়া উচিত, যাতে সে সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৫৩)

হাদীস

৮০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মুসলিম তার কোন ভাই-এর নিকট সম্মান বা অন্য কোন কিছু ঋণগ্রস্ত থাকে তবে যখন তার নিকট কোন দিনার বা দিরহাম থাকবে না সে যেন তার পূর্বেই ঋণ মুক্ত হয়। অন্যথায় ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী তার নিকট যে সৎকর্ম থাকবে তা নিয়ে নেয়া হবে, এবং যদি তার নিকট কোন সৎকাজ না থাকে, সমপরিমাণ অন্যায় কাজের বোঝা, যা সে করেছিল, তার উপর চাপান হবে।' (বুখারী)

৮১০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, 'একজন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটকিয়ে রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তার যদি কোন ঋণ থাকে তা পরিশোধ করা হয়।' (তিরমিযী)

৮১১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ একজন শহীদের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন কেবল ঋণ ব্যতীত।' (মুসলিম)। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, 'আল্লাহ্র কার্যে শাহাদত, সকল ক্ষতিই পূরণ করে ঋণ ব্যতীত।' (মুসলিম)

৮১২। হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যে কেউ ঋণী ব্যক্তিকে সময় দেয় অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদাবলী হতে বাঁচাবেন। (মুসলিম)

৮১৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে কি ?' যদি বলা হত যে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে তবে তিনি তার জানাযার নামায পড়াতেন। অন্যথায়, নিজে এ নামাযে শরীক না হয়ে মুসলমানগণকে বলতেন, 'তোমার সাথীর জানাযার নামায পড়াও।' (বুখারী, মুসলিম)

৮১৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অপরের মাল (ঋণরূপে) গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার নিয়্যতের সাথে, আল্লাহ্তাআলা তার ঋণ পরিশোধ (করায় সাহায্য) করবেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে ঋণদাতার মাল হালাক (নষ্ট ও আত্মসাৎ) করায় নিয়্যতে, আল্লাহ্তাআলা তাকে হালাক করবেন।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪০৩। "যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা অনুসারে মাসিক কিছু কিছু দান করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর সেই দান অবশ্য পরিশোধণীয় ঋণস্বরূপ মনে করে স্বয়ং মাসে মাসে নিজ চেষ্টায় আদায় করা উচিত। এই দানকে খাঁটিভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং নজরস্বরূপ মনে করে নেয়া উচিত এবং তা আদায়ে শৈথিল্য বা অস্বীকার করা উচিত নয়" (ফতেহ ইসলাম)।

৫৪। আমানত

৩৩৪। আমানতের খেয়ানত নিষিদ্ধ।

কুরআন

১০৮৪। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্যের নিকট কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখে তবে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছিল সে যেন তার আমানত প্রত্যার্পণ করে; এবং স্বীয় প্রভু আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে। 'ক' (২ঃ২৮৪)

'ক' ৪ঃ৫৯; ৮ঃ২৮; ২৩ঃ৯; ৭০ঃ৩৩;

হাদীস

৮১৫। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, খায়বার যুদ্ধের পর হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর একদল সাহাবা ফিরে এসে বলতে লাগলেন, "অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন, অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন।" তাঁরা শান্তভাবে একটি মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে উঠলেন, "এ-ও একজন শহীদ।" হযরত রসূলে পাক (সাঃ) তখন বললেন, "নিশ্চয় না, আমি তাকে অগ্নিতে একটি পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখছি, যা সে আত্মসাৎ করেছিল" (মুসলিম)।

৮১৬। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "'ফিরকিয়া' নামে এক ব্যক্তি যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সম্পদের দায়িত্বে ছিল, মারা গেলে তিনি বলেছিলেন, 'সে জাহান্নামী।' কিছু লোক এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য তার বাড়ীতে যেয়ে একটি পোষাক পেল যা সে আত্মসাৎ করেছিল" (বুখারী)।

৮১৭। হযরত মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমার নিকট এই সংবাদ পৌছেছে যে, হযরত লোকমান হাকিম কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "আমরা আপনাকে যে মর্যাদায় দেখছি তা আপনি কীভাবে অর্জন করলেন, তিনি বললেন, 'সত্য কথা বলা, আমানত যথাযথ পরিশোধ করা, এবং অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা দ্বারা'" (মুয়াত্তা)।

মলফূযাত

৪০৪। দ্বিতীয় প্রকারের চারিত্রিক অকল্যাণ পরিহারের খুলুক আমানত ও দিয়ানত (সততা) নামে পরিচিত। অর্থাৎ অন্যের মাল অসৎ উপায়ে ও অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তগত করে কাকেও কষ্ট দেয়ার অনীহা ও অসন্তুষ্টি। সুতরাং জানা আবশ্যক দিয়ানত ও আমানত মানুষের স্বভাবজ অবস্থাসমূহের অন্যতম।...সততার স্বভাবগুণে কেউই সত্যবাদী বলে প্রতিপন্ন হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার হৃদয়ে অন্যের মাল সম্পর্কেও শিশুর ঘৃণার ন্যায় ঘৃণা না জন্মে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫৫। রিয্‌ক

৩৩৫। নিজ হাতে কাজ করে রুজির ব্যবস্থা করার নির্দেশ।

কুরআন

১০৮৫। অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র ফযল অন্বেষণ কর এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্বরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হও। 'ক' (৬২ঃ১১)

'ক' ৯ঃ৭৯; ১৬ঃ১৫; ১৭ঃ৬৭; ৪৫ঃ১৩;

হাদীস

৮১৮। হযরত মেকদাম বিন মা'দী কারার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কারও জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন।' (বুখারী)

৮১৯। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'অন্যান্য ফরযের সঙ্গে হালাল কামাই-এর ব্যবস্থা গ্রহণও একটি ফরয।' (বায়হাকী)

৮২০। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'নিজ কামাই-এর আহার সর্বোত্তম আহার। অবশ্য তোমাদের সন্তানদের কামাইও নিজ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।' (তিরমিযী, নেসাঈ)

৮২১। হযরত যুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে রশি নিয়ে বাজারে গমন করে এবং সেখান হতে লাকড়ী সংগ্রহ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে কিন্তু সম্মান ও আত্ম মর্যাদার কোন কালিমা লেপন করতে দেয় না, সে বহু সম্মানিত এবং তার আচরণ লোকদের নিকট ভিক্ষা করার চেয়ে হাজার গুণে উত্তম, জানা নেই ভিক্ষা চাইলে ঐ লোকেরা তাকে দিবে কি দিবে না।' (বুখারী)।

৮২২। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ফরয নামাযের পর হালালভাবে উপার্জন করাও ফরয। ফজরের নামাযের পর ঘুমিও না, রিয্‌কের তালাশ কর।' (কনযুল উম্মাল)

মলফূযাত

৪০৫। "আমি তোমাদেরকে সীমার মধ্যে থেকে উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করতে নিষেধ করি না। কিন্তু যে আল্লাহ্‌ উপকরণ প্রদান করেছেন, তাঁকে ভুলে অন্যান্য জাতিদের অনুকরণে শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে আমি তোমাদের নিষেধ করছি" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

৩৩৬। ব্যবসার মাধ্যমে রোজগার বৈধ। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় লিখিত রসীদ বা ক্যাশমেমো রাখা বাঞ্ছনীয়।

কুরআন

১০৮৬। এটা এই কারণে যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। 'ক' (২ঃ২৭৬)

১০৮৭। কিন্তু যদি নগদ কারবার হয় যাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় কর, এরূপ ক্ষেত্রে এর কোন লেখাপড়া না করলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না।* এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখ; এবং লেখক ও সাক্ষী কাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়।** কিন্তু যদি তোমরা এরূপ কর তবে তা তোমাদের অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে। এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন; বস্তুত আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (২ঃ২৮৩)

'ক' ৪ঃ৩০; ১৬ঃ১৫; ৪৩ঃ১৩-১৪; ৭৩ঃ২১;

* এর অর্থ হল, নগদ বেচাকেনাতেও লিখিত ক্যাশমেমো বা ভাউচার বা রশীদ ইত্যাদি কিছু থাকা ভাল। এতে অনেক সুবিধা আছে, অসুবিধা মোটেই নেই। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৫৪ ক)

** এটা বড় ধরনের বেচাকেনা বা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (কুরআন মজীদ টীকা ও ৫৪ খ)

হাদীস

৮২৩। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন (দোয়া রূপে), "আল্লাহ্ রহম করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে, সহনশীল হয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্য ওয়াশীলের তাগাদার ক্ষেত্রে" (বুখারী)।

৮২৪। হযরত রাফে বিন খাদীজা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "হে আল্লাহ্র রসূল ! কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম?" তিনি বললেন, "নিজ হাতের কাজ ও হালাল ব্যবসায় উপার্জন" (আহমদ)।

৮২৫। হযরত আমর বিন শোয়ায়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় এক সঙ্গে জায়েয নয়। বিক্রয়ের সঙ্গে কতিপয় শর্ত জুড়ে দেয়া জায়েয নয়। যে বস্তুর খেসারতের দায়িত্ব বর্তে নি তার লাভের অধিকার হাসেল হবে না। আর যে বস্তু তোমার হস্তগত হয় নি তা বিক্রয় করাও জয়েয নয়" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নেসাঈ)।

৮২৬। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নিষেধ করেছেন, জবরদস্তিমূলক ক্রয় বিক্রয় হতে, অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হতে এবং পূর্ণ হবার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করা হতে" (আবু দাউদ)।

মলফূযাত

৪০৬। "তারা বণিকের সন্তান হলে তাদেরকে বাণিজ্য পরিচালনার কৌশল শিখাবে। অন্য ব্যবসায় থাকলে সেই ব্যবসায়ের দিক হতে তাদেরকে পাকা করবে। যা হোক, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করবে এবং সময় সময় পরীক্ষাও করবে। তোমরা যা শিখিয়েছ তা আয়ত্ত করেছে কিনা" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

৩৪৪। পবিত্র ও উত্তম বস্তু হতে দান করার নির্দেশ।

কুরআন

১১১৫। হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হতে যা তোমরা উপার্জন কর এবং তা হতেও যা আমরা তোমাদের জন্য যমীন হতে উৎপন্ন করি, এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করো না যা তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করে আদৌ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ – ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য। 'ক'* (২ :২৬৮)

১১১৬। তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করতে পার না যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস তা হতে খরচ কর; এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা উত্তমরূপে অবগত আছেন। 'খ' (৩ঃ৯৩)

'ক' ২ঃ২১৬; ১৬ঃ৬৩;

'খ' ২ঃ২৭৩; ৯ঃ১১১;

---

* এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ন্যায়ভাবে উপার্জিত ভাল ও পবিত্র বস্তু নিজে রেখে মন্দ বস্তু আল্লাহ্‌র নামে দান করা অনুচিত। ব্যবহৃত বস্তু ইত্যাদি গরীবকে দান করা যেতে পারে, তাই বলে কেবল ঐ গুলিই গরীবদের জন্য চিহ্নিত করা ধনীদের পক্ষে ঠিক নয়। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৩৭)

হাদীস

৮৫৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ সত্যিকার ঈমানদার বান্দা হ'তে পার না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে অপরের জন্যও তা পসন্দ করে।' (বুখারী)

৮৫৬। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আনসারদের মধ্যে আবুতালহা খেজুর বাগানের মালিক হিসেবে সবচেয়ে ধনী ছিলেন এবং তার সম্পদের ভিতর বায়রোহা ছিল সর্বোত্তম। এটা মদীনার মসজিদের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল এবং রসূলে পাক (সাঃ) সেখানে যেতেন এবং তার বিশুদ্ধ পানি পান করতেন। যখন এই আয়াতটি নাযেল হল, 'তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করতে পার না যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস তা হতে খরচ কর,' আবু তালহা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ আপনার নিকট নাযেল করেছেন, 'তোমরা কখনও পূণ্য অর্জন করতে পার না যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস তা হতে খরচ কর।' এবং আমার সম্পদসমূহের মধ্যে বায়রোহাকে (খেজুরবাগান) সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তা দান করলাম এই আশায় যে, এর জন্য আল্লাহ্ আমায় পুরস্কৃত করবেন। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ দেন, আপনি সেভাবে খরচ করুন। রসূলে পাক (সাঃ) বলেছিলেন, 'অতি উত্তম, অতি উত্তম, এটা একটি উত্তম সম্পত্তি, এটা একটি উত্তম সম্পত্তি। তুমি যা বলেছ আমি শুনেছি, এবং আমি মনে করি যে,তুমি তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দাও।' আবু তালহা বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি তা-ই করব।' এবং সে তা তার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দিল। (বুখারী-মুসলিম)

মলফূযাত

৪১৪। "অনেক লোক এরূপও আছে যে বাসি পচা পুরান রুটি যা কোন কাজে আসতে পারে না ভিখারীকে দিয়ে দেয় এবং মনে করে যে, সে খয়রাত করেছে। এরূপ কার্যকলাপে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এরূপ দান খয়রাত মকবুল বা গৃহীত নয়। আল্লাহ্ বলেন, 'হাত্তা তোনফেকু মেম্মা তুহিব্বুন' কোন নেকী বা পূণ্য হতে পারে না যে পর্যন্ত আপন প্রিয় মাল বা প্রিয় জিনিস আল্লাহ্‌র পথে, তাঁর ধর্মের প্রচার এবং তাঁর সৃষ্ট জীবগণের প্রতি সহানুভূতি বশত তোমরা খরচ না কর" (মলফূযাত, ৮ম খন্ড) ।

৩৪৫। দানকারীদের উপহাস বা বিদ্রূপ করা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১১১৭। মোমেনদের মধ্য হতে যারা মুক্ত হস্তে দান করে এবং যারা নিজেদের শ্রম (দ্বারা অর্জিত রোযগার) ব্যতিরেকে কোন কিছু পায় না তাদেরকে যারা (মোনাফেকরা) দোষারোপ করে এবং তাদেরকে বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে বিদ্রূপের শাস্তি দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে, যন্ত্রণাদায়ক আযাব। 'ক' (৯ঃ৭৯)

'ক' ৯ঃ৫৮;

হাদীস

৮৫৭। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "যখন আমাদেরকে সদকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হ'ল, তখন আমরা মজুরীর বিনিময়ে বোঝা টানতাম। একদিন আবু আকীল (রাঃ) (দানের জন্য) আধা সের খেজুর নিয়ে আসলেন এবং অপর এক ব্যক্তি [আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)] তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন। তখন মুনাফেকরা মন্তব্য করতে লাগল, "আল্লাহ্ এই (তুচ্ছ) সদকার মুখাপেক্ষী নন। আর এই দ্বিতীয় জন একমাত্র লোক দেখানোর জন্যই এত ধন মাল দান করেছে।' এ সময় আয়াতটি নাযেল হ'ল" (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর)।

৮৫৮। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট কিছু জিনিস আনা হ'ল। তিনি তা চারজন লোকের মাঝে বন্টন করে দিয়ে বললেন, 'আমি এদের মনে অনুরাগ সৃষ্টির জন্য এমনটি করেছি।' তখন একব্যক্তি মন্তব্য করল, 'আপনি সুবিচার করেন নি।' নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'এ ব্যক্তির বংশে এমন সব লোক পয়দা হবে, যারা দীন ইসলাম ত্যাগ করে ভেগে যাবে" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)

মলফূযাত

৪১৫। "ইহা তাদেরকে সতর্ক করে দেয় এই জন্য যে, তারা যেন যারা অনুরূপভাবে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে নি তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করে, কেননা সকল মানুষকে খোদা সমান করে সৃষ্টি করেছেন। এটা তাদেরকে আরও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে এই সম্মান দান করেছেন তিনি অন্যদেরকে আরও অধিকতর সম্মানে ভূষিত করতে পারেন। যদি তারা তাদেরকে দেয়া মর্যাদার অপব্যবহার করে এবং যাদেরকে মর্যাদা দান করা হয় নি তাদের বিরুদ্ধে তারা সীমালঙ্ঘন করে, তবে আজ যাদের বিরুদ্ধে তারা সীমালঙ্ঘন করছে, ভবিষ্যতে তাদের দ্বারাই তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করার ভিত্তি স্থাপন করবে" [কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি–হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]।

৩৪৬। দান করে তার খোঁটা দেয়া নিষিদ্ধ। দান করে যারা খোঁটা দেয় না তাদের পুরস্কার। লোক দেখানোর জন্য দান নিষিদ্ধ।

কুরআন

১১১৮। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর তারা যা খরচ করে তার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে বেড়ায় না, তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

১১১৯। ন্যায়সঙ্গত কথা এবং ক্ষমা সেই দান হতে উত্তম যারপর কষ্ট ক্লেশ আরম্ভ হয়ে যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, পরম সহিষ্ণু।

১১২০। হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে নিজের দানসমূহকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করো না, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং যে আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না। তার উপমা ঐ মসৃণ শক্ত প্রস্তরের অবস্থার ন্যায় যার উপর অল্প মাটি পড়ে আছে ও অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং তাকে পরিষ্কার শক্ত প্রস্তর রূপেই রেখে যায়। তারা যা কিছু উপার্জন করে তার কোন অংশই তারা রক্ষা করতে পারে না। বস্তুত কাফের জাতিকে আল্লাহ্‌ হেদায়াত দেন না। 'ক' (২ঃ২৬৩-২৬৫)

'ক' ২ঃ২৬৭; ৪ঃ৩৯; ৭৪ঃ৭;

হাদীস

৮৫৯। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "কেহ নাছোরবান্দা হয়ে কোন কিছুই চায় না, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমার নিকট চায় এবং আমি বিরক্তির সাথে তাকে কিছু দেই তবে আমি যা তাকে দিব তা কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না" (মুসলিম)।

৮৬০। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সেবা (দান বা উপহার প্রদান) করার পর জিনিস ফিরিয়ে নেয় সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে করা বমি খায়" (বুখারী)।

৮৬১। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বেহেশতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়" (তিরমিযী)।

৮৬২। হযরত বুরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা আমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট বসে ছিলাম, এমন সময় তাঁর নিকট একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি আমার মাকে একটি বাঁদী দান করে ছিলাম। তিনি মারা গিয়েছেন (এবং বাঁদীটি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওনা হয়েছি, এটা কি দান ফিরিয়ে নিবার অন্তর্গত হবে ?) হুযূর (সাঃ) বললেন, "তোমার সওয়াব নির্ধারিত হয়েছে, আর উত্তরাধিকার তা তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৪১৬। "আল্লাহ্‌তাআলা এহসানকারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন, 'হে এহসানকারীগণ! তোমাদের সদকাসমূহের ভিত্তি অকপটের উপর হওয়া চাই। এহসান স্মরণ করিয়ে বা দুঃখ দিয়ে তাদের ধ্বংস করো না।' (২ঃ২৬৫)। 'সদকা' শব্দটি 'সেদক' (অকপট) হতে উদ্ভুত। সুতরাং যদি হৃদয়ে সেদক এবং এখলাস না থাকে তবে সেই সদকা আর সদকা থাকে না বরং তা কপটতার কাজ হয়ে থাকে। অতএব এহসানকারীর মধ্যে এক ত্রুটি থাকে যে, সে কখনও ক্রোধান্বিত হয়ে স্বীয় এহসান স্মরণ করিয়ে দেয়। সেজন্য আল্লাহ্‌তাআলা এহসানকারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩৪৭। সদকা কাদের জন্য এবং সদকার উপকারিতা।

কুরআন

১১২১। এবং যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ্ দান কর, তবে তা-ও খুব ভাল, এবং যদি তোমরা তা গোপনে দান কর এবং তা দরিদ্রগণকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর এবং তিনি (এর কারণে) তোমাদের অনেক অনিষ্ট তোমাদের নিকট হতে দূরীভূত করে দিবেন। এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন। 'ক' (২ঃ২৭২)

১১২২। (উপরোক্ত দানসমূহ) ঐ অভাবীদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্র পথে (অন্যান্য কাজ হতে) এমনভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করতে পারে না। তারা সাহায্য চাওয়া হতে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের চেহারার লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে এবং তারা মানুষের নিকট নাছোড়বান্দা হয়ে কোন কিছু চায় না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ হতে যা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।* 'খ' (২ঃ২৭৪)

'ক' ২ঃ২৭৩; ২৭৫; ৯ঃ৬০, ১০৩, ১০৪;

'খ' ৫১ঃ২০; ৭০ঃ২৫-২৬;

* অবস্থা অনেক সময় মানুষকে এমন স্থানে আটক থাকতে বাধ্য করে, যেখানে রুযি-রোযগারের কোন পথ নেই। এরূপ লোকদের জন্য, সম্পদশালীদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। দু'ধরনের লোক বিশেষভাবে এই শ্রেণীভুক্ত (ক) ঐ সকল লোক যারা আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের উদগ্র ইচ্ছায় কোন ওলীআল্লাহ্র সান্নিধ্যে অবিচ্ছেদ্যরূপে দিনাতিপাত করেন (খ) যারা শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় এমনি আটকা পড়েছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৪৬)

হাদীস

৮৬৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) সদকার জন্য রক্ষিত খেজুর হতে একটি খেজুর মুখে দেন। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) তা লক্ষ্য করে তাকে তিরস্কৃত করেন এবং বলেন, 'বের করে ফেল। তুমি কি জান না যে, আমরা সদকার জিনিস খাই না?' (বুখারী, মুসলিম)

৮৬৪। হযরত যাবের (রাঃ) ও হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'প্রত্যেক নেক কাজ সদকা।' (বুখারী, মুসলিম)

৮৬৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'নিশ্চয় সদকা আল্লাহ্র ক্রোধকে শান্ত করে এবং মৃত্যুর যন্ত্রণাকে দূর করে।' (তিরমিযী)

৮৬৬। হযরত আমর ইবনে তাগলীব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা কিছু মালে গনিমত ও যুদ্ধবন্দী হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট আনা হলো, তিনি তা উপস্থিত লোকদের মধ্যে বন্টন করলেন। বন্টন কালে তিনি কাউকে দিলেন ও কাউকে দিলেন না। এখন তাঁকে বলা হ'ল – যাদের কোন কিছু দেয়া হয় নি তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। একথা শুনে তিনি আল্লাহ্তাআলার প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে বললেন, 'এটা সত্য যে, আমি কাউকে দিয়েছি ও কাউকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। যাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি সে, যাকে দান করেছি তার চেয়ে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। যাদের আমি দিয়েছি তাদের অন্তরে আমি উদ্বিগ্নতা ও অস্বস্তি লক্ষ্য করেছি। যাদের পাশ কাটিয়ে গিয়েছি, তাদের অন্তরে আল্লাহ্ মঙ্গল ও স্বাবলম্বিতা দিয়েছেন।' এদের মধ্যে হযরত আমর ইবনে তাগলীবও ছিলেন। তিনি একথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি কখনও রসূলে করীম (সাঃ)-এর এ কথার বিনিময়ে লাল উষ্ট্র সমূহও গ্রহণ করতে রাজি নই।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪১৭। "অতঃপর এই বিষয়ের উপরও চিন্তা কর যে সদকা খয়রাত কেন প্রচলিত আছে, এবং প্রত্যেক কওমের মধ্যে তা কেন প্রবর্তিত আছে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বিপদ আপদের সময় সদকা দিতে চায় এবং খয়রাত করে থাকে এবং বলে থাকে যে খাসী দাও, কাপড় দাও, এটা দাও, ওটা দাও। যদি এর দ্বারা বালা-মুসিবত দূরীভূত না-ই হ'ত তবে মানুষ এত কাতর ও উৎকণ্ঠিত হয়ে এরূপ করে কেন ? না–বালা মুসিবত অবশ্যই দূরীভূত হয়। একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের মতৈক্যের দ্বারা এটা প্রমাণিত, এবং আমি একীন করে জানি যে, কেবল মুসলমানদের ধর্ম নয় বরং ইহুদী খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের ধর্মও এরূপই। আমার মতে ধরা-পৃষ্ঠে কোন ব্যক্তি এর অস্বীকারকারী নয়" (মলফূযাত, ৮ম খন্ড)।

৪১৮। "খাঁটি সাধুতার রীতি এই যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনার্থে নিজের আত্মীয়দেরকে আপন অর্থ হতে সাহায্য করে এবং এই অর্থ হতে এতিমদের প্রতি দায়িত্ব পালন, তাদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে খরচ করে থাকে এবং মিসকীনদেরকে দারিদ্র ও অনাহার হতে রক্ষা করে। মুসাফির ও প্রার্থীদের সেবা করে এবং বন্দী ও গোলামদের আজাদীর জন্য এবং ঋণীদের ঋণ শোধের জন্য তারা অর্থ দান করে। . . . কোন সময় তারা গোপনে দান করে এবং কোন সময় প্রকাশ্যে দেয়। কপটতা ও লোক দেখান হতে বাঁচার জন্য গোপনে দেয় এবং প্রকাশ্য দানের কারণ এই যে, অন্যরা যাতে প্রেরণা পায়। খয়রাত ও সদকা প্রভৃতিতে যে মাল দেয়া হয় তাতে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রথমে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের দিতে হবে। (ইসলামী নীতি দর্শন)

৬০। ফাই

৩৪৮। ফাই বা বিনা যুদ্ধেপ্রাপ্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ। রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাদের প্রাপ্য।

কুরআন

১১২৩। আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে জনপদসমূহের অধিবাসীগণ হতে বিনা যুদ্ধে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা আল্লাহ্‌র জন্য এবং রসূলের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, এতীমদের জন্য, মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, যেন তা তোমাদের মধ্যে হ'তে বিত্তশালীদের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়। এবং রসূল তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ কর, এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে তোমরা বিরত থাক। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।* (৫৯ঃ৮)

---

* ফাই ঐ সকল দ্রব্য সামগ্রীকে বলা হয়ে থাকে যা বিনা পরিশ্রমে বিনা যুদ্ধে ও বিনা কষ্টে মুসলমানদের হাতে আসে সেজন্য এতে যোদ্ধাগণের কোন অংশ থাকে না বরং সবটাই সরকারী খাজাঞ্চী খানায় চলে যায়। খায়বরের ইহুদীদের কাছ হতে যে দ্রব্য সামগ্রী মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল এই আয়াতে তার প্রতিই বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে। এই আয়াত নীতি বেঁধে দিয়েছে যে, ধনদৌলত কেবল ধনী ও সম্পদশালীদের মাঝেই হাত বদল হবে না। ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যেমন তার শারীরিক প্রয়োজন ও চাহিদাগুলি মিটান দরকার তেমনি সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য, সম্পদের বন্টন এবং ধনের অবাধ ও সহজ সরবরাহ ও সার্কুলেশন অত্যাবশ্যক। এটাই ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ইসলাম এসে মানুষকে কায়েমী স্বার্থের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পেয়েছিল। তাই ইসলাম এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করল যা অর্থ-সম্পদ ভিত্তিক সামাজিক ব্যবধানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং অন্যায়ভাবে সংরক্ষিত বিশেষ সুবিধা-ভোগকে প্রায় বিলুপ্ত করে দিল। ইসলাম ন্যায্য মুনাফা ভিত্তিক ব্যবসায় কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করে না। তবে, সম্পদ আহরণের প্রেরণা ও প্রতিযোগিতা ন্যায় ও দয়া মায়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। মুনাফা লোভ মানুষের আছেই, তবে প্রতিযোগিতামূলক অতি মুনাফা আর অতি লোভ সামাজিক আইন দ্বারা সংযত করা ছাড়া উপায় নেই। যাকাত ইসলামের হাতে এমন একটি মৌলিক অস্ত্র যা অন্যের প্রয়োজন ও অভাবকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছে। সমাজের দারিদ্র বিতারণে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা-৩০২১)

হাদীস

৮৬৭। হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বনু নাযীরের সম্পদসমূহ সেই সমস্ত সম্পদে পরিগণিত, যা আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর রসূলকে ফাই হিসাবে দান করেছেন। তা হাসিল করতে মুসলমানেরা ঘোড়াও দৌড়ায় নি এবং সেনা বাহিনীও পরিচালনা করে নি। সুতরাং তা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। তিনি এই সম্পদ হতে তাঁর পরিজনের পুরা এক বছরের খোরপোষে ব্যয় করতেন। অতঃপর অবশিষ্ট যা থাকত আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদের প্রস্তুতি হিসেবে অস্ত্রাদি ও জানোয়ার খরিদ করার কাজে ব্যয় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৬৮। হযরত আউফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ যখনই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট 'ফাই' (এর সম্পদ) আসত তখন বিলম্ব না করে সেই দিনই তিনি তা বন্টন করে দিতেন। অবশ্য বন্টনের তিনি এই নীতি অবলম্বন করতেন যে, যার পরিবার আছে তাকে দু'ভাগ আর যে অবিবাহিত তাকে এক ভাগ দিতেন। একবার আমাকে ডাকা হ'ল, আমাকে দিলেন দু'ভাগ, কেননা আমার পরিবার ছিল। অতঃপর আমার পর আম্মার বিন ইয়াসিরকে ডাকা হল, তাকে দেয়া হ'ল এক ভাগ (কেননা তিনি ছিলেন অবিবাহিত)। (আবু দাউদ)

৮৬৯। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি দেখেছি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট যখনই কোন (ফাই এর) মাল সম্পদ আসত তখন তিনি সর্বাগ্রে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামদেরকে প্রদান করতেন" (আবুদাউদ)।

৬১। ওসীয়্যত

৩৪৯। ওসীয়্যত সম্পর্কিত বিধান। ওসীয়্যতকালে সাক্ষী রাখা বিধেয়।

কুরআন

১১২৪। হে যারা ঈমান এনেছ ! যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়্যত করবার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য দানের ব্যবস্থা এই হবে যে, তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হবে; অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য হতে দু'জন হবে, যদি তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করতে থাক এবং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ নেমে আসে। তোমরা নামাযের পর উভয়কে (সাক্ষ্য দিবার জন্য) আটকাবে, যদি তোমরা (তাদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে) সন্দিহান হও তবে তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলবে, 'আমরা এ দ্বারা কোন মূল্য গ্রহণ করব না যদিও সে (যার সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের) নিকট-আত্মীয়ই হোক না কেন ; আমরা আল্লাহ্‌র (নির্দিষ্ট সত্য) সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে নিশ্চয় আমরা সে ক্ষেত্রে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

১১২৫। কিন্তু যদি এটা প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন (সাক্ষীদ্বয়) পাপের ভাগী হয়েছে, তবে উক্ত দু'জনের স্থলে অন্য দু'জন তাদের মধ্য হতে দাঁড়াবে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী দু'ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য (পূর্ববর্তী) ঐ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘন করি নি; যদি আমরা তা করে থাকি তবে নিশ্চয় আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।' 'ক' (৫ঃ১০৭-১০৮)

'ক' ৫ঃ১০৯;

হাদীস

৮৭০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে ওসীয়্যত করা যেতে পারে তার নিজের কাছে ওসীয়্যত নামা লিখে না রেখে দু'রাত অতিবাহিত করবারও তার অধিকার নেই" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৪১৯। "প্রত্যেকেই যিনি আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকানুযায়ী চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন, তিনি তাঁর স্বীকৃতি অন্তত দু'জন সাক্ষীর স্বাক্ষর সহ সজ্ঞানাবস্থায় আঞ্জুমানের হস্তে সমর্পণ করতে বাধ্য থাকবেন এবং স্পষ্টভাবে লিখবেন যে, তাঁর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির এক দশমাংশ সেলসেলায়ে আহমদীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ প্রসারের জন্য ওসীয়্যত বা ওয়াকফস্বরূপ দান করছেন এবং তাঁকে তা অন্তত দু'টি সংবাদপত্রে ঘোষণা করতে হবে" (আল ওসীয়্যত)।

৩৫০। ধনীদের জন্য ওসীয়্যত করা ফরয।

কুরআন

১১২৬। তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হ'ল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছেড়ে যায় তবে সে পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনকে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবার ওসীয়্যত করে যাবে, যা মুত্তাকীগণের উপর অবশ্য কর্তব্য। 'ক'

১১২৭। কিন্তু যে ব্যক্তি তা (ওসীয়্যত) শ্রবণ করার পর তাকে পরিবর্তন করবে, তবে তার অপরাধ তার উপরই বর্তিবে, যারা তা পরিবর্তন করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১২৮। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসীর (ওসীয়্যতকারীর) পক্ষ হতে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে এবং সে যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে তাঁর উপর কোন পাপ বর্তিবে না ; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (২ঃ১৮১-১৮৩)

'ক' ৪ঃ১২, ১৩;

---

* সূরা নিসার ১২-১৩ আয়াতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধীকারীগণের কার কত অংশ রয়েছে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। তফসীরকারকগণের কেউ কেউ ভ্রমবশতঃ মনে করেছে যে সূরা নিসার আয়াত দু'টি সূরা বাকারার এই আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে; আলোচ্য আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে একটি অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় দফা, এবং এতে বর্ণিত হয়েছে যে ওয়ারিশ নহে এমন নিকটতম ব্যক্তিকে কিংবা জনহিতকর কাজ কিংবা যুদ্ধাবস্থার কারণে সম্পত্তির অধিকারী আপন জীবদ্দশায়, উইল বা দানপত্র সম্পাদন করে সম্পত্তির কিছু অংশ দান করতে পারেন। এরূপ দানের সাথে ওয়ারিশগণের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আইনানুগ উত্তরাধীকারীদের বিষয় সূরা নিসার ১২-১৩ আয়াতে আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব আলোচ্য আয়াতকে উত্তরাধীকারের আয়াত দ্বারা রহিত করার কোন প্রশ্নই উঠে না। আয়াতদ্বয় বরং আলোচ্য আয়াতের আওতায় কোন দানপত্র বা উইল সম্পাদিত হলে তাকে স্বীকৃতি দানের কথা বলে। উত্তরাধীকার ও উইল উভয়ই আপন আপন ক্ষেত্রে কার্যকরী, একটি অপরটিকে শক্তি যোগায়। পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ দানপত্র বা উইলের মাধ্যমে দানের সর্বোচ্চ সীমা। সাদ বিন আবিওয়াক্কাসের (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস হতে এই সীমা জানা যায় (বুখারী, কিতাবুল্ জানায়েয)

সম্পত্তির অধিকারী এর বেশি নিজের ইচ্ছামত দান করতে পারেন না। আর কেবল মাত্র অতি মাত্রায় থাকলেই এই সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত উইল করতে পারেন নতুবা নয়। 'খায়ের' (অনেক ধন) শব্দ দ্বারা এই কথাই বুঝায়। সূরা মায়েদার ১০৭ নং আয়াত, যার বলে একজন মৃত্যুমুখী ব্যক্তি 'উইল করতে পারেন, এই আয়াতটি যে সূরা নেসার ১২-১৩ আয়াতের পরবর্তী সময়ে নাযেল হয়েছিল সে ব্যাপারে সকলেই একমত এবং তা এই অভিমতকে আরো শক্তিশালী করে তুলে যে আলোচ্য আয়াতটি ৪ঃ১২-১৩ দ্বারা রহিত হয় নি। আসল কথা হ'ল যে, কুরআনের কোন আয়াত বাতিল হওয়ার মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। (কুরআন মজীদ টীকা - ২০৫)

হাদীস

৮৭১। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ওসীয়্যত করে মরেছে সে সত্য পথ ও ঠিক প্রথার উপর মরেছে, মুত্তাকী ও শহীদরূপে মরেছে এবং আল্লাহ্র ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মরেছে।' (ইবনে মাজাহ্)

৮৭২। হযরত সা'দ ইবনে আবিওয়াককাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমার এক রোগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে দেখতে আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওসীয়্যত করবার ইচ্ছা করেছ কি ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'কি পরিমাণ ?' আমি বললাম, 'আমার সমস্ত মাল আল্লাহ্র রাস্তায় দিতে ইচ্ছা করি।' তিনি বললেন, 'তোমার সন্তানের জন্য কি রাখতে চাও ?' আমি বললাম, 'তারা বহু সম্পদের অধিকারী'। তিনি বললেন, 'তথাপি তুমি দশ ভাগের একভাগ ওসীয়্যত কর।' আমি বারবার তাঁকে এটা কম এটা কম বলতে লাগলাম। অবশেষে তিনি বললেন, 'তবে তুমি তিন ভাগের এক ভাগ ওসীয়্যত কর আর তিনভাগের এক ভাগও বেশি' " (তিরমিযী)।

৮৭৩। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারকেই হক দিয়ে দিয়েছেন (সে যা পাবে)। সুতরাং কোন ওয়ারিশের কোন

ওসীয়্যত নেই'" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)। তিরমিযী বাড়িয়ে বলেছেন, 'হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ওয়ারিশের জন্য ওসীয়্যত নেই কিন্তু যদি ওয়ারিশরা অনুমতি দেয়।' (মিশকাত)

৮৭৪। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (অতিরিক্ত ওসীয়্যত দ্বারা) ওয়ারিশদের মীরাসের অংশ কেটেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাঁর মীরাসের অংশ কাটবেন" (ইবনে মাজাহ্)।

মলফূযাত

৪২০। "দ্বিতীয় শর্ত এই যে, সমগ্র জামাত হতে এই কবরস্থানে শুধু সেই ব্যক্তিই সমাহিত হবেন যিনি এই ওসীয়্যত করবেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির দশমাংশ এই সেলসেলার নির্দেশানুসারে ইসলামের বিস্তার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে। প্রত্যেক সাদেক ও কামেলুল ঈমান ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাঁর ওসীয়্যত এ অপেক্ষাও অধিক লিখে দিতে পারেন, কিন্তু এ অপেক্ষা কম হবে না" (আল্ ওসীয়্যত)।

৬২। জ্ঞান

৩৫১। আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরয। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে অন্যদের তা শিক্ষা দানের নির্দেশ।

কুরআন

১১২৯। তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, (৯৬ঃ২)

১১৩০। তুমি পাঠ কর কেননা তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত,

১১৩১। যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন,

১১৩২। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে তা যা সে জানত না। 'ক' (৯৬ঃ৪-৬)

১১৩৩। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন,

১১৩৪। (এবং) তাকে স্পষ্টভাবে কথা বলতে শিক্ষা দিয়েছেন। (৫৫ঃ৪-৫)

১১৩৫। মোমেনগণের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, তারা সকলে একযোগে বের হয়, অতএব তাদের প্রত্যেক জামাত হতে একদল কেন বের হয় না যাতে তারা ধর্ম সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভ করতে পারে এবং যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসে তখন তাদের সতর্ক করতে পারে যেন তারা (মন্দ পথ সম্বন্ধে) সাবধান হয় ? 'খ' (৯ঃ১২২)

'ক' ২ঃ৩২, ২৭০, ২৮৩, ২০ঃ১১৫; ৩৯ঃ১০, ৪৬ঃ২৪, ৫৮;১২, ৬৮ঃ২

'খ' ২ঃ১৭৫, ১৭৬;

হাদীস

৮৭৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয?' (ইবনে মাজাহ্)

৮৭৬। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রছুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষার পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।' (মুসলিম)

৮৭৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'একজন বিশ্বাসীর জ্ঞান অন্বেষণ প্রচেষ্টা শেষ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জান্নাতে দাখিল হয়।' (তিরমিযী)

৮৭৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বষণে বের হয় সে তা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র কার্যে ব্যাপৃত থাকে।' (তিরমিযী)

৮৭৯। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন। আমি নিছক বন্টনকারী আর দান করেন আল্লাহ্ই।' (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৪২১। "পূনর্বার একজন জিজ্ঞাসা করল যে নারী শিক্ষা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? তিনি বললেন, " হাদীসে রয়েছে যে, 'তালীমুল ইলমে ফারিযাতুন আলা কুল্লে মুসলেমিন' অর্থাৎ 'জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয।' আমি প্রথমে পুরুষদের কথা উল্লেখ করি যে, ইসলামের তত্ত্ব জানার পূর্বে, তার সৌন্দর্যাবলী অবহিত হবার পূর্বে ঐ সকল (প্রথাগত) শিক্ষার মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়া অত্যন্ত ভয়ানক। ছোট বাচ্চাদের যদি ধর্ম সম্পর্কে মোটেই অবহিত করা না হয় এবং শুধু স্কুলের শিক্ষা দেয়া হয় তবে ঐ সকল শিক্ষাই তাদের মাতৃদুগ্ধের মত মিশে যায়। পরিণামে আর কি হবে ? তারা ইসলাম বিমূখ হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথমে প্রথাগত শিক্ষার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক দর্শন পড়ানও আবশ্যক। ইদানিংকালে শিক্ষা যখন পুরুষদের ওপরে ধর্মীয় দিক থেকে সুপ্রভাব সৃষ্টি করে নি তবে এর দ্বারা মহিলাদের ক্ষেত্রে কি আশা করা যায়? আমরা নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে নই বরং আমরা তো একটি স্কুলও খুলেছিলাম। কিন্তু এটা আবশ্যক মনে করি যে, প্রথমে ধর্মীয় দূর্গ সংরক্ষণ করা হোক যেন বাইরের মিথ্যা প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে পার।" (মলফূযাত, ১০ম খন্ড)

৩৫২। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কারা, তাদের মর্যাদা।

কুরআন

১১৩৬। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার উত্তম অংশের অনুসরণ করে, তারাই ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। 'ক' (৩৯ঃ১৯)

১১৩৭। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্কে তাঁর বান্দাগণের মধ্যে কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিগণই ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল। (৩৫ঃ২৯)

১১৩৮। তুমি বল, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে ?' বস্তুত ধীসম্পন্ন লোকগণই কেবল শিক্ষা লাভ করে। (৩৯ঃ১০)

১১৩৯। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ্ মর্যাদাসমূহে সমুন্নত ও সম্মানিত করবেন। 'খ' (৫৮ঃ১২)

'ক' ৩ঃ১৯১, ১৯২; ১৩ঃ২০-২৩; ২২ঃ৫৫; ৩৪ঃ৭;

'খ' ২ঃ২৭০; ৩ঃ৮; ১৭ঃ৪০,

হাদীস

৮৮০। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'দুই পিপাসু ব্যক্তি আত্মতৃপ্তি লাভ করে না; এলেমের পিপাসু, সে উহা হতে কখনও তৃপ্তি লাভ করে না, দুনিয়ার পিপাসু সে দুনিয়ার ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি লাভ করে না।' (বায়হাকী–শোয়াবুল ঈমানে)

৮৮১। হযরত সুফিয়ান সওরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) একদিন হযরত কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন, '(প্রকৃত) আলেম কারা ?' তিনি উত্তর করলেন, 'যারা এলেম অনুযায়ী আমল করে তাঁরা'। 'হযরত ওমর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলেমদের অন্তর হতে এলেমকে বের করে দিবে কিসে?' তিনি বললেন, 'সম্মান ও সম্পদের লোভ।' (দারেমী)

৮৮২। হযরত উকবাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 'যখন আমরা নামাযের জন্য দাঁড়াতাম তখন রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন, 'যারা বয়স্ক ও জ্ঞানী তারা আমার নিকেট দাঁড়াবে তৎপর তাদের নিকটস্থগণ, তৎপর তারা দাঁড়াবে যারা তাদের নিকটস্থ,' (মুসলিম)

৮৮৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'দু'টি স্বভাব মোনাফেকের মধ্যে থাকতে পারে না, নৈতিকতা ও দীনের সুষ্ঠু জ্ঞান।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৪২২। "স্মরণ রাখতে হবে যে যেহেতু মানুষকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন সে তার স্রষ্টাকে সনাক্ত করে এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনয়ন করার জন্য ইয়াকিনের দরজা পর্যন্ত পৌছাতে পারে। সে জন্য আল্লাহ্ মানুষের মস্তিষ্কের গঠন এরূপ করেছেন যে একদিকে তো জ্ঞানের দিক হতে তাকে এরূপ শক্তি নিশ্চয় দান করা হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহতাআলার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে এবং বিশ্বজগতের অণু পরমাণুর মধ্যে যে সকল পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্তাআলার নকশা অনুযায়ী বিদ্যমান রয়েছে এবং যে সকল নিয়মাবলী বিশ্বজগতের সুস্পষ্ট জ্ঞান পূর্ণ ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে, তার গভীরে প্রবেশ করে পূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে যে একথা উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবী ও আকাশের এত বড় কারখানা কোন স্রষ্টা ব্যতীত স্বয়ংক্রীয়ভাবে মজুদ থাকতে পারে না। বরং জরুরী যে, এর স্রষ্টা আছে। অতঃপর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তিও তাকে প্রদান করা হয়েছে যাতে ঐ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ঘাটতি যা জ্ঞানের শক্তির মধ্যে থেকে যায় ঐগুলি আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়।' (হাকিকাতুল ওহী)

৩৫৩। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে বাদানুবাদ নিষিদ্ধ। আনুমানিক কথা বলা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১১৪০। দেখ ! তোমরাইতো সে বিষয়ে বাদানুবাদ করেছিলে যে বিষয়ে তোমাদের (কিছু) জ্ঞান ছিল, কিন্তু তোমরা সে বিষয়ে কেন বাদানুবাদ কর যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? বস্তুত আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। 'ক' (৩ঃ৬৭)

১১৪১। ধ্বংস হল তারা যারা অধিক আনুমানিক কথা বলে, 'খ' (৫১ঃ১১)

'ক' ১১ঃ৪৭; ১৩ঃ১৪; ২২ঃ৪, ৯, ৭২; ৩১ঃ২১; ৪০ঃ৭০; 'খ' ৬ঃ১১৭; ১০ঃ৩৭, ৬৭; ৫৩ঃ২৯;

হাদীস

৮৮৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, "হে লোক সকল (তোমাদের মধ্যে) যে যা জানে সে যেন তা-ই বলে আর যে জানে না, সে যেন বলে, '(আমি এ বিষয়ে জানি না, এ বিষয়ে) আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞাত।' যে, বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে 'আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত' বলাই তোমার জ্ঞান। (কুরআনে) আল্লাহ্পাক তাঁর নবীকে বলেছেন, 'আপনি বলুন, আমি (দীন প্রচারের বিনিময়ে) তোমাদের নিকট কোন পরিশ্রমিক চাই না। আর কষ্ট কল্পনা করে যারা (না জানা) কথা বলে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই" (বুখারী, মুসলিম)।

৮৮৫। তাবেয়ী হযরত যেয়াদ বিন হোদাইর বলেন, "একদা আমাকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বলতে পার কি, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে?' আমি বললাম, 'না (হুযূর)' তখন তিনি বললেন, 'আলেমদের পদস্খলন, মোনাফেকদের আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে বাদ প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং গোমরাহ্ শাসকদের শাসন"(দারেমী)।

৮৮৬। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে এলেম ব্যতীত ফতওয়া দেয়া হয়েছে এবং সে তদনুযায়ী কাজ করেছে তার গোনাহ যে তাকে ফতওয়া দিয়েছে তার উপরই বর্তিবে, এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে (অর্থাৎ অপরকে) এমন পরামর্শ দিয়েছে যে সম্পর্কে সে জানে যে, কল্যাণ তার অপর দিকেই রয়েছে, সে নিশ্চয়ই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে" (আবু দাউদ)।

মলফূযাত

৪২৩। "উন্মুক্ত চিত্তে চিন্তা করে দেখ, বিষয়ের সকল দিকে দৃষ্টি রাখ এবং মনেযোগের সাথে সকল কথা শ্রবণ কর। এতদ্ব্যতীত কারও পক্ষে পুরাতন ধারণা বর্জন করা সম্ভব নয়। কোন নতুন কথা শোনা মাত্র তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রস্তুত হওয়া অনুচিত। ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি খোদাতাআলার ভয় সামনে রেখে নিভৃতে ঐ বিষয়ের সকল দিক গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখা একান্ত আবশ্যক" (তাবলীগে হক)।

৬৩। ভ্রমণ (সফর)।

৩৫৪। ভ্রমণের উপকারিতা– ভ্রমণের মাধ্যমে রিযক ও জ্ঞান আহরণের নির্দেশ। ভ্রমণের সময় আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করে ভ্রমণ শুরু করার নির্দেশ।

কুরআন

১১৪২। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম এবং বসবাসের উপযোগী করেছেন, সুতরাং তোমরা তার বিস্তীর্ণ পথসমূহে পরিভ্রমণ কর এবং তাঁর রিযক হ'তে আহার কর। 'ক' *(৬৭ঃ১৬)

১১৪৩। তিনি এ-ও জানেন যে, তোমাদের কতক অসুস্থ হবে এবং অন্য কতক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ করে ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করবে এবং অন্য কতক আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। (৭৩ঃ২১)

১১৪৪। আল্লাহ তিনি, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যেন তাঁর আদেশে তাতে নৌযানগুলি চলাচল করতে পারে এবং যেন (তার দ্বারা) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। 'খ' (৪৫ঃ১৩)

১১৪৫। এবং বলবে, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে (এই নৌকা হতে) এমন অবস্থায় অবতরণ করাও যে, আমার উপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে, বস্তুতঃ তুমিই হচ্ছ অবতরণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।' 'গ' (২৩ঃ৩০)

'ক' ৪ঃ৯৫; ৯ঃ১১২; ৩৪ঃ১৯-২০; ৭১ঃ২০-২১; ১০৬ঃ৩;

'খ' ১০ঃ২৩; ১৪ঃ৩৩; ১৬ঃ১৫; ১৭ঃ৬৭; ২২ঃ৬৬; ৩০ঃ৪৭; ৩১ঃ৩২; ৩৫ঃ১৩;

'গ' ১১ঃ৪২, ৪৯; ৪৩ঃ১৩-১৫;

---

* কুরআনের কয়েকটি স্থানেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ নিজের আবাস ভূমি ত্যাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভ্রমণ করলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিমাণ বহুলাংশে বেড়ে যায় এবং অনেক কিছু শেখা যায়। (কুরআন মজীদ টীকা ৩০৮১।)

হাদীস

৮৮৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সফর হ'ল আযাবের একটি অংশ। তা তোমাদেরকে নিদ্রা পানাহার ইত্যাদি হতে বাধা দেয়। সুতরাং মুসাফির যখন তার সফরের প্রয়োজন পুরা করে ফেলে, তখন অবিলম্বে যেন সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যায়" (বুখারী, মুসলিম)।

৮৮৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন , "যখন তিন ব্যক্তি সফরে যাবে তখন তারা যেন একজন আমীর ঠিক করে নেয়" (আবু দাউদ)।

৮৮৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "হোঁচট খাওয়া ব্যতীত কেহ সহনশীল হয় না এবং অভিজ্ঞতা অর্জন ব্যতীত কেউ জ্ঞানী হতে পারে না।" (আহমদ, তিরমিযী)

৮৯০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের বললেন, "(আমার পর) লোক তোমাদের অনুসরণকারী হবে। দিক-দিগন্ত হতে লোক তোমাদের নিকট দীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে, তাদের সদুপদেশ দিবে (বা দীনের তা'লীম দিবে)" (তিরমিযী)।

৮৯১। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "যখন রসূলে করীম (সাঃ) সফরে বের হতেন তখন উষ্ট্রে আরোহণ কালে তিনবার 'আল্লাহ্ মহান' বলতেন এবং দোয়া করতেন, 'তিনি পবিত্র, যিনি এদেরকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, অথচ আমরা এদেরকে আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম ছিলাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাব। হে আল্লাহ্ ! এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য, সৎকর্ম এবং যা তোমাকে সন্তুষ্ট করে তার

প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দীর্ঘতা কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ্! এই সফরে তুমিই আমাদের সঙ্গী এবং যাদের ছেড়ে যাচ্ছি তাদের অভিভাবক। হে আল্লাহ্ ! এই সফরে কষ্ট কাঠিন্য হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমি যেন আমার সম্পদ, আমার পরিবার এবং আমার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে আমার প্রত্যাবর্তন কালের প্রতিকুলতা প্রতিরোধ করতে পারি।' সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর একই দোয়া করতেন এবং তার সঙ্গে যোগ করতেন, 'আমরা নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলাম। প্রভুর এবাদত ও প্রশংসাসহ তাঁর দিকে মুখ ফিরালাম' " (মুসলিম)।

মলফূযাত

৪২৪। "চলবার সময় খুব দ্রুত চলবে না, অত্যন্ত আস্তেও চলবে না। মাঝামাঝির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সফরের সময় সব দিক দিয়ে প্রবাসের যাবতীয় বন্দবস্ত করে নিবে, যথেষ্ট পরিমাণ পথের খরচ সঙ্গে নিবে যেন ভিক্ষা বৃত্তি হতে রক্ষা পাও" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪২৫। বস্তুতপক্ষে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে সেই কল্যাণের উৎসের নামে সাহায্য প্রার্থনা কর, যিনি রহমান ও রহীম, একটি চরম ভদ্রতা ও আত্ম-বিলীন এবং দীনতার পথ এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ পথ যদ্বারা সত্যিকারের তৌহীদের প্রথম ধাপের সূচনা হয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খন্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য, পাক্ষিক আহমদী ১৫ই আগষ্ট, ৯০ হতে গৃহীত)

৬৪। প্রতিবন্ধী

৩৫৫। কুরআনে মানুষকে অন্ধ,বধির ও বোবা বলার তাৎপর্য। অন্ধ, বধির ও বোবাগণ কখনও ঈমান আনবে না।

কুরআন

১১৪৬। তারা বধির, মুক এবং অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরবে না। 'ক' (২ঃ১৯)

১১৪৭। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে বধির ও বোবাগণ, যারা কোন বুদ্ধি বিবেচনা করে না। (৮ঃ২৩)

১১৪৮। এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বধির ও মুক, তারা অন্ধকাররাশির মধ্যে নিপতিত। আল্লাহ্‌ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, যাকে চান তাকে সরল সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত করেন। (৬ঃ৪০)

১১৪৯। এবং নিশ্চয় আমরা জিন্ন ও ইনসান হতে এমন অনেককে সৃষ্টি করেছি যাদের পরিণাম জাহান্নাম। তাদের অন্তঃকরণ আছে যদ্বারা তারা বুঝে না এবং তাদের চক্ষু আছে যদ্বারা তারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে যদ্বারা তারা শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তারা (সম্পূর্ণরূপে) গাফেল। 'খ' (৭ঃ১৮০)

১১৫০। আসল কথা এই যে, বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হয় না, পরন্তু হৃদয় অন্ধ হয় যা বক্ষে আছে। * 'গ' (২২ঃ৪৭)

'ক' ২ঃ১৭২; ৫ঃ৭২; ৬ঃ৫১; ৭ঃ৬৫, ১৯৯; ১০ঃ৪৩-৪৪; ১১ঃ২১,২৫; ১৩ঃ১৭; ১৭ঃ৯৮; ২১ঃ৪৬; ২৫ঃ৭৪; ২৬ঃ২১৩; ২৭ঃ৮১-৮২; ৩০ঃ৫৩-৫৪; ৩৫ঃ২০-২৩; ৪০ঃ৫৯; ৪১ঃ১৮; ৪৩ঃ৪১;

'খ' ২ঃ৮; ৬ঃ২৬, ৪৭, ১০৫, ১২৩; ১৬ঃ১০৯; ১৮ঃ৫৮; ৪১ঃ৪৫; ৪৫ঃ২৪; ৪৬ঃ২৭; ৪৭ঃ২৪-২৯;

'গ' ১৭ঃ৭৩, ৯৮; ২০ঃ১২৫-১২৭;

---

* এই আয়াত এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই আয়াতে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত এই প্রকারের মৃত, অন্ধ এবং বধির বলতে ঐ সকল লোকদের কে বুঝাচ্ছে যারা আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত, অন্ধ ও বধির। (কুরাআনে মজীদ টীকা-১৯৬১)

হাদীস

৮৯২। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কোন বস্তুর প্রতি তোমার অধিক ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়" (আবুদাউদ)।

৮৯৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি তাকান না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান " (মুসলিম)।

৮৯৪। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন," যারা বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী চলে না, নিশ্চিতভাবে এরূপ বধির ও বোবা লোকগুলোই আল্লাহ্‌র কাছে জঘন্যতম জীব" – এ আয়াতটি বনী আবদুদ্‌দার গোত্রের কিছু লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল" (বুখারী, কিতাবুত্‌ তফসীর)।

মলফূযাত

৪২৬। জগতে এক মহিমান্বিত রসূল [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)] এসেছেন, যাতে সেই সকল (আধ্যাত্মিক) বধিরগণকে কর্ণ দান করেন, যারা আজ হতে নয়, সহস্র সহস্র বছর হতেই বধির। কে অন্ধ, কে বধির? সেই ব্যক্তি যে তৌহীদ গ্রহণ করে নি এবং সেই রসূলকে গ্রহণ করে নি যিনি নতুনভাবে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে তৌহীদকে কায়েম করেছেন। সে রসূল, যিনি বন্য ও পশু স্তরের লোকদেরকে সভ্য মানুষে এবং সভ্য মানুষকে চরিত্রবান মানুষে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ সত্যিকার ও প্রকৃত চারিত্রিক ও নৈতিক ও গুণাবলীকে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন" (তবলীগে রেসালত)।

৬৫। স্বপ্ন

৩৫৬। স্বপ্ন রূপক-ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে ভবিষ্যতের কার্যাবলী সম্পর্কে জানান।

কুরআন

১১৫১। এবং এভাবেই আমরা ইউসুফকে সে দেশে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলাম, এবং (এটা আমরা এজন্য করলাম) যেন আমরা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। 'ক'(১২ঃ২২)

১১৫২। এবং তার সঙ্গে কারাগারে আরও দুজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখেছি যে আমি (আঙ্গুর হতে) মদ নিংরাচ্ছি, এবং অপর ব্যক্তি বলল 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখেছি যে আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি, যা হতে পাখিরা খাচ্ছে। তুমি আমাদের এর ব্যাখ্যা বল, কারণ আমরা তোমাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখছি। 'খ' (১২ঃ৩৭)

১১৫৩। 'হে আমার কারাবাসী সংগীদ্বয়! তোমাদের একজন সম্পর্কে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্যপান করাবে, এবং অন্যজনের বিষয় এই যে সে ক্রুশবিদ্ধ হবে এবং পাখিরা তার মাথা হতে আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা আমার নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করছ তার এরূপ ফয়সালা করা হয়েছে।' 'গ' (১২ঃ৪২)

'ক' ১২ঃ৭, ৩৮;
'খ' ১২ঃ৫, ৪৪-৪৭;
'গ' ১২ঃ৪৮-৫০, ১০১-১০২;

হাদীস

৮৯৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময় আমার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনা হ'ল আমি তা থেকে পান করলাম। এমন কি তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখ দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। আমি অবশিষ্টাংশ উমরকে দিলাম।" (লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা করছেন?" তিনি বললেন, "ইলম" (বুখারী)।

৮৯৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ,"ভোর রাত্রের স্বপ্ন হচ্ছে অধিক সত্য" (তিরমিযী, দারেমী)।

৮৯৭। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে সত্যই আমাকে দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর মু'মেনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ" (বুখারী)।

মলফূযাত

৪২৭। "মানব দেহে যে প্রকার পদার্থ প্রবল হয়, স্বপ্নে এ প্রকার দৈহিক অবস্থা দেখা যায়। যখন প্রবল জ্বরের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়, তখন স্বপ্নে অধিকাংশ স্থলে অগ্নি ও অগ্নিশিখা দেখা যায়। শ্লেষ্মা জ্বর, বাতজ্বর, এবং সর্দির প্রাবাল্যের ক্ষেত্রে মানুষ আপনাকে পানির মধ্যে দেখতে পায়। বস্তুত যে প্রকার রোগের জন্য দেহে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়, ঐ সমুদয় অবস্থা রূপকভাবে স্বপ্নে দেখা যায়" (ইসলামী নীতি দর্শন ... দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য)।

৬৬। ঔষধ

৩৫৭। কুরআনে বর্ণিত ঔষধ। রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ঔষধ সেবন বৈধ।

কুরআন

১১৫৪। তাদের (মৌমাছিদের) উদর হতে এক প্রকার পানীয় নির্গত হয় যার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য। (১৬ঃ৭০)

১১৫৫। নিশ্চয় নেক বান্দাগণ এমন পান-পাত্র হতে পান করবে যার মধ্যে কর্পুরের সংমিশ্রণ থাকবে– (৭৬ঃ৬)

১১৫৬। এবং তথায় তাদেরকে পান-পাত্র পরিবেশন করা হবে যাতে যানজাবীল (আদা) সংমিশ্রিত থাকবে, * (৭৬ঃ১৮)

---

* যানজাবীল একটি যুগ্ম শব্দ। যানা (উর্ধ্বে উঠা) এবং জাবাল (পাহাড়) মিলে অর্থ দাঁড়ায়, " সে পর্বতারোহণ করল'। যানজাবীল (আদা) শরীরে স্বাভাবিক উত্তাপ বর্ধনে খুবই সাহায্য করে। ইহা দুর্বল শরীরে শক্তি যোগায় এবং তেজ সৃষ্টি করে যার ফলে মানুষ সুউচ্চ পাহাড় পর্যন্ত ডিঙ্গাতে পারে। যে দু'টি আয়াতে 'কাফুর' (কর্পুর) ও যানজাবীলের (আদা) উলেখ রয়েছে, তাতে বুঝান হয়েছে যে, নীচ স্তরের ইন্দ্রিয় শক্তি হতে মুক্ত হয়ে পুণ্য ও ধার্মিকতার উচ্চস্তরে উঠতে হলে মানুষকে দু'টি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম স্তরে বিষাক্ত বস্তুগুলির বিনাশ সাধন ও রিপুসমূহের দমন করতে হয়। একে বলা হয়েছে 'কাফুর' স্তর বা কর্পূরাবস্থা। কেননা এই স্তরের বস্তু নিচয় ও প্রবৃত্তির দমন পর্যন্ত ঘটে থাকে,যেমন কর্পুর রিপুসমূহের কুফল দমনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক শক্তি সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করবার সমার্থ্য যোগায় তা অর্জিত হয় দ্বিতীয় স্তরে, যাকে বলা হয়েছে, যানজাবীল স্তর বা যানজাবীল অবস্থা।.....(কুরআন মজীদ টীকা ৩১৯৬)

হাদীস

৮৯৮। হযরত উসামা বিন সুরায়কা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসল এবং জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি চিকিৎসা করতে পারি?" তিনি (সাঃ) বললেন,"রোগের চিকিৎসা অবশ্য করাবে। কারণ আল্লাহ্ প্রত্যেক রোগের জন্য আরোগ্য (শিফা) রেখেছেন। কেউ তার চিকিৎসা জানে কেউ জানে না" (মুসনাদ আহমদ)।

৮৯৯। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন ভোরে কিছু মধু চেটে খাবে সে কোন বড় ধরনের বিপদ বা রোগে আক্রান্ত হবে না" (ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী)।

৯০০। হযরত সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কোন মুসলমান যখন তার কোন রোগাক্রান্ত মুসলিম ভাইকে দেখতে যেতে থাকে তখন সে বেহেশ্‌তের ফল আহরণ করতে থাকে (অথবা বেহেশ্‌তের পথে চলতে থাকে) যাবৎ না সে প্রত্যাবর্তন করে" (মুসলিম)।

৯০১। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কালজিরার" মধ্যে একমাত্র মৃত্যুছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে। হযরত ইবনে শিহাব (রাঃ) বলেছেন, " 'সামা' অর্থ মৃত্যু। আর 'হাব্বাতুস সাওদা' অর্থ শাওনীম বা কাল জিরা" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৪২৮। "এজন্যই মুসলমানদের জন্য মৃত্যুকালে কর্পুরের ব্যবহার করা সুন্নতের অন্তর্গত করা হয়েছে। তা এজন্যই যে, কর্পুর এমন এক জিনিস যা সংক্রামক জীবানুকে বিনাশ ও বিষকে দূর করে এবং মানুষকে শীতলতা দান করে এবং বহু পচনকারী রোগের প্রতিরোধ করে। এজন্যই কুরআন করীমে এসেছে যে, মো'মেনদের কর্পুরের শরবত পান করান হবে। বর্তমান যুগে গবেষণার আলোতে এটা প্রতিপন্ন হয়েছে যে কর্পুর কলেরা রোগের জন্য উপকারী বস্তু। তদ্রূপই প্লেগ ও মহামারীর জন্য তা অত্যধিক ফলদায়ক জিনিস" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)

৪২৯। "এ স্থলে এটা বলা প্রয়োজন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক হতে যানজাবীল একটি ঔষধ, 'হিন্দিতে একে শুঁট বলে। এটা অত্যন্ত জৈব তাপবর্ধক এবং ভেদরোধক। এর নাম যানজাবীল রাখার এটাই কারণ, অন্য কথায় এটা দুর্বলকে এমন শক্তিশালী করে এবং এমন সতেজ করে তোলে যে, সে পর্বত আরোহণে সক্ষম হয়" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৬৭। সমাজ

৩৫৮। পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাসের নির্দেশ।

কুরআন

১১৫৭। হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদের পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার, 'ক' (৪৯ঃ১৪)

১১৫৮। এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। (৫ঃ৩)

১১৫৯। এবং যারা দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্যাদি দিতে নিষেধ করে। (১০৭ঃ৮)

১১৬০। এবং সম্পর্কবন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে (১১৩ঃ৫)

'ক' ২৫ঃ৫৫; ২৯ঃ২৬;

হাদীস

৯০২। হযরত নুমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন, প্রেম ভালবাসা, মায়া মমতার এবং একের সাহায্যে অন্যের ছুটে আসা ঈমানদারকে তুমি একটি দেহের সমতুল্য দেখবে। দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়। (ঈমানদারদের সমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ)।" (বুখারী, কিতাবুল আদব)

৯০৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যহ যেদিন সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রতি দিনই) মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সদকা রয়েছে। মানুষের সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সদকার অন্তর্ভুক্ত।" (বুখারী)

৯০৪। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি এমন কথা বলে দিব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? (অবশ্যই বলব, আর তা হ'ল) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে।" (মুসলিম)

৯০৫। হযরত সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জোশুম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে আপন গোত্রের পক্ষ হতে প্রতিরোধ করে যে পর্যন্ত না সে কোন গুনাহে লিপ্ত না হয়" (আবুদাউদ)।

৯০৬। হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকদেরকে আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে, নিজেও আসাবিয়্যাতের সমর্থনে যুদ্ধ করে এবং আসাবিয়্যাতের সমর্থনে মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি আমাদের দলের নয়।" * (আবুদাউদ)

* বংশ বা গোত্রীয় লোকদের সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নিষিদ্ধ আসাবিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় বর্ণবাদ, গোত্রবাদ ইত্যাদিই আসাবিয়্যাত। এর অপর নাম সাম্প্রদায়িকতা। সুতরাং ভাষা বর্ণ, গোত্র, ধর্ম ও অঞ্চলভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা ইসলামে জায়েয নয়। (মেশকাত, বাবুল মোফাখারত ওয়া আসাবিয়্যাত-অহঙ্কার ও পক্ষপাতিত্ব)

মলফূযাত

৪৩০। "যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে ফেল, এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সাথে বিবাদ মীমাংসা করতে প্রস্তুত নয়, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তিতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হও" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

৩৫৯। সমাজের এতীম ও দুস্থদের সেবার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে আরোহণ করা যায়। এ সম্পর্কে অন্যদের আদেশ উপদেশ দানের নির্দেশ।

কুরআন

১১৬১। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে উচ্চ শিখর কী?

১১৬২। (উহা হচ্ছে) গোলাম মুক্ত করা,

১১৬৩। অথবা দুর্ভিক্ষ কবলিত দিনে অন্নদান করা,

১১৬৪। (যথা) নিকটাত্মীয় এতীমকে,

১১৬৫। অথবা ভূলুণ্ঠিত মিসকীনকে। 'ক'*

১১৬৬। অতঃপর সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ উপদেশ দেয়। 'খ'**

১১৬৭। এরাই ডান দিকের লোক। (৯০ঃ১৩-১৯)

'ক' ৬৯ঃ৩৫; ৭৪ঃ৪৫; ৭৬ঃ৯-১০; ৮৯ঃ১৯; ১০৭ঃ২-৪; 'খ' ১০৩ঃ৪;

---

* ১৪ হতে ১৭ আয়াতে, জাতির নৈতিক মান উন্নয়নের দু'টি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। 'ক' কৃতদাসের মুক্তিদান অর্থাৎ সমাজের অবহেলিত নির্যাতিত ও পতিত অংশকে মুক্তি দিয়ে সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা (খ) এতীম ও দরিদ্রগণকে সাহায্য করে স্বনির্ভর করতঃ সমাজের উপযুক্ত ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৩৫১)

** পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত সৎকর্মগুলি সম্পাদনই সামগ্রিক সমাজ উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। উৎকৃষ্ট আদর্শ ও ন্যায়ভিত্তিক নীতি অবলম্বন এবং ক্রমাগতভাবে সত্যিকার সংযম-সাধনা ও পুণ্য কাজের অভ্যাস শিক্ষা দানের ব্যবস্থাবলম্বনও উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৩৫২)

হাদীস

৯০৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বিধবা ও গরীব মিসকীনদের সাহায্যে চেষ্টা সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী সমতুল্য।" (এ হাদীস বর্ণনাকারী) কা'নাবীর বর্ণনা "আমার সন্দেহ সম্ভবত ঃ এ ইরশাদ হয়েছে যে,ঐ ইবাদতকারীর অনুরূপ, যে কাহিল হয় না, এবং সেই রোযাদারের মত যে রোযা ভাঙ্গে না (অর্থাৎ একাধারে বিরতিহীন ভাবে সর্বদা রোযা রাখে।)" (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)

৯০৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারও অভাব পূরণ করবে, এতে তার উদ্দেশ্য হ'ল সে ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কেই সন্তুষ্ট করল। আর যে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন" (বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমানে)।

৯০৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন এতীমকে নিজের খানাপিনাতে সামিল করে, আশ্রয় দেয়, আল্লাহ্‌তাআলা তার জন্য নিশ্চয় বেহেশত ওয়াজিব করে দিবেন যে পর্যন্ত না সে এমন গুনাহ্ করে যা মার্জনাযোগ্য নয়" (শরহে সুন্নাহ্-মেশকাত হতে)।

৯১০। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মজলুমের ফরিয়াদে সাহায্য করবে, আল্লাহ্‌তাআলা তার জন্য তিহাত্তরটি (৭৩) মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করবেন তন্মধ্যে একটি মাগফিরাত হ'ল তার সমুদয় বিষয়ের সংশোধন; আর বাহাত্তরটি হ'ল কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ" (মেশকাত, মূল: বায়হাকী-শোয়াবুল ঈমানে)।

মলফূযাত

৪৩১। "খাঁটি সাধুতার রীতি এই যে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের নিকট আত্মীয়দেরকে আপন অর্থ হতে সাহায্য করে এবং এই অর্থ হতে এতীমদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে, তাদের ভরণপোষণ এবং শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে খরচ করে থাকে এবং মিসকীনদেরকে দারিদ্র ও অনাহার হতে রক্ষা হরে; মুসাফির ও প্রার্থীদের সেবা করে এবং বন্দী ও গোলামদের আজাদীর জন্য এবং ঋণীদের ঋণ শোধের জন্যও অর্থ দান করে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৬৮। প্রতিবেশী

৩৬০। প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ।

কুরআন

১১৬৮। এবং সদয় ব্যবহার কর....আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে.... (৪ঃ৩৭)

হাদিস

৯১১। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নামে বলছি, সে বিশ্বাস করে না, সে বিশ্বাস করে না, সে বিশ্বাস করে না।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! কে বিশ্বাস করে না।' তিনি বললেন, 'সেই ব্যক্তি যার দুষ্কর্মের হাত হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (বুখারী ও মুসলিম) মুসলিমের বর্ণনা 'সেই ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না যার দুষ্কর্মের হাত হ'তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (মেশকাত)

৯১২। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র দীনে সেই ব্যক্তিই উত্তম সহচর যে তার অন্য সহচরদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে এবং উত্তম প্রতিবেশী সেই ব্যক্তি যে তার প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।' (তিরমিযী)

৯১৩। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, 'জিব্রাঈল সব সময় আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম ব্যবহারের তাগিদ করে আসছেন, এমনকি আমার ধারণা হ'ল হয়ত তিনি তাকে ওয়ারিশে পরিণত করবেন।'

৯১৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, 'আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। কোন উপহার পাঠাতে হ'লে কাকে পাঠাব?' তিনি বললেন, 'যার দুয়ার তোমার দুয়ারের অধিকতর নিকটবর্তী।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪৩২। "যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয় সে আমার জামাতভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

৪৩৩। "আর যদি কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি হতে বঞ্চিত করে তবে তার ক্ষতি তাকেও ভোগ করতে হবে" (পয়গামে সুলেহ্‌)।

৬৯। আত্মীয়-স্বজন

৩৬১। আত্মীয়-স্বজনদের পরিচয় ও তাদের সাথে ব্যবহার।

কুরআন

১১৬৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি তার জন্য বংশগত (পৈত্রিক) সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক (মাতৃক) সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এবং তোমার প্রভু প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। 'ক' (২৫ঃ৫৫)

১১৭০। এরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাকওয়া অবলম্বন কর)। (৪ঃ২)

১১৭১। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট হতে এর (খিদমতের) বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না, একমাত্র সৌহার্দ্য ও প্রেম প্রীতি ছাড়া যা নিকট আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিদ্যমান।' 'খ' (৪২ঃ২৪)

'ক' ৩২ঃ৯ 'খ' ২ঃ৮৪; ৪ঃ৩৭; ৮ঃ৭৬; ১৬ঃ৯১; ৩৩ঃ৭; ৪৭ঃ২৩;

হাদীস

৯১৫। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট নিবেদন করল, 'আমাকে এমন সহজ উপায় বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।' তিনি বলেন, 'আল্লাহতাআলার ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাকেও শরীক করো না, বাজামাত নামায পড়বে, যাকাত দিবে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, হকদারকে হক দিবে।' (মুসলিম)

৯১৬। হযরত আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "হে মানব জাতি! তোমরা সালাম বলাকে প্রসারতা দাও, (গরীবদের) খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তা রক্ষা কর, যখন অন্যরা নিদ্রা যায় তখন নামায পড়। তোমরা যদি এই কাজগুলি কর তবে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযি)

৯১৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমার আত্মীয়-স্বজনগণ এমন যে, আমি যখন তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন করতে যাই তখন তারা তা ছিন্ন করে, আমি যখন তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা করতে যাই তখন তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি যদি তা সহ্য করি তবে তারা আমার প্রতি কর্কশ হয়।' তিনি বললেন, 'তুমি যেরূপ বললে যদি সেরূপ হও, তবে তুমি তাদের উত্তপ্ত ছাই ভক্ষণ করাচ্ছ, এবং যতদিন পর্যন্ত তুমি সেরূপ আচরণ করছ, করতে থাক। তুমি সর্বদা আল্লাহ্র নিকট হতে সাহায্যকারী পাবে।' (মুসলিম)

মলফূযাত

৪৩৪। "যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে নম্রতা ও ভদ্রতার ব্যবহার করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়" (কিশ্তিয়ে নূহ)।

৭০। সালাম বা সম্ভাষণ

৩৬২। কোন মুসলমানের সাথে দেখা হ'লে সালাম বা সম্ভাষণ জানানোর পদ্ধতি।

কুরআন

১১৭২। এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে যারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' 'ক' (৬ঃ৫৫)

১১৭৩। এবং যখন তোমাদেরকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয় তখন তোমরা তা হতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানিও , অথবা (কমপক্ষে) তাই প্রত্যার্পণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসেব গ্রহণকারী। (৪ঃ৮৭)

'ক' ৪ঃ৯৫; ১১ঃ৭০; ১৫ঃ৫৩; ১৬ঃ৩৩; ৫১ঃ২৬;

হাদীস

৯১৮। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন ভাই এর সাক্ষাৎ পায় তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি কোন বৃক্ষ বা প্রাচীর বা পাহাড় প্রতিবন্ধক হয় এবং পুনরায় দেখা হয় তখন যেন পুনরায় সালাম প্রদান করে।' (আবু দাউদ)

৯১৯। হযরত আবু উসামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সবচেয়ে নিকটবর্তী যে সম্ভাষণে অগ্রগামী।' (আবুদাউদ)

সহী তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'হে আল্লাহ্র রসূল! যখন দু'জন পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন কে আগে সম্ভাষণ জানাবে?' তিনি উত্তর দেন, 'সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র বেশি নিকটবর্তী। (মেশকাত)'

৯২০। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাকারীকে এবং পদব্রজে চলাকারী উপবিষ্টকে আর কম সংখ্যক অধিক লোককে সালাম দিবে" (বুখারী, মুসলিম)।

৯২১। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কম বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে, পথ অতিক্রমণকারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে" (বুখারী)।

৯২২। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন হতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আসল এবং বলল, 'আস্সালামু আলায়কুম'। তিনি তার সালামের জওয়াব দিলেন, অতঃপর সে বসে পড়ল। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'এই লোকটির জন্য দশটি নেকী লিখা হয়েছে'। তারপর আর এক ব্যক্তি আসল ও বলল, 'আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।' হুযূর (সাঃ) সালামের জওয়াব দিলেন। সে বসল, তখন নবী (সাঃ) বললেন, 'লোকটির জন্য বিশটি নেকী লিখা হয়েছে।' তারপর আর এক ব্যক্তি আসল। সে বলল, "আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকুতুহু" হুযূর (সাঃ) তার সালামের জওয়াব দিলেন। লোকটি বসে পড়ল, তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, "এই লোকটির জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হয়েছে।' (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

মলফূযাত

৪৩৫। "তোমরা যখন অন্যের ঘরে যাও, তখন প্রবেশ মাত্র আস্সালামু আলায়কুম বলবে। ...এবং যদি কেউ তোমাদেরকে সালাম বলে তবে তাকে তা হতে উত্তম ও আশিসপূর্ণ সালাম বলবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪৩৬। "মুসলিম শরীয়ত মতে যখন কোন লোক বিচ্ছেদের পর আপনজনের সাথে মিলিত হয়, তখন সে অবশ্যই 'আস্সালামু আলায়কুম' বলবে" (ইসলাম ও অন্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

৩৬৩। নিজ গৃহে প্রবেশের পূর্বে সালাম প্রদানের নির্দেশ।

কুরআন

১১৭৪। অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমরা নিজেদের লোকদেরকে সালাম বল, আল্লাহ্‌র তরফ হ'তে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়াস্বরূপ; এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে নিজ বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুদ্ধির সাথে কাজ কর। (২৪ঃ৬২)

হাদীস

৯২৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'হে পুত্র ! যখন তুমি গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমার লোকদের শান্তি দ্বারা সম্ভাষণ জানাবে। এটা তোমার জন্য ও তোমার পরিবারের সদস্যদের জন্য আশিসস্বরূপ।' (তিরমিযী)

৯২৪। হযরত আ'তা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতে অনুমতি চাইব?" তিনি (সাঃ) বললেন, "হাঁ।" সে বলল. "আমি তো তাঁর সঙ্গে একই ঘরে বাস করি।" তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, "অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে।" সে বলল, "আমি যে তাঁর খাদেম।" এবারও হুযূর (সাঃ) বললেন, "অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে। তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে তুমি তাকে উলঙ্গ দেখতে পাও।" সে বলল, "না", তখন তিনি বললেন, "কাজেই অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে" (মুয়াত্তা)।

মলফূযাত

৪৩৭। "মুসলিম শরীয়ত মতে যখন কোন লোক বিচ্ছেদের পর আপন জনের সাথে মিলিত হয় তখন সে অবশ্যই 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলবে। এর মধ্যে নামায শেষে 'আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলার গুপ্ত-তত্ত্ব নিহিত আছে। যখন একজন লোক নামাযে দাঁড়ায় এবং 'আল্লাহো আকবর' বলে নামায শুরু করে সে তখন আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসা ও মহিমার ধ্যানে মগ্ন থাকে। সে তখন অন্য জগতে উপনীত হয়। যখন নামায শেষ হয় সে পুনরায় এ জগতে ফিরে আসে। যার জন্য নামায শেষে আপনজনদের থেকে পৃথক থাকার পর পুনর্মিলিত হয়ে, 'আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে থাকে" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

৩৬৪। অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতির প্রয়োজন; এর পদ্ধতি।

কুরআন

১১৭৫। হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীগণকে সালাম কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম হবে যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১১৭৬। এবং যদি তোমরা ঐ সকল গৃহে কাকেও না পাও তবে তোমরা তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। এবং যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে এস, এটা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হবে। এবং তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালভাবে জানেন।

১১৭৭। তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা এমন অনাবাদী গৃহসমূহে প্রবেশ কর যাতে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে। (২৪ঃ২৮-৩০)

হাদীস

৯২৫। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'গৃহে প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইতে হবে। অতঃপর যদি অনুমতি মেলে তুমি গৃহে প্রবেশ করতে পার, অন্যথায় তুমি ফিরে যাও।' (বুখারী, মুসলিম)

৯২৬। হযরত রিবি ইবনে হিরাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "বনী আমির গোত্রের এক ব্যক্তি আমাদের বলেছিল যে, সে একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট তাঁর গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কালে বলেছিল, 'আমি কি প্রবেশ করতে পারি?' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর চাকরকে বললেন, 'বাইরে যেয়ে লোকটাকে অনুমতি লাভের পদ্ধতি বলে দিয়ে এস। তাকে বলতে বল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?' লোকটা এ কথা শুনতে পেল এবং বলল, 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তখন তাকে অনুমতি দিলেন ও সে গৃহে প্রবেশ করল।' (আবু দাউদ)

৯২৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, তিনি শুনেছেন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি কেউ তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহে উঁকি মারে আর তুমি তাকে কোন কঙ্কর কিংবা ঢিলা নিক্ষেপ কর এবং তাতে তুমি তার চক্ষু ফুটো করে দাও তজ্জন্য তোমার উপর কোন অভিযোগ নেই (কোন ক্ষতিপুরণ বর্তাবে না)" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৪৩৮। "এবং অসভ্যের ন্যায় অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে আপনা আপনি প্রবেশ করবে না। অনুমতি নেয়াই শর্ত। তোমরা যখন অন্যের ঘরে যাও তখন প্রবেশ মাত্র 'আস্সালামু আলায়কুম' বলবে। যদি ঐ সকল গৃহে কেউ না থাকে, তবে যে পর্যন্ত না কোন গৃহবাসী তোমাদেরকে অনুমতি দেয়, ঐ সকল গৃহে যাবে না এবং যদি গৃহবাসী ফিরে যেতে বলে, তবে তোমরা ফিরে যাবে। কোন গৃহে দেওয়াল টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে না। বরং গৃহের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং যদি কেউ সালাম দেয় তবে তাকে তা হতে উত্তম আশীষপূর্ণ সালাম বলবে" (ইসলামী নীতি দর্শন, পৃঃ ৩৪)।

৭১। বিবাহ

৩৬৫। বিবাহ বৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পন্থা। বিবাহের উদ্দেশ্য। উত্তম সন্তান লাভ মোমেন বান্দার কাম্য।

কুরআন

১১৭৮। তিনিই তেমাদেরকে এক আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার নিকট আরাম ও সান্ত্বনা লাভ করতে পারে। অতঃপর, যখন সে তাকে সঙ্গমাচ্ছন্ন করে নেয় তখন সে এক লঘুভার ধারণ করে এবং তা নিয়ে সে চলা ফেরা করে। অতঃপর যখন সে ভারাক্রান্ত হয়, তখন তারা উভয়েই তাদের প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে (এইবলে), 'যদি তুমি আমাদেরকে উত্তম (সন্তান) দাও তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব।' 'ক' (৭ঃ১৯০)

১১৭৯। এবং তাঁর নিদর্শন সমূহ হতে এটাও একটি (নিদর্শন) যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে। * (৩০ঃ২২)

'ক' ৪ঃ২; ১৬ঃ৭৩; ৩৯ঃ৭; ৪৯ঃ১৪; ৬৭ঃ২৫;

---

* স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যকার পারস্পরিক ভালবাসা প্রজননে সাহায্য করে ও পৃথিবীর বুকে মানবতার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। এতে বুঝা যায় যে,মানব সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য কাজ করে যাচ্ছে। একজন পরিকল্পনাবিদ এ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এতে আরও উপলব্ধি করা যায় যে, উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণ হতে পূর্ণতর জীবন লাভের জন্য মৃত্যুর পরও জীবনের প্রবাহমানতা-থাকা প্রয়োজন। (কুরআন মজীদ টীকা-২২৭৮)

হাদীস

৯২৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বিবাহ আমার সুন্নত এবং যে কেউ আমার সুন্নতের খেলাফ করে এবং অমান্য করে সে আমা হতে নয়" (মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

৯২৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভ করে তার কার্য, সন্তানের উত্তম নাম রাখা এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া। যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন তার বিবাহ দিবে। যদি সে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং পিতা তার বিবাহ না দেয় এবং সে পাপ করে, (তবে) তার কৃত পাপ তার পিতার উপর বর্তিবে" (মেশকাত)।

৯৩০। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এক মুসলিম ভাই এর বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ভাই যেন বিবাহের প্রস্তাব না দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রথম প্রস্তাবকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নেয় অথবা তাকে অনুমতি প্রদান করে" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)

৯৩১। হযরত নাফে (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যদি তোমাদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা কবুল করো।" হযরত নাফে (রাঃ) বলেছেন, "হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বিবাহ -শাদীর ওলীমা বা এ ধরনের অন্য কোন দাওয়াত পেলে তা কবুল করতেন। এমন কি তিনি (নফল) রোযাদার হলেও (তিনি উপস্থিত হয়ে দোয়া করতেন)" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

৯৩২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জনৈক আনসারের জন্য এক মহিলাকে (এতীম) বিয়ের কনে হিসেবে প্রস্তুত করলে নবী (সাঃ) বললেন, "হে আয়েশা! (বিয়ে উপলক্ষ্যে) তুমি কি কোন আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা কর নি যেহেতু আনসারগণ এটা পসন্দ করে থাকে?" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)

মলফূযাত

৪৩৯। "একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইনসান হুসুন হতে উদ্ভুত যার অর্থ দূর্গ এবং বিবাহকে ইহসান বলা হয় কারণ এর দ্বারা একজন লোক সতীত্বের দূর্গে আশ্রয় লাভ করে এবং নৈতিক ও যৌন পাপাচার হতে রক্ষা পায়" (আর্য ধরম)।

৪৪০। "পুনরায় পুরুষ ও স্ত্রীলোককে একে অপরের সহকর্মীরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং একে অপরের সহচর হবার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে এক আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বিবাহের মাধ্যমে সন্তান প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিবাহের মাধ্যমে মিলনে যে প্রশান্তি লাভ হয় অন্য প্রক্রিয়ায় তা লাভ করা কঠিন" (মলফূযাত, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

৩৬৬। অনুবর্তীদের বিবাহ করান সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১১৮০। এবং তোমাদের মধ্যে বিধবা (*) এবং তোমাদের দাস এবং দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তোমরা তাদের বিবাহ করাও। যদি তারা অভাবগ্রস্থ হয় তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে স্বচ্ছল করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ। 'ক' (২৪ঃ৩৩)

'ক' ২৪ঃ৩৪

* 'আইয়ামা' বহুবচন, একবচনে আঈম অর্থ, সে কুমারী হোক বা না হোক, বা সে পূর্বে বিবাহিতা হয়ে থাকুক বা অবিবাহিতা, স্বাধীনা স্ত্রীলোক (লেইন), এমন পুরুষ যার কোন স্ত্রী নেই (মুফরাদাত)। বিধবা ও কুমারীদের বিবাহের উপর শক্তভাবে জোর দেয়া হয়। প্রকৃত-পক্ষে ইসলাম অবিবাহিত অবস্থাকে খুব বেশি অপসন্দ করে এবং বিবাহিত অবস্থাকে স্বাভবিক ও প্রকৃতি সম্মত বলে বিবেচনা করে। (কুরআন মজীদ টীকা নং ২০৪৫)

হাদীস

৯৩৩। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তওরাতে লিখিত আছে যার কন্যা সন্তান ১২ বৎসর বয়স্কা হয় এবং সে (পিতা) তার কন্যার বিবাহ না দেয় এবং সে পাপ করে তার পাপ তার পিতার উপর বর্তিবে।' (মেশকাত)

৯৩৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, কোন নারী তার ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেছে তার বিবাহ অশুদ্ধ, তার বিবাহ অশুদ্ধ, তার বিবাহ অশুদ্ধ। কিন্তু যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে তবে সে মহর পাওনা হবে-স্বামী তার লজ্জা স্থানকে হালাল করেছে- সে জন্য। যদি ওলীগণ বিবাদ করে তবে যার ওলী নেই তার ওলী হ'ল দেশের শাসক। (মেশকাত - তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

৯৩৫। হযরত আবু সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর নিকট শুনেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কোন বিধবা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করা যাবে না; কোন কুমারী মহিলাকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল তার অনুমতি কি করে নিব?' তিনি উত্তর করলেন, 'তার চুপ করে থাকা' (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

মলফূযাত

৪৪১। "কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে ঐ স্ত্রীলোক যুবতী হলেও ২য় স্বামী বরণ করাকে মহাপাপ গণ্য করে এবং সারা জীবন বিধবা থেকে মনে করে যে, সে বড়ই পুণ্য অর্জন করেছে এবং সতী-সাধ্বী হয়ে গিয়েছে। অথচ তার জন্য বিধবা থাকা গুরুতর পাপ। বিধবা হলে স্ত্রী লোকের জন্য পুনরায় স্বামী বরণ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এরূপ স্ত্রী লোক প্রকৃতপক্ষে খুবই নিষ্ঠাবতী। (মলফূযাত)

৩৬৭। সতী-সাধ্বী স্ত্রী নির্বাচনের নির্দেশ।

কুরআন

১১৮১। এবং সতী-সাধ্বী মোমেন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্য হতে সতী সাধ্বী নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হ'ল। যখন তোমরা তাদেরকে মহরানা দিয়ে দাও বিবাহের জন্য, অবৈধ কাম চরিতার্থের জন্য নয় এবং গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী রূপেও নয়। এবং যে কেউ ঈমানকে অস্বীকার করে, তার কর্ম নিষ্ফল হয় এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। 'ক' (৫ঃ৬)

কঃ ২৪ঃ৪

হাদীস

৯৩৬। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কোন স্ত্রী লোকের সাথে বিবাহের চারটি বুনিয়াদ (ভিত্তি) হতে পারে। হয়ত তার ধন সম্পত্তির কারণে বা তার বংশের কারণে বা তার রূপলাবণ্যের কারণে বা তার দীনদারী (ধার্মিকতা) বশতঃ কিন্ত তুমি দীনদার স্ত্রীলোককে প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন এবং তুমি ধর্মপরায়ণা স্ত্রী পাও।' (বুখারী,-কিতাবুন্ নিকাহ্)

মলফূযাত

৪৪২। "সতী স্ত্রীলোকগণ তোমাদের মধ্য হতে বা পূর্ববর্তী শাস্ত্রধারী আহলে কেতাবের মধ্য হতে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ (হালাল) কিন্তু তখন, যখন তোমরা মহরানা নির্ধারণ করে বিবাহ কর" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪৪৩। যে বিধবা হয়ে কুচিন্তার ভয়ে কাকেও বিবাহ করে নেয় এবং বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে ভয় করে না, যে সকল স্ত্রীলোক খোদা ও রসূলের হুকুমকে বাধা দেয়, তারা স্বয়ং অভিশপ্ত, শয়তানের শিষ্য। তাদের দ্বারা শয়তান নিজের কাজ চালায়। যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ ও রসূলকে ভালবাসে, তার কর্তব্য বিধবা হবার পর কোন ঈমানদার এবং সৎপ্রকৃতির স্বামী অনুসন্ধান করা। স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বামীর খেদমতে রত থাকা, বিধবা থেকে ওযীফা পড়া অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়।" (আল্, হাকাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১০২ ১০ই জুন, তাবলীগে রেসালত, ১ম খণ্ড)

৩৬৮। মুসলিমদের মধ্যে কাদের সাথে বিবাহ হারাম কাদের সাথে বিবাহ জায়েয।

কুরআন

১১৮২। তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল তোমাদের মাতা এবং তোমাদের কন্যা এবং তোমাদের ভগ্নী এবং তোমাদের ফুফু এবং তোমাদের খালা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভাগিনেয়ী এবং তোমাদের দুধমাতা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধবোন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতা এবং তোমাদের কোলে লালিত পালিত তোমাদের সৎকন্যা যারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভজাত যাদের সাথে তোমরা উপগত হয়েছ – কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে উপগত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না – এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের বধূ এবং এটাও যে তোমরা দু' ভগ্নীকে (বিবাহ দ্বারা) একত্রিত কর কিন্তু যা পূর্বে হয়েছে -হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ,পরম দয়াময়। 'ক'

১১৮৩। এবং মহিলাদের মধ্য হতে সধবা মহিলাগণ (তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল), তারা ব্যতিরেকে যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ এবং তারা (উপরে বর্ণিত মহিলাগণ) ব্যতিরেকে বাকি সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, এভাবে যে, তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করে তাদের গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নয়। 'খ' (৪ঃ২৪-২৫)

'ক' ৪ঃ২৩; 'খ' ৪ঃ২৬;

হাদীস

৯৩৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "চারজনের অধিক স্ত্রী বিবাহ করা ঐরূপ হারাম যেরূপ তার গর্ভধারিণী মা, মেয়ে অথবা বোনকে বিবাহ করা হারাম।" তিনি আরও বলেছেন, "রক্ত সম্পর্কের কারণে সাত ধরনের বিবাহ হারাম এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে অনুরূপ সাতজনকে বিবাহ করা হারাম" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

৯৩৮। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এক সাথে ফুফু ও তার ভ্রাতুষ্পুত্রি এবং খালা ও তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। এভাবে ছোট ভগ্নীকে বড় ভগ্নীর সাথে ও বড়ভগ্নীকে ছোট ভগ্নীর সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন" (তিরমিযী– আবু দাউদ, দারেমী, নেসাঈ, মেশকাত ৬ষ্ঠ খন্ড হ'তে)।

৯৩৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) হুনাইন যুদ্ধের তারিখে আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা শত্রুর সম্মুখীন হ'ল এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করল অবশেষে তাদের উপর জয়ী হল এবং বহু যুদ্ধ-বন্দিনী লাভ করল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক যেন বন্দিনীদের মুশরিক স্বামী থাকার কারণে তাদের সহিত সহবাস করাকে দুষণীয় মনে করতে লাগল। তখন আল্লাহ্তাআলা এ ব্যাপারে আয়াত নাযেল করলেন, 'এবং তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে সধবা নারী, কিন্তু যারা তোমাদের অধিকারে আছে (তারা নয়)" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৪৪৪। "এখন আমরা কুরআন শরীফে বর্ণিত ত্রিবিধ ইসলাহের মধ্যে প্রথম ইসলাহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এর সম্পর্ক নিম্নতম স্বভাবজ অবস্থার সাথে। এই ইসলাহ আখলাকের ক্ষেত্রে আদব (শিষ্টাচার) নামে পরিচিত। অর্থাৎ ঐ সকল সদাচার, যা পালন করলে অসভ্য মানুষ তাদের স্বভাবজ ক্রিয়া কর্ম যথা পানাহার বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারে সুনিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে সমাবেশিত হয় এবং বন্য, পাশব ও হিংস্র জীবনযাত্রা হ'তে মুক্তি লাভ করে। এ সকল সদাচার সম্বন্ধে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কুরআন শরীফে বলেছেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের জননীগণকে হারাম করা হয়েছে এবং সেরূপভাবেই নিষিদ্ধ তোমাদের কন্যা, তোমাদের ভগ্নী এবং তোমাদের ফুফু তোমাদের খালা, তোমাদের ভাতিজী তোমাদের ভাগিনী এবং তোমাদের স্তন্যদায়িনী মাতা এবং তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নী, তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরস জাত কন্যাগণ যাদের সাথে (অর্থাৎ স্ত্রীদের) তোমরা সহবাস করেছ, এবং যদি সহবাস না করে থাক তবে কোন পাপ নেই। এবং তোমাদের নিজ পুত্রবধুগণ এবং একই সঙ্গে দুই ভগ্নী। এসব কাজ যা ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন তোমাদের জন্য অবৈধ করা হল। এটাও তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে বলপূর্বক স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হও। এ-ও বৈধ নয় যে, তোমরা ঐ সব স্ত্রী লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও যারা তোমাদের পিতার স্ত্রী ছিল। ইতিপূর্বে যা ঘটেছে, ঘটেছে। সতী স্ত্রীলোকগণ তোমাদের মধ্য হতে বা পূর্ববর্তী শাস্ত্রধারী আহলে কিতাবের মধ্য হতে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ কিন্তু তখন,যখন মহরানা নির্ধারণ করে বিবাহ কর।' (ইসলামী নীতি দর্শন)

৩৬৯। বিবাহে মহরানা ধার্য্য প্রসঙ্গে।

কুরআন

১১৮৪। এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে দেন মহর স্বেচ্ছায় প্রদান কর। অতঃপর তারা যদি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তা হতে কিয়দংশ তোমাদের দিয়ে দেয় তবে তোমরা তা সানন্দে ও তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর। 'ক' (৪ঃ৫)

১১৮৫। এবং তোমাদের জন্য তা হতে কিছু (ফেরত) গ্রহণ করা বৈধ হবে না যা তোমরা তাদেরকে দিয়েছ, কেবল সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন তারা উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না। 'খ' (২ঃ২৩০)

'ক' ৪ঃ ২৫-২৬; ৩৩ঃ৫১, ৬০ঃ১১

'খ' ৪ঃ ২১

হাদীস

৯৪০। হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, 'বিবাহ কর, মহরানা হিসেবে একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হোক না কেন।' (বুখারী)

৯৪১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এমন অবস্থায় আসলেন যে, তার সঙ্গে সুফরার (হলুদবর্ণের সুগন্ধি) চিহ্ন ছিল। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাকে এ চিহ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) উত্তরে তাঁকে [রসূলে করীম (সাঃ)]-কে বললেন যে, তিনি জনৈক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তাকে কি পরিমাণ মহরানা দিয়েছ?' তিনি বললেন, 'আমি তাকে খেজুরের আঁটি পরিমান স্বর্ণ দিয়েছি।' নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'তা হলে ওলীমার ব্যবস্থা কর, যদিও তা একটি মাত্র বকরী দিয়েই হোক।' (বুখারী)

৩৪২। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) আশ্‌শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। আশ্‌শিগার কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের কাছে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যাকে নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং এক্ষেত্রে কোন কন্যাই মহর পাবে না। (বুখারী)

মলফূযাত

৪৪৫। "(বিবাহ) চার সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তা এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যাতে তোমরা পুরাতন অভ্যাসের তাগিদে সীমালঙ্ঘন না কর অর্থাৎ শত শত সংখ্যায় না পৌঁছাও বা ব্যভিচারের দিকে যেন আকৃষ্ট না হও এবং তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের মহরানা দাও" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩৭০। মোশরেক পুরুষ ও নারীদের সাথে বিবাহ হারাম।

কুরআন

১১৮৬। এবং তোমরা মোশরেক নারীগণকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করো না। বস্তুত একজন মোমেন দাসী একজন মোশরেক মহিলা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম। যদিও সে (তার সৌন্দর্য দ্বারা) তোমাদেরকে মুগ্ধ করুক না কেন। এবং মোশরেক পুরুষগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনে, তাদের সাথে (মোমেন নারীগণকে) বিবাহ দিও না, বস্তুত একজন মোমেন দাস একজন মোশরেক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করুক না কেন। এরা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, এবং আল্লাহ্ নিজ আদেশ দ্বারা (তোমাদেরকে) জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। এবং তিনি মানবমন্ডলীর জন্য নিজ নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট-ভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (২ঃ২২২)

হাদীস

৯৪৩। হযরত নাফে (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে খ্রীষ্টান অথবা ইহুদী নারীদের বিবাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলতেন, 'আল্লাহ্ মোশরেক নারীদের বিবাহ করা মোমেনদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন। আমি জানি না এরচেয়ে বড় শিরক আর কি আছে যে, একজন নারী বলে, 'আমার প্রভু ঈসা,' অথচ তিনি আল্লাহ্র বান্দাদেরই একজন।' (বুখারী)

৩৭১। একসঙ্গে কতজন স্ত্রী রাখা যায়। একাধিক স্ত্রীর সাথে আচরণ ।

কুরআন

১১৮৭। যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা এতীমদের সম্পর্কে ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য হতে (যারা এতীম নয়) তোমাদের পসন্দ মত দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিবাহ কর, তোমরা যদি আশংকা কর যে, তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণকে বিবাহ কর। এটা নিকটবর্তী ব্যবস্থা যাতে তোমরা অবিচার না কর। (৪ঃ৪)

১১৮৮। এবং স্ত্রীগণের মধ্যে তোমরা কখনও (পূর্ণ) সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তোমরা যতই আকাঙ্ক্ষা কর না কেন। সুতরাং একই স্ত্রীর প্রতি পূর্ণরূপে ঝুঁকে যেও না, যার ফলে তোমরা তাকে (অন্য স্ত্রীকে) দোদুল্যমান বস্তুর ন্যায় ছেড়ে দাও। (খ) এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (৪ঃ১৩০)

'ক' ৪ঃ১২৮

'খ' ৪ঃ২০;

হাদীস

৯৪৪। হযরত যুহরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেছেন যে, তাঁকে হযরত উরওয়া (রাঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে পারবে না, তবে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পসন্দ হয়, তন্মধ্যে থেকে দু'দু তিন তিন চার চার জনকে বিবাহ করো।...' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন , 'হে আমার ভাগ্নে! (এ আয়াত নাযিলের প্রসঙ্গ হচ্ছে) একটি এতীম বালিকা, তার একজন অভিভাবকের অভিভাবকত্বের অধীনে ছিল। যে তার সম্পদ ও রূপের প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং তাকে তার সমকক্ষ অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় কম মহরনা দিয়ে বিবাহ করতে চাইল। সুতরাং তাদেরকে (এ ধরনের অভিভাবকদেরকে) এ এতীম বালিকাদের তাদের পূর্ণ মহরনা আদায় এবং তাদের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ কায়েমের পূর্বে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে এদের ব্যতীত অন্য মহিলাদের বিবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে'। (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)

৯৪৫। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ- গায়লান বিন ছালামা ছাকাফি মুসলমান হল আর জাহেলিয়ত যুগে তার দশ বিবি ছিল তারা সকলেই তার সাথে মুসলমান হয়ে গেল। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, ' চারটি রাখ এবং বাকী সকলকে পৃথক করে দাও।' (মেশকাত –আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

৯৪৬। হযরত মাবিয়া ইবনে হায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন 'আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; একজন স্বামীর উপর স্ত্রীর কী দাবী আছে? তিনি বলেছেন, ' যখন তুমি আহার কর তখন তাকে আহার করাও, যখন তুমি পোষাক পর, তখন তুমি তাকে পোষাক পরাও, কখনও তার মুখে আঘাত করো না।' (আবু দাউদ)

৯৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেই প্রকৃত বিশ্বাসী যার ব্যবহার উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে উত্তম।' (তিরমিযী)

৯৪৮। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তির নিকট দুই স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে না, কেয়ামতের দিন সে এক অঙ্গহীন অবস্থায় উঠবে।' (তিরমিযী, আবু দাউদ, নেসাঈ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী)।

মলফূযাত

৪৪৬।"সুতরাং যদি ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহের বিধান না থাকত তবে যে অবস্থায় পুরুষদের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের আবশ্যক হয়, এই শরীয়তে সেই অবস্থায় কোন প্রতিকার থাকত না, যেমন স্ত্রী যদি উম্মাদিনী হয়ে যায় কিম্বা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে যা তাকে বেকার বা অকর্মণ্য করে দেয়, কিংবা এরূপ কোন অবস্থা উপস্থিত হয়ে যায় যে, স্ত্রী দয়ার পাত্রী হয়। যেহেতু সে একাকী থাকতে পারে না তবে এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি না দিলে পুরুষের শক্তির উপর যুলুম করা হবে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

৪৪৭। "যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে নম্রতা ভদ্রতার সাথে ব্যবহার করে না সে আমার জামাত ভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

৪৪৮। "হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে উত্তম। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রতি কঠোর সে কখনও অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হতে পারে না" (রিভিউ অফ রিলিজিয়ানস্ উর্দ্দু, ১ম খন্ড)।

৩৭২। হিজরতকারী মো'মেন মহিলা ও কাফের স্ত্রী সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১১৮৯। হে যারা ঈমন এনেছ! যখন মো'মেন মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। অতএব যদি তোমরা তাদেরকে মোমেন মহিলা বলে জ্ঞাত হও তবে তোমরা তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিও না। কারণ তারা তাদের (কাফেরদের) জন্য বৈধ নয়, এবং তারা এদের জন্য বৈধ নয়। তারা (এই মহিলাদের বিবাহে) যা খরচ করেছে তোমরা তাদেরকে তা ফিরিয়ে দাও। এবং যখন তোমরা উক্ত মহিলাগণকে (মুক্ত করার পর) তাদের প্রাপ্য মহরানা আদায় কর তখন তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। এবং কাফের মহিলাদের সাথে তোমাদের দাম্পত্য বন্ধনকে তোমরা বজায় রেখ না, এবং (যখন তারা কাফেরদের নিকট চলে যায় তখন) তোমরা যা খরচ করেছ তা কাফেরদের নিকট দাবী কর এবং (মুসলমান মহিলাগণ কাফেরদের নিকট হতে চলে আসলে) তারা যা খরচ করেছে তা যেন তারা (তোমাদের নিকট) দাবী করে। এটাই হ'ল আল্লাহ্র ফয়সালা, তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। (৬০ঃ১১)

হাদীস

৯৪৯। হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন, "(হুদায়বিয়ার) সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্য থেকে যারা পালিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসেছেন মুসলমান হলেও তিনি তাদেরকে কাফেরদের হাতে ফেরত দিয়েছেন। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার নারী হিজরত করে চলে আসলেন। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে মুয়ীত ছিলেন এভাবে হিজরতকারিণী একজন যুবতী মেয়ে। তিনি হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে তাদের হাতে ফেরত দিতে বললো। তখন মহান আল্লাহ্ ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মুহাজির নারীদেরকে পরীক্ষা করতেন, 'হে ঈমানদারগণ! ঈমানদার মেয়েরা হিজরত করে..... আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। (৬০ঃ১১)' আর ইবনে শিহাব তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে শিহাবের চাচা) বলেছেন, "আমাদের কাছে এ হাদীসও পৌঁছেছে যে, আল্লাহ্তাআলা তাঁর রসূল (সাঃ)-কে মুশরিক স্বামী কর্তৃক তার হিজরতকারিণী মুসলমান স্ত্রীকে দেয়া মহরানা (মুশরিক স্বামীকে) ফিরিয়ে দিতে হুকুম দিয়েছেন। আর আবু বাসীরের ঘটনার হাদীসও জানা আছে। এরপর তিনি আবু বাসীরের ঘটনা সংক্রান্ত সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন" (বুখারী. কিতাবুল্ মাগাযী)।

৩৭৩। মুসলিম স্ত্রী কাফেরদের নিকট এবং কাফের স্ত্রী মুসলিমদের নিকট আসলে কী করণীয়।

কুরআন

১১৯০। এবং যদি তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হতে কেউ তোমাদের হস্তচ্যুত হয়ে কাফেরদের নিকট চলে যায় (এবং তোমাদের ক্ষতি সাধন হয়) অতঃপর (কোন কাফের মহিলা তোমাদের হাতে আসলে) তোমরাও এভাবে প্রতিশোধ নিতে পার যে যাদের স্ত্রীগণ কাফেরদের নিকট চলে গেছে তাদেরকে সেই পরিমাণ (ক্ষতিপূরণ) দাও যা তারা খরচ করেছে, এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যার উপর তোমরা ঈমান রাখ। (৬০ঃ১২)

হাদীস

৯৫০। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "নবী (সাঃ) ও মোমেনদের তুলনায় মুশরিকদের দু'টি দল ছিল। একদল হরবী মুশরিক। এরা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং নবী (সাঃ) এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় দল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না তারাও নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। অচুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের কোন নারী যদি মুসলমানদের কাছে হিজরত করে চলে আসত, তবে সে ঋতুবতী হয়ে তা থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা হ'ত না। সে পবিত্র হয়ে গেলে তার জন্য বিয়ে বসা জায়েয হয়ে যেত। বিয়ে বসার পূর্বেই যদি তার স্বামীও হিজরত করে আসত তবে তার স্ত্রী তাকেই ফেরত দেয়া হত। যদি তাদের কোন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী হিজরত করে চলে আসত; তাদেরকে আজাদ করে মোহাজেরদের সমান অধিকার দেয়া হ'ত। অতঃপর বর্ণনাকারী চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রসঙ্গে মুজাহিদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যদি চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের কোন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী হিজরত করে চলে আসত তবে তাদেরকে ফেরত দেয়া হ'ত না। তবে তাদের মূল্য পরিশোধ করা হত" (বুখারী, কিতাবুত্ তুলাক)।

৩৭৪। এতীম নারীদের বিবাহ সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১১৯১। এবং তারা তোমাদের নিকট (একাধিক) নারীর (সঙ্গে বিবাহ) সম্বন্ধে নির্দেশ চাচ্ছে। তুমি বল, আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং যা তোমাদেরকে এই কিতাবের অন্যত্র 'ক' আবৃত্তি করে শুনান হচ্ছে তা ঐ সকল এতীম নারীদের সম্বন্ধে যাদেরকে তোমরা সেই অধিকার দিচ্ছ না যা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, অথচ তোমরা আগ্রহ রাখ যেন তোমরা তাদেরকে বিবাহ কর এবং দুর্বল সন্তানদের সম্বন্ধেও। এবং (তোমাদেরকে এই আদেশ দেয়া হয়েছিল) যে এতীম বালিকাদের সাথে তোমরা ন্যায়বিচারের উপর কায়েম হও। এবং যে কোন উত্তম কাজ তোমরা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ জানেন। (৪ঃ১২৮)

'ক' ৪ঃ৪

হাদীস

৯৫১। হযরত উরওয়া ইবনে আয্ যুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে একথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আম্মা! (কোন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল) 'যদি তুমি আশংকা কর যে, এতীম বালিকাদের প্রতি ইনসাফ 'পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না.....।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ' হে আমার ভাগ্নে, এ আয়াত এতীম বালিকাদের ঐ অভিভাবকদের প্রসেঙ্গ নাযিল হয়েছে যাদের তদারকীতে তারা রয়েছেন এবং তারা এদের সৌন্দর্য সম্পদের প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে সামান্যতে এদের বিবাহ করতে চায় অথবা মহরানা কম করতে চায়। সুতরাং এ অভিভাবকদের এ এতীম বালিকাদের বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়, যদি না এরা এদের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করতে সক্ষম হয় এবং এদের পূর্ণ মহরানা আদায় করে দেয় এবং এদেরকে এরা ব্যতীত অন্য মহিলাদের বিবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪৪৯। "এতীম মেয়ে যাদের তোমরা ভরণ-পোষণ কর, তাদের বিবাহ করায় দোষ নেই। কিন্তু যদি তোমরা দেখতে পাও যে তারা নিরুপায় বলে তোমাদের প্রবৃত্তি তাদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করার আশংকা আছে, তবে যাদের মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয় আছে এমন মেয়েদের বিবাহ করবে যারা তোমাদেরকে সংযত রাখবে এবং যাদেরকে তোমরা ভয় করবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৩৭৫। দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তদের সাথে বিবাহ।

কুরআন

১১৯২। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মোমেন মহিলাগণকে বিবাহ করবার সামর্থ্য না রাখে সে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত মোমেন দাসীদের মধ্যে হতে কাকেও বিবাহ করবে। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন; তোমরা একে অপর হতে (উদ্ভুত), সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের দেন মহরানা দাও। তাদের সতীত্ব রক্ষাকারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যেও নহে, এবং গোপন বন্ধু গ্রহণকারিণীরূপেও নহে। (৪ঃ২৬)

'ক' ৪ঃ৪; ২৪ঃ৩৪

হাদীস

৯৫২। হযরত আবু বুরদার পিতা হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যার কাছে ক্রীতদাসী আছে এবং সে তাকে (শরীয়তের প্রয়োজনীয় মসলা) শিক্ষা দেয় এবং ভাল আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় অতঃপর তাকে আজাদ করে নিজেই বিবাহ করে নেয়, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।'(বুখারী)

৯৫৩। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেছে সে আসলে ব্যভিচারী।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৩৭৬। ঋতুবস্থা ও অন্যান্য সময়ে স্বামী স্ত্রীর মিলন।

কুরআন

১১৯৩। এবং তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'এটা এক অনিষ্টকর বিষয়, সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট হতে পৃথক থাক, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পবিত্র হয় তোমরা তাদের নিকট গমন করো না। সুতরাং যখন তারা পবিত্র হয় তখন তোমরা তাদের নিকট সেভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। 'ক' নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীগণকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীগণকেও ভালবাসেন।

১১৯৪। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, সুতরাং যখন যে ভাবে চাও তোমাদের ক্ষেতে গমন কর এবং তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্রে প্রেরণ কর, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, (২ঃ২২৩-২২৪)

'ক' ২ঃ১৮৮;

হাদীস

৯৫৪। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হায়েযগ্রস্থার সঙ্গে সঙ্গম করেছে অথবা কোন স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ দ্বারে সঙ্গম করেছে অথবা গণক ঠাকুরের নিকট গমন করেছে সে ব্যক্তি মোহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি অবিশ্বাস করেছে।' (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

৯৫৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছে, 'যখন কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, অথচ সে হায়েযগ্রস্থা তখন সে যেন অর্ধ দিনার খয়রাত করে।'

উক্ত রাবী আরও বলেছেন যে,হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন রক্ত লাল থাকে,তখন এক দিনার আর যখন রক্ত পীত থাকে তখন অর্ধ দিনার।' (তিরমিযী)

৯৫৬। হযরত জায়েদ বিন আসলাম (তাবেয়ী) বলেন, "এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, ' আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি করা হালাল যখন সে হায়েযগ্রস্থা থাকে"। উত্তরে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বললেন 'তার শরীরে উত্তমরূপে তহবন্দ বেঁধে তার উপর যা খুশি করবে।' (মেশকাত, মুয়াত্তা ও দারেমী)

৩৭৭। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক – একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করার নির্দেশ।

কুরআন

১১৯৫। তারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। 'ক' * (২ঃ১৮৮)

'ক' ২ঃ২৩৮; ৪ঃ৩৫;

---

* কী চমৎকারভাবে একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদাকে বর্ণনা করেছে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। এই আয়াত বলছে বিবাহের উদ্দেশ্য হ'ল দম্পতির শান্তি লাভ, আত্ম সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তা-ই (৭ঃ২৭; ১৬ঃ৮২)। বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কামবৃত্তি চরিতার্থ নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হতেও রক্ষা করবে। (কুরআন মজীদ টীকা ২১২)

হাদীস

৯৫৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "উটের পিঠে সওয়ার হওয়া আরব মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম। অপর (বর্ণনাকারী) বলেন, "কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা নিজেদের ছোট বাচ্চাদের প্রতি অধিকতর স্নেহশীল ও স্বামীর সম্পদের হেফাযতকারিণী।" হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত ইবনে আব্বাস হতেও নবী করীম (সাঃ)-এর এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী, কিতাবুন্ নাফাকাত)

৯৫৮। হযরত ওকবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সব শর্তের চেয়ে (বিবাহের শর্ত) পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য। এ কারণে যে, তোমাদেরকে (নারীদের) বিশেষ অংশ উপভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।' (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)

মলফূযাত

৪৫০। "স্ত্রী-পুরুষের মিলন তখনই আর্শিবাদপুষ্ট ও সফল হয় যখন তা প্রেম ও সহমর্মিতা দ্বারা চিহ্নিত হয়। অন্যথায় অনৈক্য ও মতভেদ পারিবারিক শান্তির জন্য শুধু মারাত্মক ক্ষতিকরই নয়, বরং তা স্ত্রী পুরুষ উভয়কে পাপের দিকে ঠেলে দেয় এবং তাদেরকে সেই সকল রোগের মাঝেও নিক্ষেপ করে যা স্থায়ীভাবে পারিবারিক স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে ও বিবাহের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

৩৭৮। স্ত্রীগণকে স্বামীর আনুগত্যের নির্দেশ-অবাধ্য স্ত্রী সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১১৯৬। সুতরাং পুণ্যবর্তী স্ত্রীলোক তারা যারা অনুগতা, তারা (স্বামীদের) ঐ সকল গোপনীয় বিষয়ের হেফাযতকারিণী যার হেফাযত আল্লাহ্ করেছেন, এবং তোমরা যে সকল স্ত্রীলোকের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে শয্যায় পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে প্রহার কর। * অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করো না। 'ক' নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব উচ্চ, মহা গৌরবান্বিত। (৪ঃ৩৫)

'ক' (৪ঃ১২৯)

---

* মহানবী (সঃ) বলছেন, কোন মুসলমান কদাচিত যদি স্ত্রীকে অগত্যা প্রহার করতে বাধ্যই হয় তবে এমনভাবে প্রহার করবে যাতে স্ত্রীর গায়ে কোন দাগ না পড়ে (তিরমিযী, মুসলিম)। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে সে ভাল মানুষ নয়। (কুরআন মাজীদ টীকা ৬০১) (বাসীর, ৩য় খন্ড)।

হাদীস

৯৫৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন 'যদি আমি কোন মানুষকে অপর কাউকে সেজদা করতে বলতাম তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে সেজদা করতে বলতাম।' (তিরমিযী)

৯৬০। হযরত আবু আলী তালক ইবনে আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন স্বামী কোন প্রয়োজনে তার স্ত্রীকে ডাকে তবে যদি সে রুটি সেক্‌তেও থাকে তথাপি তার যাওয়া উচিত।' (তিরমিযী)

৯৬১। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন স্ত্রীলোক মারা যায় এবং তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট থাকে তবে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযী)

৯৬২। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মুসলমান কদাচিৎ তার স্ত্রীকে প্রহার করতে বাধ্য হয় তবে এমনভাবে প্রহার করবে যাতে স্ত্রীর গায় কোন প্রকার দাগ না পড়ে। (তিরমিযী)

৯৬৩। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জামআ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে গোলাম বাঁদীর ন্যায় না মারে, অতঃপর দিনের শেষে তাঁর সাথে শয়ন করে।' (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৪৫১। "স্ত্রীগণ অবশ্যই তাদের স্বামীদের প্রতি অনুগত থাকবে। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ইটের স্তুপকে এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে নিতে বলে এবং সে তা পালন করে এবং যদি স্বামী পুনরায় তাকে সেই ইটগুলিকে পূর্ব স্থানে নিতে বলে তবে তার কোন রূপ ইতস্তত না করে তা পালন করা উচিত" (মলফূযাত, অষ্টম খন্ড, পৃঃ৪৪)।

৭২। জন্ম নিয়ন্ত্রণ

৩৭৯। প্রয়োজনে ইসলাম জন্ম নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে। তবে তকদীরের লিখন কেউ খন্ডাতে পারে না।

কুরআন

১১৯৭। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, সুতরাং তোমরা যখন যে ভাবে চাও তোমাদের ক্ষেতে গমন কর, (২ঃ২২৪)

হাদীস

৯৬৪। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইব (রাঃ) বলেছেন, "অতএব তোমরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার' -এর অর্থ হচ্ছে যদি তোমরা ইচ্ছা কর তা বর্জন কর আর যদি ইচ্ছা কর তা বর্জন না কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন, 'যদি ইচ্ছা কর তা বর্জন কর আর যদি ইচ্ছা কর তা বর্জন না কর।"(তফসীরে তাবারী)

৯৬৫। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা আযল করতাম কুরআন নাযিল হওয়া থাকা কালে।" (বুখারী, মুসলিম)। কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে : 'এ খবর নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট পৌছেছিল, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেন নি।' (মেশকাত)

৯৬৬। হযরত ইবনুল মুহাইরিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি (একদিন) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম এবং আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আবু সাঈদ বললেন, 'আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আরবের বহু সংখ্যক বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের স্ত্রীলোকের প্রয়োজন দেখা দিল এবং স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। তাই আমরা আযল করা ভাল মনে করলাম এবং করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমাদের খেয়াল হল যে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) আমাদের মধ্যে বর্তমান, আর আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে আযল করতে যাচ্ছি। 'তাই ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট উত্থাপন করলাম।' তিনি বললেন, 'এরূপ না করলে তোমাদের ক্ষতি কি? তবে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলি প্রাণের আগমন ঘটবার ঘটবেই'। (বুখারী)

আযল হল স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে স্ত্রী যৌনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফী (রাঃ)-এর মতে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে স্বামী আযল করতে পারে। (বুখারী, -কিতাবুল্ মাগাযী)

৭৩। তালাক

৩৮০। তালাক অনুমোদিত-তিন ঋতুর (ইদ্দতের) মধ্যবর্তীকালে তিনবার তিন তালাক প্রদান সম্পর্কিত বিধান। প্রথম তালাক প্রদান প্রসঙ্গ। গর্ভবতী স্ত্রীদের তালাক প্রদান নিষিদ্ধ।

কুরআন

১১৯৮। এবং যদি তারা (স্বামী-স্ত্রী) তালাক দিবার সংকল্প করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব-শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১৯৯। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল 'ক' পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে, এবং যদি তারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তবে তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ হবে না, এবং তাদের স্বামীগণ তার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে তাদেরকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) পুনরায় গ্রহণ করার সর্বাধিক হকদার হবে যদি তারা আপোস মীমাংসা করতে চায়। * (২ঃ২২৮-২২৯)

'ক' ৫৬ঃ২, ৩, ৭;

* সকল আইনসঙ্গত বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হল তালাক (আবু দাউদ)। তাই এর চারিদিকে বেড়া দিয়ে,বাধা দিয়ে, সীমা দিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন (ক) ঋতু মুক্ত হবার পর যদি স্বামী ঐ পরিষ্কৃত অবস্থার সময় স্ত্রীগমন করে না থাকে তবে কেবলমাত্র সেই সুস্থ অবস্থাতেই একটি তালাক দিতে পারে। (খ) তালাক দিবার কথা ঘোষণা করার পর স্ত্রী তিনটি ঋতু কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (প্রায় তিন মাস কাল)। এই সময়টিকে ইদ্দৎ বা অপেক্ষার সময় বলা হয়। এভাবে স্বামীকে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়, যাতে সে তার কাজের সকল দিক পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করতে পারে। এবং তার মনের মধ্যে যদি ঐ স্ত্রী সম্বন্ধে ভালবাসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কিছু থেকে থাকে, তবে সেটা যেন জ্বলে উঠে ও নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। (গ) স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তবে স্বামী হতে একথাটি লুকাবে না, কেননা সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত যে দীর্ঘ কাল ব্যয়িত হবার কথা, সে সময়ে দম্পতির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভবনা থাকে। (ঘ) পূর্ণ ও অখন্ডনীয় (বাইন) তালাকের জন্য তিন দফায় তিন মাসে প্রত্যেক ঋতু স্রাবের পর তালাক ঘোষণা প্রয়োজন। প্রথম দফায় এবং দ্বিতীয় দফায় তালাক ঘোষণার পরও ইচ্ছা করলে স্বামী স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার অধিকার ও সুযোগ পায়। এমনকি তালাকের পরবর্তি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও তৃতীয় দফায় তালাক ঘোষণার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীকে নতুনভাবে বিবাহ করে মিলিত হতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা নং ২৭৮)

হাদীস

৯৬৭। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সকল হালাল জিনিসের মধ্যে ঘৃণিত হালাল জিনিস হল তালাক।' (আবু দাউদ)

৯৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় তিনি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'তাকে (তোমার পুত্রকে) বলো সে যেন তার স্ত্রীকে রুজু করে (ফিরিয়ে নেয়) এবং তুহর বা ঋতু থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত এবং তারপর ঋতুবতী হয়ে (পুনরায়) পাক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবেই রেখে দেয়, অতঃপর ইচ্ছে করলে তাকে রাখবে অন্যথায় যৌন মিলন না করে তালাক দিবে। এভাবে ইদ্দত পালনের সুযোগ রেখে আল্লাহ্‌তাআলা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আদেশ করেছেন।' (বুখারী)

৯৬৯। হযরত মাহমুদ বিন লবিদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলা হ'ল, 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে।' এ কথা শুনে তিনি রাগের সাথে বললেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে থাকতেই কি আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা আরম্ভ হ'ল?' (নেসাঈ)

৯৬৯ক। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির উপর শরীয়তের আদেশ নিষেধ কার্যকর হয় না। নিদ্রারত ব্যক্তি যাবৎ না জাগে, বালক যাবৎ না সে বালেগ হয়, পাগল যাবৎ না সে বুদ্ধি লাভ করে।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী, হযরত আয়েশা হতে এবং ইবনে মাজাহ্‌ উভয় হতে)

মলফূযাত

৪৫২। " ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন এ কথা বলে না যে, ব্যভিচার ব্যতীত অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে তালাক দিওনা এবং তার অন্য সকল অন্যায় বা অপবিত্র কর্ম নীরবে সহ্য কর। বরং এই শিক্ষা দেয় যে, 'আত্তাইয়ে বাতো লেত তাইয়ে বিনা, 'অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র ব্যক্তির সঙ্গে থাকতে পারবে না। সুতরাং তোমার স্ত্রী যদি ব্যভিচার না-ও করে কিন্তু কাম লোলুপ দৃষ্টিতে অন্য পুরুষের প্রতি তাকায় বা অপর পুরুষকে আলিঙ্গন করে, সে কার্যত ব্যভিচারিণী না হলেও ব্যভিচারের সকল পূর্বাভাস তার মধ্যে প্রকাশিত হয়, অপর পুরুষের সম্মুখে আপন সৌন্দর্য প্রকাশিত করে এবং মুশরেকা (পৌত্তলিকা) ও মুফসেদা (কলহ প্রিয়া) হয় এবং যে পবিত্র খোদাকে তুমি বিশ্বাস কর সেই খোদা হতে সে বিমুখ হয়, অথচ অনুতপ্ত হয়ে সে যদি প্রত্যাবর্তন না করে তবে তাকে তুমি তালাক দিতে পার" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

৩৮১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক।

কুরআন

১২০০। এরূপ তালাক দু'বার 'ঘোষিত' হতে পারে। * অতঃপর (স্ত্রীকে) ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখতে হবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হবে। 'ক'

১২০১। অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (উক্ত দু' তালাকের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর তৃতীয়) তালাক দেয় তবে ঐ স্ত্রী এর পর তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপর স্বামীকে বিবাহ করবে, এরপর সে-ও যদি তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের দু'জনের পুনরায় প্রত্যাবর্তন করায় কোন পাপ হবে না, যদি তারা উভয়ে মনে করে যে তারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে। 'খ' এগুলি আল্লাহ্‌র সীমা যা তিনি জ্ঞানীগণের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (২ঃ২৩০-২৩১)

'ক' ২ঃ২৩২, ২৩৩; ৬৫ঃ৭; 'খ' ৬৫ঃ২,৩;

---

* এই আয়াতে তালাকের পঞ্চম বাধাটি বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি বিবাহ-বিচ্ছেদ কামনা করে তাকে তিনবার পৃথক পৃথক ভাবে তিনমাসে তালাকের ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে। প্রত্যেকটি তালাকের ঘোষণা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, স্ত্রীর তিনটি ঋতু মুক্তির সময়ে সহবাস না করা অবস্থায় উচ্চারিত হতে হবে। একই সময়ে পর পর তিনবার বা দু'বার তালাক অনুমোদিত নয়।'মাররাতান' (দু'বার) শব্দ দ্বারা এটাই বুঝায় যে দু'টি ভিন্ন সময়ে এটা ঘটতে হবে। একই সময়ে দু'বার ঘটতে পারে না। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একই সময়ে বহুবার তালাক উচ্চারণকে একবার তালাক গণ্য করতেন। (তিরমিযী, আবুদাউদ)

প্রথম দু'বার তালাকের ক্ষেত্রে, মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে স্ত্রীর সম্মতি-অসম্মতি ব্যতিরেকেই পুনঃগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, কেবল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে পুনর্বিবাহের মাধ্যমে তাকে পুনঃগ্রহণ করতে হবে। এক সাহাবী (রাঃ) একদিন রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুরআন তো মাত্র দু'টি তালাকের উল্লেখ করেছে, তৃতীয়টি কোথা হতে আসল? উত্তরে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এই আয়াতে. "অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হবে" বাক্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এর তাৎপর্য এই যে, প্রথম দুবার তালাকের পরও স্বামী স্ত্রীকে রাখতে কিংবা সম্মতি নিয়ে তাকে পুনর্বিবাহ করতে পারে। কিন্তু সে যদি স্থায়ী বিচ্ছেদ ও অখন্ডনীয় তালাকই চায় তবে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধন হতে পুরাপুরি মুক্তি দিতে হবে। একথাই 'সদয় ভাবে বিদায় দিতে হবে' বাক্যটিতে বলা হয়েছে, যার অর্থ হ'ল তৃতীয় বার তালাক উচ্চারণ করে মুক্তি দাও। (জরীর ও মুসনাদ)। পরবর্তী আয়াতে এটা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অতএব এখানে 'তসরীহ' শব্দ দ্বারা তালাক বুঝিয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা ২৮০)

হাদীস

৯৭০। হযরত হাসান (বসরী) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মাকাল (রাঃ) তার বোনকে জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়। কিন্তু স্বামী তাকে এক তালাক দেয়। মাকাল ইবনে ইয়াসারের বোন কোন ব্যক্তির বিবাহাধীন ছিল তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করল। ইতিমধ্যে তার ইদ্দত শেষ হ'ল। স্বামী তার কাছে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মাকাল এটাকে অপসন্দ করল এবং এড়িয়ে চলার প্রস্তাব করল এবং বলল, 'যখন কাজ তার হাতে ছিল, তখন সে স্ত্রী থেকে দূরে থাকল। এখন আবার বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়।' মাকাল তার বোন ও স্বামীর পুনর্বিবাহের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ল। আল্লাহ্ আয়াত নাযেল করলেন, 'তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারাও তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।..(বাকারা ২৩৩)

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মাকালকে ডেকে এনে এ আয়াত পড়ে শুনালেন। সে তার জিদ ছেড়ে দিল এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের অনুসরণ করল। (বুখারী)

৯৭১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে (তার স্ত্রী) অন্যত্র বিয়ে করে, কিন্তু সে স্বামীও তাকে তালাক দেয়। হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে কি এখন প্রথম স্বামীর জন্য হালাল? হুযূর (সাঃ) বলেছেন, 'দ্বিতীয় স্বামী তাকে প্রথম স্বামীর ন্যায় সম্ভোগ না করা পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয়" (বুখারী)।

৩৮২। তালাকের পূর্বে আপোষ মীমাংসার নির্দেশ।

কুরাআন

১২০২। যদি তোমরা তাদের উভয়ের ভিতর বিচ্ছেদের আশংকা কর তবে স্বামীর স্বজনগণের মধ্যে হতে একজন এবং স্ত্রীর স্বজনগণের মধ্যে হতে একজন সালিস নিযুক্ত কর। 'ক'

যদি তারা উভয়ে (সালিস) আপোষ করাতে চায় তবে আল্লাহ তাদরে উভয়ের মধ্যে মিল করিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (৪ঃ৩৬)

'ক' ২ঃ২২৯; ৪ঃ৩৫,১২৯;

হাদীস

৯৭২। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিম্ন বর্ণিত আয়াত: "যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর দিক থেকে নিষ্ঠুরতা কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে।" এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলাদের সম্পর্কে যাদের স্বামী তাদের স্ত্রীদেরকে আর নিজের সাথে রাখতে চায় না বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চায়, তখন তার স্ত্রী তাকে বলেঃ আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না বরং অন্য মহিলাকে বিবাহ করে নাও এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে খোরপোষ নাও দিতে পার এবং আমাকে সয্যাসঙ্গিনী নাও করতে পার। এটা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা বুঝা যায় : স্বামী স্ত্রী যদি (অধিকারের কিছু কমবেশির ভিত্তিতে) পারস্পরিক সন্ধি করে নেয় তবে তাতে কোন দোষ নেই। সন্ধি (সর্বাবস্থায়ই) উত্তম।' (বুখারী)

৩৮৩। খোলা তালাক।

কুরআন

১২০৩। অতঃপর, তোমরা যদি আশংকা কর যে তারা (স্বামী ও স্ত্রী) দু'জন আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তবে কোন পক্ষেরই পাপ হবে না যদি স্ত্রী মুক্তিপণ হিসাবে কিছু দিয়ে দেয়। * (২: ২৩০)

---

* যে ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজেই স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হতে চায়, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয়, সেক্ষেত্রে স্ত্রী তা' কাযী বা বিচারকের মাধ্যমে লাভ করতে পারে। 'উভয়ে আশংকা করে' কথা দ্বারা ন্যায়-অন্যায়ের আশংকা বুঝায় এবং কাযীর মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক্ষেত্রে প্রয়োজন। এরূপক্ষেত্রে স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে তার মহরানার টাকা ও স্বামীর প্রদত্ত অন্যান্য জিনিসপত্র ছেড়ে দিতে হয়, তা সমঝোতার মাধ্যমে হোক অথবা কাযীর ফয়সালার মাধ্যমেই হোক। (কুরআন মজীদ টীকা ২৮২)

হাদীস

৯৭৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের স্ত্রী নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি সাবেতের দীনদারী বা চরিত্রগত কারণে তার সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কুফরীর (অকৃতজ্ঞ হয়ে যাওয়ার) ভয় করি।' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দিচ্ছ?' সে বলল, 'হাঁ, সে তার কাছে বাগান হস্তান্তর করল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়ার জন্য। ফলে সে তাকে পৃথক (তালাক) করে দিল। (বুখারী)

৯৭৪। হযরত ইকরামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: সাবেতের স্ত্রী জামীলা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে তার সম্বন্ধে অভিযোগ করে এবং খোলারই ইচ্ছা প্রকাশ করে। হযরত ইকরামা (রাঃ) জামিলার নিকট হতে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেন। (বুখারী)

৯৭৫। হযরত সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে নারী কষ্ট ব্যতীত আপন স্বামীর নিকট তালাক চায় তার পক্ষে বেহেশ্‌তের গন্ধ হারাম।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪৫৩। "এবং বিশেষ প্রয়োজনে স্ত্রীর জন্যও পথ খোলা আছে যে, পুরুষ বেকার বা অকর্মণ্য হলে বিচারকের সাহায্যে খোলা (বিবাহ বিচ্ছেদ) করে নিতে পারে যা তালাকেরই স্থলবর্তী। ...স্ত্রী যদি স্বামীর একাধিক বিবাহে অসন্তুষ্ট হয় তবে সে বিচারকের সাহায্যে খোলা (বিবাহ বিচ্ছেদ) করে নিতে পারে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

৩৮৪। মহরানা ধার্যের পূর্বে বা পরে স্ত্রীকে স্পর্শ না করে তালাক প্রদান সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১২০৪। তোমাদের কোন পাপ হবে না যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে ঐ সময়েও তালাক দাও যখন তোমরা তাদেরকে স্পর্শ কর নি, অথবা তাদের জন্য মহরানা ধার্য কর নি। কিন্তু তোমরা তাদেরকে উপহার-স্বরূপ কিছু দিও বিত্তবানের উপর তার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তার ক্ষমতানুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে উপকার করা বিধেয়। এটা সৎকর্মশীলদের জন্য কর্তব্য। 'ক' *

১২০৫। এবং যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করবার পূর্বে তালাক দাও এবং তাদের জন্য মহরানা ধার্য করে থাক, তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক (তাদেরকে) দিতে হবে, যদি না তারা ক্ষমা করে দেয় অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় যার হাতে বিবাহ বন্ধন (এর ভার) রয়েছে। এবং তোমাদের ক্ষমা করা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং তোমরা পরস্পরের হিত সাধন করতে ভুলো না। তোমরা যা কিছু করছ সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা (২ : ২৩৭-২৩৮)

'ক' ৩৩ : ৫০;

* এটা একটি বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। তবে সময় সময় এমনও ঘটে যে, উভয় পক্ষ হতেই বিবাহের কথাবার্তা পাকা-পাকি হয়ে যায়, এমন কি দিন তারিখ ধার্য হয়ে যায় কিন্তু ইতিমধ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না, অথবা তা অবাঞ্ছনীয় প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ বিরল ঘটনার ক্ষেত্রে কি করা উচিত, তাই এই আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। (কুরআন মজীদ– টীকা ২৯২)

হাদীস

৯৭৬। "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা ঈমানদার মহিলাদের বিবাহ করে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, তখন তোমাদের দিক থেকে তাদের জন্য ইদ্দত পালন করার কোন প্রয়োজন নেই, যা পূর্ণ করার জন্য তোমরা দাবী করতে পার। কাজেই তাদেরকে কিছু অর্থ দিয়ে (উত্তম পন্থায়) সুন্দরভাবে বিদায় দাও।" (৩৩ : ৫০)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "আল্লাহ্তাআলা বিবাহের পরই তালাকের ব্যবস্থা রেখেছেন।" হযরত আলী (রাঃ) উরওয়াহ্ (রাঃ) সায়ীদ ইবনে মুসায়েব (রাঃ) আলী ইবনে হুসাইন, গুরাইহ, সালেম তাউস, হাসান, ইকরামা, মুজাহিদ, শাবী প্রমুখ বহু সংখ্যক মণীষীর মতে বিয়ের পূর্বে তালাকের কোন মূল্য ও কার্যকারিতা নেই। (বুখারী কিতাবুত্ তালাক)

৭৪। ইদ্দত

৩৮৫। ঋতুবতী, ঋতুবন্ধ বা ঋতু হয় নি ও গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতকাল (অপেক্ষাকাল)।

কুরআন

১২০৬। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে, 'ক' *(২:২২৯)

১২০৭। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ হতে যারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, যদি (তাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমরা সন্দেহ করে থাক তবে তাদের ইদ্দতকাল তিনমাস এবং যারা ঋতুবতী হয় নি তাদের জন্যও (একই ইদ্দত) এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইদ্দতকাল হ'ল সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত। এবং যে তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার জন্য তার বিষয়কে সহজসাধ্য করে দেন।

১২০৮। এটাই আল্লাহর আদেশ যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযেল করেছেন। এবং যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার নিকট হতে তার (কৃতকর্মের) সকল অনিষ্ট দূরীভূত করেন এবং তার পুরস্কারকে বর্দ্ধিত করে দেন। (৬৫: ৫-৬)

'ক' ২: ২৩২-২৩৩; ৬৫: ২-৩;

---

* তালাক দিবার কথা ঘোষণা করার পর স্ত্রী তিনটি ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (প্রায় তিন মাস কাল)। এ সময়টিকে 'ইদ্দত' বা অপেক্ষার সময় বলা হয়। (কুরআন মজীদ–টীকা ২৭৮ আংশিক)

হাদীস

৯৭৭। তাবেয়ী হযরত সূলায়মান বিন ইয়াসার হতে বর্ণিত: তাবেয়ী আওহাজ শাম দেশে মারা গেলেন যখন তাঁর তালাক দেয়া স্ত্রীর তৃতীয় ঋতু চলছিল। হযরত মোয়াবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এ ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী (রাঃ)-এর নিকট পত্র দিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) উত্তরে লিখলেন, "যখন সে তৃতীয় ঋতুতে পৌঁছেছে তখন সে স্বামী হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছে। সুতরাং স্বামী তার মিরাস পাবে না এবং সে-ও স্বামীর মিরাস পাবে না" (মুয়াত্তা)।

৯৭৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বাঁদীর তালাক দু'টি এবং তার ইদ্দত দু' হায়েয" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী)।

৯৭৯। হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "তোমাদের যদি জানা না থাকে হায়েয হবে কি হবে না, যার হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং যার হায়েয এখনও শুরু হয় নি তাদের ইদ্দত তিন মাস" (বুখারী)।

৯৮০। তাবেয়ী সায়ীদ বিন মুসাইয়ার বলেন, "হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "যে কোন নারীকে তালাক দেয়া হয় অতঃপর তার এক কি দু' হায়েয গুজারে, তৎপর হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। তবে সে নয় মাস অপেক্ষা করবে। এবং গর্ভ সঞ্চার হয়েছে কিনা দেখবে, যদি গর্ভ প্রকাশ পায় তবে তো ভাল (অর্থাৎ প্রসবই ইদ্দত হবে) অন্যথায় সে নয় মাস পর আরও তিন মাস ইদ্দত পালন করবে, অতঃপরই তার ইদ্দত শেষ হবে" (মুয়াত্তা, মেশকাত হতে, ৬ষ্ঠ খণ্ড , পৃ. ৩৫৩)।

৯৮১। হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, গুরাইয়া আসলামিয়া তার স্বামী মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরেই সন্তান প্রসব করল। অতঃপর সে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে যেয়ে বিবাহের অনুমতি চাইল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং সে বিবাহ বসল। (বুখারী)

৩৮৬। ইদ্দতকালে পরিত্যক্তা স্ত্রীদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১২০৯। তোমরা তাদেরকে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে) সেখানে বাস করতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাস করতে থাক। এবং তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিও না যাতে তোমরা সংকট সৃষ্টি কর (এবং ঘর ছাড়তে বাধ্য কর)। 'ক' * (৬৫: ৭)

'ক' ২: ২৩০, ২৩২-২৩৩; ৬৫: ২-৩;

---

* ইদ্দতকালে পরিত্যক্তা স্ত্রীকে ভরণ পোষণ ও দেখা শোনা করার ভার স্বামীর উপরই বর্তায়, তাকে সেভাবেই দেখা শোনা করতে হবে যেভাবে গৃহকর্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তার দেখা শোনা করা হয়েছে। স্বামীর গৃহত্যাগ করে নিজের নির্বাচিত মুক্ত জীবন যাপনের পূর্ব পর্যন্ত স্বামীকে তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সর্বপ্রকার দেখা শোনার ভার বহন করতে হবে। (কুরআন মজীদ– টীকা–৩০৬৮ ক)

হাদীস

৯৮২। হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও হযরত সোলায়ান ইবনে ইয়ামারকে আলোচনা করতে শুনেছেন, হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ ইবনে আস (তার স্ত্রী) আব্দুর রহমান ইবনে হাকামের কন্যাকে তালাক দেয়। আব্দুর রহমান তার মেয়েকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনার গভর্নর মারওয়ানকে বলে পাঠালেন, "আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাকে ঘরে ফেরত পাঠাও" (বুখারী, কিতাবুত্ তালাক)।

৯৮৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ফাতেমার কী হ'ল? সে কি খোদাকে ভয় করে না? অর্থাৎ এ কথা বলার সময় যে, (তালাক প্রাপ্তা নারী) খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকারী নয়। (অথচ ইদ্দত চলাকালীন সময়ে সে অবশ্য এসব পাবে)" (বুখারী, কিতাবুত্ তালাক)।

৩৮৭। বিধবা স্ত্রীদের ইদ্দতকাল (অপেক্ষাকাল)।

কুরআন

১২১০। এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করে এবং তারা স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যায় তারা যেন নিজেদের বিষয়ে চারমাস দশদিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তখন তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের জন্য যা কিছু করবে এর জন্য তাদের কোন পাপ হবে না। এবং তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। 'ক' (২:২৩৫)

'ক' ২ : ২৪১

হাদীস

৯৮৪। হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'মৃতের জন্য তিনদিনের বেশি শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন চারমাস দশদিন। এ সময় আমরা সুরমা সুগন্ধি ও রঙ্গীন কাপড় ব্যবহার করতাম না। অবশ্য হালকা রং বিশিষ্ট কাপড় নিষিদ্ধ নয়।' (বুখারী)

৯৮৫। হযরত যয়নব বিনতে উম্মে সালমা (রাঃ) তার মায়ের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈকা মহিলার স্বামী মারা যায়। লোকেরা তার চোখের অসুখের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করল। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে উক্ত মহিলার জন্য সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চায়। তিনি বললেন, 'সুরমা লাগাবে না। (জাহেলিয়াতের যুগে) তাদেরকে নিকৃষ্ট মানের ঘর ও কাপড় চোপড় পরতে হত। এক বছর ইদ্দত পালন করার পর তার সামনে দিয়ে কুকুর যেত এবং সে তার গায়ে বিষ্ঠা ছুঁড়ে মারত (এভাবে সে পবিত্র হত)। অতএব সে সুরমা লাগাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত চারমাস দশদিন পূর্ণ না হয়। আমি [হযরত নাফে (রাঃ)] হযরত যয়নব বিনতে উম্মে সালমা (রাঃ)-কে উম্মে হাবিবা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে মুসলমান নারী আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য তিনদিনের অধিক শোক পালন জায়েয নয়, শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করতে পারে।' (বুখারী)।

৩৮৮। ইদ্দত কালে বিধবাদের বিবাহ বা তাদের নিকট সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেয়া সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১২১১। এবং তোমাদের কোন পাপ হবে না যদি তোমরা (বিধবা) স্ত্রীলোকদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দাও, অথবা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ। আল্লাহ্ জানেন যে তোমরা নিশ্চয় তাদেরকে স্মরণ করবে। কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমরা গোপনে কোন চুক্তি করো না, তা ছাড়া যে, তোমরা কেবল কোন ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল তার পূর্ণতায় পৌঁছে, তোমরা বিবাহ বন্ধনের পাকা সংকল্প করো না। এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে জানেন, অতএব তোমরা তাঁর সম্বন্ধে সতর্ক হও. এবং জেনে রাখ যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।* (২: ২৩৬)

---

* কুরআন মজিদ টীকা ২৯১ দেখুন।

হাদীস

৯৮৬। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আসলাম গোত্রের সুরাইয়া নাম্নী এক মহিলার স্বামী তাকে গর্ভাবস্থায় রেখে মারা যায়। আবুস-সানাবেল ইবনে বা'কাক তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে সে তার সঙ্গে বিবাহ বসতে অস্বীকার করে। আবুস সানাবেল বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ। তুমি দু' মেয়াদের যে কোন একটির শেষ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পূর্ণ না করে বিয়ে করতে পার না।' এর প্রায় দশদিন পরই সে সন্তান প্রসব করে। অতঃপর সে নবী (সাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি তাকে বললেন, '(এখন) বিয়ে বসতে পার।' (বুখারী, কিতাবুত্ তালাক)

৭৫। ইলা

৩৮৯। ইলা (স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত না হবার শপথ) সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১২১২। যারা নিজেদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে (তাদের নিকট হতে পৃথক হবার) শপথ করে, তাদের জন্য অপেক্ষার সময় চার মাস (বিধেয় হবে), অতঃপর যদি তারা (এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে) প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। * (২: ২২৭)

---

* এই আয়াতে ঐ সকল লোকের কথা উত্থাপন করা হয়েছে যারা সত্যিকারভাবে তালাক না দিয়ে নিজের স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে বিরত থাকার কসম খেয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তালাকের ব্যাপার উত্থাপনের পূর্ব মুহূর্তে, কুরআন প্রথমে ঋতুস্রাবের (২:২২৭) কথা বলছে যখন অস্থায়ী, অপূর্ণ ও অপ্রকৃত বিচ্ছেদ অবলম্বিত হয়। অতঃপর (এই আয়াতে) অনির্দিষ্ট কালের জন্য, সত্যিকারের তালাক (বিচ্ছেদ) অবলম্বনের কথা বলা হচ্ছে। তারপর পরবর্তী আয়াতগুলিতে বাতিলযোগ্য (প্রত্যাহার যোগ্য) বাস্তব বিচ্ছেদের বিষয় এসেছে এবং সর্বশেষে ২: ২৩১ আয়াতে এসেছে অবাতিলযোগ্য চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কথা। এটা এক চমৎকার পর্যায়ক্রম, যা চূড়ান্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে সম্ভাব্য সকল বাধা উপস্থাপন করে বিবাহ বন্ধনকে অটুট ও স্থায়ী রাখতে চায়। ইসলাম যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দেয়, তথাপি তাকে একটি প্রয়োজনীয় আপদ হিসেবে গণ্য করে। কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য-সম্পর্ক ত্যাগ করার শপথ নেয় তবে ইসলাম তাকে চারমাস সময় দান করে। এ সময়ের মধ্যে তাকে স্ত্রীর সাথে সমঝোতায় এসে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ চূড়ান্ত ও কার্যকরী হয়ে যাবে। তালাক না দিয়ে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ ইসলাম কোন মতেই অনুমোদন করে না। স্ত্রীকে কাছেও রাখে না, আবার তালাকও দেয় না, এই ঝুলন্ত অবস্থায় রাখাকে ইসলাম অতি জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করে। জাহেলীয়তের যুগে পুরুষরা শপথ নিয়ে স্ত্রীদের কাছ হতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিচ্ছেদ অবলম্বন করত। এই প্রথাকে 'ইলা' বলা হত। এই অবস্থায় স্ত্রী ঝুলন্ত ও অনিশ্চিত থাকত। সে না পেত স্বামী সঙ্গ, না পেত অন্যকাকেও বিবাহ করতে। (কুরআন মজীদ– টীকা ২৭৫)

হাদীস

৯৮৭। হযরত নাফে (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) 'ইলা' সম্পর্কে বলতেন, "যার সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে প্রসঙ্গটি (অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখা) হালাল নয়। আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী হয় স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে অথবা তালাকের ব্যবস্থা করবে।" ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'যখন চারমাস অতীত হয়ে যায়, তখন তালাক দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত তালাক না দিবে, তালাক হবে না।' হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ)-এবং আরও কয়েকজন সাহাবী থেকে এ মত বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী)

৯৮৮। তাবেয়ী হযরত সুলায়মান বিন ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর দশের অধিক সাহাবীকে পেয়েছি। তাঁরা সকলেই ইলাকারীকে আবদ্ধ রাখার কথা বলতেন" (মেশকাত,মূল: বগবী শরহে সুন্নাহ্)।

৭৬। নারীর অধিকার

৩৯০। পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক অধিকার।

কুরআন

১২১৩। এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে যেরূপ কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে, কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের (এক প্রকার) প্রাধান্য আছে। (২ : ২২৯)

১২১৪। অতএব তাদের প্রভু তাদের ডাকে (এই বলে) সাড়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্য হ'তে কোন কর্মীর কর্মকে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি নষ্ট করব না। 'ক' তোমরা একে অপর হ'তে। * (৩: ১৯৬)

'ক' ৪ : ১২৫; ১৬ : ৯৮; ৩৩ : ৩৬; ৪০ : ৪১;

---

* পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার জন্য বলা হয়েছে, 'তোমরা পরস্পর একে অপর হতে।' (কুরআন মজীদ-টীকা-৫৪৯)

হাদীস

৯৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার নিকট হতে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর, তাদেরকে পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হাড় হ'ল উপরেরটা (আর তা হতেই নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে)। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ফেলে রাখ সর্বদা তা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে" (বুখারী, মুসলিম)।

৯৯০। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌র ভয় লাভের পর নেক স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু লাভ করতে পারে না-যদি তাকে আদেশ করে সে তা মেনে নেয়। যদি তার দিকে দেখে সে তাকে খুশি করে, যদি তাকে লক্ষ্য করে কোন শপথ করে সে তা পূর্ণ করে, আর যদি স্বামী তার নিকট হতে দূরে চলে যায় সে তার নিজের বিষয়ে ও স্বামীর মালের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে" (ইবনে মাজাহ্)।

৯৯১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে ও স্বামীর অনুগত থাকবে তখন সে বেহেশ্‌তের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে করতে পারবে।' (মেশকাত)

মলফূযাত

৪৫৪। "ইসলাম যেরূপ নারীর অধিকার সংরক্ষণ করে অন্য কোন ধর্মে সেরূপ দেয় নি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, 'ওয়ালাহুন্না মিসলুহুল্লাযি আলায়হিন্না' স্ত্রীলোকদের পুরুষদের উপর অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে নারীদের উপর। আমি শুনেছি যে, কোন কোন লোক তাদের (স্ত্রীলোকদের নিজেদের জুতার সমতুল্য) মনে করে এবং তাদের দ্বারা খুবই নোংরা কাজ করায়। তারা তাদের গালিগালাজ করে এবং তাদের খুবই হেয় চক্ষে দেখে। তারা তাদের পর্দার নির্দেশাবলী এরূপ বিধি বহির্ভূতভাবে চাপায় যা তাদের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী রাখার তুল্য। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন সম্পর্ক হবে যেন তারা পরস্পর প্রকৃত বিশ্বস্ত বন্ধু। ...যদি পুরুষেরা তাদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার না করে তবে তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কীভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে"? (মলফূযাত, ৫ম খন্ড)

৩৯১। সম্পদে নারীর অধিকার। জোর করে নারীর অধিকার হরণ নিষিদ্ধ।

কুরআন

১২১৫। পুরুষদের জন্য তাতে অংশ রয়েছে যা পিতা মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায় এবং নারীদের জন্যও তাতে অংশ রয়েছে যা পিতা মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায়, অল্প হলেও অথবা বেশি হলেও তা হতে একটি নির্ধারিত অংশ। 'ক'* (৪:৮)

১২১৬। হে যারা ঈমান এনেছ! এটা তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হয়ে যাও, (৪: ২০)

'ক' ৪ : ১২-১৩, ৩৩-৩৪, ১৭৭;

* এই আয়াত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তি। এটা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সামাজিক সম মর্যাদার সাধারণ নীতি ঘোষণা করছে। উভয়েই সম্পত্তির যথাযোগ্য অংশ উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্তির অধিকার রাখে। (কুরআন মজীদ টীকা ৫৭০)

হাদীস

৯৯২। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "মক্কায় আমি এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, তা থেকে মৃত্যুর আশংকা করেছিলাম। হযরত নবী করীম (সাঃ) আমার পরিচর্যার জন্য আমার নিকট আসলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল। আমি একজন প্রচুর সম্পদশালী ব্যক্তি, অথচ একটি কন্যা সন্তান ব্যতীত আমার অন্য কোন ওয়ারিশ নেই। সুতরাং আমি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ সদকা করতে পারি কিনা?' তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, 'আচ্ছা' অর্ধেক?' তিনি বললেন 'না'। 'আমি বললাম, এক তৃতিয়াংশ?' তিনি বললেন, 'হাঁ এক তৃতিয়াংশ, এটাও প্রচুর। বস্তুতঃ তুমি তোমার সন্তানদিগকে রিক্ত হস্ত পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় ছেড়ে যাবার চেয়ে বিত্তবান সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক ভাল। কেননা তুমি তাদের জন্য যা কিছু ব্যয় করবে এর উপর তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমন কি যে খাদ্য-গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে সে জন্যও' " (বুখারী, কিতাবুল্ ফারায়েয)।

৯৯৩। হযরত হাযাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি এর মধ্যে সে ফয়সালাই করব যা নবী (সাঃ) ফয়সালা করেছেন।" এবং তিনি বলেন "নবী (সাঃ) বলেছেন, 'কন্যার জন্য অর্ধেক, পৌত্রী পাবে এক ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে ভগ্নী" (বুখারী, কিতাবুল্ ফারায়েয)।

মলফূযাত

৪৫৫। "এটাও তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে বলপূর্বক স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হও" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

কুরআন

১২১৭। এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করতে হবে।– 'ক' এটা মুত্তাকীগণের জন্য বাধ্যকর। (২ : ২৪২)

১২১৮। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে মনস্থ কর এবং তাদের কাকেও প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাক তথাপি তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না। 'খ' তোমরা কি অপবাদ দিয়ে প্রকাশ্যে পাপাচার করে তা ফিরিয়ে নিবে? (৪ : ২১)

১২১৯। এবং কীভাবে তোমরা তা গ্রহণ করতে পার যখন তোমরা একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করেছ এবং তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে? * (৪ :২২)

'ক' ২ : ১৩৭, ২৩৮; ৩৩ : ৫০; 'খ' ২ : ২৩০;

---

* স্ত্রীগণ স্বামীদের খেয়ালীপনা ও যদৃচ্ছা ব্যবহারের পাত্রী নয়। উভয়ই পবিত্র চুক্তিনামা দ্বারা বাঁধা। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা বলতে গেলে সমান। পুরুষদের এখানে কড়াভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের ঐ পবিত্র বিবাহচুক্তিকে লঘু করে না দেখে, যদ্বারা তারা তাদের স্ত্রীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। (কুরআন মজীদ, টীকা ৫৮৪)

হাদীস

৯৯৪। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত নবী করীম (সাঃ) দু' লেয়ানকারী স্বামী স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'তোমাদের প্রকৃত বিচার আল্লাহ্‌র নিকট, নিশ্চয় তোমাদের একজন মিথ্যুক, হে অমুক! তার উপর তোমার কোন অধিকার নেই।' সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমার মাল (যা আমি তাকে মহরানা রূপে দিয়েছি)?' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'মাল তোমার পাবার নয়। কেননা তুমি যদি সত্য বলে থাক, তবে তুমি যে তার লজ্জা স্থান হালাল করেছিলে তার বিনিময়ে তা চলে গিয়েছে, আর যদি তুমি তার প্রতি মিথ্যাই আরোপ করে থাক, তবে তো মাল তোমার নিকট ফেরত আসতেই পারে না।' (বুখারী, মুসলিম)

৯৯৫। হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে সকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা উচিত তন্মধ্যে সময়োপযোগী শর্ত হ'ল যদ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর (অর্থাৎ বিবাহের শর্ত)।' (বুখারী, মুসলিম)

৩৯৩। বিধবা ও খোলা তালাক গ্রহণকারী স্ত্রীদের হক।

কুরআন

১২২০। হে যারা ঈমান এনেছ! এটা তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হয়ে যাও; এবং তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কতক ছিনিয়ে নিবার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখ না, যদি না তারা প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর, যদি তোমরা তাদেরকে অপসন্দ কর, তবে (স্মরণ রেখ) এমনও হতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে অপসন্দ কর আল্লাহ্ তার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।'ক' (৪ : ২০) *

'ক' ২ : ২৩০; ২৪১;

---

* মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে নতুনভাবে বিবাহ করা হতে মৃতের আত্মীয়েরা সম্পত্তির লোভে বাধা দিতে পারে না। তবে, চরিত্রহীন লোকের সাথে বিবাহ হতে তাকে বারণ করতে পারে। এ বাক্যটি যদি স্বামীদের প্রতি আহ্বান বলে ধরা হয় তবে এর অর্থ হবে, যেসব স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস করতে চায় না বরং খোলার মাধ্যমে স্বামী হতে পৃথক হতে চায় তবে স্ত্রীর অর্থ বা সম্পদের লোভে স্বামী যেন বাধা না দেয় তবে সে একটি মাত্র কারণে স্ত্রীকে বাধা দিতে পারে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, গর্হিত ও অপরাধমূলক অপকর্মের উদ্দেশ্যে স্ত্রী খোলা চাচ্ছে। (কুরআন মজীদ, টীকা-৫৮০)

হাদীস

৯৯৬। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত-তিনি কুরআনের আয়াত, "হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়...." প্রসঙ্গে বলেন, 'পূর্বে রেওয়াজ ছিল যে, কোন লোক মারা গেলে তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে অগ্রগণ্য বিবেচিত হত। ইচ্ছে করলে সে নিজে বিয়ে করতে পারত অথবা অন্যত্র বিয়ে দিত অথবা মোটেই বিয়ে দিত না। স্ত্রীর অভিভাবকের চেয়ে স্বামীর অভিভাবকের অধিকারই তার উপর বেশি কার্যকর ছিল। অতঃপর এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়।' (বুখারী, কিতাবুল্ ইকরাহ্)

মলফূযাত

৪৫৬। "হে মহিলাগণ! তোমরা চিন্তিত হয়ো না। যে কিতাব লাভ করেছ, তা ইঞ্জিলের ন্যায় মানুষের হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষী নয়। এবং এই কিতাবের যেমন পুরুষের অধিকার রক্ষা হয়েছে, অদ্রূপ স্ত্রীজাতির অধিকারও রক্ষা করা হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বামীর একাধিক বিবাহে অসন্তুষ্ট হয় তবে সে বিচারকের সাহায্যে খোলা (বিবাহ বিচ্ছেদ) করে নিতে পারে। মুসলমানগণের মধ্যে যে নানাপ্রকারের অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তা নিজ শরীয়তে উল্লেখ করে দেয়া আল্লাহ্র জন্য ফরয ছিল যেন শরীয়ত অসম্পূর্ণ না থাকে" (কিশ্তিয়ে নূহ)।

৩৯৪। বিধবাদের সাথে আচরণ।

কুরআন

১২২১। এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং তারা স্ত্রীগণকে ছেড়ে যায়, তারা (ওয়ারিশগণকে) তাদের স্ত্রীদের জন্য ওসীয়্যত করে যাবে যে, তাদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দিতে হবে। কিন্তু যদি তারা স্বেচ্ছায় চলে যায় তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে তারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। বস্তুত আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 'ক' (২ : ২৪১)

'ক' ২ : ২৩৫; ৪ : ২০

হাদীস

৯৯৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও কোন বিধবার কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে এবং বর্ণনাকারী মনে করেছিলেন যে, তিনি আরও বলেছিলেন, 'এবং সে ঐ অভিভাবকের ন্যায় যে পিছু হটে না বা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রোযা রাখে কিন্তু ভাঙ্গে না' " (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৪৫৭। "বিধবাদের দেখাশুনা সম্বন্ধে তাদেরকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেয়া সম্বন্ধে ইসলামে যে শিক্ষা রয়েছে যদি আহমদী সোসাইটি এদিকে মনযোগ না দেয় ও সম্পূর্ণভাবে বিধবাদের অভিভাবক না হয়ে যায় এবং ইসলামী শিক্ষার কথা বলে তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা দূর করার চেষ্টা না করে এবং তাদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করে তাদেরকে উত্তম নেক পুরুষদের সঙ্গে, যারা এতীমদের খেয়াল রাখতে পারবে, দ্বিতীয় বার বিবাহের ব্যবস্থা না করে, তবে এই অবহেলার দরুন প্রথম বংশের দুঃখের জন্য জামাতও আংশিকভাবে দায়ী। খুতবাতে আমি একথাও বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঐ সময়ে একথা খেয়াল হয় নি। এখন একথা জেনে রাখুন যে, যেখানেই বিধবা ও এতীম দেখতে পাওয়া যাবে সাথে সাথে জামাত তাদের দেখাশুনার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের দুনিয়াবী প্রয়োজন ছাড়াও আখলাকী রূহানী প্রয়োজনের দিকে খেয়াল করবে" [হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) খুতবা জুমুআ–২১-১-৮৩]।

৩৯৫। কন্যা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১২২২। অথচ যখন তাদের কাকেও কন্যা সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে মনঃকষ্ট অবদমন করতে থাকে;' 'ক'

১২২৩। তাকে যার সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হয়েছে তার অমঙ্গলহেতু লোকদের নিকট হতে সে আত্মগোপন করে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) সে কি কলঙ্ক সত্ত্বেও তাকে জীবিত রাখবে না মাটিতে পুঁতে দিবে? সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করেছে তা অতি মন্দ। 'ক' * (১৬ : ৫৯–৬০)

'ক' ৪৩ : ১৭-১৮; 'খ' ৮১ : ৯-১০;

---

* এই আয়াতে আরবের কোন কোন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলা হত–এই উপমাটি বর্বর ও অমানুষিক প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করছে। তারা (আরবেরা) তাদের নারীগোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত নীচ ধারণা পোষণ করত ও চরম নিম্নস্তরে নারীর স্থান দিত। কুরআন করীম নারীর সম্মানজনক মর্যাদাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে এবং তাদের সকল ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বিষয়েও পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন অদ্বিতীয় ও অনুপম। (কুরআন মজীদ, টীকা–১৫৫৩)

হাদীস

৯৯৮। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে নারী নিজ মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয় এবং যে মেয়েকে কবর দেয়া হয় উভয়ই দোযখী" (মেশকাত, মূল: আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

৯৯৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যার একটি কন্যা বা বোন আছে, সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করে নি এবং তাকে তুচ্ছও মনে করে নি আর তার পুত্রসন্তানকে প্রাধান্য দেয় নি, আল্লাহ্তাআলা তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন" (মেশকাত, মূল: আবু দাউদ)।

১০০০। হযরত মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারদের হক না দেয়া এ কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন আর আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মালসম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)

মলফূযাত

৪৫৮। "পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নেই যা তারা করত না। অধিকাংশ ব্যক্তি পরকালে অবিশ্বাসী ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করত না। কন্যাদেরকে স্বহস্তে হত্যা করত, এতীমদেরকে নষ্ট করে তাদের মাল আত্মসাৎ করত। যদিও তারা দেখতে মানুষ ছিল তথাপি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৭৭। পর্দা

৩৯৬। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত গৃহের বাইরে যাওয়া মুসলিম নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। গৃহের বাইরে মুসলিম মহিলাদের পর্দা।

কুরআন

১২২৪। এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর এবং পূর্বতন অজ্ঞ যুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করো না, * (৩৩ : ৩৪)

১২২৫। হে নবী! তুমি তোমার পত্নী, তোমার কন্যা এবং মোমেনদের পত্নীগণকে বল, যেন তারা তাদের চাদর নিজেদের উপর (মাথা হতে টেনে মুখমণ্ডল পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নেয়, এতদ্দ্বারা তাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। বস্তুত আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। ** (৩৩ : ৬০)

১২২৬। এবং তুমি মু'মিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল তা ব্যতিরেকে যা স্বতঃই প্রকাশ পায় এবং তারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষদেশের উপর টেনে নেয়। 'ক' *** (২৪ : ৩২)

'ক' ২৪ : ৩১

* এ কথাগুলিদ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজের গণ্ডী তার গৃহ। এর অর্থ এ নয় যে, সে তার চার দেয়ালের বাইরে যেতে পারবে না। ন্যায্য কার্য সমাধানের জন্য কিংবা ন্যায্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য সে যতবার চায় বাইরে যেতে পারবে। .....এসকল নির্দেশ সকল মুসলিম নারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কুরআনের বাকধারাই অনেকটা এরূপ যে, যেখানে নবী করীম (সাঃ)-কে আহ্বান করে কোন কথা, উপদেশ বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে এই আহ্বান সমভাবে সকল মুসলমানের উপরই বর্তায়। সেরূপ যেসব নির্দেশ নবী পত্নীগণের উপর প্রযোজ্য হয়েছে তা সমভাবে সকল মুসলমান স্ত্রীলোকদের উপর বর্তায়। (কুরআন মজীদ, টীকা–২৩৫৩)

** 'জিলবাব' চাদর, ওভার কোট, বহুবচন 'জালাবিব'। জিলবাব অর্থ (ক) মেয়েদের গাত্র ঢাকার বড় চাদর বা বোরখাজাতীয় কোট। (খ) সমগ্র গাত্র ঢাকার পোষাক। (গ) স্ত্রীলোকের এমন ধরনের বহিরাবরণ যা পরিধানে হাত পর্যন্ত আচ্ছাদিত থাকে (লেইন)। ইসলামী পর্দার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। এর দ্বারা গোপনীয়তা রক্ষা পায় এবং শালীনতা মর্যাদাপূর্ণ আচরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবাধ মিলামিশা স্ত্রীলোকের জন্য নিষিদ্ধ। বাড়ীর বাইরে যেতে হলে পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাদেরকে কিছু নিয়মনীতি পালন করতে হয়। (কুরআন মজীদ, টীকা–২৩৬৯)

*** কুরআন মজীদ, টীকা–২০৪৪ দেখুন।

হাদীস

১০০১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "পর্দা বিধিবদ্ধ হবার পর সাওদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান। সাওদা এমন স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন যে, পরিচিত লোকদের নিকট থেকে তিনি নিজেকে লুকাতে পারতেন না। উমর ইবনে খাত্তাব তাকে দেখে বললেন, 'হে সাওদা, তুমি আমাদের থেকে লুকাতে পারবে না, এখন ভেবে দেখ কীভাবে বের হবে।' সাওদা ফিরে আসলেন আর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন আমার গৃহে খাবার খাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল এক টুকরা হাড়। এসময় তিনি (সাওদা) প্রবেশ করে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে ওমর আমাকে একথা ওকথা বলেছে,' এসময় আল্লাহ্ তাঁর নিকট ওহী নাযেল করলেন। ওহী নাযেল শেষ হ'ল, হাড় খানা তখনও তাঁর হাতে ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমাদেরকে প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে'" (বুখারী)।

১০০২। হযরত সালিমের পিতা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি তোমাদের কারও স্ত্রী তোমাদের কাছে মসজিদে যাবার অনুমতি চায় তবে নিষেধ করো না।' (বুখারী)

১০০৩। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নারী হল আবরণীয় জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে" (তিরমিযী)।

১০০৪। হযরত সাফিয়া বিনতে শাইবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, "এ আয়াত (২৪:৩২) নাযিল হলে মহিলারা তাদের কোমর বন্ধের কাপড়ের প্রান্তদেশ কেটে সেই টুকরা দিয়ে (ওড়না বানিয়ে) মুখমণ্ডল ঢেকে রাখেন" (বুখারী)।

১০০৫। হযরত হাসান বসরী মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, "(সাহাবীদের নিকট হতে) আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ লানৎ করেন (ইচ্ছাকৃত) দৃষ্টিকারী এবং যে (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিতে পতিত হয় তার প্রতি" (বায়হাকী)।

মলফূযাত

৪৫৯। "আমাদের তাগিদ করা হয়েছে যে, আমরা যেন না মাহরাম স্ত্রীলোকদের শোভা ও সৌন্দর্যের স্থানকে কখনও না দেখি, পবিত্র ও অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নয়। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্খলন হতে পারে।...ইসলামী পর্দার এটাই দার্শনিক তত্ত্ব এবং এটাই শরীয়তের ব্যবস্থা। আল্লাহ্‌র কিতাবে পর্দার এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু স্ত্রীলোকদেরকে কয়েদীর ন্যায় নজরবন্দী অবস্থায় রাখে। এরূপ ধারণা সেই সকল অজ্ঞরা রাখে যারা ইসলামী ব্যবস্থার কোন খবর রাখে না। বরং পর্দার উদ্দেশ্য হ'ল স্ত্রী পুরুষ উভয়কে অবাধ দর্শন এবং (মানবীয়) শোভা-সৌন্দর্য দেখা হতে বিরত রাখা। কারণ এতে স্ত্রী, পুরুষের উভয়ের মঙ্গল" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

৪৬০। "আজকাল পর্দার ওপর আক্রমণ করা হয়। কিন্তু এ সকল লোক জানে না যে, ইসলামী পর্দা বলতে কারাগার বুঝায় না। বরং তা এক প্রকার বাধা বা অন্তরায় যেন বেগানা পুরুষ ও স্ত্রীলোক একে অন্যকে দেখতে না পারে। যখন পর্দা থাকবে তখনই পদস্খলন হতে বাঁচবে" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)।

৩৯৭। নামাহরাম লোক ব্যতীত অন্যান্যদের নিকট পর্দা শিথিলযোগ্য। গৃহাভ্যন্তরে পর্দা।

কুরআন

১২২৭। এবং তারা (মু'মিন নারীগণ) যেন তাদের স্বামীগণ অথবা তাদের পিতাগণ অথবা তাদের স্বামীর পিতাগণ অথবা তাদের পুত্রগণ অথবা তাদের স্বামীর পুত্রগণ অথবা তাদের ভ্রাতাগণ অথবা তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা নিজেদের ভগ্নীপুত্রগণ অথবা তাদের সমশ্রেণীর নারীগণ অথবা তারা যাদের মালিক হয়েছে অর্থাৎ তাদের ডান হাতের অধিকারীদের অথবা পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনাবিহীন অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অথবা নারীদের গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালকগণ ব্যতীত অন্য কারও নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন তারা সজোরে পা দিয়ে আঘাত না করে। এবং হে মোমেনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো। 'ক' (২৪:৩২)

'ক' ২৪ : ৫৯-৬০; ৩৩ : ৩৩-৩৪, ৫৪, ৫৬ ;

হাদীস

১০০৬। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট একটি দাস নিয়ে গেলেন যা তিনি তাঁকে দান করেছিলেন। আর তখন বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর গায়ে ছিল এমন একটি কাপড় যদ্বারা মাথা ঢাকলে পা পর্যন্ত পৌঁছাত না। যখন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করতে দেখলেন তখন বললেন, 'কিছুই না মা, এখানে ত তোমার বাপ ও দাসই।' (আবু দাউদ)

১০০৭। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যাদের স্বামী উপস্থিত নেই তাদের নিকট যেও না। কেননা, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর রক্তের ন্যায় বিচরণ করে'। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনার মধ্যেও কি?' তিনি বললেন, 'হাঁ আমার মধ্যেও, তবে আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন, তাই আমি তা হতে রক্ষা পাই।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৪৬১। "যদি কোন জিনিসকে খিয়ানতের কবল হতে বাঁচাতে চাও তবে তার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ কর। কিন্তু যদি হেফাযত না কর আর মনে করে লও যে, সবাই ভাল মানুষ তবে স্মরণ রাখবে যে, নিশ্চয় সেই জিনিসটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"

"ইসলামী শিক্ষা কত পবিত্র! তা পুরুষ ও স্ত্রীলোককে তাদের পরস্পর পৃথক থাকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে পদস্খলন হতে বাঁচিয়েছে এবং মানবজীবনের শান্তি ও কল্যাণকে তিক্ত ও নস্যাৎ হতে দেয় নি" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)।

৩৯৮। মু'মিন নারীদের অন্য পুরুষদের সাথে বাক্যালাপ পদ্ধতি। নামাহরাম পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১২২৮। হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করে চল; অতএব তোমরা নম্র মিহি সুরে কথা বলো না, নতুবা যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হতে পারে এবং সদা ন্যায়সঙ্গত কথা বলো।* (৩৩ : ৩৩)

১২২৯। এবং যখন তোমরা তাদের (নবীর পত্নীগণের) নিকট কোন জিনিস চাও তখন পর্দার অন্তরাল হতে তাদের নিকট চেও। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম নিয়ম। ** (৩৩ : ৫৪)

---

* যদিও রসূলে পাক (সাঃ)-এর স্ত্রীগণকে এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় তাঁরা যেন নিজেদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত ভদ্রতা, শালীনতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দেন, বস্তুত সকল মুসলমান স্ত্রীলোকই এই অধ্যাদেশের আওতায় আসে। (কুরআন মজীদ, টীকা ২৩৫২)

** এই নির্দেশ দ্বারা স্ত্রী পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ও মাখামাখি নিরুৎসাহ করা হয়েছে। সর্বনাম 'হুন্না' (তাদেরকে) বলতে পরোক্ষভাবে সকল স্ত্রীলোককেই বুঝাচ্ছে। (কুরআন মজীদ, টীকা-২৩৬৬)

হাদীস

১০০৮। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহিলাদের নিকট (একাকী) যাওয়া থেকে বিরত থাক।" আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! দেবরদের ব্যাপারে কী নির্দেশ?' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'দেবর তো মৃত্যু।' (অর্থাৎ তাদের থেকে বেশি সতর্ক থাকা দরকার যেন দেখা সাক্ষাৎ না হয়)" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

১০০৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মাহরামের উপস্থিতি ব্যতীত কোন পুরুষ যেন একাকী (গায়ের মুহরাম) মহিলার কাছে না যায়।' জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে এবং অমুক অমুক জেহাদের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে।' নবী (সাঃ) বললেন, 'ফিরে যাও নিজ স্ত্রীর সাথে হজ্জ সমাপন কর" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

১০১০। হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এ আয়াত হেজাবের আয়াত সম্পর্কে আমি বেশি জানি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জয়নাবের যখন বিয়ে হ'ল এবং তিনি নবীর ঘরে এলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খাবার তৈরী করে লোকদের দাওয়াত দিলেন (খাওয়ার শেষে) লোকেরা বসে বসে গল্প করছিল। নবী (সাঃ) উঠে বাইরে গিয়ে ফিরে আসলেন, তখনও তারা বসে বসে গল্প করছিল, অতঃপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না.....পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে।" অতঃপর পর্দা টেনে দেয়া হ'ল এবং লোকেরা উঠে পড়ল" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

মলফূযাত

৪৬২। "প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই বলবে যে, যেখানে সেখানে বেগানা নরনারীদের মধ্যে অবাধ নিঃসংকোচ মিলন ঘটে এবং তারা বে-পরওয়া একত্রে ভ্রমণ করতে পারে, সেখানে প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অনায়াসে তাদের পদস্খলন ঘটবে। প্রায়ই শুনতে ও দেখতে পাওয়া যায়, এরূপ জাতিগুলি বেগানা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একাকী বাস করাকে, যদিও দরজা বন্ধ থাকে, দোষণীয় মনে করে না। এটা যেন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ঐ সকল কুপরিণতির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই ইসলামের শরীয়তে মহানবী (সাঃ) সেই সব বিষয়ের অনুমতিই দেন নি যেগুলি পদস্খলনের কারণ ঘটাতে পারে" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)।

৩৯৯। গৃহাভ্যন্তরে অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি ও দাসদাসীদের নিকট পর্দা। কখন তাদের অনুমতির প্রয়োজন? বৃদ্ধাদের পর্দা।

কুরআন

১২৩০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ডান হাত যাদের অধিকারী হয়েছে তারা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করবার জন্য) – ফজর নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা পোষাক খুলে রাখ, এবং ইশার নামাযের পর, এই তিন সময় তোমাদের পর্দার সময়; এই তিন সময় ছাড়া (ভিতরে যাওয়াতে) তোমাদের কোন পাপ হবে না এবং তাদের জন্যও কোন পাপ হবে না, (কারণ) তোমরা পরস্পর একে অপরের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করে থাক; এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন; বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

১২৩১। এবং যখন তোমাদের ছেলেমেয়েরা সাবালক হয় তখন তারা যেন সেভাবে অনুমতি নেয় যেভাবে তাদের পূর্ববর্তী (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি নিত; এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

১২৩২। এবং মহিলাদের মধ্যে যে সকল বৃদ্ধা, যারা বিবাহের বাসনা রাখে না তাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না যদি তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে নিজেদের (ওড়নার) কাপড় খুলে রাখে এবং সংযত থাকাই তাদের জন্য উত্তম, বস্তুত আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।* (২৪ : ৫৯-৬১)

---

* 'কাওয়াইদ' এর বহুবচন কাইদ অর্থ সন্তান ধারণ ক্ষমতা যার শেষ হয়ে গিয়েছে, এবং রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা যার কোন স্বামী নেই, অথবা বয়সে অতি প্রবীণ এমন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে বুঝায়। (লেইন)। (কুরআন মজীদ, টীকা–২০৫৮)

হাদীস

১০১১। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একবার এক লোক হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হুজরাগুলোর কোন এক হুজরায় উঁকি মেরে দেখল। এ সময় হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হাতে মাথা খুঁজলাবার বা আঁচড়ানোর একটা জিনিস ছিল। তাই দিয়ে তিনি মাথা খুঁজলাচ্ছিলেন বা আঁচড়াচ্ছিলেন। তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, 'যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি মারবে, তবে এটি দিয়ে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। অনুমতি নিবার বিধান তো এ কারণেই করা হয়েছে" (বুখারী)।

১০১২। হযরত আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "অনুমতি লওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি ঘরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের অন্দরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং ঘরওয়ালার স্ত্রীকে দেখে ফেলল, সে ব্যক্তি নিজের ওপর শরীয়তের শাস্তি ওয়াজিব করে ফেলেছে। কেননা এভাবে আসা এবং অন্দরের দিকে তাকানো তার জন্য জায়েয নয়"(তিরমিযী)।

১০১৩। হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতে অনুমতি চাইব? তিনি বললেন, হাঁ, সে বলল, 'আমিতো তাঁর সাথে একই ঘরে বসবাস করি?' তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, 'অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে।' সে বলল, 'আমি যে তাঁর খাদেম।' এবারও হুজুর (সাঃ) বললেন, 'অনুমতি নিয়েই তাঁর কাছে যাবে। তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তুমি তাকে উলঙ্গ দেখতে চাও?' সে বলল, 'না।' তখন তিনি বললেন, 'কাজেই অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে।' (মেশকাত, মূল: মুয়াত্তা)

৭৮। পোশাক

৪০০। পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য।

কুরআন

১২৩৩। হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযেল করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করে এবং (যা) সৌন্দর্যস্বরূপ। কিন্তু তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এটা আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর অন্যতম, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। 'ক' (৭:২৭)

'ক' ১৬ : ৮১, ৮২; ২১ : ৮১; ৭৪ : ৫;

হাদীস

১০১৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা (আমার ভগ্নী) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট গেলেন। হুযূর (সাঃ) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হে আসমা! মহিলাগণ যখন বালেগ হয়, তখন তার কোন অংশ দেখা যাওয়া উচিত নয়, তবে কেবল মাত্র এটা' এই বলে তিনি মুখ ও হাত গুলির দিকে ইংগিত করলেন" (আবু দাউদ)।

১০১৫। হযরত আবু মতর বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত আলী (রাঃ) তিন দিরহামে একটি কাপড় খরিদ করলেন। যখন তিনি তা পরিধান করলেন তখন এই দোয়াটি পড়লেন, "আলহামদুলিল্লাহেল্লাজী রাযাকানী মিনার রিয়াশেমা আতাজাম্মালু বিহী ফিন্নাসে ওয়াউয়ারীবিহী আওরাতী ঃ অর্থ সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে পোশাক দান করেছেন, আমি এর দ্বারা লোক সমাজে নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করার প্রয়াস পাব এবং আমার দেহ আবৃত করব।" অতঃপর তিনি বললেন, "আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে এরূপ বলতে শুনেছি" (আহমদ)।

১০১৬। হযরত দাহিরা বিন খলীফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক সময় হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট কয়েকটি কিবতী (মিশরীয়) কাপড় আনা হ'ল। তিনি তা হতে একখানা কিবতী কাপড় আমাকে প্রদান করে বললেন, 'একে দু'খন্ড করে লও। এক খন্ড কেটে জামা তৈয়ার কর এবং অপর খন্ডটি উড়না হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তোমার স্ত্রীকে প্রদান করো।' যখন তিনি ফিরে যেতে ছিলেন তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, "তোমার স্ত্রীকে এই নির্দেশও দিবে যেন সে তার নীচে অন্য আর একখানা কাপড় লাগিয়ে নেয় যাতে শরীর দেখা না যায়" (আবু দাউদ)।

১০১৭। হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "স্বর্ণ ও রেসমের ব্যবহার আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম ও নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে" (তিরমিযী, নেসাঈ)।

মলফূযাত

৪৬৩। 'ওয়া সেইয়া বাকা ফাতাহ্‌হের,' আল্লাহ্‌তালা বলেন, 'তোমাদের কাপড় পবিত্র, কেননা তাকওয়ার পরিচ্ছদ তোমাদেরকে পড়ান হয়েছে। কিন্তু ভয়ের বিষয় এমন না হয় যে, শয়তানী ধারণা দখল দেয় এবং এই তাকওয়ার পোষাকে অপবিত্রতার ও পাপের দাগ লেগে না যায়। এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে 'ওয়া সেইয়াবাকা ফাতাহ্‌হের" বাক্যে যে তাকওয়ার পোশাকের পরিত্রতা রক্ষা করা তোমাদের জন্য ফরয। অর্থাৎ তরবিয়তের যে মকামে তোমরা দন্ডায়মান, ঐ মকাম হতে তোমরা পতিত হয়ো না বরং চেষ্টাকর যেন আরও বোলন্দ মকামে উপনীত হও এবং হামেশা বোলন্দ হতে বোলন্দ মকামে পৌছিতে পার" (হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) (জুমুআর খুতবা ১০-১২-৬৫)

৭৯। সতীত্ব

৪০১। মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলাদের সতীত্ব রক্ষা সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১২৩৪। তুমি মোমেনদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হবে। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালভাবে অবগত আছেন।

১২৩৫। এবং তুমি মোমেন নারীদেরকে বল তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে। এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল তা ব্যতিরেকে যা স্বতঃই প্রকাশ পায়; এবং তারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষদেশের উপর টেনে নেয়, 'ক' (২৪:৩১, ৩২)

'ক' ২৩; ৬-৮; ২৪:৩৪; ৭০:৩০-৩২;

হাদীস

১০১৮। হযরত বুরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, 'হে আলী! তুমি (প্রথম) দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করো না। কারণ প্রথম দৃষ্টি (হঠাৎ দৃষ্টি), তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার জন্য নয়।' (তিরমিযী, আবু দাউদ)

১০১৯। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'খবরদার! কোন পুরুষ যেন স্বামী অথবা কোন মাহরাম ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত কোন বিবাহিতা নারীর সাথে এক জায়গায় রাত্রি যাপন না করে। (মুসলিম)

১০২০। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়। তোমাদের নিকট যদি কোন নারী ভাল লাগে এবং সে তার অন্তরে প্রবেশ করে তবে সে যেন আপন স্ত্রীর নিকট যায় এবং তার সাথে সহবাস করে। এটা তার অন্তরে যা আছে দূর করবে।' (মুসলিম)

১০২১। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'তোমার উরু প্রকাশ করো না এবং জীবিত ও মৃত কারও উরুর প্রতি নজরও করো না।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

মলফূযাত

৪৬৪। 'বরং আমাদেরকে তাগিদ করা হয়েছে যে, আমরা যেন নামাহরাম স্ত্রীলোককে এবং তার শোভা ও সৌন্দর্যের স্থানকে কখনও না দেখি, পবিত্র ও অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নয়। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্খলন হতে পারে। সুতরাং যেহেতু আল্লাহ্ চান যে, আমাদের চক্ষু, হৃদয় এবং আমাদের মনোভাব সবই যেন পবিত্র থাকে, সে জন্যই তিনি এ প্রকারের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা দান করেছেন। ...পরিশেষে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে চোখ অবনত অবস্থায় রেখে অসঙ্গত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হ'তে আত্মরক্ষা কর। এবং দর্শন যোগ্য সঙ্গত অন্য জিনিস দেখার যে পন্থা, তাকে আরবী ভাষায় 'গায্যে বসর' বলা হয়। প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি, যিনি তার হৃদয় পবিত্র রাখতে চান তার পক্ষে মানবেতর জন্তুদের ন্যায়, যে কোন দিকে ইচ্ছা অবাধে চেয়ে দেখা উচিত নয়। বরং বর্তমান সামাজিক জীবনে গায্যে বসর অভ্যাস করা আবশ্যক" (ইসলামী নীতি দর্শন, পৃঃ ৪৬-৪৮)।

৪০২। যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই তারা কীভাবে সতীত্ব রক্ষা করবে।

কুরআন

১২৩৬। এবং যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই তারা যেন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা সামর্থ্যবান করে দেন। (২৪ঃ৩৪)

১২৩৭। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মোমেন মহিলাদেরকে বিবাহ করবার সামর্থ্য না রাখে সে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত তোমাদের মোমেন দাসীদের মধ্য হতে কাকেও বিবাহ করবে। 'ক' বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন। তোমরা একে অপর হতে (উদ্ভূত), সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মহরানা দাও, তাদের সতীত্ব রক্ষাকারিণী হবার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারিণী হবার উদ্দেশ্যেও নয় এবং গোপন বন্ধু গ্রহণকারিণীরূপেও নয়। *(৪ঃ২৬)

'ক' ৪ : ৪

---

* যুদ্ধবন্দিনী কিংবা কৃতদাসীর সাথে বিবাহ ছাড়া কোনরূপ যৌন সম্পর্ক স্থাপন কুরআনের এ আয়াত বা অন্য কোন আয়াত দ্বারাই সমর্থিত হয় না। বিবাহ ছাড়া সর্বপ্রকার যৌন সম্পর্ক ইসলামে মহাপাপ। তাই কুরআনে যুদ্ধবন্দিনীকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি তো দেয়ই নি বরং কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, এই বন্দিনীগণকে স্ত্রীরূপে রাখার পূর্বে স্বাধীন নারীদের ন্যায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। (কুরআন মজীদ টীকা ৫৬৯)

হাদীস

১০২২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমাদের যুবক বয়সে আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম অথচ আমাদের কোন প্রকার সম্পদ ছিল না। (এমতাবস্থায়) হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ (পরস্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে নীচু রাখে এবং তার যৌন জীবনকে সংযমী করে, আর যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়' " (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

মলফূযাত

৪৬৫। "যে বিবাহ করতে পারে না তার কর্তব্য সে তার পবিত্রতাকে অন্যভাবে রক্ষা করবে। যেমন রোযা রাখবে, স্বল্পাহার করবে বা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করবে। অন্যান্য লোক এই পথ উদ্ভাবন করেছে যে, তারা চির কুমার থাকবে বা খোজা হবে এবং যে কোন প্রকারে হোক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করবে। কিন্তু আমরা মানুষের জন্য এ আদেশ অবশ্যপালনীয় করি নি" (ইসলাম নীতি দর্শন)।

৮০। ব্যভিচার

৪০৩। ব্যভিচার নিকৃষ্ট কাজ– তা হারাম।

কুরআন

১২৩৮। এবং তোমরা ব্যভিচারের নিটকবর্তীও হয়ো না, নিশ্চয় তা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা। 'ক' (১৭ঃ৩৩)

১২৩৯। ব্যভিচারী কেবল ব্যাভিচারিণী অথবা মোশরেক নারী ব্যতীত কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না এবং ব্যভিচারিণী– ব্যভিচারী অথবা মোশরেক ব্যতীত কেউ তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না, এবং মোমেনদের জন্য এটা হারাম করা হয়েছে। (২৪:৪)

'ক' ২৫:৬৯; ৬০:১৩;

হাদীস

১০২৩। হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের হাড্ডির মাঝখান (জবানের) এবং দু'পায়ের মাঝখানের (লজ্জাস্থানের) যামানত আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যামীন" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)।

১০২৪। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু ফিতনা বাকী রইলো না" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

১০২৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলার আত্মসম্ভ্রম বোধ আছে এবং আল্লাহ্র আত্মসম্ভ্রম বোধ ঐ সময় প্রবল আকার ধারণ করে যখন মোমেন কোন হারাম কাজে লিপ্ত হয়" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

১০২৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মোমেন থাকে না" (বুখারী)।

১০২৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করা ব্যভিচার। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা চোখের ব্যভিচার। যা শ্রবণ করা নিষিদ্ধ তা শোনা কর্ণের ব্যভিচার, যে কথা বলা নিষেধ তা বলা জিহ্বার ব্যভিচার, নিষিদ্ধ জিনিসে হাত দেয়া হাতের ব্যভিচার, নিষিদ্ধস্থানে যাওয়া পায়ের ব্যভিচার" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৪৬৬। "ব্যভিচারের কাছে যাবে না। অর্থাৎ এমন অনুষ্ঠান হতে দূরে থাকবে যা মনে কু-ভাবের উদ্রেগ করতে পারে এবং এমন সব পথ ধরবে না যেখানে এই পাপ সংঘটনের আশংকা থাকে। যে ব্যভিচার করে সে পাপের শেষ সীমানায় পৌঁছে। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ অর্থাৎ গন্তব্য পথ রুদ্ধ করে। তোমাদের শেষ মনযীলের পথ বিপদজনক। যে বিবাহ করতে পারবে না তার কর্তব্য সে তার পবিত্রতাকে অন্যভাবে রক্ষা করবে। যেমন রোযা রাখবে, স্বল্পাহার করবে বা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করবে।' (ইসলামী নীতি দর্শন)

৪০৪। ব্যভিচারের শাস্তি-স্বাধীনা নারী, দাসী ও পুরুষদের।

কুরআন

১২৪০। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– এদের প্রত্যেককে তোমরা একশ' বেত্রাঘাত করবে এবং যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখ তবে আল্লাহ্র বিধান পালনে যেন ঐ দু' অপরাধীর সম্বন্ধে তোমাদের অন্তরে মায়া-মমতার উদ্রেক না হয় এবং যেন মোমেনদের এক দল তাদের উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।* (২৪:৩)

১২৪১। অতঃপর যখন তারা (দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত দাসী) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে তাদের জন্য স্বাধীনা নারীদের জন্য যে শাস্তি এর অর্ধেক।** (৪:২৬)

---

* এই আয়াত মতে ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে নির্ধারিত বেত্রাঘাত, প্রস্তরাঘাতে হত্যা নয়। কুরআনে কোথাও ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ডের উল্লেখ নেই। ... কুরআন করীম অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যভিচারের শাস্তিরূপে বেত্রাঘাতকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং বিবাহিত ও অবিবাহিত অপরাধীর দন্ডাজ্ঞার বিষয়ে কোন প্রকারের বৈষম্য করে নি (কারণ আরবী 'যানী' অর্থ বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় অবস্থার যৌন অপরাধী)। (কুরআন মজীদ টীকা ২০২৬ আংশিক। বিস্তারিত জানবার জন্য উল্লেখিত টীকা দ্রষ্টব্য)

** কৃতদাসী যদি অবৈধ যৌন অপরাধ করে তবে তার শাস্তির পরিমাণ হবে স্বাধীনা স্ত্রীলোকের অপরাধের শাস্তির অর্ধেক। স্বাধীনার জন্য এরূপ অপরাধের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত আর কৃতদাসীর জন্য ৫০ বেত্রাঘাত। এতদ্দ্বারা সাব্যাস্ত হয় যে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড প্রদান যৌন অপরাধের শাস্তি নয়। এটা এক ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা কারণ মৃত্যুদন্ডকে অর্ধেকে রূপান্তর করা সম্ভব নয়। (কুরআন মজীদ টীকা ৫৯২)

হাদীস

১০২৮। হযরত সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। "একদা সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে পাকরাও করে নিয়ে আসলেন। সে লোকটি বিকলাঙ্গ ও রোগগ্রস্ত অথচ তাকে মহল্লার এক দাসীর সঙ্গে যিনায় লিপ্ত পাওয়া যায়। তখন হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'এমন একটি খেজুরের বড় ছড়া নিয়ে আস, যার মধ্যে ছোট ছোট একশ' শাখা রয়েছে তা দ্বারা লোকটিকে একবার আঘাত কর" (বুখারী, শরহে সুন্নাহ, ইবনে মাজাহ্)।

১০২৯। হযরত শাইবাণী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফকে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'হযরত নবী করীম (সাঃ) রজম করেছেন'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সূরা নূর নাযিল হবার আগে না পরে।' তিনি বললেন, 'আমি তা অবগত নই'" (বুখারী, কিতাবুল মুহারেবীন)।

১০৩০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "কোন দাসী যেনা করে আর তা প্রকাশ ও প্রমাণিত হয় তখন তাকে চাবুক মার কিন্তু তাঁকে তিরস্কার বা শাসান যাবে না। পুনরায় যদি সে যেনা করে। এবার তাকে চাবুক মার, কিন্তু তাকে শাসান যাবে না। পুনরায় যদি সে তৃতীয় বার যেনা করে, তখন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে অবশ্যই বিক্রি করে ফেল" (বুখারী, কিতাবুল্ মুহারেবীন)।

৪০৫। সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া ব্যভিচারের অপবাদ আনয়নকারীদের শাস্তি।

কুরআন

১২৪২। এবং যারা সতী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তবে তাদেরকে তোমরা আশীটি বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করো না; বস্তুত এরা দুষ্কৃতকারী। 'ক'

১২৪৩। কেবল তারা ব্যতীত যারা এর পর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে; কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (২৪: ৫-৬)

'ক' ২৪ঃ১২-১৯;২৪-২৬;

হাদীস

১০৩১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, "বকর বিন নাইম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে চার বার এই স্বীকারোক্তি করল যে, সে (অমুক) এক মহিলার সঙ্গে যিনা করেছে। লোকটি ছিল অবিবাহিত। তাই হুযূর (সাঃ) তাকে একশ' চাবুক মারলেন। অতঃপর তিনি ঘটনাটির বিরুদ্ধে তার কাছে প্রমাণ চাইলেন, (কিন্তু সে তা প্রমাণ করতে পারল না) মহিলাটি দাবী করল 'হে আল্লাহ্র রসূল। লোকটি মিথ্যা বলেছে।' সুতরাং তিনি লোকটিকে হদ্দে কযফ (মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি) প্রদান করলেন"* (মেশকাত, ৭ম খণ্ড, দণ্ডবিধি পর্ব পৃ. ১২০, মূল: আবুদাউদ)।

* 'হদ্দে কযফ' হল আশী দোররা মারা, যে ব্যক্তি কারও উপর যিনার অভিযোগ আনে কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে না, তার উপর এই শাস্তি প্রযোজ্য (মেশকাত)।

১০৩২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমি নির্দোষ বলে যখন আল্লাহ্র কালাম নাযেল হ'ল, তখন হযরত নবী করীম (সাঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ঐ (আয়াত) গুলি তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর মেম্বর হ'তে অবতরণ করে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলাকে শাস্তি দিবার জন্য নির্দেশ করলেন। সুতরাং লোকেরা তাদেরকে কযফ (মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি) প্রদান করলেন" (মেশকাত, আবু দাউদের রেওয়ায়াত)।

১০৩৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাতটি ধ্বংসের স্থান থেকে দূরে থাক।" তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল। সে গুলি কী?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা, যাদু মন্ত্র শিক্ষা করা বা ব্যবহার করা, এমন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, অবশ্য ন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ নয়, সুদ খাওয়া, এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বা পলায়ন করা এবং চরিত্রবান নারীদের চরিত্র কলংকিত করা" (বুখারী, কিতাবুল্ মুহারেবীন)।

৪০৬। লিয়ান। স্ত্রীর ব্যভিচারের স্বামী ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী না থাকলে কী করণীয়।

কুরআন

১২৪৪। এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের নিকট অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, তবে তাদের প্রত্যেকের এরূপ সাক্ষ্য হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

১২৪৫। এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিবে যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হ'লে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হবে।

১২৪৬। কিন্তু সেই মহিলা হতে এ শাস্তিকে দূর করবে যে, সে চারবার আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিবে, সেই পুরুষটিই মিথ্যাবাদী ;

১২৪৭। এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিবে যে, যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয়, তবে স্ত্রীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হবে। (২৪ঃ ৭-১০)

হাদীস

১০৩৪। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "হযরত নবী করীম (সাঃ) একব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান করালেন এবং সন্তানটিকে সে ব্যক্তির নয় বলে সাব্যস্ত করলেন অতঃপর তাদের মধ্যে তাফরীক (বিচ্ছেদ) ঘটিয়ে দিলেন এবং সন্তানটিকে স্ত্রীলোকটির সাথে দিলেন। (মেশকাত, বোখারী ও মোসলেম হতে রেওয়ায়াত। তাদের এ হাদীসে আরও রয়েছে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উভয়কে প্রথমে নসীহত করলেন ও উপদেশ দিলেন ও বললেন, 'জেনে রাখ দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তি অপেক্ষা বহু সহজ (সুতরাং দোষ করে থাকলে স্বীকার কর)।' (মেশকাত)

১০৩৫। হযরত সাহল বিন সা'দ সায়েদী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদিন উয়াইমের আজলানী এসে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে পায়, তবে কি সে তাকে হত্যা করবে? অতঃপর নিহতের আত্মীয়গণ তাকে হত্যা করবে অথবা সে কী করবে?' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'তোমার ও তোমার স্ত্রীর (ন্যায় ব্যক্তিদের) ব্যাপারেই (সূরা নূরের) লেয়ানের আয়াতটি নাযেল করা হয়েছে। যাও তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আস।' তারা এসে মসজিদে লেয়ান করল আর আমি তখন লোকের সাথে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নিকট ছিলাম। যখন তাঁরা 'লেয়ান' হ'তে অবসর গ্রহণ করল, উয়াইমের বলল, 'এরপর যদি আমি তাকে রাখি তবে ধরতে হবে যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি।" অতঃপর সে তাকে তিন তালাক দিয়ে দিল" (মেশকাত, বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত)।

৮১। অশ্লীলতা।

৪০৭। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা নিষিদ্ধ। অশ্লীল কার্য থেকে রক্ষা পাবার উপায়। অশ্লীলতা কামনাকারীদের শাস্তি।

কুরআন

১২৪৮। এবং তোমরা কখনও অশ্লীলতার নিকটেও যেও না, তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য; 'ক' (৬ঃ১৫২)

১২৪৯। এবং যারা যখন কোন অশ্লীল কার্য করে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে, তারা স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য– এবং কে অপরাধ ক্ষমা করতে পারে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে– এবং তারা যা করে জেনে-শুনে তাতে (কায়েম থাকতে) জিদ ধরে না। 'খ' (৩ঃ১৩৬)

১২৫০। যারা এই কামনা করে যে, মোমেনদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্য নিশ্চয় ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। (২৪ঃ২০)

'ক' ২ : ২৬৯; ৭ : ২৯, ৩৪; ১২ : ২৫; ২৫; ১৬ : ৯১; ২৪ : ২২, ৪২ : ৩৮; ৫৩ : ৩৩;
'খ' ৭ : ২০২;

হাদীস

১০৩৬। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা আর অশ্লীল ও অসার কথা বলা মোনাফেকীর দু'টি শাখা" (তিরমিযী)।

১০৩৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব রকম বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

১০৩৮। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "বিদ্রূপকারী, লানৎকারী অশ্লীলবাক্যপটু, গালপ্রিয় ব্যক্তি মোমেন হতে পারে না।' (তিরমিযী)

১০৩৯। হযরত মাশরূক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা কালে বলেছেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অশালীন কথা বলার অভ্যাস ছিল না। আর কখনও ইচ্ছা করে অশালীন কথা বলতেন না।' তিনি বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম যার চরিত্র সবচেয়ে উন্নত'" (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)।

মলফূযাত

৪৬৭। "আল্লাহ্‌তাআলা সৎ ও পুণ্যবান বান্দা ব্যতীত কারও পরওয়া করেন না। নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের সৃষ্টি কর এবং পশুত্ব ও অনৈক্যতা পরিত্যাগ কর। সকল প্রকার অশ্লীলতা ও হাসি-ঠাট্টা হ'তে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরে পড়, কেননা হাসি-ঠাট্টা মানুষের মনকে সত্য হতে সরিয়ে দূরে, বহু দূরে নিয়ে যায়" (আল্ হাকাম, ৬ই মে, ১৯০৮)।

৪০৮। অশ্লীল আচরণকারীণী নারীদের সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১২৫১। এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ঘোরতর অশ্লীল আচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব কর, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ করে দেন। ক * (৪ : ১৬)

'ক' ৪ঃ২০; ৭ঃ২৯;২৪ঃ২০;৩৩ঃ৩১; ৬৫ঃ২;

---

* 'ফাহিশাহ' শব্দটি যেভাবে কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে (৭ঃ২৯,৩৩ঃ৩১, ৬৫ঃ২) এর অর্থ ঐ সকল অবৈধ যৌন সঙ্গম বা ব্যভিচার বুঝায় না যার জন্য ২৪ঃ৩ আয়াতে শাস্তির বিধান রয়েছে। শব্দটি প্রকাশ্য বা এমন অপকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা সমাজের সংহতি বিনাশ করে এবং শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ... ঐ সব স্ত্রীলোককে অন্যান্য স্ত্রীলোকের সাথে মিলামিশা হতে দূরে রাখতে হবে; যে পর্যন্ত না তারা আত্মসংশোধন করে অথবা বিবাহিতা হয়ে চলে না যায়, বিবাহ একটি পথ যা আল্লাহ্ তাদের জন্য খুলে দেন। যেহেতু অপরাধের গুরুত্ব ও অভিযোগের প্রকৃতি ভয়ানক, সেহেতু চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন যাতে অভিযুক্তার প্রতি কোন অবিচার না করা হয়। (কুরআন মজীদ টীকা ৫৭৬)

হাদীস

১০৪০। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (নবী-সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর চেয়ে লজ্জাশীল আর কেউ নেই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব রকমের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪৬৮। "দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি কোন ব্যক্তি কারও স্ত্রীর সাথে অবৈধ কাজ করে কিংবা ব্যভিচার না করে যদি তার সূচনা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের দ্বারা প্রকাশ পায় তবে কোন সন্দেহ নেই যে, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মযলুম ব্যক্তির পক্ষে যে স্ত্রী ব্যভিচারে উদ্যত হয়েছিল বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল তাকে তালাক দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪০৯। পুরুষে পুরুষে অশ্লীল আচরণকারীদের সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১২৫২। এবং যদি তোমাদের মধ্য হ'তে দু'জন পুরুষ এতে লিপ্ত হয় তবে তাদের উভয়কে শাস্তি দাও। কিন্তু যদি তারা তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাতকারী পরম দয়াময়। (৪ঃ১৭)

১২৫৩। এবং (আমরা পাঠিয়েছিলাম) লূতকেও, যখন সে তার জাতিকে বলল, 'তোমরা কি এমন নির্লজ্জ কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীর মধ্যে কেউই করে নি।'

১২৫৪। 'তোমরাই স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে কাম বাসনায় পুরুষদের নিকট গমন কর। বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘণকারী জাতি।'

১২৫৫। তখন এ ছাড়া তার জাতির আর কোন উত্তর ছিল না যে, তারা (লোকদেরকে) বলল, 'তোমরা তোমাদের শহর হতে তাদেরকে বের করে দাও, কেননা তারা এমন লোক যে, নিজেদের পবিত্রতার বড়াই করছে।'

১২৫৬। সুতরাং আমরা তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম-কেবল তার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২৫৭। আমরা তাদের উপর এক প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, অতএব দেখ অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল। 'ক' (৭;৮১-৮৫)

'ক' ২৬ ঃ ১৬৬-১৭৩; ২৭ ঃ ৫৫-৫৯; ২৯-৩৬;

হাদীস

১০৪১। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি আমার উপর সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি তা হ'ল লূত (আঃ)-এর কওমের (ন্যায়) কুকর্ম" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

১০৪২। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লূত (আঃ)-এর কওমের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হ'ল তার উপর আল্লাহ্র লানত" (মেশকাত-মূল: রাযীন)।

১০৪৩। হযরত ইকরামা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা যে ব্যক্তিকে হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের ন্যায় (পুরুষে পুরুষে সঙ্গম) করতে পাও তখন যে করে এবং যার সাথে করা হয় তাদের উভয়কে হত্যা করে ফেল" (তিরমিযী–ইবনে মাজাহ্)।

৮২। যিহার।

৪১০। যিহার কী ও তার কাফফারা।

কুরআন

১২৫৮। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে যিহার করে (অর্থাৎ মা বলে ফেলে, তাদের এরূপ বলাতে) তারা তাদের 'মা' হয় না, তাদের মা কেবল তারা যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। 'ক' এবং নিশ্চয় তারা নিন্দনীয় ও মিথ্যা কথা বলে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

১২৫৯। এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে অতঃপর তারা যা বলেছে তাতে ফিরে আসে তবে তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাদেরকে অবশ্যই একটি গোলামকে আযাদ করে দিতে হবে। এটাই সেই বিষয় যে সম্বন্ধে তোমাদের উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ খবর রাখেন।

১২৬০। কিন্তু যে (আযাদ করার মত গোলাম) না পায়, তবে তারা পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি সে তাতে অসমর্থ হয় তবে তাকে ষাটজন মিসকীনকে আহার্য্য দিতে হবে। এটা এজন্য যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনতে পার। এবং এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৫৮ঃ৩-৫)

'ক' ৩৩ : ৫

হাদীস

১০৪৪। তাবেয়ী হযরত আবু সালাম হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবী হযরত সালমান বিন সাখর বায়াজী (রাঃ), যাকে সালামা বিন সাখরও বলা হয়, তিনি রমযান শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য আপন স্ত্রীকে মায়ের মত বললেন, কিন্তু যখন রমযান অর্ধেক চলে গেল, তিনি একরাত্রে তার সঙ্গে সহবাস করে বসলেন। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট যেয়ে তাঁকে তা জানালেন। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে একটি গোলাম আযাদ করে দিতে বললেন। হযরত সালমান (রাঃ) বললেন, 'এ সামর্থ্য আমার নেই।' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'তবে তুমি একসাথে দু'মাস রোযা রাখ।' তিনি বললেন, 'এ সামর্থও আমার নেই।' তখন রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ফারওয়া বিন আমরকে বললেন, 'তাকে এই 'আরকটি' দিয়ে দাও। রাবী বলেন, 'আরক হল পনর কি ষোল 'ছা' ধরে এরূপ একটি ঝুড়ি–সে যেন তা দিয়ে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ায়।' (তিরমিযী)

১০৪৫। হযরত সুলায়মান বিন ইয়াসার হযরত সালামা বিন সাখর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে কাফফারা দিবার পূর্বে সহবাস করে বসে তারও একটি মাত্র কাফ্ফারা দিতে হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

৮৩। ইসলামে উত্তরাধিকার

৪১১। পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকারের হক আদায়ের নির্দেশ।

কুরআন

১২৬১। এবং আমরা প্রত্যেককে উত্তরাধিকারী করেছি তাতে যা পরিত্যাগ করে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এবং তারাও যাদের সাথে তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছ। সুতরাং তাদেরকে তাদের অংশ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সাক্ষী। 'ক' *(৪ঃ৩৪)

'ক' ৪ঃ৮-১০;

---

* মূল অনুবাদ যা লিখিত হয়েছে তাছাড়াও শব্দগুলির অর্থ এরূপও হতে পারে:প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্যক্ত বিত্তের জন্য আমরা উত্তরাধিকারী রেখেছি- তারা পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন এবং শপথযুক্ত চুক্তি-নামার অধিকারী ব্যক্তিগণ। অতএব তাদের প্রাপ্য অংশ দান কর। শব্দগুলির আরও একভাবে অনুবাদ করা যায় যেমন যা যা পিতা ও আত্মীয়গণ ছেড়ে গিয়েছে, তার সব কিছুরই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছি ইত্যাদি। (কুরআন মজীদ টীকা-৫৯৭)

হাদীস

১০৪৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ফারায়েজকে তাদের মূল মালিকদের সাথে সংযোজন কর' অর্থ সর্বপ্রথম তাদের অংশ দিয়ে দাও যাদের অংশ নির্ধারিত। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তন্মধ্যে (মৃতের) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দেরই হবে অগ্রাধিকার।' (বুখারী)

১০৪৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও নিকটতম। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মৃত্যু বরণ করে এবং তা পরিশোধ করার কিছুই রেখে যায় নি, এমতাবস্থায় তা পরিশোধ করবার দায়িত্ব আমাদেরই। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে গেছে, তা তার ওয়ারিশদের জন্য। (বুখারী)

১০৪৮। হযরত উসামা -ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারীশ হবে না।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪৬৯। "ইহা সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি অনুগত ও স্নেহসিক্ত ব্যবহারের জন্য তাগিদ দেয় এবং সন্তান যদি কোন সম্পত্তি রেখে যায় তবে পিতামাতাকে তার উত্তরাধিকার দান করে।... এটা সন্তানকে পিতা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করে।... ইসলাম ছেলেদের সাথে মেয়েদেরকেও পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করে" [কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]।

৪১২। সম্পদে সন্তান-সন্ততি ও পিতা মাতার অংশ।

কুরআন

১২৬২। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে তাগিতপূর্ণ আদেশ দিচ্ছেন; একজন পুরুষের জন্য দু'জন নারীর অংশের সমান। কিন্তু যদি নারী দু' এর অধিক হয় তবে সে (মৃত ব্যক্তি) যা ছেড়ে যায় তার দু' তৃতীয়াংশ তাদের জন্য। এবং যদি নারী একজনই থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক। এবং তার পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য তা হতে ষষ্ঠাংশ পাবে যা সে ছেড়ে গিয়েছে যদি তার সন্তান থাকে, কিন্তু যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার পিতা মাতাই উত্তরাধীকারী হয় তবে তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, এবং যদি তার একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তবে তার মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ (এসকল অংশ) সে যা ওসীয়্যত করে সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পর। তোমাদের পিতৃপুরুষ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। আল্লাহ্র পক্ষ হতে এটা ফরয করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। * (৪ঃ১২)

---

* বিস্তারিত জানবার জন্য কুরআন মজীদ টীকা ৫৭৪ (ক) দেখুন)

হাদীস

১০৪৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে সম্পদের মালিক ছিল সন্তানই। আর পিতা-মাতার জন্য ছিল ওসীয়্যত। অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা থেকে যেটা পসন্দ করেছেন সেটাকে রহিত করে দিয়েছেন। অবশেষে একজন পুরুষের জন্য দু'জন নারীর সম-পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করেছেন। এবং সন্তান বর্তমান থাকাবস্থায় পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেছেন একষষ্ঠাংশ। আর এককভাবে নারীর (স্ত্রীর) জন্য রেখেছেন এক অষ্টমাংশ ও এক চতুর্থাংশ। এবং স্বামীর জন্য বরাদ্দ করেছেন অর্ধেক ও এক চতুর্থাংশ।' (বুখারী)

১০৫০। হযরত হুয়াঈল ইবনে সুরাহ্বীল বর্ণনা করেছেন যে, (মৃত ব্যক্তির) এককন্যা, পৌত্রী ও ভগ্নীর অর্থ বন্টন সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি এর মধ্যে সে ফয়সালাই করব যা নবী (সাঃ) বলেছেন, 'কন্যার জন্য অর্ধেক, পৌত্রী পাবে এক ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে ভগ্নী। (বুখারী)

৪১৩। স্ত্রী বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন পদ্ধতি।

কুরআন

১২৬৩। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধাংশ তোমাদের জন্য যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি তাদের কোন সন্তান (বর্তমান) থাকে তবে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ তা হতে যা তারা ছেড়ে গিয়েছে, (এ সকল অংশ) তারা যা ওসীয়্যত করে সেসব ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। এবং তাদের জন্য তা হতে এক চতুর্থাংশ যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান বর্তমান থাকে তবে তোমরা যা ছেড়ে যাও তারা পাবে তার এক অষ্টমাংশ, (এ সকল অংশ) তোমরা যা ওসীয়্যত কর সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পর। (৪ঃ১৩)

হাদীস

১০৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, লাহ্ইয়ান গোত্রীয়া জনৈকা নারীর গর্ভপাতের বিনিময়ে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একটি দাস কিংবা একটি দাসী জরিমানাস্বরূপ প্রদানের নির্দেশ করেছিলেন। অথচ গর্ভটি পতিত হয়েছিল মৃতাবস্থায়। এবং তিনি যে নারীটির উপর জরিমানা আরোপ করেছিলেন সে মারা গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফয়সালা দিলেন যে, তার পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হবে তার স্বামী ও সন্তানগণ। কিন্তু জরিমানাটি বর্তিবে নিকটতম আত্মীয়দের উপর। (বুখারী)

১০৫২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এককভাবে (আল্লাহ্) নারীর (স্ত্রীর) জন্য রেখেছেন এক অষ্টমাংশ ও এক চতুর্থাংশ এবং স্বামীর জন্য বরাদ্দ করেছেন অর্ধেক ও এক চতুর্থাংশ। (বুখারী)

৪১৪। কালালাহ্ (একই পিতার ঔরষজাত কিন্তু বিভিন্ন মাতার গর্ভজাতদের সম্পদ বন্টন সম্পর্কিত বিধান)।

কুরআন

১২৬৪। তারা তোমার নিকট (কালালাহ্ সম্বন্ধে) নির্দেশ চাচ্ছে, তুমি বল, "আল্লাহ্ কালালাহ্ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং তার একজন ভগ্নী থাকে তবে তার জন্য হবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক; এবং (যদি ভগ্নী মারা যায় তবে) ভ্রাতা ভগ্নীর (সম্পূর্ণ সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হবে, যদি ভগ্নীর কোন সন্তানাদি না থাকে এবং যদি দু'ভগ্নী থাকে তবে উভয়ের জন্য ভ্রাতা যা পরিত্যাগ করে যাবে তা হতে তৃতীয়াংশ এবং যদি (উত্তরাধিকারী) ভ্রাতৃবৃন্দ হয়– পুরুষ এবং মহিলা তবে একজন পুরুষের জন্য দু'জন মহিলার অংশের সমান। আল্লাহ্ (এই কথা) তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাও, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। *(৪ঃ১৭৭)

---

* ৪ঃ১৩ আয়াতে এক ধরনের 'কালালাহ্'র কথা বলা হয়েছে, যে পিতামাতাহীন ও সন্তান বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং কেবল মাতার গর্ভজাত ভাইবোন রেখে যায় পিতার ঔরষজাত কেহ থাকে না। আলোচ্য আয়াতে অপর ধরনের কালালাহ্র কথা বলা হচ্ছে যে সন্তানহীন ব্যক্তি কেবল পিতার তরফ হতে বা পিতা-মাতার তরফ হতে ভ্রাতাভগ্নী রেখে যায়। এই আলোচ্য আয়াতটি ৪ঃ১৩ আয়াতের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, স্বাভাবিক কারণেই প্রথোমোক্ত শ্রেণীর ভ্রাতা ভগ্নীগণ শেষোক্ত ভ্রাতাভগ্নী হতে উত্তরাধিকার হিসাবে কম অংশ পাবেন। উত্তরাধিকার আইনের এই ধারাটি পৃথকভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের বহুবিধ অপবাদ ও অন্যায়াচরণের দীর্ঘ আলোচনার পর, কুরআন সূরাটির শেষ প্রান্তে এসে, আবার কালালাহর উত্তরাধিকার বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। এতে 'কালালা'র উত্তরাধিকার আইন হওয়া ছাড়াও হযরত ঈসা (আঃ)-এর অধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বিহীন অবস্থা প্রতিপন্ন করেছে। কেননা তিনিও এক ধরনের কালালাহ ছিলেন। হযরত ঈসা(আঃ) পিতার মধ্যবর্তিতায় জন্ম গ্রহণ করেন নি এবং কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীও রেখে যান নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কালালাহ্ এর সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় সে-ই কালালাহ্।' হযরত ঈসা (সাঃ) যেহেতু আধ্যাত্মিক খলীফা রেখে যান নি, সেহেতু তিনি আধ্যাত্মিকভাবে কালালাহ্ (কুরআন মজীদ টীকা ৭১৫)।

হাদীস

১২৫৩। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক সময় আমি রুগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। তখন নবী (সাঃ) আমার নিকট আসলেন। প্রথমত ওযূ করলেন। তারপর আমার গায়ে (ওযূর অতিরিক্ত) পানিটুকু ছিটিয়ে দিলেন। কিংবা তিনি (অন্যদের) বললেন, 'এর গায়ে ছিটিয়ে দাও।' অতঃপর আমার জ্ঞান ফিরে আসল। তখন আমি বললাম, 'কালালাহ' ভিন্ন আমার কোন ওয়ারিশ নেই। আমার পরিত্যক্ত সম্পদ কীভাবে বন্টন করা হবে? অতঃপর মিরাস বন্টনের আয়াত নাযিল হ'ল" (বুখারী, কিতাবুল্ মারযা)।

৪১৫। কালালা–(একমাতার গর্ভজাত কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরষজাত)-দের জন্য সম্পদের অংশ বন্টন সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১২৬৫। এবং যদি কালালা অবস্থায় কোন পুরুষ বা মহিলার 'মিরাস' (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বন্টন করতে হয়, এবং তার একভ্রাতা অথবা ভগ্নী থাকে তবে উভয়ের প্রত্যেকে ষষ্ঠাংশ পাবে। কিন্তু তারা যদি ততোধিক হয় তবে তারা সকলেই এক তৃতীয়াংশে (সমান সমান) অংশীদার হবে, (এই সকল অংশ) ওসীয়্যত যা করা হয়, সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধের) পর। (এই বন্টন) কারও ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য নয়। (এটা) আল্লাহ্‌র তরফ হতে তাগিত পূর্ণ নির্দেশ, বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম সহিষ্ণু। *(৪ঃ১৩)

---

* কালালাহ অর্থ (১) যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা, মাতা বা সন্তান থাকে না (২) যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা ও পুত্র সন্তান থাকে না। ইবনে আব্বাসের মতে, পিতা জীবিত থাকা বা না থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পুত্র সন্তান থাকে না সে-ই কালালাহ্। এটা কালালাহ্‌র তৃতীয় সংজ্ঞা (লেইন-মুফরাদাত)। 'কালালাহ্‌র' ভ্রাতাভগ্নী তিন ধরনের হতে পারে। প্রথম, একই পিতা মাতার সন্তান যাদেরকে আয়ানী' বলা হয়। দ্বিতীয়, পিতার সন্তান বটে, তবে সহোদর নয়। তাদেরকে "আল্লাতী' বৈমাত্রের বলা হয়। তৃতীয়, এক মাতার সন্তান, তবে পিতা ভিন্ন, তাদেরকে বলা হয়' আখইয়াফী। এই 'আখইয়াফী' ভাইবোনদের কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে। আয়ানী ও আল্লাতী (বৈমাত্রের)ভাইবোনদের অংশপ্রাপ্তির নীতি এই সূরার সর্বশেষ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় বা আখইয়াফী' প্রথম আয়ানী এবং দ্বিতীয় আল্লাতী ভাইবোনদের অংশের তুলনায় কম। কারণ তারা কেবল মৃতের মাতার দিক হতে এবং অপর দু' শ্রেণী মৃতের পিতার দিক হ'তে উদ্ভূত। কালালাহ্ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ভ্রাতা ও ভগ্নীর অংশ সমান সমান। সাধারণ অনুপাত ২ঃ১ কালালার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। (কুরআন মজীদ টীকা ৫৭৫)

হাদীস

১০৫৪। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেছেন, "আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) স্বীয় খুতবায় বলেছেন, "তোমরা শোন, সূরা নিসার প্রথমাংশে দায়ভাগ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে মৃতের সন্তান ও মাতাপিতার প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মৃতের স্বামী, স্ত্রী বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃবৃন্দের প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হয়েছে, উক্ত সূরার শেষ আয়াতে আপন ভ্রাতা ও ভগ্নীবৃন্দের প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা আনফালের শেষ আয়াতে মৃতের রক্ত সম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মিরাস প্রাপ্তির নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর উপরোক্ত রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। (তফসীর ইবনে কাসীর)

৪১৬। অন্য লোকের ওয়ারিশী সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ।

কুরআন

১২৬৬। এবং তোমরা (অন্য লোকের) ওয়ারিশী সম্পদ একত্র করে অবাধে ভক্ষণ করে থাক, (৮৯ঃ২০)

'ক' ৪ঃ৯-১১;

হাদীস

১০৫৫। হযরত সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কয়েকজন লোকের সঙ্গে জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আবু সালামা আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে এসে তাঁর কাছে ব্যাপারটি বললেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হে আবু সালামা! জায়গা জমির (ঝামেলা) এড়িয়ে চল। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'যে লোক এক বিঘত পরিমাণও (পরের) জমি জোর জুলুম করে আত্মসাৎ করেছে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমিনের হার [গলবেড়ী (হাসুলির মত) বানিয়ে] তার গলায় জড়ান হবে" (বুখারী, কিতাবু বাদউল খালক)।

১০৫৬। হযরত বাস্তাওয়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এক লোকমা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, মহান আল্লাহ্ অনুরূপ জাহান্নামের এক লোকমা তাকে খেতে দিবেন। যে একখন্ড বস্ত্র অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে আল্লাহ্ তার অনুরূপ জাহান্নামের একখন্ড বস্ত্র তাকে পরাবেন। যে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্মানের অনিষ্ট করে, আল্লাহ্ বিচার দিনে তার সম্মানের অনিষ্ট করবেন" (আবু দাউদ)।

৮৪। অভিভাবকের দায়িত্ব

৪১৭। স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামী, পিতা ও ওয়ারিশগণের। আল্লাহ্‌র নামের সাথে সম্পর্ক রেখে সন্তান সন্ততির নাম রাখা বিধেয় কেননা উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌রই।

কুরআন

১২৬৭। পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের উপর অভিভাবক কেননা আল্লাহ্ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং একারণেও যে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ হতে (স্ত্রীলোকের জন্য) খরচ করে। *(৪ঃ৩৫)

১২৬৮। এবং যার সন্তান তার উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের খাদ্য ও তাদের বস্ত্রের দায়িত্ব ভার ন্যস্ত। কারও উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করা যায় না। কোন মাতাকে যেন তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া না হয়, এবং কোন পিতাকেও যেন তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া না হয় এবং ওয়ারিশগণের উপরও এরূপই কর্তব্য। 'ক' **(২ঃ২৩৪)

১২৬৯। আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, সকল সুন্দর নাম তাঁরই। 'খ' (২০:৯)

'ক' ৬৫ :৭-৮;
'খ' ৭ঃ১৮১; ১৭ঃ১১১; ৫৯ঃ২৫;

---

* 'কাওয়ামুন' কা-মা হতে উৎপন্ন 'কা-মা আলাল মারআতি' অর্থ সে স্ত্রীলোকটির ভরণ-পোষণের বা রক্ষার দায়িত্ব নিল। অতএব কাওয়ামুন ভরণ পোষণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপক (লিসান)। পুরুষকে দু'টি কারণে পরিবারের কর্তা বানান হয়েছে বলে এই আয়াতে বলা হয়েছে, (ক) পুরুষের শারীরীক ও মানষিক শক্তির আধিক্য এবং (খ) রুজি-রোজগার ও পরিবার পালনের সার্বিক দায়িত্ব বহন। এটাই স্বাভাবিক–যে ব্যক্তি রোজগার করে ও পরিবার প্রতিপালনে এবং রক্ষণাবেক্ষণে নিজের উপার্জন ও শারীরীক–মানসিক শক্তি নিয়োজিত করে সেই পরিবারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকে। (কুরআন মজীদ টীকা- ৫৯৮)

**' লাতুযাররা' কথাটি কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক, এ হিসাবে অর্থ হতে পারে (১) সন্তানের মা সন্তানের কারণে সন্তানের পিতাকে কষ্ট দিবে না। (২) সন্তানের মাকেও সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না। এখানে উভয় অর্থই প্রযোজ্য।

'মাওলুদুনলাহু' (যে পুরুষ সন্তানের আধিকারী) কথাটি পিতা অর্থেই বলা হয়েছে সরাসরি পিতা না বলে কথাটি ব্যবহার করার তাঃপর্য এই যে, পিতাই সন্তানের ভারপ্রাপ্ত মালিক এবং স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ববহনকারী ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করে, মৃত ব্যক্তির সন্তানাদির লালন-পালনের দায়িত্বও সেই ব্যক্তির উপর পড়ে। (কুরআন মজীদ টীকা ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮)

হাদীস

১০৫৭। হযরত আবু মাসুদ বাদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি পুরস্কারের আশায় তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ করে, তা' তার পক্ষ থেকে বদান্যতা হিসাবে ধরা হয়।' (বুখারী ও মুসলিম)

১০৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'সেই ব্যক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট পাপ যে, সে তার অধীনস্থ যাদের আহার যোগায়, তাদের দাবী অস্বীকার করে'। (আবুদাউদ) মুসলিম বর্ণনা করেছেন, 'অন্যদের আহার যোগায় এমন ব্যক্তির পাপের জন্য এটাই যথেষ্ট যদি সে তাদের প্রাপ্য বন্ধ করে।' (মেশকাত)

১০৫৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সেইদিনার সমূহ যা তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর, যা তুমি দাস মুক্তির জন্য খরচ কর, যা তুমি গরীবদের জন্য খরচ কর এবং যা তুমি স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ কর–সর্বোত্তম সেটাই যা তুমি স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ কর।" (মুসলিম)

১০৬০। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির এক ছেলে হয়। সে তার নাম রাখল কাসিম। তখন লোকজন বলল, 'আমরা তোমাকে আবুল কাসিম বলে ডাকব না এবং অতিরিক্ত কোন মর্যাদাও দিব না।' সুতরাং সে লোকটি নবী (সাঃ)-এর নিকট আসলো এবং সেটা তাঁর কাছে উল্লেখ করলো। তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার পুত্রের নাম আব্দুর রহমান রাখ।' (বুখারী, কিতাবুল আদব)

১০৬১। হযরত মুসাইয়্যাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তাঁর পিতা নবী (সাঃ)-এর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি?" তিনি বললেন "(আমার নাম) হাযন (যার অর্থ শক্ত ও কঠিন)।" নবী (সাঃ) বললেন, "তোমার নাম সাহল (এর মানে নম্র ও কোমল)।" তিনি বললেন, "আমার পিতা আমার নাম রেখেছেন, সেটা আমি বদলাতে চাই না।" মুসাইয়্যাব (রাঃ) এর পুত্র হযরত সায়ীদ (রাঃ) বলেছেন, "এর পরে এ নামের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সবার মধ্যে হামেশা কাঠিন্যই বিদ্যমান রয়েছে" (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)।

মলফূযাত

৪৭০। "সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, বিবি এবং ভ্রাতৃবৃন্দ সম্বন্ধে মনে করে নাও যে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তারা সব খোদার আমানত। আমি তাদের সম্মান দিব, ইজ্জত করব, খাতির করব। সন্তান-সন্ততিকে অতিথি মনে করা উচিত। তাদের যত্ন করা উচিত। খোদার উপরে কাকেও স্থান দেয়া উচিত নয়" (মলফূযাত, ১০ম খণ্ড)।

৪১৮। তরবিয়তে আওলাদ– পরিবার পরিজনদের মুত্তাকী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবকের। ধর্মের জন্য জন্মের পূর্বেই পিতামাতাকে সন্তানদের জীন্দেগী ওয়াকফকরণ প্রসঙ্গ। ছোট থেকে সন্তানদের তরবিয়ত দিতে হবে। পরিবারের সদস্যদের তাকওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনার নির্দেশ। অসৎকর্মপরায়ণ সন্তান পরিবারভুক্ত নয়।

কুরআন

১২৭০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, এর উপর নির্মম ও কঠোর ফিরিশ্তাগণ নিয়োজিত থাকবে, 'ক' (৬৬ : ৭)

১২৭১। (স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, 'হে আমার প্রভু, যা কিছু আমার গর্ভে আছে তাকে আমি (সংসার) মুক্ত করে তোমার (ধর্মের খেদমতের) জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আমার নিকট হতে ইহা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (৩ : ৩৬)

১২৭২। এবং এ বিষয়ে ইবরাহীম নিজ সন্তানগণকে পূর্ণ তাগিদ করল এবং ইয়াকুবও (এই বলে) 'হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ এই দীনকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় থাকা ব্যতিরেকে আদৌ মৃত্যুবরণ করবে না।' 'খ' (২ : ১৩৩)

১২৭৩। এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান করো এবং আমাদের মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।' 'গ' (২৫ : ৭৫)

১২৭৪। এবং নূহ তার প্রভুকে ডাকল এবং বলল, 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র নিশ্চয় আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

১২৭৫। তিনি বললেন, 'হে নূহ! সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নয়, নিশ্চয় সে অতি অসৎকর্ম-পরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' ('ঘ' (১১ : ৪৬-৪৭)

ক ২ : ২৬৭; ৩৯: ১৬-১৭; ৫২ : ২২; 'খ' ২: ১৩৪; ৪৩ : ২৯
গ ২ : ১২৯; ১৪ : ৩৬-৪১; ৪৬ : ১৬; 'ঘ' ৪৬ : ১৮-২০;

হাদীস

১০৬২। হযরত আইউব ইবনে মূসা তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কোন পিতা তার পুত্রকে উত্তম শিষ্টাচার অপেক্ষা অধিক শ্রেয় কোন বস্তু দান করতে পারে না" (তিরমিযী, বায়হাকী)।

১০৬৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে তাদের শিশুকাল থেকে উপযুক্ত লালন-পালন করে, সে বিচার দিবসে আমার সঙ্গে হাতের দু'আঙ্গুলের ন্যায় অবস্থান করবে" (মুসলিম)।

১০৬৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক মানব-সন্তান ফিৎরতের (ইসলামের) উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী অথবা নাসারায় পরিণত করে" (বুখারী)।

১০৬৫। হযরত আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা কতিপয় (ছেলে) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলাম। তখন আমরা সবাই (বয়ঃপ্রাপ্তির) কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। আমরা তাঁর কাছে বিশদিন অবস্থান করলাম। তিনি মনে করলেন, সম্ভবত আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনদের নিকট ফিরে যেতে চাইছি। যাদের আমরা বাড়ীতে ছেড়ে এসেছি তাঁদের সম্পর্কে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁর নিকট সব বর্ণনা করলাম। তিনি ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়বান। তিনি বললেন, 'তোমরা আপন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদেরকে ইলম শিখাবে, (ভাল কাজের) আদেশ দিবে এবং তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ ঠিক সেভাবে নামায পড়বে। আর নামাযের সময় হ'লে তোমাদের একজন আযান দিবে। অতঃপর তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতী করবে" (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)।

মলফূযাত

৪৭১। "অতঃপর নিজে নেক আদর্শ স্থাপন কর। নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য একটি নেক ও খোদাভীরুর উৎকৃষ্ট আদর্শ হয়ে যাও। তাদেরকে মুত্তাকী ও ধর্মপরায়ণ করার চেষ্টা কর ও দোয়া করে যাও। তাদের জন্য ধনসম্পদ জমাবার জন্য যত পরিশ্রম কর, এ ব্যাপারেও ততখানি চেষ্টা কর" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

৪৭২। "কোন কোন লোক মনে করে যে, তারা তাদের সন্তানদের জন্য অর্থ সম্পদ রেখে যাক। আমি আশ্চর্য হই যে, তারা তাদের সন্তানদের জন্য ধন-সম্পদ রেখে যেতে চায় কিন্তু তারা সন্তানদের উত্তম চরিত্রবান করতে চায় না বরং তারা অসৎ চরিত্রহীন সন্তান রেখে যায়। তারা এ সম্পর্কে কোন চিন্তাই করে না এবং এ ব্যাপারে কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করে না" (মলফূযাত, ৮ম খণ্ড)।

৪১৯। শিশুপালনে মাতা-পিতার দায়িত্ব। শিশুদের স্তন্য দান কাল।

কুরআন

১২৭৬। এবং মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বৎসরকাল স্তন্য পান করাবে, (এ বিধান) তার জন্য যে স্তন্যদানকাল পূর্ণ করতে চায়। এবং যার সন্তান, তার ওপর ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের খাদ্য ও তাদের দায়িত্বভার ন্যস্ত। কারও উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করা যায় না। কোন মাতাকে যেন তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয়, এবং কোন পিতাকেও যেন তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া না হয় এবং ওয়ারিশগণের উপরও এরূপই কর্তব্য। এবং যদি তারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে স্তন্যপান বন্ধ করতে চায় তবে তাদের কোন পাপ হবে না। এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদেরকে (অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা) স্তন্য পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের কোন পাপ হবে না, যদি তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমাদের ধার্যকৃত পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা কিছু করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা। 'ক' * (২ : ২৩৪)

'ক' ৩১ : ১৫; ৪৬ : ১৬; ৬৫ : ৭-৮;

* 'মাউলুদুনলাহু' (যে পুরুষ সন্তানের অধিকারী) কথাটি পিতা অর্থেই বলা হয়েছে। সরাসরি পিতা না বলে কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে পিতাই সন্তানের ভারপ্রাপ্ত মালিক এবং স্বাভাবিক হিসাবে সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহনকারী ব্যক্তি। যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করে ঐ মৃতব্যক্তির সন্তানাদির লালন-পালনের দায়িত্বও সেই ব্যক্তির উপরই বর্তায়। (কুরআন মজীদ, টীকা–২৮৭-২৮৮)

হাদীস

১০৬৬। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আবু সালামার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ করাতে আমার কি সওয়াব হবে? আমি তাদের এভাবে এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। এরা আমারই সন্তান।' তিনি বললেন, 'হাঁ, তুমি তাদের জন্য খরচ করছ, তার সওয়াব পাবে'" (বুখারী–কিতাবুন্ নাফাকাত)

১০৬৭। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হিন্দা (বিনতে ওকবা) বলেছিল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! নিশ্চয় আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমার নিজের ও সন্তানদের প্রয়োজন মোতাবেক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করলে কি অন্যায় হবে?" তিনি বললেন, "প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ করবে" (বুখারী, কিতাবুন্ নাফাকাত)।

মলফূযাত

৪৭৩। "অপর পক্ষে সন্তানের প্রতি মায়া-মমতা এবং ভালবাসার জন্য পিতামাতাকে নির্দেশ দান করে। ইহা সন্তানকে ভালভাবে লালন-পালন করার জন্য, তাদের সুন্দর সুন্দর গুণাবলীতে ভূষিত করার জন্য এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার জন্য পিতা-মাতার প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করে" [কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]।

৮৫। পিতা-মাতার প্রতি ব্যবহার

৪২০। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ। তাঁদের মঙ্গলের জন্য দোয়ার নির্দেশ।

কুরআন

১২৭৭। এবং তোমার প্রতিপালক তাগিদপূর্ণ এই আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলো। 'ক'

১২৭৮। তুমি করুণাভরে তাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখ এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে রহম কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিল'। 'খ' (১৭ : ২৪-২৫)

'ক' ২ : ৮৪; ৪ : ৩৭; ৬ : ১৫২; ২৯ : ৯; ৩১ : ১৫; ৪৬ : ১৬;
'খ' ১৪; ৪২; ৪৬ : ১৬; ৭১ : ২৯;

হাদীস

১০৬৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, "একদা একজন লোক হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! মানবজাতির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমার নিকট সদয় ব্যবহার ও উত্তম সাহচর্যের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, 'এবং তারপর?' তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'এবং তারপর?' তিনি জবাব দিলেন তোমার পিতা' " (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত হতে)।

১০৬৯। অন্য একটি রেওয়ায়াতে আছে, লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন ব্যক্তি আমার উত্তম সাহাচর্যের বেশি উপযুক্ত?' তিনি বললেন, 'তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর তোমার নিকটাত্মীয়গণ।' (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত হতে)

১০৭০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মাতাপিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং মাতাপিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত।' (তিরমিযী)

১০৭১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি জিহাদ করব?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতা মাতা আছে কি?' লোকটি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আছে।' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'তবে তাদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ কর। অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত কর" (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)।

মলফূযাত

৪৭৪। "যে ব্যক্তি কুপ্রভাব বিস্তারকারী কু-সঙ্গী পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে যা কুরআনের বিরুদ্ধ নয় তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে সে আমার জামাতভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

৪২১। কুরআনের শিক্ষার বিরোধী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্যের নির্দেশ।

কুরআন

১২৭৯। এবং যদি তারা উভয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে যেন তুমি আমার সঙ্গে কাকেও শরীক কর যার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না; কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তাদের উত্তম সঙ্গী হয়ো এবং সেই ব্যক্তির পথের (ধর্মীয়) অনুসরণ করো যে আমার দিকে ঝোঁকে। 'ক' (৩১:১৬)

'ক' ৯ : ২৩; ২৯ : ৯; ৫৮ : ২৩

হাদীস

১০৭২। হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জামানায় আমার অমুসলিম মা আমার নিকট আসলেন। আমি তখন হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি তার সাথে রক্তের সম্পর্কিত আচরণ করব?' তিনি বললেন, 'হাঁ'। হযরত ইবনে উয়াইনা বলেছেন, 'আল্লাহ্তাআলা তাঁর ব্যাপারে এই আয়াত নাযেল করেছেন; আল্লাহ্ তোমাদের এমন লোকদের সাথে রক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী ব্যবহার করতে নিষেধ করছেন না যারা তোমাদের সাথে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করে না।' (বুখারী)

মলফুযাত

৪৭৫। "যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সম্মান করে না এবং সাধারণ বিষয়, যা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের প্রতি আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

৪২২। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের যৌক্তিকতা। সন্তানের কর্তব্য ও এর প্রতিফল।

কুরআন

১২৮০। এবং আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছি, কারণ তার মাতা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশমাস লেগেছে। 'ক' অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তওফীক দান কর যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং (তওফীক দাও) যেন আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং আমার জন্য আমার বংশধরদের মধ্যে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হয়েছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" 'খ'

১২৮১। এরাই এমন লোক যাদের উৎকৃষ্ট কর্মসমূহকে আমরা গ্রহণ করব এবং তাদের মন্দকর্মসমূহকে উপেক্ষা করব। তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি যা তাদের সঙ্গে করা হয়েছে। (৪৬ : ১৬-১৭)

'ক' ২ : ২৩৪; ৩১ : ১৫

'খ' ১৪: ৪২; ১৭ : ২৫; ৭১ : ২৯;

হাদীস

১০৭৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তার নাসিকা মাটিতে ঘষুক, তার নাসিকা মাটিতে ঘষুক, তার নাসিকা মাটিতে ঘষুক, যে তার পিতা-মাতার একজনকে বা উভয়কে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পায় কিন্তু তাদের সেবা যত্ন করে না, সে কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসলিম)

১০৭৪। হযরত আবু সাঈদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, 'একদা আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদাচরণ করার কোন কিছু অবশিষ্ট আছে কি?' তিনি বললেন, 'হাঁ তাদের জন্যে দোয়া ও ইস্তেগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, শুধু তাদের সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।' (আবু দাউদ– ইবনে মাজাহ্‌)

১০৭৫। হযরত আবু উসামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি এসে বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক বা দাবী আছে?' তিনি বললেন, 'তারা উভয়েই তোমার বেহেশ্‌তও এবং দোযখও।' (ইবনে মাজাহ্‌)

মলফূযাত

৪৭৬। "এটা আমাকে আমার নিজের প্রতি যে কর্তব্য শুধু তাকেই সম্পাদন করতে শিক্ষা দেয় না বরং প্রতিটি মানুষের এবং প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্যও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেজন্য যথাবিধি নির্দেশও ইহা আমাকে দান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তা পিতা-মাতার অধিকারের প্রতি এবং পিতা-মাতার জন্য সন্তানের কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি অনুগত এবং স্নেহসিক্ত ব্যবহারের জন্য তাগিদ দান করে; এবং সন্তান যদি কোন সম্পত্তি রেখে যায় তবে পিতা মাতাকে তার উত্তরাধিকার দান করে" [কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি–হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]।

৮৬। পোষ্যপুত্র

৪২৩। পোষ্যপুত্রের সঙ্গে পালনকারী পিতার সম্পর্ক।

কুরআন

১২৮২। এবং তিনি তোমাদের পোষ্য-পুত্রকে তোমাদের (ঔরষজাত) পুত্র বানান নাই। এসব তোমাদের মুখের কথা মাত্র। এবং আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

১২৮৩। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃগণের (পুত্র) বলে ডেকো। এটা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কথা, কিন্তু যদি তোমরা তাদের পিতৃগণকে না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। এবং তোমরা (পূর্বে) যা ভুল করেছ তার জন্য তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না কিন্তু যে কথার উপর তোমাদের অন্তর দৃঢ় সংকল্প করেছে (তা' অবশ্য শাস্তির উপযুক্ত)। বস্তুত আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ক'' (৩৩ : ৫-৬)

'ক' ৩৩ : ৩৮;

হাদীস

১০৭৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ হুযায়ফা ইবনে উৎবা ইবনে রাবিয়া ইবনে আবদে শামস–যিনি বদর যুদ্ধে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে শরীক ছিলেন–সালেমকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্রী ওলীদ ওতবা ইবনে রাবিয়ার কন্যা হিন্দাকে বিবাহ দেন। সে (সালেম) জনৈকা আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন নাকি হযরত রসূলে করীম (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহেলী যুগের প্রথা ছিল যে, কেউ যদি কাউকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করত, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবে ডাকত এবং ঐ ব্যক্তি মারা যাবার পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারও হত। কিন্তু যখন আল্লাহ্তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন, 'তাদেরকে (পালক পুত্রকে) তাদের (জন্মদাতা) পিতার নামে ডেকো...' (৩৩ : ৬), তারপর হতে তাদেরকে (জন্মদাতা) পিতার নামেই ডাকা হ'ত। যদি তার পিতার সন্ধান না পাওয়া যেত তবে তাকে মাওলা এবং দীনি ভাই বলে ডাকা হতো। (বুখারী)

৪২৪। পোষ্যপুত্রদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ।

কুরআন

১২৮৪। অতঃপর যখন যায়েদ তার (স্ত্রী) সম্বন্ধে (তালাক দেয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করল তখন আমরা তোমার সঙ্গে তার বিবাহ করিয়ে দিলাম, যেন মু'মিনদের জন্য তাদের পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীদের ব্যাপারে যখন তারা তাদের সম্বন্ধে (তালাক দেয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করে নেয় তখন (তাদের সঙ্গে বিবাহ করতে) কোন সংকোচ না হয় এবং আল্লাহ্র ফয়সালা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল। (৩৩ : ৩৮)

হাদীস

১০৭৭। হযরত আনাস (ইবনে মালেক) (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারিস (রাঃ) (তাঁর স্ত্রী যয়নবের বিরুদ্ধে) অভিযোগ নিয়ে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট আসলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) তাকে বারবার বলেছিলেন, 'আল্লাহ্কে ভয় কর আর স্ত্রীকে রেখে দাও।' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) যদি কোন জিনিস গোপন করতেন তবে এ আয়াতটি অবশ্যই গোপন করতেন (তা লোকদের কাছে প্রকাশ করতেন না)।' হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত যয়নব (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সকল স্ত্রীদের নিকট এই বলে ফখর করতেন যে 'তোমাদের পরিবার-পরিজন তোমাদের বিবাহ দিয়েছেন, আর আমাকে খোদ আল্লাহ্তাআলা সাত আসমানের ওপর বিবাহ দিয়েছেন।' বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ)

৮৭। এতীম

৪২৫। এতীমদের সাথে আচরণ।

কুরআন

১২৮৫। এবং তারা তোমাকে এতীমদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তাদের কল্যাণার্থে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ এবং যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক তবে তারা তোমাদের ভাই। এবং আল্লাহ্ ফাসাদকারীকে সংশোধনকারীদের মোকাবেলায় ভাল জানেন। এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তোমাদেরকেও কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' 'ক' (২ : ২২১)

১২৮৫ক। অতএব যে কোন এতীম হোক, তুমি তার সাথে কঠোরতা করো না, (৯৩ : ১০)

'ক' ২ : ৮৪; ৪ : ৩৭, ১২৮; ৮৯ : ১৮; ৯০ : ১৫-১৬; ১০৭ : ২-৩;

হাদীস

১০৭৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে সেই ঘরটিই সর্বোত্তম যেখানে কোন এতীম আছে এবং তার সাথে ভাল আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে সেই ঘরটিই সর্বাপেক্ষা মন্দ যেখানে কোন এতীম আছে অথচ তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।' (ইবনে মাজাহ্)

১০৭৯। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কোন এতীমের মাথায় হাত বুলাবে, যে সকল চুলের ওপর দিয়ে তার হাত অতিক্রম করবে তার প্রতিটির বিনিময়ে তার জন্য সওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি তার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত এতীম বালক-বালিকার সাথে ভাল আচরণ করবে আমিও সেই ব্যক্তি বেহেশ্তে এ দুটির মত হব', এই বলে তিনি নিজের অঙ্গুলি দু'টি মিলিত করলেন। (আহমদ, তিরমিযী)

১০৮০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে নিজের হৃদয়ের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করল। তিনি বললেন, 'এতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াও।' (আহমদ)

মলফূযাত

৪৭৭। বরং তারা (বয়াতকারীগণ) যেন জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হন যাতে তাঁরা দীন-দরিদ্রের আশ্রয়স্থল ও এতীমের জন্য পিতৃতুল্য হন এবং ইসলামী কার্যাবলী সম্পাদনে উন্মত্ত প্রেমিকের ন্যায় আত্মোৎসর্গিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। (বিজ্ঞপ্তি–৪-৩-১৮৮৯)

৪২৬। এতীমের ধনসম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রত্যার্পণের নির্দেশ।

কুরআন

১২৮৬। এবং তোমরা এতীমের (বুদ্ধিমত্তা) পরীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে উপনীত হয়। অতঃপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে পরিণত বিচারবুদ্ধি অনুভব কর, তবে তাদেরকে তাদের ধন-সম্পদ অর্পণ কর এবং তারা বড় হয়ে যাবে এই আশংকায় তোমরা তা অপব্যয় করে এবং তাড়াতাড়ি করে ভোগ করো না। এবং যে ধনী সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করে। অতঃপর যখন তোমরা তাদেরকে তাদের ধনসম্পদ প্রত্যার্পণ কর তখন তাদের উপস্থিতিতে সাক্ষী রাখ। এবং আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে যথেষ্ট। 'ক' (৪ : ৭)

'ক' ৪ : ৬, ১০; ৬ : ১৫৩; ১৭ : ৩৫; ৯৩ : ১০;

হাদীস

১০৮১। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি ও এতীমের দায়িত্ব বহনকারী-সে এতীমের নিজের নিকটতম আত্মীয় হোক বা অন্য কেউ হোক, বেহেশতে এরূপ হব।" এই বলে নিজের শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন। (বুখারী)

১০৮২। হযরত আমর বিন শোয়াইব তাঁর বাপ দাদা পরম্পরা বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, 'হুযূর! আমি দরিদ্র, আমার কোন মালসম্পদ নেই, কিন্তু আমার এক সম্পদশালী এতীম আছে (যার অভিভাবক আমি)।' তিনি বললেন, 'তবে তুমি তোমার এতীমের মাল হতে (তোমার পারিশ্রমিকের পরিমাণ) খেতে পার, অতিরিক্ত না করে, তাড়াতাড়ি উড়িয়ে না দিয়ে ও মূলধন ধ্বংস না করে।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

মলফূযাত

৪৭৮। "আরবের অর্থ সংরক্ষকদের এই রীতি প্রসিদ্ধ ছিল যে, এতীমের কার্যনির্বাহক এতীমের মাল হ'তে কিছু গ্রহণ করতে চাইলে যথাসম্ভব এই নিয়ম পালন করত যে, এতীমের অর্থ ও বাণিজ্য দ্বারা যে মুনাফা হ'ত, তা হতে নিজেও নিত এবং মূলধনও বিনষ্ট করত না। সুতরাং এখানে এই প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তোমরাও এরূপ করতে পার" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

৪২৭। এতীমদের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের পরিণাম।

কুরআন

১২৮৭। নিশ্চয় যারা যুলুম করে এতীমগণের ধনসম্পদ ভক্ষণ করে, তারা তাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তারা লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে। 'ক' (৪ : ১১)

'ক' ৪ : ৩; ১৭ : ৩৫;

হাদীস

১০৮৩। হযরত আবূহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাতটি গুরুতর ক্ষতিকর বিষয় পরিত্যাগ করবে।' তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেগুলি কী?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে কারও শরীক করা, যাদু, আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন এরূপ প্রাণীকে হত্যা করা, সুদ গ্রহণ করা, এতীমের ধনসম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হতে পলায়ন করা এবং অরক্ষিত মু'মিন মহিলার সতীত্বের উপর কালিমা লেপন করা" (বুখারী, মুসলিম)।

১০৮৪। হযরত আবূ সালমা ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে লোক এক বিঘৎ পরিমাণও (পরের) জমি জোর যুলুম করে আত্মসাত করেছে (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমিনের হার [গলবেড়ী (হাসুলির মত) বানিয়ে] তার গলায় পরানো হবে।' (বুখারী, কিতাবু বাদউল্ খালক)

মলফূযাত

৪৭৯। "অতঃপর আল্লাহ্ বলেছেন, 'এতীমের মাল প্রত্যার্পণের সময় সাক্ষীর সম্মুখে প্রত্যার্পণ করবে। দুর্বল ও অল্পবয়স্ক সন্তান থাকলে অন্তিম সময়ে এমন কোন ওসীয়্যত বা উইল করবে না–যদ্বারা তাদের স্বার্থহানি হয়। যারা এভাবে এতীমের মাল খায় যাতে তাদের প্রতি যুলুম করা হয়, মাল তারা খায় না বরং আগুন খায়। পরিশেষে তারা দগ্ধকারী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

৮৮। সত্যবাদিতা (সততা)

৪২৮। সত্যবাদী পুরুষ ও নারীদের মর্যাদা ও পুরস্কার।

কুরআন

১২৮৮। নিশ্চয়...সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী...আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩৩ : ৩৬)

১২৮৯। আল্লাহ্ বলবেন, 'এদিনটি এমন যে, সত্যবাদীগণের উপকারে আসবে তাদের সত্যবাদিতাই। তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ রয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এটাই মহান সফলতা।' 'ক' (৫: ১২০)

'ক' ৩ : ১৭-১৮, ২৯ : ৪; ৩৩ : ২৫; ৪৭ : ২২;

হাদীস

১০৮৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা সত্য কথা বলো, কারণ সত্য পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য বেহেশ্‌তের দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি সত্য বলায় সর্বদা যত্নবান থাকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে পরম সত্যবাদী" (বুখারী ও মুসলিম)।

১০৮৬। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তোমাকে সন্দেহের ভিতর ফেলে, তাকে একা ছেড়ে দাও এবং তার প্রতি ঝোঁক যা সন্দেহ হতে মুক্ত, কেননা সত্য শান্তিদায়ক এবং মিথ্যা বিরক্তিকর" (তিরমিযী)।

১০৮৭। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেছেন, "আমার স্মরণ আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যা তোমাদের সন্দেহযুক্ত তা পরিহার কর এবং যা সন্দেহযুক্ত নয় তা গ্রহণ কর এবং নিশ্চয় সত্য মনের শান্তি এবং মিথ্যা সন্দেহ আনে" (আহমদ, তিরমিযী, নেসাঈ)।

১০৮৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে এবং অন্তরে একটা যব পরিমাণ সততা থাকে তাকে দোযখ থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ সততা থাকে, তাকে দোযখ থেকে বের করা হবে। আর যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ সততা থাকে, তাকেও দোযখ থেকে বের করা হবে" (বুখারী, কিতাবুল্ ঈমান)।

মলফূযাত

৪৮০। "মানুষের স্বভাবজাত অবস্থাসমূহের মধ্যে তার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সত্যবাদিতা। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রবৃত্তিমূলক কোন উদ্দেশ্য প্ররোচণা যোগায় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলতে চায় না এবং মিথ্যার আশ্রয় নিতে একপ্রকার ঘৃণা ও সংকোচ বোধ করে। এ কারণেই যে ব্যক্তির মিথ্যাচারণ প্রমাণিত হয় মানুষ স্বভাবতই তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখে" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

৪৮১। "পৃথিবী সত্যবাদীকে দেখতে পারে না কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ সত্যবাদীকে দেখে থাকেন এবং তিনি নিজ হাতে তাদেরকে রক্ষা করেন" (বারাহীনে আহমদীয়া)।

৪২৯। সত্যবাদীদের সঙ্গী হবার নির্দেশ–উত্তম সঙ্গী কারা, শয়তান মন্দসঙ্গী।

কুরআন

১২৯০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। 'ক' (৯ : ১১৯)

১২৯১। এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন, নবী এবং সিদ্দীক এবং শহীদ এবং সালেহগণের মধ্যে এবং এরাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম। (৪ : ৭০)

১২৯২। এবং যারা লোকদেরকে দেখাবার জন্য নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তারা শয়তানের সঙ্গী)। এবং শয়তান যার সঙ্গী হয়, ফলত সে মন্দ সঙ্গী হ'ল। 'খ' (৪ : ৩৯)

'ক' ৬ : ৫৩; ১১ : ৩০; ১৮ : ২৯;
'খ' ৪৩ : ৩৭-৩৯;

হাদীস

১০৮৯। হযরত আবূহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মানুষ তার সঙ্গীর ধর্মে প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং তোমাদের দেখা প্রয়োজন যে, তোমার সাথী কে" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)।

১০৯০। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "কেবলমাত্র মু'মিনদের সঙ্গেই সাহচর্য রাখবে এবং কেবলমাত্র ধার্মিকগণই যেন তোমার খাবার খায়" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)।

১০৯১। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একজন ধার্মিক সঙ্গী ও একজন মন্দ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত ঐ দু' ব্যক্তির ন্যায় যার একজন সুগন্ধি বহন করে ও অপরজন হাপড় চালক। সুগন্ধি বহনকারী তোমাকে দান হিসেবে কিছু সুগন্ধি দিতে পারে অথবা তুমি তার নিকট হতে সুগন্ধি ক্রয় করতে পার অথবা নিতান্ত পক্ষে তুমি তার সুগন্ধের ঘ্রাণ পেতে পার। প্রকারান্তে অন্যজন তোমার কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, ন্যূনপক্ষে হাপড়ের বিষাক্ত বাতাস তোমাকে নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে হবে" (বুখারী, মুসলিম)।

মলফূযাত

৪৮২। "ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধির জন্য একটি পথ আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, এই যে, "কূনূ মায়াস্ সদেকীন' অর্থাৎ যে সকল লোক কথা ও কাজে এবং আত্মিক ও ব্যবহারিক সকল অবস্থায় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের সাহচর্যে থাক। এর পূর্বে বলেছেন, ইয়া আইওহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা', অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর।' এতদ্দ্বারা এই বুঝায় যে, সর্বপ্রথম ঈমান থাকতে হবে, অতঃপর সুন্নত অনুযায়ী গোনাহের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করবে এবং সত্যবাদীদের সংসর্গে থাকবে। সংসর্গের প্রভাব অনেক বেশি হয়ে থাকে যা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় অজ্ঞাতভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

৮৯। মিথ্যাবাদিতা

৪৩০। মিথ্যা বলা প্রতিমা পূজার ন্যায়ই নিষিদ্ধ। ঈমানের অভাবই মানুষকে মিথ্যাবাদী বানায়।

কুরআন

১২৯৩। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা হতেও দূরে থাক– 'ক' (২২ : ৩১)

১২৯৪। প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীদের জন্য দুর্ভোগ– (৪৫ : ৮)

১২৯৫। শুধু তারাই তো মিথ্যা রচনা করে থাকে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে না; বস্তুত এরাই মিথ্যাবাদী। 'খ' (১৬ : ১০৬)

'ক' ২৯ : ৪; ৩৮ : ৪৫; ৬৮ : ৯; ৭০ : ৩৪;
'খ' ২৬ : ২২২-২৪; ২৯ : ১৩-১৪; ৫৮ : ১৫, ১৯; ৫৯ : ১২; ৬৩ : ২-৩;

হাদীস

১০৯২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলতেই থাকে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে পরম মিথ্যাবাদী" (বুখারী, মুসলিম)।

১০৯৩। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ (কবিরা গুনাহ্) সম্পর্কে অবহিত করব না?' আমরা বললাম, 'হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল!' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, মা-বাপের নাফরমানি করা।' এসময় তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর উঠে বললেন, "শোন! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, শুনে রাখ, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া; শুনে রাখ মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। এভাবে তিনি একাধারে বলে যাচ্ছিলেন, যতক্ষণ না আমি বললাম, "আপনি কি বিরত হবেন না?" (বুখারী)

১০৯৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন একজন মানুষ মিথ্যা কথা বলে তখন তার দুর্গন্ধে ফিরিশ্‌তা তার নিকট হতে এক মাইল দূরে সরে যায়" (তিরমিযী)।

১০৯৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে লোক মিথ্যা কথা বলা, সে অনুযায়ী কাজ করা এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছাড়ল না তার খানাপিনা ছেড়ে রোযা রাখায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই" (বুখারী)।

মলফূযাত

৪৮৩। "আল্লাহ্‌তাআলা মিথ্যার জন্য কোন মুক্তির ব্যবস্থা করবেন না। মিথ্যার চেয়ে জঘন্য আর কোন বিষয় নেই। সত্য সম্বলিত প্রত্যেকটি কথাই জয়যুক্ত হয়ে থাকে" (আহমদী ও গায়ের আহমদীতে পার্থক্য)।

৪৮৪। "সুতরাং মূল কথা, যে পর্যন্ত না মানুষ বাসনামূলক ঐ সমস্ত উদ্দেশ্য হতে পৃথক হয় যা সত্যবাদিতায় বাধা জন্মায় সে পর্যন্ত সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। মানুষ যদি কেবল এমন সব বিষয়ে সত্য কথা বলে যাতে তার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু মানসম্ভ্রম বিপন্ন হলে বা ধনসম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে মিথ্যা কথা বলে এবং সত্য বলতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সে ক্ষেত্রে পাগল ও শিশু অপেক্ষা তার শ্রেষ্ঠত্ব কি?" (ইসলামী নীতিদর্শন)

৯০। ন্যায়বিচার

৪৩১। বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ন্যায়বিচারের নির্দেশ।

কুরআন

১২৯৬। এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যার উপদেশ দিচ্ছেন নিশ্চয় তা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। 'ক' * (৪ : ৫৯)

১২৯৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। (৫ : ৯)

১২৯৮। নিশ্চয় আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব এবং তুলাদণ্ড নাযেল করেছি যাতে লোক ন্যায়বিচার কায়েম করতে পারে, 'খ'** (৫৭ : ২৬)

'ক' ৪ : ১৩৬; ৫ : ৪৩; ৭ : ১৬০, ১৮২; ১৬ : ৭৭, ৯১; ৪৯ : ১০; ৬০ : ৯;
'খ' ৪২ : ১৮; ৫৫ : ৮-৯;

---

* ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ও শাসনকার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিজেদের কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার করেন। (কুরআন মজীদ-টীকা, ৬২২)

** 'মীযান' দ্বারা বুঝান হচ্ছে : (ক) সমতা ও ন্যায়নীতি, যা মানুষের সকল পারস্পরিক কাজ-কর্মে পালন করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয) বলে নির্ধারিত হয়েছে; (খ) সঠিক মাপকাঠি, যা দ্বারা মানুষের কর্মকাণ্ডকে পরিমাপ করা, ওজন করা, মুল্যায়ন করা ও বিচার করা হয়ে থাকে; (গ) ভারসাম্যের তুলাদণ্ড; (ঘ) মহানবী (সাঃ)-এর কর্মধারা ও আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন); (ঙ) মধ্যপথ অবলম্বন ও সীমাতিক্রম পরিত্যাগ, (চ) নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি। (কুরআন মজীদ-টীকা ২৯৯৭)

হাদীস

১০৯৬। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূবকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূবকর (রাঃ) তাঁর পুত্রকে লিখে পাঠালেন, তখন তিনি সিজিস্থানে অবস্থান করছিলেন, "তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দু' লোকের মাঝে বিচার ফয়সালা করবে না। কেননা আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মাঝে বিচার ফয়সালা না করে' " (বুখারী)।

১০৯৭। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ন্যায় নীতিবান বিচারক (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্র নিকট তাঁর ডান পার্শ্বে নূরের (উজ্জ্বল জ্যোতির) মিম্বারের উপর অবস্থান করবে। অবশ্য আল্লাহ্তালার উভয় পার্শ্বই ডান। তারাই সেই সকল বিচারক বা শাসক যারা নিজেদের বিচার বিধানে নিজেদের পরিবার-পরিজনের এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় (মোট কথা সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষেত্রে) ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে" (মুসলিম)।

১০৯৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দু'টি (বিষয়) ব্যতিরেকে হিংসা করতে নেই। একব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ প্রচুর ধনসম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার জন্য তৌফীক দিয়েছেন। আর অপর ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে হেকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার সাহায্যে বিচার-ফয়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়। (বুখারী)

১০৯৯। হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'যাকে আল্লাহ্ লোকের নিগরান করেন, যদি সে লোকের নিগরানী ও তার কর্তব্যপালনে ত্রুটি করে তবে তার মৃত্যুর পর তার জন্য বেহেশ্ত হারাম (নিষিদ্ধ) করবেন। তার বেহেশ্ত নসীব হবে না" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৪৮৫। "কুরআন শরীফ বলেছে, 'ইন্নাল্লাহা ইয়া' মুরুবেল আদলে ওয়াল ইহসান ওয়া ঈতায়েযেল কুরবা', অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা তোমাদের নিকট শুধু এটাই চান যে তোমরা সমস্ত মানব জাতির প্রতি আদল বা ন্যায়বিচার কর, তদুপরি যারা তোমাদের কোন উপকার করে নি তাদের প্রতিও এহসান বা উপকার কর, অধিকন্তু তোমরা আল্লাহ্তাআলার সৃষ্টজীবের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেরূপ সহানুভূতি আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যথা মাতা সন্তানের প্রতি করে থাকে" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

৪৩২। সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা কোন কিছুর সত্যতা নিরূপণের বিধান। সাক্ষ্য গোপন নিষিদ্ধ।

কুরআন

১২৯৯। তারা (যারা এই অপবাদ ছড়িয়েছিল) কেন এই বিষয়ে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি? সুতরাং যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নি, এজন্য তারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। 'ক' (২৪ : ১৪)

১৩০০। এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কেহ তা গোপন করে নিশ্চয় সে এমন মানুষ যার অন্তর পাপী। এবং তোমরা যে কর্ম কর তদ্সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। 'খ' (২ : ২৮৪)

'ক' ২ : ২৮৩; ৩ : ১৪১; ৪ : ৭, ১৬, ১৩৬; ৫ : ১০৭-১০৯; ২৪ : ৫;
'খ' ২ : ১৪১;

হাদীস

১১০০। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) কোন এক ঘটনায় কসম ও এক সাক্ষী দ্বারা বিচার করিয়েছিলেন। (মুসলিম)

১১০১। হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাক্ষী প্রমাণ বাদীকেই পেশ করতে হবে। আর প্রতিপক্ষ বা বিবাদীর উপর বর্তাবে কসম" (তিরমিযী)।

১১০২। হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "দু' ব্যক্তি একটি জানোয়ার সম্পর্কে দাবী করল এবং তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে সাক্ষী-প্রমাণও পেশ করল যে, তা তার এবং সেই ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করিয়ে বাচ্চা হাসিল করেছে। রসূল করীম (সাঃ) জীবটি তাকেই প্রদান করলেন যার দখলে ওটা ছিল" (মেশকাত, মূল: শরহে সুন্নাহ্)।

১০০৩। হযরত আমর বিন শোয়াইব তার পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন "খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারী নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়, এবং শত্রুর সাক্ষ্যদান জায়েয নেই, যদিও সে মুসলমান ভাই হয়।" আর হুযূর (সাঃ) এমন লোকের সাক্ষ্যদান অগ্রাহ্য করেছেন যে লোক কোন পরিবারের উপর নির্ভরশীল। (মেশকাত, মূল: আবূ দাউদ)

মলফূযাত

৪৮৬। "এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে, সত্যানুসন্ধিৎসু, তার কি এ বিষয়ে ইহুদীদের সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক নয়? ইহুদীরা কি এ বিষয়ে প্রথম সাক্ষী নয়? তারা শত শত বছর হতে তওরাত মুখস্ত করে আসছে। একজন দুর্বল মানুষকে খোদারূপে দাঁড় করার বিষয়ে পূর্ববর্তী শিক্ষার সাক্ষ্য নেই, তার উত্তরাধীকারীদেরও সাক্ষ্য নেই, পরবর্তী শিক্ষারও সাক্ষ্য নেই এবং বিবেকেরও সাক্ষ্য নেই। তাকে 'খোদার' বলা এবং শয়তানেরও বলা এরূপ অপবিত্র বিবেক বহির্গত কথাসমূহ বিশ্বাস করা কি পবিত্র প্রকৃতির লোকের কাজ?" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

৪৩৩। সাক্ষ্য প্রদানকালে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের নির্দেশ। মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩০১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য হিসেবে। যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার বা স্বজনদের বিরুদ্ধে যায়। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হবে) যদি সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ্ তাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং তোমরা হীনকামনার অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পার। এবং যদি তোমরা কথা পেঁচিয়ে সত্যকে গোপন কর অথবা এড়িয়ে যাও তবে (জেনে রেখ যে,) তোমরা যা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। 'ক' (৪ : ১৩৬)

'ক' ৭ : ২০০; ২৫ : ৭৩; ৭০ : ৩৪;

হাদীস

১১০৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "এই সকল লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (১) খেয়ানতকারী পুরুষ ও নারী (২) যার উপরে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হদ (শাস্তি) কায়েম করা হয়েছে। (৩) শত্রুর–যদিও সে তার মুসলিম ভাই হয়। (৪) ঐ গোলাম বা ক্রীতদাসের যাকে কোন ব্যক্তি দাসত্ব হতে মুক্ত করেছে, অথচ সে বলে অন্য একজন লোকে তাকে আযাদ করেছে। (৫) যে ব্যক্তি তার নিজের আসল বংশ সূত্র গোপন করে নিজকে অন্য বংশের সাথে সংযোজন করে (৬) যে ব্যক্তি কোন পরিবারের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ পরিবারভুক্ত ভৃত্য খাদেম ইত্যাদি) (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

১১০৫। হযরত খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন 'একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নামায পড়লেন, নামায শেষ করার পর তিনি দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন, 'মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে আল্লাহ্‌র সাথে শিরকের সমতুল্য করা হয়েছে।' অতঃপর (তার সমর্থনে) তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন, মূর্তি পূজার অপবিত্রতা হতে তোমরা দূরে সরে থাক এবং মিথ্যা বলা হতে বেঁচে থাক, এমতাবস্থায় যে বাতিলকে বর্জন করে আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করবে, আর সাথে কাকেও শরীক করবে না।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

মলফূযাত

৪৮৭। "আজকাল তো মানুষের এই অবস্থা যে, মাত্র তিন আনার বিনিময়ে মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। উকিলেরা কি শপথ করে বলতে পারে যে, তারা আদালতে সত্য কথা বলে এবং সত্যের অনুসরণ করে? ওরা শুধু নিজেদের স্বার্থকে বাঁচিয়ে সত্য মিথ্যা যা কিছু সম্ভব বলতে থাকে।"

"এই কী ধর্ম? আর আল্লাহ্‌তাআলা কি এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা লাগাম ছাড়া হয়ে যাও এবং মিথ্যাকে মাতৃদুগ্ধ জ্ঞান কর? আল্লাহ্‌তাআলা মিথ্যাকে শির্‌কের সঙ্গে যুক্ত করে এর প্রত্যেকটিকে একইভাবে নিষিদ্ধ করেছেন?" (আহমদী ও গায়ের আহমদীতে পার্থক্য)

৯১। সদাচার

৪৩৪। মানুষের সাথে আচরণ সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১৩০২। এবং যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন, তদ্রূপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। 'ক' (২৮ : ৭৮)

১৩০৩। এবং সদয় ব্যবহার কর– পিতামাতর সাথে এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম ও মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীগণের সাথে এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীদের সাথে এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের সাথে। 'খ' (৪ : ৩৭)

'ক' ৩ : ১৩৫; ৩৩ : ৩১; ৪২ : ২৪; ৫৫ : ৬১;
'খ' ৬ : ১৫২; ১৭ : ২৪; ২৯ : ৯;

হাদীস

১১০৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'একজন মু'মিন তার উত্তম আচরণের দ্বারা সেই ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতে পারে যে সারাদিন রোযা রেখে সারারাত ইবাদতে কাটায়।' (আবূ দাউদ)

১১০৭। হযরত হারেসা বিন ওহাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যার আখলাক ভাল নয় এবং যে কটু কথা বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।' (আবু দাউদ, বায়হাকী)

১১০৮। হযরত আবূহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মু'মিনদের মধ্যে বিশ্বাসে সেই ব্যক্তি উত্তম যার আচরণ সর্বোত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে, তার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করে।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৪৮৮। "জানা দরকার আখলাক দু' প্রকার। প্রথমত সেই আখলাক যদ্বারা মানুষ গর্হিত আচরণ হতে নিবৃত্ত হয়। দ্বিতীয় ঐ সকল নৈতিক গুণ যদ্বারা মানুষ কল্যাণকর আচরণে সক্ষম হয়। অকল্যাণ ও অনিষ্ট ত্যাগ অর্থে ঐ সকল আখলাককে বুঝায় যদ্বারা মানুষ চেষ্টা করে যেন তার জিহ্বা, তার হাত, তার চক্ষু বা তার অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অন্যের সম্পদ সম্মান বা প্রাণের কোন ক্ষতি সাধন না হয়, কিংবা কোন অনিষ্টের বা মানহানির ইচ্ছা না হয়" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

৪৮৯। "আমি যখন আল্লাহ্র পবিত্র কালাম নিয়ে চিন্তা করি এবং দেখতে পাই যে, কি প্রকারে তিনি তাঁর শিক্ষায় মানুষকে তার দৈহিক অবস্থার সংস্কারের বিধান প্রদান ক'রে পরে তাকে ক্রমশ ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করেছেন এবং তাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে চেয়েছেন, তখন এই জ্ঞানগর্ভ বিধান দেখে আমার মনে হয় যে, প্রথমে আল্লাহ্ চেয়েছেন মানুষকে উঠা-বসা, পানাহার, কথাবার্তা এবং সামাজিক জীবন যাপনের সর্বপ্রকার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে তাকে অসভ্য আচরণ হতে মুক্তিদান করেন এবং পশুসদৃশ অবস্থা হতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে নিয়ে নিম্ন পর্যায়ের এক নৈতিক অবস্থা শিক্ষা দেন যা আদব ও শিষ্টাচার নামে অভিহিত হবার উপযোগী। তারপর মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাসকে অন্যকথায় যাকে নিম্নস্তরের চরিত্র বলা যেতে পারে, সুষ্ঠু অবস্থায় আনেন, যাতে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসামঞ্জস্য হয়ে উন্নত চরিত্রে রূপ পরিগ্রহ করে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪৩৫। কথায় ও আচরণে নম্রতা ও বিনয় অবলম্বনের নির্দেশ।

কুরআন

১৩০৪। এবং তুমি নিজ চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রেখ, নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের চেয়ে গর্ধবের কণ্ঠস্বর সর্বাধিক কর্কশ। 'ক' (৩১: ২০)

১৩০৫। এবং তোমরা লোকের সাথে সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলবে 'খ' (২: ৮৪)

১৩০৬। এবং বিনয়ী লোকদের সুসংবাদ দাও– 'গ' (২২:৩৫)

'ক' ১৭: ৩৮; ৩১: ১৯;
'খ' ৪: ৬৪; ১৭: ২৯; ৪৯: ১২;
'গ' ২: ৪৬; ২২: ৩৬; ৩৩: ৩৬; ৫০: ৩৪;

হাদীস

১১০৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ নম্র এবং সকল বিষয়ে নম্রতা ভালবাসেন" (বুখারী)।

১১১০। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "নম্রতা সব কিছুকে সুশোভিত করে এবং তার অনুপস্থিতি সব কিছুকে ত্রুটিযুক্ত করে" (মুসলিম)।

১১১১। হযরত আয়ুব ইবনে হিমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "আল্লাহ্ আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, 'তুমি বিনয়ী হবে, যেন কেউ একে অপরের সীমা অতিক্রম না করে, কেউ যেন নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে না করে' " (মুসলিম)।

১১১২। হযরত যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "যার ভিতর নম্রতার অভাব আছে তার ভিতর সকল উত্তম জিনিসের অভাব আছে" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৪৯০। "চতুর্থ প্রকার অকল্যাণ বর্জনের মধ্যে নম্রতা ও সদালাপ হ'ল অন্যতম। এই নৈতিক গুণ যে স্বভাবজ অবস্থা হতে সৃষ্টি হয় তাকে বলে 'তালাকাত' অর্থাৎ প্রফুল্ল চিত্ততা। শিশু যতদিন কথা বলতে পারে না ততদিন সে নম্রতা ও উত্তম বাক্যের স্থলে প্রফুল্ল চিত্ততা প্রদর্শন করে। এটাই এ কথার প্রমাণ যে নম্রতার মূল, যেখান হতে এই বৃক্ষ জন্মে তা তালাকাত। তালাকাত (প্রফুল্ল চিত্ততা) একটি শক্তি এবং নম্রতা একটি গুণ, যা এই শক্তিকে যথা স্থানে ব্যবহারে সৃষ্টি হয়" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪৩৬। নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও অনুগামীদের সাথে আচরণ। দাসদাসীদের সাথে আচরণ।

কুরআন

১৩০৭। এবং মোমেনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাদের প্রতি মমতার বাহু প্রসারিত রাখ। 'ক' (২৬: ২১৬)

১৩০৮। এবং সদয় ব্যবহার কর ...এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক তাদের সাথে। (৪: ৩৭)

'ক' ৯: ১২৮; ১৫: ৮৯;

হাদীস

১১১৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর গৃহে প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের কর্তৃত্ব লাভকারী কেউ যদি তাদের উপর কঠোর ব্যবহার করে, তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর হয়ো। এবং যদি কেউ নম্র ব্যবহার করে তবে তুমিও তার প্রতি নম্র হয়ো'। (মুসলিম)

১১১৪। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সবাই পর্যবেক্ষণকারী। তোমাদের অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (বুখারী)

১১১৫। হযরত আবু মারইয়াম আজাদী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন হযরত মাবিয়া (রাঃ)-কে বলেছিলেন, "আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যদি আল্লাহ্ কাউকে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী করেন এবং সে যদি তার নিজের এবং তাদের চাহিদা ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়াবলী ও তাদের দারিদ্রের মধ্যে বাধার প্রাচীর তৈরী করে তবে আল্লাহ্ বিচার দিবসে তার ও ঐ কর্মচারীর চাহিদা ও অন্যান্য বিষয়াবলী এবং তার দারিদ্রের ভিতর বাধার প্রাচীর তৈরী করবেন।' এ কারণেই হযরত মাবিয়া (রাঃ) মানুষের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দিবার ও তদারকী করবার জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

১১১৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমার কোন দাস তোমার জন্য কোন খাবার আনে, যদি তুমি তোমার সাথে খেতে না-ও বল, অন্তত তুমি তাকে খাবারের এক বা দু'টুকরা দিবে, কেননা সে তোমার জন্য তা তৈরী করেছে।' (বুখারী)

১১১৭। হযরত মারূর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি একবার হযরত আবু যার (রাঃ)-এর সাথে রাবামা নামক স্থানে দেখা করেছিলাম। তিনি এবং তাঁর খাদেম উভয়ই তখন একরকম চাদর ও লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমি একবার একজন (নিজ ক্রীতদাস)-কে গালি দিয়েছিলাম। আমি তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম। এতে নবী (সাঃ) আমাকে বললেন, হে আবু যার! তুমি তাকে তার মায়ের নিন্দা করে লজ্জা দিলে? তুমিতো এমন লোক যার মধ্যে এখনও মূর্খতা রয়ে গেছে। তোমাদের চাকররা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরে তাকেও যেন তাই খাওয়ায় ও পরায়। আর তাদেরকে বেশি কষ্টকর কাজ করতে দিও না। এরূপ কাজ করতে দিলে তাদেরকে সাহায্য কর' " (বুখারী, কিতাবুল্ ঈমান)।

১১১৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি (একাধারে) দশ বছর নবী (সাঃ)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে কখনও 'উহ' পর্যন্ত বলেন নি। কখনও এ কথাও বলেননি যে,কেন তুমি এরূপ করলে না? (অর্থাৎ ধমকের সুরে কোন কথা বলেন নি)" (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)।

১১১৮ক। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "শ্রমিককে তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরী প্রদান কর" (ইবনে মাজাহ্)।

মলফূযাত

৪৯১। "তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী, পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর, যেন আকাশে তিনিও (আল্লাহ্) তোমাদের প্রতি দয়া করেন। (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)

৪৩৭। শালীনতা – কাউকে হাসি-বিদ্রূপ করা বা অবজ্ঞা সূচক উপাধি দ্বারা ডাকা (গালি দেয়া) নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩০৯। হে যারা ঈমান এনেছ! কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তারা তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে; এবং নারীগণও যেন অন্য নারীদেরকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তারা তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়ে ডেকো না। ঈমান আনার পর দোষণীয় নাম (দিয়ে ডাকা) বড়ই মন্দ কথা, এবং এরপর যারা তওবা করবে না তারাই যালেম। 'ক' (৪৯:১২)

'ক' ৪: ১৪৯;

হাদীস

১১১৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মো'মেন ব্যক্তি ভৎর্সনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল গালমন্দকারী ও নির্লজ্জ হতে পারে না।' (তিরমিযী ও বায়হাকী)

১১২০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানকে গালমন্দ করা ফাসেকী আর হত্যা করা কুফরী।' (বুখারী, মুসলিম)

১১২১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি কারও বিদ্রূপ করা বা অনুরূপ আচরণ করা পসন্দ করি না। যদিও আমার জন্য এরূপ এরূপ হয়।' (তিরমিযী)

১১২২। হযরত আনাস ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "এমন দু'ব্যক্তি যারা পরস্পর গালমন্দ করল, তখন উক্ত গালমন্দর পাপ, সেই ব্যক্তির উপরই অর্পিত হবে যে প্রথম গালি দিয়েছে, যে পর্যন্ত না সে সীমা অতিক্রম করে। (মুসলিম)

মলফূযাত

৪৯২। "তেমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর গর্ব করে কিংবা নিজের দৈহিক সৌন্দর্য ও শক্তির উপর গর্বিত এবং বিদ্রূপ করে তার ভ্রাতার ঘৃণাসূচক নাম রাখে এবং তার দৈহিক দোষত্রুটি মানুষকে শুনায়, সে-ও অহংকারী এবং সে সেই আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অজ্ঞ যিনি এক নিমেষে তার মধ্যে এরূপ দৈহিক দোষগুলি সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম যার ফলে সে তার ভ্রাতার চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে পড়ে এবং যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, আল্লাহ্ এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার দৈহিক বলে বরকত দান করেন যেন তা কমও না হয় এবং লোপও না পায়।" (নযূলুল মসীহ)

৯২। আদব

৪৩৮। নবী বা ধর্মীয় নেতাদের সাথে কথা বলার আদব।

কুরআন

১৩১০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সম্মুখে অগ্রবর্তী হবে না, এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৩১১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু করো না, এবং তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চস্বরে কথা বলার ন্যায় তাঁর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলবে না, কারণ এতে তোমাদের কৃতকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তোমরা অনুভবও করতে পারবে না।

১৩১২। নিশ্চয় যারা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে আল্লাহ্র রসূলের সম্মুখে চাপা দিয়ে রাখে-তারাই এমন লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তাকওয়ার জন্য বিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার অবধারিত রয়েছে। (৪৯:২-৪)

হাদীস

১১২৩। হযরত ইবনে মুলায়কা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, (মুসলমানদের) উম্মতের দু'জন সর্বোত্তম ব্যক্তির বিপন্ন হওয়া প্রায় আসন্ন হয়ে পড়েছিল। আর তাঁরা হচ্ছেন হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)। যখন বনু তামীমের প্রতিনিধি দল নবী (সাঃ)-এর নিকট আসলেন, নেতা নির্বাচনে বনু মুজাসেরের ভাই আকরা ইবনে হাবেছের নাম তাঁদের একজন (উমর-রাঃ) প্রস্তাব করেন, আর অন্যজন (আবুবকর-রাঃ) অন্য একজনের নাম প্রস্তাব করলেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) উমর (রাঃ)-কে বললেন, 'আপনার ইচ্ছে হ'ল কেবল আমার বিরোধিতা করা।' হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'আপনার বিরোধিতার আমার আদৌ ইচ্ছা নেই।' এ ব্যাপারটি-নিয়ে তাদের মধ্যে নবী (সাঃ)-এর সম্মুখে উচ্চবাচ্য হ'তে লাগলো। তখন এ আয়াতটি নাযেল হ'ল, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়ায থেকে তোমাদের আওয়ায বড় করো না ... আযীম" পর্যন্ত। ইবনে যুবায়ের বলেন, 'অতঃপর উমর (রাঃ) যখন নবী (সাঃ)-এর সাথে কথা বলতেন, গোপন আলাপকারী সাথীর ন্যায় বলতেন, (এত আস্তে বলতেন) যে নবী (সাঃ) দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা না করে নেয়া পর্যন্ত তাঁর কথা শুনা যেত না।' (বুখারী, কিতাবুল্ ইতিসাম)

৪৩৯। ছোট খাটো বিষয়ে নবী বা ধর্মীয় নেতার নিকট অধিক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩১৩। হে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা ঐ সকল বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের জন্য কষ্টের কারণ হবে এবং যদি তোমরা কুরআন নাযেল করার সময় ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে বিরত আছেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

১৩১৪। তোমাদের পূর্বেও এক জাতি এরূপ (বিষয়াদি সম্বন্ধে) প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু তারা তার অস্বীকারকারী হয়ে গেল। 'ক' (৫: ১০২-১০৩)

'ক' ২: ১০৯;

হাদীস

১১২৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমার পিতা কে?' তিনি বললেন, 'অমুক?' তখন আয়াত নাযেল হ'ল, 'হে মো'মেনগণ! এমন বিষয় সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করো না, তা যদি প্রকাশ করা হয় তবে তোমাদের খারাপ লাগবে' " (বুখারী- কিতাবুল্ ইতিসাম)।

১১২৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা আমাকে (প্রশ্ন করা থেকে) ছেড়ে দাও যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে কিছু বলি (অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া আমাকে প্রশ্ন করো না)। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্ন ও তাদের নবীদের সাথে মতভেদ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। তাই যখন আমি কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন কোন বিষয়ে আদেশ করি, তখন যতক্ষণ তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য থাকে তা করবে।' (বুখারী, কিতাবুল্ ইতিসাম)

১১২৬। হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুসলমানদের মধ্যে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি, যার প্রশ্ন করার কারণে এমন বিষয়সমূহ হারাম হয়েছে যা পূর্বে হারাম ছিল না।' (বুখারী, কিতাবুল্ ইতিসাম)

৯৩। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

৪৪০। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। গোসল, ওযু ও তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্র হবার নির্দেশ।

কুরআন

১৩১৫। অতঃপর তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে 'ক' (২২: ৩০)

১৩১৬। এবং অপবিত্র হলেও (নামাযের নিকট যেও না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করে লও, তা ব্যতিরেকে যে তোমরা মোসাফের অবস্থায় থাক, এবং যদি তোমরা পীড়িত থাক অথবা সফরে থাক (এবং অপবিত্র অবস্থায় হও) অথবা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ শৌচাগার হতে এসে থাক অথবা তোমরা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক এবং তোমরা পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এবং তোমাদের মুখমন্ডল এবং হস্তসমূহকে মুছে ফেল। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। 'খ' *(৪: ৪৪)

'ক' ২: ২২৩; ৭৪: ৫-৬;
'খ' ৫: ৭, ১০১;

---

* অপবিত্র হলেও (নামাযের নিকট যেও না) অর্থ – একজন লোক যখন সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় না থাকে, নামায পড়া তার জন্য সে অবস্থায় যেমন নিষেধ, সেরূপ অপবিত্র অবস্থায় থাকা কালেও তার জন্য নামায পড়া নিষেধ যে পর্যন্ত না সে গোসলের মাধ্যমে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে। যৌন কর্ম এক প্রকার শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে, যা গোসলের মাধ্যমে দূরীভূত করে শরীর ও মনের পবিত্রতা, প্রফুল্লতা ও সজীবতা নিশ্চিত করে নামায পড়তে হয়। (কুরআন মজীদ টীকা ৬১০)।

হাদীস

১১২৭। হযরত আবু মালিক আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন "পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।" (মুসলিম)

১১২৮। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের কাছে বেড়াতে আসলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার চুল ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। তখন তিনি বললেন, 'এ লোকটি কি এমন কোন জিনিসই পায় না যদ্বারা সে নিজের মাথার চুলগুলি পরিপাটি করে নিতে পারে?' আর এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার পরনে ছিল ময়লা জামা। তার সম্পর্কে বললেন, 'এ লোকটি কি এমন কিছু পায় না যদ্বারা নিজের কাপড় ধুয়ে নিতে পারে?' " (আহমদ ও নেসাঈ)

১১২৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'দাঁতন মুখকে পরিষ্কার করবার ও প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায়।' (নেসাঈ)

১১৩০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'পুরুষাঙ্গ যখন নারীর চার শাখার মধ্যে বসে সংগম করে তখন অবশ্যই তার জন্য গোসল ফরয হয়।' (বুখারী)

১১৩১। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রসূলে করীম (সাঃ)-কে বললেন, 'আমার রাত্রে গোসল ফরয হয়েছে। কী করতে হবে?' তিনি বললেন ওযূ কর, পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেল এবং শুয়ে থাক।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪৯৩। "কুরআন শরীফে এসেছে, 'ওয়ার রোজযা ফাহজুরা' অর্থাৎ সকল প্রকার নাপাকিকে বর্জন কর। হাজর দূরে চলে যাওয়াকে বলা হয়। যাতে এটা বুঝা যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীগণের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা আবশ্যকীয়। কারণ এক শক্তি অন্য শক্তির উপর ও একদিক অন্যদিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষের দু'টি অবস্থা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার উপর কায়েম থাকতে চায় তাকে বাহ্যিক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্ অন্য একস্থানে বলেছেন, 'ইন্নাল্লাহা ইয়োহেববাত তাওয়াবীনা ওয়া ইয়োহেববাল মোতাতাহহেরীন।' অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পবিত্রতা কামনা করে" (মলফূযাত, ১ম খন্ড)।

৪৯৪। "বাহ্যিক পবিত্রতা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার জন্য সাহায্যকারী ও সহযোগিতাকারী হয়ে থাকে। মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করে ফেলে এবং মল ত্যাগ করেও পানি ব্যবহার না করে তবে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা নিকটেও আসবে না। সুতরাং স্মরণ রেখ যে, বাহ্যিক পবিত্রতার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এ জন্যই প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয করা হয়েছে যেন সে অন্তত শুক্রবারে গোসল করে, নামাযের পূর্বে ওযূ করে, জামায়াত খাড়া হলে সুঘ্রাণ গ্রহণ করে" (মলফূযাত)।

৯৪। আত্ম-সচেতনতা

৪৪১। আল্লাহ্ মানুষের সকল কাজ প্রত্যক্ষ করেন সেজন্য মানুষকে সর্বদা আত্মসচেতন থাকতে হবে।

কুরআন

১৩১৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতীক্ষাস্থলে সতর্ক আছেন। (৮৯:১৫)

১৩১৮। এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন এবং তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। 'ক' (৫৭:৫)

১৩১৯। চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং বক্ষস্থল যা কিছু গোপন করে রাখে তিনি তা জানেন। (৪০:২০)

'ক' ৫০ : ১৭

হাদীস

১১৩২। হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নিজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং নিজেকে সর্বদা ক্ষতিকারক পদার্থ হতে দূরে রাখে এবং তার জন্য প্রচেষ্টা করে মৃত্যুর পর সে যার সম্মুখীন হবে। এবং নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে তার আকাঙ্ক্ষাসমূহে লাগাম জোরে এবং আল্লাহ্র নিকট তার নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষাসমূহ প্রার্থনা করে।' (তিরমিযী)

১১৩৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'তোমরা কোন জিনিসকে ক্ষুদ্র মনে করে আসক্ত হও, কিন্তু আমরা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সময় একে ভয়ঙ্কর মনে করে তা বর্জন করতাম।' (বুখারী)

মলফূযাত

৪৯৫। "সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দু বিসর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সে জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও। কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দন্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত, দ্রুত চল কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যা কিছু উপস্থিত করতে হবে তা পুনঃপুনঃ দেখে লও যেন কোন কিছু থেকে না যায় এবং ক্ষতির কারণ না হয় অথবা সকল কিছু পচা ও অচল বলে শাহী দরবারে পেশ করবার উপযোগী না হয়" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

৯৫। ইহসান

৪৪২। সৃষ্ট জীবের উপকার করার নির্দেশ। মানব প্রেম।

কুরআন

১৩২০। আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করবার এবং আত্মীয়-স্বজনকে (দান করবার ন্যায় অন্য লোকদেরকেও) দান করবার আদেশ দিচ্ছেন এবং (সর্ব প্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। 'ক' * (১৬:৯১)

১৩২১। ইহসানের (সদাচরণের) বিনিময় ইহসান (সদাচরণ) ব্যতীত আর কি হতে পারে? **(৫৫:৬১)

'ক' ১৬: ৩১; ৩৯: ১১; ৪২: ২৪;

---

* এই আয়াতে তিনটি আদেশাজ্ঞা ও তিনটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটা মানুষকে ন্যায় বিচার, অপরের প্রতি ভাল ব্যবহার এবং সকলের প্রতি আত্মীয় সুলভ সদয় ব্যবহার করার জন্য আদেশ দেয় এবং অশ্লীল আচরণ, প্রকাশ্য পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করে। ন্যায় বিচারের মর্ম হল: একজন মানুষ অপরের সাথে সেরূপ আচরণ করবে যেরূপ সে অপরের নিকট হ'তে পেতে পারে। সে অপরের নিকট হতে যে পরিমাণ উপকার অথবা অপকার লাভ করবে, প্রতিদানে সমতুল্য হিত বা অহিত সাধন করবে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৫৭০)

** ইহসান শব্দের অর্থ – আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে করা যেন ইবাদতকারী তাঁকে স্বচক্ষে দেখছে, অন্তত: এতটুকু একাগ্রতা থাকা যে, আল্লাহ তাঁকে স্বয়ং দেখছেন (বুখারী)। এর অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, সত্যিকার মো'মেন প্রতিটি কাজ, কর্ম ও পদক্ষেপ নিবার সময় আল্লাহ্তাআলাকে তার চোখের সামনে রাখে। আর এর ফলস্বরূপ সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিরূপ পুরস্কারে ভূষিত হয়। আর আল্লাহ্র এই সন্তুষ্টি সমূদয় বেহেশ্তী পুরস্কারের সামগ্রিক রূপ। (কুরআন মজীদ টীকা ২৯৪৭)

হাদীস

১১৩৪। হযরত হিসাম ইবনে হাকিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা দামেস্কে কয়েকজন নন মুসলিম কৃষকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং যাদের মাথায় জলপাই-এর তেল ঢালা হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি হচ্ছে?" তখন তাঁকে বলা হল, "ট্যাক্স আদায়ের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।" একথা শুনে হযরত হিসাম (রাঃ) বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিবে যারা ইহজগতে জনগণকে কষ্ট দেয়।" অতঃপর তিনি গভর্ণরের নিকট গেলেন, তাকে এ কথা বললেন। তখন গভর্ণর লোকগুলিকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন। (মুসলিম)

১১৩৫। হযরত আনাস ও হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সমস্ত মখলুক আল্লাহ্তাআলার পরিবার। সুতরাং মখলুকের মধ্যে আল্লাহ্তাআলার কাছে সে-ই সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে আল্লাহ্র পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে" (বায়হাকী)।

১১৩৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "ঈমানদার হ'ল ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যে অন্যকে ভালবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে না" (আহমদ, বায়হাকী)।

১১৩৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এক সময় একটি কুকুর একটি কুয়ার চারিদিকে ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল যে, পানির পিপাসায় সে এখনই মারা যাবে। এমন সময় বনী ইসরাঈলের বেশ্যা নারীদের এক পতিতা নারী কুকুরটিকে দেখল। তখন সে তার জুতা খুলল এবং (তা দিয়ে) কুকুরটিকে পানি পান করাল। এ কারণে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন" (বুখারী, কিতাবুল বাদউল্ খালক)।

১১৩৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল (খানা দানা কিছুই দেয় নি)। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মারা গেল। বিড়ালটির এ ব্যাপারেই সে জাহান্নামে গেল। বিড়ালটিকে বাঁধার

পর থেকে মহিলাটি তাকে কিছুই খেতে দেয় নি, পানও করায় নি। আর তাকে ছেড়েও দেয় নি। (ছেড়ে দিলে) সে মাটির পোকামাকড় খেতে পারত।' (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

১১৩৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, কোথায় তারা, যারা আমার গৌরব ও মহিমার জন্য পরস্পর পেয়ার মহব্বত পোষণ করত? আজ যখন আমার ছায়া ছাড়া কোন ছায়া নেই, আমি তাদেরকে আমার রহমতের ছায়াতলে তাদের স্থান দিব" (মুসলিম, কিতাবুল বিররেওয়াস সালাহ)।

মলফূযাত

৪৯৬। "আল্লাহ্র খাতিরে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর যাতে আকাশ হতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। ... তোমাদের সর্ব প্রকার পার্থিব ঘৃণা-বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং আল্লাহ্র মধ্যে বিলীন হয়ে যাও" (গভর্ণমেন্ট ইংরেজ আওর হাম)।

৪৯৭। "কুরআন শরীফে এসম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, 'ইন্নাল্লাহা ইয়া' মুরুবেল আদলে ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাঈজিল কুরবা।' অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা তোমাদের নিকট শুধু এটাই চান যে, তোমরা সমস্ত মানব জাতির সাথে আদল বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার কর। তদুপরি যারা তোমাদের কোন উপকার করে নি তাদের প্রতিও এহসান কর। অধিকন্তু তোমরা খোদাতাআলার সৃষ্ট জীবের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেরূপ সহানুভূতি আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যথা মাতা নিজ সন্তানের প্রতি করে থাকেন" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

৯৬। অঙ্গীকার

৪৪৩। কারো সঙ্গে অঙ্গীকার করলে তা পালন করার নির্দেশ।

কুরআন

১৩২২। এবং তোমরা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কারণ নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। 'ক' (১৭:৩৫)

'খ' ২ : ১৭৮; ৩ : ৭৭; ৫ : ২; ৯ : ৪; ২৩ : ৯; ৭০ : ৩৩;

হাদীস

১১৪০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ বলেন, 'বিচার দিবসে আমি তিন ব্যক্তির সঙ্গে বিতর্ক করব, যে আমার নামে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, যে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস করে বিক্রয় করে এবং তার অর্থ গ্রাস করে, এবং যে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে তার দ্বারা তার চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিয়ে প্রাপ্য অর্থ দেয় না'" (বুখারী)।

১১৪১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুনাফেকের চিহ্ন তিনটি, যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং যখন কোন আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে" (বুখারী)।

১১৪২। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথাগুলি বলেননি যে, 'যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দীনও নেই (অর্থাৎ এসকল লোকের কামেল ঈমানও কামেল দীন নেই)" (মেশকাত)।

মলফূযাত

৪৯৮। "যে স্বামী স্ত্রীর সাথে ও যে স্ত্রী স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে আমার জামাতভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে যা বয়াত করবার সময় করেছিল কোন অংশে ভঙ্গ করে সে আমার জামাতভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

৪৪৪। অঙ্গীকারকৃত কোন চুক্তিপত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩২৩। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তবে নিশ্চয় যা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট আছে তা তোমাদের জন্য উত্তম। 'ক' * (১৬ : ৯৬)

'ক' ৩:৭৮

---

* যখন কোন জাতি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়, তখন তারা সাধারণতঃ সকল প্রকার প্রলোভনের শিকার হয়। তাদের শত্রুরা তখন তাদেরই মধ্য হতে গুপ্তচর নিয়োগ করে এবং মোটা অংকের ঘুষের প্রলোভন দ্বারা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করতে চায়। এহেন অবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ্‌তাআলা এরশাদ করছেন, 'লাতাশতারু বেআহদিল্লাহে সামানান কালীলান,' অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না।' (কুরআন মজীদ টীকা ১৫৭৫)

হাদীস

১১৪৩। হযরত সা'আদ উবায়দাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আবু আবদুর রহমান ওসমান ইবনে আতিয়াহ উলুব্‌ববীকে বললেন, 'আমি জানি তোমাদের এ সঙ্গী (আলী) কি কারণে রক্তপাতে সাহসী হয়ে উঠেছেন। তাঁকে (আলী) আমি বলতে শুনেছি, নবী করীম (সাঃ) আমাকে ও জুবায়েরকে প্রেরণ করে নির্দেশ দিলেন, অমুক বাগানের দিকে দ্রুত চলে যাও। সেখানে একটি মহিলাকে দেখতে পাবে, তার নিকট হাতেব একখানা পত্র দিয়েছে। সেই পত্রখানা ছিনিয়ে আনবে। অতএব আমরা [নবী (সাঃ)-এর কথায়] উক্ত বাগানে পৌঁছে মহিলাকে বললাম, তোমার নিকট যে পত্র আছে তা বের করে দাও। মহিলাটি বলল– সে তো আমাকে কোন পত্র দেয় নাই। আমরা বললাম– পত্র বের কর, নইলে আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে অনুসন্ধান করবো। এরপর মহিলাটি তার কোমর হতে পত্রখানি বের করে দিল। তিনি (নবী-সাঃ) হাতেবকে লোক পাঠিয়ে ডাকলে হাতেব এসে বলল, আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবেন না। আল্লাহ্‌র শপথ আমি কুফরী এখতিয়ার করি নি। বরং ইসলামের প্রতি আমার আসক্তি ও অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে,) আনসার ও মোহাজের সাহাবাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, মক্কায় যার অর্থ-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কেউ নেই। কিন্তু আমার জন্য কেউই নেই। তাই আমি মনে করলাম যে, তাদের (মক্কাবাসী কাফের) প্রতি কিছুটা এহসান করি (যদ্দরুন আমার অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন রক্ষা পাবে।) নবী (সাঃ) তার বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করলেন। উমর (রাঃ) বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান কেটে ফেলি, কেননা সে মোনাফেকী করেছে।' একথা শুনে নবী (সাঃ) বললেন, 'তুমি অবগত নও। আল্লাহ্‌ই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা ভালভাবে জানেন। আল্লাহ্ তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমাদের যেমন ইচ্ছা আমল কর। আর এটিই তাকে একাজে সাহস যুগিয়েছে' " (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

৪৪৫। আল্লাহ্‌র সাথে বনী ইসরাঈলদের কৃত অঙ্গীকারসমূহ। অঙ্গীকার পালনের জন্য তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তাদের অঙ্গীকার পালন না করার পরিণাম।

কুরআন

১৩২৪। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না, এবং সদয় ব্যবহার করবে পিতা মাতার সাথে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে এবং এতীমদের সাথে এবং মিস্‌কীনদের সাথে এবং তোমরা লোকের সাথে সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে,' কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে বাকী সকলেই পরান্মুখ হয়ে ফিরে গেল।

১৩২৫। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং নিজ (জাতির লোক)দেরকে স্ব স্ব গৃহ হতে বহিষ্কার করবে না,' এবং তোমরা তা স্বীকার করেছিলে, এবং তোমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। 'ক' (২ : ৮৪-৮৫)

১৩২৬। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যে নেয়ামত আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম, এবং তোমরা আমার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও (তোমাদের সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করব, এবং আমাকেই ভয় কর। (২ : ৪১)

১৩২৭। সুতরাং তাদের নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাদেরকে অভিসম্পাত করেছিলাম এবং তাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করে দিয়েছিলাম। ('খ' (৫ : ১৪)

'ক' ২ : ৬৪, ৯৪; ৪ : ১৫৫; ৫ : ১৩;
'খ' ২ : ৮৬-৮৭; ৪ : ১৫৬;

হাদীস

১১৪৪। হযরত যাহ্‌হাক ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্‌পাক এ আয়াতে ইহুদীদের চরিত্র উল্লেখ করার পর তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা নিজেরা যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছ, অনুরূপভাবে যারা এখনও স্বীকৃতি দেয় না অথবা স্বীকৃতি দেয়া থেকে বিরত রয়েছে তাদেরকে তোমরা এই কলেমার প্রতি আহ্বান জানাতে থাক। কেননা এটাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়" (তফ্‌সীরে তাবারী)।

১১৪৫। হযরত আবুল আলিয়াহ্‌ (রঃ) বলেছেন, "বনী ইসরাঈলের কোন গোত্র দুর্বল হলে, অন্যরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে নির্বাসিত করল। অথচ তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তারা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের তাদের ঘরবাড়ী থেকে নির্বাসিত করবে না" (তফসীরে তাবারী)।

৯৭। শপথ

৪৪৬। বিশেষ কারণ ব্যতীত আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিষিদ্ধ। বৃথা বা নিরর্থক শপথ ব্যতীত আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে তা পালন বাধ্যতামূলক। ভাল কাজ না করার শপথ নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩২৮। এবং তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌কে (প্রতিবন্ধকরূপে) লক্ষ্যস্থল করো না–তোমাদের পুণ্যকর্ম এবং তাকওয়া অবলম্বন করার এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 'ক'

১৩২৯। আল্লাহ্ তোমাদের বৃথা শপথগুলির জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন তার জন্য যা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমতাশীল, পরম সহিষ্ণু। 'খ' (২ : ২২৫-২২৬)

১৩৩০। এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনকে এবং মিসকীনগণকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (২৪ : ২৩)

'ক' ২৪ : ৫৪; ৬৮ : ১১;

'খ' ৫ : ৯০;

হাদীস

১১৪৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পারিবারিক ব্যাপারে কসম করে সে মস্তবড় পাপী। এমনকি কাফ্‌ফারা তাকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত করবে না" (বুখারী, কিতাবুল আইমানে ওয়ান নুযুর)।

১১৪৭। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কারো শপথ করতেই হয় সে যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে" (বুখারী–ঐ)।

১১৪৮। হযরত হারিস ইবনে ওয়াহাব খুযায়ী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে কিছুসংখ্যক জান্নাতবাসীর পরিণতি জানাবো না? তারা দুর্বল ও নম্র স্বভাবসম্পন্ন লোক। যারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন।" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)

১১৪৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের অনিচ্ছাকৃত কসমের জন্য শাস্তি দিবেন না।' এ আয়াতটি মানুষ কথায় কথায় যেমন বলে আল্লাহ্‌র কসম এমন নয়, আল্লাহ্‌র কসম, হ্যাঁ এমন, এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল" (বুখারী, কিতাবুল আইমানে ওয়ান্ নুযুর)।

১১৫০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করবে আর (জাহান্নামের) আগুন তাকে স্পর্শ করবে এমনটি হতে পারে না। অবশ্য (আল্লাহ্‌তাআলা) তার শপথ হালাল করার জন্য একবার তাকে সেখানে নিবেন" (বুখারী–ঐ)।

মলফূযাত

৪৯৯। "ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদেরকে একথা বলে না যে, কখনও কোন শপথ করো না। বরং এই শিক্ষা দেয় যে, অনর্থক কোন শপথ করো না। কোন কোন অবস্থায় তা মীমাংসায় পৌঁছিতে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌তাআলা প্রমাণের কোন সূত্রকে বিনষ্ট করতে চান না। কেননা তাতে তাঁর উদ্দেশ্য বিফল হয়। এটা স্বাভাবিক যে, যদি কেহ কোন বিচার্য বিষয়ে সত্য গোপন করে তবে মীমাংসার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় এবং আল্লাহ্‌তাআলাকে সাক্ষ্য করে উক্তি করাকে শপথ বলে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

৪৪৭। আল্লাহ্‌র নামে উচ্চারিত শপথ ভঙ্গ ও মিথ্যা শপথ নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩৩১। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর, যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকা করার পর ভঙ্গ করো না, কেননা তোমরা আল্লাহ্‌কে নিজেদের জামিন করে নিয়েছ। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তা জানেন।

১৩৩২। এবং তোমরা সেই মহিলার মত হয়ো না যে, নিজের কাটা সূতাকে পাকা করবার পর কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল। তোমরা নিজেদের শপথকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধোঁকার উপায়স্বরূপ ব্যবহার করছ যেন এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হ'তে পারে। 'ক' (১৬ : ৯২-৯৩)

১৩৩৩। এবং তোমরা তোমাদের শপথকে একে অপরের ধোঁকার উপায়স্বরূপ করে নিও না নচেৎ (তোমাদের) কদম প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্খলিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে (লোকদেরকে) বিরত রাখার কারণে তোমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হবে তখন তোমাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত হবে। 'খ' (১৬ : ৯৫)

'ক' ২ : ২২৬; ৫ : ৯০;
'খ' ৩ : ৭৮; ৫৮ : ১৫-১৯;

হাদীস

১১৫১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্‌ কসমের কাফ্‌ফারা নাযিল করা পর্যন্ত হযরত আবূবকর (রাঃ) তাঁর কোন কসম ভঙ্গ করেন নি। তিনি বলেছেন, 'আমি যখন কোন কসম করি আর তার বিপরীত করাকে উত্তম দেখি তখন সেটাই করি যা উত্তম এবং কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করি'" (বুখারী)।

১১৫২। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করে সে আল্লাহ্‌র সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর ক্ষুব্ধ থাকবেন। এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ্‌ নাযেল করেছেন, "নিশ্চয় যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং কসমকে বিক্রয় করে...। আয়াতের (শেষ পর্যন্ত)।" (বুখারী)

মলফূযাত

৫০০। "সুতরাং আমাদের জামায়াতের মধ্যে এক ব্যক্তিও এমন থাকা উচিত নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে; এক ব্যক্তিও এমন থাকা উচিত নয়, যার সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এই ব্যক্তি বদদেয়ানত!....আমি আশা করি যে, জামায়াতের প্রত্যেক ব্যক্তি মিথ্যা এবং বদদেয়ানতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য চেষ্টা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মিথ্যা ও বদদেয়ানতিকে নিশ্চিহ্ন করতে সাফল্যমণ্ডিত হব, ততক্ষণ পর্যন্ত জামায়াত কষ্টি পাথরে বিকশিত হতে ও পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না" [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)–জুমুআর খুতবা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫]

৪৪৮। প্রত্যাহারযোগ্য শপথ, আন্তরিকভাবে কৃত গুরুত্বপূর্ণ শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা।

কুরআন

১৩৩৪। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের (এমন) কসম সমূহকে ভেঙ্গে ফেলা ফরয করেছেন (যদ্বারা কষ্ট ও কলহ সৃষ্টি হয়), বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। (৬৬:৩)

১৩৩৫। তোমাদের কসমসমূহের মধ্যে নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমরা যে দৃঢ় কসম খাও তার (ভঙ্গের) জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন। সুতরাং তার কাফ্ফারা হবে দশজন দরিদ্র ব্যক্তিকে মধ্যমশ্রেণীর খাবার দেয়া যা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদেরকে বস্ত্র দেয়া অথবা একজন গোলামকে মুক্ত করা। কিন্তু যে ব্যক্তির সামর্থ্য না পায় তবে (তার জন্য) তিনদিনের রোযা ধার্য। এটাই হবে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম খাও। তোমরা তোমাদের কসমসমূহের হেফাযত কর। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজ আয়াতসমূহকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৫ : ৯০)

হাদীস

১১৫৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! যদি তোমাদের কেউ পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কসম করে এবং সে এর কাফ্ফারা আদায় করার পরিবর্তে, যা আল্লাহ্ ফরয করেছেন, কসমে অটল থাকে, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট গুনাহগার হবে।' (বুখারী)

১১৫৪। হযরত আবূ বুরদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম, ইনশাআল্লাহ্ আমি যখন কোন ব্যাপারে কসম করি এবং পরে তার বিপরীত জিনিসই উত্তম দেখি, তখন আমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করি এবং যা উত্তম তা করি। অথবা (তিনি বলেছেন) 'আমি সে উত্তম কাজটি আগে করি, (অর্থাৎ কসম ভঙ্গ করি) পরে কসমের কাফ্ফারা আদায় করি।' (বুখারী)

১১৫৫। হযরত নাফে (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর প্রথম প্রবর্তিত পরিমাপ (মুদ্দ) দ্বারা রমযানের যাকাত (অর্থাৎ ফিতরা) আদায় করতেন। এবং কসমের ব্যাপারে নবী (সাঃ)-এর মুদ্দ (পরিমাপ) দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করতেন। আবূ কুতাইবাহ্ বলেন, ইমাম মালেক (রঃ) আমাদেরকে বলেছেন, আমাদের মুদ্দ (পরিমাপ) তোমাদের মুদ্দ (পরিমাপ)-এর চেয়ে বড়। আমরা মনে করি, নবী (সাঃ)-এর মুদ্দ (পরিমাপ)-এর মধ্যেই এ বর্ধিত অংশ রয়েছে" (বুখারী)।

৪৪৯। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র কসমের তাৎপর্য।

কুরআন

১৩৩৬। অবশ্যই আমি নক্ষত্ররাজির পতনের কসম খাচ্ছি–
১৩৩৭। নিশ্চয় এটা মহান কসম, যদি তোমরা জানতে–'ক'
১৩৩৮। নিশ্চয় এটা মহাসম্মানিত কুরআন, (৫৬ : ৭৬-৭৮)
১৩৩৯। কসম * তাদের যারা (শত্রুর মোকাবেলায়) দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান,
১৩৪০। এবং যারা (দুষ্কৃতকারীগণের) কঠোরভাবে তিরস্কারকারী,
১৩৪১। এবং যারা উপদেশবাণীর (কুরআনের) আবৃত্তিকারী,
১৩৪২। নিশ্চয় তোমাদের মা'বূদ একই, (৩৭ : ২-৫)

'ক' ৩৮ : ২; ৫০ : ২; ৫১ : ২; ৫২ : ২-৮; ৫৩ : ২; ৬৮ : ২; ৭৫ : ২; ৭৭ : ২; ৮৫ : ২; ৮৬ : ২; ৮৯ : ২; ৯০ : ২; ৯১ : ২-৮; ৯২ : ২-৪; ৯৩ : ২-৩; ৯৫ : ২-৫; ১০০ : ২; ১০৩ : ২;

---

* ওয়া অর্থ : ও, অতঃপর, যখন, একই সময়, সাথে, একত্রে, কিন্তু, অথচ, এটা 'রুববা'র সমার্থবোধক যেমন প্রায়ই, সময় সময়, হয়ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি কসম বা শপথ গ্রহণার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন অর্থ দাঁড়ায়–আমি অমুকের বা অমুক জিনিসের নাম নিয়ে শপথ করছি বা আমি শপথপূর্বক সাক্ষ্য দিচ্ছি বা সাক্ষীরূপে পেশ করছি (আকরাব, লেইন)। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌ কোন জীবের নামে শপথ করেছেন বা কোন জিনিসের নামে শপথ করেছেন অর্থাৎ ঐ জীব বা জিনিসটাকে সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করেছেন। সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র নামে যখন কোন ব্যক্তি শপথ নিয়ে কথা বলে, তখন তার উদ্দেশ্য থাকে : (১) প্রয়োজনীয় সাক্ষীর অভাব পূরণ করা, (২) তার কথার ওজন বৃদ্ধি করা, (৩) তার বক্তব্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করা। অন্য কোন সামগ্রী না থাকায় এভাবে আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্যরূপে পেশ করে সে বলতে চায় যে, সে সত্য কথা বলছে। কিন্তু কুরআনে ব্যবহৃত শপথের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ঐ শপথের মধ্যে প্রায়শঃ স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং তার মাধ্যমে মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, আধ্যাত্মিক নিয়মনীতিও অনুরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই কার্যে পরিণত হয়। কুরআনী শপথের উদ্দেশটি হল, ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা, যার পরিপূর্ণতার মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠিত ও সাব্যস্ত হয়ে যায়। শেষোক্ত উদ্দেশ্যটিই এই শপথের মধ্য বিদ্যমান রয়েছে। (কুরআন মজীদ–টীকা, ২৪৬৫)

হাদীস

১১৫৬। হযরত আবূ কাতাদাহ্‌ (রাঃ) বলেন, "হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট লা-হা-আল্লাহ্‌ এর মধ্যে হা শব্দ কসম অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণত 'ওয়াও' 'বা' এবং 'তা' (যেমন) ওয়াল্লাহি এবং তাল্লাহি শব্দদ্বারা কসম করা হয়। (বুখারী, কিতাবুল্‌ আইমানে ওয়ান্‌ নুযুর)

মলফূযাত

৫০১। "অতএব জানা আবশ্যক, কসম করবার মূল উদ্দেশ্য হ'ল কসমকারী তার দাবীর সমর্থনে এক সাক্ষ্য উপস্থিত করতে চায়। কারণ যে ব্যক্তির দাবীর অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, সে সাক্ষীর পরিবর্তে আল্লাহ্‌তাআলার কসম এজন্য করে যে, আল্লাহ্‌ হলেন আলেমুল গায়েব এবং প্রত্যেক মোকদ্দমার তিনিই প্রথম সাক্ষী। অন্য কথায় সে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য এ প্রকারে উপস্থিত করে যে, এই কসমের পর আল্লাহ্‌তাআলা চুপ থাকলে এবং তার উপর আযাব নাযেল না করলে প্রকারান্তরে তিনি ঐ ব্যক্তির বিবৃতিকে সাক্ষীদের ন্যায় সমর্থন করলেন। সেজন্য কোন সৃষ্টের জন্য অন্য কোন সৃষ্টবস্তুর কসম খাওয়া উচিত নয়। কারণ কোন ব্যক্তিই 'আলেমুল গায়েব' নয় এবং মিথ্যা দিব্য দিবার শাস্তি দিতেও পারে না। কিন্তু আলোচনাধীন আয়াতগুলিতে (৯২ : ২-৮) আল্লাহ্‌র কসম করা মানুষের কসম করার মত নয় বরং তদ্বারা আল্লাহ্‌তাআলার বিধানের দু'প্রকার ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। এক প্রত্যক্ষ যা সকলেই বুঝতে পারে এবং যাতে কারও মতবিরোধ নেই। দ্বিতীয়, ঐ ক্রিয়া যা প্রচ্ছন্ন ও যুক্তি প্রয়োগে বোধগম্য হয়। এতে মানুষ ভুল করে এবং পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য থাকে। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াকে মানুষের নিকট প্রমাণ করতে চেয়েছেন" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

৪৫০। মানত (শর্তযুক্ত শপথ) সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১৩৪৩। এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর অথবা যা কিছু তোমরা নজর মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন এবং যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। 'ক' * (২ : ২৭১)

'ক' ২২ : ৩০; ৭৬ : ৮;

* হাদীসে আছে রসূলে আকরাম (সাঃ) বাধ্যতামূলক নয় এমন কোন সৎকর্ম করার জন্য শর্তযুক্ত শপথ করা অনুমোদন করেন নি। কিন্তু যদি কেউ নিজ হতে এরূপ শপথ করে ফেলে তবে তা পূরণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। (কুরআন শরীফ টীকা–৩৪১)

হাদীস

১১৫৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মানত করো না। কেননা মানত তকদীরের কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না, অবশ্য এর দ্বারা কৃপণের কিছু ব্যয় হয় মাত্র।' (বুখারী, মুসলিম)

১১৫৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন অবশ্যই তা করে। আর যে ব্যক্তি তার নাফরমানী করার মানত করে সে যেন নিশ্চয় তা না করে।' (বুখারী)

১১৫৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ ইবনে উবায়দা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট হ'তে এই ফতোয়া চাইলেন যে, তাঁর মায়ের উপর একটি মানত ছিল। কিন্তু তা পূরণ করার পূর্বেই তিনি মারা গিয়েছেন। তিনি উত্তরে বললেন, 'তার পক্ষ হ'তে তুমি তা আদায় করবে।' (বুখারী, মুসলিম)

১১৬০। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'গুনাহর কাজে মানত নেই এবং এর কাফ্ফারা হ'ল কসমের কাফ্ফারার ন্যায়।' (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

৯৮। নিঃস্বার্থতা

৪৫১। প্রকৃত মো'মেন শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই সৎকাজ করে-কোন স্বার্থের বিনিময়ে নয়।

কুরআন

১৩৪৪। এবং তারা তাঁরই প্রেমে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়। 'ক'

১৩৪৫। (এবং তাদেরকে বলে,) "আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না।'

১৩৪৬। 'নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে (আসন্ন) ভ্রুকুঞ্চনকারী এবং মুখ বিকৃতকারী দিনকে ভয় করি।' 'খ' (৭৬:৯-১১)

'ক' ২:১৭৮; 'খ' ৫৯:১০

হাদীস

১১৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "এলেম, যদ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করা যায়, দুনিয়ায় কোন সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যেই যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে সে কিয়ামতের দিন বেহেশ্‌তের গন্ধও লাভ করতে পারবে না" (আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্‌)।

১১৬২। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তিনটি বিষয় এমন, যে সম্পর্কে কোন মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না, (১) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাজ করা (এখলাছ) (২) মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) তাদের জামায়াতকে আঁকড়িয়ে থাকা। কেননা তাদের (মুসলমাদের) দোয়া তাদের পরবর্তীদের (মুসলমানদের) শামিল করে নেয়। (শাফেঈ) কিন্তু বায়হাকী তাঁর 'মাদখাল'-এ এটা হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ'তে আর ঈমাম আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (মেশকাত)

মলফূযাত

৫০২। "ইসলাম শুধু এটুকই নয় যে, গতানুগতিক প্রথাস্বরূপ নিজেকে কালেমাধারী আখ্যা দেয়া। বরং ইসলামের প্রকৃত অর্থ হ'ল এই যে, তোমাদের আত্মা আল্লাহ্‌তাআলার আস্তানায় প্রণত হোক এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর আদেশসমূহ সকল দিক দিয়ে সকল স্তরে তোমাদের দুনিয়ার (পার্থিব স্বার্থের) উপর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করুক" (তাযকেরাতুশ্‌ শাহাদাতায়ন, পৃঃ ৯৫)।

৯৯। শান্তিপ্রিয়তা

৪৫২। ঝগড়া-ফাসাদ না করে শান্তিতে বসবাস করার নির্দেশ।

কুরআন

১৩৪৭। এবং রহমানের (আল্লাহথথর) প্রকৃত বান্দা তারা, যারা ভূপৃষ্ঠের উপর নম্র হয়ে চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা (কোন বিবাদ না করে) বলে, 'সালাম'। 'ক' (২৫:৬৪)

'ক' ৮:৬২; ২৮:৫৬;

হাদীস

১১৬৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হলো ঝগড়াটে লোক।' (বুখারী)

১১৬৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা কোন মুসলমান ভাই-বোনদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করবে না, ঠাট্টা করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না যা রক্ষা করতে পারবে না" (তিরমিযী)।

১১৬৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি না-হক মিথ্যা পরিত্যাগ করে তার জন্য বেহেশ্‌তের এক প্রান্তে প্রাসাদ তৈরি করা হবে এবং যে ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থেকে ঝগড়াঝাটি পরিহার করে, তার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যস্থলে প্রাসাদ তৈরী করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে উত্তমভাবে গড়ে তোলে তার জন্য বেহেশ্‌তের সর্বোচ্চ স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

৫০৩। "অকল্যাণ পরিহার সংক্রান্ত নৈতিকগুণের তৃতীয় অবস্থাকে আরবীতে 'হুদনা ও হুনা' বলে। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যুলুম করে কাকেও দৈহিক কষ্ট না দেয়া, নিরুপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তির সাথে জীবন যাপন করা। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকগুণ এবং যা মানবতার জন্য অত্যাবশ্যক" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫০৪। "আমি অত্যন্ত তাগিদের সাথে আমার জামাতকে, তারা যেখানেই বাস করুক না কেন, কোন প্রকারের মোকাবেলা ও বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হতে নিষেধ করি। যদি কারও ঘটনাক্রমে কোন রুঢ় ও অশালীন কথা শুনতে হয় তবে তা উপেক্ষা করবে" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড)।

১০০। দয়া।

৪৫৩। সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন ইসলামী বিধান।

কুরআন

১৩৪৮। এবং যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন তদ্রূপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, 'ক' (২৮:৭৮)

১৩৪৯। মো'মেনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল ও দয়াময় 'খ' (৯:১২৮)

'ক' ৩০:২২; ৫৭:২৮;৯০:১৮

'খ' ৩:১৬০; ১৫:৮৯:২৬:২১৬; ৪৮:৩০

হাদীস

১১৬৬। হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেককেই নম্র ও দয়ার্দ্র ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। এমনকি যদি তোমরা কোন জন্তুকে মার তবে এতেও দয়া প্রদর্শন করবে। যখন কোন পশুকে যবাই কর তখন উত্তম ও দয়াপূর্ণ উপায়ে যবাই করবে যেমন ছুরিকে তীব্র ধার করবে এবং এভাবে তোমরা যবাইকৃত পশুকে আরাম দিবে।' (মুসলিম-কিতাবুল্ হায়াত)

১১৬৭। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'লোকের প্রতি যে দয়া করে না, আল্লাহ্তাআলাও তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারী, মুসলিম)

১১৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'পরম দয়ালু আল্লাহ্ দয়ালু লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়ালু হও তবে আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়ালু হবেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

১১৬৯। হযরত নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনে, প্রেম ভালবাসায়, মায়া-মমতায় এবং একের ভালবাসায় ছুটে আসা ঈমানদারদেরকে তুমি একটি দেহের সমতুল্য দেখবে। দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরের শরীক হয়ে যায়। (ঈমানদারদের সমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।)' (বুখারী)

১১৭০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্তাআলা দয়া মায়াকে একশো ভাগ করেছেন। এর থেকে নিজেদের কাছে রেখেছেন নিরানব্বই ভাগ। আর পৃথিবীতে নাযিল করেছেন একভাগ। (সৃষ্ট জগতের) প্রাণীকূল যে একে অপরের প্রতি দয়া মায়া দেখায়, তা এক ভাগের কারণেই। এমনকি শাবক ব্যথা পাবে এ ভয় ঘোড়াটি যে তার শাবকের উপর থেকে পা তুলে নেয়, তা-ও এই একভাগ দয়া মায়ার কারণেই।' (বুখারী)

মলফূযাত

৫০৫। "আল্লাহ্র খাতিরে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যাতে আকাশ হতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। তোমরা সর্বপ্রকার হীন পার্থিব ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং আল্লাহ্র মধ্যে বিলীন হয়ে যাও" (গভর্ণমেন্ট ইংরেজ আওর জেহাদ)।

১০১। ধৈর্য

৪৫৪। ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী। বিপদে হতাশ না হবার নির্দেশ। ধৈর্যশীলদের পুরস্কার। আল্লাহ্ অতি ধৈর্যশীল।

কুরআন

১৩৫০। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। 'ক' (৪০:৫৬)

১৩৫১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। 'খ' (২:১৫৪)

১৩৫২। মানুষ নিজ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে কখনও ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যদি কোন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখনই সে নিরাশ হয়ে পড়ে। 'গ' (৪১:৫০)

১৩৫৩। তোমাদের উপর সালাম, কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, অতএব, (দেখ তোমাদের জন্য শেষ) আবাসস্থলের কত উত্তম পরিণতি! 'ঘ' (১৩:২৫)

১৩৫৩ক। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু (২ : ২২৬)

'ক' ২;১৭৮, ২১৫;৩:১৮,১৪৩, ১৮৭, ২০১; ৪:২৬; ৬:৩৫; ১১:১১৬,১৬:১২৭, ১২৮: ২১:৮৬; ৩০:৬১; ৩৩:৩৬; ৪২;৪৪; ৪৬:৩৬; ৪৭:৩২; ৬৮:৪৯; ৭০:৬; ৭৩:১১; ৭৬:২৫;৯০:১৮; ১০৩:৪;
'খ' ২: ৪৬, ২৫০,২৫১; ৩:১২১, ১৪৭ ; ৭:১২৯; ৮:৪৭;
'গ' ১১:১০;১৭:৮৪; ৩০:৩৭; ৭০:২০-২১;
'ঘ' ২:১৫৬; ৭:১২৭; ১১: ১২;১২:৯১; ১৩:২৩-২৪; ১৬:৯৭; ২২:৩৫-৩৬;২৩:১১২; ২৮:৫৫,৮১; ৩১:১৮; ৩৭:১০৩; ৩৯:১১; ৭৬:১৩-২৩;

হাদীস

১১৭১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'যদি আমি পৃথিবীবাসী কোন মো'মেন বান্দার প্রিয়জনকে নিয়ে যাই, তখন যদি সে ধৈর্য ধারণ করে তবে আমার নিকট তার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন পুরস্কার নেই" (বুখারী)।

১১৭২। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি যেন এখনও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে তাকাচ্ছি যখন তিনি কোন একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন যাকে তাঁর আপন কওমের লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিল, আর তিনি নিজের চেহারা হতে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার কওমের অপরাধ ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা অজ্ঞ" (বুখারী, মুসলিম)।

১১৭৩। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এমন কেউ নেই যে কষ্টদায়ক কথা শুনে আল্লাহ্‌র চেয়েও বেশি ধৈর্য ধারণ করতে পারে। অনেক লোক তাঁর (আল্লাহ্‌র) সন্তান থাকার কথা বলে থাকে, এসব সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কল্যাণ ও রিযক প্রদান করেন" (বুখারী)।

১১৭৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। "একব্যক্তি হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে গালি দিল। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বসা ছিলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে মৃদু হাসছিলেন। লোকটি যখন আরও বেশি গালি দিতে লাগল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তার কোন কোন কথার প্রতিবাদ করতে লাগলেন। এতে নবী (সাঃ) রেগে উঠে চলে গেলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) ও তাঁর পিছে গেলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে গালি দিচ্ছিল, তখন তো আপনি বসা ছিলেন। আর যখন আমি তার কোন কোন কথার প্রত্যুত্তর করলাম, তখন আপনি রাগ করে উঠে আসলেন,' তিনি বললেন, 'তোমার সাথে একজন ফিরিশ্‌তা ছিলেন, যিনি লোকটির জওয়াব দিচ্ছিলেন আর যখন তুমি নিজেই তার উত্তর দিতে লাগলে তখন তোমাদের মাঝে শয়তান ঢুকে গেল।' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আবুবকর! এমন তিনটি ব্যাপার আছে যার প্রত্যেকটি অকাট্য সত্য (১) যে বান্দার

উপর কোন প্রকার যুলুম করা হয়, আর যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তার কোনই প্রতিবাদ করে না আল্লাহ্‌তালা তার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং তার সাহায্য করেন (২) যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ্‌তাআলা তার ধন-সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দেন (৩) যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং এর দ্বারা ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা রাখে, তখন আল্লাহ্‌তাআলা তার কারণে তা আরও কমিয়ে দেন" (আহমদ)।

১১৭৫। হযরত সুহায়ব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য মঙ্গলময়। আর এটা একমাত্র মো'মেনদেরই বৈশিষ্ট। তার স্বচ্ছলতা অর্জিত হলে সে শোকর করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৫০৬। "মানুষের প্রকৃতি সম্মত বিষয়সমূহের মধ্যে ধৈর্য অন্যতম। বিপদাপদ, রোগশোক ও দুঃখ-কষ্ট মানুষের নিত্য সহচর। সময়ে তাকে ধৈর্য ধরতে হয়। মানুষ অনেক উদ্বেগ, অস্থিরতা, কান্নাকাটি ইত্যাদির পর অবশ্য ধৈর্য ধরে, কিন্তু জানা আবশ্যক আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র কিতাবের দিক হতে এপ্রকারের ধৈর্য নৈতিকতার অন্তর্গত নয়। এবং এ সম্পর্কিত নৈতিক গুণ হল-যখন কোন জিনিস হস্তচ্যুত হতে থাকে, তখন ঐ জিনিস আল্লাহ্‌তাআলার আমানত বা গচ্ছিত সামগ্রী মনে করে কোন প্রকার অভিযোগ করবে না। এবং বলবে, 'যা আল্লাহ্‌র ছিল আল্লাহ্ নিয়েছেন, আমরা তাঁর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫০৭। "আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি কখনও ধৈর্য হারা হবে না। সবুরের অবস্থা এমন যে তোপের দ্বারা সেই কাজ সাধিত হতে পারে না যা সবুরের দ্বারা সাধিত হয়। একমাত্র সবুরই মানব হৃদয় জয় করে ফেলে।" (মলফূযাত, ৭ম খন্ড)

১০২। উচ্চাকাঙ্ক্ষা

৪৫৫। উত্তম জিনিসের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

কুরআন

১৩৫৪। তাদেরকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ সূরা হতে পান করান হবে–

১৩৫৫। তার সীল মোহর হবে কস্তুরীর সুতরাং উচ্চাকাঙ্ক্ষীগণ এ বিষয়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষা করুক। 'ক' (৮৩:২৬-২৭)

'ক' ৭৬:৬; ৯০:১১-১২

হাদীস

১১৭৬। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,একদা হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট পানীয় আনা হলে তিনি নিজে তা থেকে কিছু পান করলেন। তাঁর ডানে একজন বালক ও বামে কয়েকজন বয়স্ক লোক বসা ছিল। তিনি বালকটিকে বললেন, 'তুমি কি অবশিষ্ট পানীয় আমার বাম পার্শে উপবিষ্ট লোকদের দিবার অনুমতি দিবে?' জবাবে বালকটি বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার নিকট হতে যা আমার নিকট আসবে তার উপর আমার চেয়ে অন্য কাউকে অবশ্যই কোন প্রাধান্য দিব না।' সুতরাং তিনি অবশিষ্ট পানীয় তাকে পান করার জন্য দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

১১৭৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বৃদ্ধলোকের অন্তর দু'টি কারণে যৌবনদিপ্ত থাকে : দুনিয়ার মহব্বত (এর ধন-সম্পদ, ভোগ বিলাস এবং বিলাসিতার মহব্বত) এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা" (বুখারী)।

মলফূযাত

৫০৮। "পক্ষান্তরে এই দোয়া দ্বারা এটা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ আদিকাল থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যে মুত্তাকী হবে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে কাজ করবে তারা ঐ সকল আধ্যাত্মিক পদবী অর্জন করতে পারে, যা নবী ও সূফীগণ অর্জন করেছেন। এর দ্বারা এ-ও বোঝা যায় যে, মানুষকে অনেক প্রকার অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রদান করা হয়েছে যা বৃদ্ধি পায় ও উন্নতি করে। হ্যাঁ, একটি ছাগল মানুষ না হবার কারণে তার অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ উন্নতি করতে পারে না। উচ্চাভিলাসী মানুষ যখন নবী রসূলগণের জীবনী এবং যে পুরস্কার তাদের জামায়াত লাভ করেছে সে সম্পর্কে শ্রবণ করে তখন তাদের ঈমানই শুধু যথেষ্ট নয় বরং ধাপে ধাপে সকল আশীষের উপর তাদের ইলমুল ইয়াকীন (জ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্বাস) আইনুল ইয়াকীন (দর্শন-ভিত্তিক বিশ্বাস) ও হাককুল ইয়াকীন (অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিশ্বাস) হওয়া উচিত" (রুহানী খাযায়েন, পৃঃ ১২)।

১০৩। কৃতজ্ঞতা

৪৫৬। আল্লাহ্ ও অন্যান্য উপকারকারীদের উপকার স্মরণ করে কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের পুরস্কার।

কুরআন

১৩৫৬। এবং তিনিই তো তোমাদের জন্য কর্ণ চক্ষু ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 'ক' (২৩:৭৯)

১৩৫৭। এবং আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ বান্দাগণের মধ্যে শামিল হও। 'খ' (৩৯:৬৭)

১৩৫৮। এবং যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হয়ে চল তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আরও অধিক দান করবো; 'গ' (১৪ঃ৮)

১৩৫৯। সুতরাং আমার এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; আমারই দিকে (শেষ) প্রত্যাবর্তন। (৩১:১৫)

'ক' ২:৫৩,৫৭,১৭৩, ১৮৬; ৭:১১;৮:২৭;১৬:৭৯,১১৫;২৭:৭৪; ৩০:৩৪;৩৪:১১-১৪,১৬;৩৬:৩৬;৫৬:৬৯-৭৫;৬৭:২৪;৮০:২৪-৩৩; ৯৩:১২;

'খ' ২:১৫৩; ৪:১৪৮; ৩৯:৮;৪৩:১৪-১৫;

'গ' ৩:১৪৫, ১৪৬; ৩১:১৩;

হাদীস

১১৭৮। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যার প্রতি কোন ইহসান বা উপকার করা হয় সে যদি উপকারীকে বলে, 'আল্লাহ্ তোমাকে এর উত্তম ফল ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন।' এতে সে ধন্যবাদের হক আদায় করল। অর্থাৎ শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দায়িত্ব এক সীমা পর্যন্ত শোধ করল" (তিরমিযী)।

১১৭৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "যে লোকের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।' (তিরমিযী)

১১৮০। হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) (এতদীর্ঘ সময় ধরে) নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, 'আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?' (বুখারী)

মলফূযাত

৫০৯। "তোমরা যদি চাও যে,, স্বর্গে ফিরিশ্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করেও সদানন্দ রবে। কুবাক্য শুনেও কৃতজ্ঞ রবে। নিজেদের বিফলতা দেখেও আল্লাহ্র প্রতি তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করবে না। তোমরাই আল্লাহতাআলার শেষ ধর্মমন্ডলী। সুতরাং পুণ্যকার্যে এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যা হ'তে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়" (কিশ্তিয়ে নূহ)।

৫১০। "তোমাদের প্রকৃত শোকর-তাকওয়া ও তাহারাত বটে; (মুসলমান) হ্যাঁ-না জিজ্ঞাসা করায় 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা প্রকৃত শোকর নয়, যদি তোমরা প্রকৃত শোকরগোজারী, তাহারাত ও তাকওয়া অর্থাৎ পবিত্রতা ও ধর্মপরায়ণতার পথসমূহ এখতিয়ার কর, তবে আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, তোমরা সরহদ সীমান্তে দাঁড়ানো। কেউই তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না" (১৮৯৭ সনের সালানা জলসার রিপোর্ট, মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৮ পাক্ষিক আহমদী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ হতে গৃহিত।)।

১০৪। অকৃতজ্ঞতা

৪৫৭। আল্লাহ্ অকৃতজ্ঞতা পসন্দ করেন না। মানুষের প্রতি আল্লাহ্র করুণা সত্ত্বেও মানুষ অকৃতজ্ঞতা করে। অকৃতজ্ঞতা কাফেরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাদের পরিণাম।

কুরআন

১৩৬০। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে। 'ক' (২২:৩৯)

১৩৬১। এবং যখন সমুদ্রে তোমাদেরকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তিনি ব্যতীত আর সকলেই, যাদেরকে তোমরা ডেকে থাক (তোমাদের মন হতে) উধাও হয়ে যায়। অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলে আনেন, তখন তোমরা (তাঁর দিক হতে) বিমুখ হয়ে যাও, বস্তুত মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। 'খ' ১৭:৬৮)

১৩৬২। এবং প্রকৃত বিষয় এই যে, আমরা যখন মানুষকে নিজ সন্নিধান হতে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু যদি তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন দেখ! মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। 'খ' (৪২:৪৯)

১৩৬৩। এবং যা কিছু তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ, তিনি তোমাদেরকে সব দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তবে তোমরা তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই যালেম, অকৃতজ্ঞ। 'গ' (১৪:৩৫)

১৩৬৪। এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করা হবে না যেন তারা মরে, এবং তাদের জন্য তার আযাবও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩৫:৩৭)

'ক' ৩৯:৮

'খ' ৭:১৮. ১৩৫-১৩৬; ১০:১৩,২২-২৪,৬১; ১৬:৫৫-৫৬; ২২:৬৭; ২৯:৬৬-৬৭; ৩০:৩৪-৩৫, ৫২; ৩১: ৩৩;৩৯:৯, ৫০-৫২; ৪৩: ১৬,৫০-৫১; ৭০:২১-২২;১০০:৭-৯ ;

'গ'১১:১০-১১; ১৭:৮৪;৩০:৩৭: ৪১:৫০-৫২:

'ঘ' ১৬:৭৯; ২৩: ৭৯;৬৭:২৪; ৮০:১৮-২৩;

'ঙ' ৪;১৪৮; ১৪:৮, ২৯-৩১; ১৬:১১৩; ৩১:১৩; ৩৪; ৩৪: ১৬-২০;

হাদীস

১১৮১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের চেয়ে বিত্তবানদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না বরং যারা তোমাদের চেয়ে নিম্নে তাদের দেখ, তবে এভাবে তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহকে তুচ্ছ মনে করতে পারবে না" (মুসলিম)।

১১৮২। হযরত সুহায়ব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভূত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য মঙ্গলময়। আর এটা একমাত্র মো'মেনদের বৈশিষ্ট্য। তার স্বচ্ছলতা অর্জিত হলে সে শোকর করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। তার উপর কোন বিপদ আসলে সে, সবর করে। এটাও তার জন্য কল্যাণ কর" (মুসলিম)।

১১৮৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমাকে দোযখ দেখান হ'ল, আমি দেখলাম যে, এর অধিবাসীর অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তারা কুফরী করে।" জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'তারা কি আল্লাহ্র প্রতি কুফরী করে?' তিনি বললেন, "তারা স্বামী ও উপকারের প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি তুমি এক যুগ ধরে তাদের কারো উপকার কর, তারপরও সে তোমার কোন ত্রুটি দেখলে বলে, আমি তোমার কাছ থেকে ভাল কিছু পাই নি" (বুখারী, কিতাবুল্ ঈমান)।

মলফূযাত

৫১১। "দুনিয়ার অবস্থা এই যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্তাআলার হুকুম আহকামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদাবোধ নেই। শরীয়াত নির্দেশিত হক ও অধিকার এবং জরুরী উপদেশ বাণীর কোনই পরওয়া নেই। মানুষ দুনিয়া এবং সাংসারিক কাজ-কর্মে সীমাতিরিক্ত নিমগ্ন। সামান্য পার্থিব ক্ষতি হতে দেখলেই দীনের হিস্সা পরিত্যাগ করা হয় এবং আল্লাহ্র হক নষ্ট করা হয়। যেমন উল্লেখিত অবস্থা সম্পত্তির বন্টনে পরিলক্ষিত হয় লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তারা একে অন্যের সাথে মিলিত হয় এবং পরস্পরের ভিতর আদান-প্রদান করে এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার মোকাবেলায় অত্যন্ত দুর্বল সাব্যস্ত হয়। যতক্ষণ আল্লাহতালা তাদেরকে সংগতি ও সামর্থ্যহীন অবস্থায় রাখেন, ততক্ষণই তারা পাপকার্যে দুঃসাহস করতে বিরত থাকে, কিন্তু যখন একটুকু দুর্গতিরও নিরসন হয় এবং গুণাহ এর সুযোগ ঘটে, তৎক্ষণাৎ তাতে লিপ্ত হয়ে পরে" (মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড)।

১০৫। অহংকার।

৪৫৮। অহংকারীদের পরিচয়। অহংকার মানুষকে কুফরীর মধ্যে ঠেলে দেয়। অহংকারীদের পরিণাম।

কুরআন

১৩৬৫। এবং তুমি অবজ্ঞাভরে লোকের সম্মুখে নিজের গাল ফুলিও না। এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকার ভরে চলবে না। কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না; 'ক' (৩১:১৯)

১৩৬৬। প্রকৃতপক্ষে যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাদের অন্তঃকরণ (সত্য সম্বন্ধে) অজ্ঞাত এবং তারা অহংকারী। 'খ' (১৬:২৩)

১৩৬৭। (তখন তাকে বলা হবে) 'না, বরং তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল–তখন তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের মধ্যে শামিল হয়েছিলে। 'গ'

১৩৬৮। এবং যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে, কিয়ামত দিবসে তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ। অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নাম আবাসস্থল নয়? 'ঘ' (৩৯:৬০-৬১)

'ক' ৭:১৪৭; ৮: ৪৮; ১৬:২৪; ১৭:৩৮; ২৫: ৬৪; ২৮: ৭৭; ৫৩:৩৩; ৫৭:২৪;
'খ' ৪০: ২৮;
'গ' ২: ৩৫, ২০৭; ৭: ১২-১৪; ১৫: ৩২-৩৬; ১৭: ৬২; ৩৮: ৩, ৭৫;
'ঘ' ১৬: ৩০; ২৮: ৫৯; ৩৯: ৭৩; ৪০: ৭৭;

হাদীস

১১৮৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "যার অন্তরে এক কণা পরিমাণ অহংকার আছে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' কেউ বলল, "যদি কেউ সুন্দর পোষাক ও জুতা পসন্দ করে?" তিনি বললেন, "অহংকার বলতে আত্মাভিমানে সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যকে হেয় চক্ষে দেখা বুঝায়" (মুসলিম)।

১১৮৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, "যে বলে, 'মানুষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তবে সে-ই অন্যদেরকে নষ্ট করে" (মুসলিম)।

১১৮৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "যে ব্যক্তি অহংকারভরে স্বীয় কাপড় নীচে ঝুলিয়ে মাটিতে টেনে হিঁচড়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" এ কথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, "আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য না রাখলে আমার কাপড়ের একদিক যে নীচে ঝুলে পড়ে?" তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "তুমি তো এটা অহংকার বশত করছ না। (কাজেই ঐ শাস্তি তোমার প্রতি প্রযোজ্য নয়)" (বুখারী)।

মলফূযাত

৫১২। "মানুষের নাফসে আম্মারাহ্ (কুপ্রবৃত্তি)-এর মধ্যে অনেক প্রকারের অপবিত্রতা আছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা খারাপ হ'ল অহংকারজনিত অপবিত্রতা। যদি অহংকার না থাকত তবে কোন ব্যক্তি অস্বীকারকারী (অবিশ্বাসী) থাকত না" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদতায়ন)।

৫১৩। "অহংকার এমনি একটি আপদ যা মানুষের পিছু ছাড়ে না। মনে রাখবে অহংকার শয়তান হ'তে আসে এবং অহংকারীকে শয়তানে পরিণত করে" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)।

৪৫৯। আত্মঅহংকার (রিয়া) :- আত্মঅহংকারীদের পরিচয়, তাদের পরিণাম।

কুরআন

১৩৬৯। এবং তুমি মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য উল্লাস করে এবং তারা যে কাজ করে নি সে সম্পর্কেও তারা পসন্দ করে যেন তাদের প্রশংসা করা হয় – তুমি আদৌ মনে করো না যে, তারা শাস্তি হতে নিরাপদ, বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৩:১৮৯)

১৩৭০। এবং আমরা যদি তাকে (মানুষকে) কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে বলতে থাকে, 'আমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়েছে।' নিশ্চয় সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়ে পড়ে, 'ক' (১১: ১১)

'ক' ২৮: ৮৪; ৪১: ৫১

হাদীস

১১৮৭। হযরত আয়ুধ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হিমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কেউ যেন নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে না করে" (মুসলিম)।

১১৮৮। হযরত জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার কৃতকর্মের সুনামের জন্য লোক সমাজে ইচ্ছাপূর্বক প্রচার করে বেড়ায়, আল্লাহ্তাআলা (কিয়ামতের দিন) তার কৃতকর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকদের জানিয়ে দিবেন ও শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করবে, আল্লাহ্ও (কিয়ামতের দিন) তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকের মাঝে প্রকাশ করে দিবেন" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)।

১১৮৯। হযরত আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে একবার প্রশ্ন করা হল, "যদি কেউ কিছু ভাল কাজ করে এবং জনগণ তার প্রশংসা করে তবে তার অবস্থা কীরূপ হবে?" তিনি বললেন, "এটা বিশ্ববাসীদের ভাল কাজের তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি" (মুসলিম)।

১১৯০। হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য যে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করছি তা হ'ল ছোট শিরক।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল,"ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছোট শিরক কী?" তিনি বললেন, 'রিয়া" (আহমদ)।

১১৯১। আর বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন–বান্দাদের আমলের প্রতিদানের দিন আল্লাহ্তাআলা ঐ সকল লোকদের বলবেন, 'যাও তোমরা সেই সকল লোকদের নিকট, যাদের দেখিয়ে দুনিয়াতে আমল করেছিলে এবং দেখ তাদের নিকট হতে কোন প্রতিদান বা কোন কল্যাণ পাও কিনা।' (মেশকাত)

মলফূযাত

৫১৪। "কোন সময় এই অহংকার ধনপ্রসূত হয়ে থাকে। বিত্তশালী অহংকারী অন্যকে কাঙ্গাল মনে করে এবং বলে যে, "সে কোন্ ব্যক্তি যে আমার মোকাবেলা করতে পারে?' কোন কোন সময় খান্দান ও জাতের অহংকার হয়ে থাকে। সে মনে করে যে তার জাতি বা বংশ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং অপর ব্যক্তি ছোট জাতের? ...কোন সময় অহংকার এলেম বা জ্ঞান হতে এসে থাকে। কোন ব্যক্তি ভুল শব্দ বললে, সে তৎক্ষণাৎ তার দোষ ধরে বসে এবং চেঁচিয়ে বলে যে, ঐ ব্যক্তি তো একটি শব্দও সঠিক বলতে জানে না। মোট কথা অহংকারের বিভিন্ন শ্রেণী-প্রকার আছে। এ সবই মানুষকে নেকী ও পুণ্য লাভে বঞ্চিত করে এবং জনগণের উপকার করতে বাধা দেয়। এ সকল হতে আত্মরক্ষা করা উচিত" (নযূলুল মসীহ্)।

১০৬। লোভ

৪৬০। লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের ধন-সম্পদ গ্রাস বা তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ। কাফেরদের ধন-সম্পদ দেখে প্রতারিত না হবার নির্দেশ।

কুরআন

১৩৭১। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায় ভাবে গ্রাস করো না, (২: ১৮৯)

১৩৭২। এবং আমরা তাদের মধ্য হ'তে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যা কিছু উপকরণ উপভোগ করতে দিয়েছি এর প্রতি তুমি তোমার চক্ষু কখনও বিস্ফোরিত করে দেখ না, (কারণ এ সব উপকরণ তাদেরকে এ জন্য দেয়া হয়েছে) যেন আমরা তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করি। এবং তোমার প্রতিপালকের দেয়া রিয্ক সর্বোত্তম ও অধিকতর স্থায়ী। 'ক' (২০: ১৩২)

'ক' ৩: ১৯৭, ১৯৮; ৪: ৩০, ৩১, ৩৩; ১৫: ৮৯; ১৮: ২৯; ৪০: ৫;

হাদীস

১১৯২। হযরত উকবাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন, 'নাজাত কীরূপে পাওয়া যাবে?' তিনি বললেন, 'জিহ্বাকে রোধ করবে। তোমার গৃহ তোমার জন্য যথেষ্ট হতে হবে, অর্থাৎ লোভ লালসা হতে বাঁচবে। যদি কোন ভুলভ্রান্তি হয় তবে অনুশোচনা ও অনুতাপ সহ আল্লাহ্তাআলার হুযূরে আকুলভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হবে।' (তিরমিযী)

১১৯৩। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানকে যদি স্বর্ণভর্তি একটি উপত্যকা দেয়া হয় তবে দু'টি উপত্যকার আকাঙ্ক্ষা করবে। তার মুখ মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ভরবে না। তবে তওবাকারীর তওবা আল্লাহ্ কবুল করবেন।' (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)

১১৯৪। হযরত সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হল এবং বল্ল, 'হে আল্লাহ্র রসূল। আমাকে এমন কাজের উপদেশ দিন যা পালন করলে আলাহ্তাআলা যেন আমাকে ভালবাসেন এবং মানুষও যেন আমাকে ভালবাসে।' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি তুমি অনাসক্ত হও, তবে আল্লাহ্তাআলা তোমাকে ভালবাসবেন। এবং মানুষের কাছে যা (সম্পদ) আছে তার প্রতি নির্লোভ হও, তবে মানুষ তোমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করবে।' (ইবনে মাজাহ)

মলফূযাত

৫১৫। "সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতির ধন ও ঐশ্বর্য দেখে তাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না এবং তাদের পার্থিব উন্নতি দেখে তাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না এবং তাদের পার্থিব উন্নতি দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যেও না। শ্রবণ কর এবং স্মরণ রাখ যে যারা তোমাদেরকে পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ করছে তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন" (কিশ্তিয়ে নূহ্)

১০৭। ঘুষ

৪৬১। ঘুষ দেয়া বা নেয়া উভয়ই নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩৭৩। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। এবং তাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করো না যাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জেনে শুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে পার।* (২: ১৮৯)

---

* কথাচ্ছলে এই আয়াত ঘুষ দেয়া-নেয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলে নিন্দা করছে। (কুরআন মজীদ টীকা ২১৬)

হাদীস

১১৯৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ নেয় উভয়ই অভিশপ্ত।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

১১৯৬। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'যেই জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সেই জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যেই জাতির মধ্যে ঘুষের (উৎকোচ) প্রচলন হবে সেই জাতিকে ভীরুতা ও কাপুরুষতায় গ্রাস করবে।' (আহমদ)

১১৯৭। হযরত বুরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি এবং তাকে সেই কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। যদি সে এরপর তার পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা হবে খেয়ানত।' (আবু দাউদ)

১১৯৮। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত তা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য দোযখই সমীচীন।' (আহমদ, দারেমী, বায়হকী)

মলফূযাত

৫১৬। "যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কুঅভ্যাস হ'তে যথা মদ্যপান, জুয়াখেলা, লোলুপ দৃষ্টি, বিশ্বাস ঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ এবং তদ্রূপ অন্যায়াচার হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত না হয় এবং তওবা না করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

৫১৭। একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল : - যদি কোন লোক ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করে কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয় এবং আর কখনও ঘুষ খাবে না বলে সংকল্প করে তবে তার সঞ্চিত অর্থের ব্যাপারে কি করণীয়।

হুযূর আকদস বললেন, "যাদের নিকট হতে ঘুষ লওয়া হয়েছে তাদের তা ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি সেই লোকদের পাওয়া না যায় এবং যদি তা তাদের ফেরত দেয়া কঠিন হয় তবে সে অর্থ দান করে দিতে হবে" (আল্ হাকাম, ২৪শে মার্চ, ১৯০৩)।

১০৮। চুরি

৪৬২। চোরের শাস্তি। হাত কাটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

কুরআন

১৩৭৪। এবং যে পুরুষ চোর এবং যে নারী চোর, তোমরা তাদের কৃত-কর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাদের হাত কেটে দাও, এটা আল্লাহ্‌র তরফ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়। 'ক' (৫ : ৩৯)

'ক' ৬০: ১৩;

হাদীস

১১৯৯। হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা এক মজলিসে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার সাথে এ কথাগুলোর বয়াত কর যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাকেও অংশীদার করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না।' তিনি এ আয়াত (৬০: ১৩) সম্পূর্ণ পড়লেন। অতঃপর বললেন, 'তোমাদের মাধ্যমে এ শর্তগুলো যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে। আর যে ব্যক্তি এর কোনটিতে লিপ্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হবে, তা হবে এর জন্য প্রতিষেধক এবং যে এর কোনটিতে লিপ্ত হয়েছে, আর আল্লাহ্ তা গোপন করেছেন তবে (আল্লাহ্) তাকে ক্ষমাও করতে পারেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন।' (বুখারী, কিতাবুল্ হুদুদ)

১২০০। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এক ঢাল চুরির দায়ে চোরের হাত কেটে দেন (অর্থাৎ হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন) যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।' (বুখারী মুসলিম)

১২০১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'দিনারের (স্বর্ণ মুদ্রায়) এক চতুর্থাংশ কিংবা ততোধিক (মূল্য) পরিমাণ চুরির দায় ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না। (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৫১৮। "সকল ব্যভিচারী পাপী, মদ্যপায়ী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক, উৎকোচ গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং তাদের সঙ্গী যারা নিজেদের ভ্রাতা এবং ভগ্নীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হতে তওবা করে না এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

৪৬৩। ক্রোধ সংবরণের নির্দেশ।

কুরআন

১৩৭৫। যারা খরচ করে স্বচ্ছলতায় এবং অস্বচ্ছলতায় এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে। (৩ঃ১৩৫)

১৩৭৬। এবং যারা বড় পাপ ও অশ্লীল কাজকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়, (৪২ঃ৩৮)

হাদীস

১২০২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সে বীর পুরুষ নয় যে কুস্তিতে অপরকে ধরাশায়ী করে দেয় বরং বাহাদুর তো হ'ল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধ ও উত্তেজনার মুহূর্তে আত্মসংযমী হয়।' (বোখারী)

১২০৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার একজন লোক হযরত নবী করীম (সাঃ) এর নিকট আরজ করল, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'ক্রোধান্বিত হয়ো না।' লোকটি বার বার নসীহত করার জন্য [নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট] আরজ করতে লাগল। হুযূর (সাঃ) প্রত্যেকবারই বলতে থাকেন, 'ক্রোধান্বিত হয়ো না।' (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)

১২০৪। হযরত আতিয়াহ ইবনে উরওয়াহ সাদীরা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হতে আর শয়তান আগুনের তৈরী, বস্তুত আগুন পানি দ্বারা নিভান হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয় তখন সে যেন ওযূ করে নেয়।' (আবু দাউদ)।

১২০৫। হযরত আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন 'যখন তোমাদের মধ্যে কারও রাগ আসে তখন যদি সে দাঁড়ান থাকে তবে যেন বসে যায়। যদি এতে রাগ চলে যায় ভাল, অন্যথায় যেন শুয়ে পরে।' (আহমদ, তিরমিযী)।

১২০৬। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কোন লোকের জন্য তার (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি (বিরাগবশতঃ) এভাবে সালাম কালাম বন্ধ করে রাখবে, দু'জন দেখা হলে একজন এদিকে একজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কোন মতেই জায়েয নয়। তাদের দু'জনার মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে সালাম দ্বারা (কথা বার্তার) সূচনা করে।' (বুখারী, কিতাবুল আদব)

মলফূযাত

৫১৯। আদিকাল হতে আল্লাহ্তাআলা বলে এসেছেন যে, পবিত্র হৃদয় হওয়া ছাড়া পরিত্রাণ নেই। সুতরাং তোমরা পবিত্র হৃদয়ধারী হয়ে যাও এবং কুপ্রবৃত্তি, ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ও উত্তেজনা হতে মুক্ত হও।' (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন)

১১০। হিংসা

৪৬৪। হিংসা অনিষ্টকর, তা পরিত্যাজ্য।

কুরআন

১৩৭৭। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে। 'ক' (১১৩ঃ৬)

১৩৭৮। অথবা তারা কি এ কারণে লোকদেরকে হিংসা করে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ ফযল হতে কিছু দান করেছেন ? (৪ঃ৫৫)

'ক' ৪৭ঃ৩০;

হাদীস

১২০৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'হিংসা হ'তে সাবধান থাক কেননা হিংসা ভাল কাজকে গ্রাস করে যেমন অগ্নি জ্বালানীকে গ্রাস করে।' (আবু দাউদ)

১২০৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'পরস্পর ঈর্ষা (হাসদ) হতে বাঁচবে। কখনও অবজ্ঞা, অনীহা বা 'সম্বন্ধ' ছেদন করবে না। আল্লাহ্তাআলার বান্দা ও ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করবে। কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার ভাই এর প্রতি তিন দিনের অপেক্ষা অধিক অসন্তুষ্ট থাকে এবং তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে।' (বুখারী)

১২০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কারও দোষ খুঁজে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না; বিদ্বেষ ও শত্রুভাব রেখ না, বিচ্ছেদ ভাব দেখিয়ো না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহ্র বান্দা হয়ে ভাই-ভাই বনে যাও।' (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)

মলফূযাত

৫২০। "এখন আমি আমার জামাতকে যারা আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে গ্রহণ করেছে বিশেষভাবে নসিহত করছি যে, দুষ্কৃতি ও অহিত সাধন হতে বিরত থাকবে এবং মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। নিজেদের অন্তরকে তোমরা বিদ্বেষ ও ঈর্ষা হতে মুক্ত ও পবিত্র রাখ।' (গভর্নমেন্ট ইংরেজ আওর জেহাদ)

১১১। বিশ্বাসঘাতকতা।

৪৬৫। ইসলামে বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই। বিশ্বাসঘাতকরা মহাপাপী।

কুরআন

১৩৭৯। এবং তুমি তাদের পক্ষ হতে বিতর্ক করো না যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাকে যে চরম বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী। 'ক' (৪ঃ১০৮)

'ক' ৪ঃ১০৬; ৮ঃ২৮, ৫৯; ১২ঃ৫৩; ২২ঃ৩৯;

হাদীস

১২১০। হযরত সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, 'একদা আমি অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলছিলাম তখন তিনি আমাদের স্বাগত জানিয়ে আমাকে তাঁর জন্য একটি সংবাদ সংগ্রহকল্পে পাঠালেন, যে কারণে মায়ের নিকট ফিরতে আমার কিছুটা বিলম্ব হয়। যখন আমি তার নিকট পৌঁছিলাম তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি কারণে তোমার এত বিলম্ব হ'ল ?' আমি বললাম, রসূলেপাক (সাঃ) আমাকে একটি সংবাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন।' তখন মা বললেন 'সে সংবাদটা কী?' আমি বললাম, 'তা' গোপনীয়।' মা বললেন, 'রসূলেপাক (সাঃ)-এর নিকট যা গোপনীয় তা অন্য কারও নিকট প্রকাশ করো না।' (মুসলিম)

১২১১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া করতেন, 'হে আমার আল্লাহ্, আমি তোমার আশ্রয় চাই ক্ষুধা হতে, যার সাথে চাদর পাতা হয় এবং ভিক্ষা করা হতে, এবং পানা চাই খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা হতে, কারণ তা অন্তরকে বিনাশ করে।' (নিসাঈ)

১২১২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন মুসলমানের পর্দাপুশী করে, তার দোষ ত্রুটি ঢাকে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তার পর্দাপুশী করবেন, তাদের দোষ-ত্রুটি ঢাকবেন। আল্লাহ্তাআলা সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভ্রাতার সাহায্যার্থে যত্নবান থাকে।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৫২১। "আল্লাহ্তাআলার অভিশাপ হতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেক,কারণ তিনি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদা-ভিমানী। পাপাচারী কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না, অত্যাচারী কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না, বিশ্বাসঘাতক কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

১১২। কুসংস্কার (বেদাত)

৪৬৬। ইসলাম কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেয় না। কুসংস্কার কী?

কুরআন

১৩৮০। আল্লাহ্ কোন বাহীরা, সাইবাহ, ওয়াসীলাহ, এবং হাম নির্ধারণ করেন নি, কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অধিকাংশই বুদ্ধি বিবেচনা করে না।* (৫ঃ১০৪)

১৩৮১। এবং তারা আল্লাহ্র জন্য সেই সকল শস্যক্ষেত্র এবং চতুস্পদ জন্তু হ'তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, এক অংশ নির্দিষ্ট করে; অতঃপর তারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে যে, 'এটা আল্লাহ্র জন্য এটা আমাদের শরীকদের জন্য।' কিন্তু যে অংশ তাদের শরীকদের জন্য তা আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না, এবং যে অংশ আল্লাহ্র জন্য তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে। তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ। 'ক' (৬ঃ১৩৭)

'ক' ২ঃ১৯০, ৪ঃ১২০; ৬ঃ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৬ঃ৫৭;

* বাহীরা ঃ যে উটনী সাতটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করত, পৌত্তলিক আরবগণ তার কর্ণ ছিদ্র করে মুক্তভাবে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিত এবং বাধাহীনভাবে তা যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াত...এর পিঠে কেউ চড়ত না এবং এর দুগ্ধও কেউ পান করত না।

সাইবাহ্– পাঁচ বাচ্চার জন্মদাত্রী উটনীকে মুক্তভাবে খাদ্য পানীয় গ্রহণের জন্য ছেড়ে দেয়া হ'ত।

ওয়াসিলাহ্ – দেবতার নামে উৎসর্গকৃত উটনী যে পরপর সাতটি মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে। ...। সপ্তম প্রসবে একটি পুরুষ ও একটি মাদী বাচ্চা হলেও তা সম্পূর্ণ মুক্ত-বিহারী হ'ত। হাম – সাত বাচ্চার পিতা উটকে হাম বলা হত। এটাও মুক্তাঙ্গনের খাদ্য পানীয়ের অধিকারী, এটা না বোঝা বহন করবে না পিঠে মানুষ তুলবে।

আরবেরা তাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাদের গৃহপালিত পশুকে মুক্ত করে ছেড়ে দিত যাতে তারা যত্রতত্র অবাধে চলাফেরা ও পানাহার করতে পারে। এটা ছিল তাদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারজনিত কুবুদ্ধি। এ পন্থা বা আচরণ ছিল একান্তই অর্থহীন ও নির্বোধ। পশুগুলি যেদিকে যেত ধ্বংসের ছাপ রেখে যেত। মানুষের আইনের মধ্যে যে কত খারাপিও থাকতে পারে, এই উদাহারণ দ্বারা কুরআন তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। (কুরআন মজীদ টীকা, ৭৯৮, ৭৯৮ক, ৭৯৮ খ, ৭৯৮ গ ও ৭৯৮ ঘ আংশিক)

হাদীস

১২১৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে বেদাত অর্থাৎ এরূপ কোন নতুন নিয়ম রীতি পয়দা করে যা ধর্মে অনুমোদিত নয়, তবে সেই রকম রীতি বাতিল এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"

১২১৪। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মদের পন্থা। সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে, যা দীন সম্পর্কে (মন গড়াভাবে) নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং (এরূপ) প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই গোমরাহী (বেদাত)।"

১২১৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি হাউযে কাউসারে তোমাদের অনুগামী প্রতিনিধি হব। তোমাদের মধ্যে কিছুলোককে আমার নিকট উপস্থাপন করা হবে, আর যখন আমি তাদেরকে পান করাতে উদ্যত হব, তখন আমা থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, 'হে পরওয়ারদেগার! এরাতো আমার উম্মত?' তিনি বলবেন, 'আপনি জানেন না, তারা আপনার পর নতুন (বেদাত) কি করেছে" (বুখারী, কিতাবুল্ ফিতান)

মলফূযাত

৫২২। "সুতরাং অদ্য আমি পরিষ্কার ভাষায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, সোজা রাস্তা যার মধ্য দিয়ে মানুষ বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারে তা এই যে, শিরক, আচার অনুষ্ঠান, পূজার পথ পরিত্যাগ করে ইসলামের পথ অনুসরণ কর এবং মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ কুরআন শরীফে যা কিছু বলেছেন এবং তাঁর রসূল (সাঃ) যে হেদায়েত দিয়েছেন সেই পথ হতে বামে বা ডানে মুখ ফিরাবে না এবং সঠিক সেই পথে চলবে, এর বিপরীত কোন পথ অবলম্বন করবে না" (আল্ হাকাম, জিলদ, ৬ তাং ১০ই জুলাই, ১৯০২)।

৪৬৭। ধর্মীয় কুসংস্কারবশতঃ সন্তান হত্যা প্রকৃত ধর্ম নয়। ধর্মকে খেল-তামাসার বস্তু বানান নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩৮২। এভাবে মোশরেকদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করাকে তাদের শরীক দেবতারা সুন্দর সুশোভন করে দেখাল তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাদের ধর্মকে তাদের নিকট সন্দেহযুক্ত করার জন্য। এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা এটা করত না। অতএব তুমি তাদেরকেও এবং তারা যা মিথ্যা রচনা করছে তাকেও ছেড়ে দাও। * (৬ঃ১৩৮)

১৩৮৩। এবং তুমি তাদেরকে বর্জন কর যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ রূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। 'ক' (৬ঃ৭১)

'ক' ৫ঃ৫৮; ৭ঃ৫২; ৮ঃ৩৬;

---

* সহযোগী দেবতা বা অংশীদার দেবদেবী বলতে এখানে ঐশ্বরীক ভবিষ্যদ্বক্তা বা দৈবজ্ঞ এবং জ্যোতিষী বা গ্রহাচার্য প্রভৃতির ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কোন কোন আরব উপজাতির মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপসারিত করার জন্য কন্যা সন্তানকে হত্যা করা বা জীবিত কবরস্থ করা অথবা এদেরকে তাদের দেবদেবীর বেদীতে বলিরূপে অর্পণ করার যে অতি নৃশংস প্রথা ছিল তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এটা তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রত বা শপথের প্রতি ইশারা হতে পারে যে, যদি তাদের এক বিশেষ সংখ্যক সন্তান থাকত তবে তাদের একজনকে বলির জন্য উৎসর্গ করতে হত। (কুরআন মজীদ টীকা ৯১৫-৯১৬)

হাদীস

১২১৬। হযরত মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জিন্দা কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপসন্দ করেছেন" (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)।

১১৩। অপবাদ ও গীবত

৪৬৮। অপবাদ ও গীবত উভয়ই নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩৮৪। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না, এবং একে অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করে বেড়িও না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাই-এর গোশত খেতে চাইবে ? অবশ্যই তোমরা তাকে ঘৃণা করবে এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়। (৪৯ঃ১৩)

১৩৮৫। দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর জন্য। 'ক' * (১০৪ঃ২)

'ক' ৪ঃ১১৩; ১৪৯, ১৫৭; ২৪ঃ৫, ১২-২১; ২৪;২৬; ৩৩ঃ৫৯; ৬৮ঃ১২;

* হোমাজা অর্থ – ঐ ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করে ও দুর্নাম রটায়। লুমাজাহ অর্থ- যে অপরের অনুপস্থিতিতেও দুর্নাম করে, উপস্থিতিতেও দুর্নাম করে। (আকরাব) (কুরআন মজীদ টীকা নং ৩৪৩১)

হাদীস

১২১৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তুমি কি জান পরনিন্দা কউ ?' তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহ্ ও তার রসূলই ভাল জানেন।' হুযূর (সাঃ) বললেন, "তোমার ভাই-এর সম্বন্ধে এমন কথা বলা যা সে অপসন্দ করে।' কেউ একজন বলল, 'কিন্তু আমার ভাই যদি সেরূপ হয় যেরূপ আমি বলি ?' রসূল পাক (সাঃ) বললেন, 'তুমি যেরূপ বল যদি সে তদ্রূপ হয় তবে তুমি পরোক্ষ নিন্দার (গীবত) অপরাধে অপরাধী, এবং তুমি যেরূপ বল যদি সে তা না হয় তবে তুমি মিথ্যা অপবাদ দানের (বোহতান) অপরাধে অপরাধী।' (মুসলিম)

১২১৮। হযরত আবদুর রহমান ইবনে গনম (রাঃ) ও হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তারাই আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দা যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহ্‌র নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং পূত পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আনতে প্রয়াস পায়।' (আহমদ ও বায়হাকী)

১২১৯। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখে, আখেরাতে আল্লাহ্ তার দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।' (মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)

১২২০। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মিরাজের রাত্রে আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাদের হাতের নখ ছিল তামার এবং তারা তদ্বারা তাদের মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। জিব্রাঈলের নিকট আমি প্রশ্ন করলাম, 'এরা কারা।' তিনি জবাব দিলেন, 'এরা ঐ সকল লোক যারা মানুষের গোশ্‌ত খেত এবং যারা তাদের সুনাম ও সম্মানে আঘাত করত।' (আবু দাউদ)

১২২১। হযরত আবু সাঊদ (রাঃ) ও হযরত জাবের (রাঃ) উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'গীবত ব্যভিচার হতেও জঘন্য।' সাহাবীগণ আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! গীবত কীভাবে ব্যভিচার হতে জঘন্য ?' তিনি বললেন, 'কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে অতঃপর তওবা করে, ফলে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন,' অপর এক বর্ণনায় আছে, 'অতঃপর সে তওবা করে, ফলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ্‌তাআলা ক্ষমা করেন না,' হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যিনাকারী তওবা করে, কিন্তু গীবতকারীর তওবা নেই।' (বায়হাকী)

মলফূযাত

৫২৩। "সকল ব্যভিচারী পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক উৎকোচ গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং তাদের সঙ্গী, যারা নিজেদের ভ্রাতার এবং ভগ্নীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হতে তওবা করে না এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না,তারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।"

"এ সকল কাজ বিষ বিশেষ। তা পান করে তোমাদের পক্ষেও জীবিত থাকা কখনও সম্ভব নয়। অন্ধকার ও আলো কখনও একত্রে থাকতে পারে না, যে ব্যক্তির মন কুটিলতাময় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে নিজ সম্বন্ধ পরিষ্কার করে না, সে কখনই সেই আপোষের অধিকারী হতে পারে না , যা সরল হৃদয় ব্যক্তিদের ভাগ্যে জুটে থাকে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

১১৪। ভন্ডামী বা প্রতারণা

৪৬৯। ইসলাম ভন্ডামি বা প্রতারণা সমর্থন করে না।

কুরআন

১৩৮৬। 'তুমি বল, 'আমি এর জন্য তোমাদের নিকট হতে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' ক (৩৮ঃ৮৭)

'ক' ২: ১০; ৪: ১৪৩

হাদীস

১২২২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে আমাদের উপর অস্ত্র ধরে সে আমাদের মধ্যে নয় এবং যে কেউ আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের মধ্যে নয়।' (মুসলিম)

১২২৩। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের জন্য ভন্ডামী নিষিদ্ধ।' (বুখারী)

১২২৪। হযরত মাসরুক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম এবং তিনি আমাদের বললেন, 'কোন কিছু সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে, সে সে সম্পর্কে বলতে পারে; এবং যার কোন জ্ঞান নেই, 'তার বলা উচিত, আল্লাহ্ ভাল জানেন।' এটা জ্ঞানের একটি অংশ যে, যার কোন বিষয়ে জ্ঞান নেই তার বলা 'আল্লাহ্ই ভাল জানেন।' আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সাঃ)-কে বলেছেন, 'জনগণকে বলে দাও, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট হতে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (৩৮ঃ৮৭)।'

মলফূযাত

৫২৪। "মানুষের সামনে নেক ও পুণ্যবান হবার ভান করা এবং নিজেকে বড় মুত্তাকী ও খোদাভীরু বলে প্রকাশ করা, এটা আরও গুরুতর চাতুর্য। এরূপ লোকদের ভিতর বড় বড় গোপন খারাপি থাকে। আমি দেখতে পাই যে, জগতে বাহ্যিক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সহস্র সহস্র ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যদি আল্লাহ্তাআলার সাথে সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন না হয় তবে এ সকল চালাকি, চাতুরী আল্লাহ্তাআলার গজব ও ক্রোধকে আরও উত্তেজিত করবে" (মলফূযাত, ৭ম খন্ড)

১১৫। সন্দেহ

৪৭০। অযথা সন্দেহ নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩৮৭। হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। (৪৯ঃ১৩)

১৩৮৮। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পশ্চাদানুসরণ করো না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় এদের প্রত্যেকটি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। 'ক' (১৭ঃ৩৭)

'ক' ১১ঃ৪৭; ৪১ঃ২১;

হাদীস

১২২৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সন্দেহ সম্পর্কে সতর্ক থাক কেননা সন্দেহ একটি ভয়ংকর মিথ্যা বিষয়। একে অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না। আড়ি পেত না। অন্যের যা আছে তার প্রতি দৃষ্টি দিবে না। হিংসা করবে না, পক্ষপাতিত্ব করবে না। আল্লাহ্‌র বান্দা হও, একে অপরের ভাই হও যেরূপ আদেশ দেয়া হয়েছে'। (মুসলিম)

১২২৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই ধারণা বা অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা বা অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারও দোষ খুঁজে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না।' (বুখারী)

মলফূযাত

৫২৫। "আমি সত্য সত্য বলছি যে, কুধারণা অত্যন্ত মারাত্মক বিপদ যা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, সত্য ও সত্যপরায়ণতা হ'তে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং বন্ধুকে শত্রু বানায়। সিদ্দীকের গুণ হাসিলের জন্য জরুরী, মানুষ যেন কুধারণা হ'তে সযত্নে বিরত থাকে এবং কারও যদি কুধারণার সৃষ্টি হয় তবে খুব বেশি ইস্তিগফার করে এবং আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করে, যাতে সেই ভয়াবহ বিপদ ও তার কুফল হতে বাঁচতে পারে যা কুধারণার পশ্চাদ্ধাবন করে। সুতরাং কখনও একে সাধারণ বিষয় মনে করা উচিত নয়। বস্তুত এটা এক অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি যার ফলে মানুষ অতি শীঘ্র ধ্বংস হয়ে যায়।' (মলফূযাত, ১ম খন্ড)

১১৬। গুজব

৪৭১। কোন খবর শোনার পর ভালরূপে তদন্ত করে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ। গুজব ছড়ান নিষিদ্ধ। গুজব ছড়ানকারীদের শাস্তি।

কুরআন

১৩৮৯। হে যারা ঈমান এনেছ! যদি কোন দুষ্কৃতকারী তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা ভালরূপে তদন্ত কর, যেন এরূপ না হয় যে, অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতিকে কষ্ট দাও এবং পরে তোমরা যে (ভুল) কাজ কর তার জন্য অনুতপ্ত হও। 'ক' (৪৯ঃ৭)

১৩৯০। মোনাফেকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা মদীনায় মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় তারা যদি বিরত না হয় তবে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দিব, তারপর তারা এই শহরে তোমার সাথে প্রতিবেশী অবস্থায় খুব অল্পকালই থাকবে –

১৩৯১। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং কঠোরভাবে হত্যা করা হবে। (৩৩ঃ৬১-৬২)

'ক' ৪ঃ৮৪, ৯৫;

হাদীস

১২২৭। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ) কে বলল, "আমাকে উপদেশ দিন।" তখন তিনি [হুযূর (সাঃ)] বললেন, "চিন্তা ভাবনা করে কোন কাজ কর। যদি এর পরিণাম উত্তম বলে বিবেচিত হয়, তবে তা সম্পাদন কর। আর যদি মন্দের আশংকা কর তখন তা হতে বিরত থাক" (শরহে সুন্নাহ্)।

মলফূযাত

৫২৬। "পক্ষান্তরে কাকেও অভিশাপ দিতে তাড়াতাড়ি করো না। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারণা ভ্রান্তিমূলক হয়ে থাকে এবং অভিসম্পাত নিজের উপরই পতিত হয়। সতর্কতার সাথে পদবিক্ষেপ কর, খুব বিবেচনা করে কাজ কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। কারণ তোমরা অজ্ঞ। এমন যেন না হয় যে, তোমরা ন্যায়বানকে অত্যাচারী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করে খোদাতাআলার অপ্রীতিভাজন হও এবং ফলে তোমাদের সকল কাজ পন্ড হয়ে যায়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

১১৭। বাজে কাজ ও বাজে কথা

৪৭২। বাজে কাজ ও বাজে কথা বলা হতে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ।

কুরআন

১৩৯২। এবং তারা যখন কোন বাজে কথা শুনে তখন তাকে উপেক্ষা করে চলে 'ক' (২৮ঃ৫৬)

১৩৯৩। এবং যারা সকল বৃথা কার্য-কলাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; (২৩ঃ৪)

'ক' ৬ঃ৬৯; ২৫ঃ৭৩; ৩১ঃ৭; ৪৩ঃ৮৪; ৫২ঃ১৩; ৭০ঃ৪৩; ৭৪ঃ৪৬;

হাদীস

১২২৮। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'প্রতিটি মানুষের ভিতর তার ইসলামের সৌন্দর্য তা-ই যে, সে যেন নিরর্থক, নিষ্ফল, বৃথা কার্য ও কথা সব পরিহার করে।' (তিরমিযী)

১২২৯। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র স্মরণ ছেড়ে অত্যধিক কথায় আসক্ত হয়ো না, কেন না আল্লাহ্‌র স্মরণ ছেড়ে অত্যধিক কথা অন্তরকে কঠোর করে এবং যার অন্তর কঠোর সে আল্লাহ্‌ থেকে দূরে নিয়ে যায়।' (তিরমিযী)

১২৩০। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যারা বাজে কথা বলে আল্লাহ্‌ তাদের ঘৃণা করেন।' (তিরমিযী)

১২৩১। হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস সা'য়েদী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব আমাকে দিবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম।' (বুখারী)

১২৩২। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা আমি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, 'নাজাতের উপায় কী ?' তিনি বললেন, 'নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য রোদন কর" (আহমদ, তিরমিযী)।

মলফূযাত

৫২৭। আল্লাহ্‌ বলেন, "ওয়াল্লাযীনা হোম আনে ল্লাগবে মুরেযুন' অর্থাৎ এবং যারা বাজে কথা বাজে কাজ হতে নিবৃত্ত থাকে।' লাগভে অর্থ পার্থিব সম্পদ অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি নিষ্ঠাপূর্ণ নামাযে শান্তি পায় দুনিয়ার প্রতি তার আকর্ষণ চলে যায়। অবশ্য এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে ,সে কৃষিকাজ, ব্যবসা, চাকুরী ছেড়ে দেয়, সে যা ছেড়ে দেয় তা হচ্ছে প্রতারণা, ছলনা এবং এমন সকল বিষয় যা তাকে আল্লাহ্‌র নিকট তুচ্ছ করে দেয়" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড)।

১১৮। কথা বলার পদ্ধতি

৪৭৩। কোন কোন কথা মানুষকে জান্নাতী করে আবার কোন কোন কথা তাকে করে দোযখী।

কুরআন

১৩৯৪। তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে আল্লাহ্ কীভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলে উপমা বর্ণনা করেছেন, যার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং তার শাখা-প্রশাখা আকাশে (বিস্তৃত) রয়েছে ?

১৩৯৫। তা স্বীয় প্রভুর অনুমতিক্রমে সদা ফল দিচ্ছে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করছেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৩৯৬। এবং মন্দ বাক্যের উপমা মন্দ বৃক্ষের ন্যায়, যাকে ভুমির উপর হতে উৎপাটিত করে দেয়া হয়েছে যার কোন স্থায়িত্ব নেই। 'ক' (১৪ঃ২৫-২৭)

'ক' ১৬ঃ১২৬; ১৭ঃ৫৪; ৩৫ঃ১১; ৪১ঃ৩৪, ৩৫;

হাদীস

১২৩৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "(আল্লাহ্র) বান্দা (কোন কোন সময় পরিণাম চিন্তা করা ছাড়াই) এমন কোন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে পিছলিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অথচ সে তা থেকে পূর্ব (পশ্চিম) পরিমাণ দূরত্বে থাকবে" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)

১২৩৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "বান্দা কোন কোন সময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা বলে। অথচ এ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই থাকে না। কিন্তু এরই ফলে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা কোন কোন সময় বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)

মলফূযাত

৫২৮। "এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এই শিক্ষা দেন, যদি তাঁরা কারো মুখে কোন বৃথা কথা শুনেন, যা সংঘাতের সূচনা করে এবং যুদ্ধের ভূমিকা হয় তবে তাঁরা গাম্ভির্যের সাথে পাশ কাটিয়ে চলে যান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে লড়াই আরম্ভ করেন না।' (২৫ঃ৭৩) অর্থাৎ যে পর্যন্ত অধিক কষ্ট দেয়া না হয়, হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হওয়াকে তাঁরা ভালবাসেন না; শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় লাভের ইহাই নীতি। ছোট খাট বিষয়কে কোন গুরুত্ব দিবে না। ক্ষমা করবে। ... অতঃপর বলা হয়েছে, "দুষ্টামি করে কেউ বাজে কথা বললে তোমরা তাকে সৎভাবে শান্তিপূর্ণ জবাব দিবে। তখন এই আচরণে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হবে।" বস্তুত শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখতে অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার ক্ষেত্রে শুধু ঐ পর্যায়ের অন্যায়, যদ্বারা প্রকৃতই কোন অন্যায় হয় না, এবং শত্রুর কেবল বৃথাই বাক্য ব্যয় হয়" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১১৯। যাদু

৪৭৪। যাদু ধোঁকাবাজি। তা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না।

কুরআন

১৩৯৭। এবং যা কিছু তোমার ডান হাতে আছে তা নিক্ষেপ কর ফলে তা'রা যে কলা-কৌশল করেছে সব কিছুকেই তা গ্রাস করে ফেলবে, কারণ তারা যে কলা-কৌশল করেছে তা কেবল যাদুকরের ধোঁকাবাজি। এবং যাদুকর যেদিক থেকেই আসুক না কেন সফলতা লাভ করতে পারবে না। 'ক' (২০ঃ৭০)

'ক' ২ঃ১০৩; ৭ঃ১১৮, ১১৯; ১০ঃ৭৮, ৮২; ২০ঃ৬৭; ২৬ঃ৪৬;

হাদীস

১২৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সাতটি গুরুতর ক্ষতিকর বিষয় পরিত্যাগ করবে।' তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল ! সেগুলি কী ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু মন্ত্র শিক্ষা করা ও ব্যবহার করা, আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন এরূপ প্রাণীকে হত্যা করা, সুদ গ্রহণ করা, এতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হতে পলায়ন করা এবং অরক্ষিত মু'মিন মহিলার সতীত্বের উপর কালিমা লেপন করা।' (বুখারী, মুসলিম)

১২৩৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু শিখল, সে যেন যাদুর কিছু অংশ হাসিল করল। সুতরাং সে যত বেশি জ্যোতির্বিদ্যা শিখল তত বেশি যাদু বিদ্যাই অর্জন করল।' (আহমদ, আবু দাউদ, ও ইবনে মাজাহ্)

১২৩৭। হযরত হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য মনে করে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না।' (মুসলিম)

মলফূযাত

৫২৯। "সুতরাং হে মুসলমানগণ ! এই অধমের আগমন যাদুর অন্ধকার বিদূরীত করবার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হতে এক মো'জেযা। যাদুর মোকাবেলায় দুনিয়ায় অলৌকিক নিদর্শনও প্রকাশিত হওয়া কি আবশ্যক ছিল না ? তোমাদের দৃষ্টিতে কি এটা বিস্ময়কর ও অসম্ভব বোধ হয় না যে, এরূপ এক জঘন্য স্তরের প্রবঞ্চনা সমূহের বিরুদ্ধে যা যাদুর স্তরে গিয়ে পৌছেছে, আল্লাহ্‌তাআলা সত্যের এরূপ এক জ্যোতিঃ প্রদর্শন করেন যা অলৌকিক শক্তির প্রভাব রাখে" (মলফূযাত, পাঃ আহমদী, ৩০শে জুন, ১৯৬৯)।

১২০। গণক

৪৭৫। গণকদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কুরআন

১৩৯৮। এবং ইহা কোন গণকেরও কথা নয়, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। 'ক' (৬৯ঃ৪৩)

'ক' ৫২ঃ৩০;

হাদীস

১২৩৮। হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের নবী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "ফিরিশ্‌তাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আসমানে (আল্লাহ্‌র)ফয়সালাকৃত বিধান সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। শয়তানেরা গোপনে চোরা পথে তা শোনার চেষ্টা করে এবং তা (কিছুটা) শুনেও ফেলে। অতঃপর (সেই শোনা) কথাটি গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে পৌছে দেয়। তারা (সেই সত্য) কথাটির সাথে নিজেদের মনগড়া সত্য মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের নিকট অলীক কথা বলে" (বুখারী, কিতাবুল্ বাদউল খালক)।

১২৩৯। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) কুকুরের মূল্য, যেনাকারিনীর (যেনার বিনিময়ে লব্ধ) মজুরী এবং গণকের (গণনার বিনিময়ে প্রাপ্ত) মজুরী নিতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, কিতাবুত্ তিব্)

১২৪০। হযরত হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য মনে করে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না।' (মুসলিম)

মলফূযাত

৫৩০। "মদ, জুয়া, পৌত্তলিকতা, ভাগ্য গণনা করা এসবই অপবিত্র ও শয়তানী কাজ। এগুলি হতে বেঁচে চলবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১২১। কবি।

৪৭৬। কবিগণ কল্পনা বিলাসী, কথা ও কাজের সাথে তাদের মিল নেই। ঈমান আনয়নকারীগণ ব্যতিরেকে অন্যদের অনুসরণ নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৩৯৯। আর যে আছে কবিগণ-বিপথগামীগণই তাদের অনসুরণ করে।

১৪০০। তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে তারা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়,

১৪০১। এবং তারা যা বলে তা পালন করে না ? 'ক' * (২৬ঃ২২৫-২২৭)

'ক' ২১ঃ৬; ৩৬ঃ৭০; ৫২ঃ ৩১; ৬৯ঃ৪২;

---

* আঁ হযরত (সাঃ) একজন কবি ছিলেন (২১ঃ৬)-এ আরোপিত অভিযোগ খন্ডন করা হয়েছে এ আয়াতগুলিতে এবং এজন্য তিনটি যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। (১) কবিগণের অনুগামী সঙ্গী সাথী উচ্চ মানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয় না, কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারীগণ অত্যন্ত মহৎ আদর্শ অত্যুচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন (২) কবিগণের কোনরূপ স্থির আদর্শ থাকে না বা জীবনের কোন কর্মসূচী থাকে না। তারা যেন প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্দেশ্যহীন বিচরণকারী। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর জীবনে আল্লাহ্তাআলার উদ্দেশ্যে এক অতি মর্যাদাপূর্ণ এবং মহত্তর লক্ষ্য ছিল। (৩) কবিগণ যা প্রচার করেন তা নিজেরা বাস্তবে পালন করেন না, কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ) কেবল শিক্ষাগুরুই ছিলেন না পক্ষান্তরে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট কর্মী এবং আদর্শ নমুনা ছিলেন। (কুরআন মজীদ টীকা-২১৪২)

হাদীস

১২৪১। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "কবিতায় তোমাদের কারো পেট ভরার চেয়ে পুঁজে পরিপূর্ণ হওয়া অধিক উত্তম" (বুখারী)ঐ

১২৪২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "এটাও এক প্রকার ভাব প্রকাশ তবে তার ভালটি ভাল এবং মন্দটি মন্দ" (মেশকাত, মুল: দারে কুতনী)

১২৪৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "কবির কবিতার সর্বাধিক সত্য ছন্দ হ'ল, 'জেনে রাখ আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে সবই মিথ্যা'"(বুখারী)।

মলফূযাত

৫৩১। হযরত মসীহ মাউদ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, তিনি উপন্যাস লেখা ও পড়া সম্পর্কে কি মনে করেন। হুযূর আকদস (আঃ) বলেন, "উপন্যাস লেখা ও পড়া কবিতার ন্যায়ই গ্রহণ করতে হবে। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে,ভাল কবিতা ভাল ও মন্দ কবিতা মন্দ। সব কিছুই একজনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মসনবীতে লিখিত রুমীর গল্পসমূহ সবই উপদেশমূলক, প্রকৃত ঘটনা নয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনিও অনেক উপদেশমূলক গল্প ব্যবহার করেছেন। এ সবই উপন্যাসের ন্যায়। অতএব উপন্যাস যদি সৎ উদ্দেশ্যে সুন্দর ভাষায় ও ভাল উপদেশ সহকারে লেখা হয় তবে তা উপকারে আসতে পারে। এরূপ উপন্যাস লেখা ও পড়ায় কোন ক্ষতি নেই" (আল্ বদর, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭)।

১২২। ক্রীতদাস।

৪৭৭। ইসলামে দাস প্রথা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৪০২। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে উচ্চ শিখর কী ?

১৪০৩। (তা হচ্ছে) গোলাম মুক্ত করা, 'ক' (৯০ঃ১৩,১৪)

১৪০৪। এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের মধ্য হ'তে যারা মুকাতেবাত* (মুক্তিপণ ধার্য) করতে চায় তোমরা তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখলে তাদের সাথে মুকাতেবাত কর, এবং আল্লাহ্‌র সেই ধন সম্পদ হ'তে যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তোমরা তাদেরকে দান কর। (২৪ঃ৩৪)

'ক' ৪ঃ৪, ২৫, ২৬, ৯৩; ৫ঃ৯০; ৩৩ঃ৫১, ৫৩; ৪৭ঃ৫; ৫৮;৪;

---

* 'মুকাতাবা' (ক্রীতদাসত্ব মোচন) একটি লিখিত চুক্তিনামা যদ্বারা একজন ক্রীতদাস বা দাসী তার দাসত্বের বন্ধন হতে স্বাধীনভাবে মালিকের পসন্দ বা অপসন্দকে গ্রহণ না করে মুক্তি লাভ করতে পারে। এ চুক্তি অনুযায়ী একজন ক্রীতদাসের মুক্তির বিনিময়ে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা শ্রম ধার্য করা হয়। (কুরআন মজীদ টীকা-২০৪৬)

হাদীস

১২৪৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে একজন মুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্ত করে, ঐ ক্রীতদাসের প্রতিটি অঙ্গের জন্য তার প্রতিটি অঙ্গ আগুন হতে রক্ষা পাবে।' (বুখারী, মুসলিম)

১২৪৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌ জরুরী মনে করেন, 'মুকাতাব' যে দাস তার মুক্তিপণ আদায় করতে চায়, বিবাহকারী যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং মুজাহিদ যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে।' (তিরমিযী, নিসাঈ, ইবনে মাজাহ্‌)

১২৪৬। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) হযরত সফিয়া (রাঃ)-কে আযাদ করে বিবাহ করেন এবং তাকে আযাদ করাই তার মহরানা ধার্য হ'ল। তাঁর বিবাহে হাইস (খেজুর, ঘী ও ছাতু দিয়ে তৈরি এক প্রকার সুস্বাদু খাবার) দ্বারা ওলিমা (বিবাহ ভোজ) করা হয়। (বুখারী)

মলফূযাত

৫৩২। "খাঁটি সাধুতার রীতি এই যে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে নিজের নিকটাত্মীয়দেরকে আপন অর্থ হ'তে সাহায্য করে এবং এ অর্থ হ'তে এতীমদের প্রতি দায়িত্ব পালন, তাদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে খরচ করে থাকে এবং মিসকীনদেরকে দারিদ্র ও অনাহার হতে রক্ষা করে। মুসাফির ও প্রার্থীদের সেবা করে এবং বন্দী ও গোলামদের আযাদীর জন্য এবং ঋণীদের ঋণ শোধের জন্যও তারা অর্থ দান করে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১২৩। ইনশাআল্লাহ্।

৪৭৮। কোন কাজ করার সংকল্প প্রকাশ করার পূর্বে ইনশাআল্লাহ্ বলতে হয়। ইনশাআল্লাহ্ না বলার ফল।

কুরআন

১৪০৫। এবং তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কখনও বলো না, 'আমি এটা আগামী কাল করব,'

১৪০৬। যদি না আল্লাহ্ চাহেন। (১৮:২৪-২৫)

১৪০৭। সে বলল, 'হে আমার পিতা। তুমি যা আদিষ্ট হয়েছ, তাই কর, ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাবে।' 'ক' (৩৭ঃ১০৩)

১৪০৮। নিশ্চয় আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করব যেভাবে উদ্যানের অধিকারীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যখন তারা কসম খেয়েছিল যে অবশ্যই তারা প্রত্যুষে তার সব ফল পেড়ে আনবে।

১৪০৯। এমনকি তারা আল্লাহ্র নাম লয়নি (ইনশাআল্লাহ্–যদি আল্লাহ্ চান বলে নি)

১৪১০। ফলে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক ঘূর্ণি বায়ুর আযাব তার উপর দিয়ে বয়ে গেল এমন অবস্থায় যখন তারা নিদ্রিত ছিল।

১৪১১। অতঃপর প্রভাতে তা কর্তিত বাগানের ন্যায় হয়ে গেল। 'খ' (৬৮ঃ১৮-২১)

'ক' ১২ঃ১০০; ১৮ঃ৭০; ৪৮ঃ২৮; ৭৪ঃ৫৭; ৭৬ঃ৩১; ৮১ঃ৩০;

'খ' ১৮ঃ৪০-৪৫; ৬৮ঃ২২-৩০;

হাদীস

১২৪৭। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "হযরত সুলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ) কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, 'অবশ্যই আমি আজ রাতে (আমার) সত্তরজন স্ত্রীর নিকট যাব, প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভে ধারণ করবে। এরা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে।' সুলায়মানের এক সাথী বল্লেন, 'ইনশাআল্লাহ্ বলুন, 'সুলায়মান (আঃ) তা বললেন না। অতঃপর একজন স্ত্রী ছাড়া আর কেউই গর্ভবতী হলো না। যাও সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল তারও একটি অঙ্গ ছিল না।' নবী (সাঃ) বলেছেন, 'যদি তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতেন, তবে সবগুলো (সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করত।

হযরত শুয়াইব ও হযরত আবু জিহাদ (রাঃ) এখানে সত্তর এর স্থলে নিরানব্বই জন স্ত্রীর উল্লেখ করেছেন এবং এটাই সঠিক রেওয়ায়াত। (বুখারী)

১২৪৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "হুযূর (সাঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে বের হবার পর (একদিন) বলেছিলেন, "ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল সকালে আমরা বনী কিনানা গোত্রের এলাকায় (উপত্যকায়) উপনীত হব যেখানে মক্কার কাফেররা কুফরীর নিমিত্তে পরস্পর কসম করেছিল।" এ দ্বারা নবী (সাঃ) মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী মুহাস্সাব উপত্যকার কথা বলছিলেন" (বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ)।

মলফূযাত

৫৩৩। "ইনশাআল্লাহ্ বলা খুবই জরুরী, কেননা মানুষের তার কোন কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। সে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা, দুরভিসন্ধি ও দুষ্ট শক্তি দ্বারা পরিবৃত থাকে যা তার পথে বাধা হিসেবে দাঁড়ায়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সে যা করতে চায় তা সম্পাদন নাও করতে পারে। 'ইনশাআল্লাহ্ সর্ব শক্তির আধার আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার জন্য বলা হয়। বর্তমান যুগের অবুঝ লোকেরা এর কার্যকারিতা সম্পর্কে অমনযোগী থাকার কারণে এ ব্যাপারে হাস্য কৌতুক করে। (অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ্ বলায় তারা ঠাট্টা করে)" (মলফূযাত, দশম খন্ড)।

১২৪। ইন্নালিল্লাহ্

৪৭৯। কখন 'ইন্নালিল্লাহ্' বলতে হয়।

কুরআন

১৪১২। যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রতাবর্তনকারী।

১৪১৩। এরাই ঐ সকল লোক যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ হতে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয়, এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত। (২ঃ১৫৭-১৫৮)

হাদীস

১২৪৯। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যখন কোন ব্যক্তি বিপদে পতিত হয় এবং প্রার্থনা করে নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী, হে আল্লাহ্! আমার দুঃখ-দুর্দশার ক্ষতিপূরণ করে দাও এবং আমি যা হারিয়েছি, তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান কর। আল্লাহ্ তার দুঃখ দূর করে দেন। এবং সে যা হারায় তার চেয়ে অধিক দান করেন'।" হযরত উম্মে সালমা আরও বর্ণনা করেছেন, ' যখন আবু সালমা মারা যান তখন আমি সেভাবে প্রার্থনা করেছিলাম যেভাবে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং বাস্তবিকই আমি যা হারিয়েছিলাম আল্লাহ্ তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি দান করেছিলেন, অর্থাৎ আমাকে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বিবাহ করবার জন্য বলা হয়েছিল।' (মুসলিম)

১২৫০। হযরত আবু সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ্‌র কোন বান্দার শিশু সন্তান মারা যায়, আল্লাহ্ তার ফিরিশ্‌তাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি আমার বান্দার শিশু সন্তানের আত্মা গ্রহণ করেছ?' তারা বলবে, 'হাঁ !' তারপর তিনি জানতে চান, 'তোমরা কি তার অন্তরের ফুলস্বরূপ আত্মাকে গ্রহণ করেছ?' তারা বলে, 'হাঁ !' অতঃপর তিনি বলেন, 'এখন আমার বান্দা কি বলল।' তারা উত্তরে বলল, 'সে তোমার প্রশংসা কীর্তন করে বলল, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করব।' তখন আল্লাহ্ বলেন, 'আমার বান্দার জন্য বেহেশ্‌তে একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর এবং তার নাম দাও, 'প্রশংসার পথ।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৫৩৪। এক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ বলেন, 'আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তা পূরণ করব।' অপর ক্ষেত্রে তিনি বলেন, 'এমন কিছুর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করব যা তোমাদের ভিতর ভয়ের সৃষ্টি করবে।' এতে দেখা যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রই প্রার্থনার জন্য নয়, পরীক্ষার সময় একজনকে বলতে হয়, 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।' অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমাদের আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যেতে হবে।' কোন কোন ক্ষেত্রে ধৈর্য ও নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করতে হয় (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)।

১২৫। বিসমিল্লাহ্

৪৮০। কখন বিসমিল্লাহ্ ব্যবহার করতে হয়।

কুরআন

১৪১৪। এটা (চিঠি) সোলায়মানের নিকট হ'তে এবং এটা আল্লাহ্র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়। 'ক' (২৭ঃ৩১)

'ক' ১ঃ১ ও সূরা তওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে এসেছে। ১১ঃ৪২;

হাদীস

১২৫১। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে হযরত দেহিয়া কালবীর মাধ্যমে কায়সার (রোম সম্রাট)-এর নামে পত্র প্রেরণ করেন এবং দেহিয়া কালবীকে নির্দেশ দেন সে তা বসরার শাসন কর্তার হাতে অর্পণ করেন, যেন বসরার শাসনকর্তা তা কায়সারের নিকট পৌঁছে দেয়। তাতে লিখা ছিল, 'পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ হতে রোমের মহান শাসন কর্তা হিরাকিল (হিরাক্লিয়াস)-এর প্রতি। যারা হেদায়াত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম। আমি তোমার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করছি। ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে। আর (এজন্য) ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (সওয়াব) প্রদান করবেন। আর যদি তুমি ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সকল প্রজার পাপের বোঝাও তোমাকে বহন করতে হবে।' (বুখারী)

১২৫২। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন সাঁঝের আঁধার নেমে আসে তখন তোমরা শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রাখ। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাত্রের কিছু সময় চলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে, আল্লাহ্র নামে বাতি নিভাবে, আল্লাহ্র নাম নিয়েই পানি পাত্র ঢেকে রাখবে, আর আল্লাহ্র নাম যিক্র করেই আপন (খাদ্যদ্রব্যের) পাত্র ঢেকে রাখবে। (ঢাকবার কিছু না পেলে) যৎ সামান্য হলেও তার উপর দিয়ে রাখবে।' (বুখারী)

১২৫৩। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয় যদি না তাতে বিসমিল্লাহ্ বলা হয়।' (মুসলিম)

১২৫৪। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ খেতে শুরু করে তখন মহান আল্লাহ্র নাম নিয়ে খাবার শুরু করবে। যদি খাবারের প্রথমে কেউ ভুলে যায়,তবে যেন বলে, 'আল্লাহ্র নামে প্রথমে ও শেষে।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

মলফূযাত

৫৩৫। "সাংসারিক বা প্রারম্ভিক সকল কার্যেই তোমাদের খোদা হতে ক্রমাগত শক্তি ও সামর্থ্য প্রার্থনা করতে থাকা উচিত কিন্তু তা কেবল শুষ্ক ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণ করে নয়। বরং প্রার্থনা কালে সত্যি সত্যিই যেন এ বিশ্বাস থাকে যে, প্রত্যেক বরকত (আশীষ) আকাশ হতেই অবতীর্ণ হয়" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

১২৬। হাতের ব্যবহার

৪৮১। ডান ও বাম হাত ব্যবহার সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১৪১৫। এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করত,

১৪১৬। তবে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধৃত করতাম, (৬৯ঃ৪৫-৪৬)

১৪১৭। (ঐ দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে তাদের নেতা সহ আহবান করব। অতঃপর, যাকে তার ডান হাতে তার কিতাব দেয়া হবে-তারা (আগ্রহ ভরে) নিজেদের কিতাব পাঠ করবে এবং তাদের উপর কিঞ্চিন্মাত্রও যুলুম করা হবে না। * 'ক' (১৭ঃ৭২)

১৪১৮। কিন্তু যাকে তার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, 'হায়! যদি আমার আমলনামা না-ই দেয়া হ'ত।' 'খ' (৬৯ঃ২৬)

'ক' ৫৬ঃ৯,২৮; ৬৯ঃ২০, ৮৪ঃ৮-৯; ৯০ঃ১৮-১৯;

'খ' ৫৬ঃ৪২-৪৩; ৮৪ঃ১১-১৩; ৯০ঃ২০;

---

* ডান হাত আশীর্বাদের প্রতীক এবং বাম হাত শাস্তির প্রতীক। মানব দেহেও ডান দিক বাম দিকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে চলে, কারণ ডান দিকের গ্রহিতা কোষসমূহ বাম দিকের তুলনায় অধিক শক্ত। কারো কর্মের খতিয়ান তার ডান হাতে দেয়ার যথার্থ হ'ল তা শুভ ও আশিষপূর্ণ আমলনামা (কর্মলিপি) হবে। পুনঃ ডডডান হাত' শক্তি ও ক্ষমতাকে বুঝায় (৬৯ঃ৪৬)। বিশ্বাসীগণ তাদের আমল নামা ডান হাতে ধারণ করবে এ কথার অর্থ এই যে, তারা ইহ জীবনে পুণ্যকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে ধরেছিল। সে সময়ে অবিশ্বাসীগণ কর্তৃক তাদের আমলনামা বাম হাতে ধারণ করার মর্ম হচ্ছে যে, তারা পূর্ব-জীবনে যথার্থভাবে অধ্যবসায়ের সাথে নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের প্রচেষ্টা করে নি। (কুরআন মজীদ টীকা - ১৬৩৬)

হাদীস

১২৫৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ওযূ ও আহার করার সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন এবং পায়খানা ও অনুরূপ কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ)

১২৫৬। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তুমি পোষাক পরিধান কর বা ওযূ কর তখন ডান দিক থেকে শুরু করো" (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

১২৫৭। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট কিছু পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল, তাঁর ডানে এক বেদুইন ও বামে হযরত আবু বকর (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কিছু দুধ পান করলেন ও তা বেদুইনের হাতে দিয়ে বললেন, ডান পাশের অগ্রাধিকার আছে।' (বুখারী, মুসলিম)

১২৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন খায়, সে যেন ডান হাতে খায়, আর যখন পান করে তখন যেন ডান হাতে পান করে।" (মুসলিম)

১২৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাবধান! তোমাদের কেউই যেন বাম হাতে না খায় এবং বাম হাতে পানও না করে। কেননা শয়তান সেই হাতে খায় এবং সেই হাতে পানও করে" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৫৩৬। "তিনি (হযরত রসূলে করীম-সাঃ) সর্বদা ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন ও পান করতেন এবং কোন কিছু পান করবার সময় তিন নিশ্বাসে পান করতেন। এর একটি অর্থ এ-ও হ'তে পারে যে, পিপাসার্ত ব্যক্তি এক নিশ্বাসে পান করার সময় অতিরিক্ত পান করে ফেলতে পারে, যার ফলে তার হজমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।" (হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) ইনট্রোডাকশান টু দি স্ট্যাডি অফ হোলি কুরআন)

১২৭। আহার

৪৮২। পরিমিত পরিমাণে আহারের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য গরীব-দুঃখীদের আহার করানোর নির্দেশ। সমাজের গরীব-মিসকীনদের আহার্য্য দান মো'মেনদেরকে আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে পৌঁছায়।

কুরআন

১৪১৯। এবং যারা অস্বীকার করে, এবং তারা (পার্থিব) সুখ ভোগ করে এবং এরূপেই আহার করে বেড়ায় যেরূপ চতুষ্পদ জন্তু আহার করে বেড়ায় এবং (পরিশেষে) আগুন হবে তাদের আবাসস্থল। 'ক' (৪৭ঃ১৩)

১৪২০। এবং তারা তাঁরই প্রেমে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়; 'খ'

১৪২১। (এবং তাদেরকে বলে) 'আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না। (৭৬ঃ৯-১০)

১৪২২। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে উচ্চশিখর কী ?

১৪২৩। (তা হচ্ছে) গোলাম মুক্ত করা,

১৪২৪। অথবা, দুর্ভিক্ষ কবলিত দিনে অন্ন দান করা,

১৪২৫। (যথা) নিকটাত্মীয় এতীমকে,

১৪২৬। অথবা, ভূলুণ্ঠিত মিসকীনকে। (৯০ঃ১৩-১৭)

'ক' ৫ঃ৪৩; ১৫ঃ৪; ৭৭ঃ৪৭;

'খ' ২ঃ১৭৮; ৬৯ঃ৩৫; ৭৪ঃ৪৫; ৮৯ঃ১৯

হাদীস

১২৬০। হযরত মিকদাম ইবনে মা'দী কারার (রাঃ) বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কোন ব্যক্তি তার উদর অপেক্ষা মন্দ কোন পাত্রকে ভর্তি করে নি; আদম সন্তানের জন্য এই পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট যদ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে (ও আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে)। যদি এর অধিক খাওয়া প্রয়োজন মনে করে তবে এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌)।

১২৬১। হযরত ওমর বিন আবু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি একজন বালক হিসেবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে পৌঁছিত। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাকে, বললেন, 'বিসমিল্লাহ্‌ বলে ডান হাতে নিজের সম্মুখ হতে খাও'" (বুখারী, মুসলিম)।

১২৬২। হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "খাদ্যের মধ্য ভাগে বরকত আছে, এজন্য কিনারা অর্থাৎ একদিক হতে খাবে এবং মধ্যস্থান হতে খাবে না," (তিরমিযী)

১২৬৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "উটের ন্যায় একবারে পান করবে না বরং দু' বা তিন বারে পান করবে। পান করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করবে ও যখন শেষ করবে তখন তাঁর প্রশংসা কীর্তন করবে" (তিরমিযী)।

১২৬৪। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, "রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন খানা পিনা হতে অবসর হতেন তখন এই দোয়া পড়তেন, "আল হামদু লিল্লাহেল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়াজায়ালানা মুসলেমীন।' অর্থাৎ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন" (তিরমিযী)।

১২৬৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা খাবার খাওয়াও আর সালামের প্রসারতা দান কর। তোমরা শান্তির দোয়া ছড়াবে তবে তোমরা চির শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযী)

১২৬৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাউকে দাওয়াত করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। তবে যদি সে রোযা থাকে তবে সে যেন মেযবানের জন্য দোয়া করে এবং যদি সে রোযা না থাকে তবে সে যেন খায়" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৫৩৭। "তারপর বলেছেন, 'প্রকৃত সাধু কর্মীদের স্বভাব এই যে, তারা শুধু খোদার মহব্বতের কারণে যে খাদ্য তারা ভালবাসে মিসকীন, এতীম এবং কয়েদীগণকে খাওয়ায় এবং বলে, আমরা তোমাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছি না, বরং এ কাজ আমরা শুধু এজন্য করছি যে, খোদা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁরই সন্তোষের জন্য এ খেদমত। আমরা এ-ও চাই না যে, তোমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বেড়াবে। এ ইঙ্গিত এ কথার দিকে যে, তৃতীয় প্রকার পরোপকার, যা শুধু সমবেদনার আবেগে প্রকাশিত হয়, তা তারা তদনুযায়ী করে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫৩৮। "খাবার সময় আহার প্রার্থীকে দান করবে এবং কুকুরকেও দিবে। যদি সম্ভব হয় পাখি এবং যদি সুযোগ হয় অন্য প্রাণীগণকেও দিবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪৮৩। মাদক দ্রব্য সেবন, জুয়া খেলা ও ভাগ্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ এর কারণ।

কুরআন

১৪২৭। হে যারা ঈমান এনেছ! মদ, জুয়া, প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

১৪২৮। শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও নামায হ'তে ফিরিয়ে রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত থাকবে? 'ক' (৫ঃ৯১-৯২)

'ক' ২ঃ২২; ৫ঃ৪

হাদীস

১২৬৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হ'ল, সে মদ খেয়েছিল। তিনি (সাঃ) বললেন, 'এই নির্লজ্জকে মার।' অর্থাৎ 'শাস্তি দাও।' হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমাদের কেউ তাকে হাত দিয়ে মারল, কেহ জুতা দ্বারা পিটাল, কেউ কাপড় দ্বারা আঘাত করল। যা হোক খুব মারপিট করে তাকে অবসন্ন করে ছাড়ল। যখন সে ফিরে যেতে লাগলেন। তখন লোকদের একজন বলল, 'আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন।' হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'এরূপ বাক্য দ্বারা শয়তানকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করছ। তার জন্য দোয়া কর যেন আল্লাহ্‌তাআলা তাকে হেদায়াত দেন।' (বুখারী, কিতাবুল্ হুদুদ)

১২৬৮। হযরত মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (রাঃ) বলেছেন, 'কখনও মদ্য পান করবে না কেননা তা সকল অশ্লীলতার সেরা মূল।' (আহমদ)

১২৬৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযতর রসূলে করীম (সাঃ) মদ সংশ্লিষ্ট দশ জনের প্রতি লা'নৎ করেছেন (১) যে মদ তৈরী করে, (২) যে মদ তৈরীর ফরমায়েশ দেয়, (৩) যে মদ পান করে, (৪) যে মদ বহন করে (৫) যার প্রতি মদ বহন করা হয়, (৬) যে মদ পান করায়, (৭) যে মদ বিক্রয় করে, (৮) যে তার মূল্য ভোগ করে, (৯) যে মদ ক্রয় করে, (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

১২৭০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদিন আমার বাড়ীতে 'ফাদীখ অর্থাৎ খেজুরের মদ ছাড়া আর কোন মদ ছিল না। আমি আবু তাল্‌হা ও আরও অনেককে এই ফাদীখ বা খেজুরজাত মদ পান করাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে একব্যক্তি এসে বলল, 'আপনারা খবর জানেন না?' সবাই প্রশ্ন করল, 'কী খবর?' লোকটি বলল, 'মদ হারাম হয়েছে।' তখন সবাই বলে উঠল, 'হে আনাস, মদের এই বড় বড় মটকাগুলো থেকে মদ ঢেলে ফেলে দাও।' হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, 'লোকটির মুখে খবর জানার পর কেউ পুনরায় কিছু জানতে চায় নি বা বিরোধিতাও করে নি।' (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)

১২৭১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে আহ্বান করে, 'এদিকে এস, আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব।' (তার-উচিত) সে যেন অবশ্যই সদকা করে।' (বুখারী, কিতাবুল্ আইমানে ওয়ান নুযুর)

মলফূযাত

৫৩৯। "... সাবধান হও। সকল অন্যায়াচরণ পরিহার কর। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য কেবল সুরা পানই নয়, বরং অহিফেন, গাঁজা, চরস, ভাঙ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য যা সর্বদা ব্যবহারের অভ্যাস করে নেওয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদের একথা বলে না যে, এত অধিক সুরা পান করো না, যাতে মাতাল হয়ে যাও। বরং এ শিক্ষা দেয় যে,

কখনও সুরা পান করো না। কারণ সুরা পান করলে তুমি খোদা প্রাপ্তির পথ লাভ করতে পারবে না। খোদা তোমার সহিত বাক্যালাপ করবেন না এবং তোমাকে পবিত্র করবেন না। এতদ্ব্যতীত এ-ও বলে, যা শয়তানের আবিষ্কার তা হতে বেঁচে থাক" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

৪৮৪। আতিথেয়তা ঃ অতিথি সম্মানের পাত্র - তাদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা বিধেয়।

কুরআন

১৪২৯। তোমার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে ?

১৪৩০। যখন তারা তার (ইব্রাহীম-আঃ) নিকট উপস্থিত হ'ল তখন তারা বলল, 'সালাম' (শান্তি বর্ষিত হোক)। সে বলল, সালাম (ইব্রাহীম মনে মনে বলল,) 'লোকগুলি অপরিচিত মনে হচ্ছে।'

১৪৩১। এবং সে নীরবে নিজ পরিবারের নিকট চলে গেল এবং একটি মোটা ভাজা গোবৎস নিয়ে আসল।'

১৪৩২। এবং তা তাদের সম্মুখে রাখল এবং বলল, "আপনারা কি খাবেন না ?" 'ক' (৫১ঃ২৫-২৮)

'ক' ১১ঃ৭০;

হাদীস

১২৭২। হযরত আবু শুরাইহ্ আল্ কারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে , হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার অতিথির সম্মান করে। অতিথির জন্য একদিন ও এক রাত উত্তম খানা-পিনার ব্যবস্থা করা। আর সাধারণভাবে আতিথেয়তা হ'ল তিনদিন, এরপর যা করবে তা সদকা, আর মেহমানের জন্য জায়েয নয় এত সময় মেযবানের গৃহে অবস্থান করা যাতে তার কষ্ট হয়।" (বুখারী, মুসলিম)

১২৭৩। হযরত আবুল আহওয়াস জুশামী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? (ধরুন) আমি যদি কোন ব্যক্তির নিকট যেয়ে উঠি এবং সে আমার আতিথ্য করল না। অতঃপর সে কোন সময় আমার কাছে উঠল, তখন কি আমি তার মেহমানদারী করব, নাকি (পূর্বের) প্রতিশোধ গ্রহণ করব?" তিনি বললেন, '(প্রতিশোধ নয়) বরং তুমি তার মেহমানদারী কর।' (তিরমিযী)

১২৭৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, ' কোন ব্যক্তির মেহমানের সঙ্গে (বিদায়কালীন সময়ে) বাড়ীর দরজা পর্যন্ত যাওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।' (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

মলফূযাত

৫৪০। "তৃতীয় শাখা ঃ এই প্রতিষ্ঠানের অতিথিগণ ও সত্যের অনুসন্ধানে ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারীগণ যারা এই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় সাক্ষাৎ করতে আসেন। এ শাখাও অনবরত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে" (ফতেহ ইসলাম)।

৫৪১। "ইহা নিয়ম সম্মত কথা যে, যখন বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয় তখন মানুষ তাদের সাক্ষাৎকারে ঘাবরিয়ে যায়। তারা কখনও কখনও অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে যা এক প্রকার দুর্ব্যবহারস্বরূপই হয়ে থাকে। সুতরাং তা করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, 'তুমি তাদের জন্য ক্লান্ত হবে না এবং অতিথি সেবার সকল রীতিনীতি পালন করবে" (মলফূযাত, ৮ম খন্ড)।

১২৮। খাদ্য বস্তু

৪৮৫। হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাবার নির্দেশ। হালাল খাদ্যের পরিচয়।

কুরআন

১৪৩৩। হে মানবমন্ডলী ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা হ'তে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। 'ক' (২ঃ১৬৯)

১৪৩৪। তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে। তুমি বল, 'সকল পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশুপাখি হতে যাদেরকে তোমরা শিকারের শিক্ষা দিয়ে বশ কর, যেহেতু তোমরা তাদেরকে তাই শিক্ষা দাও যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব তারা তোমাদের জন্য যা ধরে তা হ'তে খাও এবং এর উপর আল্লাহ্র নাম লও এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর! নিশ্চয় আল্লাহ হিসেব গ্রহণে তৎপর। 'খ' (৫ঃ৫)

১৪৩৫। (হে মো'মেনগণ!) তোমাদের জন্য সকল চতুষ্পদ জন্তুই হালাল করা হয়েছে কেবল তা ছাড়া যা (কুরআনে) তোমাদের জন্য (হারাম বলে) বর্ণিত হয়েছে। 'গ' (২২ঃ৩১)

'ক' ২ঃ১৭৩; ৫ঃ৮৯; ৮ঃ৭০; ১৬ঃ১১৫; ২৩ঃ৫২;
'খ' ৫ঃ৬; ৬ঃ১১৯, ১২০;
'গ' ৫ঃ২; ৬ঃ১৪৩-১৪৫;

হাদীস

১২৭৫। হযরত জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মানুষের দেহের যে অংশে প্রথমে গলন ও পচন আরম্ভ হয় তা হ'ল পেট। সুতরাং যার পবিত্র জিনিস খাবার সামর্থ্য আছে তার তাই করা উচিত অর্থাৎ হালাল ও পবিত্র খাদ্য আহার করা উচিত।' (বুখারী)

১২৭৬। হযরত আবু সালাবা খুশানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আরজ করলাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী নাসারাদের দেশে বাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি ? (আরও আরজ করলাম) শিকার (পাওয়া যায় এমন) ভূমিতে বাস করি, তীর-ধনুক দ্বারাও শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। আমার জন্য কোন্টা সঠিক হবে ?' তিনি বললেন, 'আহলে কিতাব সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করলে সে সম্পর্কে হুকুম এই যে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও তবে তাদের পাত্রে খেও না, আর যদি না পাও তবে তা ধুয়ে নাও। তারপর তাতে খাও। তোমরা তীর ধনুক দ্বারা যে শিকার করলে, যদি তা ছুঁড়তে বিসমিল্লাহ্ পড়ে থাক তবে তা খেতে পার। আর তোমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যদি শিকার করে থাক এবং বিসমিল্লাহ্ পড়ে থাক তবে খাও। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়ে শিকার করলে যদি জবাই করার সুযোগ পাও তবে জবাইকরে খেতে পার।' (বুখারী)

১২৭৭। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা উষ্ট্রী, গাভী এবং বকরী জবাইকরে কোন সময় তাদের পেটের ভিতর বাচ্চা পাই। এখন আমরা কি একে ফেলে দিব না কি খেতে পারব?ঃ তিনি বললেন, "যদি ইচ্ছা হয় তবে খেতে পার। কেননা তার জবাই মায়ের জবাই-এর অনুরূপ" (মেশকাত ও আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ হতে)।

মলফূযাত

৫৪২। "যে অন্যায়ভাবে জীবিকা অর্জন করে, সে বলে থাকে, এ ছাড়া তার আর করার কিছু নেই, এবং যদি অন্যায়ভাবে উপার্জিত জিনিস তাদের জন্য হালাল হয়, তবে তারা কীভাবে আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা করবে ? এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কি এসে যায় ? তারাই বা তাঁর জন্য কি করতে পারে ? (কীভাবে তারা তাঁর আনুগত্য করতে পারে ?)" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)

৪৮৬। জীব-জন্তুর মধ্যে হারাম খাদ্যের পরিচয়। মনগড়াভাবে কোন বস্তু হারাম বা হালাল করা বৈধ নয়।

কুরআন

১৪৩৬। তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং তা, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতিরেকে অপরের নাম উচ্চারণ করা হয়, এবং শ্বাসরোধ করে নিহত জীব এবং প্রহারে নিহত জীব এবং উচ্চ স্থান হতে নিপতনে মৃত জীব, এবং শৃঙ্গাঘাতে মৃত জীব, এবং ঐ জন্তু যাকে হিংস্র পশু খেয়েছে, কেবল তা ছাড়া যা তোমরা (মরার আগে) জবাই করে নিয়েছ এবং যে জীবকে কোন দেব দেবীর স্থানে বলি দেয়া হয়। 'ক' (৫ঃ৪)

১৪৩৭। তোমাদের জিহ্বা যে সকল মিথ্যা বর্ণনা করে, তার উপর ভিত্তি করে বলো না 'এটা হালাল, এটা হারাম,' এতে তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনাকারী হয়ে যাবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে থাকে তারা সফলকাম হয় না। 'খ' (১৬ঃ১১৭)

'ক' ২ঃ১৭৪; ৬ঃ১২০, ১২২, ১৪৬-১৪৭; ১৬ঃ১১৬, ১১৯;

'খ' ৫ঃ৮৮; ১৩৯-১৪১; ১৪৪-১৪৫; ৭ঃ৩৩; ১০ঃ৬০; ৬৬ঃ২;

হাদীস

১২৭৮। হযরত নোমান বিন বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছেন, "নিশ্চয় হালাল জিনিসও স্পষ্ট এবং হারাম জিনিসও স্পষ্ট, কিন্তু এ দু'য়ের মাঝে এমন কিছু জিনিস অবর্ণিত রয়ে গেছে যেগুলি কোন্ পর্যায়ভুক্ত তা অধিকাংশ লোকই জানে না। যারা এ সকল ব্যাপার হ'তে নিজদিগকে দূরে সরিয়ে রাখে তারা তাদের দীন সম্মানজনক নিরাপদ রাখে। যারা এসকল সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হয় তারা হারামে নিপতিত হয়। বস্তুত তারা ঐ রাখালের ন্যায় যে নিজের পশুপালকে সংরক্ষিত চারণ ভূমির চতুষ্পার্শে চড়তে দেয় যার মধ্যে পশুপাল যে কোন সময় ঢুকে পড়তে পারে। স্মরণ রেখ প্রত্যেক সার্বভৌম সত্তার একটি সংরক্ষিত চারণ ভূমি থাকে। শুন ! আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত চারণ ভুমি হ'ল তাঁর হারাম জিনিস সমূহ। সাবধান ! দেহের মধ্যে এক খন্ড মাংস পিন্ড আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। এবং যখন তা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রেখ ! তা হচ্ছে হৃদয়" (মুসলিম)।

১২৭৯। হযরত ইবরাজ বিন সারীয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) খায়বারের দিন সর্ব প্রকার তীক্ষ্ণ দন্তধারী হিংস্র জন্তুর নখ ও থাবা দ্বারা শিকারী পাখি, গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত এবং মুজাস সামা ও খালিসা খেতে নিষেধ করেছেন। মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া বলেন, আবু আম্মাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'মুজাস সামা কী? তিনি বললেন, 'পাখি অথবা অন্য কোন পাখিকে বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা। 'আর খালিসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'বাঘ অথবা হিংস্র পশু হতে যে ধৃত জন্তু কোন ব্যক্তি ছিনিয়ে নেয় কিন্তু জবাই করবার পূর্বেই তা তার হাতের মধ্যে মারা যায়।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৫৪৩। "মৃত এবং শূকরের গোশত খাবে না। প্রতিমার নিকট উৎসর্গকৃত (বস্তু) খাবে না। লাঠির আঘাতে মরা প্রাণী খাবে না। পতনে মৃত্যু ঘটেছে এরূপ মৃতজীব খাবে না। শিং-এর আঘাতে মরা জীব খাবে না। হিংস্র জন্তুর দ্বারা ছেঁড়া ফাড়া প্রাণী খাবে না। মূর্তির উদ্দেশ্যে সমর্পিত জিনিস খাবে না। এসবই মৃততুল্য। যদি লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, 'তবে কী খাব ?'

প্রত্যুত্তরে বলবে যে পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র জিনিস খাবে। শুধু মরা-মরার অনুরূপ এবং অপবিত্র জিনিস খাবে না। (ইসলামী নীতি দর্শন, পৃঃ ৩৫)

৪৮৭। নিতান্ত বাধ্য না হলে হারাম খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৪৩৮। এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে দেখছ যে, তারা পাপ করার, সীমা লঙ্ঘন করার এবং হারাম খাওয়ার জন্য ত্বরা করছে। তারা যে কাজ-কর্ম করছে তা অতি নিকৃষ্ট। 'ক'

১৪৩৯। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এবং ইহুদী পন্ডিতগণ তাদেরকে পাপ কর্মের কথা-বার্তা বলতে এবং হারাম খেতে কেন নিষেধ করে না ? তারা যা কিছু করছে নিশ্চয় তা অত্যন্ত মন্দ কাজ। (৫ঃ৬৩-৬৪)

১৪৪০। তিনি কেবল তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস যার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে; কিন্তু যে (ঐ গুলির মধ্যে হতে কোন বস্তু খেতে) বাধ্য হয় এমতাবস্থায় যে, সে অবাধ্য নয় এবং সীমালঙঘনকারীও নয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (১৬ঃ১১৬)

'ক' ৫ঃ৪৩, ৮০;

হাদীস

১২৮০। হযরত সুহাইব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকে হালাল মনে করেছে সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি" (তিরমিযী)।

১২৮১। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "সর্বনাশ করুন আল্লাহ্ ইহুদীদের, (হালাল জীবেরও) চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। তারা ঐরূপ চর্বি গলিয়ে বিক্রয় করেছে" (বুখারী, মুসলিম)।

১২৮২। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "এরূপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ কেউ যদি কোন হালাল বস্তু নিজের জন্য হারাম করে নেয়,)কাফফারা দিতে হবে।" হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বলেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবনে তোমাদের (অনু সরণের) জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে" (বুখারী)।

১২৮৩। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত তা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য দোযখই সমীচীন" (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)।

৪৮৮। কৃষিজাত দ্রব্যের হক আদায়ের নির্দেশ।

কুরআন

১৪৪১। এবং তিনিই তো উৎপন্ন করেন বাগানসমূহ, কতক মাচার উপর চড়ানো (আঙ্গুর জাতীয় গুল্মলতা) এবং কতক মাচার উপর চড়ানো নয় (বৃক্ষ রাজি), এবং খর্জ্জুর বৃক্ষ এবং শস্যক্ষেত, যাদের স্বাদ বিভিন্ন এবং যায়তুন এবং ডালিম যাদের কতক সদৃশ এবং কতক অসদৃশ। যখন তাতে ফল ধরে তখন তার ফল হতে আহার কর এবং তা কাটার দিনে তাঁর প্রাপ্য আদায় কর, এবং তোমরা অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদের ভালবাসেন না। (৬ঃ১৪২)

হাদীস

১২৮৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমান যখন কোন গাছ লাগায় এবং সে গাছের ফল কোন মানুষ বা জীব-জন্তু খায়, তখন তা সেই মুসলমানদের জন্য সদকা হয়ে যায়।' (বুখারী, কিতাবুল্ আদব)

১২৮৫। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলমান ফলবতী বৃক্ষ রোপণ করে, তারফল খাওয়া হোক বা চুরি করা হোক রোপনকারী সওয়াব পাবে এবং তা তার দিক হতে সদকা হবে। তেমনি যে ব্যক্তি তা পরিষ্কার বা যত্ন করে সে-ও তার সওয়াব পাবে এবং তার দিক হতে সদকা হবে।' (মুসলিম)

১২৮৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি ঘাস, লতাপাতা, বৃক্ষ ও জনশূন্য মরু দিয়ে যাচ্ছিল, মেঘ ঘনিয়ে আসল। সে মেঘ হ'তে শুনল, 'হে মেঘ ! অমুক নেক (সাধু) ব্যক্তির বাগান ভর্তি কর।' মেঘ ঐ দিকে প্রস্থান করল। প্রস্তরময় মালভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষিত হ'ল। একটা সরু নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে লাগল, সে ব্যক্তি ঐ নালা ধরে যেতে লাগল। কী দেখল ? নালাটা একটি বাগানে প্রবেশ করেছে। বাগানওয়ালা বালতি দিয়ে পানি এদিক ওদিক বিভিন্ন গাছপালায় দিতেছে। ঐ বাগানের মালিককে সে বলল, "হে খোদার বান্দা ! আপনার নাম কি ? সে ঐ নামই বলল, যা ঐ মুসাফির মেঘটি হতে শুনেছিল। অতঃপর বাগানপতি মুসাফিরকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র বান্দা আপনি কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন ?' সে বলল, 'এই মেঘ যা হ'তে বৃষ্টি হওয়ায় আপনি পানি ব্যবহার করছেন, তা হ'তে এই ধ্বনি শুনলাম ঃ মেঘ, তুমি অমুক বাগান প্লাবিত কর। আপনি কোন নেক আমল, কোন সে সাধু কর্ম করেছেন যার এই ফল আপনি প্রাপ্ত হলেন ? বাগানপতি বলল, 'যখন আপনি জিজ্ঞাসা করছেন তবে শুনুন। আমার নিয়ম এই যে, এ বাগান হ'তে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাই তার এক তৃতীয়াংশ খোদাতাআলার পথে ব্যয় করি, এক তৃতীয়াংশ আমার পরিবার পরিজনের উপজীবিকার্থে রাখি এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ এই সব ক্ষেত্রে পুনরায় বীজরূপে ব্যবহার করি" (মুসলিম, কিতাবুয্ যোহদ বাবুস্সাদাকাহ্, ফিকা মাসাকীন)

১২৯। নরহত্যা

৪৮৯। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত নরহত্যা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৪৪২। এবং কোন প্রাণকে, যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করো না। 'ক' এবং যে ব্যক্তি মযলুম অবস্থায় নিহত হয়, আমরা অবশ্যই তার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি ; কিন্তু সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে, 'খ' নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (১৭ঃ৩৪)

১৪৪৩। এ কারণে আমরা বনী ইস্রাঈলের জন্য বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, কেউ কোন ব্যক্তিকে – কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরেকে–হত্যা করলে, সে যেন সমগ্র মানবমন্ডলীকে হত্যা করল, যে কেউ একটি জীবনকে বাঁচাল সে যেন সমগ্র মানবমন্ডলীকে বাঁচাল। (৫ঃ৩৩)

'ক' ২ঃ৮৫, ৮৬; ৫ঃ৩১; ৬ঃ১৫২; ২৫ঃ৬৯; ৪৮ঃ২৬;

'খ' ২ঃ১৭৯; ২৬ঃ২২৮;

হাদীস

১২৮৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে তা হবে রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত।' (বুখারী, মুসলিম)

১২৮৮। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, একজন মোমেন তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্ত থাকে যে পর্যন্ত সে অবৈধ হত্যায় লিপ্ত না হয়।' (বুখারী)

১২৮৯। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মো'মেন অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করে ততক্ষণ সে নেক কাজের ভিতর দ্রুতগামী থাকে। কিন্তু যখনই সে হারামভাবে কাউকে খুন করে, তখনই তার ঐ শুভাগমন থেমে যায়।' (আবু দাউদ)

১২৯০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে কেউ কোন মুজাহিদকে (যাকে মুসলমানেরা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে) হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যদিও তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হ'তে পাওয়া যায়।' (বুখারী)

মলফূযাত

৫৪৪। "সকল ব্যভিচারী পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক, উৎকোচ গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং তাদের সাথী যারা নিজেদের ভ্রাতা এবং ভগ্নীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হ'তে তওবা করে না এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

৪৯০। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মো'মেনকে হত্যা করলে এর পরিণাম।

কুরআন

১৪৪৪। এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কোন মো'মেনকে হত্যা করলে তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম, যাতে সে বসবাস করতে থাকবে। এবং আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করবেন এবং তিনি তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করবেন। 'ক' (৪ঃ৯৪)

'ক' ২ঃ৮৬, ১৭৯; ৩ঃ২২-২৩;

হাদীস

১২৯১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্র নিকট নিশ্চয় সহজ।' (তিরমিযী, নিসাঈ)

১২৯২। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একবার হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে (জিহাদের জন্য) পাঠালেন। অতঃপর যখন তাদের এক ব্যক্তির সম্মুখীন হয়ে তরবারী দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলাম, তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করে বসল। কিন্তু আমি তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে হত্যা করে ফেললাম। পরে আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনটি বললাম। হুযূর (সাঃ) আমার কথা শুনে বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করার পরই কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল! সে নিজের জান বাঁচাবার জন্য এরূপ বলেছে।' তখন তিনি (অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে) বললেন, 'তুমি তার অন্তর চিরে দেখলে না কেন?' (বুখারী, মুসলিম)

১২৯৩। অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ আল বাজাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) উসামাকে লক্ষ্য করে বললেন, "কিয়ামতের দিন যখন কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (অভিযোগ নিয়ে) তোমার নিকট আসবে, তখন তোমার কী উপায় হবে?ঃ এই কথা তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। (মুসলিম)

১২৯৪। হযরত আবু বারাকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন দু'জন মুসলিম পরস্পর তরবারী দ্বারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং একজন মারা যায় তবে উভয়েই দোযখে প্রবেশ করবে।' তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল! যে হত্যা করে তার সম্পর্কে বুঝলাম, কিন্তু অন্য জন?' তিনি বললেন, "অন্য জনও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার জন্য আগ্রহী ছিল।' (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৫৪৫। "একজন জৈন বা একজন বৌদ্ধ একটি মশা অথবা একটি মাছি মারতেও ভয় পায় এবং এরূপ কাজ এড়িয়ে চলে। কিন্তু হায় ! আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা বা বিবেকহীনভাবে হত্যাকান্ড চালানকালে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে ভয় করে না। যিনি অন্য সকল জীবজন্তু অপেক্ষা মানুষকে উন্নত করে সৃষ্টি করেছেন। এই নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা ও সহানুভূতিহীনতার কারণ কী ? এর কারণ অতি শৈশবকাল হতেই গল্প, কল্পকথা এবং জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা তাদের কর্ণে এমনভাবে প্রবিষ্ট করান হয়েছিল এবং তাদের হৃদয়ে তা এমনভাবে গেঁথে দেয়া হয়েছিল যে, এর ফলে তারা নৈতিকভাবে মরে গিয়েছিল এবং তারা তাদের এই ঘৃণ্য কার্যের খারাপী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে না। না, বরং কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে অন্য একজনকে হত্যা করে নিহত ব্যক্তির পরিবারে যে ধ্বংস ডেকে আনে, তাতে সে মনে করে যে, সে একটি অতি উত্তম কাজ করেছে। বরং সে ভাবে যে, সে তার সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ অর্জনের একটি সুযোগ লাভ করেছে" (মসীহ্ হিন্দুস্থান মেঁ)।

৪৯১। ভুলবশত হত্যার কাফ্ফারা।

কুরআন

১৪৪৫। কোন মো'মেনের উচিত নয় যে, সে কোন মো'মেনকে হত্যা করে কেবল ভুল ব্যতিরেকে এবং কেউ ভুলবশত কোন মো'মেনকে হত্যা করলে একজন মো'মেন দাসকে মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা তা সদ্কাহ (হিসেবে মাফ) করে দেয়। কিন্তু সেই (নিহত)ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু পক্ষের হয় এবং সে মো'মেন হয় তবে একজন মোমেন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যদি সেই (নিহত) ব্যক্তি এমন এক জাতির লোক হয় যাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রয়েছে তবে তার পরিজনবর্গের নিকট রক্তপণ অর্পণ করা এবং একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়। কিন্তু যে (সামর্থ্য) রাখে না তাকে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখতে হবে-আল্লাহ্র তরফ হতে দয়ার দৃষ্টিস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৪ঃ৯৩)

হাদীস

১২৯৫। তাউস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গন্ডগোলের মধ্যে নিহত হয় যেমন পাথর মারামারি, অথবা চাবুক ছোঁড়া ছুড়ি, কিংবা লাঠা লাঠি দ্বারা গোলমাল ও মারপিট হয়েছে এবং কে হত্যা করেছে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তখন তাকে 'কাতলে খাতা' বলা হবে। আর তার রক্তপণও 'কাতলে খাতা' (ভুলবশত হত্যা) অনুযায়ীই হবে। আর যাকে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে হত্যা করা হয় তখন কিসাস ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি কিসাস লওয়ার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করবে, তার উপর আল্লাহ্র লানৎ ও ক্রোধ রয়েছে। ফলে তার ফরয নফল কোন ইবাদতই কবুল হবে না।' (আবু দাউদ, নেসাঈ)

১২৯৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! ভুলবশত হত্য যা এক প্রকার স্বেচ্ছায় হত্যার সদৃশ অর্থাৎ চাবুক কিংবা লাঠির দ্বারা হত্যা করা হয়। তার দিয়াত একশত উট। তন্মধ্যে চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী।' (নেসাঈ, ইবনে মাজাহ্, আবু দাউদ)'

৪৯২। সন্তান হত্যা - দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৪৪৬। এবং দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা করো না। আমরাই তাদেরকে রিয্ক দেই এবং তোমাদেরকেও; নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ। 'ক' (১৭ঃ৩২)

'ক' ৬ঃ১৪১, ১৫২; ১৬ঃ৫৯, ৬০;

হাদীস

১২৯৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি ? তিনি বললেন, 'কাউকে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দী (শরীক) সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন, 'তুমি এ কারণে তোমার সন্তানকে হত্যা করেছ যে, সে খাদ্যে তোমার সাথে অংশীদার হবে। আবার জিজ্ঞাসা করলাম এরপর কোন্টি ? তিনি, বললেন, 'তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা।' (বুখারী, কিতাবুল্ মুহারেবীন)

১২৯৮। হযরত মুগিরা ইবনে শুবাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্

তোমার জন্য পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মিথ্যাবাদিতা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া নিষিদ্ধ করেছেন এবং বাজে কথা, অত্যধিক যাচ্ঞা এবং অপব্যয় নিন্দা করেছেন।' (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৫৪৬। "তারপর বলেছেন, 'তোমরা আত্মহত্যা করবে না। তোমাদের সন্তান বধ করবে না এবং অসভ্যের ন্যায় অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে আপনা আপনি প্রবেশ করবে না। অনুমতি নেয়াই শর্ত" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৪৯৩। আত্মহত্যা - আত্মহত্যা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৪৪৭। এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়। 'ক' (৪ঃ৩০)

ক ২ :১৯৬

হাদীস

১২৯৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে যদি সৎলোক হয়, তবে সম্ভবতঃ তার নেক আমল বেড়ে যাবে। কিংবা যদি সে গুণাহগার হয় তবে তওবার মাধ্যমে হয়ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে।' (বুখারী-কিতাবুত্ তামান্না)

১৩০০। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কোন রোগের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। যদি সে একান্তই সহ্য করতে না পারে এবং এ সম্পর্কে কোন দোয়া করতে চায় তবে এরূপ দোয়া করবে, 'হে আমার আল্লাহ্। তুমি আমাকে জীবিত রাখ, যে পর্যন্ত জীবন ধারণ আমার জন্য উত্তম এবং আমার মৃত্যু দাও যদি আমার জন্য ভাল হয়।' (মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্র)

১৩০১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফাঁসী লাগিয়ে আত্মহত্যা করে দোযখেও সে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসীর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর যে বর্শা ইত্যাদির দ্বারা আত্মহত্যা করে, দোযখেও সে অনুরূপভাবে নিজেকে শাস্তি দিবে।' (বুখারী)

মলফূযাত

৫৪৭। "যদি তারা সন্তুষ্ট থাকত এবং সন্তোষজনক অবস্থায় থাকত, তারা কখনও আত্মহত্যা করত না। একজন বিশ্বাসী কখনও আত্মহত্যা করে না" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড)।

৫৪৮। এস্থানে খোদার পথে এবং বান্দার হিতার্থে মৃত্যুর কথা যা বলা হয়েছে, তাতে যেন কেউ মনে না করে যে তিনি নাউযুবিল্লাহ্ অজ্ঞদের বা উম্মাদগণের ন্যায় আত্মহত্যার সংকল্প করেছিলেন, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে নিজেদের কোন মারণাস্ত্র দ্বারা ধ্বংস করলে অন্যদের উপকার হবে। বরং তিনি এ প্রকার নিষ্ফল ক্রিয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কুরআন এ প্রকার আত্মহত্যাকারীকে মহাপরাধী ও দন্ডার্হ বলে নির্ধারণ করে। যেমন বলা হয়েছে, 'আত্মহত্যা করবে না এবং স্বহস্তে স্বীয় মৃত্যুর কারণ হবে না" (২ঃ১৯৬) (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১৩০। কিসাস

৪৯৪। কিসাস (হত্যার সমান সমান প্রতিশোধ) ও রক্তপণ সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১৪৪৮। হে যারা ঈমান এনেছ! নিহত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমাদের উপরে 'কিসাস' (সমান সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ হ'ল, 'স্বাধীন পুরুষের পরিবর্তে স্বাধীন পুরুষ দাসের পরিবর্তে দাস, এবং নারীর পরিবর্তে নারী, কিন্তু যার জন্য তার (নিহত) ভ্রাতার পক্ষ হতে (রক্ত-পণের) কিয়দংশ ক্ষমা করে দেয়া হয়, সে ক্ষেত্রে (রক্ত-পণের বাকী অংশ উসূল করবার জন্য) ন্যায়সঙ্গত নিয়মের অনুসরণ করতে হবে, এবং (হত্যাকারীর পক্ষ হতে) তাকে (নিহত ব্যক্তির পক্ষকে) ন্যায্যভাবে (রক্ত-পণের বাকী অংশ) আদায় করতে হবে, এটা হচ্ছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে (দন্ডভার) লাঘব ব্যবস্থা এবং রহমত। কিন্তু এরপর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 'ক'

১৪৪৯। হে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য কিসাস গ্রহণের বিধানের মধ্যে জীবন-ব্যবস্থা রয়েছে যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। (২ঃ১৭৯, ১৮০)

'ক' ২ঃ১৯৫; ৫ঃ৪৬; ১৭ঃ৩৪; ২২ঃ৬১; ২৬ঃ২২৮; ৪২ঃ৪০-৪২;

'স্বাধীন ব্যক্তির জন্য স্বাধীন ব্যক্তি, কৃতদাসের জন্য কৃতদাস, নারীর পরিবর্তে নারী, এ কথাগুলি দ্বারা এটা বুঝায় না যে, একজন কৃতদাসের হত্যার জন্য হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে না কিংবা একজন পুরুষকে হত্যার জন্য হত্যাকারিণী স্ত্রীলোককে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে না ইত্যাদি। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা কিংবা স্ত্রী পুরুষ বিবেচনা কোন মতেই এ আইনের প্রয়োগকে ব্যাহত করতে পারে না। তবে স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির জন্য ...' একটি বিশেষ ধরনের প্রচলিত উক্তি। এরূপ অভিব্যক্তির আশ্রয় এ কারণেই গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আরবদের একটি সুপরিচিত সামাজিক রীতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার মূল উৎপাটন করা লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। রীতিটি এই ছিল যে, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিবেচনা করে শাস্তির কথা ভাবা হ'ত অর্থাৎ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে সেই ভেদাভেদ অনুযায়ী অপরাধের পরিমাণেও ভেদাভেদ ও তারতম্য করা হত এবং একই অপরাধের জন্য, ভিন্ন জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপে শাস্তি প্রয়োগ করা হত। আরও একটি অন্যায় প্রথা এই ছিল যে, হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে তার কৃতদাসকে হত্যা করা হ'ত। এ আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ ঐ সকল কুপ্রথাকে চিরতরে বিলোপ করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা নং ২০৪ আংশিক)(কিসাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কুরআন মজীদ টীকা ২০৪ ও ২০৪(ক) দেখুন)

হাদীস

১৩০২। হযরত আমর বিন শুয়াইবা তাঁর পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কাউকে স্বেচ্ছায় হত্যা করবে তাকে (হত্যাকারীকে) নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও অলী, ওয়ারিশদের হাতে সোপর্দ করা হবে। তারা যদি ইচ্ছা করে তবে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। আর রক্তপণ হ'ল (একশত উট যার) ত্রিশটি হল হিক্কা (যে উটের বয়স তিন বৎসর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে) ত্রিশটি জাযআ (চার বৎসর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বৎসরে পড়েছে) এবং চল্লিশটি হ'ল খালেফাহ্ (গর্ভধারণ করার বয়স হয়েছে)। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি এর চেয়ে কম উট গ্রহণ করেও রাজী হয়ে যায় তা-ও হ'তে পারে।' (তিরমিযী)

১৩০৩। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হযরত সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার গোলামকে (ক্রীতদাসকে) হত্যা করবে, তার বদলে আমরা তাকে হত্যা করব। আর যে ব্যক্তি তার গোলামের কোন অঙ্গ কাটবে, এর বদলে আমরাও তার অঙ্গ কেটে দিব।' (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী) আর নেসাঈ অন্য আর এক রেওয়ায়াতের মধ্যে অতিরিক্ত এই বাক্যটিও বলেছেন, 'যে কেউ তার ক্রীতদাসকে খাসী করবে আমরাও তাকে খাসী করে দিব।' (মেশকাত, কিসাস পর্ব)

১৩০৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'শরীয়তের দন্ড বিধান (হদ্দে শরয়ী) মসজিদের ভিতর প্রয়োগ করা যাবে না। আর সন্তানকে হত্যা করার দরুন পিতা হ'তে কিসাস (খুনের বদলে খুন) লওয়া যাবে না।' (তিরমিযী, দারেমী)

১৩০৫। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রক্ত মূল্য গ্রহণ করার পর (হত্যাকারীকে) হত্যা করল তার নিকট হতে কিসাস না নিয়ে ছাড়বে না।' (আবু দাউদ)

১৩০৬। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি কাকেও ধরে রাখে এবং আর এক (তৃতীয়) ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শাস্তিস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং যে ব্যক্তি লোকটিকে ধরে রেখেছিল তাকে কয়েদের শাস্তি দেয়া হবে।' (দারে কুতনী)

মলফূযাত

৫৪৯। "ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন খ্রীষ্টানগণ উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে ভুল ধারণা করে থাকে যে, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার মধ্যে ন্যায়বিচার ও ক্ষমা সহঅবস্থান থাকতে পারে না। কেননা ন্যায়বিচার শাস্তি দাবী করে, পক্ষান্তরে ক্ষমা সহিষ্ণুতা চায়। তারা এটা বুঝে না যে, স্রষ্টার বিচারও মানুষের মঙ্গলের জন্য এক প্রকার ক্ষমা। যেমন, যদি স্রষ্টা সিদ্ধান্ত দেন যে, একজন খুনী হত্যার উপযুক্ত, তাতে স্রষ্টার স্বকীয়তার কিছু বৃদ্ধি হয় না। এরূপ আদেশ তিনি এজন্য দেন যেন মানব জাতি পরস্পরকে হত্যার মাধ্যমে শেষ হয়ে না যায়। এটা মানব জাতির জন্য এক প্রকার ক্ষমা এবং সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তার সৃষ্ট জীবের পারস্পরিক অধিকারের এই পদ্ধতি এ জন্যেই করেছেন যেন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং যেন কোন দল অন্য দলের সীমা অতিক্রম না করে এবং জগতে অশান্তি সৃষ্টি না করে" (কিতাবুল্ বারিয়্যা)।

৪৯৫। হত্যা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান।

কুরআন

১৪৫০। পবিত্র মাস (এর অবমাননার প্রতিশোধ) পবিত্র মাসেই এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর (অবমাননার) জন্য প্রতিশোধ লওয়ার বিধান রয়েছে, অতএব কেউ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে তবে সে তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করবে তোমরাও তাকে সেই পরিমাণেই অন্যায়ের শাস্তি দিবে, 'ক' এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সঙ্গে আছেন। (২ঃ১৯৫)

১৪৫১। এবং আমরা তাতে তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং (অন্যান্য) জখমের সমান সমান বদলা। এবং যে ব্যক্তি দাবী প্রত্যাহার করে, সে ক্ষেত্রে তা তার জন্য কাফ্‌ফারা (পাপ মুক্তির উপায়) হবে এবং আল্লাহ্ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, প্রকৃতপক্ষে তারাই যালেম। (৫ঃ৪৬)

'ক' ১৬ঃ ১২৭; ২২ঃ৬১; ৪২ঃ৪০-৪২;

হাদীস

১৩০৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'অলঙ্কার পরিহিতা অবস্থায় একটি বালিকা মদীনার বাইরে গেল। কেউ তাঁকে পাথর দ্বারা আঘাত করল। জীবিতাবস্থায় (মুমূর্ষু) তাকে নবী (সাঃ)-এর কাছে আনা হল। নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে এমন এমন ব্যক্তি আঘাত করেছে ?' সে তা অস্বীকৃতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। তিনি তাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক অমুক ব্যক্তি তোমাকে আঘাত করেছে কি ?' সে এবারও তা অস্বীকার করে মাথা নাড়ল। তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক অমুক ব্যক্তি তোমাকে আঘাত করেছে কি?' এবারে সে স্বীকার করে মাথা নীচু করল। অতঃপর নবী (সাঃ) হত্যাকারীকে আনার জন্য পাঠালেন এবং তাকে (অনুরূপ) দু'টি পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করলেন। (বুখারী)

১৩০৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 'নাযর এর কন্যা একটি বালিকাকে চপেটাঘাত করলে বালিকাটির সম্মুখস্থ দাঁত ভেঙ্গে যায়। তারা (বালিকাটির নিকটাত্মীয়রা) নবী (সাঃ)-এর খেদমতে আসল এবং নবী (সাঃ) কিসাসের (অর্থাৎ সমবিচারের দাঁতের বদলে দাঁত) নির্দেশ দিলেন।' (বুখারী)

মলফূযাত

৫৫০। ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদেরকে একথা বলে না যে, কোন অবস্থাতেই অত্যাচারীর প্রতিরোধ করতে নেই; বরং কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, অন্যায়ের প্রতিদান কৃত অন্যায়ের ঠিক সম পরিমাণ; কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করে এবং ফলে কোনরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি না হয় বরং অপরাধীর সংশোধনের কারণ হয়, তার প্রতি আল্লাহ্‌তাআলা সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে এর জন্য পুরস্কার প্রদান করবেন" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)।

১৩১। রাষ্ট্রনায়ক।

৪৯৬। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের বিধান। একজন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের কী কী গুণাবলী থাকা প্রয়োজন।

কুরআন

১৪৫২। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে তাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যার উপদেশ দিচ্ছেন নিশ্চয় তা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। 'ক' * (৪ঃ৫৯)

১৪৫৩। এরা এমন লোক যে, যদি আমরা তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ করবে এবং মন্দ কর্ম হতে নিষেধ করবে। বস্তুত সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। ** (২২ঃ৪২)

১৪৫৪। এবং আল্লাহ্র তরফ হতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি সদয় চিত্ত হয়েছ, যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোরচিত্ত হতে তবে নিশ্চয় তারা তোমার চারিপার্শ্ব হ'তে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত। 'খ' (৩ঃ১৬০)

'ক' ৮ঃ২৮; 'খ' ২৬ঃ২১৬;

---

* শাসনক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে এখানে জনগণের 'আমানত' বলা হয়েছে। এ দ্বারা একথাই বুঝান হয়েছে যে, এই আয়াতের অধিকর্তা হ'ল জনগণ। কোন ব্যক্তি বা বাদশাহ বা বংশ বিশেষ নয়। কুরআন কোন নির্দিষ্ট বংশরূপে দেশ শাসন কিংবা বংশানুক্রমিক শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ সমর্থন করে না। বরং এর বিপরীত জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকেই অনুমোদন করে। রাষ্ট্রের প্রধান হবেন নির্বাচিত ব্যক্তি। আর ঐ পদে নির্বাচনের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে ভোট দিবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম পদের আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করেছে। (বুখারী, কিতাবুল্ আহকাম)। (কুরআন মজীদ টীকা-৬২১)

** এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসবে, তখন তা তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সমীচীন হবে না, বরং দরিদ্র ও অবহেলিত লোকদের ভাগ্যের উন্নতি বিধানের জন্য এবং তাদের কর্তৃত্বাধীন রাজ্যগুলিতে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উক্ত ক্ষমতা নিয়োজিত করতে হবে এবং ইবাদত বা উপাসনার স্থানসমূহকে রক্ষা করা ও সম্মান করা তাদের কর্তব্য হবে। (কুরআন মজীদ টীকা - ১৯৫০)

হাদীস

১৩০৯। হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত ওমর (রাঃ) যেসব ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে মনোনীত করেছিলেন, তারা একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। আব্দুর রহমান (রাঃ) বললেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যে খেলাফতের প্রত্যাশী নয়। কিন্তু তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদের মধ্য হতে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করতে পারি।' তারা আব্দুর রহমানকে (রাঃ) এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করলেন। যখন তারা আব্দুর রহমান (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করলেন–লোকেরা তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল। এমনকি আমি কোন লোককে তাঁদের দিকে ঝুঁকতে বা তাঁদের পশ্চাদানুসরণ করতে দেখি নি। বরং লোকেরা আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং প্রতি রাত্রে তাঁর সাথে পরামর্শ করতে লাগল। তারপর সেই রাত্রি আগমন করল, যে রাতের সকালবেলা আমরা হযরত উসমান (রাঃ)-এর হাতে বায়াত করলাম" (বুখারী, কিতাবুল্ আহ্কাম)।

১৩১০। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ প্রজাপালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, কিন্তু সে তাদের কল্যাণকর নিরাপত্তা বিধান করল না, (বেহেশতে প্রবেশ তো দূরের কথা) সে বেহেশতের গন্ধও পাবে না'" (বুখারী, কিতাবুল্ আহ্কাম)।

১৩১১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া করেছেন, "হে আল্লাহ্! যদি কোন ব্যক্তিকে আমার জনগণের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয় এবং সে যদি জনগণের উপর কঠোর হয়, তবে তুমিও তার উপর কঠোর হবে। এবং যদি সে জনগণের উপর কোমল হয় তবে তুমিও তাদের উপর কোমল হবে" (মুসলিম)।

১০১২। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ্ ! তুমি রাষ্ট্রীয় কোন পদ প্রার্থনা করবে না। কেননা আবেদন বা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তোমাকে কোন পদ প্রদান করা হয়, তবে এর দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই ন্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে তা যদি তোমার প্রার্থনা ব্যতিরেকে প্রদান করা হয়, তবে তুমি তার জন্য খোদার নিকট থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে" (বুখারী, কিতাবুল্ আহকাম)।

১৩১৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা সাবধান হও ! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর (কিয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আর তার দায়িত্ব সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হবে" (বুখারী, কিতাবুল্ আহ্কাম)

মলফূযাত

৫৫১। "এটা একটি স্বাভাবিক নিয়ম যে, যুগের বাদশা যিনি রাজ্যের মধ্যে আদর্শ গুরু স্থানীয় হয়ে থাকেন, তিনি সুবিচারক হলে প্রজাদের মনেও ন্যায়পরায়ণতার আলোকপাত হয় এবং তারাও স্বাভাবিকভাবে ন্যায়পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট হয়। সৌজন্য ও শিষ্টতা তাদের মধ্যে উদ্গত হয়ে ন্যায়পরায়ণতাসূচক গুণগুলি আত্মপ্রকাশ করে" (খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

৪৯৭। পার্থিব জ্ঞানী রাষ্ট্রনায়ক কলহপরায়ণ ও অত্যাচারী হয়।

কুরআন

১৪৫৫। এবং লোকদের মধ্য হতে কেউ এমনও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার হৃদয়ে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে, অথচ সে কলহপরায়ণ লোকের মধ্যে সর্বাধিক কলহপরায়ণ।

১৪৫৬। এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবার এবং ক্ষেত খামার ও সৃষ্টিকে বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্‌ অশান্তিকে ভালবাসেন না। 'ক' (২ঃ২০৫-২০৬)

'ক' ৪ঃ৫৪; ৪৭ঃ২২, ২৩;

হাদীস

১৩১৪। হযরত আয়েজ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "আমি শুনেছি, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'শাসকদের মধ্যে সকলের চেয়ে মন্দ শাসক সে – যে যালিম ও নির্যাতনকারী'।" (মুসলিম)

১৩১৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ শাসকই হবে আল্লাহ্‌র নিকট সকল লোকের চেয়ে প্রিয়তম এবং তাঁর নিকটতম মর্যাদার অধিকারী। আবার কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও যালিম শাসকই হবে আল্লাহ্‌র কাছে সমস্ত মানুষের চেয়ে ঘৃণিত ও কঠোরতম আযাবের অধিকারী। অন্য আর এক রেওয়ায়াতে আছে, যালিম বাদশাহ্‌ মর্যাদায় আল্লাহ্‌র নিকট হতে বহু দূরে।' (তিরমিযী)

১৩১৬। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে মুয়াবিয়া ! যদি তুমি কোনদিন শাসক পদে নিযুক্ত হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং শাসন পরিচালনায় ইনসাফ (অর্থাৎ ন্যায়-নিষ্ঠা) রক্ষা করে চলবে।' (আহমদ)

১৩১৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দশজন লোকেরও শাসক হবে, কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার গলায় রশি লাগান হবে। সেই গলবন্ধন হতে তার ন্যায় ইনসাফ তাকে মুক্ত করবে অথবা তার কৃত যুলুম ও নির্যাতন তাকে ধ্বংস করবে।' (দারেমী)

মলফূযাত

৫৫২। "কিন্তু বাদশাহ অত্যাচারী হলে প্রজাগণও তার নিকট অত্যাচার ও অবিচারের শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ন্যায়পরায়ণতা বিবর্জিত হয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈলগণেরও এই অবস্থা ঘটেছিল। তারা দীর্ঘ সময়ব্যাপী ফেরাউনের ন্যায় অত্যাচারী বাদশাহের প্রজা থাকায় এবং নানা প্রকার নিপীড়ন ভোগ করার ফলে ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছিল" (খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দিনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর)।

৪৯৮। ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ। মো'মেনগণ শোনে ও মান্য করে, কাফেরগণ শোনে ও অমান্য করে।

কুরআন

১৪৫৭। হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তবে তোমরা তা আল্লাহ্‌ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। এটা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়ে অতি উত্তম। 'ক' * (৪ঃ৬০)

১৪৫৮। নিশ্চয় মো'মেনদের উক্তি এটাই যে যখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।' বস্তুতঃ এরাই হবে সফলকাম। 'খ' (২৪ঃ৫২)

১৪৫৯। ইহুদীদের মধ্যে কতকজন (আল্লাহ্‌র) কালামসমূহকে যথাস্থান হতে অদলবদল করে এবং তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম' এবং (আরও বলে) 'তুমি আমাদের কথা শুন, (আল্লাহ্‌র কালাম) তোমাকে যেন কখনও শুনানো না হয়, এবং তারা তাদের জিহ্বাকে বিকৃত করে এবং দীনের প্রতি খোঁচা দিয়ে বলত 'রায়না'। এবং তারা যদি এরূপ বলত, 'আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম, এবং তুমি শুন এবং 'উনযুরনা' (আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দাও); তবে তা তাদের জন্য উত্তম এবং সুসংগত হ'ত। 'গ' (৪ঃ৪৭)

'ক' ৩ঃ৩৩, ১৩৩; ৪ঃ১৪, ৮৪; ৮ঃ২, ২১, ৪৭; ৯ঃ৭১; ২৪ঃ৫৩, ৫৫; ৩৩ঃ৭২; ৪৭ঃ৩৪; ৪৮ঃ১৮; ৪৯ঃ১৫;

'খ' ২ঃ২৮৬; ৫:৮; ২৫ঃ৭৪; ৪৭ঃ২২;

'গ' ২ঃ৬০, ৭৬, ৯২, ৯৪, ১০৫; ৩ঃ৭৯; ৫ঃ৪২; ৪৮ঃ২৭;

---

* 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' বা আদেশ দিবার অধিকারী তাদের আনুগত্য কর।' এই বাক্যে 'আনুগত্য কর' শব্দটি 'কর্তৃপক্ষকে' এর পূর্বে উহ্য রাখা হয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায়, আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত যে কর্তৃপক্ষ তার অনুগত থাকা আল্লাহ্‌ ও রসূলের অনুগত থাকার মতই জরুরী। "ইহা আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি সমর্পণ কর" এই আদেশটি দু'টি ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে :- 'ক' শাসন কর্তৃপক্ষ ও শাসিতদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে, 'খ' শাসিতদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে। 'ক' এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ শাসক শাসিতের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে কুরআনের আলোকে মীমাংসা করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে রসূলের সুন্নত ও হাদীসের আলোকে মীমাংসা খুঁজবে। কিন্তু কুরআন সুন্নাহ ও হাদীস যদি বিষয়টিতে নীরব থেকে থাকে, তবে মুসলমানদের বিষয়াদির পরিচালনার জন্য যে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ রয়েছে, সেই কর্তৃপক্ষই বিষয় মীমাংসা করবে। মনে হয়, আয়াতটি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদির বিষয় এখানে অবতারণা করেছে। এ ব্যাপারে মৌলিক নির্দেশ হ'ল, কর্তৃপক্ষের বাধ্যতা, আল্লাহ্‌ ও রসূলের বাধ্যতার সাপেক্ষে হতে হবে। মুসলমানদের সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী তা মীমাংসা করতে হবে, অন্য আইন মোতাবেক নয়। (কুরআন মজীদ টীকা-৬২৩)

হাদীস

১৩১৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল বস্তুত সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করল, সে যেন আমারই নাফরমানী করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম বা শাসক হলেন ঢালস্বরূপ, তাঁর পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর দ্বারা (বিপদ আপদ থেকে) নিরাপদে থাকা যায়" (বুখারী, মুসলিম)।

১৩১৯। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির তার শাসকের নির্দেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক

কিংবা অপসন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তার প্রতি (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের) নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয় তখন তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার দায়িত্ব নেই" (বুখারী, মুসলিম)।

১৩২০। হযরত উম্মুল হুসায়েন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন বিকলাঙ্গ কুৎসিত ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে তবে তোমরা অবশ্যই তার আদেশ নিষেধ মেনে চল এবং তার আনুগত্য কর।" (মুসলিম)

১৩২১। হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেছেন, "একবার সালামা বিন ইয়াযিদ জু'ফী (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি আমাদেরকে এ সম্বন্ধে কী আদেশ করেন ? যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে, যে আমাদের নিকট হতে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু তারা আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তাদের আদেশ শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা তাদের কর্তব্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য হ'ল তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা' " (মুসলিম)।

১৩২২। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবী করীম (সাঃ) কোথাও একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। আর জনৈক আনসারীকে তাদের উপর শাসক নিয়োগ করে তার আনুগত্য করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করলেন। (এক পর্যায়ে কোন ব্যাপারে) তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'নবী (সাঃ) কি আমার আনুগত্য করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন নি ? 'উত্তরে তারা বলল, "হাঁ" তিনি তখন বললেন, 'তাহলে কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে তাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দিচ্ছি।' অতঃপর তারা কাঠ সংগ্রহ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। অতঃপর তারা আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রস্তুতি লগ্নে একে অপরের মুখ পানে তাকাল। ইত্যবসরে তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করেছি, অবশেষে সে আগুনে প্রবেশ করেই আমাদের মরতে হবে ?' তাদের পরস্পরের এমনি বাক্যালাপ চলছিল। ইত্যবসরে আগুন নিভে যায়। অপর দিকে তাঁর ক্রোধও প্রশমিত হ'ল। অতঃপর কোন এক সময় নবী (সাঃ)-এর নিকট এ ঘটনাটি ব্যক্ত করা হলো। তিনি তখন বললেন, 'যদি তারা তাতে প্রবেশ করতো তবে কখনও তারা সে আগুন হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারত না (অর্থাৎ, চিরকালই জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হত)। জেনে রাখ ! আনুগত্য কেবল ন্যায় ও সৎকাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য' " (বুখারী, কিতাবুল্ আহকাম)।

১৩২৩। হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "গোনাহ বা অন্যায় কার্যের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত (ইমামের) আদেশ শ্রবণ করা এবং পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি গোনাহ বা অন্যায় কাজের আদেশ দান করা হয় তবে শ্রবণ ও আনুগত্য পাবার অধিকার তার নেই" (বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ)।

মলফূযাত

৫৫৩। "কুরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা আদেশ করেছেন যে, "আতিউল্লাহ্ ওয়া অতিউর রসূল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম।' এই আয়াতে উলিল আমর বা শাসকের আনুগত্যের আদেশ স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ... সুতরাং কুরআন হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, সরকারের অনুগত থাকতে হবে" (রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬১)।

৪৯৯। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ নিষিদ্ধ। বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করার নির্দেশ। প্রকৃত মো'মেন দুষ্কৃতকারী ও অবাধ্য হয় না। রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি।

কুরআন

১৪৬০। এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার কোন কাজ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না। 'ক' (২৮ঃ৭৮)

১৪৬১। এবং আল্লাহ্ যদি মানব জাতিকে অর্থাৎ তাদের একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ সকল জগদ্বাসীর উপর অতি অনুগ্রহশীল। 'খ' (২ঃ২৫২)

১৪৬২। এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসূল রয়েছে। যদি অনেক বিষয়ে সে তোমাদের কথা মেনে চলে তবে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন। এবং তোমাদের অন্তরে একে মনোরম করে দিয়েছেন, এবং কুফরী, দুষ্কৃতি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করে দেখিয়েছেন। এরাই সৎ পথে কায়েম আছে।

১৪৬৩। এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও নেয়ামতস্বরূপ এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়। (৪৯ঃ৮-৯)

১৪৬৪। যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করার চেষ্টায় দৌড়ে বেড়ায়, তাদের কর্মের প্রতিফল এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশ বিদ্ধ করে নিহত করা হবে বা (তাদের শত্রুতামূলক কাজের জন্য) তাদের হাত বা পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।। এটা হবে তাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা এবং পরকালেও তাদের জন্য মহাশাস্তি (অবধারিত) রয়েছে; 'গ'

১৪৬৫। তারা ব্যতিরেকে যারা তাদের উপর তোমাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পূর্বে তওবা করবে, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ঘ' * (৫ঃ৩৪-৩৫)

'ক' ২ঃ২৮; ৫ঃ৬৫; ৭ঃ৩৪, ৫৭; ৮ঃ২৬; ১৬ঃ৯১; ২৮ঃ৮৪; ৩০ঃ৪২; ৪২ঃ৪৩;

'খ' ২২ঃ৪১;

'গ' ২ঃ১৯২, ১৯৪, ২১৮; ৪ঃ৯২; ১৩ঃ২৬; ৩৩ঃ১৫; ৭৯ঃ৩৮-৪০;

'ঘ' ১১ঃ১১৭;

---

* এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ চোর ডাকাতের কথা বলা হয় নি। বরং বিদ্রোহী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী, যারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরূপ কর্ম তৎপরতা চালায় তাদের জন্য প্রযোজ্য। "আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে" বাক্যাংশটি উপরোক্ত অর্থ সমর্থন করে। এ অর্থই যে ঠিক, তা একথা হতেও বুঝা যায় যে, অপরাধীরা অনুশোচনা করলে, তাদেরকে ক্ষমাও করা যেতে পারে। কিন্তু যারা ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্য ও হিংসাত্মক অপরাধ করে, স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র তাদেরকে ক্ষমা করতে পারে না, তারা অনুশোচনা করলেও না। আইনসম্মত শাস্তি তাকে ভুগতেই হবে। অবশ্য অনুশোচনা আল্লাহ্র ক্ষমা আকর্ষণ করে, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিধিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। অবশ্য রাজনৈতিক অপরাধীগণকে, অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে কোন ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ না করার অঙ্গীকার সাপেক্ষে ক্ষমা করা যেতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা-৭৪২)

হাদীস

১৩২৪। হযরত উসামা বিন শারীক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি বৈধ সরকারের (খলীফার) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাকে কতল করে ফেল" (নেসাঈ)।

১৩২৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা আমার অবর্তমানে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, পরস্পরে হানাহানি করবে" (বুখারী, কিতাবুল্ ফিতন)।

১৩২৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি যদি তার আমীরের পক্ষ হতে অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে, কেননা যে ব্যক্তি আমীরের কর্তৃত্ব থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায় (আনুগত্য তুলে নেয়), সে অবশ্য জাহেলী মৃত্যু বরণ করবে" (বুখারী)।

১৩২৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "শীঘ্রই এমন ফেৎনা দেখা দিবে যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে, আর দাঁড়ান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে, আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। যে ফিৎনায় লিপ্ত হবে তাকে সে ফিৎনাই ধ্বংস করে দিবে। যে ব্যক্তি তা হতে মুক্ত অথবা আশ্রয়স্থল পাবে, তার তা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত" (বুখারী, কিতাবুল্ ফিতন)।

মলফূযাত

৫৫৪। "সেজন্য আমি পুনরায় এবং বারংবার বিশেষ তাগিদের সঙ্গে নির্দেশ দান করছি যে, দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ঝগড়া বিবাদে উদ্ধত লোক সমাগম, আন্দোলন ও উপলক্ষগুলি হতে পাশ কাটিয়ে চলবে। এ জন্য যে, তোমরা যে কার্য সমাধা করতে চাও অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের উপর হুজ্জত পূর্ণ করা-তা এখন আল্লাহ্তাআলা নিজ হস্তে গ্রহণ করেছেন" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড)।

৫০০। পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ। ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক বা খলীফা ভাল মনে করলে পরামর্শ সভার পরামর্শ গ্রহণ না-ও করতে পারেন।

কুরআন

১৪৬৬। এবং (শাসন) কার্যের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন। * (৩ঃ১৬০)

১৪৬৭। এবং তাদের কাজ তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, 'ক' (৪২ঃ৩৯)

১৪৬৮। এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রয়েছে; যদি অনেক বিষয়ে সে তোমাদের কথা মেনে চলে, তবে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন, এবং তোমাদের অন্তরে তাকে মনোরম করে দিয়েছেন এবং কুফরী, দুষ্কৃতি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করে দেখিয়েছেন। এরাই সৎ পথে কায়েম আছে। (৪৯ঃ৮)

---

* অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা পরামর্শ গ্রহণ বা 'মুশাওয়ারা'কে একটি মৌলিক নীতি হিসাবে অঙ্গীভূত করেছে। রাষ্ট্র প্রধানের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যকর করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) সকল বড় বড় ব্যাপারেই তাঁর অনুসারীদের পরামর্শ নিতেন। বদরের যুদ্ধের পুর্বেও তিনি পরামর্শ করেছেন, তেমনি করেছেন উহুদ, আহযাবের যুদ্ধের পূর্বে। এমনকি তাঁর মহিমান্বিতা স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনার ব্যাপারেও তিনি যোগ্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। (মনসুর ২য়, ৯০)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, 'পরামর্শ ছাড়া খেলাফত–থাকতে ও চলতে পারে না।" (ইযালাতুল খীফা আন খিলাফাতুল খুলাফা।) অতএব পরামর্শ দান ও গ্রহণ বিশেষতঃ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ আহবান ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশ। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। খলীফা বা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই মুসলমান প্রতিনিধিবৃন্দের পরামর্শ আহ্বান করবেন। যদিও তিনি শেষ সিদ্ধান্তের মালিক। ইসলামী শূরা বা মুশাওয়ারা (পরামর্শ সভা) পশ্চিমা পার্লামেন্টের মত নয়। মুসলিম রাষ্ট্রের নেতার এই অধিকার আছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে পরামর্শ সভার সুপারিশ গ্রহণ নাও করতে পারেন। তবে তিনি তাঁর এই ইচ্ছা কদাচিৎ বিশেষ বিবেচনার সাথে প্রয়োগ করবেন। সাধারণতঃ গ্রহণের জন্যই পরামর্শ ও সুপারিশ লওয়া হয়ে থাকে। (কুরআন মজীদ টীকা-৫১৫)

হাদীস

১৩২৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা যখন কোন শাসকের মঙ্গল চান তখন তাকে সাচ্চা মঙ্গলকামী মন্ত্রী বা পরামর্শ দাতা দেন। যদি শাসক কোন কথা ভুলে যায়, তখন ঐ মন্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং শাসকের স্মরণ থাকলে তার ঐ কাজে তাকে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌তাআলা মঙ্গল না চান তবে কুপরামর্শ দাতা অসাধু মন্ত্রী তার ভাগ্যে জোটে। যদি সে (শাসক) কোন কথা ভুলে যায় তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং যদি তার স্মরণ থাকে তবে তারা যথার্থরূপে তাকে সাহায্য করে না" (আবু দাউদ)।

১৩২৯। হযরত আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, "নবী করীম (সাঃ) আমার পিতাকে ও মুয়ায ইবনে জবলকে ইয়েমেন প্রেরণ কালে বললেন, "তোমরা (জনগণের সাথে) সহজ ব্যবহার করবে এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করবে না। (তাদের মন ভাল করতে) ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর সহযোগিতা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করবে" (বুখারী, কিতাবুল্ আহকাম)।

মলফূযাত

৫৫৫। "কুরআন বলে, এবং তাদের কাজ তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়।' (৪২ঃ৩৯)

সাধারণ বিষয়াবলী এবং শাসনতান্ত্রিক আইনসমূহ জন প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কার্যকর করা যাবে না। এই নির্দেশের অনুসরণ করেই রসূলে করীম (সাঃ) খলীফা অথবা মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানের উপর পরামর্শ একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন, 'পরামর্শ ব্যতীত কোন খিলাফত নেই।' (ইযালাতুল খীফা আন খিলাফাতুল খুলাফা)। জনগণের সাথে পরামর্শ ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা অনৈসলামিক" (হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ হোলি কুরআন)।

৫০১। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান বা ধর্মীয় নেতার সাথে পরামর্শের পূর্বে সদকা প্রদানের বিধান। অসৎ কার্যের জন্য গোপন পরামর্শ নিষিদ্ধ। পরামর্শ সৎ কার্যের জন্য হতে হবে।

কুরআন

১৪৬৯। হে যারা ঈমান এনেছ ! যখন তোমরা রসূলের সাথে পৃথকভাবে পরামর্শ করতে চাও, তোমরা তোমাদের পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান কর। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং পবিত্রতার কারণ। কিন্তু যদি তোমরা কিছু দিতে না পার তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়। 'ক' (৫৮ঃ১৩)

১৪৭০। হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে গোপন পরামর্শ কর তখন পাপকার্য, সীমা লঙ্ঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা সম্পর্কে গোপন পরামর্শ করো না ; বরং পুণ্য কাজ এবং তাকওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্র যার নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। 'খ'

১৪৭১। নিশ্চয় (মন্দ বিষয়ে) গোপন পরামর্শ কেবল শয়তান হতে, যেন সে ঐ সকল লোকদেরকে দুঃখ দেয় যারা ঈমান এনেছে, অথচ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে সে তাদের কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। সুতরাং মো'মেনদেরকে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা উচিত। 'গ'(৫৮ঃ১০-১১)

'ক' ৫৮ঃ১৪;

'খ' ৪ঃ১১৫;

'গ' ৩৫ঃ৪৪; ৫৮ঃ৮-৯;

হাদীস

১৩৩০। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বৈঠকসমূহের আলোচনা আমানতস্বরূপ (যা গোপন রাখা উচিত), তবে এই তিন ব্যাপারের বৈঠক আমানত নয় (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়া জরুরী)। (১) অন্যায়ভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র বৈঠকের গোপন আলোচনা। (২) গোপনে ব্যভিচারের আলোচনা। (৩) অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ ছিনিয়ে নিবার ষড়যন্ত্র বৈঠকের গোপন আলোচনা" (আবু দাউদ)।

১৩৩১। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে. হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি তিনজন লোক থাকে, তবে দু'জন যেন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন আলাপ না করে" (বুখারী)।

মলফূযাত

৫৫৬। "খোদাতাআলা আঁ হযরত (সাঃ) এর জামানায় কোন কোন সুক্ষ্ম পরীক্ষা রেখেছিলেন। দৃষ্টান্তস্থলে তখন এই ব্যবস্থাও ছিল যে, প্রথমত নজর উপস্থিত না করা পর্যন্ত কেউ আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিকট কোন পরামর্শ চাইবে না; কিন্তু এতে মোনাফেকদের নিকট মহা সংকট ছিল" (আল ওসীয়্যত)।

১৩২। মজলিস

৫০২। মজলিসের আদব - মজলিসে উঠা বসা সম্পর্কিত বিধান।

কুরআন

১৪৭২। হে যারা ঈমান এনেছ ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা মজলিসে জায়গা খোলা রেখে বস, 'তখন তোমরা জায়গা খোলা রেখে বসবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। এবং যখন বলা হয়, তোমরা উঠ, তখন তোমরা উঠে পড়, (৫৮ঃ১২)

১৪৭৩। এবং যখন তারা এই রসূলের সঙ্গে কোন গুরুতর (জাতীয়) কাজের জন্য মিলিত হয় তখন তারা তার অনুমতি না লওয়া পর্যন্ত কোথাও সরে পড়ে না। নিশ্চয় যারা তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই বস্তুত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, অতএব যখন তারা তাদের কোন বিশেষ কাজের জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি তাদের মধ্য হতে যাকে চাও অনুমতি দাও এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। 'ক' * (২৪ঃ৬৩)

'ক' ২৪ঃ৬৪

---

* তফসীরাধীন আয়াত অতি জরুরী জাতীয় বিষয়ে কীভাবে আচরণ করতে হবে সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছে। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যখন তারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে কার্য সম্পাদনে রত হন তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া সভা ত্যাগ করা সমীচীন নয়। এই আয়াত হতে এ-ও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, জাতি বা সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যক্তি তার কর্ম স্বাধীনতা হারায়। নবী (সাঃ) তাঁর উত্তরাধীকারী অথবা তাঁদের স্বীকৃত এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির নেতৃত্বে মুসলমানদের সম্মিলিত সভার সিদ্ধান্তকে প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। (কুরআন মজীদ টীকা ২০৬০)

হাদীস

১৩৩২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি শুনলাম, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সর্বোৎকৃষ্ট মজলিস তা যা প্রসস্ত ও বিস্তৃত এবং লোক আরামে বসতে পারে।' (আবু দাউদ)

১৩৩৩। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ অন্য কাকেও তার স্থান হ'তে এই উদ্দেশ্যে উঠাবেন না যে, সে যেন নিজে সেখানে বসতে পারে। প্রসস্ত অন্তকরণ হবে এবং খুলে বসবে। এজন্য হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর রীতি ছিল যখন কেউ তাঁর জন্য তার স্থান হ'তে উঠত তিনি তার স্থানে বসতেন না।' (বুখারী)

১৩৩৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি কোন জলসাগাহ বা মসজিদ প্রভৃতি স্থান হতে কোন প্রয়োজনে তার স্থান হতে উঠে, ফিরে আসার পর সে ঐ স্থানের অধিকতর হকদার।' (মুসলিম)

মলফূযাত

৫৫৭। "যদি মজলিসে তোমাদেরকে প্রসারিত হয়ে বসতে বলা হয় অর্থাৎ অন্যের জন্য স্থান করতে বলা হয়, তৎক্ষণাৎ স্থান প্রসস্ত করবে যাতে অন্যরাও বসতে পারে। যদি তোমাদেরকে উঠে যেতে বলা হয়, তবে দ্বিরুক্তি না করে উঠে যাবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫০৩। ইসলাম বিরোধী আলোচনা সভায় বসা নিষিদ্ধ।

কুরআন

১৪৭৪। এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত-সমূহ সম্বন্ধে শুন যে, ঐ গুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন তাদের সাথে বসো না যে পর্যন্ত না তারা তা ছেড়ে অন্য কথায় রত হয়, সে ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদের অনুরূপ হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মোনাফেক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্র করবেন। 'ক' * (৪ঃ১৪১)

'ক' ৬ঃ৬৯;

---

* অত্র আয়াতের নির্দেশ ত্রিবিধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (১) ধর্মীয় বিষয়াদির গুরুত্ব ও গাম্ভির্যের উপর জোর দেয়া যাতে ব্যাপারটিকে কোনক্রমেই লঘু করে দেখা না হয়, (২) কাফেরদের ক্ষতিকর ও হীন সংসর্গের প্রভাব হতে মো'মেনদেরকে রক্ষা করা, (৩) মুসলমানদের হৃদয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে পবিত্র চেতনা ও মর্যাদা বোধ জাগিয়ে তোলা। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৮৬)

হাদীস

১৩৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসেছে আর তথায় আল্লাহ্‌র স্মরণ করে নি আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী সে বৈঠক তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়েছে।' (আবু দাউদ)

১৩৩৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কোন দল কোন মজলিসে বসল অথচ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করল না এবং তাদের নবীর প্রতি দুরূদও পাঠাল না নিশ্চয় তা তাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হ'ল। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাদের শাস্তিও দিতে পারেন আর যদি ইচ্ছা করেন মাফও করে দিতে পারেন।' (তিরমিযী)

মলফূযাত

৫৫৮। "যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে আমার আদেশ পালনে প্রস্তুত নয়, সে আমার জামাতভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীগণের দলে বসে এবং তাদের কথায় সায় দেয় সে আমার জামাত ভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)

১৩৩। সুপারিশ

৫০৪। মানুষের মঙ্গলের জন্য কারও নিকট সুপারিশ বৈধ। তার ভালর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে সুপারিশের নির্দেশ।

কুরআন

১৪৭৫। যে কেউ সৎ (কাজের) সুপারিশ করবে, তার জন্য তা হ'তে অংশ থাকবে, এবং যে কেউ মন্দ (কাজের) সুপারিশ করবে, তার জন্য এর তুল্য অংশ থাকবে এবং আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। * (৪ঃ৮৬)

১৪৭৬। এবং তুমি তোমার (মানবীয়) ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ও হেফাযত প্রার্থনা কর, এরূপে মো'মেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের জন্যও। 'ক' (৪৭ঃ২০)

'ক' ৩ঃ১৬০; ১৪ঃ৪২;

---

* এই আয়াতের তাৎপর্য হ'ল সুপারিশ করার কাজটি হালকা মনে করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি অন্যের জন্য কোন সুপারিশ করে সুপারিশকারী ব্যক্তি নিজে তার সুপারিশের জন্য দায়ী হবে। তবে সুপারিশ যদি সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক হয়ে থাকে, তবে সে পুরস্কৃত হবে। অন্যথায় তার সুপারিশের খারাপ ফলাফলের জন্য সে দায়ী হবে। এ কথাটা এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সৎ কাজের সুপারিশের ক্ষেত্রে, 'নসীব' (অংশ) শব্দ দ্বারা পুরস্কারের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং অন্যায় সুপারিশের ফলশ্রুতি কিফল্' (সমপরিমান অংশ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে বুঝান হয়েছে যে, মন্দ সুপারিশের শাস্তি সম পরিমাণের হবে কিন্তু উত্তম সুপারিশের পুরস্কার হবে অনেক বেশি, যা আল্লাহ্‌তাআলা ন্যূনতম পরিমাণ দশগুণ করে দেন। (কুরআন মজীদ টীকা-৬৪২)

হাদীস

১৩৩৭। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখনই কোন অভাবী লোক হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট আসত, তিনি তাঁর কাছে যারা থাকতেন, বলতেন, 'তোমরা (একে দিবার জন্য আমার নিকট) সুপারিশ করো তাহলে তারজন্য পুরস্কৃত হবে, এবং আল্লাহ্‌তাআলা এর চাহিদা পূরণের ব্যাপারে যা চান তাঁর রসূলের জবানে তা অবশ্যই বলাবেন।' (বুখারী, মুসলিম)

মলফূযাত

৫৫৯। "আল্লাহ্‌র নির্বাচিত বান্দাদের প্রার্থনা সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে, যা আল্লাহ্‌র একটি সুন্দর বিধান যা সকলের বোধগম্য হয় না। এটা আল্লাহ্‌র বিধান যা দাবি করে যে, একজন মধ্যস্থকারী বা সুপারিশকারী অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। সুপারিশকারীদের একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকে, অপর দিকে মানুষের সঙ্গেও সুসম্পর্ক থাকে। সে মানুষের প্রতি, এরূপ সহানুভূতিশীল হয় এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হ'তে এত সহজে অভিভূত হয় যে, এটা বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাকে এর জন্য বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। সে আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে গ্রহণ করে মানবজাতিকে বিতরণ করে। এটাই মধ্যস্ততা বা সুপারিশ" (পাক্ষিক আহমদী : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯)

১৩৪। শাফায়াত

৫০৫। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন শাফায়াতকারী নেই। মিথ্যা মা'বূদগণ শাফায়াত করার কোন ক্ষমতা রাখে না। কিয়ামতের দিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও নবীগণই কেবলমাত্র শাফায়াতকারী হবেন। কাদের জন্য শাফায়াত করা হবে ?

কুরআন

১৪৭৭। কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট শাফায়াত (সুপারিশ) করতে পারে ? 'ক' (২ঃ২৫৬)

১৪৭৮। এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডেকে থাকে,তারা শাফায়াত করার কোন ক্ষমতা রাখে না। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে এবং তারা তা ভালভাবে জানে। 'খ' *(৪৩ঃ৮৭)

১৪৭৯। এবং তারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, অন্য কারো জন্য সুপারিশ করে না; এবং তারা তাঁর ভয়ে কম্পমান। * (২১ঃ২৯)

'ক' ২ঃ৪৯; ১২৪; ৬ঃ৫২; ১০ঃ৪৯; ২০ঃ১০৯-১১৩; ৩২ঃ৫; ৩৪; ২৪; ৩৯ঃ৪৫; ৫৩ঃ২৭; ৭৪ঃ৪৮; ৭৮ঃ৩৯;
'খ' ৬ঃ৯৫; ৭ঃ৫৪; ১০ঃ১৯; ১৭ঃ৫৭; ১৯ঃ৮৮; ৩০ঃ১৪-১৫; ৩৯ঃ৪৪; ৪০ঃ১৯;

* মহানবী হযরত মুহাম্মদ-সাঃ (কুরআন মজীদ টীকা - ২৬৮৯)
** আয়াতে তারা সর্বনাম দ্বারা নবীগণকে বুঝায়। (কুরআন মজীদ টীকা-১৮৮১)

হাদীস

১৩৩৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি (রসূলে করীম-সাঃ-কে) বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত পেয়ে কে বেশি ভাগ্যবান হবে ?' তিনি বললেন, 'হাদীসের প্রতি তোমার অধিক আগ্রহ দেখে আমি ধারণা করছি তোমার পূর্বে আর কেউ এ হাদীস আমার নিকট জিজ্ঞাসা করবে না। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াতের অধিক ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি হবে, যে আন্তরিকতা সহকারে একনিষ্ঠভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে" (বুখারী)।

১৩৩৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত কবুল করা হবে। আমি বলব, 'হে রব ! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমানও আছে তাকেই জান্নাত দান কর, সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এরপর আমি বলব-যাদের অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান আছে তাদেরকেও জান্নাত দান কর।" হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, [এ সময় নবী (সাঃ) হাত দ্বারা ইশারা করছিলেন] "আমি যেন এখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতের আঙ্গুলগুলো দেখতে পাচ্ছি।" (বুখারী)

১৩৪০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের নেতা হব। কবর হতে নির্গমনকারীদের প্রথম হব আমি এবং প্রথম শাফায়াতকারী এবং যার শাফায়াত প্রথম গ্রহণ করা হবে সে আমি" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৫৬০। "এই মাত্র যা বললাম – একজন সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকা জরুরী। কারণ যদি আল্লাহ্‌তাআলা তার হৃদয়ে অবস্থান করেন, তবে তার মানবীয় সত্তার মৃত্যু হয় এবং সে স্বর্গীয় সত্তা প্রকাশের বস্তু হয়ে পড়ে। এবং তার আত্মা গলে পানির ন্যায় আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁর নৈকট্যের পূর্ণতায় পৌঁছে। একজন সুপারিশকারীর জন্য এটাও জরুরী যে, সে যার জন্য সুপারিশ করবে তার জন্য সহানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হতে হবে এবং তার বেদনার গভীরতা এরূপ অনুভূত হবে যেন শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং তার সংজ্ঞা লোপ পাচ্ছে" (উর্দূ রিভিউ অব রিলিজিয়ানস্)।

৫৬১। "অতএব, আল্লাহ্‌তা'লার হেকমত ও রহমত বা প্রজ্ঞা ও দয়া এটাই চেয়েছিল যে, মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে এমন কিছু কামেল ব্যক্তি যারা নিজেদের স্বভাবের মধ্যে এক বিশেষ ফজিলত রাখে, তারা মধ্যস্থতা করুক। এবং তারা এই ধরনের মানুষ হোক যাদের স্বভাব বা ফিৎরত লাহুতী বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে কিছু অংশ গ্রহণ

করেছে এবং কিছু অংশ নাছুতী বা ঐহিক বৈশিষ্ট্য থেকে গ্রহণ করেছে। যাতে তারা তাদের লাহুতী বৈশিষ্ট্যের দরুন খোদাতাআলার কাছ থেকে ফয়েয বা আশিস লাভ করতে পারে এবং তাদের নাছুতী বৈশিষ্ট্যের দরুন সেই ফয়েয যা তারা উর্ধলোক থেকে লাভ করেছে, তা নিম্নলোক অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাতে পারে" (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্, উর্দূ-খ-১)।

৫০৬। কাদের জন্য শাফায়াতকারীর শাফায়াত কোন উপকারে আসবে না।

কুরআন

১৪৮০। যারা জান্নাতে থাকবে, তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে –

১৪৮১। অপরাধীদের নিকট হতে,

১৪৮২। তোমাদেরকে কিসে 'সাকারে' (জাহান্নামে) প্রবিষ্ট করলো ?'

১৪৮৩। তারা বলবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না,

১৪৮৪। এবং আমরা মিসকীনদেরকে আহার্য দান করতাম না,

১৪৮৫। এবং বাজে গল্পকারীদের সঙ্গে মিলে আমরা বাজে গল্প করে বেড়াতাম।

১৪৮৬। এবং বিচার দিবসকে আমরা মিথ্যা বলে অস্বীকার করতাম।

১৪৮৭। এমন কি আমাদের উপর মৃত্যু এসে উপস্থিত হ'ল।

১৪৮৮। সুতরাং কোন শাফায়াতকারীর শাফায়াত তাদের কোন উপকারে আসবে না। 'ক'(৭৪ঃ৪১-৪৯)

'ক' ৪০ঃ১৯;

হাদীস

১৩৪১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি শুনেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট যখন তাঁর চাচা আবু তালেবের উল্লেখ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, "কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত হয়তবা তার উপকারে আসবে, তাকে স্বল্প গভীর অগ্নিতে রাখা হবে যা তার পায়ের গিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, তাতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।' (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)

১৩৪২। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি হাউযের পার্শে উপস্থিত থাকব। এমনকি তোমাদের মধ্য থেকে আগমনকারী ব্যক্তিকে আমি দেখব। অতঃপর আমার সম্মুখ থেকে কিছু লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হবে। (তখন) আমি বলব, 'হে রব ! এরা তো আমার উম্মতভুক্ত লোক।' বলা হবে, "আপনি কি জানেন আপনার পর তারা কি করেছে ? আল্লাহ্র কসম ! সর্বদা তারা পিছনের দিকে ফিরে যেত' " (বুখারী, কিতাবুল্ হাউয)।

মলফূযাত

৫৬২। "যেহেতু শাফায়াতের সার হচ্ছে শাফায়াতকারী ও যার জন্য শাফায়াত করা হয় তাদের মধ্যকার সম্পর্ক। কোন লোক, যে অন্য কারো শাফায়াতের দ্বারা উপকৃত হতে চায়, তার সাথে অবশ্যই শাফায়াতকারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে হবে, যেন অন্যের স্বভাবে যা দেয়া হয়েছে তাকেও তা দেয়া হয়। এই সম্পর্ক মানবস্বভাবে দান হিসেবে থাকে যেন একজন অপরজনের অংশ এবং অর্জন করতে পারলে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন কেউ আশা করে যে, মানুষের প্রতি তার যে স্বভাবসুলভ প্রেম ও সহানুভূতি আছে তা বৃদ্ধি পাক, তবে এরূপ বৃদ্ধি সে তার স্বভাবের পরিধি অনুযায়ী লাভ করতে পারে। একইভাবে কারও প্রতি প্রেম তরঙ্গায়িত হ'লে তা এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাহচার্য ছাড়া স্বস্তি পায় না এবং পরিশেষে তার প্রেমের গভীরতা অন্যের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। যে অন্যকে গভীরভাবে ভালবাসে, সে আন্তরিকভাবে ও উত্তমরূপে তার মঙ্গল কামনা করে।

শাফায়াতের মূল হ'ল এই প্রেম, যখন তা স্বাভাবিক সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত হয়। কেননা স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যতীত প্রেমের পূর্ণতা যা শাফায়াতের শর্ত, লাভ করা সম্ভব নয়" (ইসেন্স অফ ইসলাম, ১ম খন্ড, মূল: রিভিউ অফ রিলিজিয়ানস, প্রথম খন্ড)।

১৩৫। আখেরী জমানা

৫০৭। আখেরী জমানার বা কিয়ামতের পূর্বের লক্ষণাবলী।

কুরআন

১৪৮৯। যখন সূর্যকে আবৃত করা হবে, ১*

১৪৯০। এবং যখন নক্ষত্ররাজি নিস্প্রভ হবে, 'ক' ২*

১৪৯১। এবং যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হবে, ৩*

১৪৯২। এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলি বেকার পরিত্যক্ত হবে, ৪*

১৪৯৩। এবং যখন বন্যজন্তুগুলিকে সমবেত করা হবে, ৫*

১৪৯৪। এবং যখন নদীসমূহকে শুকিয়ে দেয়া হবে। ৬ *

১৪৯৫। এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদের একত্র করা হবে, ৭*

১৪৯৬। এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে –

১৪৯৭। কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? ৮*

১৪৯৮। এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে) বিস্তৃত করা হবে, ৯*

১৪৯৯। এবং যখন আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে, ১০*

১৫০০। এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জলিত করা হবে, ১১*

১৫০১। এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে, ১২*

১৫০২। তখন প্রত্যেক আত্মা যা সে অর্জন করেছে তা জানতে পারবে, ১৩* (৮১ঃ২-১৫)

১৫০৩। যখন পৃথিবী তার (প্রচন্ড) কম্পনে প্রকম্পিত হবে, ১৪*

১৫০৪। এবং পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে, 'খ' ১৫*

১৫০৫। এবং ইনসান বলবে, 'এর কী হ'ল?' ১৬*

১৫০৬। সেদিন তা তার যাবতীয় সংবাদ বলে দিবে, ১৭*

১৫০৭। কেননা তোমার প্রতিপালক তার প্রতি ওহী করবেন, ১৮*

১৫০৮। সেদিন মানুষ দলে দলে বের হয়ে আসবে যেন তাদেরকে তাদের কাজ-কর্ম সমূহ দেখান যায়। ১৯* (৯৯ঃ২-৭)

'ক' ৭৫ঃ৭-১১; ৭৭ঃ৯-১৪; 'খ' ৮২ঃ২-৬; ৮৪ঃ২-৬;

১* সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে, এই সূরাটি কেবল মাত্র মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের বিষয়টি আলোচনা করেছে যখন চলমান প্রকৃতির নিয়মকানুন স্তব্ধ হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। কিন্তু সূরাটির সম্পূর্ণ চিন্তাধারা ও সামগ্রিক মর্মবাণী এতই পরিষ্কারভাবে ইহলোকের প্রাকৃতিক জগতের সুপরিচিত অবস্থাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা দিচ্ছে যে, এই সূরাটিকে কেবল মাত্র পারলৌকিক চূড়ান্ত পুনরুত্থানের প্রতি আরোপ করলে কয়েকটি আয়াতের কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে বস্তুজগতে ও মানবিক জীবনে মহানবী (সাঃ)-এর সময়ের পরে, বিশেষতঃ আমাদের সময়ে, যে সকল মহা পরিবর্তন আগেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে। এই সূরাটিতে তাই বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটির অর্থ আধ্যাত্মিক অন্ধকার যখন বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে, আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী সাঃ)-এর আলো যখন নিস্প্রভ হয়ে আসবে অথবা প্রায় তিরোহিত হয়ে যাবে। আয়াতটির অন্য একটি অর্থ এরূপ হতে পারে, নবী করীম (সাঃ)-এর একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সময়ে একই রমযান মাসে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে, যা পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি অবধি আর কখনও পূর্বে ঘটে নি (দারে কুতনী পৃঃ ১৮৮)। এ সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ ১৮৯৪ সালের রমযান মাসে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছে।

২* যখন ধর্মীয় নেতাগণের পদস্খলন ঘটবে এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে কমে যাবে।

৩* যখন পাহাড়গুলিকে ডিনামাইট দ্বারা বিদ্ধস্ত করে তার মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরী করা হবে। রূপকভাবে নিলে এর অর্থ দাঁড়াবেঃ শাসক বর্গের কতৃত্ব খর্ব হয়ে যাবে। 'যাবাল' শব্দের এক অর্থ জাতির প্রধান, বড় জামায়াত। (মুফরাদাত, মুনজেদ, লেইন)

৪* যখন আরবের মত মরুদেশে পর্যন্ত উটনীর কোন মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এটা একথার প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, যানবাহনরূপে উটের ব্যবহার উঠে যাবে এবং উন্নত ও দ্রুতগতি সম্পন্ন যানবাহন, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ এরোপ্লেন ইত্যাদি তার স্থান দখন করে নিবে। রসূল করীম (সাঃ)-এর একটি হাদীসে উটের জায়গায় অন্য যানবাহন ব্যবহারের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যেমন, ' উষ্ট্র পরিত্যক্ত হবে এবং একস্থান হতে অন্য স্থানে যাবার জন্য ব্যবহৃত হবে না।' (মুসলিম)

৫* যখন জন্তু জানোয়ার ও পশুপাখীকে চিড়িয়াখানায় একত্র করা হবে, অথবা যখন আদিবাসী লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ বিচ্ছিন্ন অবস্থা হতে এনে নাগরিক সম্প্রদায় রূপে সংগঠিত করা হবে, অথবা যখন তারা দলবদ্ধ হয়ে স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

৬* যখন সেচকার্য বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য নদী হ'তে পানি অন্য দিকে প্রবাহিত করা হবে, অথবা সমুদ্রযুদ্ধে যখন বিরাট বিরাট জাহাজে আগুন লেগে মনে হবে সমুদ্রে আগুন লেগে গিয়েছে ; অথবা খাল কেটে বিশাল সমুদ্রগুলিকে সংযুক্ত করা হবে; অথবা গ্রাম গ্রামান্তর হ'তে মানুষ সরে এসে শহরগুলিকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত করে ফেলবে। 'সুজ্জেরা' শব্দটির মধ্যে এসব অর্থই রয়েছে (মুফরাদাত, মুনজেদ ও লেইন)।

৭* যখন যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এতদূর উন্নত হবে যে, অতিশয় দূরদূরান্তরের ভিন্নভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের মধ্যে সহজ ও স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও আদান প্রদানের সুযোগ লাভ করবে এবং এই সুবাদে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে একই জাতের লোকের মত একত্র হবে। এ আয়াতের অন্য তাৎপর্য বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের লোক সমমনাদের নিয়ে দল সৃষ্টি করবে।

৮* কিশোরীদেরকে পুড়িয়ে মারা ও জীবন্ত অবস্থায় কবরে পূতে রাখা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড দানের আইন রচিত হবে।

৯* বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র সাময়িকী ও পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান -বিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে বলে মনে হয়। এটা আখেরী জামানার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র বিশেষ ;

১০* আখেরী যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান এমন অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান মানবের কাছে উপস্থাপন করা হবে যাতে মানুষ হতচকিত হয়ে যাবে। তাছাড়া রকেট ও মহাকাশ যানসমূহ আকাশ বিদীর্ণ করে গ্রহ-গ্রহান্তরে পৌছাবার চেষ্টা করবে যেন আকাশের আবরণ উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

১১* মানুষের পাপাচার ও অন্যায় এত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে যে, আল্লাহ্‌র ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে, যার ফলে মহাবিধ্বংসী যুদ্ধসমূহ মানুষের উপর দোযখের আযাবের মত নেমে আসবে।

১২* যেহেতু শেষ যুগে, মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিবে এবং ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হয়ে যাবে, তখন যে অল্পসংখ্যক লোক সৎপথে থেকে সরল প্রাণে ধর্ম-কর্ম করতে থাকবে তারা পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশ্‌ত লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে।

১৩* আল্লাহ্‌র বিশেষ আদেশ তখন কার্যকরী হবে এবং মানুষের মন্দ কাজসমূহের ফলে সর্বত্র প্রাকৃতিক মহা বিপর্যয় ঘটতে থাকবে। (কুরআন মজীদ টীকা ৩২৬১-৩২৭৩)

১৪* সমগ্র বিশ্বই প্রচন্ড ধরনের অভ্যন্তরীণ আন্দোলন ও উত্থান পতনের অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে।

১৫* (ক) পৃথিবীর বুক চিরে উন্মুক্ত করা হবে এবং পৃথিবী আপন বক্ষ হতে খনিজ সামগ্রী ও ধন দৌলত বের করে দিবে; (খ) সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা বিশেষ করে প্রাকৃতিক ভু-বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুলাকারে বিস্তৃতি লাভ করবে।

১৬* অসংখ্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও নবনব আবিষ্কার মানুষকে এমনভাবে তাক্ লাগিয়ে দিবে যে, সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠবে, 'পৃথিবীর হ'ল কি ?'

১৭* হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে, 'গোপনে কৃত-কর্মও তখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে, (তিরমিযী)। সংবাদ মাধ্যমের এত বাহুল্য হবে যে, কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব হবে না।'

১৮* পৃথিবী এর ধন-সম্পদ বের করে দিবে, কেননা এর প্রতিপালক প্রভু একে এরূপ করতে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। 'আওহা' অর্থ সে আদেশ দিল (আকরাব)।

১৯* শেষ যুগে মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক অন্যবিধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দল, কোম্পানী, সমিতি ইত্যাদি গঠন করবে। তাছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শ ভিত্তিক দল ও দেশগুলি জোটভুক্ত হয়ে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি একত্রীভূত করে সমষ্টিগত ও সমবেত প্রচেষ্টা চালাবে যাতে তাদের সম্মিলিত গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি এবং সম্মিলিত শ্রম তাদের জন্য উত্তম ফল আনতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৪০২-৩৪০৮)

হাদীস

১৩৪৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি তোমাদের এমন একটি হাদীস বলব যা আমার পর কেউ তোমাদের বলবে না। (সেটা এই যে,) আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে

জ্ঞান কমে যাওয়া, মুর্খতা ও ব্যভিচার চালু হওয়া, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া। এমন কি পঞ্চাশ জন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ" (বুখারী)।

১৩৪৪। হযরত সালেম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আবূ হুরায়রা (রাঃ) কে হযরত নবী করীম (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফেতনা দেখা দিবে এবং হরজ বেশি হবে।' জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, হরজ কি ?' তিনি হাত দিয়ে ইংগিত করলেন, 'এরূপ,' তিনি নিজের হাত এরূপভাবে চালালেন যেন তিনি হত্যা বুঝাতে চেয়েছেন।" (বুখারী)

১৩৪৫। হযরত যোয়াদ বিন হোদাইব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদা আমাকে হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বলতে পার কি, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে?' আমি বললাম, 'না।' তখন তিনি বললেন, 'আলেমদের পদস্খলন, মোনাফেকদের আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং গোমরাহ্ শাসক।' (দারেমী)

১৩৪৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন আমানত বিনষ্ট হ'তে থাকবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।" তিনি (আবূ হুরায়রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "ইহা কিরূপে বিনষ্ট করা হবে হে আল্লাহ্‌র রসূল ?" তিনি (সাঃ) বললেন, "যখন কোন দায়িত্ব অপাত্রে ন্যস্ত করা হবে, তখনই কিয়ামতের অপেক্ষা করবে" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)।

১৩৪৭। হযরত আলী মুরতজা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "শীঘ্রই মানুষের জন্য এমন এক জামানা আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না, অক্ষর ব্যতীত কুরআনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ হবে (বাহ্যিকভাবে) আবাদ, অথচ (তাদের) ভিতর হবে হেদায়াত শূন্য। তাদের আলেমগণ হবে আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক, তাদের নিকট হতেই (দীন সংক্রান্ত) ফেৎনা প্রকাশ পাবে, অতঃপর সে ফেৎনা তাদের নিকটই প্রত্যাবর্তন করবে" (বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমানে)।

১৩৪৮। হযরত যেয়াদ বিন লবিদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদিন নবী করীম (সাঃ) ফেৎনা ও আজমায়েশ সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন এবং বললেন, 'এটা এলেম উঠে যাবার সময়ই সংঘটিত হবে। তখন আমি বললাম, 'হুযূর! এলেম কী করে উঠে যাবে অথচ আমরা নিজেরাই কুরআন শিক্ষা করছি এবং আমাদের সন্তানদেরও শিক্ষা দিচ্ছি ; অতঃপর আমাদের সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিতে থাকবে।' তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, 'মর গিয়া! এতদিন তো আমি তোমাকে মদীনার একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই জানতাম। বলতো ! এই ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ কি তওরাত ও ইঞ্জিল পড়ে না ? কিন্তু তাতে যা আছে তার কোনটির ওপরই তারা আমল করছে না" (আহমদ, ইবনে মাজাহ্)।

মলফূযাত

৫৬৩। "ইসলামের ভিতরকার অবস্থা এই যে, প্রকৃত তৌহীদের (একত্ববাদ) স্থলে অসংখ্য প্রকারের শিরক ও বেদাতের সৃষ্টি হয়েছে এবং পুণ্য কাজের স্থলে কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা মাত্র বিরাজ করছে। পীরপূজা ও কবরপূজা এতদূর পৌঁছেছে যে, একে একটি নুতন শরীয়াত (বিধান) বলা যেতে পারে। – আজ তাকওয়া ও তাহারাতের (পবিত্রতার) অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। জেল খানায় যেয়ে দেখ দুর্বৃত্তের সংখ্যা কাদের বেশি। পর স্ত্রীগমন, মদ খাওয়া, পরের সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি দুষ্কার্য এত বৃদ্ধি পেয়েছে যেন খোদা বলে কিছু নেই। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সকল অনাচার দেখা যায় তার আলোচনা করলে একখানা বৃহৎ পুস্তক হয়ে যাবে" (আহ্বান, পৃঃ ৮)।

৫৬৪। "পবিত্র কুরআন মজীদ আখেরী জামানার আরও অনেক কিছু বর্ণনা করেছে যখন সকল মানুষকে একধর্মে একত্র করা হবে। যেমন নদীসমূহকে খাল কেটে বিদীর্ণ করা হবে। পৃথিবী এর গুপ্ত খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত করে দিবে, বিজ্ঞানের নানা প্রকার বিষয় আবিষ্কৃত হবে, ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে পুস্তকাদির ব্যাপক প্রসার হবে, এমন যান-বাহন আবিষ্কার হবে যা উষ্ট্রকে বেকার করবে এবং মানুষের যাতায়াতের পথ সুগম করবে। যোগাযোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে জনমন্ডলীর ভিতর সংযোগ সহজ হবে এবং এ-ও বলা হয়েছে যে, একই রমযান মাসের নির্ধারিত দিনে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

৫০৮। আখেরী জামানার লক্ষণাবলী প্রকাশ পাবার সময়।

কুরআন

১৫০৯। তিনি আকাশ হ'তে পৃথিবীর দিকে হুকুম প্রবর্তন করবেন, অতঃপর তা তাঁর দিকে উঠে যাবে একদিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর। (৩২ঃ৬)

হাদীস

১৩৪৯। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তৎপর তৎ সন্নিহিতগণ, তৎপর তৎ সন্নিহিতগণ, তৎপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে" (নিসাঈ, মিশ্‌কাত)

১৩৫০। আবি কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "ইমাম মাহদী সম্পর্কিত লক্ষণসমূহ সেই দুইশ' বছর পর দেখা দিবে, যা হাজার বছর পর আসবে" (মিশ্‌কাত)।

মলফূযাত

৫৬৫। "তেরশ' বছর পর পুনরায় আঁ হযরত (সাঃ)-এর মো'জেযাসমূহের দরওয়াজা খুলে গেছে এবং লোকেরা তাদের চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছে যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হাদীস দারে কুৎনী ও ফাতওয়া ইবনে হাজর অনুযায়ী রমযান মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ রমযান মাসে হয়েছে আর যেভাবে হাদীসের বিষয়-বস্তুতে উল্লেখ ছিল, যেভাবে চন্দ্রগ্রহণ এর গ্রহণের রাতগুলোর মধ্যে প্রথম রাতে এবং সূর্যগ্রহণ এর গ্রহণের দিনগুলোর মধ্যে মাঝের দিনে সংঘটিত হয়েছে ? এমনই সময়ে যখন মাহদী হবার দাবীদার বর্তমান ছিল" (আইয়ামুস্ সুলেহ)।

১৩৬। দাজ্জাল

৫০৯। যারা বলে আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন – তারা মিথ্যাবাদী, কায্যাব বা দাজ্জাল।

কুরআন

১৫১০। এবং যেন ইহা ঐ সকল লোককে সতর্ক করে যারা বলে, 'আল্লাহ্ এক পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

১৫১১। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও (ছিল না)। এটা অত্যন্ত জঘন্য কথা যা তাদের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে। * 'ক' (১৮ঃ৫-৬)

'ক' ১০ঃ৬৯-৭০; ১৯ঃ৮৯-৯৩; ৩৭ঃ১৫২-১৫৩; ৭২ঃ৪-৫;

* বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, এই সূরার প্রথম ও শেষ দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের প্রচন্ড আধ্যাত্মিক আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়া যাবে। এটাও প্রতীয়মান হয় যে দাজ্জাল, ইয়া'জূজ, মা'জূজ এক এবং অভিন্ন সম্প্রদায়-পাশ্চাত্যের বর্তমান খ্রীষ্টান জাতিসমূহ।' দাজ্জাল নির্দেশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপক অনিষ্টকর ধর্মীয় প্রচারণাকে এবং ইয়া'জূজ ও মা'জূজ নির্দেশ করে এদের পার্থিব বা বাস্তব জগতের এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রাধান্য কে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৭৩৭)

হাদীস

১৩৫১। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দিকের দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদ রাখা হবে" (মুসলিম)।

১৩৫২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছে যে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা এমন কোন নবী পাঠান নি যিনি তাঁর কওমকে কানা ও মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সাবধান করেন নি। সে (দাজ্জাল) কানা। অথচ তোমাদের রব তো কানা নন। তার (দাজ্জালের) দু'চোখের মাঝখানে কাফ ফে রে অর্থাৎ কাফের লিখিত থাকবে" (বুখারী)।

১৩৫৩। হযরত আবু সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আবূ হুরায়রাকে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কথা বলে দিব না যা কোন নবী তাঁর জাতিকে বলেন নি ? তা হল, নিশ্চয় সে এক চক্ষু বিশিষ্ট এবং সে নিজের সাথে করে জান্নাত ও জাহান্নামের সাদৃশ্য বিশিষ্ট (নকল দু'টি জান্নাত ও জাহান্নাম) নিয়ে আসবে। অথচ যাকে সে বলবে এটি জান্নাত, প্রকৃতপক্ষে সেটিই হবে জাহান্নাম। আমি দাজ্জাল সম্পর্কে ঠিক তেমনিই ভয় প্রদর্শন করছি (হুশিয়ার করছি) যেমন ভয় প্রদর্শন করেছিলেন নূহ তার জাতিকে" (বুখারী)।

১৩৫৪। হযরত মুআয ইবনে জবল হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "বায়তুল মুকাদ্দাসের উন্নতির পর মদীনা শরীফের অবনতি হবে, মদীনা শরীফের অবনতির পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হবে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর কুস্তুনতুনিয়া বিজয় হবে। কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জাল বের হবে" (আবু দাউদ)।

১৩৫৫। আবু দাউদের অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে "ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও কনস্টান্টিনোপল বা কুস্তুনতুনিয়া বিজয় এতদুভয়ের মধ্যে ৬ বৎসর লাগবে। সপ্তম বছর দাজ্জাল বের হবে এবং এ হাদীসটি সমধিক সহী। (হাদীসুল মাহদী)

মলফূযাত

৫৬৬। "তোমরা কেবল মাত্র এরূপ হাদীসসমূহ পেশ করে থাক, বাস্তব ঘটনাবলী যার বিরুদ্ধে ঘটে চলেছে। ঐ দাজ্জাল কোথায় তোমরা যার ভয় দেখাচ্ছ ? কিন্তু পথভ্রষ্টরা ও দাজ্জাল দিনের পর দিন পৃথিবীতে উন্নতি করে চলেছে। এদের ফেৎনায় আকাশ ও পৃথিবীর বিস্ফোরিত হবার সময় নিকটবর্তী। অতএব যদি তোমাদের হৃদয়ে খোদাভীতি থাকত তবে সূরা ফাতেহার উপর চিন্তা করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল" (হাকীকাতুল ওহী)।

৫৬৭। "অতঃপর দাজ্জাল সম্পর্কে কারো কারো ধারণা এই যে, ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল এবং সে গুপ্ত আছে। শেষ যুগে সে আবির্ভূত হবে। অবশ্যই ঐ বেচারা মুসলমান হয়েছিল এবং ইসলামে তার মৃত্যু হয়েছিল এবং মুসলমানরা তার জানাযা পড়েছিল। কেউ কেউ বলে দাজ্জাল গীর্জায় কয়েদ আছে অর্থাৎ কোন গীর্জায় বন্দী আছে এবং অবশেষে সে ইহা হতে বের হবে। এই শেষ কথাটি তো সঠিক ছিল। কিন্তু আফসোস ! এর অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিকৃত করা হয়েছে। ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে দাজ্জাল, যার অর্থ খ্রীষ্ট ধর্মের ভূত, যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গীর্জায় কয়েদ ছিল আর তাকে নিজের দাজ্জালী প্রভাব বিস্তার করা হতে বিরত রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন শেষ যুগ। সে কয়েদ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়েছে এবং তার অসুবিধাসমূহ দূর হয়েছে। কাজেই যতখানি আক্রমণ করা তার তকদীরে ছিল সে ততখানি করে ছেড়েছে" (হাকিকাতুল্ ওহী)।

১৩৭। ইয়া'জূজ মা'জূজ

৫১০। ইয়া'জূজ মা'জূজের পরিচয়। তাদের অভ্যুত্থান ও পতন।

কুরআন

১৫১২। তারা বলল, 'হে যুলকারনায়েন ! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এই দেশে বড়ই ফাসাদ সৃষ্টি করেছে, সুতরাং আমরা কি তোমাকে এই শর্তে কিছু কর দিব যাতে তুমি আমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মাণ করে দাও ? *

১৫১৩। সে বলল, 'এ সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন তা (আমার শত্রুর চেয়ে) অনেক উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে (শ্রম) শক্তি দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দিব, 'ক' ** (১৮ঃ৯৫-৯৬)

১৫১৪। এমন কি যখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে ছেড়ে দেয়া হবে, এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি (ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর) হ'তে ছুটে আসবে। ***

১৫১৫। এবং যখন (আল্লাহ্‌র) সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হবার সময়) সন্নিকট হবে, তখন দেখ ! সহসা কাফেরদের চক্ষু ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে যাবে, (এবং তারা বলবে) "আমাদের জন্য পরিতাপ ! নিশ্চয় আমরা (এই দিন) সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম বরং আমরা যালেম ছিলাম।' 'খ' (২১; ৯৭-৯৮)

'ক' ১৮ঃ৯৭-৯৮;

'খ' ১৮ঃ৯৮-১০২;

---

* ইয়া'জূজ ও মা'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) শব্দদ্বয় মূল শব্দ 'আজজা' হতে উৎপন্ন, এর অর্থ তার পদক্ষেপ দ্রুত ছিল, সে অগ্নি শিখায় পরিণত হ'ল (লেইন) এবং এতে নির্দেশ করে দূর প্রাচ্যের সিদিয়ার লোক অথবা যেমন কেউ কেউ বলেন উত্তর এশিয়া ও ইউরোপে বসবাসকারী জাতিসমূহ (এনসাইক, ব্রিট ও যিউ এনসাইক, গগ ও ম্যাগগ অধ্যায় এবং হিস্টরিয়ানস্ হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড, ২য় খন্ড ৫৮২ পৃঃ এবং যিহিষ্কেল ৩৮ঃ২-৬ ও ৩৯ঃ৬)। এই শব্দগুলি পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান জাতিসমূহের জন্য প্রয়োগ হতে পারে, যেহেতু তারা জলন্ত অগ্নিকুন্ড এবং ফুটন্ত জলধারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছে এবং এই সমস্ত জড় বস্তুর ব্যাপক ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সর্ব প্রকার পার্থিব উন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। অথবা এই সকল জাতিগুলির অস্থির আচরণ, যেমন তারা সর্বদাই অধৈর্য এবং অস্থিরভাবে নূতন জয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, এটা এ ইংগিতও বহন করতে পারে। (কুরআন মজীদ টীকা ১৭২৮ আংশিক)

** ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্যের বিপরীতে লোক সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, উক্ত প্রাচীর সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযান ক্ষণিকের ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় ছিল, যে সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে এরূপ প্রকান্ড প্রাচীর নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা করার মত সময় দেয়া অসম্ভব ছিল। উপরন্তু অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তার এত বড় বিরাট দায়িত্ব পালনের অবকাশ ছিল না। সাধারণের এই ধারণা সৃষ্টির কারণ কুরআন করীমের ব্যাখ্যাকারী মুসলমানগণ যারা যুলকারনায়েনকে আলেকজান্ডার বা সেকান্দার বাদশা বলে ভুল করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে সাইরাস তা নির্মাণ করেছিলেন। (কুরআন মজীদ টীকা-১৭২৯)

*** পূর্ববর্তী আয়াতের (২১ঃ৯৬) সাথে সংযুক্ত করে পড়লে বর্তমান আয়াতের অভিপ্রায় এটাই মনে হয় যে, প্রকৃতির নিয়ম এমনভাবে কাজ করে যে, কোন জাতির গৌরবময় জাঁকজমকের তুঙ্গ অবস্থার পরে একবার যখন তা মৃত এবং ধ্বংসের শিকারে পরিণত হয় তখন তা লুপ্ত গৌরব কখনও পুনরুদ্ধার করতে পারে না। এমনকি ইয়া'জূজ মা'জূজ তাদের পার্থিব গৌরব ও মর্যাদা সত্ত্বেও একই নিয়মের শিকার হবে। তাদের পতন হবে এবং কখনও তারা সেই মোকাম মর্যাদা পুনরায় অর্জন করতে পারবে না। ইয়া'জূজ মা'জূজ অর্থাৎ পশ্চিমা খ্রীষ্টান জাতিগুলি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইতিপূর্বেই রাজনৈতিক শক্তির সর্বোচ্চে উঠেছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কুরআনের উক্তির মর্ম – তারা প্রত্যেক অনুকুল অবস্থানসমূহ দখল করবে এবং সমগ্র জগতের উপর কর্তৃত্ব করবে। (কুরআন মজীদ টীকার ১৯১৯)

(ইয়া'জূজ মা'জূজ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন কুরআন মজীদ টীকা ১৭২৮ হতে ১৭৩৪)

হাদীস

১৩৫৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'নূহের বংশধর 'সাম' 'হাম' ও 'ইয়াসফ'। সামের বংশধর আরব পারশ্য এবং রোম; হামের বংশধর কিবতী, বর্বর ও হাবশী, আর ইয়াসফের বংশধর ইয়া'জূজ মা'জূজ ও সাকালিয়ারা।' (হুজাজুল কেরামা)

১৩৫৭। হযরত যয়নব বিনতে জুহাশ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ভীত সন্ত্রস্তভাবে তাঁর নিকট এসে বললেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। নিকটবর্তী সময়ে আরবদের ধ্বংস আসবে, কেননা আজকের দিনে ইয়া'জূজ মা'জূজের প্রাচীর এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তদসংলগ্ন অঙ্গুলী দ্বারা গোল বৃত্ত করে দেখালেন। তখন হযরত যয়নব (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল ! আমাদের মধ্যে সৎলোক থাকাকালীন কি আমরা ধ্বংস হব ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তবে তখন অসৎলোকের সংখ্যা অধিক হবে।' (বুখারী)

মলফূযাত

৫৬৮। "ইয়া'জূজ মা'জূজের সময় প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক। "আজিজ" আগুনকে বলা হয় যা হতে ইয়া'জূজ মা'জূজ শব্দের সৃষ্টি। অতএব আল্লাহ্তাআলা আমাকে বুঝিয়েছেন যে, ইয়া'জূজ মা'জূজ সেই জাতি যারা পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতি হতে আগুনের প্রয়োগের শিক্ষক বরং আবিষ্কারক হবে। এই নাম-গুলিতে এও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের জাহাজ, রেলগাড়ী ও যন্ত্রগুলি আগুন দ্বারা চালিত হবে, এবং তাদের যুদ্ধও আগুন দ্বারা হবে, তারা আগুন দ্বারা কাজ নিতে দুনিয়ার সকল জাতি হ'তে দক্ষ হবে। এ জন্য তা'রা ইয়া'জূজ মা'জূজ বলে অভিহিত হবে। সুতরাং তারা হ'ল ইউরোপবাসী যারা আগুনের কলাকৌশলে এমন বিজ্ঞ, সক্রিয় ও অদ্বিতীয় যার বেশি বিবরণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পূর্বের ঐ ঐশী পুস্তকেও, যা বনী ইসরাঈলের নবীদের দেয়া হয়েছে, ইউরোপবাসীদেরকেই ইয়া'জূজ মা'জূজ বলা হয়েছে। এমনকি মস্কোর নাম লেখা হয়েছে যা রাশিয়ার আদি রাজধানী। সুতরাং ইয়া'জূজ মা'জূজের যুগে মসীহ মাউদের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল।" (রূহানী খাযায়েন, ১৪শ খন্ড, পৃঃ ২২৪)

৫১১। কিয়ামত বা পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। পুনরুত্থানের কারণ।

কুরআন

১৫১৬। এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করে বলে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ কখনও তাকে পুনরুত্থিত করবেন না। এরূপ ধারণা ঠিক নয়, বরং এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি যা পূর্ণ করার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। 'ক'

১৫১৭। (তিনি মানুষকে পুনরায় এজন্য জীবিত করবেন) যেন তিনি তাদের নিকট সেই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেন, যার সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছে এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা যেন জানতে পারে যে, তারাই মিথ্যাবাদী ছিল। 'খ' (১৬ঃ৩৯-৪০)

১৫১৮ এবং সে আমাদের সম্বন্ধে সাদৃশ্য বর্ণনা করে অথচ সে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত ভুলে যায়। এবং বলতে থাকে, অস্থিপুঞ্জে কে জীবন সঞ্চার করতে পারে যখন ঐগুলি পচে গলে যায় ?

১৫১৯। তুমি বল, ঐগুলিতে তিনি জীবন সঞ্চার করবেন যিনি ঐগুলিকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, বস্তুত তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ। 'গ' (৩৬ঃ৭৯-৮০)

'ক' ২ঃ২৯, ২০৪; ৩ঃ১০, ২৬; ৪ঃ৮৮; ৬ঃ৩,৭৪; ১০ঃ৫, ৪৬, ৪৭; ১১ঃ৫, ১০৪-১০৫; ১৫ঃ২৬, ৮৬; ১৭ঃ১০০; ১৮ঃ২২; ১৯ঃ৩৪; ২০ঃ১৬-১৭; ২২ঃ৮, ৬৭; ২৩ঃ১৭, ১১৬; ৩০ঃ৪১, ৫৬; ৩১ঃ২৯; ৩৭ঃ২০-২২; ৩৯ঃ৩২; ৪২ঃ৮, ১৯; ৪৫ঃ২৭; ৪৬ঃ৪; ৫০ঃ১২; ৫১ঃ৬-৭; ৫২ঃ২-১২; ৫৩ঃ৪৮; ৫৬ঃ২-৭, ৫০-৫১; ৬৪ঃ৮; ৭৫ঃ২-৫; ৭৮ঃ৪০; ৮২ঃ১০; ৮৫ঃ৩;

'খ' ২ঃ১১৪, ২১৪; ৪ঃ১৪২; ২২ঃ১৮,৭০; ২৪ঃ৬৫; ৩১ঃ২৪-২৫; ৩২ঃ২৬; ৩৪ঃ২৭; ৩৯ঃ৪, ৪৭, ৭০-৭১; ৪০ঃ১৬; ৪৫ঃ১৮, ২৮; ৫৮ঃ ৭; ৬৪ঃ৮; ৮৬ঃ৯-১০;

'গ' ১৩ঃ৬; ১৭ঃ৫০-৫৩, ৯৯-১০০; ১৯ঃ৬৭-৬৯; ২৩ঃ৮২-৮৪; ২৭ঃ৬৮-৬৯; ৩৬ঃ৮২; ৩৭ঃ১৭-২২, ৫৪; ৪৬ঃ৩৪; ৫০ঃ৪-৫; ৫৬ঃ৪৮-৫১; ৭৫ঃ৪-৫; ৭৯ঃ১১-১৫;

হাদীস

১৩৫৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়, অথচ আমাকে গালি দেয়া তার শোভা পায় না। আর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ তা করা তার জন্য অনুচিত। 'নিশ্চয়ই আমার সন্তান আছে' তার এই উক্তিই আমাকে তার গালি দেয়া। এবং 'আল্লাহ্‌তাআলা যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করেছেন সেভাবে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না' তার এ উক্তি আমার প্রতি তার মিথ্যারোপ করা" (বুখারী)।

১৩৫৯। হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেছেন, "আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কেয়ামতের দিন মানুষকে একটি সাদা ধবধবে রুটির ন্যায় জমিনে একত্র করা হবে।' সাহল কিংবা অন্য কেহ বলেছেন, "উক্ত জমিনে কারও নির্দেশিকা থাকবে না। (অর্থাৎ কারও জন্য কোন এলাকা চিনবার কোন পদচিহ্ন থাকবে না।)" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)

মলফূযাত

৫৬৯। "কিন্তু তারপর আরও এক উচ্চ ও উন্নত জ্যোতির্বিকাশের দিন আছে। খোদার মহান প্রজ্ঞা ঐ দিন প্রকাশ করার তাগিদ দিয়েছে। কারণ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি স্রষ্টা বলে পরিচিত হন। অতঃপর তিনি সকলকে ধ্বংস করবেন যেন তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত কাহহার বলে পরিচিত হন। তারপর একদিন পূর্ণ জীবন দিয়ে একই ময়দানে সমবেত করবেন, যেন তিনি সর্বশক্তিমান বলে পরিচিত হন" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫১২। কিয়ামতের দিন ইহকালের কৃতকর্মের বিচারের জন্য সকলকে সমবেত করা হবে। সেদিন সকল কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র হবে এবং ন্যায়বিচারের মানদন্ড সংস্থাপিত হবে। সেদিন কে পাপী কে পুণ্যবান, তাদের চেহারা দ্বারা তা চেনা যাবে।

কুরআন

১৫২০। যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমাবেশ-দিবসের জন্য সমবেত করবেন তা হবে লাভ লোকসানের দিন। 'ক' (৬৪ঃ১০)

১৫২১। সে দিন তারা বের হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। আজ সর্বাধিপত্য কার ? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র। 'ক' (৪০ :১৭)

১৫২২। এবং কিয়ামতের দিন আমরা ন্যায়বিচারের মানদন্ড সংস্থাপন করব, ফলে কারও প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। এবং যদি এক সরিষা বীজ পরিমাণও কোন কিছু (কর্ম) থাকে আমরা তা উপস্থিত করে দিব। বস্তুত হিসেব গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট। 'গ' (২১ঃ৪৮)

১৫২৩। সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কতক চেহারা হবে মলিন। অতএব যাদের চেহারা মলিন হবে, (তাদের কে বলা হবে) 'তোমরা কি তোমাদের ঈমান আনয়ন করার পর অস্বীকার করেছিলে ? সুতরাং আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর এ জন্য যে, তোমরা অস্বীকার করতে।' 'ঘ'

১৫২৪। এবং যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, বস্তুতঃ তারা আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে থাকবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। 'ঙ' (৩ঃ১০৭-১০৮)

'ক' ১০ঃ২৯-৩১; ১১ঃ১০৬-১০৭; ১৯ঃ৩৮-৩৯, ৯৪-৯৬, ২৫ঃ১৮-২০; ২৭ঃ৮৪-৮৬; ৩৪ঃ৪১-৪৩; ৩৬ঃ৫৪-৫৫; ৪০ঃ৪৪; ৪২ঃ১৬; ৪৫ঃ২৮-২৯; ৫০ঃ২১-২৩; ৮৩ঃ৫-৭।

'খ' ৬ঃ৭৪; ১১ঃ১০৬; ১৮ঃ৪৫; ২২ঃ৫৭; ২৩ঃ৬৫-৬৬; ৩৯ঃ৬৮; ৪০ঃ৩৩-৩৪; ৭৫ঃ১০-১২; ৭৭ঃ৩৬-৪০; ৭৮ঃ৩৯-৪০; ৮২ঃ১৮-২০; ৮৬ঃ৯-১১।

'গ' ২ঃ২৮২; ৩ঃ২৬, ৩১; ৪ঃ৪০-৪১; ৭ঃ৯-১০; ১০ঃ২৯-৯১; ১৪ঃ৫২; ১৬ঃ১১২; ১৮ঃ৫০; ২০ঃ১৩৬; ২৩ঃ১০৩-১০৪; ২৮ঃ৬৬-৬৮; ৩৬ঃ৫৫; ৩৯ঃ৭০-৭১; ৪০ঃ১৮-১৯; ৪৪ঃ৪১-৪৩; ৪৫ঃ২৮, ৩৩-৩৫; ৫১ঃ৬১; ৫৬ঃ৮৭-৮৮; ৭৫ঃ১৪-১৬; ১০১ঃ৭-১০।

'ঘ' ১০ঃ২৮; ৩৯ঃ৬১; ৫৫: ৪০-৪২; ৬৮ঃ৪৩-৪৪; ৭৫ঃ২৫-২৬; ৮০ঃ৪১-৪৩; ৮৮ঃ৩-৪;

'ঙ' ১০ঃ২৭; ৭৫ঃ২২-২৪; ৮০ঃ৩৯-৪০; ৮৮; ৮-৯;

হাদীস

১৩৬০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কোন লোক আপন ভাই-এর উপর যুলুম করে থাকলে সে যেন তার কাছ থেকে সেই সময়ের পূর্বেই মাফ চেয়ে নেয়, যখন (মযলুম) ভাই এর পক্ষে তার নেকীর অংশ কেটে নেয়া হবে। কিন্তু যদি নেকী তার (যালিমের) নিকট মজুদ না থাকে তবে তার (মযলুমের) ভাই-এর গুনাহ কেটে এনে তার (যালিমের) সাথে যোগ করে দেয়া হবে। কেননা সেদিন দীনার দেহরামের কোন লেনদেন কিংবা আদান প্রদান চলবে না" (বুখারী)।

১৩৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র এক বান্দা বিচার দিবসে দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার বয়স সম্পর্কে যে, সে কীভাবে তা কাটিয়েছিল; তার জ্ঞান সম্পর্কে, সে কীভাবে তা ব্যবহার করেছিল এবং তার ধন সম্পর্কে সে কীভাবে তা অর্জন করেছিল এবং কীভাবে তা খরচ করেছিল, এবং তার দেহ সম্পর্কে সে কীভাবে তাকে সজ্জিত করেছিল" (বুখারী)।

১৩৬২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বিচার দিবসে মানুষকে খালি পা, উলঙ্গ ও খাৎনা বিহীন অবস্থায় একত্র করা হবে।" তখন আয়েশা (রাঃ) বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! তখন কি পুরুষ ও স্ত্রীলোক একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকবে ?" তিনি বললেন, "আয়েশা ! তখন অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, সে সময় তারা একে অপরের দিকে তাকাবার অবকাশই পাবে না" (বুখারী, মুসলিম)।

১৩৬৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ (কেয়ামতের দিন) সমস্ত পৃথিবী হস্তে ধারণ করবেন এবং আকাশমন্ডল তার ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি বলবেন, 'আমিই একমাত্র রাজ্যধিকারী; পৃথিবীর রাজা বাদশাহ্গণ আজ কোথায় ?" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)

মলফূযাত

৫৭০। "এবং স্মরণ রাখতে হবে যে, সূরা ফাতেহার 'মালেকে ইয়াওমেদ্দিন' বাক্যের অর্থ শুধু এটাই নয় যে, কেয়ামতের দিন জাযা ও সাযা হবে। বরং কুরআন শরীফে পুনঃ পুনঃ এবং স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামত এক মহা প্রতিফলের দিন, কিন্তু এক প্রকার প্রতিফল এই জগতেই আরম্ভ হয় যার প্রতি 'ইয়ায আল লাকোম ফোরকানা' এই আয়াতটি ইঙ্গিত করেছে" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

৫৭১। "কেয়ামতের দিনে তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্যের মানদন্ড একমাত্র কুরআন শরীফই হবে" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

৫১৩। কিয়ামত কখন হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। কিয়ামত অকস্মাৎ সংঘটিত হবে। কিয়ামত কীভাবে হবে।

কুরআন

১৫২৫। তারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কখন সংঘটিত হবে ? তুমি বল, 'তার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভুর নিকট আছে। তিনি ব্যতিরেকে অন্য কেউ এর সময়ে তাকে প্রকাশ করাতে পারে না। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর উপর তা গুরুভার হবে। তা তোমাদের উপর কেবল আকস্মিকভাবেই আসবে।' তারা তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন তুমি তা সবিশেষ অবহিত আছ। তুমি বল 'এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র নিকট আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা অবগত নয়।' 'ক' (৭ঃ১৮৮)

১৫২৬। এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা মূর্ছিত হয়ে পড়বে, কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ্ (বাদ রাখতে) চাইবেন। অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেয়া হবে, তখন দেখ ! সহসা তারা দন্ডায়মান হয়ে (নিজেদের বিচারের জন্য) অপেক্ষমান হবে। 'খ' (৩৯ঃ৬৯)

'ক' ৩১ঃ৩৫; ৩৩ঃ৬৪; ৪১ঃ৪৮; ৪২ঃ৩০; ৪৩ঃ৬৭, ৮৬; ৬৭ঃ২৫-২৭; ৭২ঃ২৬;৭৮ঃ২-৫; ৭৯ঃ১৪-১৫, ৪৩-৪৭;

'খ' ৬ঃ৭৪; ১৮ঃ১০০; ২০ঃ১০৩; ২২ঃ২-৩; ২৩ঃ১০২; ২৭; ৮৮; ৩৬ঃ৫২-৫৪; ৫০ঃ৫১; ৫২ঃ১০, ১১; ৬৯ঃ১৪-১৯; ৭০ঃ৯-১০; ৭৩ঃ১৫; ৭৪ঃ৯-১১; ৭৫ঃ৭-১০; ৭৮ঃ১৮-২১; ৮০ঃ৩৪-৩৮; ৮৯ঃ২২-২৩; ১০১ঃ২-৬।

হাদীস

১৩৬৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "(কিয়ামত তখন অনুষ্ঠিত হবে) যখন নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর ও মুক-বধিরগণকে (অর্থাৎ অযোগ্য লোকদেরকে) দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে। এবং কেয়ামত সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়। অতঃপর হুযূর (সাঃ) প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, 'নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্র নিকট আছে এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন" (মেশকাত, মূল: বুখারী, মুসলিম)

১৩৬৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিবার পর আমিই সর্বপ্রথম মাথা তুলব। তখন আমি দেখব, মুসা (আঃ) আরশের নিকট দাঁড়িয়ে -তিনি আগে থেকে এভাবে ছিলেন, না সিঙ্গায় ফুৎকার দিবার পর, তা আমি জানি না" (বুখারী)।

৫১৪। কিয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণাম। ঈমানদারগণ কিয়ামতের শাস্তির ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

কুরআন

১৫২৭। এবং তারা বলে, "আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন কিছু নেই, এবং আমরা পুনরুত্থিতও হব না। 'ক'

১৫২৮। এবং তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে তাদের প্রভুর সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে এবং তিনি বলবেন, 'এ কি সত্য নয় ?' তারা বলবে 'কেন নয় ? আমাদের প্রভুর শপথ !' তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর যেহেতু তোমরা অস্বীকার করতে।' 'খ' (৬ঃ৩০-৩১)

১৫২৯। এবং তুমি তাদেরকে সেই আসন্ন (কিয়ামত) দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন হৃদয়গুলি অন্তর্নিহিত দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কণ্ঠাগত হবে। তখন যালেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) হবে না যার শাফায়াত গ্রহণ করা যেতে পারে। 'গ' (৪০ঃ১৯)

১৫৩০। যারা সেই নির্ধারিত সময়ের প্রতি ঈমান আনে না, তারাই তাকে সত্বর কামনা করে, এবং যারা ঈমান এনেছে, তারা এর জন্য ভীত সন্ত্রস্ত, এবং তারা জানে যে, তা অবশ্য সত্য। শুন ! যারা নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে বাক-বিতন্ডা করে, তারা ঘোর ভ্রান্তিতে নিপতিত। (৪২ঃ১৯)

'ক' ১৯ঃ৬৭; ২৩ঃ৩৮; ৩০ঃ৯; ৩২ঃ১১; ৩৬ঃ৭৯; ৪৪ঃ৩৬-৩৮; ৪৫ঃ২৫-২৬; ৪৬ঃ১৮-১৯;

'খ' ৬ঃ৩২;৭ঃ৫২; ১০ঃ৪৬; ১৮ঃ১০৬; ১৯ঃ৩৮, ৬৭-৭২; ২০ঃ১৭; ২৫ঃ১২-১৬; ২৭ঃ৫-৬; ২৯ঃ২৪; ৩০ঃ১৭; ৩২ঃ১৫; ৩৪ঃ৯; ৩৭ঃ৫২-৫৮; ৪৫ঃ৩৩-৩৬; ৫০ঃ২৩-২৫;

'গ' ২ঃ৪৯, ১২৪; ১৯ঃ৪০; ৮৩ঃ১১-১৮;

হাদীস

১৩৬৬। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পসন্দ করে না, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন না" (বুখারী)।

১৩৬৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত সংঘটিত হবে তারা অত্যন্ত হতভাগ্য লোক" (বুখারী)।

মলফূযাত

৫৭২। "শয়তান অনেক সন্দেহের সৃষ্টি করে, এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্দেহ যা মানুষের মনে উদয় হয় ও তাকে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত সন্দেহ। পরকালের উপর বিশ্বাস অন্যান্য বিভিন্ন কারণ ও উৎস ছাড়াও পুণ্য ও সৎকর্মশীলতার বড় উৎস। যখন কোন ব্যক্তি পরকাল এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়কে কেবলমাত্র কেচ্ছা কাহিনী বলে মনে করে; তবে ধরা যেতে পারে যে, সে পরিত্যাক্ত হয়েছে এবং সে উভয় জগৎই হারিয়েছে। পরকাল সম্পর্কে ভীতি একজনকে উৎকণ্ঠিত ও ভীত করে এবং তাকে সত্যিকার জ্ঞানের দিকে ধাবিত করে। খোদাভীতি ব্যতীত কখনও প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব স্মরণ রেখ যে, পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহ বিশ্বাসকে বিপদগ্রস্ত করে এবং কারও জীবনের সমাপ্তি অনিশ্চয়তার ভিতর নিক্ষিপ্ত হয়" (মলফূযাত, ১ম খন্ড)।

৫১৫। কিয়ামতের দিন ধন-সম্পদ, পিতা-পুত্র কেউ কারো কোন কাজে আসবে না।

কুরআন

১৫৩১। কিয়ামত দিবসে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং না তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কখনও উপকারে আসবে। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ অবশ্যই তা দেখছেন। 'ক' (৬০ঃ৪)

১৫৩২। হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তার পুত্রের কোন উপকারে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কোনক্রমেই প্রতারিত না করে এবং প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে আদৌ প্রতারিত না করে। 'খ' (৩১ঃ৩৪)

'ক' ২ঃ৪৯, ১২৪; ৩ঃ১১, ১১৭; ৬ঃ৯৫; ২৩ঃ১০২; ২৬ঃ৮৯-৯০; ৩৪ঃ৩৬-৩৮, ৪৩; ৪০ঃ৩৩-৩৪; ৪৩ঃ৬৭-৬৮; ৪৪ঃ৪১-৪৩; ৫৮ঃ১৮; ৬৯ঃ৩৬; ৭০ঃ৯-১৬; ৯২ঃ১২; ১১১ঃ৩;
'খ' ৭৯ঃ৩৫-৩৭; ৮০ঃ৩৪-৩৮; ৮২ঃ২০;

হাদীস

১৩৬৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা (কিয়ামতের দিন) ডাক দিবেন, 'হে আদম ! উত্তরে তিনি বলবেন, 'লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খায়রু ফী ইয়াদাইকা।' নবী (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্ বলবেন, 'জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য লোকদের বাছাই কর।' আদম (আঃ) আরজ করবেন, 'কী পরিমাণ ?' আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রতি হাজারে নয়শত নিরান্নব্বই জন।' [নবী (সাঃ) বলেন] 'এটা সে সময়ের অবস্থা যখন শিশু বৃদ্ধে পরিণত হবে, প্রত্যেক গর্ভবতী স্বীয় গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করে দিবে, অধিকন্তু মানুষকে তোমরা অচেতন অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা সংজ্ঞাহীন হবে না। বরং আল্লাহ্র আযাবই হবে অতি কঠিন।' (বুখারী, কিতাবুর রিকাক)

১৩৬৯। হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বলেন, "যখন রাত্রের দু'তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয় তখন রসূলে করীম (সাঃ) উঠে সাহাবা-এ কেরামদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন 'হে লোক সকল ! আল্লাহ্কে স্মরণ কর, আল্লাহ্কে স্মরণ কর। প্রলয়ঙ্করী-ঝাঁকুনী আগত। তার পিছনে আসছে আর এক ঝাঁকুনী (অর্থাৎ কেয়ামতপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গায় ফুৎকার)। মৃত্যু তার সাথে জড়িত বিষয়সহ আগত, মৃত্যু তার সাথে জড়িত বিষয়সহ আগত (অর্থাৎ তার আগের ও পরের বিপদসমূহ)' " (মেশকাত্, মূল: তিরমিযী)

১৩৭০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "কেয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। আর যখন (পশ্চিম দিক থেকে সূর্য) উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সমস্ত লোক ঈমান আনয়ন করবে। এ সময় কোন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবে না, যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করে নি অথবা সে ঈমানের অবস্থায় কোন সৎকাজ করে নি। আর কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে (এমন অবস্থায়) যে, দু' ব্যক্তি পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে কিন্তু বেচাকেনার কোন সুযোগ পাবে না এমন কি ভাঁজ করারও সুযোগ পাবে না। আর কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে (এমন অবস্থায় যে) কোন ব্যক্তি তার উটনীর দুধ নিয়ে রওয়ানা হবে কিন্তু সে তা পান করার সুযোগটুকুও পাবে না। আর কেয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে (এমন অবস্থায় যে,) কোন ব্যক্তি (পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরী করবে কিন্তু তা থেকে পান করানোর সময় ও সুযোগ পাবে না। আর কোন ব্যক্তি লোকমা (বা গ্রাস) মুখ পর্যন্ত উঠাবে কিন্তু তা খাবার সময় বা সুযোগটুকুও পাবে না এমতাবস্থায় কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক)।

মলফূযাত

৫৭৩। "এটা হতে পারে না যে, তিনি খোদা বলে অভিহিত হয়ে বস্তুজগত সম্বন্ধে উদাসীন। তিনি বিশ্বের অণু-পরমাণু পর্যন্ত দেখেন; কিন্তু মানুষ তা পারে না। তিনি জানেন কখন তিনি এ জগত-বিধানকে ভেঙ্গে ফেলবেন এবং কেয়ামত আনবেন ও পুনরুত্থান ঘটাবেন। তিনি ছাড়া কেউ জানে না যে এরূপ কখন হবে। সুতরাং তিনিই খোদা যিনি সকল প্রকার সময়কে জানেন" (ইসলামী-নীতি দর্শন)।

১৩৯। পরকাল

৫১৬। পরকালের জীবন উত্তম ও চিরস্থায়ী। পরকালের জীবনের উপর ঈমান আনার নির্দেশ। যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাদের পরিণাম। ঈমান আনয়নকারীদের পুরস্কার।

কুরআন

১৫৩৩। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ,

১৫৩৪। অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী। 'ক' (৮৭ঃ১৭-১৮)

১৫৩৫। তথায় তারা কেবল প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না, এবং তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন, 'খ' (৪৪ঃ৫৭)

১৫৩৬। তা-সীন ! এগুলি হচ্ছে কুরআন এবং সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত,

১৫৩৭। যা মো'মেনদের জন্য পূর্ণ হেদায়াত এবং শুভ সংবাদ,

১৫৩৮। যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।'গ'

১৫৩৯। নিশ্চয় যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমরা তাদের কার্যকলাপকে তাদের জন্য সুন্দর করে দেখাই, সুতরাং তারা অন্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়।

১৫৪০। এই সকল লোকের জন্য নিকৃষ্ট শাস্তি আছে এবং তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 'ঘ' (২৭ঃ২-৬)

১৫৪১। এবং যে মো'মেন হওয়া অবস্থায় পরকালের কামনা করে এবং তার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা করে– তাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্য মূল্য দান করা হবে। 'ঙ' (১৭ঃ২০)

'ক' ৩ঃ১৫, ১৯৯; ৬ঃ৩৩, ৯৯; ৭ঃ১৭০; ৯ঃ৩৮; ১২ঃ৫৮, ১১০; ১৬ঃ১১৮; ২৮: ৬১, ২৯ঃ৬৫; ৩৫ঃ৩৫-৩৬; ৪০ঃ৪০; ৪২ঃ৩৭; ৪৪ঃ৫৮; ৫৭ঃ২১-২২; ৭৫ঃ২২;
'খ' ৩৫ঃ৩৭; ৩৭ঃ৫৯-৬১; 'গ' ৩ঃ১৪৬; ৪২ঃ২১;
'ঘ' ৭ঃ৪৫-৪৬; ১১ঃ১৯-২০; ১৪ঃ৪, ১৮; ১৬ঃ২৩, ৬১; ১৭ঃ৪৬-৪৭; ২০ঃ৭৫, ২৭ঃ৫-৬; ৩৪ঃ২২; ৩৫ঃ৩৭; ৮৭ঃ১৪;
'ঙ' ৩৪ঃ৯;

হাদীস

১৩৭১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "পরকালের জীবন ছাড়া কোন জীবন নেই" (বুখারী, মুসলিম)।

১৩৭২। হযরত মুসতাওরিদ ইবনে সাদ্দাম (রাঃ) বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ্‌র কসম ! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয় এবং এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসে" (মুসলিম)।

১৩৭৩। হযরত সাদ্দাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "হে লোকগণ ! দুনিয়া একটি অস্থায়ী সম্পদ। তা থেকে পুণ্যবান ও পাপী উভয়েই ভোগ করতে থাকে। আর আখেরাত একটি সত্য প্রতিশ্রুতি, সেখানে বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ সর্বময় শক্তির অধিকারী বাদশাহ্‌। তিনি (নিজ ফয়সালায়) সত্যকে বহাল রাখবেন এবং বাতিলকে মুছে ফেলবেন। সুতরাং তুমি আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা প্রত্যেক মাতার সন্তান তার অনুগামী হয়ে থাকে" (হিলাইয়াম আবু নোয়াইম বর্ণিত)।

১৩৭৪। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করার পর মৃত্যুকে হাযির করে বেহেশ্‌ত-দোযখের

মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে এবং তাকে যবাই করে দেয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, 'হে জান্নাতবাসীরা ! এখানে কোন মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামীরা ! এখানে কোন মৃত্যু নেই। এতে বেহেশ্‌তীদের আনন্দ আরও অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। অপর দিকে জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তার মাত্রাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)।

মলফূযাত

৫৭৪। "স্মরণ রেখ যে, জীবন বলতে অনন্ত জীবনকে বুঝায় যা ভবিষ্যতে কামেল মানুষ প্রাপ্ত হবেন। এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, ব্যবহারিক শরীয়তের ফল পরলোকে অনন্ত জীবন লাভ, যা আল্লাহ্‌তাআলার দীদারের খাদ্যে সর্বদা কায়েম থাকবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫৭৫। "কিন্তু এই দুর্ভাগা তার জীবনের উৎকৃষ্ট সত্তর বৎসর পার্থিব বন্ধনে কাটায় এবং এই নিগড় হতে আযাদ হতে চায় না। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা এই আয়াতে বলেন যে, এই সত্তর বছর যা সে পৃথিবীর বাঁধনে কাটিয়েছিল, পরলোকে সত্তর গজ লম্বা এক শিকলের আকারে মূর্ত হবে। এক গজ শিকল এক বছরের নির্দেশক হবে" (ইসলামী-নীতি দর্শন)।

১৪০। জান্নাত

৫১৭। জান্নাত কী ও তার পরিচয়। জান্নাতের বর্ণিত উপমাসমূহের বিবরণ ও তাৎপর্য। জান্নাত অমূল্য স্থান।

কুরআন

১৫৪২। বস্তুত কেউ জানে না যে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ কী নয়ন তৃপ্তিকর বস্তু গোপন করে রাখা হয়েছে! * (৩২ঃ১৮)

১৫৪৩। এবং তুমি সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল (সৎকর্ম) করে যে, নিশ্চয় তাদের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ (স্রোতস্বিনী) প্রবাহিত থাকবে, যখনই তা হতে তাদেরকে রিযকস্বরূপ ফলফলাদির কিছু দেয়া হবে, তারা বলবে, 'এতো সেই রিযক যা আমাদেরকে এর পূর্বে দেয়া হয়েছিল,' এবং তাদেরকে তার অনুরূপও দেয়া হবে, এবং তাদের জন্য সেখানে পবিত্র জোড়াসমূহ থাকবে এবং তথায় তারা চিরকাল বাস করবে।' 'ক'** (২ঃ২৬)

১৫৪৪। (হে লোক সকল) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যার মূল্য আকাশ ও পৃথিবীর মূল্যের সমতুল্য, এটা ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনে। এটা আল্লাহ্র বিশেষ ফযল, তিনি যাকে চান তা দান করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী। 'খ'*** (৫৭ঃ২২)

'ক' ৪ঃ৫৮; ৯ঃ৭২; ১৩ঃ৩৬; ১৫ঃ৪৮, ৪৯;১৮ঃ ৩২; ২৫ঃ১১; ৩৫ঃ৩৪; ৩৬ঃ৫৭-৫৮; ৩৭ঃ৪১-৫১; ৪৩ঃ৭১-৭৫; ৪৪ঃ৫২-৫৭; ৫১ঃ২৩; ৫২ঃ২৩-২৪; ৫৫ঃ৪৭-৭৩; ৫৬ঃ১৩-৩৮; ৭৬ঃ৬, ৭, ১৩-২২; ৭৭ঃ৪২-৪৪; ৭৮ঃ ৩২-৩৬; ৮৩ঃ২৩-২৯, ৩৬; ৮৮ঃ৯-১৭;

'খ' ৩ঃ১৩৪; ৭৬ঃ ২১;

---

* বেহেশতের আরাম আয়েশ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, 'কোন চক্ষু তা (বেহেশ্তের আশীর্বাদসমূহ) দেখে নি, কোন কর্ণ তাদের সঠিক বর্ণনা শুনে নি এমন কি মানুষের মন ঐ সব ঐশী আশীর্বাদের ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না।' (বুখারী, কিতাবুল বা'দাল খালক)। এই হাদীস হতে বুঝা যায় যে, পরকালীন জীবনের আশীর্বাদসমূহ পার্থিব বস্তুর মত কিছু নয়। ধর্মপরায়ণ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের ইহজীবনের প্রতিটি সৎকাজ ও পুণ্য কাজ বিভিন্ন ধরন-ধারণের আধ্যাত্মিক তৃপ্তিদায়ক আশীর্বাদরূপে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। কুরআনে ঐ সকল আশীর্বাদের যে বর্ণনামূলক বিবৃতি আছে তা উপমাস্বরূপ মাত্র। আলোচ্য আয়াতটির অর্থ এ-ও হতে পারে যে, পরকালে ধার্মিক বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের উপর যে সকল ঐশী অনুগ্রহ, দান আশীর্বাদ ও পুরস্কারসমূহ বর্ষণ করা হবে, সেগুলি গুণে, মানে ও পরিমাণে এতই উচ্চ পর্যায়ের হবে যে, মানুষ ইহ জীবনে তার কল্পনাও করতে পারবে না। ঐসব উচ্চাঙ্গীন ঐশী আশীর্বাদসমূহ হবে মানুষের কল্পনাতীত। (কুরআন মজীদ টীকা-২৩২৬)

** ... কুরআন কেবলমাত্র উচ্চস্তরের বুদ্ধিদীপ্তদের জন্যই নয় বরং সর্বসাধারণের জন্যও। তাই এমন সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা সকলেই বুঝে, বেহেশ্তের আশিসসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন ঐ সকল পার্থিব জিনিসগুলিরই নাম ব্যবহার করেছে যেগুলিকে মানুষ সাধারণত ভাল বলে জানে ও পসন্দ করে এবং বিশ্বাসীগণকে বলা হয়েছে যে, এই সব ভাল জিনিসগুলি তারা আরও উৎকৃষ্ট আকারে বেহেশ্তে প্রাপ্ত হবে। এই আবশ্যকীয় তুলনামূলক চিত্র দিবার জন্যই, ভাল ভাল জিনিসের নাম ও সুপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নতুবা ইহজগতের সুখ ও আনন্দ এবং পর জগতের আশিসসমূহের মধ্যে কোন মিল নেই, এদের উভয়ে মোটেই এক জাতীয় বা এক ধরনের নহে। ... আল্লাহ্তাআলার যে সকল দান আমরা ইহকালে উপভোগ করে থাকি পরকালের আশীর্বাদসমূহ সেগুলিরই মনস্তাত্বিক রূপায়ণ বলা ঠিক হবে না। বরং এ জগতে যা আমরা পাই, তা আল্লাহ্তাআলার সত্যিকার খাঁটি দান ও আশীর্বাদসমূহের নমুনা স্বরূপ; আসলে সত্য সত্য দানসমূহের প্রাপ্তিস্থান হ'ল পরকাল। অধিকন্তু বাসনাসমূহ বলতে বিশ্বাস এবং স্রোতস্বিণী বলতে বুঝায় কর্মসমূহ। বাগান টিকতে পারে না ও ফলফুল সুশোভিত হতে পারে না যদি সেখানে শ্রোতস্বিণী তথা পানির ব্যবস্থা না থাকে। তেমনি বিশ্বাস ফলপ্রসূ হতে পারে না যদি সৎকর্মের দ্বারা তাকে সুদৃঢ় করা না হয়। অতএব বিশ্বাস ও সৎকর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিণামের জন্য উভয়ের একত্র সমাবেশ অত্যাবশ্যক।

পরকালে, বাগানগুলি বিশ্বাসীদেরকে ইহলৌকিক বিন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে এবং স্রোতস্বিণীগুলি তাদের ইহকালীন সৎকর্মসমূহকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তখন তারা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে তাদের বিশ্বাস ও সৎকর্ম বৃথা যায় নি। 'এটা আমাদের পূর্বেও দেয়া হয়েছিল' মো'মেনের এই উক্তি হ'তে এই সিদ্ধান্তে পৌছান ঠিক হবে না যে, বেহেশতে তাদেরকে এই সব ফলই দেয়া হবে যা তারা ইহকালে উপভোগ করেছিল। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই দু'বস্তু এক নয়, প্রকৃতপক্ষে পরকালের ফলগুলি হবে তাদের ইহকালীন বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। যখন তারা সেগুলি খাবে, তখন তারা সাথে সাথেই উপলব্ধি করবে যে, এগুলি তাদের ইহকালীন বিশ্বাসের ফল মাত্র। তাই তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আনন্দাতিশায্যে বলে উঠবে, "এটা আমাদেরকে পূর্বেও দেয়া হয়েছিল। ... (কুরআন মজীদ টীকা ৪৭)

*** 'আরজ' মানে মূল্য ও ব্যাপকতা। এ হিসেবে আয়াতটির তাৎপর্য হ'ল, 'ক' পরলোকে ধর্মপরায়ণদের পুরস্কার অপরিসীম ও অগণিত। আকাশমালা, পৃথিবী এবং সমস্ত স্থান শূন্য মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে বেহেশ্‌ত, এমনকি দোযখও এরই আওতাভুক্ত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌ত দোযখ দু'টা পৃথক স্থান নয়, বরং মনের দু'টা পৃথক অবস্থা। কুরআনে বর্ণিত বেহেশত দোযখের স্বরূপ সম্বন্ধে মহানবী (সাঃ) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস এর সঠিক ধারণা দেয়। একবার নবী (সাঃ) সাহাবীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, 'বেহেশ্‌ত যদি স্বীয় ব্যাপকতার মধ্যে আকাশমালা ও পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে, তবে দোযখের স্থান কোথায় ?' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, 'রাত্রি কোথায় থাকে যখন দিনের আগমন হয় ? ' (কাসীর) (কুরআন মজীদ টীকা-২৯৯৬)

হাদীস

১৩৭৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন, "আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি আমার নেকবান্দাদের জন্য এত নেয়ামত তৈরী করেছি যে, কোন চক্ষু তা দেখে নি, কোন কর্ণ তা শুনে নি, বরং কোন মানুষের হৃদয়েও তার ধারণা জন্মে নি।' তার সত্যতার জন্য চাও তবে এই আয়াত পাঠ কর, 'বস্তুত কেউই জানে না যে তাদের জন্য তাদের কৃত কর্মের প্রতিদান স্বরূপ কী কী নয়ন তৃপ্তিকর বস্তু গোপন করে রাখা হয়েছে! (৩২ঃ৮)" (বুখারী, কিতাবুল্ বাদউল খালক)।

১৩৭৬। হযরত সাহল ইবনে সা'য়াদ (রাঃ) বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'জান্নাতে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছু থেকে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র পথে একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছু থেকে উত্তম" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)

১৩৭৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথমদলের (লোকদের) চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও সুন্দর) হবে। বেহেশ্‌তে তাদের না আসবে থু থু, না ঝরবে নাকের পানি, না হবে পায়খানা, তাদের বরতন হবে সোনার তৈরী, চিরুনী হবে সোনার ও রুপার। তাদের আংটি আগর বাতির ন্যায় জ্বলতে থাকবে। তাদের (গায়ের) ঘাম মেশ্‌কের ন্যায় (খুশবুদার) হবে, প্রত্যেকে দু'জন করে এমন বিবি পাবে অতিশয় সৌন্দর্যের কারণে যাদের গোশ্‌ত ভেদ করে হাড়ের ভিতরের মজ্জাও দেখা যাবে। বেহেশতবাসীদের মধ্যে (কখনও) না হবে মতভেদ, না দেখা দিবে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। সবাই এক মন এক প্রাণ হয়ে থাকবে, সকাল-সন্ধ্যা তারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে" (বুখারী, কিতাবুল বাদউল খালক)।

মলফূযাত

৫৭৬। "এখানে (৪৭ঃ১৬ আয়াতে) সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, এই বেহেশ্‌ত তোমরা উপমা স্থলে এ প্রকার জ্ঞান কর যে তাতে ঐ সব জিনিসের কুলহীন নহরসমূহ আছে। তত্ত্বদর্শী আরেফগণ পৃথিবীতে রূহানীভাবে যে জীবনপ্রদ পানি পান করে, তা সেখানে প্রকাশ্যভাবে বর্তমান আছে। যে আধ্যাত্মিক দুগ্ধে তারা দুগ্ধ পোষ্য শিশুর ন্যায় রূহানীভাবে পৃথিবীতে প্রতিপালিত হয়, বেহেশ্‌তে তা-ই প্রকাশ্যভাবে দৃষ্ট হবে। আল্লাহ্‌র যে প্রেম মদিরায় তারা ইহলোকে সর্বদা আধ্যাত্মিকভাবে মত্ত থাকত, এখন বেহেশতে প্রকাশ্যভাবে তার নহরসমূহ দৃশ্যমান হবে। ঈমানের মধু যা ইহলোকে আধ্যাত্মিকভাবে তত্ত্বজ্ঞানী আরেফগণের মুখে প্রবেশ করত, বেহেশ্‌তে তা অনুভূত ও প্রকাশিত নহরসমূহের আকারে পরিদৃষ্ট হবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

৫৭৭। "বরং আল্লাহ্ জাল্লা শানাহু বলেন যে, যারা ঈমান আনে ও সময়োপযোগী সৎকর্ম করে, তারা স্বহস্তে এক বেহেশত তৈরী করে। তার বৃক্ষ ঈমান এবং নহরসমূহ আমলে সালেহা! এই বেহেশ্‌তেরই তারা ভবিষ্যতে ফল খাবে এবং সেই ফল অধিক স্পষ্ট ও সুস্বাদু হবে এবং তারা আধ্যাত্মিক দিক হতে এই ফলই পৃথিবীতে খেয়েছে বলে পরলোকে ঐ সকল ফল চিনতে পারবে এবং বলবে যে, এই সকল সেই ফল মনে হয়, যা ইতিপূর্বে তারা আহার করেছে এবং এই ফলকে পূর্ববর্তী সেই ফলের সাদৃশ্য দেখতে পাবে। সুতরাং এই আয়াত (২ঃ২৬) স্পষ্ট বলছে যে, পৃথিবীতে যারা, আল্লাহ্‌র প্রেম ও ভালবাসার খাদ্য গ্রহণ করত, এখন ভৌতিক আকারে সেই খাদ্যই তারা পাবে। তারা প্রেম ও প্রীতির স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং এর মর্ম জানে বলেই তাদের আত্মার নিকট ঐ সময়ের স্মৃতি জাগ্রত হবে, যখন তারা নির্জনে গৃহ কোণে এবং রাত্রির অন্ধকারে প্রেমভরে আপন প্রকৃত প্রেমাস্পদকে স্মরণ করত এবং সেই স্মরণে অনুপম আনন্দে বিভোর হত" (ইসলামী-নীতি দর্শন পৃঃ ১৩৩-১৩৪)।

৫১৮। জান্নাত অনাবিল শান্তির স্থান, চিরস্থায়ী বাসস্থান। জান্নাতে প্রবেশকারী কখনও বহিষ্কৃত হবে না।

কুরআন

১৫৪৫। জাহান্নামবাসীগণ ও জান্নাতবাসীগণ সমান নয়। জান্নাতবাসীগণই সফলকাম। (৫৯ঃ২১)

১৫৪৬। সেদিন নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ (নিজেদের অবস্থান দেখে) আনন্দে উৎফুল্ল হবে ;

১৫৪৭। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণও রহমতের ছায়াতলে পালংকের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে।

১৫৪৮। তথায় তাদের জন্য নানা ফলমূল থাকবে আর থাকবে তাদের কাংখিত সকল বস্তু। 'ক'

১৫৪৯। 'শান্তি'-এটাই হবে তাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের তরফ হতে সাদর সম্ভাষণ। 'খ' (৩৬ঃ৫৬-৫৯)

১৫৫০। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন বাগানসমূহের, যাদের পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল বাস করবে, এরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহসমূহেও। অধিকন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তা-ই হবে পরম ও চরম সফলতা। 'গ' * (৯ঃ৭২)

১৫৫১। তাতে তাদেরকে ক্লান্তিও স্পর্শ করবে না এবং তা হ'তে তারা বহিষ্কৃতও হবে না। 'ঘ' ** (১৫ঃ৪৯)

'ক' ২ঃ২৬; ৪১ঃ৯; ৪৪ঃ৫৬; ৫২ঃ২১-২৩; ৫৫ঃ৫৩; ৫৬ঃ১৩-২২, ৩০-৩৩; ৬৯ঃ২৪-২৫; ৭৬ঃ১৫; ৮৪ঃ২৬;
'খ' ১০ঃ১১; ১৪ঃ২৪; ১৫ঃ৪৬-৪৮; ২৫ঃ৭৬; ৩৩ঃ৪৫; ৩৫ঃ৩৫-৩৬; ৩৯ঃ৭৪; ৫০ঃ৩৫ঃ৫৬ঃ২৭; ৬৯ঃ২২-২৩; ৭৬ঃ১২;
'গ' ২ঃ২৬; ১১ঃ১০৯; ১৩ঃ২৪; ১৬ঃ৩২; ১৮ঃ৩২; ১০৯; ১৯ঃ৬২; ২০ঃ৭৭; ৩৫ঃ৩৪-৩৬; ৩৮ঃ৫১; ৩৯ঃ৭৪; ৪৩ঃ৭২; ৬১ঃ১৩; ৯৮ঃ৯;
"ঘ' ৩৫ঃ৩৬;

---

* বেহেশ্‌ত দোযখের স্থায়িত্ব সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন কুরআন মজীদ টীকা ১৩৫১।

** এই আয়াত ইঙ্গিত করছে যে, জান্নাত অবিরাম কর্মের স্থান। এতদ্‌সত্ত্বেও বিশ্বাসীগণ বিরতিহীন কঠোর পরিশ্রমের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে যে ক্লান্তি সৃষ্টি হয় তা বোধ করবে না এবং কঠোর শ্রমের কারণে কোন অবনতি কিংবা অপচয়ের সম্মুখীন হবে না। এ আয়াতটি এত স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, জান্নাতবাসীকে জান্নাত হতে আদৌ বের করা হবে না। (কুরআন মজীদ টীকা-১৫০৪)

হাদীস

১৩৭৮। হযরত সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "বেহেশতের সামান্যতম ও নগণ্যতম জায়গাও সমগ্র দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছু হ'তে উত্তম" (বুখারী)।

১৩৭৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে প্রবেশ করবে তখন তার ফল খাবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "বেহেশ্‌তের বাগান কী ?" তিনি বলেছেন, "যিকিরের হালকা" (তিরমিযী)।

মলফূযাত

৫৭৮। "খ্রীষ্টানগণ এই ভিত্তিহীন জনরবে বিশ্বাসী যে, হযরত মসীহ (আঃ) উত্তোলনের পর বেহেশ্‌তে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন। লুক প্রণীত সুসমাচারে হযরত মসীহ (আঃ) স্বয়ং একজন চোরকে সান্ত্বনা দান করতে গিয়ে বলেছেন যে, "অদ্য তুমি আমার সাথে বেহেশতে প্রবিষ্ট হবে"। এবং খ্রীষ্টানদের সর্ববাদীসম্মত বিশ্বাস এই যে, কেউ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার পর পুনরায় সেখান হতে বহিষ্কৃত হবে না, যদিও অত্যন্ত নগণ্য শ্রেণীরই হোক না কেন। এটি মুসলমানদেরও বিশ্বাস। মহাপ্রতাপান্বিত মহান গৌরবের অধিকারী খোদা কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন 'ওয়া মা হোম মিনহা বেমোখরাজিন'। অর্থাৎ যাদের বেহেশ্‌তে প্রবিষ্ট করান হবে তাদেরকে সেখান হতে বহিষ্কৃত করা হবে না। (সূরা হিজর, ৪র্থ রুকু)" (তৌযীহে মরাম)

৫১৯। মো'মেন বান্দাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে দু' জান্নাতের সুসংবাদ।

কুরআন

১৫৫২। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সমীপে দন্ডায়মান হতে ভয় পায় তার জন্য দু'টি জান্নাত আছে – *'ক' (৫৫ঃ৪৭)

১৫৫৩। তাদের জন্য এই পার্থিব জীবনে শুভ সংবাদ আছে এবং পর জীবনেও– আল্লাহ্‌র কথার কোন পরিবর্তন নেই–এটাই পরম সফলতা। 'খ' (১০ঃ৬৫)

'ক' ৫৫ঃ৬৩;
'খ' ৪১ঃ৩১-৩৩; ৪৭ঃ৭;

---

* দু'টি বাগান (বেহেশ্‌ত) বলতে বুঝাতে পারে (১) সৎভাবে জীবন-যাপনের ফলে মনে যে অনাবিল শান্তি বিরাজ করে তা এবং (২) দৈহিক ভোগ-বিলাসে মত্ত জীবনে যে জ্বালাময়ী ও যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, তা হতে মুক্তি। আল্লাহ্‌তাআলার খাতিরে ইহজগতের লোভ-লালসা ও অবৈধ কামনা-বাসনা হতে দূরে থাকাই হল একটি 'বাগান'। অপর বাগানটি হ'ল পরজগতে আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির মধ্যে অবস্থান লাভ। একজন সত্যিকার বিশ্বাসী ইহজগতেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ছায়াতলে এমনই আশীষমন্ডিত জীবন যাপন করে যে, কোন দুঃখ কষ্টই তাকে বিচলিত করে না। এটাই এই পৃথিবীতে বেহেশ্‌ত যা আল্লাহ্‌ ভীরু সজ্জনকে ইহলোকে প্রদান করা হয়ে থাকে, যার মধ্যে সে সদা-সর্বদা দিন কাটায়। পরলোকের প্রতিশ্রুত বেহেশত, ইহকালের বেহেশ্‌তেরই প্রতিচ্ছবি। ইহলোকে ভোগ করা আধ্যাত্মিক স্বাদ ও কল্যাণই পরলোকে অধিকতর স্পষ্টভাবে বাস্তবে রূপায়িত হবে। সত্যিকার মোমেনবান্দার এই বেহেশ্‌তী অবস্থাকে কুরআনের ১০ঃ৬৫ ও ৪১ঃ৩২ আয়াতদ্বয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ... (কুরআন মজীদ টীকা-২৯৩৯)

হাদীস

১৩৮০। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করা কালে বলতে শুনেছেন, 'আর যে আল্লাহ্‌র সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।' আমি বললাম 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! যদি সে যিনা করে, চুরি করে ?' হুযূর দ্বিতীয়বার বললেন, 'আর যে আল্লাহ্‌র সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।' আমি দ্বিতীয় বার বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল ! যদি সে যিনা করে ও চুরি করে?' তিনি তৃতীয়বার বললেন, 'আর যে আল্লাহ্‌র সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।' আমি তৃতীয় বার বললাম, 'যদি সে যিনা করে ও চুরি করে হে আল্লাহ্‌র রসূল!' তখন তিনি বললেন, 'হাঁ আবুদ্দারদার নাক কাটা গেলেও (অর্থাৎ তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও)" (আহমদ)।

মলফূযাত

৫৭৯। "তারপর প্রত্যেক প্রকার শক্তির সাথে সম্পর্কিত সত্যিকার সৎকর্মসমূহ এরূপ উৎসাহ, আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে সম্পাদন করে যে, সে যেন নিজের আপন আয়নায় তার প্রকৃত প্রেমাস্পদকে দর্শন করতে থাকে। তার এরাদা আল্লাহ্‌তাআলার এরাদায় রঙ্গীন হয়ে যায়। তার যাবতীয় তৃপ্তি তাঁর আদেশ পালনেই স্থিতিশীল হয়ে যায়। তার সকল সৎকর্ম কৃচ্ছ্রসাধনের পথে না হয়ে মনের সাধ ও বিমল আনন্দের আকর্ষণে প্রকাশিত হয়। একটাই সেই নগদ বেহেশত যা রূহানী মানুষ প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে সে যে বেহেশত পাবে, প্রকৃতপক্ষে তা এরই প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হবে। তাকে আল্লাহ্‌তাআলার কুদরত পরলোকে সাকারে দৃশ্যমান করে দিবেন। এরই প্রতি সংকেত করে আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহু বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর মহা প্রতাপান্বিত গৌরবময়ের মর্যাদার ভয়ে সন্ত্রস্ত, তার জন্য দু' বেহেশ্‌ত আছে। একটি এই দুনিয়ায় এবং দ্বিতীয়টি আখেরাতে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১৪১। দোযখ

৫২০। দোযখের পরিচয়। দোযখ কয়েদখানা, দোযখের শাস্তি চিরস্থায়ী নয়। দোযখের শাস্তি কীরূপ হবে? কারা দোযখী।

কুরআন

১৫৫৪। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে,

১৫৫৫। পরিণামে তার জননী হবে 'হাভিয়া'। *

১৫৫৬। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে এটা কী ?

১৫৫৭। ইহা একটি লেলিহান অগ্নি। 'ক' (১০১ঃ৯-১২)

১৫৫৮। এবং(স্মরণ রেখ যে) জাহান্নামকে আমরা কাফেরদের জন্য কয়েদখানা বানিয়েছি। (১৭ঃ৯)

১৫৫৯। তারা তাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করবে যতদিন পর্যন্ত আকাশসমূহ ও পৃথিবী থাকবে,** যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু যা চান তা-ই করেন। 'খ'(১১: ১০৮)

১৫৬০। জাহান্নাম, যাতে তারা জ্বলবে। এটা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল। 'গ' (৩৮ঃ৫৭)

১৫৬১। (অতঃপর আমরা তাদের উভয় চালক ও সাক্ষীকে বলব) 'তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর, প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে, সত্যের শত্রুকে,

১৫৬২। ভাল কাজের প্রতিরোধকারীকে, সীমাতিক্রমকারীকে, সন্দেহ পোষণকারীকে –

১৫৬৩। যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য মা'বূদ গ্রহণ করেছিল, সুতরাং তোমরা তাকে অতি কঠোর আযাবে নিক্ষেপ কর।' 'ঘ' (৫০ঃ২৫-২৭)

'ক' ২ঃ২৫; ৩ঃ১১; ১০ঃ২৮; ১১ঃ১০৭; ১৪ঃ৫১; ২৩ঃ১০৪-১০৫; ২৫ঃ৬৬-৬৭; ৫৪ঃ৪৯; ৬৬ঃ৭; ১০৪ঃ৬-১০;

'খ' ২ঃ৪০; ৬ঃ১২৯; ৭ : ৩৭; ৯; ২১ঃ৯৯-১০১; ৭৮ঃ২২-২৭;

'গ' ২ঃ১৬৮; ৪ঃ৫৭; ৭০ঃ১৬-১৭; ৭৪ঃ২৭-৩০; ৭৭ঃ২৯-৩৫; ৮৭ঃ১৩-১৪; ৮৮ঃ৫; ১০৪ঃ৭-১০;

'ঘ' ৬৯ঃ৩১-৩৬; ৭৪ঃ৪৩-৪৭; ৭৮ঃ২২-৩১:

---

* মায়ের সাথে গর্ভস্থ সন্তানের যেরূপ সম্পর্ক দোযখের সাথে পাপীদেরও সেরূপ সম্পর্ক। মায়ের গর্ভে ভ্রূণ যেরূপ অনেক স্তর অতিক্রম করে উন্নতি করতে করতে অবশেষে মানবাকারে পূর্ণতা লাভের পর নিষ্পাপ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়, তেমনি পাপী লোকেরা স্বীয় পাপানুযায়ী অনেক ধরনের আধ্যাত্মিক শাস্তি ও যাতনা ভোগের মধ্য দিয়ে যখন পাপমুক্ত হয়, তখন তার নতুন জীবন লাভ ঘটে। দোযখের শাস্তি ও জ্বালা-যন্ত্রণা পাপী ও দুষ্কৃতকারীগণকে অনুতাপ করবার ও আত্মশুদ্ধি করবার সুযোগ দান করে। ইসলামের ধারণানুযায়ী দোযখ একটি সংশোধনকারী কারাগার বা নিরাময়কারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৪২২)

** কুরআন মজীদের এই বর্ণনা একটি বাগধারা বিশেষ যদ্বারা অতি দীর্ঘকালকে বুঝায়। কুরআনের শিক্ষানুযায়ী দোযখ বা জাহান্নামের শাস্তি চিরস্থায়ী নয়। (কুরআন মজীদ টীকা-১৩৫০)

হাদীস

১৩৮১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'নবী করীম (সাঃ) একদা আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন, এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং মসজিদের কিবলার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, 'এই মাত্র আমি যখন নামাযে তোমাদের ইমামতি করছিলাম, এ দেয়ালের সামনেই আমাকে জান্নাত ও দোযখ দেখান হয়েছে। আজকের মত আর কোনদিন ভাল ও মন্দ এভাবে দেখি নি। (একথা) দুবার বললেন" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)।

১৩৮২। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকাল সন্ধ্যায় জান্নাত কিংবা জাহান্নামস্থ ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। আর তাকে বলা হয় এটাই তোমার বাসস্থান। কেয়ামতের পুনরুত্থান পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক)।

১৩৮৩। হযরত নুমান (ইবনে বশীর-রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "দোযখবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আযাব দেয়া হবে কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির. যার দু'পায়ের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে, এতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে যেমন করে চাঁচ তামার পাত্রে ফুটতে থাকে।" (বুখারী)।

১৩৮৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'দোযখে এমন সময় আসবে যখন দুয়ারগুলো পরস্পর আঘাত করবে আর সেখানে কেউ থাকবে না এবং তা ঘটবে কয়েক শতাব্দী ধরে দোযখবাসীদের বাস করার পর" (মুসনদে আহমদ)।

১৩৮৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "দোযখকে কামনা বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে বিপদ মুসিবত দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে" (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)।

মলফূযাত

৫৮০। "পাপাচারী মানুষ ইহলৌকিক জীবনে কামনা-বাসনার এক জাহান্নাম স্বীয় অন্তরে বহন করে বেড়ায় এবং কৃতকার্যতার মধ্যে এই জাহান্নামের জ্বালা অনুভব করে। অতঃপর যখন সে নশ্বর কামনা-বাসনা হতে দূরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং যখন তাকে নৈরাশ্য আচ্ছন্ন করবে, তখন আল্লাহ্তাআলা তার হা হুতাশকে প্রকাশ্য অগ্নিরূপে তার নিকট প্রকাশ করবেন" (ইসলামী নীতি দর্শন পৃঃ ১৪৮-১৪৯)।

৫২১। দোযখের শাস্তির বিবরণ ও বর্ণিত উপমাসমূহের তাৎপর্য।

কুরআন

১৫৬৪। (তখন ফিরিশ্তাগণকে বলা হবে) তোমরা তাকে ধৃত কর, এবং তার গলায় বেড়ি পরাও। 'ক'

১৫৬৫। অতঃপর তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট কর,

১৫৬৬। অতঃপর তাকে শিকলে বেঁধে ফেল যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত। * (৬৯ঃ৩১-৩৩)

১৫৬৭। অতঃপর তোমরা হে পথভ্রষ্ট, সত্যকে মিথ্যা বলে মিথ্যারোপকারীরা !

১৫৬৮। তোমরা নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হতে আহার করবে, **

১৫৬৯। এবং তা দিয়ে উদর পূর্তি করবে,

১৫৭০। এবং তার উপর গরম পানি পান করবে,

১৫৭১। পিপাসিত উষ্ট্রের পান করার ন্যায় পান করবে ;

১৫৭২। বিচার দিবসে তা হবে তাদের আপ্যায়ন। 'খ' (৫৬ঃ৫২-৫৭)

'ক' ১৩ঃ৬, ৩৬ঃ৯; ৭৬ঃ৫

'খ' ১৪ঃ১৭, ১৮; ১৮ঃ৩০; ২২ঃ২০-২৩; ৩৭ঃ৬৩-৬৯; ৩৮ঃ৫৬-৫৯; ৪৩ঃ৭৫-৭৬; ৪৪ঃ৪৪-৫০; ৪৭ঃ১৬; ৫৫ঃ৪৪-৪৫; ৫৬ঃ৪২-৪৬; ৬৯ঃ৩৬-৩৮; ৭৩ঃ১৩-১৪; ৭৪ঃ২৭-৩১; ৭৭ঃ২৯-৩৮; ৭৮ঃ২২-২৭; ৮৮ঃ২-৮;

---

* কুরআনে এটা বারবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কোন নতুন জীবন নয় বরং ইহজীবনের ঘটনাবলীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিকৃতি মাত্র। এই আয়াতগুলিতে ইহজগতের আধ্যাত্মিক অত্যাচারসমূহকে দৈহিক শাস্তিরূপে দেখান হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঘাড়ের চতুর্দিকে দীর্ঘ শিকলের বন্ধন, ইহকালের আধ্যাত্মিক কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসের প্রতিচ্ছবি। এই কামনা-বাসনাই পরলোকে পায়ের শৃংখলরূপে দেখা দিবে। ইহলোকের অন্তর্দাহ পরলোকে প্রজ্জলিত অগ্নি শিখার রূপ ধারণ করবে। মানুষের

আয়ু (শৈশব ও বার্ধ্যক্যের অচলাবস্থা বাদ দিলে) গড়ে সত্তর বছর ধরা যেতে পারে। দুষ্ট ও অবিশ্বাসীগণ এ সত্তরটি বছর কেবল দুনিয়াদারির মধ্যে থেকে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দেয়। সে নিজেকে ইন্দ্রিয় শক্তির শিকল হতে মুক্ত করার চেষ্টা করে না । এবং এ কারণেই পরকালে সত্তর বছর ব্যাপী কামনা বাসনার প্রতীকরূপ সত্তর হাত লম্বা শিকল তাকে শৃঙ্খলিত করবে। এক এক হাত শিকল তার কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয় শক্তির জীবনের এক একটি বছর। (কুরআন মজীদ টীকা ৩১১৬)।

** 'যাক্কুম বৃক্ষ' অবিশ্বাসের বৃক্ষকে নির্দেশ করে। কুরআন সত্যিকার বিশ্বাসকে সেই পবিত্র বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে, যে বৃক্ষ সবসময় সুমিষ্ট ফল দান করে থাকে (১৪ঃ২৫-২৬) এবং অবিশ্বাস ও কুফরীকে অপবিত্র বৃক্ষ বলে অভিহিত করেছে (১৪ঃ২৭)। যাক্কুমকে বিষবৃক্ষ অর্থে গ্রহণ করলে এটাই বুঝায় যে, অবিশ্বাসের অভিশপ্ত বৃক্ষের ফল খেলে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের অপমৃত্যু বা অবসান ঘটবে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৪৮৬)

হাদীস

১৩৮৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে অপরাধ করলে দোযখে তার স্থান কোথায় হ'ত তা তাকে দেখান হবে, যাতে করে সে অধিক শুকরগুজারি করতে পারে। আবার যে কোন দোযখে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে ভাল কাজ করলে জান্নাতে তার স্থান কোথায় হ'ত, তাকে তা দেখান হবে, যেন তার আফসোস হয়" (বুখারী)।

১৩৮৭। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আদম সন্তানের বয়স বাড়ার সাথে সাথে দু'টি জিনিস বাড়ে। সম্পদের মোহ এবং দীর্ঘ জীবন (এর আকাঙ্ক্ষা)। (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক)

মলফূযাত

৫৮১। "তদ্রূপ অন্য আয়াতে বলেন, 'এই জাহান্নামীকে পাকড়াও কর। তার ঘাড়ে হাড়কাঠ লাগাও, তারপর তাকে দোযখে জ্বালাও, তারপর সত্তর গজ শিকলে তাকে আবদ্ধ কর।' জানা আবশ্যক এই আয়াতগুলিতে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার রূহানী আযাব আলমে মায়াদে সাকারে প্রকাশিত হবে। দৃষ্টান্তস্থলে, গলায় হাড় কাঠ পার্থিব লোভ লালসা, যা মানুষের মস্তক ভূমির দিকে অবনত করে রেখেছিল, তা পরজগতে বাহ্যিক হাড়কাঠ আকারে দেখা যাবে। তেমনি সংসারের আবদ্ধতার শিকল পায়ে বেড়ীর আকারে দেখা দিবে এবং পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসার জ্বালা প্রকাশ্য এবং জ্বলন্ত লেলীহান অগ্নিরূপে দৃষ্টিগোচর হবে" (ইসলামী নীতি দর্শন, পৃঃ ১৪৮)।

৫২২। পাপীগণের জন্য ইহকালে ও পরকালে দু'দোযখ রয়েছে।

কুরআন

১৫৭৩। নিশ্চয় তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) জাহান্নামকে দেখবে।

১৫৭৪। অতঃপর তোমরা অবশ্যই (পরকালে) পর্যবেক্ষণভিত্তিক বিশ্বাস মূলে তা প্রত্যক্ষ করবে। * (১০২ঃ৭-৮)

১৫৭৫। এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে সেই আসন্ন বড় আযাবের পূর্বে (পৃথিবীতে) ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব যেন তারা (আমাদের দিকে) ফিরে আসে। 'ক' (৩২ঃ২২)

'ক' ১৩ঃ৩৫; ৩৯ঃ২৭; ৪১ঃ১৭; ৫২ঃ৪৮; ৬৮ঃ৩৪ঃ৭৮;৪১;

---

* মানুষ যদি তার সাধারণ বুদ্ধিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করত এবং তার সামান্য জ্ঞানটুকুও প্রয়োগ করত, তবে সে দেখতে পেত যে, দোযখ ইহকালেই তাকে গ্রাস করবার জন্য তার দিকে মুখ-ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ সে বুঝতে পারত যে, এই অস্থায়ী জাঁকজমক ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে নিমগ্ন হওয়াটা তার নৈতিক অধঃপতনকে ডেকে আনবে।

৫ম হতে ৮ম আয়াত এটাই প্রতিপন্ন করে যে নারকীয় জীবন ইহকালেই শুরু হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুর অন্তরালে পরকালের দোযখ ইহকালেই প্রস্তুত হতে থাকে। এ বিষয়ে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেন, নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস অর্জন করে তাঁরা একে এখানেই চিনতে পারেন। এ আয়াতগুলি দোযখের ব্যাপারে মানব বিশ্বাসের তিনটি স্তরকে নির্দেশ করছে। (কুরআন মজীদ টীকা ৩৪২৫-৩৪২৬)

হাদীস

১৩৮৮। হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক গুণাহ হ'তে আল্লাহ্তাআলা যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা মাতার নাফরমানী (ক্ষমা করেন না)। বরং তার শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনেই প্রদান করেন" (মেশ্কাত, মূল: বায়হাকী)

মলফূযাত

৫৮২। "এখন সারকথা, আল্লাহ্তাআলা এ জগতের ঈমানের বাক্যকে যেমন বেহেশতের সাথে তুলনা করেছেন, তেমনি এ জগতের বেঈমানী ও অবিশ্বাস সংক্রান্ত বাক্যসমূহকে যাক্কুমের সাথে তুলনা করেছেন এবং একে দোযখের গাছ বলে নির্ধারণ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে ইহলোক হতেই বেহেশত ও দোযখের সুত্রপাত হয় যেমন দোযখ সম্বন্ধে অন্যত্র বলেছেন, 'দোযখ আল্লাহ্র ক্রোধাগ্নি হতে উৎপন্ন হয় এবং গুণাহ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। তা প্রথমে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে।' এতে ইশারা, এই অগ্নির মূল ঐ সব চিন্তা, শোক, দাহ ও দুঃখ যা হৃদয়কে ধৃত করে। কারণ যাবতীয় আত্মিক শাস্তি, রূহানী আযাব প্রথমে হৃদয় হতেই শুরু হয়, পরে সমগ্র দেহে ছেয়ে যায়" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

১৪২। ভবিষ্যদ্বাণী

৫২৩। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার এক নির্ধারিত মিয়াদ আছে।

কুরআন

১৫৭৬। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য এক নির্দিষ্ট মিয়াদ আছে, এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। 'ক' *(৬ঃ৬৮)

'ক' ২১ঃ১১০; ৫৪ঃ৪; ৭২ঃ২৬;

---

* এই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্তাআলা তাঁর অভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার এক সময়সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আমাদের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা-ও যথাযথ সময়ে এসে উপস্থিত হবে। (কুরআন মজীদ টীকা ৮৬১)

হাদীস

১৩৮৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "লেকুল্লে নাবায়েম মোসতাকাররোন' (৬ঃ৬৮) আয়াতের অর্থ হ'ল ঃ প্রত্যেক বার্তার একটি উদ্দেশ্য বা আবেদন রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বার্তা অবশ্যই সংঘটিতব্য যদিও সংঘটিত হবে যথা সময় অতিবাহিত করে" (তফসীরে ইবনে কাসীর)।

মলফূযাত

৫৮৩। "আমার ভবিষ্যদ্বাণী কীরূপ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, তার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। উক্ত এপ্রিল মাসে পুনঃ খোদাতাআলার নিকট হ'তে ওহী প্রাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেছিলাম যে ইং-১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিলের ভূমিকম্পতুল্য আর একটি ভূমিকম্প পুনঃ বসন্তকালেই হবে। তার পূর্বে নয়। উহা নিশ্চয়ই ইং ১৯০৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হবে না। তদনুযায়ী এগার মাস যাবৎ আর কোন ভূমিকম্প হয় নি। ইং ১৯০৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পার হয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১টার সময় ঠিক বসন্ত ঋতুর মধ্যে এরূপ ভীষণ এক ভূমিকম্প হয়েছিল। ইংরেজী সিভিল গেজেট প্রমুখ সংবাদ পত্রাদিকেও একথা স্বীকার করতে হ'ল যে, ইহা ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের ভূমিকম্পের অনুরূপ ধ্বংসকারী" (তাযাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)।

৫২৪। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও খনিজ সম্পদ আবিষ্কার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

কুরআন

১৫৭৭। যখন পৃথিবী এর (প্রচন্ড) কম্পনে প্রকম্পিত হবে, ১*

১৫৭৮। এবং পৃথিবী এর বোঝা বের করে দিবে, 'ক' ২*

১৫৭৯। এবং ইনসান বলবে 'এর হ'ল কি ?' ৩ *

১৫৮০। সেদিন ইহা তার যাবতীয় সংবাদ বলে দিবে, ৪ * 'খ'

১৫৮১। কেননা তোমার প্রতিপালক তার প্রতি ওহী করবেন, (৯৯ঃ২-৬)

'ক' ২৭ঃ৭৬; ৫৭ঃ২৬; ৮১ঃ১২; ৮২ঃ৫; ৮৪ঃ৫;

'খ' ৮১ঃ১১;

১* সমগ্র বিশ্বই প্রচন্ড ধরনের অভ্যন্তরীণ আন্দোলন ও উত্থান-পতনের অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে।

২*'ক' পৃথিবীর বুক চিরে উন্মুক্ত করা হবে এবং পৃথিবী আপন বক্ষ হতে খনিজ সামগ্রী ও ধন দৌলত বের করে দিবে, (খ) সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা, বিশেষ করে প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুলাকারে বিস্তৃতি লাভ করবে।

৩* অসংখ্য সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এবং নব নব আবিষ্কার মানুষকে এমনভাবে তাক লাগিয়ে দিবে যে, সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠবে, পৃথিবীর হল কি ?

৪* হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে, 'গোপনে কৃত কর্মও তখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে' (তিরমিযী)। সংবাদ মাধ্যমের এত বাহুল্য হবে যে, কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব হবে না। (কুরআন মজীদ টীকা-৩৪০২-৩৪০৫)

হাদীস

১৩৯০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি জাওয়ামিউল কালিম' নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। আর (ভক্তিপূর্ণ ভয়) বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার নিদ্রিত অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম যে, পৃথিবীর ধনভান্ডারের চাবিকাঠি আমার হস্তে ন্যস্ত করা হয়েছে।" হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিদায় নিয়েছেন আর তোমরা সে ধন সম্পদ ব্যবহার (ভোগ) করছ অথবা (মাটি খুঁড়ে) উদ্ধার করছ অথবা তিনি এ ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন" (বুখারী, কিতাবুল্ ইতিসাম)।

১৩৯১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "অতি শীঘ্রই ফোরাত নদী (ইউফ্রেতিস নদী) (তাঁর মধ্যস্থিত) স্বর্ণখনি বের করে দেবে। সুতরাং ঐ সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন এ থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। (কেননা এটা কিয়ামতের নিদর্শন হবার কারণে, প্রকৃতপক্ষে এসব ধন-রত্ন ফিতনার কারণ হবে।) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরজের সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে স্বর্ণের খনির পরিবর্তে 'স্বর্ণের পাহাড়' বের করে দিবে বলেছেন" (বুখারী, কিতাবুল্ ফিতন)।

মলফূযাত

৫৮৪। "পবিত্র কুরআন মজীদ আখেরী জামানার আরও অনেক চিহ্ন বর্ণনা করেছে, যখন সকল মানুষকে এক ধর্মে একত্র করা হবে। যেমন নদীসমূহকে খাল কেটে বিদীর্ণ করা হবে, পৃথিবী তার গুপ্ত খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত করে দিবে, বিজ্ঞানের নানা প্রকার বিষয় আবিষ্কার হবে, ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে পুস্তকাদির ব্যাপক প্রসার হবে, এমন যানবাহন আবিষ্কার হবে যা উষ্ট্রকে বেকার করবে এবং মানুষের যাতায়াতের পথ সুগম হবে। যোগাযোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে জনমন্ডলীর ভিতর সংযোগ সহজ হবে এবং এও বলা হয়েছে যে, একই রমযান মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

৫২৫। বিভিন্ন যানবাহন আবিষ্কার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

কুরআন

১৫৮২। এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া এবং খচ্চর এবং গাধা যেন তোমরা এগুলিতে আরোহণ করতে পার, শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণরূপে (ব্যবহার করতে পার)! এবং তিনি আরও যা সৃষ্টি করবেন তোমরা (এখন তা) জান না। 'ক' * (১৬ঃ৯)

১৫৮৩। এবং সমুদ্রে পর্বত সদৃশ দ্রুতগামী জাহাজগুলিও তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। 'খ' ** (৪২ঃ৩৩)

১৫৮৪। এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলি বেকার পরিত্যক্ত হবে, *** (৮১ঃ৫)

'ক' ৩৬ঃ৪২-৪৩; ৪৩ঃ১৩-১৪;

'খ' ৫৫ঃ২৫;

---

* আয়াতের এ অংশটুকু ইংগিত করছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা মানবের জন্য নূতন যানবাহনের অস্তিত্বের প্রকাশ করবেন, যা তখন পর্যন্ত মানবের অজানা ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আশ্চর্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে রেলগাড়ী, জলযান, মটরগাড়ী, উড়োজাহাজ ইত্যাদি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ্‌তাআলাই কেবল জানেন আরো নতুন কী কী যানবাহন ভবিষ্যতে মানুষের সুবিধার জন্য উদ্ভাবিত হবে, যা এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। কুরআন মজীদ টীকা ১৫৩২-ক)

** এই আয়াত এবং অন্যান্য বহু আয়াতে, কুরআন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমুদ্রগামী পাহাড় সদৃশ জাহাজের ভূমিকার উল্লেখ করে। অথচ ঐ সুদূর অতীতে বর্তমান কালের লক্ষ লক্ষ টনবাহী জাহাজের কথা মানুষের পক্ষে চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আরবের এক মরুপুত্রের কাছে ১৪শ' বছর পূর্বে এই সত্য কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় কুরআন যে ঐশীবাণী তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। (কুরআন মজীদ টীকা-২৬৫৮)

*** 'উশারা শব্দের বহুবচন ইশার'। উশারা মানে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী। 'ইশারা' বলতে ঐ সকল উষ্ট্রীকে বুঝায় যারা এখনও বাচ্চা প্রসব করে নি কিংবা যারা আসন্ন প্রসবা। (মুফরাদাত, লেইন)। আয়াতটির অর্থ ঃ যখন আরবের মত মরুদেশে পর্যন্ত উটনীর কোন মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এটা একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, যানবাহন রূপে উটের ব্যবহার উঠে যাবে এবং উন্নত ও দ্রুতগতি সম্পন্ন যানবাহন, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদি তাদের স্থান দখল করবে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর একটি হাদীসে উটের জায়গায় অন্য যানবাহন ব্যবহারের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে – উট পরিত্যক্ত হবে এবং একস্থান হতে অন্য স্থানে যাবার জন্য ব্যবহৃত হবে না। (মুসলিম)। (কুরআন মজীদ টীকা-৩২৬৪)

হাদীস

১৩৯২। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, উট পরিত্যক্ত হবে, একস্থান হতে অন্য স্থানে যাবার জন্য ব্যবহৃত হবে না" (মুসলিম)।

মলফূযাত

৫৮৫। "বর্তমানে আমরা দেখছি যে, জগৎ ক্রমশই এই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক দ্রুত সুদৃঢ় হচ্ছে। ভ্রমণের সকল প্রকার ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ হয়েছে এবং দূর-দূরান্তরের দেশসমূহের সাথে মত বিনিময় খুবই সহজ হয়েছে। পত্র যোগাযোগ সহজ হবার জন্য বিভিন্ন জাতির ভিতর সংযোগ সাধন সম্ভব হয়েছে। রেল লাইন তৈরী হবার ফলে একজন লোক মাত্র ৪০ দিনে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারে" (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্ তাং ৬-২-১৯০৩)।

৫২৬। মানুষ বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধমে গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে যেতে সক্ষম হবে কিন্তু আল্লাহ্‌র অসীম সৃষ্টির সীমা ভেদ করতে সক্ষম হবে না। এমন এক সময় আসবে যখন অন্য গ্রহের প্রাণীর সাথে মানুষের যোগাযোগ হবে।

কুরআন

১৫৮৫। হে জিন্ন ও ইনসানের দল! যদি তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্তসমূহ ভেদ করে যেতে পার, তবে ভেদ করে যাও। তোমরা (সর্বাধিপতির) কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে আদৌ ভেদ করে যেতে পারবে না। 'ক' * (৫৫ঃ৩৪)

১৫৮৬। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তা তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং তিনি যখন চাইবেন তাদের সকলকে একত্র করতে সক্ষম। ** (৪২ঃ৩০)

'ক' ৮১ঃ১২;

---

* এই আয়াতটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা এই যে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যারা বস্তু বিজ্ঞানের উন্নতিতে চরমত্ব লাভ করেছেন বলে গর্ব বোধ করেন, তাদেরকে এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা যত উন্নতিই করুক না কেন, যে সব প্রাকৃতিক আইন-কানুন বিশ্ব জগতের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, সেসব আইন-কানুন তারা কখনও সম্পূর্ণ মাত্রায় আয়ও করতে পারবে না। যত চেষ্টাই তারা করুক না কেন সর্বাধিপতি আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে তারা সফলকাম হবে না। এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, 'তোমরা আকাশ ভেদ করে যেখানেই যাও না কেন তোমরা দেখতে পাবে যে, সেখানেও আল্লাহ্‌র বাদশাহাত বিরাজ করছে।' অন্য একটি ব্যাখ্যা হ'ল ঃ এই আয়াত পাপীদেরকে সাবধান করে বলছে যে, তোমরা দুঃসাহসিকতার সাথে আকাশ ও পৃথিবীর সীমা ভেদ করে যেতে চাও, কিন্তু ঐশীবিধানকে অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে কখনও বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণ পাবে না। এই আয়াতে বর্তমান জামানার রকেট, স্পুটনিট ইত্যাদি মহাকাশ পাড়ি দিবার খেয়াযানগুলির প্রতিও ইঙ্গিত থাকতে পারে, যা দ্বারা আমেরিকা ও রাশিয়া গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে যাবার চিন্তা-ভাবনা করছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, বড় জোর তারা কতকগুলি গ্রহ-উপগ্রহে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিশ্ব মহাবিশ্ব তো অসীম ও ধারণাতীত। (কুরআন মজীদ টীকা-২৯৩৪)

** ... তিনি যখন চাইবেন সকলকে একত্র করতে সক্ষম এই বাক্যাংশটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীও হতে পারে যে, এমন এক সময় আসবে (সম্ভবতঃ) যখন পৃথিবীতে বসবাসকারী ও অন্যান্য গ্রহ-গ্রহান্তরের বসবাসকারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং তারা একত্র হবার সুযোগ পাবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ১২০০০ বছর পূর্বে আকাশ হ'তে অতিথিরা (দ্রোপাস) পৃথিবীতে এসেছিল। (দি পাকিস্তান টাইমস ১৩-৮-৬৭) (কুরআন মজীদ টীকা-২৬৫৬)

হাদীস

১৩৯৩। হযরত নাওয়াস ইবনে সা'মান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,একদা এক সকালে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাদের নিকট যখন দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। "হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এই দুনিয়ায় দাজ্জালের চলার গতি কীরূপ হবে ?" তিনি বলেছিলেন, "বাতাস যেমন একটি মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, সে একটি জনগোষ্ঠির নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের তার অনুগত হবার নির্দেশ দিলে তারা তার ডাকে সারা দিবে এবং তার অনুগত হবে। সে তখন আকাশকে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে নিদের্শ দিলে আকাশ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে" (মুসলিম, রিয়াজুস সালেহিন হতে অনূদিত)।

মলফূযাত

৫৮৬। "এজন্য সেই সকল মৌলভীদের আমি বিভ্রান্ত বলে মনে করি যারা আধুনিক বিজ্ঞান অর্জনের বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ভ্রান্তি ও দুর্বলতাকেই গোপন রাখার জন্য এরূপ বলে থাকে। তাদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাদি ইসলাম সম্বন্ধে মানুষকে কুভাবাপন্ন ও বিভ্রান্ত করে। এবং তারা এটা স্বীকার করে বসে আছে যে, মেধা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। যেহেতু তারা নিজেরা অধুনা বিজ্ঞান ও দর্শনের দুর্বলতাসমূহ উদ্ঘাটন করে দেখতে অক্ষম, সেহেতু নিজেদের দুর্বলতা গোপন করার উদ্দেশ্যে তারা এই মনগড়া কথা রচনা করছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা নাজায়েয। প্রকৃতপক্ষে তাদের আত্মা দর্শনশাস্ত্রের মোকাবেলায় কম্পমান এবং নিত্য নূতন অধুনা গবেষণার সামনে সেজদাবনত। কিন্তু সেই সত্যিকার দর্শন তারা লাভ করে নি যা ইলহামে এলাহী দ্বারা সৃষ্টি হয়" (মলফূযাত, ১ম খন্ড)।

৫২৭। পানির উৎস ও এর সংরক্ষণ। বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ। বর্তমান সেচ প্রকল্প আবিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী।

কুরআন

১৫৮৭। এবং আমরা আকাশ হতে পরিমিত পরিমাণে পানি বর্ষণ করি অতঃপর আমরা একে ভূমিতে সংরক্ষণ করি; এবং নিশ্চয় আমরা তা উঠিয়ে নিতেও সক্ষম। 'ক'

১৫৮৮। অতঃপর আমরা তদ্বারা তোমাদের জন্য উদ্গত করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে এবং তা হতে তোমরা আহার করে থাক: 'খ' (২৩ঃ১৯-২০)

১৫৮৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি বায়ুকে নিজ রহমতের পূর্বে সুসংবাদ দিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমরা মেঘ হ'তে বিশুদ্ধ ও পরিস্কার পানি বর্ষণ করি, 'গ'।

১৫৯০। যেন আমরা তদ্বারা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করি এবং আমাদের সৃষ্ট বহু সংখ্যক জীবজন্তু ও মানুষকে পানি পান করাই। (২৫ঃ৪৯-৫০)

১৫৯১। এবং আমরা তাতে (পৃথিবীতে) অত্যুচ্চ পর্বতমালা সংস্থাপন করেছি এবং তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি পান করাবার ব্যবস্থা করেছি। 'ঘ' (৭৭ঃ২৮)

'ক' ৭ঃ৫৮; ১৫ঃ২৩; ২৪ঃ৪৪; ২৫ঃ৪৯, ৫০; ৩০ঃ৪৯; ৫১ঃ২-৫; ৬৭ঃ৩১;

'খ' ২ঃ২৩; ৬ঃ১০০; ১৩ঃ৫; ১৪ঃ৩৩; ১৬ঃ১১-১২; ২০ঃ৫৪; ২২; ৬,৬৪; ৩৫ঃ২৮; ৩৬ঃ৩৪-৩৬; ৭৮ঃ১৬-১৭;

'গ' ১৫ঃ২৩; ১৬; ১১;

'ঘ' ১৩ঃ৪; ১৫ঃ২০;

হাদীস

১৩৯৪। "হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা আমাকে যে হেদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তার তুলনা সেই বৃষ্টিবৎ, যা ভুমির উপর বর্ষিত হয়। ভূমির উৎকৃষ্ট অংশ এই বৃষ্টির ক্রিয়া গ্রহণ করে ফসলও হয়, ঘাস ও পল্লব খুব হয়। ভূমির অন্য একটি প্রকার এমন যে, তা পানি রোধ করে, তদ্বারা আল্লাহ্তাআলা মানুষকে উপকৃত করেন। মানুষ নিজে এই পানি পান করে এবং তাদের ক্ষেত ভর্তি করে। ভূমির তৃতীয় আর এক শ্রেণী আছে চটান ও শুষ্ক। পানি ধারণ করতেও পারে না, ঘাস বা ফসল কিছুই জন্মায় না" (মুসলিম, কিতাবুল্ ফাযায়েল)।

মলফূযাত

৫৮৭। "আমি ইসলামে বিশ্বাস করি কেননা তা আমার স্বভাবজাত কামনা-বাসনাগুলিকে ধ্বংস করতে চায় না; বরং সেগুলিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে দেয়। তা না আমার সকল কামনা-বাসনাকে ধ্বংস করে দিয়ে আমাকে একটা প্রস্তর খন্ডে পরিণত করে, না সেগুলিকে অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত রেখে আমাকে একটি জন্তুতে পরিণত করে। পক্ষান্তরে, তা একজন সুদক্ষ সেচ প্রকৌশলীর ন্যায়–তিনি যেমন অনিয়ন্ত্রিত নদী নালার পানিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেচ প্রণালী বা খালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে দিয়ে তার দ্বারা পতিত এলাকার উন্নয়ন সম্ভব করে তোলেন, তেমনি আবার স্বভাবজাত ইচ্ছা-অভিলাস বা কামনা বাসনাগুলিকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালনার মাধ্যমে সেগুলিকে অতি উন্নত নৈতিক গুণে রূপান্তরিত করে দেয়।' [কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি – হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

৫২৮। প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। পরিশেষে পালেস্টাইন মুসলিম অধিকারে আসবে।

কুরআন

১৫৯২। এবং তারপর আমরা বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা এই (প্রতিশ্রুত) দেশে বাস কর, অতঃপর যখন পরবর্তীকালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হবার সময়) আসবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে (বিভিন্ন জাতি হ'তে) গুটিয়ে নিয়ে আসব।' * (১৭ঃ১০৫)

১৫৯৩। এবং (ইতিপূর্বে) আমরা যবুরে উপদেশবাণীর পর এটা লিখে দিয়েছি যে, আমার নেক বান্দাগণ এই (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী হবে। ** (২১ঃ১০৬)

---

* কুরআন মজীদ টীকা ১৬৫৮ দেখুন

** কুরআন মজীদ টীকা ১৯২৫ দেখুন

হাদীস

১৩৯৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে মুসলমান ও ইহুদীদের ভিতর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে এবং মুসলমানগণ ইহুদীদের হত্যা করতে থাকবে। ইহুদীগণ পাথর ও বৃক্ষসমূহের পিছনে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর ও বৃক্ষ চিৎকার করে বলবে, "হে মুসলমান আল্লাহ্‌র বান্দা ! এখানে একজন ইহুদী আমার পিছনে লুকিয়ে আছে, এস, তাকে হত্যা কর।" কেবল একটি বৃক্ষ যা কেবল ইহুদীদের দেশে উৎপন্ন হয় কোন কথা বলবে না। (মুসলিম, কিতাবুল্ ফিতন)

মলফূযাত

৫৮৮। "এই আয়াত (২১ঃ১০৬) পরিষ্কারভাবে বলছে যে, 'আল্ আরজ' (ভূমি) বলতে এখানে মধ্যপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ বুঝাচ্ছে যার মধ্যে প্যালেস্টাইনও অন্তর্ভুক্ত। এটা সৎকর্মশীলদের আবাসভূমি যা বর্তমানে মুসলমানদের দখলে আছে। আল্লাহ্ এখানে 'ইয়ারেছুহা' (বসবাস করবে) শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'ইয়ামলেকুহা (অধিকার করবে) নয়। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এর প্রকৃত উত্তরাধীকারী তারা, যাদের অধিকারে বর্তমানে এটা আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এমনকি যদি এই দেশ কোন সময় অন্য কারো দখলে চলে যায়, তবে সে অধিকার এমন হবে, যেমন কোন মালিক তার সম্পত্তি কাকেও লিজ হিসাবে দায়িত্ব দেয়। এটাই যার মধ্যে স্বর্গীয় ভবিষ্যদ্বাণীর বৈশিষ্ট্য নিহিত। যেহেতু মধ্যপূর্ব এশিয়া নবীদের আবাসভূমি, তাই আল্লাহ্ এর উত্তরাধিকার অপবিত্র করতে চান না" (মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড)।

৫২৯। দাব্বাতুল আরয (মাটির কীট) বের হওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

কুরআন

১৫৯৪। এবং যখন তাদের বিরুদ্ধে (পূর্ব বর্ণিত) কথা পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আমরা তাদের জন্য ভূমি হ'তে এক প্রকার কীট বের করব, যা তাদেরকে যখম করবে এই কারণে যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর বিশ্বাস করত না। 'ক' * (২৭ঃ৮৩)

'ক' ৩৪ঃ১৫;

---

* এটা শেষ জমানায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হবার একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজেই করেছিলেন। কিন্তু যদি দাব্বা শব্দ স্থূলভাবে জড়বাদী লোক অর্থে গ্রহণ করা হয়, যাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা পার্থিব ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়াশের জন্যই সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত ও সীমাবদ্ধ (৩৪ঃ১৫), তবে জড়বাদী পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের প্রতি আয়াতটি নির্দেশ করে বলে ধারণা করা যায়। তাদের সকল পরিশ্রম ইহ জীবনের সমস্ত পার্থিব বিষয়ের সন্ধানে অপব্যয়িত (১৮ঃ১০৫) এবং তারা সকল বস্তুতান্ত্রিক শক্তিসহ পৃথিবীতে অভিযান শুরু করেছে। (কুরআন মজীদ টীকা-২১৯১)

হাদীস

১৩৯৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'ছয়টি লক্ষণের পূর্বে তোমরা নেক কাজগুলি তারাতাড়ি সেরে লও, সেই ছয়টি লক্ষণ হ'ল, দোখান, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরয, সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থলে উদয় হওয়া, সাধারণতন্ত্র এবং তোমাদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তির বিপদ" (মুসলিম)।

১৩৯৭। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি প্লেগ সম্বন্ধে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'এটি একটি শাস্তি। যাকে ইচ্ছা তার উপর আল্লাহ্ এটি প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য এটিকে মঙ্গলজনকও করেছেন। যে শহরে প্লেগ আক্রমণ করবে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র তকদীরের উপর নির্ভর করে পুরস্কারের আশায় ধৈর্য ধারণ করে তথায় বসবাস করে তবে শহীদদের তুল্য সওয়াব পাবে' ৎ (বুখারী)।

মলফূযাত

৫৮৯। "ইহাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন শরীফে এমনকি তওরাতের কোন কোন কিতাবেও এই সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে যে, মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যমানায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে। এতদ্ব্যতীত হযরত মসীহ (আঃ) ও ইঞ্জিলে এ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন। এটা সম্ভব নয় যে, নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী টলতে পারে" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

৫৯০। "আর যে সকল পাপীষ্ঠ ইস্তেগফার করে না অর্থাৎ খোদাতাআলার নিকট শক্তি প্রার্থনা করে না, তারা আপন পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করে। দেখ, আজকাল প্লেগও এক শাস্তির আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর দ্বারা খোদাতাআলার অবাধ্য ব্যক্তিগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে" (কিশ্তিয়ে নূহ্)।

৫৩০। মানুষ কীভাবে আগুন আবিষ্কার করল।

কুরআন

১৫৯৫। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সহসা তোমরা তা হতে অগ্নি প্রজ্জলিত কর। 'ক' * (৩৬ঃ৮১)

'ক' ৫৬ঃ৭২-৭৩;

* সবুজ বৃক্ষ এটা মনে হয় ঐ আঠাপূর্ণ বৃক্ষ যার শাখা-প্রশাখা অতি সহজ দাহ্য, জোর বাতাসের ঘর্ষণেই তাতে আগুন ধরে যায়। (যাকে দাবানল বলে-সংকলক) (কুরআন মজীদ টীকা-২৪৬৩)

৫৩১। দু'সমুদ্র একত্রিকরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

কুরআন

১৫৯৬। তিনিই দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন যে এক সময় তারা উভয়ে মিলিত হবে।

১৫৯৭। (বর্তমানে) উভয়ের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক আছে (যার দরুন) তারা একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। * (৫৫ঃ২০-২১)

---

* "দুই জলরাশি' মানে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর অথবা প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর হ'তে পারে কিংবা উভয় জোড়াই বুঝাতে পারে। এই আয়াতে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা সুয়েজ খাল ও পানামা খাল খননের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সুয়েজ খাল ভুমধ্য সাগরকে লোহিত সাগরের সাথে সংযোগ করেছে আর পানামা খাল সংযোগ করেছে প্রশান্ত মহাসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখতে বিশ্বের মানুষকে তের শত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা-২৯২৭)

মলফূযাত

৫৯১। শেষ জামানা সম্পর্কে কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে যার কিছু ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। যেমন একস্থানে বর্ণিত হয়েছে, "তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন যে (এক সময়) উভয়ে মিলিত হবে। বর্তমানে উভয়ের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক আছে, (যার দরুন) তারা একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করত পারে না। ... উভয় (সমুদ্র) হ'তে মুক্তা ও প্রবাল বহির্গত হয়। ... এবং সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগুলিও তাঁরই।' (৫৫ঃ২০-২১, ২৩, ২৫)

এই আয়াতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে দু'টি সমুদ্র যা হতে মুক্তা ও প্রবাল উত্তোলিত হয় এবং যা বিচ্ছিন্ন আছে, এক সময় একত্র হবে এবং এর ভিতর দিয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন জলযানসমূহ যাতায়াত করবে। সুয়েজ ও পানামা খাল খননের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। এই খাল দু'টি দ্বারা যে সাগরসমূহ একত্র করা হয়েছে তা মুক্তা সংগ্রহ ও প্রবালের জন্য বিখ্যাত" (হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ), ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ হোলি কুরআন)।

৫৩২। বিশ্বযুদ্ধ ও পাশ্চাত্য জাতির পতন।

কুরআন

১৫৯৮। এবং যা কিছু এর উপর আছে তাকে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করব। 'ক' * (১৮ঃ৯)

১৫৯৯। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়গুলিকে পরিচালিত করব এবং তুমি পৃথিবীর (জাতিসমূহকে পরস্পরের সাথে) যুদ্ধে অগ্রসরমান দেখবে এবং আমরা তাদেরকে একত্র করব, এমনকি তাদের কাকেও অব্যাহতি দিব না। 'খ' ** (১৮ঃ৪৮)

'ক' ১৮ঃ৩৩-৪৮; ২০ঃ১০৬-১০৮;

'খ' ১৮ঃ১০০; ২২ঃ২-৩; ৫৫ঃ৩৬-৩৮; ৬৯ঃ১৪-১৫; ৭০ঃ৯-১০; ৭৮ঃ২১; ৮১ঃ৪; ১০১ঃ৪-৬;

* এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত রয়েছে যে, পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান জাতিগুলি অর্থ সম্পদ, ক্ষমতা ও রাজ্য অর্জনের পর এবং বহু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দ্বারা আল্লাহ্‌র জমীনকে কুরআন ও হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী এবং বাইবেলে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র নবী রসূলগণের মুখ নিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুযায়ী অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন আল্লাহ্‌তাআলার ক্রোধ উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। সুদৃঢ় বিস্তৃত চরম দুর্দশাপূর্ণ বিপদাবলী পৃথিবীতে নেমে আসবে এবং তাদের (খ্রীষ্টান জাতিগুলির) উন্নতির অগ্রযাত্রা এবং তাদের সকল সৃষ্টি ও কর্ম তাদের অত্যুচ্চ ইমারতসমূহ তাদের দেশ ও তাদের গৌরব, আন্তরিকতা এবং সকল জাঁকজমক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। (কুরআন মজীদ টীকা ১৬৬৬)

** 'জিবাল' অর্থ প্রধান, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, নায়ক বা সর্দার (লেইন)। এই আয়াতের মর্ম এ হতে পারে যে, পূর্ববর্তী কতক আয়াতে উল্লেখিত অশুভ শক্তি বা শয়তানী শক্তিগুলি (গগ এন্ড ম্যাগগ) অর্থাৎ ইয়া'জূজ মা'জূজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে তখন, যখন বাইবেলের ভাষায় জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে (মথি ২৪ঃ৭)। 'ইশোরনাহুম'এর মর্ম তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একত্র করা হবে এবং তারা একে অন্যের মুখামুখি হবে এবং শোচনীয় অবস্থা পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। (কুরআন মজীদ টীকা-১৬৯৭)

হাদীস

১৩৯৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কেয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দু'টি বৃহৎ দল পরস্পর তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হবে। অথচ তাদের উভয় দলেরই মূল দাবী হবে এক ও অভিন্ন" (বুখারী, কিতাবুল্ ফিতন)।

মলফূযাত

৫৯২। "আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আমাদের সেলসেলায়ও শক্ত মতভেদ দেখা দিবে এবং ফেতনাকারী ও স্বার্থের দাসগণ পৃথক হয়ে যাবে। অতঃপর খোদা এই মতভেদকে মিটিয়ে দিবেন, বাকী যারা কর্তিত হবার যোগ্য এবং সত্যের সাথে সম্বন্ধ রাখে না এবং ফেতনাবাজ, তারা কর্তিত হয়ে যাবে। অতঃপর পৃথিবীতে এক হাশর খাড়া হবে। ইহা প্রথম হাশর হবে। সকল বাদশা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে আক্রমণ করবে এবং এরূপ রক্তপাত হবে যে, যমীন রক্তে ভরে যাবে। প্রত্যেক বাদশার প্রজাগণও আপোসের মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই করবে। এক বিশ্বজোড়া ধ্বংস আসবে। এই সকল ঘটনার কেন্দ্র হবে মুলকে শাম, সাহেবযাদা সাহেব তখন আমার পুত্র মাওউদ হবে। খোদা তার সাথে এই ঘটনাসমূহকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। এই সকল ঘটনার পর আমার জামাতের উন্নতি হবে এবং সুলতানগণ আমাদের সেলসেলায় প্রবেশ করবে। আপনি সেই মাওউদকে চিনে নিবেন" (তাযকেরা-পাক্ষিক আহমদী ১৯৭৩ সনের, ৩০শে নভেম্বর সংখ্যা হতে উদ্ধৃত)।

আল্লাহ্‌তাআলাকে শেষ পর্যন্ত দেখার তৌফীক দান করলেন।

AL-QURAN & LIFE

Compilation
Khandker Azmal Huq